তাহক্বীক্ব
মিশকা-তুল মাসা-বীহ
(২য় খণ্ড)
'আল্লামাহ্ ওলীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ
আল্ খাতীব আল্ 'উমারী আত্ তিব্রীযী
তাহক্বীক্ব
'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী
হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

[আরবী ও বাংলা]

মূল :

'আল্লামাহ্ ওলীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল্ খাতীব আল্ 'উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহঃ)

ব্যাখ্যা :

মির্'আ-তুল মাফা-তীহ শার্হু মিশ্‌কা-তিল মাসা-বীহ

আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ 'আবদুস্ সালাম বিন খাঁন মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হিসামুদ্দীন আর্ রহমানী আল্ মুবারকপূরী (রহঃ) [মৃত ১৪১৪ হিঃ]

তাহক্বীক্ব :

'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

হাদীস একাডেমী

(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব
মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রকাশনায় : **হাদীস একাডেমী**
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৯৫৯১৮০১
মোবাইল : ০১১৯১-৬৩৬১৪০, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

প্রথম প্রকাশ : রমাযান ১৪৩৫ হিজরী
জুলাই ২০১৪ ঈসায়ী
শ্রাবণ ১৪২২ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
Email: uniquemc15@yahoo.com

মুদ্রণে : এম. আর. প্রিন্টার্স
পাতলা খান লেন, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৭৭-৭৭৯৮০০

হাদিয়া : **৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র**

Mishkaatul Masaabeeh (Volume- 2)
Published by Hadith Academy, 214 No. Bangshal Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone: 02-9591801, Mobile: 01191-636140, 01915-604598, First Print: July 2014, Price: 750.00 (Seven Hundred Fifty) Taka Only. US$ 19.00.

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ

শায়খ আবদুল খালেক সালাফী
অধ্যক্ষ- আল মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
সাবেক অধ্যক্ষ- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ শামসুদ্দীন সিলেটী
উপাধ্যক্ষ- রসূলপুর ওসমান মোল্লা সিনিয়র মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ।

শায়খ মুস্তাফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী
ফাযেলে দেওবন্দ, ভারত ও অধ্যক্ষ- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান আল-মাদানী
মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
প্রধান মুহাদ্দিস- শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
অধ্যক্ষ- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

শায়খ মুহাম্মাদ মাসউদুল আলম আল-উমরী
ডি. এইচ. (ভারত)
শাইখুল হাদীস ও অধ্যক্ষ- মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ্, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম মাদানী
দা'ঈ- ধর্ম মন্ত্রণালয়, সউদী আরব বাংলাদেশ
মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
উপাধ্যক্ষ- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ড. শায়খ হাফেয মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম
মুদাররিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া 'আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
লিসান্স ইন কুরআন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সউদী আরব।

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুল মালেক মাদানী
আরবী প্রভাষক-
কাঞ্চনপুর এলাহিয়া বি. এ. ফাযিল মাদ্‌রাসা, টাঙ্গাইল।

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালেক
মুদাররিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শায়খ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী
আরবী প্রভাষক- হাজী মোঃ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা, সুরিটোলা, ঢাকা।
চেয়ারম্যান- ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা।

শায়খ আহসানুল্লাহ বিন মাজীদুল হক
মুদাররিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

শায়খ শাহাদাৎ হুসাইন খান
দাওরায়ে হাদীস (মুমতায)-
মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
অনার্স (ফাস্ট ক্লাস সেকেন্ড)-
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুর রায্যাক্ব বিন ইবরাহীম
দাওরায়ে হাদীস-
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
অনার্স (অধ্যয়নরত)-
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শায়খ রবিউল ইসলাম বিন আবুল কালাম
মুদাররিস- মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা সহযোগী : সাকিব বিন নূর হুসায়ন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের এবং লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি।

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন মাজীদ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ; হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন : "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ্ বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)। হাদীস শরীফে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক তাফসীর প্রকাশিত হলেও সে তুলনায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাহক্বীক্ব করা বাংলা অনুবাদ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের মানুষের কাছে হাদীসের মান যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন যথেষ্ট সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের কাছে তাহক্বীক্ব করা কিতাবের আকর্ষণ ও চাহিদাও দীর্ঘদিনের। তাই হাদীস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস জানার ও মুসলিমদের সত্যিকার ইসলামের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে এ অনুবাদ গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্ব বহু মাযহাবের ডামাডোলের মধ্যে বসবাস করে ফিরকাবন্দীর মহাজালে আবদ্ধ হয়ে সহীহ হাদীসের বাস্তব জ্ঞান না থাকার জন্য বর্তমান যুগের মুসলিমগণ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

সুতরাং যে সকল মুসলিম ভাই ও ভগ্নিগণ য'ঈফ হাদীস বাদ দিয়ে শুধু সহীহ হাদীসের উপর 'আমাল করতে চায় (আর এটাই সকলের জন্য অত্যাবশ্যক) তাহক্বীক্বকৃত মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ অনুবাদ গ্রন্থখানি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে ইন্‌শা-আল্লা-হ। আমাদের জানা মতে প্রকাশিত 'মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ'-এর (আলবানী'র) তাহক্বীক্ব এবং (মির্'আ-তুল মাফা-তীহ'-এর) ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ এটাই প্রথম।

'হাদীস একাডেমী' তাহক্বীক্ব ও ব্যাখ্যাসহ "মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ" গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমরা আশা করি, আমাদের এ গ্রন্থটি গুণী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। তবুও মানবীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকগণ, বিশেষত হাদীস চর্চায় নিয়োজিত 'আলিমগণ প্রামাণ্য ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

পরিশেষে এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সকল 'আলিম ও দীনী ভাই-বোন বিভিন্নভাবে মেধা, শ্রম, অর্থ, অনুপ্রেরণা, পরামর্শ দিয়ে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি দু'আ করছি।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর। আমীন!

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

সংস্করণ বৈশিষ্ট্য

- **গ্রন্থটিতে** উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) রচিত "মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ"-এর যুগান্তকারী ভাষ্যগ্রন্থ "মির্‌'আ-তুল মাফা-তীহ" হতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য প্রথম প্রচেষ্টা।

- **বিংশ** শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বিশ্ববিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর "তাহক্বীক্বে মিশকাত" গ্রন্থসহ অন্যান্য তাখরীজ গ্রন্থের সহায়তায় হাদীসের মান (সহীহ, য'ঈফ) নিরূপণ করা হয়েছে।

- **প্রতিটি** দুর্বল হাদীসের কারণ বর্ণনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

- **মিশকাত** সংকলক প্রতিটি হাদীসের যে রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, হাদীসের নম্বরসহ তা' উল্লেখ করা হয়েছে।

- **মূল** ইবারত পাঠ সহজকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ হরকত সন্নিবেশ করা হয়েছে।

- **হাদীস** বর্ণনা ক্ষেত্রে একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- আবূ হুরায়রাহ্, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা।

- **কুরআন** মাজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরার নম্বর, শেষে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৬)।

- **বাংলায়** ব্যবহৃত 'আরাবী শব্দগুলোর সঠিক 'আরাবী উচ্চারণের সাথে মিল রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- নামায স্থলে সলাত, একবচনে সহাবী, বহুবচনে সহাবা, সনদ এর পরিবর্তে সানাদ, নবী এর পরিবর্তে নাবী, হুরাইরা এর পরিবর্তে হুরায়রাহ্, আবু সাঈদ খুদরী এর পরিবর্তে আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী, মদীনা এর পরিবর্তে মাদীনাহ্, ফেরেশ্‌তা লিখতে একবচনে মালাক, বহুবচনে মালায়িকাহ্, আমল থেকে 'আমাল ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

- **মূল** হাদীস ও ব্যাখ্যা অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থখানায় বিশুদ্ধ অনুবাদ, তাহক্বীক্ব সন্নিবিষ্টকরণে দেশের প্রকৃত 'আলিমগণের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

মির্‌'আ-তুল মাফা-তীহ্ গ্রন্থের লেখক পরিচিতি

আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ্ বিন 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ 'আবদুস্ সালাম বিন খান মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হিসামুদ্দীন।

১৩২৭ হিজরী সালের মুহাররম মাসে হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে আযমগড় জেলার মুবারকপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযমগড় আলীয়া মাদরাসা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তার পিতার সাথে দিল্লীর দারুল হাদীস রহমানিয়্যাতে গমন করেন। সেখানে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন এবং ১৩৪৫ হিঃ সালে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। লেখা-পড়া শেষে তিনি উক্ত মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৩৬৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৪৭ খৃঃ ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্র পদে নিয়োজিত থাকেন।

অতঃপর ১৩৬৭ হিজরী সালে হাফিয মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা লায়লপূরী (রহঃ)-এর নির্দেশক্রমে মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ মির্‌'আতুল মাফা-তীহ সংকলনের কাজে ব্রতী হন। বিভিন্ন মাসআলাতে তিনি গবেষণালব্ধ পুস্তিকা সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে "জুমু'আর খুত্‌বায় আযানের স্থানের বর্ণনা" নামক পুস্তিকাটি উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ তাঁকে চারবার হারামাইন যিয়ারাতের তাওফীক দান করেন। তিরমিযীর ভাষ্যকার 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) "তুহফাতুল আহওয়াযী" সম্পূর্ণ করার পূর্বেই অন্ধ হয়ে গেলে তিনি এক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্যে 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (লেখক)-কে তার সহযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। ফলে 'আবদুর রহমান-এর নিকট তিনি দু' বৎসর অতিবাহিত করে "তুহফাতুল আহওয়াযী"র শেষ দুই খণ্ড সম্পূর্ণকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

১৩৬৬ হিজরীতে প্রথমবার শায়খ খলীল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হুসায়ন ইবনু মুহসিন আল আনসারী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সাথে বাদশাহ 'আবদুল 'আযীয (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে সৌদী আরব গমন করেন। সেখানে বাদশাহ 'আবদুল 'আযীয এবং হিজাযে তাঁর নায়েব বাদশাহ ফায়সাল ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রমাযান মাসের শেষদিকে তিনি সর্বপ্রথম 'উমরাহ্ সম্পাদন করেন। অতঃপর মাদীনাহ্ থেকে ফেরার প্রাক্কালে শাও্ওয়াল মাসে দ্বিতীয়বার 'উমরাহ্ সম্পাদন করেন। প্রতিনিধি দলটি তাদের কাজ শেষে উক্ত সালের যিলক্বদ মাসে স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১৩৭৫ হিজরী সালে হাজ্জ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে ১৩৮২ ও ১৩৯১ হিজরী সালে বদলী হাজ্জ সম্পাদন করেন। আল্লাহ তাঁর হাজ্জকে কবূল করুন এবং তাঁর পূর্ণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

১২। আশি'অ্যাতুল লুম'আত : এটা 'লুম্'আত'-এরই সার-সংক্ষেপ। যা পারসী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের পারসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতঃপর অতি সংক্ষেপে মুতাকাদ্দিমীনদের (পরবর্তীদের) মতামতের সার বর্ণনা করেছেন।

১৩। মাযাহিরিল হাক : নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃত ১২৭৯ হিঃ)। তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দূ তরজমা করেছেন। অতঃপর শায়খ 'আবদুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবীর আশি'অ্যাতুল লুম'আতির আলোচনার উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তায শাহ ইসহাক্ব দেহলীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন।

১৪। মিরকাতুল মাফাতীহ শারহিল মাসাবীহ : মুল্লা 'আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী (মৃত ১০১৪ হিঃ)।

১৫। যরীআতুন নাজাত : শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ 'আরিফ ওরফে 'আবদুন্নাবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃত ১১২০ হিঃ)।

১৬। 'আবদুল ওয়াহ্হাব সদরী আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৫১ হিঃ)। আরবী ভাষায় তা'লীক্ব গ্রন্থ।

১৭। শায়খ 'আবদুত্ তাওয়াব আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৬১ হিঃ)। তিনি উর্দু ভাষায় মিশকাতের তরজমা ও শরাহ লিখেছেন। যা মুলতানে ছাপানো হয়েছে।

১৮। শারহি মিশকাত : সৈয়দ শারীফ জুরজানী। এটা ত্বীবীর শরাহ্র সার-সংক্ষেপ।

১৯। শারহি মিশকাত : মুল্লা 'আলী তারিমী আকবরাবাদী (মৃত ৯৮১ হিঃ)।

২০। শারহি মিশকাত : শায়খ মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইবনু ইমামে রব্বানী (মৃত ১০৭০ হিঃ)।

'ইল্‌মে হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সহা-বী (صَحَابِيٌّ) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহা-বী বলে।

তা-বি'ঈ (تَابِعِيٌّ) : যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তা-বি'ঈ বলে।

মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সানাদ ও মাতান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شَيْخٌ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شَيْخَيْنِ) : সহাবীগণের মধ্যে আবূ বাক্‌র ও 'উমার رضي الله عنهما-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হা-ফিয (حَافِظٌ) : যিনি সানাদ ও মাতানের বৃত্তান্তসহ এক লাভ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-ফিয বলা হয়।

হুজ্জাহ্ (حُجَّةٌ) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হুজ্জাহ্ বলা হয়।

হা-কিম (حَاكِمٌ) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-কিম বলা হয়।

রিজা-ল (رِجَالٌ) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজা-ল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমা-উর্ রিজা-ল (اَسْمَاءُ الرِّجَال) বলা হয়।

রিওয়া-য়াত (رِوَايَةٌ) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনো কখনো মূল হাদীসকেও রিওয়া-য়াত বলা হয়। যেমন– এ কথার সমর্থনে একটি রিওয়া-য়াত (হাদীস) আছে।

সানাদ (سَنَدٌ) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সানাদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মাতান (مَتَنٌ) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মাতান বলে।

মারফূ' (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মারফূ' হাদীস বলে।

মাওকূফ (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ– যে সানাদ সূত্রে কোন সহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসা-র (أَثَارٌ)।

মাক্বতূ' (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মাক্বতূ' হাদীস বলা হয়।

তা'লীক্ব (تَعْلِيْقٌ) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সানাদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক্ব বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীক্বরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক্ব' বলে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক্ব' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীক্বেরই মুত্তাসিল সানাদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এ সমস্ত তা'লীক্ব হাদীস মুত্তাসিল সানাদে বর্ণিত করেছেন।

মুদাল্লাস (مُدَلَّسٌ) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি– সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে তাদ্‌লীস, আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ্ রাবী থেকেই তাদ্‌লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুয্‌ত্বারাব (مُضْطَرِبٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মাতান বা সানাদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুয্‌ত্বারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এ সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ- এ ধরনের রিওয়া-য়াতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ (مُدْرَجٌ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এরূপ করাকে 'ইদরাজ' বলা হয়। ইদ্‌রাজ হারাম।

মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনক্বাতি' (مُنْقَطِعٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনক্বাতি' হাদীস, আর এ বাদ পড়াকে ইনক্বিতা' বলা হয়।

মুরসাল (مُرْسَلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ইনক্বিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ– সহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তা-বি'ঈ সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতা-বি' ও শা-হিদ (مُتَابِعٌ وَ شَاهِدٌ) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতা-বি' বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ– সহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীস শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদাহ্ বলে। মুতাবা'আহ্ ও শাহাদাহ্ দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক্ব (مُعَلَّقٌ) : সানাদের ইনক্বিত্বা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ– সহাবার পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক্ব হাদীস বলা হয়।

মা'রূফ ও মুনকার (مَعْرُوْفٌ وَ مُنْكَرٌ) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সানাদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালাত ও যাব্‌তা-গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حَسَنٌ) : যে হাদীসের কোন রাবীর যব্‌ত্ব বা আয়ত্ব গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাঁকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শারী'আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

য'ঈফ (ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে য'ঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নাবী ﷺ-এর কোন কথাই য'ঈফ নয়।

মাওযূ' (مَوْضُوْعٌ) : যে হাদীসের রাবী জীবনে একবার হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক (مَتْرُوْكٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

Contents

মুব্হাম (مُبْهَمٌ) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে– এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুব্হাম হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়া-তির (مُتَوَاتِرٌ) : যে সহীহ হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে এত অধিক লোক রিওয়া-য়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়া-তির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) লাভ হয়।

খবৃরে ওয়া-হিদ (خَبَرٌ وَاحِدٌ) : সানাদের প্রত্যেক স্তরে এক, দু' অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খব্‌রে ওয়া-হিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এ হাদীস তিন প্রকার :

- **মাশহূর (مَشْهُوْرٌ)** : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।
- **'আযীয (عَزِيْزٌ)** : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্তত দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'আযীয বলা হয়।
- **গারীব (غَرِيْبٌ)** : যে হাদীস সানাদের কোন এক স্তরে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদ্সী (حَدِيْثٌ قُدْسِيٌّ) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, যেমন আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্‌রীল আলাইহিস-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানাবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক্ব 'আলায়হি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদীস একই সহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফিকুন 'আলায়হি হাদীস বলে।

'আদা-লাত (عَدَالَةٌ) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদা-লাত বলে। এখানে তাক্বওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন– হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বোঝায়।

যবৃত্ব (ضَبْطٌ) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যবৃত্ব বলা হয়।

সিকাহ্ (ثِقَةٌ) : যে রাবীর মধ্যে 'আদা-লাত ও যবৃত বা স্মৃতিশক্তি উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিকাহ সা-বিত (ثَابِتٌ) বা সাবাত (ثَبْتٌ) বলা হয়।

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(٤) كِتَابُ الصَّلَاةِ

পর্ব-৪ : সলাত

(١٨) بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অধ্যায়-১৮ : সলাতের পর যিক্র-আযকার

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٥٩ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৫৯-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত শেষ হওয়াটা বুঝতাম *'আল্ল-হু আকবার'* বলার মাধ্যমে। (মুত্তাফাকুন 'আলায়হি)[১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর *'আল্ল-হু আকবার'* ধ্বনি শ্রবণ করে তাঁর সলাত শেষ হওয়া এবং তা থেকে অবসর হওয়া বুঝতে পারতাম। বুখারী ও মুসলিম ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে এও বর্ণনা করেছেন যে ফারয সলাত শেষ করার পর উচ্চৈঃস্বরে যিক্র পাঠ" রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রচলিত ছিল। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন : যিক্র বা তাকবীর শুনে আমি লোকজনের সলাত শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, লোকজন সলাত শেষে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ও যিক্র পাঠ করতেন। অতএব হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ফারয সলাতের পরে উচ্চৈঃস্বরে *'আল্ল-হু আকবার'* বলা এবং অন্যান্য যিক্র করা মুস্তাহাব। এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তখন নিয়মিত জামা'আতে উপস্থিত হতেন না তাই তিনি লোকজনের তাকবীর ধ্বনি ও তাদের যিক্রের আওয়াজ শুনে সলাত সমাপ্তির বিষয়ে অবহিত হতেন।

ইমাম নাবাবী বলেন : এ হাদীসটি ঐসব সালাফীদের দলীল যারা বলেন যে, ফারয সলাতের পরে উচ্চৈঃস্বরে *'আল্ল-হু আকবার'* বলা এবং যিক্র আযকার পাঠ করা মুস্তাহাব। আর পরবর্তী যুগের যারা এটাকে

---

[১] সহীহ : বুখারী ৮৪২, মুসলিম ৫৮৩।

মুস্তাহাব বলেন তাদের অন্যতম হলেন ইবনু হায্ম। 'আল্লামা মুবারকপূরী বলেন : যারা ফারয সলাতের পর উচুঁস্বরে তাকবীর বলা ও যিক্র-আযকার পাঠ করা মুস্তাহাব মনে করেন তাদের অভিমত আমার দৃষ্টিতে অধিক গ্রহণযোগ্য যদিও চার ইমাম ও তাদের অনুসারীগণ এতে একমত পোষণ করেন না। কেননা সঠিক তা-ই যার ব্যাপারে দলীল প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির অভিমত ও দাবী দলীল ব্যতীত সঠিক হতে পারে না। তবে হ্যাঁ এ উঁচুস্বরের ক্ষেত্রে বেশী বাড়াবাড়ি করা যাবে না এবং সীমাতিরিক্ত উঁচু আওয়াজ করা যাবে না কেননা নাবী ﷺ বলেছেন : "তোমরা তোমাদের প্রতি সদয় হও।"

٩٦٠ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬০-[২] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের সালাম ফিরাবার পর শুধু এ দু'আটি শেষ করার পরিমাণ সময় অপেক্ষা করতেন, *"আল্ল-হুম্মা আন্তাস সালা-ম, ওয়া মিনকাস্ সালা-ম, তাবা-রক্তা ইয়া- যাল্জালা-লি ওয়াল ইক্র-ম"* (অর্থা- হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির আঁধার। তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি। তুমি বারাকাতময় হে মহামহিম ও মহা সম্মানিত)। (মুসলিম)[২]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَقْعُدْ) "তিনি বসতেন না" অর্থাৎ তিনি উল্লেখিত দু'আ পাঠের অধিক সময় ক্বিবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন না। তিনি উক্ত দু'আ পাঠ শেষ করে ডানদিকে অথবা বামদিকে অথবা মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসতেন। সিন্দী বলেন : হাদীসের প্রকাশমান অর্থ হলো নাবী ﷺ সলাতের অবস্থায় উক্ত দু'আ পাঠের অধিক সময় বসে থাকতেন না। দু'আ পাঠ শেষে তিনি ক্বিবলার দিক হতে ফিরে বসতেন। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফাজ্রের সলাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। অতএব এ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, সলাত আদায়কারী ব্যক্তি সালামের পর হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ না করে আগে সুন্নাত সলাত আদায় করবে অতঃপর দু'আ পড়বে যেমনটি কিছু 'আলিম বলে থাকেন।

٩٦١ -[٣] وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬১-[৩] সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার *"আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ"* বলতেন, তারপর এ দু'আ পড়তেন : *"আল্ল-হুম্মা আন্তাস সালা-ম, ওয়া মিনকাস্ সালা-ম, তাবা-রক্তা ইয়া- যাল্জালা-লি ওয়াল ইক্র-ম"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তির আঁধার। তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি। তুমি বারাকাতময় হে মহামহিম ও মহা সম্মানিত)। (মুসলিম)[৩]

ব্যাখ্যা : (إِذَا انْصَرَفَ) উক্ত انْصَرَفَ দ্বারা উদ্দেশ্য সালাম ফিরানো। অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পর اسْتَغْفَرَ পাঠ করবে। ওয়ালীদ (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আওযা'ঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে ইস্তিগ্ফার পাঠ করবে? তিনি বললেন : *"আস্তাগ্ফিরুল্ল-হ"* বলবে। সলাতের পর ইস্তিগফার পাঠ করা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, বান্দা তার প্রভুর 'ইবাদাতরত অবস্থায় তার মনে যে ওয়াস্ওয়াসার সৃষ্টি হয় এতে সে তার প্রভুর পূর্ণ হাক্ব আদায় করতে সমর্থ হয় না, তাই তার জন্য ইস্তিগফারের বিধান রয়েছে যাতে এর দ্বারা সে তার প্রভুর 'ইবাদাতের ত্রুটি হতে মুক্তি পেতে পারে।

---

[২] **সহীহ :** মুসলিম ৫৯২।
[৩] **সহীহ :** মুসলিম ৫৯১।

٩٦٢ -[٤] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَقُولُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৬২-[৪] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব ফার্‌য সলাতের পরে এ দু'আ পড়তেন : *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, আল্ল-হুম্মা লা- মা-নি'আ লিমা- আ'ত্বয়তা, ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা, ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু"* (অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই! রাজত্ব একমাত্র তারই এবং সব প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যে। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, কেউ নেই তা ফিরাবার। আর যা তুমি দান করতে বারণ করো, কেউ নেই তা দান করার। ধনবানকে ধন-সম্পদে পারবে না কোন উপকার করতে আপনার আক্রোশ-এর সামনে)। (বুখারী, মুসলিম)[৪]

ব্যাখ্যা : (دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ) "প্রত্যেক ফার্‌য সলাতের পরে" অর্থাৎ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ফার্‌য সলাতের পরে উক্ত দু'আ পাঠ করতেন।

শিক্ষণীয় দিক :

১) প্রত্যেক ফার্‌য সলাতের পরে উক্ত দু'আ পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা এতে একত্ববাদের বাক্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

২) কাউকে কিছু দেয়া বা না দেয়া এর পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।

৩) অত্র হাদীস হতে এ দু'আটি মাত্র একবার পাঠ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ীর বর্ণনায় আছে যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র এ দু'আটি প্রথমে তিনবার পাঠ করতেন। অতঃপর অন্যান্য দু'আ পাঠ করতেন।

٩٦٣ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهٖ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلٰى: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬৩-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সলাতের সালাম ফিরানোর পর উচ্চকণ্ঠে বলতেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়ালা- না'বুদু ইল্লা- ঈয়্যাহু, লাহুন্ নি'মাতু, ওয়ালাহুল ফায্‌লু, ওয়ালাহুস্ সানা-উল হাসানু, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন"* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শারীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। কোন অন্যায় ও অনিষ্ট হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই এবং কোন সৎ কাজ

---

[৪] সহীহ : বুখারী ৮৪৪, মুসলিম ৫৯৩।

করারও ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করি, যাবতীয় নি'আমাত ও অনুগ্রহ একমাত্র তাঁরই পক্ষ থেকে এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁর। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফিরদের নিকট তা অপ্রীতিকর।)। (মুসলিম)[৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا سَلَّمَ) "যখন সালাম ফিরাবে" হাদীসের এ অংশ প্রতীয়মান হয় যে, অত্র হাদীসে বর্ণিত দু'আটি সালাম ফিরানোর পর অন্যান্য দু'আর পূর্বেই পাঠ করতে হবে। এটি ইতোপূর্বে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা ও সাওবান রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু থেকে বর্ণিত হাদীস বিরোধী নয়। বরং এর মর্মার্থ হলো কখনো সালামের পর এ দু'আটি পড়বে। আবার কখনো 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা ও সাওবান রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু বর্ণিত দু'আ পাঠ করবে সকল দু'আ এক সাথে পাঠ করা উদ্দেশ্য নয়। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, হাদীসগুলোতে বর্ণিত সকল দু'আ একই সময়ে পাঠ করা যায়। কেননা হতে পারে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ সকল দু'আই পাঠ করেছেন। বর্ণনাকারীদের মধ্যে যিনি যতটুকু শুনেছেন তিনি তা-ই বর্ণনা করেছেন। তবে শেষোক্ত মতটি হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে অনেক দূরে।

হাদীসটি এটাও প্রমাণ করে যে, এ দু'আটি সালামের পর একবার পাঠ করবে একাধিকবার নয়। কেননা হাদীসে তা একাধিক পাঠ করার কথা উল্লেখ নেই।

٩٦٤ -[٦] وَعَنْ سَعْدٍ أَنْ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৯৬৪-[৬] সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু থেকে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদেরকে দু'আর এ কালিমাগুলো শিক্ষা দিতেন ও বলতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতের পর এ কালিমাগুলো দ্বারা আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাইতেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুব্‌নি, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন আর্‌যালিল 'উমুরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া 'আযা-বিল ক্বব্‌রি"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। বখিলী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। নিষ্কর্মা জীবন থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। দুনিয়ার ফিত্‌নাহ্ ও ক্ববরের শাস্তি থেকে তোমার নিকটে আশ্রয় চাই)। (বুখারী)[৬]

ব্যাখ্যা : (دُبُرَ الصَّلَاةِ) সলাতের পরে। আর সলাত যখন সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয় তখন তা দ্বারা ফার্‌য সলাত উদ্দেশ্য হয়।

(أَرْذَلِ الْعُمُرِ) নিকৃষ্ট জীবন অর্থাৎ মানুষের যখন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শক্তি কমে যায় ফলে শিশুর মত অবুঝ ও দুর্বল হয়ে পরে – আর তা বৃদ্ধাবস্থা – এবং ফার্‌য 'ইবাদাতসমূহ আদায়ে অক্ষম। এমনকি স্বয়ং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতেও অক্ষম হয়ে যায় এবং অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। যার ফলে সে মৃত্যু কামনা করে। এমতাবস্থায় যদি তার নিজের পরিবার না থাকে তাহলে তার বিপদ চরমে পৌঁছে।

٩٦٥ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ

---

[৫] **সহীহ :** মুসলিম ৫৯৪, «يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلٰى» শব্দটি মুসনাদে শাফি'ঈর। কিন্তু সহীহ মুসলিমের শব্দ হলো «يهلل بهن»।
[৬] **সহীহ :** বুখারী ২৮২২, ৬৩৭০।

وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً». قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى اٰخِرِهٖ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا». بَدَلَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৬৫-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ধন-সম্পদশালী লোকজন সম্মানে ও স্থায়ী নি'আমাতের ব্যাপারে আমাদের থেকে অনেক অগ্রগামী। তিনি বললেন, এটা কিভাবে? তারা বললেন, আমরা যেমন সলাত আদায় করি তারাও আমাদের মতই সলাত আদায় করে, আমাদের মতো সওম পালন করে। তবে তারা দান-সদাক্বাহ্ করে। আমরা তা করতে পারি না। তারা গোলাম মুক্ত করে, আমরা গোলাম মুক্ত করতে পারি না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন কিছু শিখাব না যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে এবং তোমাদের পশ্চাদ্গামীদের চেয়ে আগে যেতে পারবে, কেউ তোমাদের চেয়ে বেশী উত্তম হতে পারবে না, তারা ছাড়া যারা তোমাদের মতো 'আমাল করবে? গরীব লোকেরা বললেন, বলুন হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা প্রতি সলাতের পর *'সুব্হা-নাল্ল-হ', আল্ল-হু আকবার' আলহাম্দু লিল্লা-হ'* তেত্রিশবার করে পড়বে। রাবী আবূ সালিহ বলেন, পরে সে গরীব মুহাজিরগণ রসূলের দরবারে ফিরে এসে বললেন, আমাদের ধনী লোকেরা আমাদের 'আমালের কথা শুনে তারাও তদ্রূপ 'আমাল করছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার করুণা, যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। (বুখারী, মুসলিম; আবূ সালিহ-এর কথা শুধু মুসলিমেই বর্ণিত। বুখারীর অন্য বর্ণনায় তেত্রিশবারের স্থলে প্রতি সলাতের পর দশবার করে *'সুব্হা-নাল্ল-হ', 'আলহাম্দু লিল্লা-হ' 'আল্ল-হু আকবার'* পাঠ করার কথা পাওয়া যায়।)[৭]

ব্যাখ্যা : (وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ) তারা দান করে আমারা দান করতে পারি না, তারা গোলাম আযাদ করে কিন্তু আমারা গোলাম আযাদ করতে পারি না। কেননা এ দু'টি 'ইবাদাত করতে মালের প্রয়োজন অথচ আমাদের মাল নেই। কাজেই মালী (আর্থিক) 'ইবাদাতের কারণে তারা আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

(مَنْ بَعْدَكُمْ تَسْبِقُونَ بِهٖ) তোমরা এর দ্বারা তোমাদের পরবর্তীদের অগ্রগামী হবে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মতো ঐ সকল লোকদের অগ্রগামী হবে যারা এই নির্দিষ্ট যিক্র পাঠ করে না। অর্থাৎ তোমরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে অগ্রগামী হবে।

---

[৭] সহীহ : বুখারী ৮৪৩, ৬৩২৯, মুসলিম ৫৯৫।

(تُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ) অত্র বর্ণনায় তাহমীদের পূর্বে তাকবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত বলা হয়েছে, وتسبح ،وتحمد ،تكبر আর ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বর্ণনাতে এরূপ আছে। তবে অধিকাংশ হাদীসে রয়েছে, وتكبرون ،وتحمدون ،تسبحون অর্থাৎ আগে তাসবীহ তারপর তাহ্মীদ সবশেষে তাকবীর। বর্ণনায় এ মতভেদ থেকে বুঝা যায় যে, এ যিক্‌র পাঠের জন্য নির্দিষ্ট কোন ধারাবাহিকতা নেই। তবে অধিকাংশ হাদীসে যে ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়েছে তা অনুসরণ করা উত্তম।

বুখারীর বর্ণনাতে রয়েছে, (خلف كل صلاة) প্রত্যেক সলাতের পরে। এ থেকে জানা যায় যে, সলাত শেষ হলেই উক্ত যিক্‌র পাঠ করতে হবে কোন প্রকার বিলম্ব না করে। যদি সলাত শেষে এ যিক্‌র পাঠ করতে বিলম্ব করে আর তা যদি এত অল্প হয় যে তা এ যিক্‌র পাঠ হতে বিমুখ এরূপ বুঝায় না, অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে অথবা হাদীসে বর্ণিত অন্য কোন যিক্‌রে ব্যস্ত থাকার কারণে বিলম্ব হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। প্রত্যেক সলাতের পরে এ বাক্য দ্বারা ফার্‌য নাফ্‌ল সকল সলাতই বুঝায়। তবে কা'ব ইবনু 'উজ্‌রাহ্ বর্ণিত হাদীসে তা ফার্‌য সলাতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বুখারীর এক বর্ণনায় উল্লিখিত যিক্‌র তেত্রিশবার করে এর স্থলে দশবার করে পাঠ করার কথা উল্লেখ আছে। ইমাম বাগাভী শারহুস্ সুন্নাহ্ নামক গ্রন্থে এর সামঞ্জস্য করেছেন এভাবে যে, নাবী (ﷺ) থেকে এ কথাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে তিনি দশবারের কথা বলেছেন, এরপর এগারবার, পরবর্তীতে তেত্রিশবারের কথা বলেছেন। অথবা এ বিষয়ে ইখতিয়ার রয়েছে যে কোন সংখ্যা গ্রহণ করার অথবা অবস্থাভেদে তা কমবেশী পাঠ করার কথা বলা হয়েছে।

٩٦٦ -[٨] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬৬-[৮] কা'ব ইবনু 'উজ্‌রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রতি ফার্‌য সলাতের পর পাঠ করার মতো কিছু কালিমাহ্ আছে যেগুলো পাঠকারী বা 'আমালকারী বঞ্চিত হয় না। সে কালিমাগুলো হলো : *'সুবহা-নাল্ল-হ'* তেত্রিশবার, *'আলহাম্‌দু লিল্লাহ'* তেত্রিশবার ও *'আল্ল-হু আকবার'* চৌত্রিশবার করে পড়া। (মুসলিম)[৮]

ব্যাখ্যা : (مُعَقِّبَاتٌ) হাদীসে বর্ণিত ওয়াযীফাকে মু'আক্বক্বিবা-ত নামকরণ করার কারণ এই যে, এগুলো একটির পর আরেকটি পাঠ করা হয়। অথবা এগুলো সলাতের পর পাঠ করা হয় বলে তাকে মু'আক্বক্বিবা-ত বলা হয়। আর পূর্বে কিছু উল্লেখের পর যা উল্লেখ করা হয় তাকেই মু'আক্বক্বিব বলা হয়।

এর পাঠকারী বঞ্চিত হয় না। অর্থাৎ এগুলো যেভাবেই পাঠ করা হোক যদিও পাঠকারী গাফিল হয় তবুও তিনি সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না।

٩٦٧ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا

[৮] **সহীহ :** মুসলিম ৫৯৬।

إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৬৭-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে লোক প্রত্যেক সলাতের শেষে *'সুব্হা-নাল্ল-হ'* তেত্রিশবার, *'আলহাম্দু লিল্লা-হ'* তেত্রিশবার এবং *'আল্ল-হু আকবার'* তেত্রিশবার পড়বে, যার মোট সংখ্যা হবে নিরানব্বই বার, একশত পূর্ণ করার জন্যে একবার *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর"* (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই। সমগ্র রাজত্ব একমাত্র তাঁরই ও সকল প্রকারের প্রশংসা তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।) পাঠ করবে, তাহলে তার সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদি তা সাগরের ফেনারাশির সমানও হয়। (মুসলিম)[৯]

ব্যাখ্যা : (تَمَامَ الْمِائَةِ) অর্থাৎ যা দ্বারা একশত সংখ্যা পূর্ণ হয়। অত্র হাদীসে বর্ণিত দু'আ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ..... যা একশত সংখ্যা পূর্ণকারী বলা হয়েছে তা ঐ সমস্ত বর্ণনার বিপরীত যাতে বলা হয়েছে তাকবীর ৩৪ বার পাঠ করবে যাতে একশত সংখ্যা পূর্ণ হয়। ইমাম নাবাবী বলেন : এ দুই বর্ণনার মাঝে সমাধান এই যে, তাকবীর ৩৪ বার বলার পরে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ..... দু'আটিও পাঠ করবে। অন্যরা বলেন বরং এখানে সমাধান এই যে, কোন সময় তাকবীর ৩৪ বার পাঠ করবে। আবার কোন সময় لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ..... পাঠ করবে।

(غُفِرَتْ خَطَايَاهُ) তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এতে সগীরাহ্ গুনাহ উদ্দেশ্য। আল ক্বারী বলেন : কাবীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করার সম্ভাবনাও রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٦٨ - [١٠] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৬৮-[১০] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ (সময়ের) দু'আ (আল্লাহর কাছে) বেশী শ্রুতি হয়। তিনি বললেন, শেষ রাতের মধ্যের (দু'আ) এবং ফার্য সলাতের শেষের দু'আ। (তিরমিযী)[১০]

ব্যাখ্যা : (جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ) হলো রাতের শেষ অর্ধাংশের মধ্যভাগ। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাতের শেষ অর্ধাংশের মধ্যভাগ এবং ফার্য সলাতের পর দু'আ কবূলের সময়।

٩٦٩ - [١١] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

---

[৯] সহীহ : মুসলিম ৫৯৭।

[১০] হাসান লিগায়রিহী : তিরমিযী ৩৪৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪৮।

Contents

৯৬৯-[১১] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে প্রতি সলাতের শেষে *"কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স"* ও *"কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব"* পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন"। (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, বায়হাক্বী– দা'ওয়াতুল কাবীর)[১১]

ব্যাখ্যা : (الْمُعَوِّذَاتِ) দ্বারা সেই সমস্ত আয়াত উদ্দেশ্য যা শব্দগত বা অর্থগত দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকে শামিল করে। ফলে সূরাহ্ ইখলাস এবং সূরাহ্ কাফিরূন এই মু'আব্বিযাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে আশ্রয় প্রার্থনার অর্থ বিদ্যমান। এও বলা হয়ে থাকে যে, (الْمُعَوِّذَاتِ) বলতে শুধু সেই শব্দ উদ্দেশ্য যে শব্দ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়।

٩٧٠ ـ [١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

৯৭০-[১২] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যারা ফাজ্‌রের সলাত শেষ করে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত থাকে তাদের সঙ্গে আমার বসে থাকা, ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর সন্তান থেকে চারজনকে দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর যারা 'আস্‌রের সলাতের শেষে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত থাকে তাদের সঙ্গে আমার বসে থাকা, চারজনকে আযাদ করার চেয়ে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। (আবূ দাঊদ)[১২]

ব্যাখ্যা : (لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ) এ থেকে বুঝা যায় যে, মনোযোগ সহকারে যিক্‌র শ্রবণ করা যিক্‌র করার স্থলাভিষিক্ত। যিক্‌র শ্রবণকারীর মর্যাদাই যদি এরূপ হয় তাহলে যিক্‌র করার মর্যাদা কি হতে পারে? আর যারা যিক্‌রকারীদের সাথে বসে তারা কখনো ব্যর্থ হয় না। যিক্‌র শব্দটি 'আম সর্বব্যাপী যা দু'আ, কুরআন পাঠ নাবী (সাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আর যার মধ্যে এর অর্থ পাওয়া যায় হুকুমের দিক থেকে তাও এর সাথে সংযুক্ত; যেমন : শার'ঈ 'ইল্‌মের পাঠদান। হাদীসটি এ কথারও স্পষ্ট দলীল যে, আরবদেরকেও দাস বানানো বৈধ। যদি তা বৈধ না হতো তাহলে নাবী (সাঃ)-এ কথা বলতেন না যে, এ কাজ তাদের দাসত্ব হতে মুক্ত করার চাইতে অধিক পছন্দনীয়।

হাদীসের শিক্ষণীয় দিক হল, আল্লাহর যিক্‌র করা দাস মুক্ত করা এবং সদাক্বাহ্ প্রদান করার চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।

٩٧١ ـ [١٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৭১-[১৩] উক্ত রাবী (আনাস (রাঃ)) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতে আদায় করল, অতঃপর বসে বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌র করতে থাকল, তারপর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করল, সে একটি পূর্ণ হাজ্জ ও একটি সম্পূর্ণ 'উমরার সমান

---

[১১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৫২৩।

[১২] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩৬৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ৪৬৫।

সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি তিনবার বলেছেন, সম্পূর্ণ হাজ্জ ও সম্পূর্ণ 'উমরার সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। (তিরমিযী)[১৩]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠার পর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে যাতে মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর এ সলাতকে সলাতুল ইশরাক বলা হয়। আর এটি চাশ্তের সলাতের প্রারম্ভিকা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٧٢ - [١٤] عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنٰى أَبَا رِمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهٖ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولٰى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلّٰى نَبِيُّ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهٗ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولٰى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهٖ فَهَزَّهٗ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهٗ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَصَرَهٗ فَقَالَ: «أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৯৭২-[১৪] আয্রাক্ব ইবনু ক্বায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইমাম, যার উপনাম ছিল আবূ রিমসাহ্ (রাঃ), তিনি আমাদেরকে সলাত আদায় করালেন। সলাতের শেষে তিনি বললেন, আমি এ সলাত অথবা এ সলাতের মতো সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আদায় করেছি। আবূ রিমসাহ্ বলেন, আবূ বাক্র ও 'উমার (রাঃ) প্রথম কাতারে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডানপাশে দাঁড়ালেন। এক লোক এসে সলাতের প্রথম তাকবীরে উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করালেন। অতঃপর তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন এমনকি আমরা তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তারপর তিনি (ﷺ) ফিরলেন, যেভাবে রিমসাহ্ ফিরছেন। যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীর পেয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে লাগল। 'উমার তার দিকে চড়াও হলেন এবং তার দু' কাঁধ ধরে ধাক্কা দিয়ে বললেন, বসে যাও। কারণ আহ্লে কিতাবরা ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, তারা দু' সলাতের মাঝে কোন পার্থক্য করত না। 'উমার-এর এ কথা শুনে নাবী ﷺ চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, হে খাত্ত্বাবের ছেলে! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ)[১৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে জামা'আতের প্রথম কাতারে শামিল হওয়াকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে কেননা এটিই উত্তম।

---

[১৩] হাসান লিগায়রিহী : তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ৪৬৪। আলবানী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসের সানাদটি মূলত দুর্বল কিন্তু এর অনেক শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[১৪] সহীহ : আবূ দাউদ ১০০৭, সহীহাহ্ ৩১৭৩, মু'জামুল আওসাত্ব ২০৮৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৯৯৬।

(شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى) দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা উদ্দেশ্য। আর এটিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম তকবীর। এখানে فَصَلَّى উল্লেখ করার কারণ এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তাকবীরে তাহরীমাতে শামিল ব্যক্তি তার সলাত শেষে যে সলাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছিল তা ছিল সুন্নাত সলাত। মাসবূক হওয়ার কারণে তার এমন কোন সলাত বাকী ছিল না যা তিনি এ সময় আদায় করছিলেন।

(لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ) তাদের সলাতের মাঝে কোন ব্যবধান ছিল না। এখানে فَصْلٌ তথা ব্যবধান দ্বারা উদ্দেশ্য হল দুই সলাতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল না। সলাতের কাতার থেকে আগে বা পিছে সরে আসা উদ্দেশ্য নয়। কেননা 'উমার (রাঃ) সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন যিনি সালামের পরে পরেই উঠে দাঁড়িয়ে সলাত শুরু করেছিলেন। তিনি তাকে বলেননি যে, সামনে যাও বা পিছনে যাও। এ অধ্যায়ে মুসান্নিফ (লেখক) এ হাদীসটি উল্লেখ করে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুই সলাতের মধ্যে ব্যবধান করেননি অর্থাৎ সলাতের পরে যিক্‌রও করেননি। সলাত আদায়কারীর উচিত সলাতের পরে হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করা, তারপর সুনানে রাতিবা (নির্ধারিত সুন্নাত) আদায় করা। এতে এটাও বুঝা যায় যে, ফারয সলাতের সাথে নাফ্‌ল সলাত মিলিয়ে আদায় করা যাবে না।

(أَصَابَ اللّٰهُ بِكَ) অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিয়েছেন। ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো তুমি যা করেছ ঠিক করেছ। আল্লাহ তোমাকে সঠিক কাজ করার তাওফীক দান করেছেন।

٩٧٣ - [١٥] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَافْعَلُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৯৭৩-[১৫] যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, প্রতি সলাতের শেষে *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* তেত্রিশবার, *'আলহাম্‌দু লিল্লা-হ'* তেত্রিশবার ও *'আল্ল-হু আকবার'* চৌত্রিশবার পাঠ করতে। একজন আনসারী স্বপ্নে দেখতে পেল যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে প্রতি সলাত শেষে এতো এতো বার তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? আনসারী স্বপ্নের মধ্যে বলল, হ্যাঁ। মালাক (ফেরেশ্‌তা) বললেন, এ তিনটি কালিমাকে পঁচিশবার করে পাঠ করার জন্য নির্ধারিত করবে। এবং এর সাথে *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* পাঠ করে নিবে। সকালে ঐ আনসারী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা বলা হয়েছে তাই করো। (আহ্‌মাদ, নাসায়ী, দারিমী)[১৫]

ব্যাখ্যা : (فَافْعَلُوْا) তবে তাই কর। অর্থাৎ স্বপ্নের অনুকূলে 'আমাল কর। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, তাসবীহ, তাকবীরে তাহমীদ ও তাহলীল প্রতিটি ২৫ বার করে সর্বমোট একশত বার পাঠ করাও সুন্নাত। এর প্রমাণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী (فَافْعَلُوْا) "তোমরা তাই কর" আর এতে আনসারী কর্তৃক দেখা স্বপ্নে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্বীকৃতি রয়েছে। কেননা এটি একটি ভাল স্বপ্ন। আর ভাল আল্লাহর পক্ষ থেকেই

---

[১৫] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৪১৩, দারিমী ১৩৯৪, আহমাদ ২১৬০০।

Contents

হয়ে থাকে। আর রসূল ﷺ-এর স্বীকৃতি দ্বারা এটি একটি যিক্‌রের পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। যদি এতে রসূল ﷺ-এর স্বীকৃতি না থাকতো তবে তা দলীল হিসেবে গ্রাহ্য হতো না।

٩٧٤ -[١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى اعْوَادِ هٰذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ اٰمَنَهُ اللهُ عَلٰى دَارِهٖ وَدَارِ جَارِهٖ وَأَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهٗ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ إِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ

৯৭৪-[১৬] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ মিম্বারের কাঠের উপর বসে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি সলাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বিষয় জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ঘুমাবার সময় আয়াতুল কুরসী পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার ঘর, প্রতিবেশীদের ঘর ও তার চারপাশের ঘর-বাড়ীর নিরাপত্তা দিবেন। এ হাদীসটি বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এর সূত্র দুর্বল।[১৬]

ব্যাখ্যা : বায়হাক্বী বর্ণিত এ বর্ণনাটি দুর্বল। তবে হাদীসটির প্রথম অংশের শক্তিশালী শাহিদ রয়েছে নাসায়ী, ইবনু হিব্বান এবং ত্ববারানীতে। তাতে আছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফারয) সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশে কোন বাধা নেই মৃত্যু ব্যতীত। অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা মাত্রই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٩٧٥ -[١٧] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ قَالَ: «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهٗ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهٗ إِلَّا الشِّرْكُ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهٗ يَقُوْلُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৯৭৫-[১৭] 'আবদুর রহমান ইবনু গানম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাজ্‌র ও মাগরিবের সলাতের শেষে জায়গা হতে উঠার ও পা ঘুরানোর আগে এ দু'আ দশবার পড়ে : *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু বিয়াদিহিল খায়রু, ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াওহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর"* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শারীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ রয়েছে, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)। তাহলে প্রতিবারের বিনিময়ে তার জন্য দশ নেকী লিখা হয়। তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। তাকে দশটি মর্যাদার স্তরে উন্নীত করা হয়। আর এ দু'আ তাকে সমস্ত অপছন্দনীয় ও বিতাড়িত শায়ত্বন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শির্‌ক ছাড়া অন্য কোন গুনাহের কারণে তাকে ধর-পাকড় করা হালাল হবে না। 'আমালের

---

[১৬] **মাওযূ'** : শু'আবুল ঈমান ২৩৯৫। কারণ এর সানাদে হাম্মুওয়াহি বিন আল হুসায়ন নামে একজনে দুর্বল এবং নাহশাল নামে একজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে যেমনটি ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেছেন।

দিক দিয়ে এ লোক হবে অন্য লোকের চেয়ে উত্তম, তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে এর চেয়েও অতি উত্তম 'আমাল করবে। (আহ্মাদ)[১৭]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا الشِّرْكَ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ) "শিরক এর গুনাহ ব্যতীত অন্য কোন গুনাহের কারণে তার 'আমাল বিনষ্ট হবে না।" ত্বীবী বলেন, কোন দু'আকারী যখন তাওহীদের কালিমার দু'আ করে তখন সে নিজেকে নিরাপদ জায়গায় প্রবেশ করায়। ফলে কোন গুনাহের পক্ষেই এটা সম্ভব না যে উক্ত দু'আকারীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলবে। তবে শির্ক গুনাহ সকল 'আমালই বিনষ্ট করে।

(أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি উক্ত দু'আ আরো অধিক সংখ্যক বার পাঠ করবে এবং অন্যান্য দু'আ অথবা ক্বিরাআত পাঠ করবে সে অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে।

٩٧٦ -[١٨] وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلَى قَوْلِهِ: «إِلَّا الشِّرْكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ: «صَلَاةَ الْمَغْرِبِ» وَلَا «بِيَدِهِ الْخَيْرُ» وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

৯৭৬-[১৮] এ বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী আবূ যার (রাঃ)-এর সূত্রে «إِلَّا الشِّرْكَ» *"ইল্লাশ্ শির্কা"* পর্যন্ত হুবহু বর্ণনা করেছেন। সে তার বর্ণনায় «صَلَاةَ الْمَغْرِبِ» *"সলা-তাল মাগরিব"* ও «بِيَدِهِ الْخَيْرُ» *"বিয়াদিহিল খয়র"* শব্দ উল্লেখ করেনি। (তিনি [তিরমিযী] বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।)[১৮]

٩٧٧ -[١٩] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً؟ قَوْمًا شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللهَ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ أُولٰئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ هُوَ الضَّعِيفُ فِي الْحَدِيثِ

৯৭৭-[১৯] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) এক সৈন্য বাহিনী নাজ্দ-এর দিকে প্রেরণ করলেন। তারা অনেক গানীমাতের মাল প্রাপ্ত হলেন এবং দ্রুত মাদীনায় ফিরে এলেন। আমাদের মাঝে এক লোক যে ঐ বাহিনীর সাথে বের হয়নি, সে বলল, আমরা এমন কোন বাহিনী দেখিনি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এত উত্তম গানীমাতের মাল নিয়ে ফেরত আসতে। এটা শুনে নাবী (সাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের নির্দেশনা দেব না যারা গানীমাতের মালেও দ্রুত ফিরে আসার ব্যাপারে এদের চেয়েও উত্তম? তিনি বললেন, যারা ফাজ্রের সলাতে হাযির হয়, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিক্র করে। এরাই দ্রুত ফিরে আসা ও উত্তম গানীমাতের মাল আনার লোকদের চেয়েও বেশী উত্তম। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদিসটি গরীব। আর এর একজন বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনু আবূ হুমায়দ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।)[১৯]

---

[১৭] **হাসান লিগায়রিহী :** আহমাদ ১৭৯৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ৪৭৭।

[১৮] **হাসান লিগায়রিহী :** তিরমিযী ৩৪৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ৪৭২ সুনানুল কুবরা ৯৬৭।

[১৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৫৬১, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৪৭। কারণ এর সানাদে রাবী হাম্মাদ বিন আবী হুমায়দ একজন দুর্বল রাবী।

(١٩) بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ

অধ্যায়-১৯ : সলাতের মাঝে যে সব কাজ করা নাজায়িয ও যে সব কাজ করা জায়িয

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٧٨ -[١] عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى افْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ». قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ». قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ. قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ: لَكِنِّيْ سَكَتُّ هٰكَذَا وُجِدَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصُحِّحَ فِي «جَامِعِ الْأُصُولِ» بِلَفْظَةِ كَذَا فَوْقَ: لٰكِنِّيْ.

৯৭৮-[১] মু'আবিয়াহ্ ইবনু হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করি। যখন মুসল্লীদের মাঝে থেকে একজন হাঁচি দিলো তখন আমি *'ইয়ারহামুকাল্লা-হ'* বললাম। ফলে লোকজন আমার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপন করল। আমি বললাম, তোমাদের মা সন্তানহারা শোকাহত হোক। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছ? মুসল্লীরা আমাকে নীরব করানোর জন্য নিজ নিজ রানের উপর হাত দিয়ে মারতে লাগল। আমি যখন লক্ষ্য করলাম তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নীরব হয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাত শেষ করলেন। আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্যে উৎসর্গ হোক। তার চেয়ে এত চমৎকার শিক্ষাদানে কোন শিক্ষক তার পরবর্তীকালে বা তার পূর্ববর্তীকালে আমি দেখিনি। তিনি আমাকে না ধমকি দিলেন, না মারলেন, না বক্‌লেন। তিনি শুধু এতটুকু বললেন, এ সলাতে মানবীয় কথাবার্তা বলা উপযুক্ত নয়। সলাত হলো 'তাসবীহ' পড়া, 'তাকবীর' বলা ও কুরআন পড়ার নাম। অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনটি বলেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহিলী যুগ ত্যাগকারী এক নতুন বান্দা। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসছেন। আমাদের মধ্যে অনেকে গণকের কাছে আসে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি তাদের কাছে আসবে না। আমি আবেদন

করলাম, আমাদের অনেকে শুভ-অশুভ লক্ষণ মানে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা এমন একটা বিষয় যা তারা নিজেদের মনের মধ্যে পেয়ে থাকে। তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। মু'আবিয়াহ্ রাঃ বলেন, আমি আবার বললাম, আমাদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক আছে যারা রেখা টানে (ভবিষ্যদ্বাণী করে)। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নাবীদের মধ্যে একজন নাবী রেখা টানতেন। অতএব কারো রেখা টানা এ নাবীর রেখা টানার সাথে মিল থাকলে ঠিক আছে। (মুসলিম; মিশকাত সংকলকের উক্তি– তিনি বলেন, আমি *"ওয়ালাকিন্নী সাকাততু"*-কে সহীহ মুসলিম ও হুমায়দীর পুস্তকে এভাবে পেয়েছি। তবে জামিউল উসূল-এর লেখক *লাকিন্নী* শব্দের উপর كذا শব্দের দ্বারা বিশুদ্ধতার প্রতি ইশারা করছে।)[২০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ) এ বাক্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোন সলাতেই মানুষের সাথে কথা বলা বৈধ নয়। তা ফারয বা নাফ্‌ল যাই হোক।

ইমাম শাওকানী বলেন,(كَلَامُ النَّاسِ) দ্বারা উদ্দেশ্য অন্যের সাথে কথা বলা। ক্বাযী বলেন : কথাকে মানুষের দিকে সম্বন্ধ করার উদ্দেশ্য হল সলাতে দু'আ ও তাসবীহ পাঠ করা বৈধ। অত্র হাদীসকে সলাতে যে কোন ধরনের কথা বলা নিষেধের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তা প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় যাই হোক। এমনকি সলাত সংশোধনের উদ্দেশে হলেও তা নিষেধ। এ অভিমত পোষণ করেন হানাফীগণ।

ইমাম মালিক-এর মতে সলাতের সংশোধন ব্যতীত স্বেচ্ছায় কথা বলা হারাম এবং এ ধরনের কথা সলাত বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে সলাতের সংশোধনের উদ্দেশে স্বেচ্ছায় কথা বলা বৈধ। আর ভুল ও অজ্ঞতাবশতঃ কথা বললে সলাত বিনষ্ট হবে না। এর প্রমাণ যুল্ ইয়াদায়নের প্রসিদ্ধ হাদীস।

১. সলাতে হাঁচির জওয়াব দেয়া নিষেধ। আর তা এমন কথা যা সলাত বিনষ্ট করে।

২. হাঁচিদাতার জন্য স্বয়ং *'আল্‌হামদুলিল্লা-হ'* বলা বৈধ। কেননা তা মানুষের সাথে কথা বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।

যারা সলাতের মধ্যে দু'আ মাসূরাহ্ ব্যতীত দু'আ করা অবৈধ বলেন তারা এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। এর জওয়াব এই যে, বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট দু'আ করার অনুমতি পাওয়া যায়। আর দু'আ মানুষের সাথে কথা বলা নয়। সলাতে কথা বলা হারাম হওয়ার বিষয় মাক্কার ঘটনা। আর সলাতে দু'আ করার অনুমতির ঘটনা মাদীনার। অতএব সলাতে যে কোন ধরনের বৈধ বিষয়ে দু'আ করা জায়িয।

(فَلَا تَأْتِهِمْ) তুমি তাদের কাছে আসবে না। 'আলিমগণ বলেন : নাবী ﷺ (كُهَّانَ) গণকদের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তার কারণ এই যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে কথা বলে এবং এর মধ্যে কিছু সঠিক বলে প্রমাণিত হয় ফলে এর দ্বারা মানুষের ফিতনার মধ্যে পতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে এজন্য যে, শারী'আতের অনেক বিষয় সম্পর্কে মানুষদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। আর অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা গণকদের নিকট যাওয়া নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত এবং তাদের কথা বিশ্বাস করাও নিষেধ।

(يَتَطَيَّرُوْنَ) তারা শুভাশুভ গ্রহণ করে। জাহিলী যুগে লোকেরা বিভিন্ন পশু পাখী দ্বারা শুভাশুভ গ্রহণ করত। পশু-পাখী ডানদিকে গেলে তা শুভ মনে করত। আর বামদিকে গেলে অশুভ মনে করত। এটা তাদের উদ্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে বাধা প্রদান করত। ফলে শারী'আত এ ধরনের কার্যকলাপ অসার বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছে।

---

[২০] **সহীহ :** মুসলিম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, দারিমী ১৫৪৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৮৫৯।

(كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ) নাবীদের মধ্যে কোন এক নাবী রেখা টানতেন সে নাবী কে ছিলেন? বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইদরীস 'আলায়হিস সালাম অথবা দানিয়াল 'আলায়হিস সালাম। যার রেখা টানা সেই নাবীর রেখা টানার সাথে মিলে যাবে তা বৈধ। কিন্তু তার রেখার পদ্ধতি কি ছিল তা জানার কোন সুস্পষ্ট পন্থা জানা নেই। তাই রেখা টানা বৈধ নয়।

٩٧٩ -[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭৯-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সলাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা যখন নাজাশী বাদশাহর নিকট থেকে ফিরে এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম দিলাম, তখন তিনি আমাদের সালামের জবাব দেননি। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে সলাতের মধ্যে সালাম দিতাম, আপনি সালামের জবাব দিতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সলাতের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা আছে। (বুখারী, মুসলিম)[২১]

ব্যাখ্যা : (فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ) যখন আমরা নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম। নাজাশী হাবশার বাদশাহের উপাধি। হাদীসে বর্ণিত নাজাশীর নাম ছিল "আস্হামা" তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবম হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহাবীদের নিয়ে তার গায়িবী জানাযার সলাত আদায় করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কায় অবস্থানকালে তাঁর নির্দেশে একদল সহাবা তাদের দীন রক্ষার্থে হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর তাদের নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, মাক্কার মুশরিকগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন ফলে তারা স্বদেশে ফিরে আসে। এখানে এসে তারা দেখতে পায় যে, প্রকৃত অবস্থা তার বিপরীত। বরং তাদের উপর মুশরিকদের নির্যাতনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। এতে তারা পুনরায় হাবশাতে হিজরত করেন। এবার তাদের সংখ্যা পূর্বের চাইতে আরো অনেক বেশী ছিল। উল্লেখ্য যে ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উভয় দলের সাথে হিজরতের সহযাত্রী ছিলেন। প্রথমবার তিনি মাক্কাতে ফিরে আসেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পূর্বে। আর দ্বিতীয়বার তিনি ফিরে মাদীনাতে আসেন যা বাদ্‌র যুদ্ধের প্রাক্কালে ছিল। হাদীসে বর্ণিত ফিরে আসা দ্বিতীয়বার ফিরে আসাই উদ্দেশ্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, সলাতে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা মাক্কাতে ছিল না। বরং এ নিষেধাজ্ঞা ছিল মাদীনাতে যেমনটি যায়দ ইবনু আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস থেকে জানা যায় তিনি বলেন : আমরা সলাতে কথা বলতাম। কোন ব্যক্তি সলাতরত অবস্থায় তার পাশের সঙ্গীর সাথে কথা বলত। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হল, ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে দাঁড়াও"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৩৮)। তখন আমাদেরকে নীরব থাকতে আদেশ দেয়া হল এবং কথা বলতে নিষেধ করা হল। অত্র আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানী আয়াত। এতে বুঝা গেল যে, সলাতরত অবস্থায় কথা বলার নিষেধাজ্ঞা মাদীনাতে জারী হয়।

"আমরা তাকে সালাম দিলে তিনি আমাদের প্রতি উত্তর করলেন না" অর্থাৎ কথার মাধ্যমে তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না। ইবনু আবী শায়বাতে ইবনু সীরীন হতে মুরসাল সানাদে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারাতে ইবনু মাস্'উদ-এর সালামের জওয়াব দিয়েছিলেন।

[২১] সহীহ : বুখারী ৩৮৭৫, মুসলিম ৫৩৮।

"সলাতে ব্যস্ততা আছে" ইমাম নাবাবী বলেন : মুসল্লীর কাজ হল তার সলাত নিয়ে ব্যস্ত থাকা। তিনি কি বলেন তা চিন্তা করা। অতএব সলাতের কাজ বাদ দিয়ে সালামের জওয়াব দেয়া বা অন্য কোন কাজে লিপ্ত হবে না।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সলাতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে তিনি সলাত শেষে কথার মাধ্যমে সালামের জওয়াব দিবেন। অথবা সলাতরত অবস্থায় ইশারায় সালামের জওয়াব দিবেন। যদি কথার মাধ্যমে সালামের জওয়াব দেন তাহলে সলাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে সলাতরত অবস্থায় সালামের কোন জওয়াব দিবে না। না কথার মাধ্যমে না ইশারায়।

٩٨٠ ـ[٣] وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً». (مُتَّفق عَلَيْهِ)

৯৮০-[৩] মু'আয়ক্বীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এক লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে ব্যক্তি সলাতে সাজদার স্থানের মাটি সমান করে। তিনি বললেন, যদি তা করতেই চাও তবে শুধু একবার তা করবে। (বুখারী, মুসলিম)[২২]

ব্যাখ্যা : "যদি তা করতেই চাও তবে শুধু একবার করবে"– অত্র হাদীসে সলাতরত অবস্থায় এমন কাজ করতে বারণ করা হয়েছে যা সলাত বিনষ্টের কারণ হয় অথবা সলাতের একাগ্রতার মধ্যে বিঘ্ন ঘটায়। তা সত্ত্বেও এ রকম কাজ মাত্র একবার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যাতে সাজদাহ্ করতে তার কষ্ট না হয়।

ইমাম নাবাবী বর্ণনা করেন, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সলাতরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করা বা মাটি সমান করা মাকরূহ। তবে প্রয়োজনবশতঃ মাত্র একবার এরূপ করা বৈধ।

٩٨١ ـ[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮১-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাতে কোমর বা কাঁধে হাত রেখে ক্বিয়াম করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৩]

ব্যাখ্যা : الخصر এর অর্থ الاختصار অর্থাৎ কোমরে হাত স্থাপন করা। যদিও এ শব্দের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে বিষয়ে 'আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তথাপি ইমাম নাবাবী বলেন : উপরে বর্ণিত অর্থটিই সঠিক। আল্লামা ইরাকীও তাই বলেছেন।

সলাতরত অবস্থায় কোমরে হাত স্থাপন করা হারাম। আহলে যাহিরদের অভিমত এটাই। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আওযা'ঈ ও অন্যান্যদের মতে সলাতরত অবস্থায় কোমরে হাত স্থাপন করা মাকরূহ। তবে আহলে যাহিরগণ যা বলেছেন তাই সঠিক। কেননা এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যা দ্বারা হাদীসের প্রকাশ্য অর্থকে বাধাগ্রস্ত করে।

٩٨٢ ـ[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[২২] **সহীহ :** বুখারী ১২০৭, মুসলিম ৫৪৬।

[২৩] **সহীহ :** বুখারী ১২১৯, মুসলিম ৫৪৫।

৯৮২-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সলাতে এদিক-সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন, এটা ছোঁ মারা। শায়ত্বন বান্দাকে সলাত হতে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)[২৪]

ব্যাখ্যা : সলাতে اِلْتِفَاتِ অর্থাৎ দৃষ্টি ফেরানো তিন প্রকার যথা :

১. কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে বক্ষ পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র চেহারা ডান বা বাম দিকে ঘুরানো জমহূর 'আলিমদের মতে এমন করা মাকরূহ। আহলে যাহিরদের মতে হারাম।

২. শুধুমাত্র চোখ ডান বা বাম দিকে ফেরানো। এতে কোন ক্ষতি নেই যদিও তা উত্তমের বিপরীত।

৩. ক্বিবলার দিক থেকে বক্ষকে অন্যদিকে ফেরানো। সর্বসম্মতক্রমে এ কাজ সলাত বিনষ্টকারী।

অত্র হাদীস থেকে প্রথম প্রকার দৃষ্টি ফেরানো উদ্দেশ্য।

٩٨٣ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮৩-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : লোকেরা যেন সলাতে দু'আ করার সময় নযরকে আসমানের দিকে ক্ষেপন না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিকে ছোঁ মেরে নেয়া হবে। (মুসলিম)[২৫]

ব্যাখ্যা : সলাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ হওয়ার কারণ এই যে, এতে মুসল্লী সলাতের অবস্থা থেকে বেরিয়ে যায় এবং ক্বিবলামুখী থাকার যে নিয়ম তা থেকেও সে বিমুখ হয়।

হাদীসের শিক্ষা : সলাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো হারাম। শাফি'ঈদের নিকট তা মাকরূহ।

ইবনু হায্‌ম বলেন : এতে সলাত বিনষ্ট হয়। সলাত ব্যতীত সাধারণ দু'আর সময় আকাশের দিকে তাকানো সম্পর্কে কাযী শুরাইহ বলেন : তা মাকরূহ। তবে অধিকাংশ 'আলিমদের মতে তা বৈধ।

٩٨٤ - [٧] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. (مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৪-[৭] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে লোকজন নিয়ে সলাত পড়াতে দেখেছি। এমতাবস্থায় নাতনি উমামাহ্ বিনতু আবুল 'আস তখন তাঁর কাঁধে থাকত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রুকূ'তে যেতেন উমামাকে নিচে নামিয়ে রাখতেন। আবার যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাতেন, তাকে আবার কাঁধে উঠিয়ে দিতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৬]

ব্যাখ্যা : শিক্ষণীয় দিক হল–

১. কোন ব্যক্তি যদি সলাতরত অবস্থায় কোন মানুষ অথবা কোন পবিত্র পশু বহন করে তা হলে সলাত বিনষ্ট হয় না।

---

[২৪] সহীহ : বুখারী ৭৫১, আবূ দাঊদ ৯১০; হাদীসটি সহীহ মুসলিমে নেই।

[২৫] সহীহ : মুসলিম ৪২৯।

[২৬] সহীহ : বুখারী ৫৯৯৬, মুসলিম ৫৪৩।

২. শিশুর শরীর ও তার কাপড় পবিত্র যতক্ষণ না তার মধ্যে অপবিত্র জিনিস না পাওয়া যাবে।

৩. অল্প কাজ দ্বারা সলাত ভঙ্গ হয় না।

৪. কোন কাজ ধারাবাহিকভাবে না করে যদি তা একাধিকবার করা হয় তাতেও সলাত ভঙ্গ হয় না।

৫. শিশু ও দুর্বলদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন ও দয়া প্রদর্শন ইসলামী বিধানের অন্তর্গত।

৬. শিশুদের মাসজিদে নেয়া বৈধ।

৭. শিশু বালক বা বালিকা যেই হোক তাকে সলাতরত অবস্থায় বহন করা বৈধ। সলাত ফার্‌যই হোক বা নাফ্‌ল হোক এতে কোন পার্থক্য নেই।

٩٨٥ -[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৯৮৫-[৮] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সলাতে তোমাদের কারো 'হাই' আসলে যথাসাধ্য তা আটকে রাখবে। কারণ ('হাই' দেয়ার সময়) শায়ত্বন (মুখে) ঢুকে যায়। (মুসলিম)[২৭]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) সাধ্যানুযায়ী 'হাই' প্রতিরোধ করবে। অর্থাৎ দাঁতের উপর দাঁত চেপে ধরে দুই ঠোঁট মিলিয়ে মুখ বন্ধ করবে। তাতেও যদি 'হাই' থামাতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখের উপর হাত রাখবে।

ইবনু 'আরাবী বলেন : সর্বাবস্থায় 'হাই' প্রতিরোধ করতে হবে কেননা তা শায়ত্বনের কাজ। বিশেষ করে সলাতের মধ্যে অবশ্যই 'হাই' প্রতিরোধ করতে হবে।

٩٨٦ -[٩] وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ: هَا فَإِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ».

৯৮৬-[৯] ইমাম বুখারীর এক বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমাদের কারও সলাতের মধ্যে 'হাই' আসে, তখন সে যেন স্বীয়শক্তি অনুযায়ী তা প্রতিরাধ করতে চেষ্টা করে এবং 'হা' করে মুখ খুলে না দেয়। নিশ্চয়, এটা শায়ত্বনের পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, শায়ত্বন তাতে হাসে।[২৮]

ব্যাখ্যা : (وَلَا يَقُلْ: هَا) "হা বলবে না" অর্থাৎ 'হাই' তোলার সময় আওয়াজ করবে না। (فَإِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ) "এটা শায়ত্বনের কাজ" অর্থাৎ 'হাই' তোলা অথবা "হা" বলা শায়ত্বনের কাজ।

ইবনু বাত্তাল বলেন : হাই তোলাকে শায়ত্বনের কাজ বলার মর্ম হল যে, শায়ত্বন এ কাজে সন্তুষ্ট হয়। এর মাধ্যমে সে মানুষকে এ কাজের অবস্থায় দেখতে পছন্দ করে। কেননা এতে সে অলস হয়ে পরে। আর শায়ত্বন এটাই চায়।

٩٨٧ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى

---

[২৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৯৯৫।

[২৮] **সহীহ :** বুখারী ৬২২৬; তবে তাতে «صلاة» শব্দের উল্লেখ নেই।

تَنْظُرُوْا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ﴾ [ص ٣٨: ٣٥]. فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৭-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গত রাতে একটি 'দুষ্ট জিন্' আমার নিকট ছুটে এসেছে, আমার সলাত বিনষ্ট করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমতা দিলেন। ফলে আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি ইচ্ছা করলাম মাসজিদে নাবাবীর কোন একটি খুঁটির সাথে একে বেঁধে ফেলতে, যাতে তোমরা সকলে একে দেখতে পারো। সে মুহূর্তে আমার ভাই সুলায়মান 'আলায়হিস্ সালাম-এর এ দু'আটি স্মরণ করলাম, *"রাব্বি হাব্‌লী মুলকান লা- ইয়াম্বাগী লিআহাদীম মিম্ বা'দী"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি বাদশাহী দান করো, যা আমার পর আর কারো জন্যে সমীচীন হবে না)। তারপর আমি একে অপদস্ত করে ফেরত দিয়েছি। (বুখারী, মুসলিম)[২৯]

ব্যাখ্যা : (لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِيْ) "আমার সলাত বিনষ্ট করার জন্য" জিন বিভিন্ন আকৃতি ধরতে সক্ষম। হয়তঃ সে কুকুরের আকৃতি ধরে নাবী ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে যেয়েছিল যাতে তাঁর সলাত বিনষ্ট হয়। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন, কালো শায়ত্বন সলাত বিনষ্ট করে। অথবা জিনটি এমন কাজ করতে উদ্যত হয়েছিল যা থেকে তাকে বিরত রাখতে সীমাতিরিক্ত কাজ করতে হত যাতে সলাত বিনষ্ট হয়।

"আমি তাকে বেঁধে রাখার ইচ্ছা করেছিলাম" হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, মাসজিদে বন্দী বেঁধে রাখা বৈধ।

শায়খ 'আবদুল হাক্ব দেহলভী বলেন : আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান 'আলায়হিস্ সালাম-কে যে বাদশাহী দিয়েছিলেন তাতে বায়ু, জিন্ ও শায়ত্বনকে তার অনুগত করে দিয়েছিলেন যা সুলায়মান 'আলায়হিস্ সালাম-এর বিশেষত্ব বুঝায়। যদি নাবী ﷺ জিন বেঁধে ফেলতেন তাহলে জিনের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত। এতে বুঝা যেত সুলায়মান 'আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আ কবূল হয়নি। এজন্য নাবী ﷺ জিন্ না বেঁধে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন যাতে সুলায়মান 'আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আ অক্ষুণ্ন থাকে।

٩٨٨ -[١١] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৮-[১১] সাহ্ল ইবনু সা'দ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সলাতের মধ্যে যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু আপতিত হয় সে ব্যক্তি যেন *'সুব্হা-নাল্ল-হ'* পড়ে নেয়। আর হাত তালি একমাত্র মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট।

আরো এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন, 'তাসবীহ পড়া পুরুষদের বেলায়, আর হাত তালি দেয়া নারীদের বেলায় প্রযোজ্য। (বুখারী, মুসলিম)[৩০]

ব্যাখ্যা : (التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) হাতের তালুতে তালু লাগিয়ে আওয়াজ করা মহিলাদের জন্য বিধিবদ্ধ। কেননা মহিলাদের গলার আওয়াজ পর্দার অন্তর্ভুক্ত। জমহূর 'উলামাদের অভিমত এই যে, সলাতে কোন বিঘ্ন

---

[২৯] **সহীহ :** বুখারী ৩৪২৩, মুসলিম ৫৪১।

[৩০] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৩, ১২০৩, মুসলিম ৪২১, ৪২২।

ঘটলে পুরুষ *'সুব্‌হানা-ল্ল-হ'* বলবে আর মহিলা হাতের তালুতে তালু মেরে সতর্ক করবে। ইমাম মালিক-এর মতে নারী পুরুষ সবাই *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* বলবে। ইমাম কুরতুবী বলেন : নারীদের জন্য হাতের তালুতে তালু মেরে আওয়াজ করে সতর্ক করার বিধান প্রমাণ ও যুক্তিগত উভয় থেকেই সঠিক। কেননা মহিলাদের কণ্ঠস্বর নিম্নগামী করতে তারা আদিষ্ট। এজন্যই তারা আযান দিতে পারে না এবং পুরুষের উপস্থিতিতে ইক্বামাত দিতে পারবে না। আর পুরুষদের জন্য হাতে তালি বাজানো নিষেধ এজন্য যে, তা মহিলাদের বৈশিষ্ট্য।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সলাতরত ব্যক্তি যদি ক্বিবলার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে কোন দিকে তাকায় তাতে সলাত বিনষ্ট হয় না।

২. মহিলাদের জন্য সুন্নাত হল হাতে তালি বাজিয়ে তারা ইমামকে সতর্ক করবে। আর পুরুষদের জন্য সুন্নাত হল তারা *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* বলবে।

৩. ইমামকে সতর্ক করার জন্য পুরুষ মুক্তাদী যদি *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* বলে এবং মহিলা মুক্তাদী হাতে তালি বাজায় তাহলে তাদের সলাত বিনষ্ট হয় না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٨٩ - [١٢] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى إِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلَاةِ». فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ

৯৮৯-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবাশাহ্ যাওয়ার পূর্বে নাবী (ﷺ)-কে তাঁর সলাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম। তিনি (ﷺ)-ও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। আমরা যখন হাবাশাহ্ হতে ফিরে (মাদীনায়) আসি আমি তখন তাকে সলাতরত অবস্থায় পাই। তারপর আমি তাকে সালাম দিলাম কিন্তু তিনি আমাকে সালামের জবাব দিলেন না সলাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তরপর তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন যে বিষয় ইচ্ছা করেন সে বিষয় আদেশ জারী করেন। আল্লাহ এখন সলাতে কথাবার্তা না বলার আদেশ জারী করেছেন। অতঃপর তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন।[৩১]

ব্যাখ্যা : সলাতে কথা বলা ও সালামের জওয়াব দেয়া সংক্রান্ত আলোচনা ৯৭৯ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٩٠ - [١٣] وَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا لِيَكُنْ ذٰلِكَ شَأْنُكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৩১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৯২৪।

৯৯০-[১৩] এরপর তিনি (ﷺ) বলেন, সলাত শুধু কুরআন পড়া ও আল্লাহর যিক্র করার জন্য। অতএব তোমরা যখন সলাত আদায় করবে তখন এ অবস্থায়ই থাকবে। (আবূ দাউদ)[৩২]

٩٩١-[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهٖ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوَهٗ وَعِوَضُ بِلَالٍ صُهَيْبٌ

৯৯১-[১৪] ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলালকে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ সলাতরত থাকা অবস্থায় তারা রসূল ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব কিভাবে দিতেন? বিলাল উত্তরে বললেন, তিনি (ﷺ) হাত দিয়ে (সালামের জবাবে) ইশারা করতেন। (তিরমিযী; নাসায়ীর বর্ণনাও এমনই। তবে তাতে বিলাল-এর স্থলে সুহায়ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখ হয়েছে।)[৩৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে প্রশ্ন করা হয়েছে সহাবীগণ নাবী ﷺ-কে সলাতরত অবস্থায় সালাম দিলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন এ প্রশ্ন কখন করা হয়েছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, (১) সলাতে কথা বলার বৈধতা রহিত হওয়ার পর। (২) সলাতে কথা বলার বৈধতা রহিত হওয়ার আগে। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী বলেন : এটি সলাতে কথা বলার বৈধতা রহিত হওয়ার আগের ঘটনা। আর এটিই প্রকাশমান। পক্ষান্তরে শায়খ 'আবদুল হাক্ব দেহলভী বলেন, এটি সলাতে কথা বলার বৈধতা রহিত হওয়ার পরের ঘটনা। আর এটিই প্রকাশমান।

হাদীসের শিক্ষা :

সলাতরত অবস্থায় হাতের ইশারায় সালামের জওয়াব দেয়া বৈধ। জমহূর 'উলামাদের মত এটাই। হানাফী 'আলিম এক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। ইমাম তাহাবী বলেন : ইশারায় সালামের জওয়াব দেয়া মাকরূহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এতে কোন ক্ষতি নেই। আমি (মুবারকপূরী) বলছি : জমহূর 'উলামাদের অভিমতই সঠিক। অনেক সহীহ হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে।

১. বিলাল (রাঃ)-এর অত্র হাদীস।

২. সুহায়ব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, "রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতরত অবস্থায় ছিলেন এমন সময় আমি তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি (ﷺ) ইশারায় আমার সালামের জওয়াব দিলেন। তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান বলেছেন।

৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : নাবী ﷺ-মাসজিদে কুবায় প্রবেশ করলেন সলাত আদায় করার জন্য। এমতাবস্থায় লোকজন তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দিতে থাকলো। সুহায়ব (রাঃ) তার সাথে থাকায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। নাবী ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি কি করতেন? তিনি বললেন : তিনি (ﷺ) হাত দ্বারা ইশারা করতেন। হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী হাকিম ও বায়হাক্বী সংকলন করেছেন।

৪. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, "এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি (ﷺ) ইশারাতে সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন : আমরা সলাতরত অবস্থায় সালামের জওয়াব দিতাম। অতঃপর আমাদেরকে তা নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসটি ইমাম তাহাবী এবং বায্যার সংকলন করেছেন

পক্ষান্তরে যারা সলাতরত অবস্থায় ইশারাতে সালামের জওয়াব দেয়া অবৈধ মনে করেন তাদের দলীল :

---

[৩২] হাসান : আবূ দাউদ ৯৩১।

[৩৩] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৩৬৮, নাসায়ী ১১৮৭।

১. আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সলাতে পুরষের জন্য *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* বলা এবং নারীদের জন্য হাতে তালি বাজানোর বিধান। যে ব্যক্তি সলাতরত অবস্থায় ইশারা দিয়ে কিছু বুঝায় সে যেন উক্ত সলাত পুনরায় আদায় করে। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ সংকলন করেছেন। এর জওয়াব হল হাদীসটি য'ঈফ যা দলীলযোগ্য নয়। কেননা এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব নামক এক রাবী আছেন। আর তিনি মুদাল্লিস।

২. তাদের অপর দলীল : সলাতরত অবস্থায় ইশারাতে সালামের জওয়াব দেয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। কেননা অর্থগত দিক থেকে তা কথা বলার স্থলাভিষিক্ত। আর সলাতে কথা বলা নিষেধ, অতএব ইশারা করাও নিষেধ। এর জওয়াব এই যে, ইশারা করা কথা বলার স্থলাভিষিক্ত নয়। কেননা চোখের ইশারা কথা বলার স্থলাভিষিক্ত নয়। আর ইশারা শরীরের যে কোন অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা হয়ে থাকে। হাত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা ইশারা করলে যেমন সলাত বিনষ্ট হয় না অনুরূপ হাত দ্বারা ইশারা করলেও সলাত বিনষ্ট হয় না।

٩٩٢ -[١٥] وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৯৯২-[১৫] রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে সলাত আদায় করলাম। (সলাতের মধ্যে) আমি হাঁচি দিলাম। আমি ক্বালিমায়ে হাম্‌দ অর্থাৎ *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাসীরান ত্বইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান ফীহি মুবা-রাকান 'আলায়হি কামা- ইউহিব্বু রব্বুনা- ওয়া ইয়ার্‌যা-"* পাঠ করলাম। সলাত শেষ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে বললেন, সলাতের মাঝে কথা বলল কে? এতে কেউ কোন কথা বলেনি, তিনি (সাঃ) পুনরায় প্রশ্ন করলেন। তবুও কেউ কোন কথা বলেনি। তৃতীয়বার তিনি (সাঃ) আবার প্রশ্ন করলেন। এবার রিফা'আহ্ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি। নাবী (সাঃ) বললেন, ঐ জাতের শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ত্রিশের বেশি মালাক (ফেরেশ্‌তা) এ ক্বালিমায়ে হাম্‌দগুলো কার আগে কে উপরে নিয়ে যাবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৩৪]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবন হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি ত্বাবারানী সংকলন করেছেন এবং তাতে উল্লেখ করেছেন যে, ঐ সলাতটি ছিল মাগরিবের সলাত। তিনি হাদীসটি এমন সানাদে বর্ণনা করেছেন যাতে কোন ত্রুটি নেই। এই অতিরিক্ত অংশটুকু তাদের মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে যারা বলে যে, উক্ত সলাত নাফ্‌ল সলাত ছিল। উল্লেখ্য যে, জামা'আত সাধারণতঃ ফারয সলাতেরই হয়ে থাকে নাফ্‌ল সলাতের নয়।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সলাত নাফ্‌ল বা ফারয যাই হোক তাতে হাঁচিদাতার *আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হ* বলা মাকরূহ নয়।

২. সলাতের মধ্যে সলাতের জন্য নির্ধারিত দু'আ ব্যতীত অন্য কোন দু'আ পাঠ করাও বৈধ।

---

[৩৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪০৪, আবূ দাউদ ৭৭০, নাসায়ী ৯৩১।

৩. হাদীসে বর্ণিত দু'আটি সলাতরত অবস্থায় স্বরবেও পাঠ করা যায় যদি তাতে অন্যের ব্যাঘাত না ঘটে।

٩٩٣ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلِابْنِ مَاجَةَ: «فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ».

৯৯৩-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সলাতে 'হাই' তোলা শায়ত্বনের কর্ম। অতএব সলাতে তোমাদের কেউ হাই তুললে তা যথাসম্ভব বারণ করার চেষ্টা করবে। (তিরমিযী; তাঁর অন্য বর্ণনা ও ইবনু মাজাহ-এর বর্ণনায় এ শব্দগুলো আছে : অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সলাতে 'হাই' আসলে সে যেন নিজের হাত মুখের উপর রাখে।)[৩৫]

٩٩٤ -[١٧] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৯৯৪-[১৭] কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন উযূ করে তখন সে সুন্দর করে উযূ করবে। তারপর সলাতের উদ্দেশ্য করে মাসজিদে যাবে। আর তখন এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে মটকাবে না। কেননা সে সলাতে আছে। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী)[৩৬]

ব্যাখ্যা : (فَلَا يُشَبِّكَنَّ) "সে যেন তাশবীক না করে" এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করানোকে তাশবীক বলা হয়।

(فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ) সে সলাতের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ সলাতের হুকুমের মধ্যেই গণ্য। অতএব সলাতরত অবস্থায় যা বর্জনীয় এরূপ কাজ সলাতে গমনের সময়ও বর্জনীয়।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সলাত আদায়ের উদ্দেশে মাসজিদে গমন করার শুরু হতেই এক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে অন্য হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করানো মাকরূহ।

২. সলাত আদায়ের উদ্দেশে ঘর হতে বের হওয়ার সময় থেকেই মাসজিদে গমনকারীর জন্য সলাতের সাওয়াব লেখা হয় যতক্ষণ না সে স্বীয় বাড়ীতে ফিরে আসে। এর সমর্থনে আরো হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

১. আবূ হুরায়রাহ রাঃ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীস, "যে ব্যক্তি উযূ করে সলাতের উদ্দেশে বের হয় সে যেন স্বীয় বাড়ীতে ফিরে আসা পর্যন্ত সলাতের মধ্যে আছে বলেই গণ্য হয়। অতএব তোমরা এরূপ করবে না অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাবে না।

২. আবূ সা'ঈদ রাঃ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীস, "যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে থাকে সে যেন তাশবীক না করে, কেননা তা শায়ত্বনের কাজ। তোমাদের কেউ মাসজিদ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সলাতরত আছে বলেই গণ্য। মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৩ পৃঃ; হায়সামী বলেন, উক্ত হাদীসটি হাসান।

---

[৩৫] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৩৭০, ইবনু মাজাহ্ ৯৬৮, সহীহুল জামি' ৩০১২, ৪২৬।

[৩৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৫৬২, আত্ তিরমিযী ৩৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৪, আহমাদ ১৮১০৩।

٩٩٥ - [١٨] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৯৯৫-[১৮] আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন কোন বান্দা সলাতের মধ্যে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে থাকেন, যতক্ষণ না সে এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেরায়। আর সে এদিক-সেদিক নযর করলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী)[৩৭]

ব্যাখ্যা : 'যতক্ষণ সে অন্য দিকে দৃষ্টি না ফেরায়' প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : দৃষ্টি ফেরানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল যতক্ষণ সে ক্বিবলার দিক থেকে তার বক্ষ ও ঘাড় না ফেরায়।

"তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন" অর্থাৎ তার থেকে রহ্‌মাত বিচ্ছিন্ন করে দেন। ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন : তার সাওয়াব কমিয়ে দেন।

٩٩٦ - [١٩] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ

৯৯৬-[১৯] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, হে আনাস! সলাতে তুমি তোমার দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে রাখবে। (এ হাদীসটিকে ইমাম বায়হাক্বী 'সুনানে কাবীরের আনাস (রাঃ) থেকে হাসান এর সূত্রে হাদীসটি মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন)[৩৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, সলাতে সর্বাবস্থায় সলাত আদায়কারী তার দৃষ্টি সাজদার স্থানের দিকে নিবিষ্ট রাখবে। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারীদের 'আমাল এটাই। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর অভিমতও তাই। ত্বীবী বলেন : সলাত আদায়কারীর জন্য মুস্তাহাব হলো কিয়াম অবস্থায় দৃষ্টি সাজদার স্থানের দিকে রাখবে। রুকূ' অবস্থায় পায়ের দিকে রাখবে। সাজদার অবস্থায় নাকের দিকে রাখবে। তাশাহ্‌হুদে থাকা অবস্থায় কোলের দিকে রাখবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং তার অনুসারীদের মত এটাই। তারা আরো বলেন, সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখবে। আমি ('উবায়দুল্লাহ) বলছি : ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অভিমত হল, সলাত আদায়কারী ব্যক্তি ক্বিবলার দিকে দৃষ্টি রাখবে। ইমাম বুখারী এ মতের দিকেই ঝুঁকেছেন। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন : যায়ন ইবনু মুনীর বলেন, ইমামের দিকে মুক্তাদীগণের দৃষ্টি রাখা ইকতিদা করার উদ্দেশের অন্তর্ভুক্ত। কোন দিকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে যদি ইমামের কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় তাহলে তা স্বীয় সলাত বিশুদ্ধকরণের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু বাত্তাল বলেন : উপরোক্ত বক্তব্য ইমাম মালিক (রহঃ)-এর বক্তব্যকেই সমর্থন করে যাতে তিনি বলেছেন সলাত আদায়কারী স্বীয় দৃষ্টি ক্বিবলার দিকে নিবদ্ধ রাখবে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : ইমাম ও মুক্তাদীর বিষয়ে এক্ষেত্রে পার্থক্য করা সম্ভব। ইমামের জন্য মুস্তাহাব হলো তিনি সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। অনুরূপভাবে মুক্তাদীগণও সাজদার দিকে দৃষ্টি রাখবে। তবে যে ক্ষেত্রে ইমামের কার্যাবলী নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ইমামের দিকে তথা ক্বিবলার দিকে দৃষ্টি রাখবে। আর একাকী সলাত আদায়কারীর হুকুম ইমামের মতই।

---

[৩৭] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৯০৯, নাসায়ী ১১৯৫, আহমাদ ২৯৫০৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৫৪। কারণ এর সানাদে আবুল আহ্ওয়াস নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

[৩৮] **খুবই দুর্বল :** বায়হাক্বী ৩৩৬০, য'ঈফুল জামি' ৩৫৮৯। কারণ এর সানাদে 'আনতুওয়ানাহ্ নামে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে।

আল্লাহই অধিক অবগত আছেন। আমি ('উবায়দুল্লাহ) বলছি, হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর বক্তব্য উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর বক্তব্যকে আনাস (রাঃ) সূত্রে বায়হাক্বী'র বর্ণিত হাদীস সমর্থন করে। তাতে আছে, নাবী (সাঃ) বলেন : "হে আনাস! তোমার দৃষ্টি সাজদার স্থানের দিকে নিবদ্ধ রাখ।"

٩٩٧ -[٢٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ. فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৯৭-[২০] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, হে আমার বৎস! সলাতে এদিক-সেদিক তাকানো থেকে সাবধান থাকো। কারণ সলাতে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক-সেদিক লক্ষ্য করা ধ্বংসাত্মক কাণ্ড। যদি নিরুপায় হয়ে পড়ে তবে নাফ্‌ল সলাতের ক্ষেত্রে (অনুমতি থাকবে) ফারয সলাতের ক্ষেত্রে নয়। (তিরমিযী)[৩৯]

ব্যাখ্যা : "সলাতের মধ্যে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা ধ্বংস"– কেননা এতে শায়ত্বনের আনুগত্য বিদ্যমান রয়েছে, আর তা ধ্বংসের কারণ। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : সলাতের মধ্যে দৃষ্টিপাতকে ধ্বংস এজন্য বলা হয়েছে যে, তা সলাতের মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াবে স্বল্পতার কারণ ঘটিয়েছে অথবা তা আল্লাহ অভিমুখী হওয়া থেকে মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে দেয়। আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ধ্বংসের কারণ।

"নাফ্‌লের মধ্যে করা যেতে পারে ফারযের মধ্যে নয়" কেননা নাফ্‌লের ভিত্তিই হল নম্রতা। যেমন দাঁড়ানোর সক্ষমতা সত্ত্বেও নাফ্‌ল সলাত বসে আদায় করা বৈধ। অত্র হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, নাফ্‌ল সলাতে প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত করা বৈধ যা ফারয সলাতের জন্য প্রযোজ্য নয়।"

٩٩٨ -[٢١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৯৯৮-[২১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাতের মাঝে ডানদিকে বামদিকে লক্ষ্য করতেন, পেছনের দিকে গর্দান ঘুরাতেন না। (তিরমিযী, নাসায়ী)[৪০]

ব্যাখ্যা : (كَانَ يَلْحَظُ) يَلْحَظُ শব্দটি اللحظ শব্দ থেকে উদ্গত যার অর্থ চোখের কিনারা দিয়ে দৃষ্টিপাত করা। সলাত নাসায়ীর বর্ণনায় আছে, তিনি সলাতে এদিক সেদিক তাকাতেন। বলা হয়ে থাকে যে, এটি নাফ্‌ল সলাতে ছিল। তবে ফারয সলাতেও হতে পারে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নাবী (সাঃ)-এর দৃষ্টিপাত কোন কল্যাণের জন্যই ছিল। তা সত্ত্বেও সলাতে তাঁর একাগ্রতা এবং আল্লাহ অভিমুখীতার প্রতি তিনি পূর্ণভাবেই ব্যস্ত ছিলেন। ইবনু মালিক (রহঃ) নাবী (সাঃ)-এর এ দৃষ্টি ফিরানো একবার বা একাধিকবার স্বল্প পরিমাণে ছিল এটা বুঝানোর জন্য যে, এমন দৃষ্টিপাতে সলাত ভঙ্গ হয় না অথবা তা কোন প্রয়োজনের জন্য ছিল। তবে কেউ যদি তার গর্দান পিছনের দিকে ঘুরায় অথবা তার বক্ষকে ক্বিবলার দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে ফেলে তবে তা সলাত ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে।

আমি (মুবারকপূরী) বলছি : ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত দৃষ্টিপাত বলতে চোখের কিনারা দিয়ে ডান বা বাম দিকের মুক্তাদীগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ অথবা অন্য কোন কল্যাণের

---

[৩৯] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ৫৮৯, য'ঈফুল জামি' ৬৩৮৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৯০। কারণ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেননি। অতএব সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

[৪০] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৫৮৭, সহীহ আল জামি' ৫০১১।

উদ্দেশে ছিল। আর এ ধরনের দৃষ্টিপাত ফার্য সলাতে হলেও তা সকলের নিকটই বৈধ যদিও তা উত্তমের বিপরীত। ক্বিবলার দিক হতে বক্ষ না ঘুরিয়ে বিনা প্রয়োজনে শুধুমাত্র মাথা অথবা মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দৃষ্টিপাত করা সকলের নিকটেই মাকরূহ। আর আহলে যাহিরদের নিকট তা হারাম।

٩٩٩ - [٢٢] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৯৯৯-[২২] 'আদী ইবনু সাবিত (রহঃ) তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে এ হাদীসটিকে রসূল (ﷺ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সলাতের মাঝে হাঁচি আসা, তন্দ্রা আসা, হাই তোলা, মাসিক হওয়া, বমি হওয়া, নাক দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়া শায়ত্বন কর্তৃক আয়োজিত হয়। (তিরমিযী)[৪১]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সলাতে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা– এই তিনটি উল্লেখ করার পরে সলাত শব্দ উল্লেখ করে পুনরায় হায়ায, বমি ও নাক্সীর উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথম তিনটি দ্বারা সলাত ভঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে শেষে উল্লেখিত তিনটি অবস্থায় সলাত ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এ কাজগুলোকে শায়ত্বনের দিকে সম্পর্কিত করার করণ এই যে, শায়ত্বন এগুলো পছন্দ করে। যাতে এর মাধ্যমে সলাত আদায়কারীর মন অন্যদিকে নিবিষ্ট করা যায় এবং সলাতের বিঘ্ন ঘটে। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী বলেন : অত্র হাদীস এবং আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন। এ হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন তা যদি সলাতের বাইরে হয়। আর তা যদি সলাতের মধ্যে হয় তবে তা অপছন্দনীয়।

١٠٠٠ - [٢٣] وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي: يَبْكِي.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَا مِنَ الْبُكَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُولٰى وَأَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ

১০০০-[২৩] মুত্বর্রিফ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু শিখ্খীর (রহঃ) নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি সলাত আদায় করতেছিলেন এবং তাঁর ভিতর থেকে টগবগে আওয়াজ হচ্ছিল যেমন ডেগের ফুটন্ত পানির টগবগ আওয়াজ হয়। অর্থাৎ তিনি কান্নাকাটি করছিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে সলাত আদায় করতে দেখছি। এমতাবস্থায় তাঁর সিনার মধ্যে চাক্কির আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ থাকত। (আহ্মাদ; নাসায়ী প্রথমাংশটুকু, আবূ দাউদ দ্বিতীয়াংশটুকু বর্ণনা করেছেন)[৪২]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, ক্রন্দন করলে সলাত ভঙ্গ হয় না।

বায়জূরী (রহঃ) শামায়িলের ভাষ্য গ্রন্থে বলেন : অত্র হাদীস থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, যদি ক্রন্দন করলে মুখে এমন কোন উচ্চারণ না হয় যা কোন অর্থ বহন করে তাহলে তা সলাতের কোন ক্ষতি

---

[৪১] **দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ২৭৪৮, য'ঈফ আল জামি' ৩৮৬৫। কারণ এর সানাদে দু'টি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ সাবিত অপরিচিত বর্ণনাকারী। দ্বিতীয়তঃ শারীক বিন 'আবদুল্লাহ আল ক্বাযী দুর্বল রাবী।

[৪২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৯০৪, নাসায়ী ১২১৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫৪৪, আহমাদ ১৬৩১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৫৩।

করবে না। আমি (মুবারকপূরী) বলছি : অত্র হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন সলাত বিনষ্ট করে না, চাই তার মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ হোক বা না হোক। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস থেকে এটাই বুঝেছেন তাদের গ্রন্থে এ হাদীসের ভিত্তিতে অধ্যায় রচনা করা দ্বারা তাই সাব্যস্ত হয়।

١٠٠١ - [٢٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

১০০১-[২৪] আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়াবে সে যেন হাত দিয়ে পাথর ঘষে না উঠায়। কেননা রহ্মাত তার সম্মুখ দিয়ে আগমন করে। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৪৩]

ব্যাখ্যা : "যখন সলাতে দাঁড়াবে" অর্থাৎ যখন সলাতে প্রবেশ করবে। কেননা তাকবীরে তাহ্রীমার পূর্বে সলাত আদায়কারীর জন্য এরূপ কোন কাজ করা নিষিদ্ধ নয়। এই নিষেধাজ্ঞা তখনই প্রযোজ্য যদি এর দ্বারা সাজদার স্থান ঠিক করা উদ্দেশ্য না হয়। আর যদি সাজদার স্থান ঠিক করণার্থে তা করে তবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু স্পর্শ করা যাবে। জমহূর 'আলিমদের মতে এখানে ছোট পাথরের উল্লেখ কোন বিশেষ কারণে হয়নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ হয়ে থাকে। যেহেতু তাদের সাজদার স্থলে এরূপ পাথরই থাকতো। অতএব পাথর, ধূলা বা বালির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

"রহ্মাত তার সম্মুখ দিয়ে আগমন করে" অর্থাৎ তার উপর রহ্মাত নাযিল হয় এবং তা তার সম্মুখে আসে। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : এই নিষেধাজ্ঞার হিকমাত হলো সলাত আদায়কারী যেন তার অন্তরকে এমন কোন কাজে ব্যস্ত না রাখে যা তার প্রতি নাযিলকৃত রহ্মাত থেকে গাফিল রাখে।

١٠٠٢ - [٢٥] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১০০২-[২৫] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের 'আফলাহ' নামক গোলামকে দেখলেন যে, সে যখন সাজদায় যায় (তখন সাজদার স্থান সাফ করার জন্যে) ফুঁ দেয়। তিনি (ﷺ) বললেন, হে আফ্লাহ! তুমি তোমার চেহারাকে ধূলিময় করো। (তিরমিযী)[৪৪]

ব্যাখ্যা : (تَرِّبْ) অর্থাৎ তোমার চেহারা মাটি পর্যন্ত পৌছাও তার সাথে লাগাও এবং তার উপর স্থাপন করো। তোমার চেহারা রাখার স্থান থেকে ধূলা-মাটি ফুঁকে সরিয়ে দিও না। কেননা ধূলাতে চেহারা স্থাপন করা নম্রতার অতি নিকটবর্তী। আর যে অঙ্গটি শরীরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম তাতে ধূলা লাগানো নম্রতার শেষ প্রান্ত। এ হাদীসটি তাদের দলীল যারা কোন প্রকার আড়াল ব্যতীত সরাসরি মাটিতে সাজদাহ্ করার নীতি গ্রহণ করেছেন। আর এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে ইবনু মাস্'উদ, 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রাঃ)-এবং ইবরাহীম নাখ্'ঈ (রহঃ) থেকে। জমহূর 'আলিমদের মত এর বিপরীত। ইরাক্বী (রহঃ) বলেন : এর জওয়াব

---

[৪৩] **দুর্বল :** আবূ দাউদ ৯৪৫, আত্ তিরমিযী ৩৭৯, নাসায়ী ১১৯১, ইবনু মাজাহ্ ১০২৭, আহমাদ ২১৩৩০, দারিমী ১৪২৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৯৫, য'ঈফ আত্ জামি' ৬১৩। কারণ সানাদে আবুল আহওয়াস অপরিচিত বর্ণনাকারী যার নিকট থেকে তার ছাত্র যুহরী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

[৪৪] **দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ৩৮১, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৯৬, য'ঈফ আল জামি' ৬৩৭। কারণ এর সানাদে আবূ সালিহ নামে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে যেমনটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন।

হল নাবী ﷺ তাকে ধূলার উপর সলাত আদায় করার নির্দেশ দেননি। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মাটিতে কপাল রাখা। তিনি যেন তাকে এমতাবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি সলাত আদায় করছে অথচ তার কপাল ভালভাবে জমিনের উপর স্থাপন করছে না। ফলে তাকে জমিনে কপাল স্থাপনের নির্দেশ দেন। তিনি তাকে এমন অবস্থায় দেখেননি যে, সে কোন কিছু দিয়ে জমিন আড়াল করে সলাত আদায় করছে। আর তিনি তাকে তা সড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। অত্র হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করা হয় যে, সলাতরত অবস্থায় ফুঁক দেয়া মাকরূহ। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, সলাতরত অবস্থায় ফুঁক দেয়া মাকরূহ তবে তা সলাত ভঙ্গ করে না যেমনটি কথা দ্বারা তা ভঙ্গ হয়। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ)-এর অভিমতও তাই। ইবনু বাত্তাল (রহঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী আবূ ইউসুফ ও আশহাব এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। মুদাওয়ানাহ্ গ্রন্থে আছে, যে ফুঁক দেয়াও কথা বলার মতই সলাত ভঙ্গ করে।

আবূ হানীফাহ্ এবং মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মত হল, যদি ফুঁক দেয়ার শব্দ শ্রবণ করা যায় তবে তা কথা বলার মতই সলাত ভঙ্গ করে। তা না হলে সলাত ভঙ্গ হবে না। আমাদের মতে সঠিক কথা হল ফুঁকের কারণে সলাত ভঙ্গ হবে না। তাতে দু' একটি হরফ উচ্চারণ হোক বা না হোক, ফুঁকের শব্দ শুনতে পাওয়া যাক অথবা না পাওয়া যাক। এর সপক্ষে দলীল এই যে, ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী প্রমুখ ইমামগণ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ সূর্য গ্রহণের সলাতে ফুঁক দিয়েছিলেন। মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ সূত্রে আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ﷺ) তাঁর সর্বশেষ সাজদাতে ফুঁক দিলেন এবং উফ উফ শব্দ করলেন। এতে শাফি'ঈ, হাম্বালী ও হানাফী মাযহাবের মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা তাঁর শব্দ শুনা গিয়েছিল। আর হাদীসে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, আমার সামনে জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়েছিল, তার তাপ তোমাদের ঘিরে ফেলবে এ আশঙ্কায় আমি ফুঁকে ছিলাম। ইমাম বায়হাক্বী ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি রসূল ﷺ-এর জন্য খাস বিষয়। এর প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, খাস দলীল ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। ইবনু বাত্তাল (রহঃ) বলেন : সলাত ভঙ্গ না হওয়ার অভিমতই উত্তম।

١٠٠٣ ـ[٢٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১০০৩-[২৬] ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সলাতে কোমরে হাত বেঁধে দাঁড়ানো জাহান্নামীদের বিশ্রাম স্বরূপ। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৫]

ব্যাখ্যা : (رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ) "জাহান্নমীদের বিশ্রাম" ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) বলেন : জাহান্নামীগণ ক্বিয়ামাতের ময়দানে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে ক্লান্ত হয়ে পরবে। তাই তারা কোমরে হাত রেখে আরাম বা বিশ্রাম করার চেষ্টা করবে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ হলো এটা ইয়াহূদ ও নাসারাদের কাজ। সলাতে তারা এরূপ করে থাকে। জাহান্নামী বলতে এখানে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই তাদের পরিণতি অর্থাৎ জাহান্নাম। আর জাহান্নামে জাহান্নামীদের কোন আরাম বা বিশ্রাম নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তাদের ওপর থেকে 'আযাব কম করা হবে না।" (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৭৫)

---

[৪৫] **দুর্বল :** ইবনু খুযায়মাহ্ ৯০৯, ইবনু হিব্বান ২২৮৬, য'ঈফ আল জামি' ২২৭৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৯৭। হাদীসটি মুনকার, কারণ 'আবদুল্লাহ বিন আল আযুর এর হিশাম বিন হিসান থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো মুনকার যেমনটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার "মীযান"-এ উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসটি সেগুলোর অন্তর্গত।

١٠٠٤ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ

১০০৪-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সলাতরত অবস্থায়ও দু' 'কালোকে' হত্যা করো অর্থাৎ সাপ ও বিচ্ছুকে। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী অর্থের দিক দিয়ে)[৪৬]

ব্যাখ্যা : সলাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করার এ নির্দেশ বাধ্যতামূলক নয় বরং তা মুস্তাহাব। অথবা এ নির্দেশ বৈধতার অনুমতি। এ নির্দেশ বাধ্যতামূলক না হওয়ার কারণ আবূ ইয়া'লা ও ত্ববারানী কর্তৃক 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস।

'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন : 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এমন সময় পৌঁছালেন যে, তখন তিনি সলাতে রত ছিলেন। অতএব 'আলী (রাঃ) তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সলাত আদায় করেন। এমন সময় একটি বিচ্ছু এসে নাবী (সাঃ)-কে অতিক্রম করে তা 'আলী (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছাল। অতঃপর 'আলী (রাঃ) স্বীয় জুতার আঘাতে তা হত্যা করলেন। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কোন দোষ ধরেননি। ইমাম হায়সামী (রহঃ) বলেন : আবূ ইয়া'লার বর্ণিত এ হাদীসের রাবীগণ সহীহ্ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী মু'আবিয়াহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ব্যতীত। তবে যুহরী (রহঃ) থেকে তার বর্ণিত হাদীস সঠিক যেমনটি ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন। আর হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণিত মু'আবিয়ার হাদীস।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সলাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করা বৈধ। জমহূর 'আলিমগণের অভিমত এটাই। ইব্রাহীম নাখ'ঈ-এর মতে তা মাকরূহ।

২. সলাতরত অবস্থায় সাপ অথবা বিচ্ছু হত্যা করলে সলাত ভঙ্গ হয় না।

١٠٠٥ -[٢٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১০০৫-[২৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাফ্ল সলাত আদায় করতেন এমতাবস্থায় দরজা বন্ধ থাকত। আমি এসে দরজা খুলতে বলতাম। তিনি হেঁটে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার মুসল্লায় চলে যেতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, দরজা ছিল ক্বিবলামুখী। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ীতে অনুরূপ)[৪৭]

ব্যাখ্যা : (وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ) 'দরজা বন্ধ ছিল' হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায় যে ব্যক্তি এমন স্থানে সলাত আদায় করে যেখানে তার দরজা ক্বিবলার দিকে অবস্থিত। এমতাবস্থায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো সে দরজা বন্ধ করে সলাত আদায় করবে। যাতে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীদের জন্য তা সুতরাহ হয়। এতে এও জানা যায় যে, নাফ্ল সলাত লোকদের আড়ালে আদায় করা মুস্তাহাব।

---

[৪৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৯২১, আত্ তিরমিযী ৩৯০, নাসায়ী ১২০২, ইবনু মাজাহ্ ১২৪৫, সহীহ আল জামি' ১১৪৭, আহমাদ ১০১১৬।

[৪৭] **হাসান :** আবূ দাউদ ৯২২, আত্ তিরমিযী ৬০১, নাসায়ী ১২০৬, আহমাদ ২৪০২৭।

(فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ) 'আমি এসে দরজা খুলতে বললাম।' এ থেকে জানা যায় যে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা জানতেন না যে, নাবী ﷺ সলাতরত আছেন। জানতে পারলে তিনি তাঁকে দরজা খুলতে বলতেন না। তার জ্ঞান ও ভদ্রতা এরই সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

(أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ) দরজা ক্বিবলার দিকে ছিল। ফলে দরজার দিকে এগিয়ে আসার জন্য তাঁকে ক্বিবলাহ্ থেকে মুখ ফিরাতে হয়নি। আবার সলাতের স্থানে প্রত্যাবর্তনকালে মুখ না ফিরিয়েই পিছন দিকে সরে গেছেন।

হাদীসের শিক্ষা : প্রয়োজনে নাফ্ল সলাতে এ ধরনের কাজ সম্পাদন করা যায়। এতে সলাত ভঙ্গ হয় না। যদিও এ কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয়।

١٠٠٦ -[٢٩] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ

১০০৬-[২৯] ত্বাল্‌ক বিন 'আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সলাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন নিঃশব্দে বাতাস বের করে, সে যেন ফিরে গিয়ে উযূ করে এসে পুনরায় সলাত আদায় করে নেয়। (আবূ দাউদ; এ বর্ণনাটিকে ইমাম তিরমিযীও কিছু বেশ কম করে বর্ণনা করেছে।)[৪৮]

ব্যাখ্যা : (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ) 'যখন তোমাদের কারো গুহ্যদ্বার হতে নিঃশব্দে বায়ু নির্গত হয়।' এই বায়ু নির্গত সলাত আদায়কারীর অনিচ্ছায় হোক বা স্বেচ্ছায় হোক। 'সে যেন সলাত ছেড়ে দেয় এবং অযূ করে পুনরায় সলাত আদায় করে।'

এ থেকে জানা যায় যে, বায়ু নির্গত হওয়া উযূ ভঙ্গের কারণ। এর দ্বারা সলাত ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সলাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। পূর্বের আদায়কৃত সলাতের উপর ভিত্তি করে বাকী সলাত আদায় করা বৈধ নয়।

١٠٠٧ -[٣٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০০৭-[৩০] 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আন্হা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন সলাতে উযূ ভঙ্গ করে ফেলে সে যেন তার নাক চেপে ধরে তারপরে সলাত ছেড়ে চলে আসে। (আবূ দাউদ)[৪৯]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ) 'সে যেন তার নাক চেপে ধরে।'

এ হাদীস থেকে জানা যায় যা প্রকাশ করা ভাল নয় তা গোপন করাই মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। তবে তাতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

ইমাম খাত্ত্বাবী মা'আলিম গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৪৮ পৃঃ বলেন : নাবী ﷺ বায়ু নিঃসরণকারীকে নাকে ধরতে বলেছেন এজন্য যে, যাতে মানুষ মনে করে তার নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

---

[৪৮] **দুর্বল** : আবূ দাউদ ২০৫, ১০০৫, আত্ তিরমিযী ১১৬৫, ইবনু হিব্বান ২২৩৭। কারণ এর সানাদে মুসলিম বিন সাল্লাম একজন মুনকার রাবী যার কাছ হতে শুধুমাত্র 'ঈসা বিন হাত্ত্বান হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৪৯] **সহীহ** : আবূ দাউদ ১১৪, সহীহ আল জামি' ২৮৬।

١٠٠٨ - [٣١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيْ إِسْنَادِهِ

১০০৮-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন শেষ বৈঠকের শেষ পর্যায় উপনীত হয়, আর সালাম ফিরানোর আগে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তবুও তার সলাত বৈধ হবে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটির সূত্র শক্তিশালী নয় এবং তার সূত্রের মাঝে গণ্ডগোল মনে করছেন হাদীস বিশারদগণ।)[৫০]

ব্যাখ্যা : 'তোমাদের কেউ যখন বায়ু নিঃসরণ করে'– মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : ইমাম আবূ হানীফার মতে স্বেচ্ছায় বায়ু নিঃসরণ করে। কেননা তাঁর মতে স্বেচ্ছায় কোন কর্ম দ্বারা সলাত সম্পাদনকারী সলাত থেকে বের হবে। আর তার দু' শিষ্যের মতে বায়ু নিঃসরণ হলেই হলো তা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। আর সে তখন সলাতের 'শেষ বৈঠকে বসেছেন'। আল ক্বারী বলেন : এই বসাটা যদি তাশাহ্হুদ পড়ার সময় পরিমাণ হয়। আমি (মুবারকপূরী) বলছি : অত্র হাদীসে তাশাহ্হুদ পড়ার সময় পরিমাণ কথাটি উল্লেখ নেই। তবে যে সকল হাদীসে বসার পরিমাণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে, যেমন মুসনাদ আহমাদ ও আবূ দাউদে ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস আবূ নু'আয়মে 'আত্বা বর্ণিত হাদীস, বায়হাক্বী ও দারাকুত্বনীতে 'আলী (রাঃ) বর্ণিত হদীস এসবগুলোই য'ঈফ যা দলীলের যোগ্য নয়।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ হাদীস ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এবং তার অনুসারীদের মতের স্বপক্ষে দলীল, অর্থাৎ মুসল্লী যখন সলাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করার সময় পরিমাণ বসে থাকার পর বাতকর্ম (বায়ু নিঃসরণ) করে তাহলে তার সলাত বৈধ। পক্ষান্তরে অন্য তিন ইমাম তথা মালিক শাফি'ঈ ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ)-এর মতে এরূপ ব্যক্তির সলাত বাতিল।

কেননা তাদের মতে সলাত শেষে সালাম ফেরানো ফারয। এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফার পক্ষে দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয়। কেননা এটি একটি য'ঈফ হাদীস যা দলীল গ্রহণের উপযুক্ত নয়। বিশেষভাবে এটি সেই সহীহ হাদীসের বিরোধী যাতে বলা হয়েছে। (وتحليلها التسليم) সালাম ফেরানোর পর সলাত সম্পাদনকারীর জন্য কর্ম বৈধ হয় যা সলাতের অবস্থায় হারাম ছিল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٠٩ - [٣٢] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ. ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ. فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ: «إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[৫০] দুর্বল : আত্ তিরমিযী ৪০৮। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন্'উম একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। সাথে সাথে হাদীসটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থী।

১০০৯-[৩২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সলাত আদায়ের জন্যে বের হলেন। যখন তাকবীর দিলেন তখন তিনি (ﷺ) পেছনের দিকে ফিরলেন এবং সহাবীদেরকে ইশারা করে বললেন, তোমরা যেভাবে আছো সেভাবে থাকো। তারপর তিনি (ﷺ) বের হয়ে গেলেন। গোসল করলেন। তারপর আসলেন। এমতাবস্থায় তার চুল থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি সহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তারপর যখন সলাত শেষ করলেন তখন তিনি (ﷺ) সহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি অপবিত্র ছিলাম। গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। (আহ্‌মাদ)[৫১]

ব্যাখ্যা : (فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ) 'তিনি তাকবীর তাহরীমা বলার পর স্বীয় কক্ষে ফিরে এলেন' এতে বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বলে সলাত শুরু করার পরে ফিরে এলেন। তবে বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ সলাতে প্রবেশ না করেই ফিরে গেলেন। বুখারীর বর্ণনা এরূপ, নাবী ﷺ বেরিয়ে গেলেন এমতাবস্থায় যে, তখন সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয়েছিল এবং কাতার গুলো সোজা করা হয়েছিল, এমনকি তিনি (ﷺ) যখন স্বীয় সলাতের স্থানে দাঁড়ালেন এবং আমরা তার তাকবীরের অপেক্ষা করছিলাম তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা স্বীয় স্থানে অবস্থান আর মুসলিমের বর্ণনা এরূপ আল্লাহর রসূল ﷺ এলেন এমনকি তিনি যখন স্বীয় সলাতের স্থানে দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বলার আগে তার স্মরণ হলে তিনি ফিরে গেলেন এবং তিনি (ﷺ) আমাদের বললেন : তোমরা স্বীয় জায়গায় অবস্থান কর। এ হাদীস পূর্বের বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ হাদীসদ্বয়ের সমন্বয় এভাবে করা যেতে পারে যে, অত্র হাদীসে বর্ণিত كَبَّرَ 'তিনি তাকবীর বললেন'। এর উদ্দেশ্য হল তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার ইচ্ছা করলেন। অনুরূপভাবে তিনি সলাতে প্রবেশ করলেন, এর উদ্দেশ্য তিনি সলাত আদায় করার স্থানে দাঁড়ালেন এবং তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এও হতে পারে যে, আহ্‌মাদ ও ইবনু মাজাহর বর্ণনা এক ঘটনা। আর বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা ভিন্ন ঘটনা। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর মুসনাদে আহ্‌মাদে ও ইবনু মাজাহতে তাকবীরে তাহরীমা বলার পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আমার (মুবারকপূরী) মতে উভয় বর্ণনা একই ঘটনা। আর كَبَّرَ-এর অর্থ তিনি তাকবীর বলার ইচ্ছা করেছিলেন। এ দ্বারা বুঝা গেল, নাবী ﷺ-এবং সহাবীগণ কেউই সলাতে প্রবেশ করেননি।

হাদীসের শিক্ষা :

১. নাবীগণও 'ইবাদাতের কোন বিষয় ভুলে যেতে পারেন। আর এর পিছনে কারণ হলো ইসলামের বিধান বর্ণনা করা।

২. উযূ গোসলের জন্য ব্যবহৃত পানি পবিত্র।

৩. ইক্বামাত ও সলাতের মাঝে ব্যবধান তথা বিলম্ব করা।

৪. ধর্মীয় কাজে লজ্জাবোধ না করা।

৫. মাসজিদে কারো স্বপ্নদোষ হলে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করা জরুরী নয়।

৬. সলাত ও ইক্বামাতের মাঝখানে কথা বলা বৈধ।

৭. জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসলে বিলম্ব করা বৈধ।

৮. সলাতের জন্য ইক্বামাত বলার পর প্রয়োজনে ইমামের মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ।

---

[৫১] **হাসান :** আহমাদ ৯৪৯৪, ইবনু মাজাহ্ ১২২০।

١٠١٠ - [٣٣] وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهٗ مُرْسَلًا.

১০১০-[৩৩] হাদীসটি ইমাম মালিক ‘আত্বা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।[৫২]

١٠١١ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصٰى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّيْ أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهٗ

১০১১-[৩৪] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে যুহরের সলাত আদায় করতাম। আমি এক মুষ্টি পাথর হাতে নিতাম আমার হাতের তালুতে শীতল করার জন্যে। প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচার জন্যে এ পাথরগুলোকে সাজদার স্থানে রাখতাম। (আবূ দাউদ, নাসায়ীতে অনুরূপ)[৫৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যুহরের সলাত বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা উচিত। আর এটাও বুঝা যায় যে, কপাল ব্যতীত অন্য কিছুর উপর সাজদাহ্ করা বৈধ নয়। কেননা যদি পরিধেয় কাপড় অথবা শুধুমাত্র নাকের ডগার উপর সাজদাহ্ করা বৈধ হত তাহলে হাদীসে বর্ণিত কাজ করার প্রয়োজন হত না। এটাও জানা যায় যে, অল্প কাজ সলাত বিনষ্ট করে না। তবে পরিধেয় কাপড়ের উপর সাজদাহ্ করার বৈধতা সম্পর্কে বুখারীতে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন : “আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে সলাত আদায়কালে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাপের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বীয় পরিধেয় কাপড়ের কিনারার উপর সাজদাহ্ করত।” আরেক বর্ণনায় রয়েছে, “তাপের তীব্রতা হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে আমরা আমাদের কাপড়ের উপরে সাজদাহ্ করতাম।” মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, “আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জমিনের উপর কপাল রাখতে অক্ষম হলে স্বীয় কাপড় বিছিয়ে তার উপর সাজদাহ্ করত।” এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, সলাত আদায়কারীর স্বীয় পরিধেয় কাপড়ের উপর সাজদাহ্ করা বৈধ এবং সলাতরত অবস্থায় সাজদাহ্ করার জন্য কাপড় ব্যবহার করা যায়। অনুরূপভাবে তাপ ও শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে সলাত আদায়কারী ও জমিনের মাঝে যে কোন প্রকার পবিত্র বস্তু দ্বারা আড়াল করা যায়।

١٠١٢ - [٣٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ: «أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ» ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهٗ كَأَنَّهٗ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهٗ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهٗ وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهٖ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০১২-[৩৫] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁকে সলাতে *“আ‘উযুবিল্লা-হি মিনকা”* পড়তে শুনলাম। এরপর তিনি (ﷺ) তিনবার

---

[৫২] যঈফ মুরসাল : মুয়াত্ত্বা।

[৫৩] হাসান : আবূ দাউদ ৩৯৯।

বললেন, "আমি তোমার ওপর অভিশাপ করছি, আল্লাহর অভিশাপ দ্বারা"। এরপর তিনি (ﷺ) তাঁর হাত প্রশস্ত করলেন, যেন তিনি কোন জিনিস নিচ্ছেন। তিনি (ﷺ) যখন সলাত শেষ করলেন তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আজ আমরা আপনাকে সলাতে এমন কথা বলতে শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনো বলতে শুনিনি। আর আজ আমরা আপনাকে হাত বিস্তার করতেও দেখেছি। জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস আমার চেহারায় নিক্ষেপ করার জন্যে আগুনের টুকরা হাতে করে নিয়ে এসেছিল। তখন আমি তিনবার বলেছিলাম, *"আ'উযুবিল্লা-হি মিনকা"* (আমি আল্লাহর কাছে তোমার শত্রুতা হতে আশ্রয় চাই)। এরপর আমি বলেছি, আমি তোমার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছি, আল্লাহর সম্পূর্ণ লা'নাত দ্বারা। এতে সে দূরে সরেনি। তারপর আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করলাম। আল্লাহর শপথ! যদি আমার ভাই সুলায়মান 'আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আ না থাকত তাহলে (সে মাসজিদের খাম্বায়) ভোর পর্যন্ত বাঁধা থাকত। আর মাদীনার শিশু-বাচ্চারা একে নিয়ে খেলতো। (মুসলিম)[৫৪]

ব্যাখ্যা : (أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ) "তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই"– এ বাক্য দ্বারা ভীতি এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। বান্দা সর্বদাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর সংরক্ষণতার মুখাপেক্ষী।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সলাতে কারো প্রতি উদ্দেশ্য করে কথা বলা দ্বারা যদি আল্লাহর সাহায্য চাওয়া বুঝায় তাহলে তা সাধারণ কথা বলে গণ্য হবে না এবং তা দ্বারা সলাতও বিনষ্ট হয় না।

২. সলাতের মধ্যে অন্যের জন্য দু'আ করা বৈধ তেমনিভাবে বদ্‌দু'আ করাও বৈধ। কারো কারো মতে এ ধরনের দু'আ রসূল ﷺ-এর খাস। তবে প্রমাণ ব্যতীত শুধুমাত্র দাবী দ্বারাই এটা সাব্যস্ত হয় না।

١٠١٣-[٣٦] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهٗ: إِذَا سُلِّمَ عَلٰى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهٖ. رَوَاهُ مَالك

১০১৩-[৩২] নাফি' (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন, তখন সে সলাত আদায় করছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সালাম প্রদান করলেন। সে ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সালামের উত্তর স্বশব্দে দিলো। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কোন লোককে সলাতরত অবস্থায় সালাম দেয়া হলে তার উত্তর স্বশব্দে দিতে নেই, বরং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করবে। (মালিক)[৫৫]

ব্যাখ্যা : 'যখন তোমাদের কাউকে সলাতরত অবস্থায় সালাম দেয়া হয়'– হাদীসের এ অংশ থেকে জানা যায় যে, সলাতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরূহ নয়। ইমাম আহমাদ এ মতই পোষণ করেন। কেননা হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, আনসার সহাবীগণ রসূল ﷺ-এর নিকট তাঁর সলাতরত অবস্থায় প্রবেশ করতেন এবং তাঁকে সালাম দিতেন। আর তিনি হাতের ইশারায় তাদের সালামের উত্তর দিতেন।

(فَلَا يَتَكَلَّمْ) অর্থাৎ কথার মাধ্যমে সালামের জওয়াব দিবে না, কেননা তা সলাত বিনষ্ট করে দেয়।

হাদীসের শিক্ষা : সলাতরত অবস্থায় কথা বলা নিষেধ। আর তা সলাত বিনষ্টকারী।

---

[৫৪] **সহীহ :** মুসলিম ৫৪২, নাসায়ী ১২১৫।

[৫৫] **সহীহ :** মালিক ৪০৭।

(٢٠) بَابُ السَّهْوِ
অধ্যায়-২০ : সাহ্উ সাজদাহ্

আস্ সাহ্উ (সলাতে) ভুলে যাওয়া

সলাতে ভুল হলে সাজদাহ্ করার বিধান সর্ম্পকে বিদ্বানগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. শাফি'ঈদের মতে সকল প্রকার ভুলের জন্য সাজদাহ্ করা সুন্নাত।

২. মালিকীদের মতে ভুলের কারণে সলাতে কমতি হলে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব। তবে বৃদ্ধি হলে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব নয়।

৩. হানাবেলাদের মতে ভুলের কারণে ওয়াজিব ছুটে গেলে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব। সলাতে যে সমস্ত দু'আ বা তাসবীহ সুন্নাত তাতে ভুল হলে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে ভুলের কারণে সলাতে কোন বৃদ্ধি হলে অথবা ইচ্ছাকৃত যে কথা বললে সলাত বাতিল হয়ে যায় এমন কোন কথা ভুলবশতঃ বলে ফেললে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব। তবে সলাতের কোন রুকন ছুটে গেলে সাহ্উ সাজদাহ্ যথেষ্ট নয় বরং ঐ রুকন আদায় করে সাজদাহ্ করতে হবে।

৪. হানাফীদের মতে সকল ভুলের কারণে সাজদাহ্ করা ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠١٤ ـ[١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০১৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের যে কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে তার নিকটে শায়ত্বন আসে। সে তাকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়, এতে সে স্মরণ রাখতে পারে না কত রাক্'আত সলাত সে আদায় করছে। তাই তোমাদের কোন ব্যক্তি এ অবস্থাপ্রাপ্ত হলে সে যেন (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করে। (বুখারী, মুসলিম)[৫৬]

ব্যাখ্যা : (جَاءَهُ الشَّيْطَانُ) "তার নিকট শায়ত্বন আসে" অর্থাৎ সলাতের জন্য বিশিষ্ট শায়ত্বন যার নাম খিনযাব সে আগমন করে সলাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশে।

"সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করে" আবূ দাউদের বর্ণনায় 'সালাম ফেরানোর পূর্বে' অংশটুকু অতিরিক্ত আছে। ইবনু মাজাহ্-তে ও যুহরী সূত্রে ইবনু ইসহাক্ব কর্তৃক বর্ণনায় এ অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। আবূ দাউদ এ অতিরিক্ত অংশকে ত্রুটিযুক্ত বলে অবিহিত করেছেন। কেননা যুহরী থেকে বর্ণনাকারী রাবীগণ যেমন : ইবনু 'উয়াইনাহ্ মা'মার লায়স ও মালিক প্রভৃতি রাবীগণ এ অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেননি।

---

[৫৬] সহীহ : বুখারী ১২৩২, মুসলিম ৩৮৯।

তবে দারাকুত্বনীতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে, "সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করবে" এর সানাদ সূত্র শক্তিশালী।

আবূ দাউদে যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে তার চাচা যুহরী থেকেও বর্ণিত আছে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় সাজদাহ্ করবে। ইবনু ইসহাক্ব থেকেও যুহরী সূত্রে আবূ দাউদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আল আলায়ী বলেন : এই অতিরিক্ত অংশটির সকল সূত্র একত্র করলে তা অবশ্যই হাসানের মর্যাদার কম নয়। অতএব আবূ দাউদ এই অতিরিক্ত অংশকে ত্রুটিযুক্ত বললেও আল 'আলায়ী এ অংশটিকে দলীলযোগ্য বলে ব্যক্ত করেছেন। আর এটিই সঠিক। কেননা এটি সিকাহ রাবী কর্তৃক বর্ধিত অংশ যা অন্য সিকাহ রাবীর বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাই এ অংশটি গ্রহণযোগ্য। তবে হ্যাঁ আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাক্বীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার থেকে মারফূ' রূপে বর্ণিত 'যে ব্যক্তি সলাতে সন্দেহে নিপতিত হয় সে যেন সালামের পরে দু'টি সাজদাহ্ দেয়'। তাই বলা যায় বিষয়টির ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা নেই। সালামের আগে ও সালামের পরে উভয় পদ্ধতিতেই সাহ্উ সাজদাহ্ দেয়া যায়।

١٠١٥ -[٢] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا. وَفِي رِوَايَتِهِ: «شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ».

১০১৫-[২] 'আত্বা বিন ইয়াসার (রহঃ) আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সলাতের মধ্যে সন্দেহ করে যে, সে কতটুকু সলাত আদায় করছে? তিন রাক্'আত না চার রাক্'আত, তাহলে সে যেন সন্দেহ দূর করে। যে সংখ্যার উপর তার দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় তার ওপর নির্ভর করবে। তারপর সলাতের সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টো সাজদাহ্ করবে। যদি সে পাঁচ রাক্'আত সলাত আদায় করে থাকে তাহলে এ সাজদাহ্ এ সলাতকে জোড় সংখ্যায় (ছয় রাক্'আতে) পরিণত করবে। যদি সে পুরো চার রাক্'আত আদায় করে থাকে তাহলে এ দু' সাজদাহ্ শায়ত্বনকে লাঞ্ছনাকারী গণ্য হবে। (মুসলিম; ইমাম মালিক এ হাদীসটিকে 'আত্বা হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় এ শব্দগুলো আছে যে, সলাত আদায়কারী এ দু' সাজদাহ্ দিয়ে পাঁচ রাক্'আতকে জোড় সংখ্যা বানাবে।)[৫৭]

ব্যাখ্যা : 'যখন তোমাদের কারো সলাতে সন্দেহ হয়' জেনে রাখা ভাল যে, ফিক্বাহদের মতে কোন কিছু সংঘটিত হওয়া বা না হওয়া উভয় ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তাকে 'শাক্ক' (সন্দেহ) বলে। আর উসূলবিদদের মতে কোন কিছু সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি যদি সমান সন্দেহ হয় তাকে 'শাক্ক' বলে। পক্ষান্তরে উভয় ক্ষেত্রের কোন একটির প্রতি যদি মাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে 'যান্ন' বলে। আর যে দিকের মাত্রা কম থাকে তাকে 'ওয়াহাম' বলে। ইমাম আবূ হানীফার মতে 'শাক্ক' অর্থ সন্দেহের মাত্রা কোন দিকে বৃদ্ধি না পাওয়া (فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ) শাক্ক পরিত্যাগ করবে, অর্থাৎ যে কাজটি হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের

[৫৭] **সহীহ :** মুসলিম ৫৭১।

Contents

সৃষ্টি হয়েছে কাজের সে অংশটি পরিত্যাগ করবে যেমন সলাত তিন রাক্'আত হয়েছে এক্ষেত্রে সন্দেহ চতুর্থ রাক্'আত নিয়ে, অতএব চতুর্থ রাক্'আত হয়নি ধরে নিয়ে তৃতীয় রাক্'আতের উপর ভিত্তি করে বাকী সলাত সম্পন্ন করবে। হাদীসে বর্ণিত 'ইয়াক্বীনের উপর ভিত্তি করবে' এর উদ্দেশ্য এটাই।

(قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) 'সালামের পূর্বে' এ অংশটুকু তাদের দলীল যারা বলেন যে, সাজদাহ্ সাহ্উ সলাতের পূর্বে করতে হবে।

(شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ) মুসল্লীর সলাতকে জোড় বানিয়ে দিবে। সিন্দী বলেন : সাহ্উ সাজদাহ্ দু'টি ৬ষ্ঠ রাক্'আতের সমতুল্য হবে। অর্থাৎ পাঁচ রাক্'আত সলাত আদায় করার পর সাহ্উ সাজদাহ্ দ্বারা তার সলাত ছয় রাক্'আতে পরিণত হবে। ফলে তার সলাত জোড় সলাত হবে বিজোড় হবে না। আর এ দু' রাক্'আত নফল সলাত বলে গণ্য হবে।

(كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) প্রকৃতপক্ষে যদি তার সলাত চার রাক্'আত হয়ে থাকে তবে তার সাহ্উ সাজদাহ্ শায়ত্বনের লজ্জার কারণ হবে। অর্থাৎ শায়ত্বন মুসল্লীর হৃদয়ে খটকা সৃষ্টি করে সলাত বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ মুসল্লীর জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে তার সলাত বিনষ্ট হতে মুক্ত করল। আর যে সাজদাহ্ না করায় শায়ত্বন অভিশপ্ত হয়েছিল তা পালন করে আদাম সন্তান তার সলাত পূর্ণ করল। আর এটাই হল শায়ত্বনের লজ্জিত হওয়ার কারণ।

ব্যাখ্যা : (شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ) বিজোড় সলাতকে এ দু' সাজদাহ্ দ্বারা জোড় বানিয়ে নিলো। অর্থাৎ ইয়াক্বীনের উপর ভিত্তি করে সলাত আদায়ের কারণে যদি তার সলাত পাঁচ রাক্'আত হয়ে থাকে তাহলে এ সাহ্উ সাজদাহ্ দু'টো তার সলাতকে ছয় রাক্'আতে পরিণত করে তা জোড় সলাতে পরিণত করলো।

١٠١٦ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوْنِيْ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০১৬-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুহরের সলাত পাঁচ রাক্'আত আদায় করে নিলেন। তাঁকে বলা হলো, সলাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে? সহাবীরা বললেন, আপনি সলাত পাঁচ রাক্'আত আদায় করেছেন। তিনি (ﷺ) সালাম ফিরানোর পরে দু' সাজদাহ্ করে নিলেন। আর এক সূত্রে এ শব্দগুলোও আছে যে, তিনি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আমিও একজন মানুষ। তোমাদের যেমন ভুল হয়, আমারও তেমন ভুল হয়। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সলাতে সন্দেহ করলে সে যেন সঠিকটি চিন্তা-ভাবনা করে এবং সে সঠিক চিন্তার উপর সলাত পূর্ণ করে। তারপর সে যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টো সাজদাহ্ করে। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮]

ব্যাখ্যা : (وَمَا ذَاكَ؟) 'কি হয়েছে?' অর্থাৎ সলাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে তোমাদের এ প্রশ্ন কেন?

---

[৫৮] সহীহ : বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২।

মুসলিমের বর্ণনায় আছে 'নাবী ﷺ সলাত শেষ করার পর লোকজন আপোসে গোলমাল করতে থাকলে নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের কি হয়েছে? তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! সলাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন : 'না' এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সহাবীগণের এ প্রশ্ন ছিল নাবী ﷺ তাদেরকে প্রশ্ন করার পর।

"অতঃপর তিনি সালাম ফেরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করলেন"। যারা বলেন : সাহ্উ সাজদাহ্ হবে সালাম ফেরানোর পর এ হাদীস তাদের দলীল। তবে তাদের এ দলীলের সমালোচনায় বলা হয় যে, নাবী ﷺ সালাম ফেরানোর পূর্বে তার এ অতিরিক্ত রাক্'আতের কথা অবহিত হননি বরং সালাম ফেরানোর পর তা অবহিত হয়েছেন। আর এ অবস্থায় সকল বিদ্বানদের মতেই সালামের পরে সাহ্উ সাজদাহ্ করতে হবে। কেননা সালামের পূর্বে তা করা সম্ভব নয় অবহিত না হওয়ার কারণে। আর এটাও বলা হয়ে থাকে যে, নাবী ﷺ-এর দ্বারা এ কাজ সংঘটিত হয়েছে তা বৈধতার বর্ণনা স্বরূপ। ইমাম বায়হাক্বী বলেন : সাজদাহ্ সাহ্উ সালামের পূর্বে ও সালামের পরে উভয় অবস্থায় পালন করার অবকাশ রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা :

১. কোন ব্যক্তি যদি চার রাক্'আত সলাত আদায়ের পর ভুলবশতঃ দাঁড়িয়ে যায় এবং পাঁচ রাক্'আত সলাত আদায় করে তাহলে তার সলাত বিনষ্ট হবে না।

২. ভুলবশতঃ সলাতে বৃদ্ধি করলেও সলাত বিনষ্ট হয় না।

৩. সলাত সংশোধনের নিমিত্তে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বললে সলাত বিনষ্ট হয় না।

৪. ভুলবশতঃ ক্বিবলাহ্ ভিন্ন অন্যদিকে সলাত আদায় করলে তার সে সলাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) 'আমি তোমাদের মতই মানুষ' অর্থাৎ মানাবীয় সকল গুণাবলীতে আমি তোমাদেরই মতো তবে পার্থক্য এই যে, আমার নিকট ওয়াহী আসে যা তোমাদের নিকট আসে না।

ইমাম শাওকানী বলেন : যারা নাবী ﷺ-কে মানবীয় গুণাবলীর ঊর্ধ্বে মনে করেন এ হাদীস তাদের বিপক্ষে দলীল। বরং তিনি মানবীয় সকল গুণের অধিকারী। 'আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও'।

এ কথা প্রমাণ করে যে ভুলে যাওয়া বা ভুল হওয়া নাবী ﷺ-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে তিনি দীন প্রচারের ক্ষেত্রে ভুল করেন না। এক্ষেত্রে ইজমা রয়েছে যেমনটি 'আয়ায বর্ণনা করেছেন।

١٠١٧ ـ[٤] وَعَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدٰى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِيْنَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ أَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهٗ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهٖ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتْ سَرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهٗ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهٖ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ وَكَبَّرَ ثُمَّ

كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهٖ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ. وَلَفْظُهٗ لِلْبُخَارِيِّ وَفِي أُخْرٰى لَهُمَا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَلَ «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» : «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ» فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১০১৭-[৪] ইবনু সীরীন (রহঃ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্নের দু' সলাতের (যুহর অথবা 'আস্‌রের) কোন এক সলাত আমাদেরকে নিয়ে আদায় করালেন, যার নাম আবূ হুরায়রাহ্ আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন,ইতনি (ﷺ) আমাদের সাথে নিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে তারপর সালাম ফিরালেন। পরপরই মাসজিদে আড়াআড়িভাবে রাখা একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি খুব রাগতঃ অবস্থায় আছেন। তিনি (ﷺ) তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন এবং স্বীয় ডান মুখমণ্ডলকে বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাদের তাড়া আছে তারা জলদি মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। তারা বলতে লাগলো, সলাতকে কমানো হয়েছে? যারা তখনো মাসজিদে ছিল তাদের মধ্যে আবূ বাক্‌র ও 'উমারও ছিলেন। কিন্তু তারা রসূল (ﷺ)-এর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল। সহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি লম্বা হাত বিশিষ্ট ছিল। আর সেজন্য তাকে যুল্ ইয়াদায়ন অর্থাৎ দু' হাতওয়ালা বলা হত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন বা সলাতকে কমানো হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, আমি ভুলিনি, সলাতও কমানো হয়নি। তারপর তিনি সহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরাও কি তাই বলছো যা যুল্ ইয়াদায়ন বলছে? সহাবীরা আরয করলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল! এ কথা সঠিক। (এ কথা শুনে) তিনি (ﷺ) সামনে অগ্রসর হয়ে যে দু' রাক্'আত সলাত ছুটে গিয়েছিল তা পড়ে নিলেন। তারপর সালাম ফিরালেন তারপর তাকবীর বললেন। অতঃপর পূর্বের সাজদার মতো সাজদাহ্ করলেন বা তার চেয়েও বেশী লম্বা করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর দিলেন তারপর তাকবীর দিলেন এবং সাজদাহ্ করলেন। তার অন্য সাজদার মতো বা তার চেয়ে বেশী লম্বা করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর দিলেন। ইতোমধ্যে লোকসকল ইবনু সীরীনকে জিজ্ঞেস করল তারপর তিনি (ﷺ) কি সালাম ফিরালেন? তিনি (ﷺ) বলেন যে, আমাকে অবহিত করা হয়েছে। যে 'ইমরান ইবনু হুসায়ন বলেছেন তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। (বুখারী ও মুসলিম; মূল পাঠ বুখারীর। মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ যুল্ ইয়াদায়নের জবাবে বললেন, "না ভুলেছি আর না সলাত কমানো হয়েছে"। অন্য স্থানে বলেছেন, "যা তোমরা বলছো তার কোনটাই না। তিনি আবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! এর কিছু একটা তো অবশ্যই হয়েছে।")[৫৭]

ব্যাখ্যা : (الْعَشِيِّ) 'বিকাল'– ইমাম যুহরী বলেন : আরবী ভাষীগণ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে 'বিকাল' বলে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন : মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে 'সলাতটি যুহরের অথবা 'আস্‌রের কোন এক সলাত ছিল। বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ আমাদের যুহর অথবা 'আস্‌রের সলাত আদায় করালেন। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে 'যুহরের সলাত'। অতঃপর তিনি মাসজিদের এক পাশে রাখা কাঠের নিকট গেলেন, অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পর স্বীয় সলাতের স্থান ত্যাগ করে মাসজিদের সম্মুখ ভাগে ক্বিবলার দিকে রাখা খেজুর কাণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, যে কাণ্ডের উপর মাসজিদের ছাদ নির্মিত ছিল।

---

[৫৭] সহীহ : বুখারী ৪৮২, মুসলিম ৫৭৩।

(فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ) মিশকাতে সকল সংকলনে এবং বুখারীর এক বর্ণনাতে قُصِرَتِ শব্দটি হামযাহ্ ইস্তিফহাম (প্রশ্নবোধক হামযাহ্) ব্যতীতই বর্ণিত হয়েছে। তবে বুখারীর এ বর্ণনাটি হামযাহ ইস্তিফহাম সহ বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : অন্য বর্ণনাগুলো অত্র বর্ণনার অর্থের উপর বহন করা হবে। অতএব এ বাক্যের অর্থ হবে 'তারা জিজ্ঞেস করল সলাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে?' তারা এভাবে জিজ্ঞেস করলেন এজন্য যে, সময়টি বিধান পরিবর্তনের সময় ছিল। (ذُو الْيَدَيْنِ؟) এটি তার উপাধি। তার নাম খিরবাক সুলামী, তিনি সুলায়ম গোত্রের লোক।

(لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) 'আমি ভুলিও নেই, সলাতও কম করা হয়নি' এটি অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে 'এর কোনটিই হয়নি'। তখন যুল ইয়াদায়ন বললেন : 'এর কিছু তো অবশ্যই ঘটেছে'। ফলে নাবী ﷺ বললেন : যুল ইয়াদায়ন যা বলছে ঘটনা কি তাই?' অর্থাৎ সে যা বলছে তোমরা কি তাই বল?

তারা বললো : 'হ্যাঁ' অর্থাৎ আপনি তো সলাত দু' রাক্'আতের বেশী আদায় করেননি। তখন নাবী ﷺ নিশ্চিত হলেন যে তিনি দু' রাক্'আত সলাত ছেড়ে দিয়েছেন। হয়ত তখন তাঁর স্মরণ হয়েছে অথবা প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি ছুটে যাওয়া সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এতে সাব্যস্ত হয় যে, সলাতের রুকন ছুটে গেলে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। শুধুমাত্র সাহ্উ সাজদাহ্ যথেষ্ট হবে না। 'অতঃপর তিনি (ﷺ) সাহ্উ সাজদাহ্ করলেন। সাহ্উ সাজদাহ্ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

١٠١٨ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتّٰى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১০১৮-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুহায়নাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ সহাবীদেরকে যুহরের সলাত আদায় করালেন। তিনি প্রথম দু' রাক্'আত পড়ে (প্রথম বৈঠকে বসা ছাড়া তৃতীয় রাক্'আতের জন্য) দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না। অন্যান্যরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমনকি সলাত যখন শেষ করলেন এবং লোকেরা সালাম ফিরাবার অপেক্ষা করলেন, তিনি (ﷺ) বসা অবস্থায় তাকবীর দিলেন এবং সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সাজদাহ্ করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬০]

ব্যাখ্যা : 'অতঃপর বসা অবস্থায় তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদাহ্ করলেন'– এ থেকে জানা যায় যে, সাহ্উ সাজদাহ্ দেয়ার পূর্বে তাকবীর বলতে এবং তা স্বরবে বলতে হবে। আর এটাও সাব্যস্ত হয় যে, সালামের পূর্বেই সাহ্উ সাজদাহ্ দিতে হবে। যদিও তা সর্বাবস্থায় নয় তবুও এ অংশটি তাদের মত প্রত্যাখ্যান করে যারা বলেন যে, সাহ্উ সাজদাহ্ সর্বাবস্থায় সালামের পরে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠١٩ -[٦] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهَا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[৬০] **সহীহ :** মুসলিম ৫৭০, বুখারী ৮২৯।

১০১৯-[৬] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সলাতের মাঝে তাঁর ভুল হয়ে গেলো। তিনি দু'টি সাজদাহ্ দিলেন। তারপর তিনি আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। (ইমাম তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)[৬১]

ব্যাখ্যা : 'অতঃপর দু'টো সাজদাহ্ দিয়ে তাশাহহুদ পাঠ করলেন তারপর সালাম ফিরালেন।' এ থেকে জানা যায় যে, সাহ্উ সাজদাহ্ দেয়ার পর তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে। এ বিষয়ে 'আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু, হাসান বাসরী ও 'আত্বা প্রমুখগণের মতে সাহ্উ সাজদাহ্-এর পরে তাশাহ্হুদও পাঠ করতে হবে না সালামও ফিরাতে হবে না।

২. ইবনু সীরীন ও ইবনুল মুনযির-এর মতে তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে না তবে সালাম ফিরাতে হবে।

৩. ইবনু 'আবদুল বার ইয়াযীদ ইবনু কুসায়ত হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে সালাম ফিরাতে হবে না।

৪. ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ-এর মতে সলাত শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ করার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহ্উ সাজদাহ্ করলে পুনরায় তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে না। তবে সালাম ফিরাতে হবে।

৫. সলাত শেষে সালাম ফিরানোর পর সাহ্উ সাজদাহ্ করলে পুনরায় তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে। এতে চার ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। মুবারকপূরী বলেন, আমাদের মতে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো সাহ্উ সাজদাহ্ প্রদানকারী ইচ্ছা করলে তাশাহ্হুদ পাঠ করতে পারে আবার নাও করতে পারে তবে অবশ্যই সালাম ফিরাতে হবে। আল্লাহই অধিক জানেন।

١٠٢٠ -[٧] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১০২০-[৭] মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইমাম দু' রাক্'আত সলাত আদায় করার পর (প্রথম বৈঠকে না বসে তৃতীয় রাক্'আতের জন্যে) উঠে গেলে যদি সোজা দাঁড়িয়ে যাবার পূর্বে মনে হয় তাহলে সে যেন বসে যায়। আর যদি সোজা দাঁড়িয়ে যায় তবে সে বসবে না (এবং শেষ বৈঠকে) দু'টি সাহ্উ সাজদাহ্ করবে। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[৬২]

ব্যাখ্যা : 'দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে গেলে পুনরায় আর বসবে না'। কেননা সে সলাতের আরেকটি ফারয অংশের কাজ শুরু করেছে আর তা হলো ক্বিয়াম, ফলে তা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় আবার বসবে না। (وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ) 'আর দু'টি সাহ্উ সাজদাহ্ করবে।' অর্থাৎ ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে সাহ্উ সাজদাহ্ করবে আর ঐ ওয়াজিবটি হলো প্রথম বৈঠক।

হাদীস থেকে জানা যায় :

১. তাশাহ্হুদের বৈঠক ছেড়ে দিয়ে পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তাহলে তাশাহ্হুদের জন্য পুনরায় বসা বৈধ নয়। কেননা সে সলাতের অন্য একটি ফারয শুরু করেছে। অতএব সলাতে যা ফারয নয় এমন কাজের জন্য ফারয ছেড়ে দিবে না।

---

[৬১] শায : আত্ তিরমিযী ৩৯৫, ইরওয়া ৪০৩। কারণ সহীহ বর্ণনায় সাহ্উ সাজদার পর তাশাহ্হুদ-এর উল্লেখ নেই।

[৬২] সহীহ : আবূ দাউদ ১০৩৬, ইবনু মাজাহ্ ১২০৮, ইরওয়া ৪০৮।

২. দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় বসে পড়লে তাহলে তাঁর সলাত বিনষ্ট হবে কি? এ বিষয় 'আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈর মতে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করলে সলাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। জমহূর 'আলিমদের মতে সলাত বিনষ্ট হবে না। ইমাম শাওকানী বলেন : এমতাবস্থায় পুনরায় বসা হারাম তা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে বসে পড়লে তার সলাত বিনষ্ট হবে। পক্ষান্তরে ভুলবশতঃ বসে পড়লে সলাত বিনষ্ট হবে না।

হাদীসটি সংকলন করেছেন আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বী। এ হাদীসের সানাদে জাবির আল জু'ফী দুর্বল রাবী। মুনযিরী বলেন : এর সানাদে জাবির আল জু'ফী রয়েছে। তার বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য নয়। তবে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও বায়হাক্বী যিয়াদ ইবনু 'ইলাকাহ্ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন, মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন, তিনি দু' রাক্'আত সলাত শেষে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার পিছনের লোকেরা *'সুব্হা-নাল্ল-হ'* বললে তিনি হাতের ইশারায় বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর সলাত শেষে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এমতাবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে এরূপই করেছেন। হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী মুগীরাহ্ رضي الله عنه থেকে 'আমির সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٢١ -[٨] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ هٰذَا؟» . قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২১-[৮] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের সলাত আদায় করালেন। তিনি তিন রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরালেন তারপর ঘরে প্রবেশ করলেন। খিরবাক্ব নামক এক লম্বা হাতওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অতঃপর তাঁর নিকট ঘটনাটি আলোচনা করলেন। তিনি (ﷺ) রাগান্বিত অবস্থায় নিজ চাদর টানতে টানতে মানুষের কাছে পৌঁছলেন অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে তা-কি সত্য? সহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) আর এক রাক্'আত সলাত আদায় করলেন তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর দু'টি সাহুউ সাজদাহ্ দিলেন তারপর সালাম ফিরালেন। (মুসলিম)[৬৩]

ব্যাখ্যা : "তৃতীয় রাক্'আতে সালাম ফিরালেন" মুসনাদে আহমাদে রয়েছে "তিন রাক্'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন"। তবে অধিকাংশ বর্ণনায় রয়েছে তিন রাক্'আতে সালাম ফিরালেন। "অতঃপর তিনি স্বীয় আবাসে প্রবেশ করলেন"। এ অংশ থেকে জানা যায় ভুলবশতঃ ক্বিবলার দিক ছেড়ে দিলে এবং বেশী পরিমাণ হাঁটলেও সলাত বিনষ্ট হয় না। যুল্ ইয়াদায়নের ঘটনার পূর্বে বর্ণিত আবূ হুরায়রার হাদীস এবং ঘটনার 'ইমরান বর্ণিত হাদীস অনেকের মতে একই ঘটনার বর্ণনা। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্ এবং ইমাম নাবাবী

---

[৬৩] **সহীহ :** মুসলিম ৫৭৪।

ও তার অনুসারীদের মতে হাদীস দু'টি ভিন্ন ঘটনার বর্ণনা। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এ মত ভিন্নতার কারণ দুই হাদীসের বর্ণনার ভিন্নতা। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নাবী (ﷺ) দু' রাক্'আত আদায় করার পর সালাম ফিরালেন এবং সলাত শেষে তিনি মাসজিদের পাশে রাখা কাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পক্ষান্তরে 'ইমরানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) তিন রাক্'আত সলাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং সলাত শেষে তিনি স্বীয় আবাসে প্রবেশ করলেন। এতে বুঝাযায় দু'টি ভিন্ন ঘটনা। যারা দু'টি হাদীসকে একই ঘটনার বিবরণ বলে মনে করেন তারা হাদীস দু'টির সমন্বয় করেছেন এভাবে।

১. রাক্'আত সংক্রান্ত বর্ণনার সমন্বয় এই যে, তৃতীয় রাক্'আত বলতে তৃতীয় রাক্'আতের শুরু করার সময়ে রাক্'আত শুরু না করে সালাম ফিরিয়েছেন। এ সমন্বয়কে অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করলেও তা এর চেয়ে বেশী অসম্ভব নয় যে, উভয় ঘটনায় একই ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে প্রশ্ন করবেন। আর নাবী (ﷺ) সহাবীগণকে ঐ একই ব্যক্তির কথার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

২. কাঠের নিকট যাওয়া ও স্বীয় আবাসে প্রবেশ সংক্রান্ত ঘটনার সমন্বয় এই যে, বর্ণনাকারী 'ইমরান যখন দেখলেন যে, নাবী (ﷺ) সলাত শেষে কাঠের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি মনে করেছেন যে নাবী (ﷺ) স্বীয় আবাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। আর কাঠটি তাঁর আবাসের দিকেই ছিল। ঘটনা হয়ত এটিই হবে অন্যথায় আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি অগ্রাধিকার পাবে। ইবনু 'উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার কারণে।

١٠٢٢ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلّٰى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১০২২-[৯] 'আবদুর রহ্মান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, সলাত আদায় করতে যে ব্যক্তি কম (রাক্'আত) পড়ার সন্দেহ করে, সে যেন সলাত আদায় করে যতক্ষণ পর্যন্ত বেশী আদায়ের সন্দেহ না করে। (আহ্মাদ)[৬৪]

ব্যাখ্যা : 'যে ব্যক্তির সলাতে সন্দেহ হয় যে, সে সলাতে কম করেছে তাহলে সে এ পরিমাণ সলাত করবে যাতে সলাতে বৃদ্ধির সন্দেহ সৃষ্টি হয়' অর্থাৎ যে চার রাক্'আত বিশিষ্ট সলাতে সন্দেহে পতিত হয় সে তিন রাক্'আত আদায় করেছেন নাকি চার রাক্'আত আদায় করেছেন তা হলে কম রাক্'আতের ভিত্তি করে সলাত সম্পন্ন করবে। অতএব উল্লেখিত অবস্থাতে তার সলাতকে তিন রাক্'আত ধরে নিয়ে আরেক রাক্'আত সলাত আদায় করবে যাতে তার সন্দেহ হয় যে, সে কি চার রাক্'আত আদায় করল নাকি পাঁচ রাক্'আত আদায় করল। কেননা হতে পারে যে, সে প্রকৃতপক্ষে চার রাক্'আতই আদায় করেছিল এবং যে রাক্'আতটি সে পরে আদায় করল তা পঞ্চম রাক্'আত। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তার সলাতকে তিন রাক্'আত ধরে নিয়ে আরো এক রাক্'আত সলাত আদায় করে নিল সে এখন সন্দেহ করবে যে, এটি কি চতুর্থ রাক্'আত নাকি পঞ্চম রাক্'আত। বৃদ্ধির সন্দেহ সৃষ্টি থেকে উদ্দেশ্য এটাই।

[৬৪] **হাসান :** আহমাদ ১৬৪৯, মুসনাদ আল বায্যার ৯৯৭। হাদীসের সানাদে ইসমা'ঈল বিন মুসলিম যদিও একজন দুর্বল রাবী কিন্তু এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

(٢١) بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ
অধ্যায়-২১ : তিলাওয়াতের সাজদাহ্

তিলাওয়াতে সাজদাহ্'র হুকুম সম্পর্কে 'আলিমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

শাফি'ঈ এবং হানাবেলাদের নিকট তিলাওয়াতের সাজদাহ্ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মালিকীদের নিকট সাধারণ সুন্নাত আর হানাফীদের মতে তা ওয়াজিব। যারা ওয়াজিব বলেন তাদের দলীল :

১. হাদীস আদাম সন্তানকে সাজদাহ্ করতে আদেশ করা হয়েছিল তারা সাজদাহ্ করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছে। আর আমাকেও সাজদাহ্ করতে আদেশ করা হয়েছিল আমি তা অস্বীকার করে জাহান্নামী হয়েছি'। অত্র হাদীসে আদাম সন্তানের প্রতি সাজদাহ্ করার নির্দেশ রয়েছে। আর নির্দেশ হলো ওয়াজিব হওয়ার দলীল। আর আয়াত দ্বারাও অনুরূপ বুঝা যায়। কেননা আয়াত তিন প্রকারের :

১ম প্রকার– যাতে সাজদাহ্ করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যেমন আল্লাহর বাণী "আল্লাহর উদ্দেশে সাজদাহ্ কর এবং 'ইবাদাত কর"– (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৬২)। "সাজদাহ্ কর এবং নৈকট্য অর্জন কর"– (সূরাহ্ আল 'আলাক্ব ৯৬ : ১৯)।

২য় প্রকার– যাতে সাজদার নির্দেশ সত্ত্বেও তা থেকে কাফিরদের বিরত থাকার বর্ণনা। যেমন আল্লাহর বাণী "তাদের কি হলো যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তারা সাজদাহ্ করে না"– (সূরাহ্ আল ইনশিক্বাক্ব ৮৪ : ২০-২১)। "আর যখন তাদের বলা হয় তোমরা রহমানের উদ্দেশে সাজদাহ্ কর তারা বললো রহমান কে? তুমি যাকে সাজদাহ্ করতে আদেশ করবে তাকেই কি আমরা সাজদাহ্ করব? তাদের অমান্য আরো বেড়ে গেল"– (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৬০)।

৩য় প্রকার– নাবীদের সাজদাহ্ করার ঘটনা বর্ণনা এবং আল্লাহর কালাম শুনে যারা সাজদাতে লুটিয়ে পড়ে তাদের প্রশংসা। আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, কাফিরদের বিরোধিতা করা এবং নাবীগণের অনুসরণ করা এসবই ওয়াজিব।

উপরোক্ত দলীলের জওয়াবে বলা হয় যে, উল্লেখিত দুই আয়াতের নির্দেশ এবং ইবলীসের উক্তির দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ বিষয় বরং ঐ নির্দেশ দ্বারা মানদূব (সুন্নাত) সাব্যস্ত হয়। এর দলীল যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকট সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম পাঠ করলাম তাতে তিনি সাজদাহ্ করলেন না। নাবী (ﷺ) সাজদাহ্ না করা সাজদাহ্ পরিত্যাগ করা বৈধতার প্রমাণ। ইমাম শাফি'ঈ এমনটিই বলেছেন, কেননা যদি তা ওয়াজিব হতো তাহলে নাবী (ﷺ) পরবর্তীতে হলেও সাজদাহ্ করার নির্দেশ দিতেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٢٣ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

১০২৩-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম-এ সাজদাহ্ করেছেন। তার সাথে মুসলিম, মুশরিক, জিন্ ও মানুষ সাজদাহ্ করেছে। (বুখারী)[৬৫]

ব্যাখ্যা : 'নাবী ﷺ সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম পাঠান্তে সাজদাহ্ করেছেন' ত্বারানীতে 'মাক্কাহ্' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এতে বুঝা যায় অত্র অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইবনু মাস্'উদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এবং ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অত্র হাদীস একই ঘটনার বর্ণনা। নাবী ﷺ এ সাজদাহ্ করেছিলেন তাঁর প্রতি সাজদাহ্ করার আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে এবং তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর মহা নি'আমাতের শুকরিয়া তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে। এ হাদীসটি মুফাস্সাল সূরাগুলোতে সাজদাহ্ করার বিষয় বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

'মুসলিমগণও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করলেন' মুসল্লিগণের সাজদাহ্ ছিল নাবী ﷺ-এর অনুসরণের নিমিত্তে (وَالْمُشْرِكُونَ) 'মুশরিকগণও সাজদাহ্ করে' অর্থাৎ যে সকল মুশরিক তার নিকট উপস্থিত ছিল তারাও সাজদাহ্ করে। মুশরিকগণের সাজদাহ্ করার কারণ ছিল উক্ত সূরাতে তাদের দেব-দেবীর নাম যথা লাত, উজ্জা ও মানাতের উচ্চারণ। অর্থাৎ এগুলোর নাম শুনার কারণে তারা সাজদাহ্ করেছিল।

হাদীসের এ অংশ থেকে প্রমাণিত হয়, কোন ব্যক্তি সাজদার আয়াত পাঠ করলে তার শ্রবণকারীর জন্যও সাজদাহ্ করার বিধান বিধিবদ্ধ।

(وَالْجِنُّ) জিনেরাও সাজদাহ্ করে। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথাটি হয়তো বা সরাসরি রসূল ﷺ-এর মুখ থেকে পরবর্তীতে শুনেছেন অথবা অন্য কোন সহাবী থেকে শুনেছেন। কেননা তার বয়স অল্প থাকাতে তিনি ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না।

١٠٢٤ ـ [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০২৪-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সঙ্গে সূরাহ্ ইন্শিকাক ও সূরাহ্ আল 'আলাক্ব-এ সাজদাহ্ করেছি। (মুসলিম)[৬৬]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ আল ইনশিক্বাক্ব এবং সূরাহ্ 'আলাক্ব মুফাস্সাল সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, সূরাহ্ মুফাস্সালে সাজদাহ্ করা বিধিবদ্ধ। খুলাফায়ে রাশিদাহ্, তিন ইমাম এবং একদলে 'আলিমদের মতে সূরাহ্ মুফাস্সালে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ সিদ্ধ। জমহূর 'আলিমদের মতে মুফাস্সাল সূরাসমূহে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ সিদ্ধ নয়। কেননা আবূ সালাআহ্ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন : আপনি এমন এক সূরাতে সাজদাহ্ করলেন যাতে আমি লোকদের সাজদাহ্ করতে দেখিনি। এতে বুঝা যায় যে, লোকজন মুরসাল সূরাসমূহে সাজদাহ্ করা পরিত্যাগ করেছেন এবং এর উপর 'আমাল অব্যাহত আছে। ইবনু 'আবদুল বার এর জবাবে বলেন : নাবী ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশিদার বিরুদ্ধাচরণকে কোন 'আমাল বলা যায় কি? ইমাম বুখারী এবং অন্যরা আবূ রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পিছনে ইশারায় সলাত আদায় করলাম। তিনি তাতে সূরাহ্ ইনশিক্বাক্ব পাঠ করলেন এবং তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করলেন। আমি বললাম, এটা কি? তিনি বললেন, আমি আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সূরাতে সাজদাহ্ করেছি। অতএব তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) সাজদাহ্ করতেই থাকব।

---

[৬৫] **সহীহ :** বুখারী ১০৭১।

[৬৬] **সহীহ :** মুসলিম ৫৭৮।

١٠٢٥ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ ﴿السَّجْدَةَ﴾ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهٗ فَنَزْدَحِمُ حَتّٰى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهٖ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০২৫-[৩] ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন, আর আমরা তাঁর নিকটে থাকতাম, তখন তিনি সাজদায় গেলে আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সাজদাহ্ করতাম। এ সময় এত ভিড় হত যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল মাটিতে রাখার জায়গা পেতো না যার উপর সে সাজদাহ্ করবে। (বুখারী, মুসলিম)[৬৭]

ব্যাখ্যা : يَقْرَأُ ﴿السَّجْدَةَ﴾ "সাজদার আয়াত পাঠ করতেন" অর্থাৎ পূর্বের আয়াতের সাথে অথবা পরবর্তী আয়াতের সাথে সাজদার আয়াত পাঠ করতেন অথবা বৈধতা প্রমাণের জন্য পৃথকভাবে শুধু সাজদার আয়াত পাঠ করতেন। এটাও বলা হয় যে, তিনি এমন সূরাহ্ পাঠ করতেন যাতে সাজদার আয়াত বিদ্যমান। বুখারীর বর্ণনাতে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় যাতে উল্লেখ আছে তিনি আমাদের নিকট এমন সূরাহ্ পাঠ করতেন যাতে সাজদাহ্ রয়েছে।

'ভিড়ের কারণে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সাজদাহ্ করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না' সাজদাহ্ করার জায়গা পাওয়া না গেলে কি করবে? এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

'উমার (রাঃ) বলেন : যে জায়গা না পাবে সে তার ভাই এর পিঠের উপর সাজদাহ্ করবে। ইমাম বায়হাক্বী এটি সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। 'আত্বা এবং যুহরী বলেন, সে বিলম্ব করবে, অন্যরা সাজদাহ্ শেষে মাথা উঠানোর পর সে সাজদাহ্ করবে। এটা ইমাম মালিক এবং জমহূর 'আলিমদের অভিমত।

হাদীসের শিক্ষা : সাজদাহ্ এর আয়াত শ্রবণকারীও সাজদাহ্ করবে যদি তিলাওয়াতকারী সাজদাহ্ করে। এতে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় তিলাওয়াতকারী সাজদাহ্ না করলে শ্রবণকারী সাজদাহ্ করবে না। হানাবেলা এবং মালিকী 'আলিমগণের এ অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈর মতে তিলাওয়াতকারী সাজদাহ্ না করলেও শ্রোতা সাজদাহ্ করবে। হানাফীদের অভিমত ও তাই। তবে আমার (মুবারকপূরী) তত্তে হাম্বালী ও মালিকীদের অভিমত প্রকাশমান।

١٠٢٦ - [٤] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০২৬-[৪] যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মুখে সূরাহ্ নাজম পাঠ করেছি। তিনি এতে সাজদাহ্ করেননি। (বুখারী, মুসলিম)[৬৮]

ব্যাখ্যা : (فَلم يَسْجد فِيهَا) 'তিনি তাতে সাজদাহ্ করলেন না'। নাবী (ﷺ) সাজদাহ্ করেননি এটা বুঝানোর জন্য যে, সাজদাহ্ এর আয়াত পাঠ করে সাজদাহ্ না করাও বৈধ। যদি সাজদাহ্ করা ওয়াজিব হতো তাহলে তিনি সাজদাহ্ করার নির্দেশ দিতেন।

যারা মনে করেন মুফাস্‌সাল সূরাসমূহে সাজদাহ্ করা বিধিবদ্ধ নয় এ হাদীস তাদের দলীল। যেমন ইমাম মালিক। আর যারা মনে করেন সূরাহ্ 'আন্ নাজ্‌ম'-এ সাজদাহ্ নেই এটি তাদেরও দলীল যেমন আবূ সাওর।

---

[৬৭] **সহীহ :** বুখারী ১০৭৬, মুসলিম ৫৭৫।
[৬৮] **সহীহ :** বুখারী ১০৭২, মুসলিম ৫৭৭।

এর জওয়াব এই যে, এ অবস্থায় সাজদাহ্ না করা এটা বুঝায় না যে, তিনি তা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। বরং এখানে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে।

১. হয়তঃ তার উযূ ছিল না।

২. হয়ত সময়টি মাকরূহের সময় ছিল আর যায়দ ইবনু সাবিত মনে করেছেন নাবী ﷺ বিনা কারণেই সাজদাহ্ করেননি।

৩. যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথার অর্থ এটাও হতে পারে যে, তখন তিনি সাজদাহ্ করেননি বরং পরবর্তীতে করেছেন।

৪. এটাও হতে পারে যে, নাবী ﷺ বৈধতা বুঝানোর জন্য সাজদাহ্ করেননি। হাফিয ইবনু হাজার সর্বশেষ বিষয়টিকে অধিক সম্ভাবনা বলে মনে করেন। আর ইমাম শাফি'ঈ দৃঢ়ভাবেই এটি বিশ্বাস করেন। কেননা যদি সাজদাহ্ করা ওয়াজিবই হতো তাহলে তিনি অবশ্যই নির্দেশ দিতেন।

١٠٢٧ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجْدَةُ (ص) لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

১০২৭-[৫] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ্ সাদ-এর সাজদাহ্ বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য আমি নাবী ﷺ-কে এ সূরায় সাজদাহ্ করতে দেখেছি।[৬৯]

١٠٢٨ -[٦] وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَأَسْجُدُ فِي (ص)؟ فَقَرَأَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسليمٰنَ﴾ [الأنعام٦: ٨٤] حَتّٰى أَتٰى ﴿فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [سورة الأنعام٦: ٩٠]. فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَن يَقْتَدِيَ بِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

১০২৮-[৬] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সূরাহ্ সাদ-এ সাজদাহ্ করবো কি-না? উত্তরে তিনি (ইবনু 'আব্বাস) "তাঁর বংশধরের মধ্যে থেকে দাউদ ও সুলায়মান" পাঠ করতে করতে এই বাক্য পৌঁছলেন– "সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৮৪-৯০)। অতঃপর বললেন, তোমাদের নাবী ﷺ ঐ লোকদের মধ্যে গণ্য যাদের প্রতি আগের নাবীর আনুগত্য করার নির্দেশ ছিল। (বুখারী)[৭০]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ) 'আবশ্যকীয় সাজদাহ্ নয়' অর্থাৎ যে সকল সূরাতে সাজদাহ্ করার নির্দেশ অথবা উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম সাজদাহ্ করেছিলেন এখানে তার বর্ণনা এসেছে আর আমাদের নাবী আল্লাহর বাণী ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ "আপনি তাদের অনুসরণ করুন"– এ নির্দেশ পালনার্থে সাজদাহ্ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় কোন কোন সুন্নাত আমল কোন কোন সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'আল্লামাহ্ 'আয়নী বলেন : হানাফী ও শাফি'ঈদের মধ্যে এতে কোন বিরোধ নেই যে, সূরাহ্ 'সাদ'-এ সাজদাহ্ আছে। মতভেদ শুধু এ বিষয়ে যে, এটি গুরুত্বপূর্ণ কিনা? ইমাম শাফি'ঈর মতে এতে সাজদাটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং এটি সাজদাহ্ শুকর সলাতের বাইরে এ সাজদাহ্ করা মুস্তাহাব। আমি (মুবারকপূরী) বলি : যদিও দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম তাওবার নিমিত্তে সাজদাহ্ করেছিলেন আর

---

[৬৯] সহীহ : বুখারী ১০৬৯।

[৭০] সহীহ : বুখারী ৩৪২১।

আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে এ সাজদাহ্ করবো এ সত্ত্বেও এটি তিলাওয়াতের সাজদাহ্। আর তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করার কারণ হলো সাজদাহ্ এর আয়াত তিলাওয়াত করা। অতএব আমার মতে হাক্ব বা সঠিক হলো সূরাহ্ 'সাদ' এর সাজদার আয়াত তিলাওয়াতান্তে সলাতের মধ্যেই হোক বা সলাতের বাইরেই হোক নাবী ﷺ-এর অনুসরণে সাজদাহ্ করা বিধিসম্মত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٢٩ -[٧] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْرَأَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِيْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

১০২৯-[৭] 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুরআনে ১৫টি সাজদাহ্ শিখিয়েছেন। এর মাঝে তিনটি সাজদাহ্ মুফাসসাল সূরায় এবং দু' সাজদাহ্ সূরাহ্ আল হাজ্জ-এর মধ্যে। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৭১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, তিলাওয়াতের সাজদাহ্ সর্বমোট পনেরটি। এ অভিমত পোষণ করেন ইমাম আহমাদ, লায়স, ইসহাক্ব, মালিকী মাযহাবের ইবনু ওয়াহ্‌ব, শাফি'ঈ মাযহাবের ইবনুল মুনযির এবং একদল 'আলিম। এরা সূরাহ্ সাদ-এর সাজদাকে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ বলেন : তিলাওয়াতের সাজদাহ্ চৌদ্দটি, তন্মধ্যে সূরাহ্ হাজ্জে দু'টি সাজদাহ্ এবং মুফাসসাল সূরাগুলোতে তিনটি। তাঁর মতে সূরাহ্ সাদ-এর সাজদাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা সাজদায়ে শুকর।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন : তিলাওয়াতের সাজদাহ্ ১৪টি তবে সূরাহ্ হাজ্জের দ্বিতীয় সাজদাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তিনি সূরাহ্ সাদ-এর সাজদাকে এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। ইমাম মালিক বলেন, তিলাওয়াতের সাজদাহ্ সর্বমোট এগারটি। তিনি মুফাসসাল সূরাসমূহের সাজদাহ্ এবং সূরাহ্ সাদ-এর সাজদাহ্‌কে তিলাওয়াতের সাজদার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন না।

এক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমতই সঠিক। জেনে রাখা ভাল যে, তিলাওয়াতের সাজদাসমূহের স্থান নিম্নরূপ :

১) সূরাহ্ আল্ আ'রাফ-এর শেষে
২) সূরাহ্ আর্ রা'দ (১৩ : ১৫)-এর ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ﴾ শব্দে
৩) সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল (১৬ : ৫০)-এর ﴿وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾ শব্দে
৪) সূরাহ্ বানী ইসরাঈল (১৭ : ১০৯)-এর ﴿وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا﴾ শব্দে
৫) সূরাহ্ মারইয়াম (১৯ : ৫৮)-এর ﴿خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا﴾ শব্দে
৬) সূরাহ্ আল হাজ্জ (২২ : ১৮)-এর ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ শব্দে
৭) সূরাহ্ আল ফুরক্বান (২৫ : ৬০)-এর ﴿وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا﴾ শব্দে

[৭১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪০১, ইবনু মাজাহ্ ১০৫৭, হাকিম ৮১১। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন মুনায়ন একজন মাজহূল বারী।

৮) সূরাহ্ আন্ নাম্ল (২৭ : ২৬)-এর ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾ শব্দে

৯) সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ (৩২ : ১৫)-এর ﴿خَرُّوْا سُجَّدًا﴾ শব্দে

১০) সূরাহ্ সোয়াদ (৩৮ : ২৪)-এর ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ﴾ শব্দে

১১) সূরাহ্ হামীম আস্ সাজদাহ্ (৪১ : ৩৭)-এর ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ﴾ শব্দে

১২, ১৩ ও ১৪) মুফাস্সাল সূরাসমূহের সূরাহ্ নাজ্ম, সূরাহ্ ইনশিক্বাক্ব ও সূরাহ্ আ'লাকে

১৫) সূরাহ্ আল হাজ্জ-এর দ্বিতীয় সাজদাহ্।

সিনদী বলেন : যারা সূরাহ্ হাজ্জের দ্বিতীয় সাজদাহ্কে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ হিসেবে গণ্য করে না তারা বলেন হাদীসের সানাদে একজন রাবী আছেন যিনি ইবনু মানীন তিনি অপরিচিত। তবে এ ক্ষেত্রে একাধিক হাদীস এসেছে যাতে বলা যায় যে, এ হাদীসটি দলীলযোগ্য।

١٠٣٠ - [٨] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ. وَفِي «الْمَصَابِيحِ»: «فَلَا يَقْرَأْهَا» كَمَا فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

১০৩০-[৮] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সূরাহ্ আল হাজ্জ-এর কি দু'টি সাজদাহ্ করার কারণে এমন মর্যাদা? জবাবে তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তি এ দু'টি সাজদাহ্ করবে না সে যেন এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত না করে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের সূত্র মজবুত নয়। আর মাসাবীহ হতে শারহুস্ সুন্নাহ্র মতো "সে দু'টো সাজদার আয়াত যেন না পড়ে"-এর স্থলে "তাহলে সে যেন এ সূরাকে না পড়ে" এসেছে।)[৭২]

ব্যাখ্যা : ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا﴾ যারা এ দু'টি সাজদাহ্ করবে না তারা যেন সাজদার আয়াত দু'টি না পাঠ করে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন : কিছু 'আলিমের মতে এ হাদীসের মর্মার্থ হলো যে ব্যক্তি সাজদাহ্ এর আয়াতের নিকটবর্তী হলো কিন্তু তার সাজদাহ্ করার ইচ্ছা নেই তাহলে সে সাজদার আয়াত পাঠ করবে না।

কারো কারো মতে এ হাদীসের মর্মার্থ হলো কুরআন তিলাওয়াতকারীকে এ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, যারা আয়াতদ্বয় পাঠ করবে তারা যেন সাজদাহ্ করে। কুরআন পাঠকারীর যেমন এ দু'টি আয়াত পাঠ ত্যাগ করা উচিত নয় অনুরূপভাবে অত্র আয়াত পাঠকারী পক্ষে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ ত্যাগ করাও উচিত নয়। অত্র হাদীসটিও পূর্বের হাদীসের মতো সূরাহ্ হাজ্জে দু'টি তিলাওয়াতের সাজদাহ্ বিধিবদ্ধ হওয়ার দলীল। আর এ অভিমত 'উমার, আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, আবূ মূসা, আবুদ্ দারদা, 'আম্মার ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সহাবীগণের।

ইবনু কুদামাহ্ উক্ত সহাবীগণের নাম উল্লেখ করার পর বলেন : তাদের যামানায় তাদের এ অভিমতের বিপরীতে কোন অভিমত পাওয়া যায় না তাই তাকে ইজমা বলা যায়। আবূ ইসহাক্ব বলেন : আমি সত্তর বছর যাবৎ লোকদেরকে সূরাহ্ হাজ্জে দু'টি সাজদাহ্ করতে দেখছি। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন : আমি যদি

[৭২] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৪০২, আত্ তিরমিযী ৫৭৮, য'ঈফ আল জামি' ৩৯৮২। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন লিহ্ইয়্যাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

সূরাহ্ হাজ্জের একটি সাজদাহ্ পরিত্যাগ করতাম তবে প্রথমটিই পরিত্যাগ করতাম কেননা প্রথমটি হলো সংবাদ আর দ্বিতীয়টি হলো আদেশ। আর আদেশের অনুসরণ করা উত্তম।

আমি (মুবারকপূরী) বলছি: হাদীস ও সহাবীগণের আসার দ্বারা সূরাহ্ হাজ্জের দু'টি সাজদাহ্ প্রমাণিত হওয়ার পর কোন অভিমতের গুরুত্ব নেই। বরং সূরাহ্ হাজ্জের দু'টি সাজদাহ্ বিধিবদ্ধ।

١٠٣١ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوْا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১০৩১-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুহরের সলাতে সাজদাহ্ করলেন, তারপর কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ' করলেন। মানুষেরা মনে করলেন, তিনি (ﷺ) তানযীল আস্ সাজদাহ্ সূরাহ্ পড়েছেন। (আবূ দাউদ)[৭৩]

ব্যাখ্যা : অতঃপর 'দাঁড়িয়ে রুকূ' করলেন' ইবনু মালিক বলেন : অর্থাৎ যখন নাবী ﷺ তিলাওয়াতের সাজদাহ্ শেষ করে দাঁড়ালেন তখন রুকূ' করলেন। আর তিনি (ﷺ) এ দাঁড়ানো অবস্থায় কোন কিছু পাঠ না করেই রুকূ' করেন যদিও দাঁড়ানোর পর ক্বিরাআত করা বৈধ। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : বরং তিলাওয়াতে সাজদাহ্ থেকে দাঁড়িয়ে পুনরায় ক্বিরাআত পাঠ করা উত্তম। এই ক্বিরাআত ত্যাগ করার কারণ এও হতে পারে যে, সলাত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিল অথবা তিনি এরূপ করেছেন তা যে বৈধ তা বর্ণনা করার উদ্দেশে।

হাদীসের শিক্ষা : নীরবে ক্বিরাআত করা হয় এমন সলাতেও তিলাওয়াতের সাজদাহ্ বিধিসম্মত।

١٠٣٢ -[١٠] وَعنهُ: أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১০৩২-[১০] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে কুরআন মাজীদ পাঠ করতেন। যখন সাজদার আয়াতে পৌঁছতেন তাকবীর বলে সাজদাহ্ দিতেন। আমরাও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করতাম। (আবূ দাউদ)[৭৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের শিক্ষা : (১) কুরআন শ্রবণকারীর নিকট যখন তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করা হয় তখন পাঠকরীর সাথে শ্রবণকারীও সাজদাহ্ করবে। (২) তিলাওয়াতের সাজদার জন্য তাকবীর বলা বিধিসম্মত। (৩) ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ এবং হানাফীদের মতে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলাও বিধিসম্মত।

তিলাওয়াতের সাজদাকালে তাকবীর বলার সময় দু'হাত উত্তোলন করতে হবে কিনা এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। এ সাজদাহ্ সলাতের ভিতরে হোক বা বাইরে হোক হানাফীদের মতে হাত উত্তোলন করতে হবে।

ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদের মতে দু'হাত উত্তোলন করতে হবে। কেননা সলাতের বাইরে তা তাকবীরে ইহরাম। আর সলাতের ভিতরে হলেও অনুরূপ। তিলাওয়াতের সাজদাহ্ শেষে তাশাহ্হুদ পাঠ এবং সালাম ফেরানো সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে।

---

[৭৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৮০৭। কারণ সুলায়মান এবং আবূ মিজলায-এর মধ্যবর্তী রাবী উমাইয়্যাহ্ একজন মাজহূল রাবী যাকে মা'মার ছাড়া অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

[৭৪] **মুনকার :** আবূ দাউদ ১৪১৩। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার আল 'উমরী আল মুকাব্বির একজন দুর্বল রাবী।

হানাফীদের মতে তাতে তাশাহ্হুদও নেই সালামও নেই। ইমাম আহমাদ হতে প্রসিদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে তাতে সালাম ফেরানো ওয়াজিব তবে তাশাহ্হুদ পাঠের প্রয়োজন নেই। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ এর তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন তাশাহ্হুদ পাঠ এবং সালাম ফেরানো কোনটাই বিধি সম্মত নয়। কেননা বিধান প্রণেতা হতে এ ধরনের কোন বিষয় বর্ণিত হয়নি।

١٠٣٣ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৩৩-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন সাজদার আয়াত পাঠ করলেন। তাই (উপস্থিত) সকল সহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে সাজদাহ্ করলেন। সাজদাকারীদের কেউ তো সওয়ারীর উপর ছিলেন, আর কেউ জমিনে সাজদাকারী। আরোহীরা তাদের হাতের ওপরই সাজদাহ্ করলেন। (আবূ দাউদ)[৭৫]

ব্যাখ্যা : এমনকি আরোহী স্বীয় হাতের উপর সাজদাহ্ করতো এতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আরোহী ব্যক্তিকে সাজদাহ্ করার জন্য বাহন থেকে নামার প্রয়োজন নেই। কেননা বাহনের উপর নাফ্ল সলাত বৈধ। আর তিলাওয়াতের সাজদাহ্ নাফ্ল।

আর এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরোহী ব্যক্তির জন্য বাহনের উপরে স্বীয় হাতের উপর সাজদাহ্ করা বৈধ।

١٠٣٤ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৩৪-[১২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাদীনায় যাওয়ার পর মুফাস্সাল সূরার কোন সূরায় সাজদাহ্ করেননি। (আবূ দাউদ)[৭৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম মালিক (রহঃ) এ হাদীসকে তাঁর মতের দলীল পেশ করেছেন যে, মুফাস্সাল সূরাসমূহে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ নেই। কিন্তু এ হাদীসটি য'ঈফ যা দলীলযোগ্য নয়। আর এটি সহীহ হলেও তা দলীলের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সূরাহ্ ইন্শিক্বা-ক্ব ও সূরাহ্ 'আলাক্ব তিলাওয়াতের পর সাজদাহ্ করেছি। আর সূরাহ্ ইনশিক্বা-ক্ব ও সূরাহ্ 'আলাক্ব মুফাস্সাল সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুফাস্সাল সূরাতেও তিলাওয়াতের সাজদাহ্ বিধিসম্মত।

١٠٣٥ -[١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

---

[৭৫] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৪১১। কারণ এর সানাদে রাবী মুস্'আব বিন সাবিত বিন 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র হাদীস বর্ণনায় শিথিল হিসেবে পরিচিত।

[৭৬] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৪০৩। কারণ এর সানাদে মাত্বর আল ওয়াররাক্ব একজন অধিক ভুলকারী রাবী।

১০৩৫-[১৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে তিলাওয়াতের সাজদায় এ দু'আ পড়তেন : *"সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খলাক্বাহূ ওয়া শাক্কা সাম্‌'আহূ ওয়া বাসারাহূ বিহাওলিহী ওয়া ক্যুওয়াতিহী"* (অর্থাৎ আমার চেহারা ওই জাতে পাককে সাজদাহ্ করল যিনি একে সৃষ্টি করেছেন। নিজের শক্তি ও কুদরতের দ্বারা তাতে কান ও চোখ দিয়েছেন)। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)[৭৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এবং এর পরবর্তী হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিলাওয়াতের সাজদাতে যিক্‌র তথা দু'আ বিধিসম্মত। এ সাজদাহ্ ফার্‌য সলাতেই হোক বা নাফ্‌ল সলাতে অথবা সলাতের বাইরেই হোক। যারা বলেন, এ দু'আ নাফ্‌ল সলাতে অথবা সলাতের বাইরে সাজদার সময় বলা যাবে তাদের পক্ষে কোন দলীল নেই।

١٠٣٦ -[١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১০৩৬-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আজ রাত্রে আমি আমার নিজকে স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি একটি গাছের নিচে সলাত আদায় করছি। আমি যখন সাজদায়ে তিলাওয়াত করলাম তখন এ গাছটিও আমার সাথে সাজদায়ে তিলাওয়াত করল। আমি শুনলাম গাছটি এ দু'আ পড়ছে : *"আল্ল-হুম্মাক্‌তুব্ লী বিহা- 'ইনদাকা আজ্‌রান ওয়াযা' 'আন্নী বিহা- বেযরান, ওয়াজ্‌'আল্‌হা- লী 'ইন্দাকা যুখরান ওয়াতা ক্বব্বালহা- মিন্নী কামা- তাক্বব্বালতাহা- মিন 'আব্‌দিকা দাউদা"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ সাজদার জন্যে তোমার কাছে আমার জন্যে সাওয়াব নির্দিষ্ট করো। এর মাধ্যমে আমারা গুনাহ্ মাফ করে দাও। এ সাজদাকে তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পদ বানিয়ে দাও। এ সাজদাহ্‌কে এমনভাবে কবূল করো যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদ ('আলায়হিস্ সালাম) থেকে কবূল করেছ।" ইবনু 'আব্বাস বলেন, এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাজদার আয়াত পাঠ করলেন, সাজদাহ্ দিলেন। আমি তাকে ঐ বাক্যগুলো বলতে শুনেছি যা ঐ লোকটি গাছটিকে বলেছে বলে বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী; ইবনু মাজাহও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার বর্ণনায় *"ওয়াতাক্বব্বালহা- মিন্নী কামা- তাক্বব্বালতাহা- মিন 'আব্‌দিকা, দাউদ"* উল্লেখ হয়নি। আর তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব পর্যায়ের।)[৭৮]

ব্যাখ্যা : (اُكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ) আমার জন্য তার বিনিময়ে অর্থাৎ সাজদার বিনিময়ে আপনার নিকট প্রতিদান সাব্যস্ত করুন। (ذُخْرًا) সঞ্চিত সম্পদ এটাও বলা হয়ে থাকে যে, (ذُخْرًا) অর্থ প্রতিদান। আর

---

[৭৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪১৪, আত্ তিরমিযী ৫৮০, নাসায়ী ১১২৯, হাকিম ৮০০, আহমাদ ২৫৮২১।

[৭৮] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৫৭৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৪১।

এখানে তার পুনরুল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, দু'আ দীর্ঘ হওয়াই বাঞ্চনীয়। এটাও বলা হয় যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত সাওয়াব বিনষ্ট ও বাতিল হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার প্রার্থনা। 'আমার নিকট থেকে তা তেমনভাবে গ্রহণ করুন যেভাবে গ্রহণ করেছেন আপনার বান্দা দাউদ আলায়হিস সালাম থেকে' এর দ্বারা সকল ক্ষেত্রেই দাউদ আলায়হিস সালাম-এর মতো বুঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং দু'আ কবূল হওয়া উদ্দেশ্য। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উল্লেখিত নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٣٧ - [١٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ (وَالنَّجْمِ)، فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهٗ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهٗ إِلٰى جَبْهَتِهٖ وَقَالَ: يَكْفِيْنِيْ هٰذَا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهٗ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ: وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৩৭-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সূরাহ্ আন্ নাজম' তিলাওয়াত করলেন এবং তাতে সাজদাহ্ করলেন। তাঁর কাছে যেসব মানুষ ছিলেন তারাও সাজদাহ্ করলো। কিন্তু কুরায়শ বংশের এক বৃদ্ধ পাথর অথবা এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিজের কপালের দিকে উঠাল এবং বলল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট হবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এ ঘটনার পর দেখেছি ঐ বৃদ্ধ মানুষটিকে কুফ্রী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম; বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সে বুড়া লোকটি ছিল উমাইয়্যাহ্ বিন খাল্ফ।)[৭৯]

ব্যাখ্যা : "তাঁর সাথে যারা ছিল তারা সবাই সাজদাহ্ করল।" অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বিরাআত যারা শুনেছে তারা সবাই সাজদাহ্ করে। জিন্, ইনসান, মু'মিন ও মুশরিক সকলেই সাজদাতে অংশগ্রহণ করে।

(غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ) 'এক কুরায়শ শায়খ ব্যতীত' তিনি হলেন উমাইয়্যাহ্ ইবনু খাল্ফ।

হাদীসের শিক্ষা :

১. সাজদাহ্'র আয়াত পাঠকারীর নিকট উপস্থিত ব্যক্তির তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করা বিধিসিদ্ধ।

২. বিনা উযূতে তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করা বৈধ। কেননা উপস্থিত লোকজন সাজদাহ্ করার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা বিনা উযূতেই সাজদাহ্ করলেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে নেন। এতে বুঝা যায় যে, তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করার জন্য উযূ আবশ্যক নয়।

١٠٣٨ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ (ص) وَقَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১০৩৮-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাহ্ সাদ-এ সাজদাহ্ করেছেন এবং বলেছেন, দাউদ আলায়হিস সালাম সূরায়ে সাদ-এর এ সাজদাহ্ দু'আ কবূলের জন্যে করেছেন। আর আমরা তার তাওবাহ্ কবূলের কৃতজ্ঞতা স্বীকারস্বরূপ সাজদাহ্ করছি। (নাসায়ী)[৮০]

---

[৭৯] সহীহ : বুখারী ১০৬৭, ৪৮৬৩, মুসলিম ৫৭৬।

[৮০] সহীহ : নাসায়ী ৯৫৭, আহমাদ ২৫২১, মু'জাম আল কাবীর ১১০৯৬।

ব্যাখ্যা : 'সাদ-এ সাজদাহ্ করেছেন' অর্থাৎ সূরাহ্ সাদ-এ সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদাহ্ করেছেন। 'আমরা শুকরিয়া আদায় করণার্থে সাজদাহ্ করব। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর তাওবাহ কবূল করেছেন তাই আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সাজদাহ্ করব। কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সাজদাহ্ করা এটা আবশ্যক করে না যে তা তিলাওয়াতের সাজদাহ্ নয়। কেননা তিলাওয়াতের সাজদাহ্ এর সম্পর্কে সাজদার আয়াত পাঠ করার সাথে অথবা তা শ্রবণ করার সাথে। মোট কথা হল এ হাদীসে সাজদাহ্ করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সাজদাহ্ তাওবার উদ্দেশে আর আমাদের সাজদাহ্ অত্র সূরাতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সাজদাহ্ করাটা তা তিলাওয়তের সাজদাহ্ এর বিপরীত নয়।

(٢٢) بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ

অধ্যায়-২২ : সলাত নিষিদ্ধ সময়ের বিবরণ

যে সকল সময়ে সলাত নিষিদ্ধ তার বর্ণনা। নিষিদ্ধ সময় পাঁচটি :

১. সূর্যোদয়ের সময়
২. সূর্যাস্তের সময়
৩. ফাজ্‌রের সলাতের পর
৪. 'আস্‌রের সলাতের পর
৫. সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকার সময়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٣٩ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَحَرّٰى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا».

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَبْرُزَ. فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيبَ وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تطلع بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৩৯-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাওয়ার সময় সলাত আদায়ের জন্য অন্বেষণ না করে।

একটি বর্ণনার ভাষা হলো, তিনি বলেছেন, "যখন সূর্য গোলক উদিত হয় তখন সলাত ত্যাগ করবে, যে পর্যন্ত সূর্য বেশ স্পষ্ট হয়ে না উঠবে। ঠিক এভাবে আবার যখন সূর্য গোলক ডুবতে থাকে তখন সলাত আদায়

করা থেকে বিরত থাকবে, যে পর্যন্ত সূর্য সম্পূর্ণভাবে ডুবে না যায়। আর সূর্য উঠার ও অস্ত যাওয়ার সময় সলাতের ইচ্ছা করবে না। কারণ সূর্য শায়ত্বনের দু' শিং-এর মধ্যখান দিয়ে উদয় হয়। (বুখারী, মুসলিম)[৮১]

ব্যাখ্যা : তোমদের কেউ যেন অন্বেষণ না করে। এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. সলাত আদায়ের জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে না অর্থাৎ বেছে বেছে এ সময়ে সলাত আদায় করবে না।

২. এ সময়ে এটা মনে করে সলাত আদায় করবে না যে, এ সময় সলাতের জন্য উত্তম।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের মর্মার্থ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতের অমিল রয়েছে। কেউ বলেন : এর মর্ম হলো ফাজ্‌র ও 'আস্‌রের পর ঐ ব্যক্তির জন্য সলাত আদায় করা মাকরূহ যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সলাত আদায় করার ইচ্ছা করে।

কিছু আহলে যাহির এ মত গ্রহণ করেছেন। ইবনুল মুনযির এ মতকে শক্তিশালী বলে ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ বলেন : এ হাদীসের মর্ম হলো ফাজ্‌রের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং 'আস্‌রের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সলাত আদায় করা মাকরূহ, সূর্যোদয়ের সময় ও সূর্যাস্তের সময় সলাত আদায় করার ইচ্ছা করুক আর নাই করুক। আর এটাই অধিকাংশ 'আলিমদের অভিমত।

সূর্য গোলকের উপরিভাগকে হাজিবুশ্ শামস্ বলা হয়। কেননা সূর্যোদয়ের সময় এটা প্রথমে প্রকাশ পায় তাই তাকে মানুষের ভ্রুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'তখন তোমরা সলাত আদায় পরিত্যাগ কর' এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফারযের ক্বাযা এবং ঐ ওয়াক্তদ্বয়ের সলাত ব্যতীত অন্য সলাত। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাতের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পরে তার যখন সলাতের কথা স্মরণ হবে বা ঘুম থেকে জাগবে তখনই তার সলাতের সময়। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফাজ্‌রের এক রাক্'আত পেল এবং সূর্যাস্তের পূর্বে 'আস্‌রের এক রাক্'আত পেল সে ঐ ওয়াক্তের সলাত পেল।

অতএব আলোচিত হাদীসের মর্ম হলো সলাত আদায়ের জন্য সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। 'কেননা তা শায়ত্বনের দু' শিং-এর মাঝ দিয়ে উদয় হয়'। সূর্যোদয়ের সময় শায়ত্বন তার বরাবর দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্য পূজারীরা সূর্যোদয়কালে যখন সূর্যকে সাজদাহ্ করে তখন ঐ সাজদাহ্ শায়ত্বনের জন্যই হয়ে থাকে। যাতে মু'মিনের 'ইবাদাত সূর্য পূজারীদের সাথে সাদৃশ্য না হয় এজন্য উক্ত সময়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

١٠٤٠ - [٢] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتّٰى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّٰى تَغْرُبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৪০-[২] 'উকবাহ্ ইবনু 'আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করতে ও মুর্দা দাফন করতে আমাদেরকে বারণ করেছেন। প্রথম হলো সূর্য উদয়ের সময়, যে পর্যন্ত না তা সম্পূর্ণ উদিত হয়। দ্বিতীয় হলো দুপুরে একবারে সূর্য ঠিক স্থির হওয়ার সময় থেকে সূর্য ঢলার আগ পর্যন্ত। আর তৃতীয় হলো সূর্য ডুবে যাবার সময় যে পর্যন্ত না তা ডুবে যায়। (মুসলিম)[৮২]

---

[৮১] সহীহ : বুখারী ৫৮৫, ৩২৮৩, মুসলিম ৮২৮।
[৮২] সহীহ : মুসলিম ৮৩১।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের শিক্ষা : নিষিদ্ধ সময়ে মৃতের জন্য জানাযা পড়া এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করাও নিষেধ। ইমাম আহমাদ এ মত পোষণ করেন এবং তাই সঠিক।

(قَائِمُ الظَّهِيرَةِ) হতে উদ্দেশ্য সূর্য যখন মাথার উপরে স্থির হয়। কেউ বলেছেন, এ থেকে উদ্দেশ্য মুসাফির ব্যক্তি যখন সূর্যের তেজের কারণে যাত্রা বিরতি করে ঐ সময়কে قَائِمُ الظَّهِيرَةِ বলে। ইমাম নাবাবী বলেন : এর অর্থ হলো ঐ সময় যখন দণ্ডায়মান ব্যক্তির ছায়া পূর্ব বা পশ্চিম দিকে না ঢলে। আমীর ইয়ামানী বলেন : বর্ণিত তিন সময়ে সলাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা ফারয ও নাফ্‌ল সব সলাতকেই শামিল করে। তবে ফারয সলাতকে পূর্বে বর্ণিত হাদীস (ভুলে যাওয়া ব্যক্তির জন্য স্মরণ হলেই তার সলাতের সময়, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাক্‌'আত পেলো সে সলাত পেলো) দ্বারা এ নিষেধাজ্ঞার আওতা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অতএব ঐ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নাফ্‌ল সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

١٠٤١ - [٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيبَ الشَّمْسُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৪১-[৩] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : ফাজ্‌রের সলাতের পর সূর্য উঠে উপরে চলে না আসা পর্যন্ত আর কোন সলাত নেই। আর 'আস্‌রের সলাতের পর সূর্য না ডুবা পর্যন্ত কোন সলাত নেই। (বুখারী, মুসলিম)[৮৩]

ব্যাখ্যা : (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ) ফাজ্‌রের পর সলাত নেই। অর্থাৎ সলাত বিশুদ্ধ নয়। এখানে নেতিবাচক শব্দের অর্থ হলো নিষেধাজ্ঞাসূচক। এখানে যেন বলা হচ্ছে তোমরা ফাজ্‌রের পরে সলাত আদায় করবে না। আর بَعْدَ الصُّبْحِ ফাজ্‌রের পরে এর উদ্দেশ্য হলো ফাজ্‌রের ফারয সলাত আদায়ের পরে।

হাদীসের শিক্ষা : উল্লেখিত দু' ওয়াক্তে অর্থাৎ ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের পরে এবং 'আস্‌রের সলাত আদায়ের পরে নাফ্‌ল সলাত আদায় করা হারাম। ইমাম আবূ হানীফার মতে সকল ধরনের নাফ্‌ল সলাত এ দু' সময়ে অবৈধ। আর ইমাম শাফি'ঈর মতে কারণবশতঃ যে নাফ্‌ল সলাত আদায় করা হয় যেমন মাসজিদে প্রবেশ করে তাহ্‌ইয়্যাতুল মাসজিদ সলাত আদায় করা। এ ধরনের নাফ্‌ল সলাত অবৈধ নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে এ দু' সময়েও ক্বাযা সলাত, জানাযার সলাত ও তিলাওয়াতের সাজদাহ্ বৈধ।

١٠٤٢ - [٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءُ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهٗ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهٖ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهٖ ثُمَّ

[৮৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৮৬, মুসলিম ৮২৭।

إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৪২-[৪] 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাদীনায় তাশরীফ আনলে আমিও মাদীনায় চলে আসলাম। তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি বললাম, আমাকে সলাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ফাজ্‌রের সলাত আদায় করো। এরপর সলাত হতে বিরত থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উঠে উপরে না আসে। কেননা, সূর্য উদয় হয় শায়ত্বনের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে। আর এ সময় কাফিরগণ (সূর্য পূজারীরা) একে সাজদাহ্ করে। তারপর সলাত পড়ো। কেননা এ সময়ে (আল্লাহর কাছে বান্দার) সলাতের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া বর্শার উপর উঠে না আসে ও জমিনের উপর না পড়ে (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময়), এ সময়ও সলাত হতে বিরত থাকো। এজন্য যে এ সময় জাহান্নামকে গরম করা হয়। তারপর ছায়া যখন সামান্য ঢলে যাবে তখন সলাত আদায় করো। সলাতের সময়টা মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্‌তাদের) উপস্থিতি ও সাক্ষ্য দেয়ার সময় যে পর্যন্ত তুমি 'আস্‌রের সলাত আদায় না করবে। তারপর আবার সলাত হতে বিরত থাখবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কারণ সূর্য শায়ত্বনের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়। এ মুহূর্তে সূর্য পূজক কাফিররা সূর্যকে সাজদাহ্ করে। 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি আবার আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! উযূর ব্যাপারে কিছু বয়ান করুন। তিনি বললেন, তোমাদের যে লোক উযূর পানি তুলে নিবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে নেবে। তাতে তার চেহারার, মুখের ও নাকের ছিদ্রের পাপরাশি ঝরে যায়। সে যখন তার চেহারাকে আল্লাহর নির্দেশ মতো ধুয়ে নেয় তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির পাশ দিয়ে পানির সঙ্গে পড়ে যায়। আর সে যখন তার দু'টি হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নেয় তখন দু'হাতের পাপ তার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে বের হয়ে পানির ফোটার সঙ্গে পড়ে যায়। তারপর সে যখন তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথার পাপরাশি চুলের পাশ দিয়ে পানির সঙ্গে পড়ে যায়। আর যখন সে তার দু' পা গোছাদ্বয়সহ ধৌত করে তখন তার দু' পায়ের পাপ তার আঙ্গুলের পাশ দিয়ে পানির সঙ্গে পড়ে যায়। তারপর সে উযূ সমাপ্ত করে যখন দাঁড়ায় ও সলাত আদায় করে এবং আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে, আল্লাহর জন্যে নিজের মনকে নিবেদিত করে, তাহলে সলাতের শেষে তার অবস্থা তেমন (নিষ্পাপ) হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (মুসলিম)[৮৪]

ব্যাখ্যা : (أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ) 'আমাকে সলাত সম্পর্কে অবহিত করুন' অর্থাৎ সলাতের সময় সম্পর্কে অবহিত করুন।

(حَتَّى تَرْتَفِعَ) 'তা সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত।' এ থেকে বুঝা যায় সলাত বৈধ হওয়ার জন্য সূর্য উদয় হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং সূর্যোদয় হয়ে তা প্রকাশমান হতে হবে। তথা বর্শার দৈর্ঘ্য পরিমাণ উপরে উঠতে হবে যেমন আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে

---

[৮৪] সহীহ : মুসলিম ৮৩২।

(مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ) ইমাম নাবাবী বলেন : এর অর্থ হল ঐ সলাতে মালাক (ফেরেশতা) উপস্থিত হয় ফলে তা কবূল হওয়া এবং রহ্‌মাত অর্জনের সম্ভাবনা বেশী। মুল্লা 'আলী কারী বলেন : এর অর্থ হল ঐ সলাতের সাওয়াব লিখার জন্য মালাক উপস্থিত হয় এবং যে ঐ সলাত আদায় করে তার পক্ষে সাক্ষী হয়।

(حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ) ইমাম নাবাবী বলেন : এর অর্থ হলো বর্শার ছায়া তার বরাবরে উত্তর দিকে থাকিবে। পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ঝুঁকে থাকবে না। সিন্দী বলেন : বর্শার ছায়া ছোট হয়ে তা তার নীচে চলে আসবে। এ থেকে উদ্দেশ্য হলো সূর্য মাথার উপরে উঠে যাবে।

(تُسْجَرُ جَهَنَّمُ) জাহান্নাম অগ্নি দিয়ে পূর্ণ করা হয়। ইমাম খাত্ত্বাবী মা'আলিমে ১ম খণ্ডের ২৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন : জাহান্নাম অগ্নি দিয়ে পূর্ণ করা, সূর্য শায়ত্বনের দুই শিংয়ের মাঝে থাকে এগুলো এমন বিষয় যার অর্থ আমরা অবহিত হতে পারি না। তবে এগুলোর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা জরুরী।

(فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ) ছায়া যখন পূর্ব দিকে প্রকাশ পায় শুধুমাত্র সূর্য ঢলে পরার পরের ছায়াকে আরবীতে فَيْ বলে। আর সূর্য ঢলার আগে ও পরের উভয় ছায়াকে ظل বলা হয়।

(حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ) 'আস্‌রের সলাত আদায় করা পর্যন্ত। এ থেকে বুঝা যায় যে, 'আস্‌রের ওয়াক্ত প্রবেশ করলেই নাফ্‌ল সলাত আদায় করা অবৈধ হয় না। যতক্ষণ না 'আস্‌রের সলাত আদায় করা হয়। তেমনিভাবে একজনের 'আস্‌রের সলাত আদায়ের ফলে অন্যের জন্য নাফ্‌ল সলাত অবৈধ হবে না যতক্ষণ না সে নিজে 'আস্‌রের সলাত আদায় করবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি 'আস্‌রের সলাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তা আদায় করতে বিলম্ব করে তা হলে সলাত আদায়ের পূর্বে নাফ্‌ল সলাত অদায় করা মাকরূহ হবে না।

(فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِيْ عَنْهُ) উযূর ফাযীলাত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। (مِنْ أَنَامِلِهِ) 'তার আঙ্গুলের মাথা থেকে (গুনাহ ঝড়ে যায়)।'

(فَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ) 'তার অন্তরকে আল্লাহর জন্য খালি করে' তার অন্তরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করে অর্থাৎ সলাতরত অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে অন্য কিছুর দিকে মনোনিবেশ করে না।

(كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) 'তার অবস্থা তেমন হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল' অর্থাৎ মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় যেমন নিষ্পাপ ছিল সেই রকম নিষ্পাপ হয়ে যায়।

١٠٤٣ - [٥] وَعَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَزْهَرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوْهُ إِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُوْنِيْ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَرَدُّوْنِيْ إِلٰى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا؟ قَالَ: «يَا ابْنَةَ أَبِيْ أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৪৩-[৫] কুরায়ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস, মিস্ওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ ও 'আবদুর রহ্মান ইবনু আয্হার (রাঃ) তারা সকলে তাকে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। তারা তাকে বলে দিলেন, 'আয়িশাকে তাদের সালাম দিয়ে 'আস্রের সলাতের পর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করার ব্যাপারে প্রশ্ন করতে। কুরায়ব বলেন, আমি 'আয়িশার নিকট হাযির হলাম। ঐ তিনজন যে খবর নিয়ে আমাকে পাঠালেন আমি সে খবর তার কাছে পৌঁছালাম। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করো। অতঃপর তাদের কাছে গেলাম, তারপর তারা আমাকে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। অতঃপর উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি নাবী (সাঃ) থেকে শুনেছি। তিনি এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তারপর আমি দেখলাম, রসূল (সাঃ) নিজেই এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করছেন। তিনি (এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, আমি খাদিমকে রসূলের দরবারে পাঠালাম এবং তাকে বলে দিলাম, তুমি রসূলকে গিয়ে বলবে যে, উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি আপনাকে এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে দেখেছি। রসূল (সাঃ) বললেন, হে আবূ উমাইয়্যার মেয়ে! তুমি 'আস্রের পরে দু' রাক্'আত সলাত আদায়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ। 'আবদুল ক্বায়স গোত্রের কিছু লোক (ইসলামী শিক্ষা ও দীনের হুকুম আহকাম জানার জন্য) আমার কাছে আসে। (তাদের দীনের ব্যাপারে আহকাম বলতে বলতে) তারা আমাকে যুহরের পরের দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত রাখেন। সেটাই এ দু' রাক্'আত (যে দু' রাক্'আত সলাত এখন 'আস্রের পরে পড়লাম)। (বুখারী, মুসলিম)[৮৫]

ব্যাখ্যা : (سَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بعد العصر) "তাকে 'আস্রের পরের দু' রাক্'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর"। অন্য বর্ণনায় এতটুকু বর্ণিত আছে যে, তুমি তাকে বলবে, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, আপনি এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে থাকেন, অথচ আমাদের নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, নাবী (সাঃ) তা আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

(سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ) "তুমি এ বিষয়ে উম্মু সালামাকে জিজ্ঞেস কর"– এতে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 'আলিমের জন্য মুস্তাহাব হল, যখন তার নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় আর সে জানে যে, এ বিষয়ে তার চেয়ে অভিজ্ঞ লোক রয়েছেন যিনি ঐ বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তব বিষয় অবহিত আছেন তাহলে ঐ বিষয়ে জানার জন্য তার নিকট প্রেরণ করা যদি তা সম্ভব হয়। আর এতে অন্যের মর্যাদার স্বীকৃতিও রয়েছে।

(سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا) "আপনাকে এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা থেকে বারণ করতে শুনেছি অথচ আমি আপনাকে তা আদায় করতে দেখছি" এর কারণ কি? এতে এ শিক্ষা রয়েছে যে, অনুসারী ব্যক্তি যদি অনুসৃত ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু দেখতে পায় যা তার সাধারণ অভ্যাসের বিরোধী, তাহলে ভদ্রতার সাথে তাকে তা অবহিত করা। যদি তিনি তা ভুল করে থাকেন তবে তা পরিহার করবেন। আর যদি ইচ্ছকৃতভাবেই করে থাকেন এবং এর কোন কারণ থাকে তাহলে তিনি তা অনুসারীকে অবহিত করবেন যাতে সে তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

(فَشَغَلُوْنِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ) তারা আমাকে যুহরের পরের দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত রেখেছিল। এতে বুঝা যায়, দু'টি কল্যাণমূলক কাজের মাঝে যদি সংঘর্ষ দেখা দেয়

---

[৮৫] সহীহ : বুখারী ১২৩৩, মুসলিম ৮৩৪।

তাহলে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে সম্পাদন করতে হবে। এজন্যই নাবী ﷺ যুহরের সুন্নাত সলাত বাদ রেখে আগত লোকদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন।

(فَهُمَا هَاتَانِ) "এ দু' রাক্'আত সেই সলাত"। অর্থাৎ 'আস্‌রের পরে আমি যে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছি তা হলো সেই দুই রাক্'আত যা আমি যুহরের পরে ব্যস্ততার কারণে আদায় করতে পারিনি। তা আমি এখন আদায় করলাম। আর নাবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি 'ইবাদাত জাতীয় কোন কাজ একবার করলে তা আর পরিত্যাগ করতেন না। তাই এ দু' রাক্'আত সলাত তিনি অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিলেন। এতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যুহরের সলাতের পরের দু' রাক্'আত সুন্নাত 'আস্‌রের সলাতের পরেও ক্বাযা হিসেবে আদায় করা যায়।

যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, এটি তো রসূল ﷺ-এর জন্য খাস। কেননা আবূ দাউদে ও বায়হাক্বীতে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ 'আস্‌রের পর সলাত আদায় করতেন কিন্তু তিনি অন্যদের তা আদায় করতে বারণ করতেন। তিনি সাওমে বিশাল পালন করতেন অথচ অন্যদের তা পালন করতে বারণ করতেন।

ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান ও ত্বহাবী উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! যদি তা ছুটে যায় তবে আপনি কি তা ক্বাযা করবেন? তিনি বললেন : না।

এর জবাব এই যে, সকল বিষয়েই রসূল ﷺ-এর অনুসরণ আসল নিয়ম, যতক্ষণ না কোন বিষয় তাঁর জন্য খাস হওয়ার সঠিক দলীল পাওয়া যায়। উল্লেখিত 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হাদীসের সানাদের একজন রাবী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব তিনি মুদাল্লিস। তাছাড়া 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها রসূলের তা ধারাবাহিকভাবে আদায় করাকে রসূলের জন্য খাস মনে করতেন, ক্বাযা করাকে তাঁর জন্য খাস মনে করতেন না।

আর উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত হাদীসটিও যথাযথ দলীলযোগ্য নয়।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত সময়ে সলাত আদায় করা ও তা আদায় করতে নিষেধ করা এ দুই বর্ণনার মধ্যে মূলত কোন সংঘর্ষ নেই। কেননা যাতে সলাত আদায় করার বর্ণনা রয়েছে তার কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব কারণবশতঃ যা আদায় করা হবে তা ঐ হাদীসের সাথে যুক্ত হবে যা রসূল ﷺ কারণবশতঃ আদায় করেছিলেন। আর ঐ সলাত নিষিদ্ধ থাকবে যার কোন কারণ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٤٤ -[٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ: إِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ نَحْوَهُ.

১০৪৪-[৬] মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম (রহঃ) ক্বায়স ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) এক লোককে দেখলেন যে, সে ফাজ্‌রের সলাতের পর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) (তাকে) বললেন, ভোরের সলাত দু' রাক্'আত, দু' রাক্'আত। সে ব্যক্তি বললো, ফাজ্‌রের ফারয সলাতের পূর্বের দু' রাক্'আত সলাত আমি আদায় করিনি। সে সলাতই এখন আদায় করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ থাকলেন। (আবূ দাউদ; ইমাম তিরমিযীও এমন বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ বর্ণনার সূত্র মুত্তাসিল নয়। কারণ ক্বায়স ইবনু 'আম্‌র হতে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রা-হীম অত্র হাদীস শ্রবণ করেনি। আর এছাড়াও শারহুস্ সুন্নাহ্ ও মাসাবীহের কোন নুসখায় ক্বায়স ইবনু ক্বাহ্‌দ (রাঃ) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে।)[৮৬]

ব্যাখ্যা : (فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ) 'আল্লাহর রসূল চুপ থাকলেন'। আল্লামা সিনদী ইবনু মাজাহ এর হাশিয়াতে বলেন : রসূলের এ নীরবতা ঐ ব্যক্তির জন্য ফাজ্‌রের সলাতের পর দু' রাক্'আত আদায় করার অনুমতি যিনি তা ফাজ্‌রের সলাতের আগে আদায় করতে পারেননি। ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন : তাঁর নীরবতা প্রমাণ করে যে, ফাজ্‌রের ফারয সলাত আদায় করার পর ফাজ্‌রের দু' রাক্'আত সুন্নাত ক্বাযা করা বৈধ যিনি তা আগে আদায় করতে পারেনি। ইমাম শাফি'ঈর অভিমতও এটাই। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় (৫/৪৪৭)-এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, তিনি (সাঃ) চলে গেলেন আর কিছুই বললেন না। ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় আছে 'রসূল (সাঃ) তার এ কাজ অস্বীকার করেননি'। ইবনু হায্‌ম মুহাল্লাতে (২/১১২-১১৩)-এভাবে বর্ণনা করেছেন 'তিনি (সাঃ) তাকে কিছুই বললেন না'। ইবনু আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, 'অতঃপর তিনি তাকে আদেশও করেননি নিষেধও করেননি।' তিরমিযীর বর্ণনায় আছে (فَلَا إِذَنْ) বিষয়টি যেহেতু এ রকম তা হলে তা আদায় করতেও কোন সমস্যা নেই বা ক্ষতি নেই'। পূর্বের বর্ণনাসমূহ এ অর্থই প্রকাশ করে।

ইমাম খাত্তাবী মা'আলিমে (১/২৭৫) বলেন : ঐ হাদীসে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের পূর্বের দু' রাক্'আত ছুটে গেছে সে তা ফাজ্‌রের ফারয সলাত আদায়ের পরে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই আদায় করবে। আর ফাজ্‌রের সলাতের পর সূর্য উদয়ের পূর্বে সলাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যিনি কারণ ব্যতীতই কোন নাফ্ল আদায় করতে চায়। আহলুর রায়দের মতে ইচ্ছা করলে ছুটে যাওয়া দুই রাক্'আত সলাত সূর্যোদয়ের পর কাযা করবে। আর যদি তা না করে তবে এতে তার কোন অপরাধ নেই কেননা তা নাফ্ল সলাত।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : ঐ দুই রাক্'আত চাশ্‌তের ওয়াক্ত থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আদায় করবে। তবে সূর্য ঢলে পড়লে আর আদায় করবে না। সঠিক কথা হলো যার ফাজ্‌রের ফারয সলাতের পূর্বের দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাত ছুটে যায় সে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করার পর সূর্যোদয়ের পরেই তা আদায় করে নিবে। যদিও ক্বায়স ইবনু 'আম্‌র থেকে বর্ণিত, অত্র হাদীসকে য'ঈফ বলা হয়েছে এজন্য যে, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ক্বায়স ইবনু 'আম্‌র থেকে হাদীস শুনেননি। আমি (মুবারকপূরী) বলব : এ হাদীসের আরেকটি মুত্তাসিল সানাদ রয়েছে যা ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান তাদের সহীহদ্বয়ে এবং দারাকুত্বনী (১৪৮ পৃঃ), হাকিম (১/ ২৭৪-২৭৫), বায়হাক্বী (২/ ৪৮৩); প্রত্যেকেই এ হাদীসটি রাবী ইবনু সুলায়মান থেকে তিনি আসাদ ইবনু মূসা থেকে, তিনি লায়স ইবনু সা'দ থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ থেকে, তিনি তার বাবার সূত্রে তার দাদা ক্বায়স থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সানাদ অত্যন্ত সহীহ এর সকল

---

[৮৬] সহীহ : আবূ দাউদ ১২৬৭, ইবনু মাজাহ্ ১১৫৪, আহমাদ ২৩৭৬০।

বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইমাম হাকিম এ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন ক্বায়স ইবনু ক্বাহ্দ সহাবী। তাঁর পর্যন্ত সানাদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ ইমাম যাহাবী ইমাম হাকিম-এর এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। অতএব হাদীসটি সহীহ।

١٠٤٥ -[٧] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِيْ عَبْدَ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

১০৪৫-[৭] জুবায়র ইবনু মুত্'ইম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। মহানাবী ﷺ বলেছেন : হে 'আব্দ মানাফ-এর সন্তানেরা! তোমরা কাউকে এ ঘরের (খানায়ে কাবার) তাওয়াফ করতে এবং রাত-দিনের যে সময় মনে ইচ্ছা হয় এতে সলাত আদায় করতে নিষেধ করো না (তাকে সলাত আদায় করতে দাও)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৮৭]

ব্যাখ্যা : 'যে ব্যক্তি এ ঘরের তাওয়াফ করে এবং সলাত আদায় করে তাকে বাধা দিও না'। এখানে সলাত শব্দ দ্বারা তাওয়াফের সলাতও হতে পারে অথবা সাধারণ নাফ্ল সলাতও হতে পারে। আমীর ইয়ামানী সুবুলুস্ সালাম-এ বলেন : এ ব্যতিক্রম শুধু তাওয়াফের সলাতের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং সকল সলাতের ক্ষেত্রেই এ হুকুম। 'রাত বা দিনের যে কোন সময়' হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, মাক্কাতে মাকরূহ সময়গুলোতে নাফ্ল সলাত আদায় করা মাকরূহ নয়। যাতে মানুষ সকল সময়েই মাক্কায় সলাত আদায় করার ফাযীলাত লাভ করতে পারে। এটাই ইমাম শাফি'ঈর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফার মতে মাক্কার হুকুম অন্যান্য স্থানের মতই অর্থাৎ মাকরূহ সময়ে মাক্কাতেও সলাত আদায় করা মাকরূহ।

١٠٤٦ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১০৪৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। মহানাবী ﷺ দুপুরের সময় সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত সূর্য ঢলে না পড়বে। একমাত্র জুমু'আর দিন ব্যতীত। (শাফি'ঈ)[৮৮]

ব্যাখ্যা : 'জুমু'আর দিন ব্যতীত' এ বাক্য দ্বারা দ্বি-প্রহরে সলাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা হতে জুমু'আর দিবসকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ জুমু'আর দিনে দ্বি-প্রহরের সময় সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেও নাফ্ল সলাত আদায় করা বৈধ। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আবূ ইউসুফ-এর অভিমত এটাই। যদিও এ হাদীসটি দুর্বল তথাপি এর শাহিদ থাকার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। ফলে এ হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্য।

١٠٤٧ -[٩] وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَلْقَ أَبَا قَتَادَةَ

---

[৮৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৮৯৪, আত্ তিরমিযী ৮৬৮, নাসায়ী ৫৮৫, ইবনু মাজাহ্ ১২৫৪, সহীহ আল জামি' ৭৯০০।

[৮৮] **য'ঈফ :** মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৬৩ নং পৃঃ, য'ঈফ আল জামি' ৬০৪৮। কারণ সানাদে ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ এবং ইসহাক্ব বিন 'আবদুল্লাহ মাতরূক রাবী।

১০৪৭-[৯] আবুল খলীল (রহঃ) আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ঠিক দুপুরে সলাত আদায় করাকে মাকরূহ মনে করতেন, যে পর্যন্ত না সূর্য ঢলে যায়, একমাত্র জুমু'আর দিন ছাড়া। তিনি আরো বলেন, জুমু'আর দিন ব্যতীত প্রতিদিন দুপুরে জাহান্নামকে গরম করা হয়। [আবূ দাঊদ; তিনি বলেছেন– আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-এর সাথে আবুল খলীলের সাক্ষাৎ হয়নি (তাই এ হাদীসের সানাদ মুত্তাসিল নয়)।][৮৯]

ব্যাখ্যা : 'জুমু'আর দিন ব্যতীত' এ হাদীসটিও পূর্বের হাদীসের ন্যায় জুমু'আর দিনে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে অর্ধ দিবসের সময় সলাত আদায় করা বৈধতার দলীল। ইমাম শাফি'ঈ ও শামবাসীদের (সিরিয়া) থেকেও এ অভিমত পাওয়া যায়। তাদের আরো দলীল হল, নাবী (সাঃ) সকাল সকাল জুমু'আয় যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং খুত্ববাহ্ দেয়ার উদ্দেশে ইমাম বেরিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত সলাত আদায়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর ইমাম সূর্য ঢলে পরার আগে বেরিয়ে আসেন না। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সলাত আদায় করা বৈধ, মাকরূহ নয়।

(إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ) "জুমু'আর দিন ব্যতীত এ সময়ে জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হয়।" দ্বি-প্রহরের সময় সলাত মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, তখন জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হয়। আর জুমু'আর দিনে যেহেতু এ সময় জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা হয় না ফলে এ সময়ে সলাত আদায় করাও মাকরূহ নয়। আর সহাবীগণও জুমু'আর দিন দ্বি-প্রহরের সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সলাত আদায় করতেন। যদি তা মাকরূহ হত তাহলে সহাবীগণ তা থেকে বিরত থাকতেন।

ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যূম যাদুল মা'আদ-এ (১/১০৩) বলেন : জুমু'আর দিনের বৈশিষ্ট্য যে, এ দিনে সূর্য ঢলার পূর্বে সলাত আদায় করা মাকরূহ নয়। এটি ইমাম শাফি'ঈ এবং তার অনুসারীদের অভিমত। ইমাম ইবনু তায়মিয়াও এ মত গ্রহণ করেছেন। আবূ ক্বাতাদার এ হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু মুরসাল হাদীসের সাথে যদি 'আমাল পাওয়া যায় এবং ক্বিয়াস দ্বারা তা শক্তিশালী হয় অথবা তার অনুকূলে সহাবীগণের বক্তব্য পাওয়া যায় যা দ্বারা তা শক্তিশালী হয় তখন এ মুরসাল হাদীস 'আমালযোগ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٤٨ ـ[١٠] عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا». وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

১০৪৮-[১০] 'আবদুল্লাহ আস্ সুনাবিহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন সূর্য উঠে তখন এর সঙ্গে শায়ত্বনের শিং থাকে। তারপর সূর্য উপরে উঠে গেলে শায়ত্বনের শিং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আবার যখন দুপুর হয়, শায়ত্বন সূর্যের নিকট আসে। আবার সূর্য ঢলে গেলে শায়ত্বন এর থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য ডুবার মুহূর্তে শায়ত্বন তার নিকট আসে। সূর্য ডুবে গেলে

---

[৮৯] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ১০৮৩, য'ঈফ আল জামি' ১৮৪৯। দু'টি কারণে প্রথমতঃ আবুল খলীল সহাবী আবূ ক্বাতাদার সাক্ষাত পাননি, বিধায় সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ লায়স বিন আবী সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী।

শায়ত্বন তার হতে পৃথক হয়ে যায়। এসব সময় রসূল ﷺ সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (মালিক, আহ্‌মাদ, নাসায়ী)[৯০]

ব্যাখ্যা : (وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ) 'তার (সূর্যের) সাথে শায়ত্বনের শিং থাকে' অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় শায়ত্বন সূর্যের নিকটবর্তী হয় যাতে সূর্য তার মাথার দুই পাশের মাঝ দিয়ে উদিত হয়। শায়ত্বনের এতে উদ্দেশ্য এই যে, এ সময় যারা সূর্যকে সাজদাহ্ করে তা যেন শায়ত্বনের উদ্দেশে হয়। অতএব যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে তারা যেন এ সময়ে সলাত আদায় না করে যাতে শায়ত্বনের 'ইবাদাতকারীর সাথে তার সাদৃশ্য না ঘটে।

(ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا) অতঃপর সূর্য যখন মাথার উপরে উঠে শায়ত্বন আবার তার (সূর্যের) সাথে মিলিত হয়'। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় শায়ত্বন সূর্যের সাথে মিলিত হয়। এখানে এ অংশটুকু অতিরিক্ত পাওয়া গেল যে, সূর্য মাথার উপরে উঠার সময়ও শায়ত্বন তার নিকটবর্তী হয়। আর এ সময়ে অর্থাৎ ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় সলাত নিষিদ্ধের এটি আরেকটি কারণ যা পূর্বে বর্ণিত কারণ'। তখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব رضي الله عنه এ সময়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করতেন। ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এ সময়ে আমাদের সলাত আদায় করা থেকে বারণ করা হত। আবু সা'ঈদ মাকবুরী বলেন : লোকজনকে এ সময়ে সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকতে দেখেছি।

যুরকানী বলেন : এ হাদীসটি সহীহ এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ। যদিও হাদীসটি মুরসাল তথাপি তা অনেক হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

١٠٤٩ -[١١] وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمُخَمَّصِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذِهٖ صَلَاةٌ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهٗ أَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ». وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৪৯-[১১] আবূ বাসরাহ্ আল গিফারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মুখাম্মাস নামক স্থানে 'আস্‌রের সলাত আদায় করালেন। তারপর বললেন, এ সলাতটি তোমাদের পূর্বের মানুষের ওপরও অবশ্য পালনীয় বিধান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই যে লোক এ সলাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। (তিনি এ কথাও বলেছেন,) 'আস্‌রের সলাত আদায় করার পর আর কোন সলাত নেই, যে পর্যন্ত শাহিদ উদিত না হবে। আর শাহিদ হলো তারকা। (মুসলিম)[৯১]

ব্যাখ্যা : (فَضَيَّعُوهَا) 'তা তারা বিনষ্ট করেছে'। অর্থাৎ তারা এর হক আদায় করেনি তা সংরক্ষণ করেনি।

(فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهٗ أَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ) 'যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে' একটি পুরস্কার পূর্ববর্তীতের বিপরীতে তা সংরক্ষণ করার জন্য। আরেকটি পুরস্কার অন্যান্য সলাতের ন্যায় তা আদায় করার জন্য।

---

[৯০] **সহীহ :** তবে «فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا» অংশটুকু ব্যতীত। নাসায়ী ৫৫৯, ইবনু মাজাহ্ ১২৫৩, মালিক ৪৪, আহমাদ ১৯০৬৩।

[৯১] **সহীহ :** মুসলিম ৮৩০।

(الشَّاهِد النَّجْم) শাহিদ অর্থ তারকা, এ তারকাকে শাহিদ এজন্য বলা হয় যে, তা রাত্রি আগমনের সাক্ষ্য দানকারী। আর এজন্যই মাগরিবের সলাতকে সালাতুশ্ শাহিদ বলা হয়।

١٠٥٠ -[١٢] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০৫০-[১২] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তো একটি সলাত আদায় করছ। আর আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গ পেয়েছি। তবে আমরা তাঁকে এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে দেখিনি। বরং তিনি তো 'আস্রের সমাপ্তির পরে এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)[৯২]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর বক্তব্য এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, তিনি যাদের উদ্দেশ্য করে এ বক্তব্য দিয়েছিলেন তারা 'আস্রের পরে নিয়মিত নাফ্ল সলাত আদায় করতেন যেভাবে যুহরের পরে তারা নিয়মিত নাফ্ল সলাত আদায় করতেন। তিনি যা অস্বীকার করছেন যে, তিনি রসূল (সাঃ)-কে এ সলাত আদায় করতে দেখেননি কিন্তু অন্যরা তা সাব্যস্ত করেছেন। আর সাব্যস্তকারীর বক্তব্য অস্বীকারকারীর বক্তব্যের উপর প্রাধান্য পাবে।

যেমন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন : তিনি ঐ দুই রাক্'আত সলাত মাসজিদে আদায় করতেন না। তবে সাব্যস্তকারীর বর্ণনার মধ্যে আর অস্বীকারকারীর বক্তব্যের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা যারা ঐ দু' রাক্'আত সাব্যস্ত করেছেন তাতে কারণ বর্ণিত হয়েছে। অতএব কারণবশতঃ তা আদায় করা যাবে। আর কারণ না থাকলে তা নিষিদ্ধই থেকে যাবে।

١٠٥١ -[١٣] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلٰى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ: مَنْ عَرَفَنِيْ فَقَدْ عَرَفَنِيْ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِيْ فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَزِيْنٌ

১০৫১-[১৩] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি কাবা ঘরের দরজার উপর উঠে বলেছেন, যিনি আমাকে জানেন তিনি তো জানেননি। আর যারা আমাকে জানেন না তারা জেনে রাখুক, আমি 'জুনদুব'। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ফাজ্রের সলাত আদায় করার পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং 'আস্রের সলাতের পর সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত কোন সলাত নেই, একমাত্র মাক্কায়, একমাত্র মাক্কায়, একমাত্র মাক্কায়। (আহ্মাদ, রযীন)[৯৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম যায়লা'ঈ বলেন : আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি চারটি দোষে দোষী :

১. মুজাহিদ (রহঃ) ও আবূ যার (রাঃ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ মুজাহিদ (রহঃ) আবূ যার (রাঃ) থেকে হাদীস শুনেননি।

২. এর সানাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

---

[৯২] সহীহ : বুখারী ৫৮৭।
[৯৩] সহীহ : আহমাদ ২১৪৬২, বায়হাক্বী ৪২০৭, সহীহাহ্ ৩৪১২।

Contents

৩. রাবী ইবনু মুয়াম্মিল য'ঈফ।

৪. আফরার মাওলা হুমায়দ দুর্বল রাবী।

তবে ইবনু 'আবদুল বার তামহীদ নামক গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি যদিও শক্তিশালী নয় আফরার মাওলা হুমায়দ-এর দুর্বলতার কারণে এবং মুজাহিদ আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস শুনেনি, তথাপি পূর্বের জুবায়র ইবনু মুত্'ইম বর্ণিত (১০৫২) হাদীস এটিকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া জমহূর 'আলিমগণ এ হাদীসের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। অতএব হাদীসটি 'আমালযোগ্য।

(٢٣) بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

অধ্যায়-২৩ : জামা'আত ও তার ফাযীলাত সম্পর্কে

জেনে রাখা দরকার যে, জামা'আতে সলাতের বিধান কখন থেকে শুরু হয়েছে তা নিয়ে 'আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। ইবনু হাজার মাক্কী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, জামা'আতে সলাতের বিধান মাদীনাতে শুরু হয়েছে।

শায়খ রিয্ওয়ান বলেন : জামা'আতে সলাতের বিধান মাক্কাতেই শুরু হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, মি'রাজের ঘটনার রাতের সকালে তথা ফাজ্‌রে জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এবং সহাবীগণের নিয়ে জামা'আতে সলাত আদায় করেছিলেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাদীজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে মাক্কাতে জামা'আতে সলাত আদায় করেছেন। তবে তা প্রকাশ পায়নি এবং নিয়মিতভাবে মাদীনাতেই জামা'আতে সলাত আদায় করেছেন, তার আগে নয়। এজন্যই বলা হয় যে, মাদীনাতে জামা'আতের বিধান শুরু হয়েছে।

জামা'আতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব নাকি সুন্নাত এ নিয়েও 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন যে, 'আত্বা, আওযা'ঈ, আহমাদ , আবূ সাওর, ইবনু খুযায়মাহ্ এবং ইবনুল মুনযির-এর মতে জামা'আতে সলাত আদায় করা ফার্‌যে 'আইন।

দাউদ জাহিরী এবং তার অনুসারীদের মতে সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামা'আত শর্ত।

ইমাম শাফি'ঈর মতে জামা'আতে সলাত আদায় করা ফার্‌যে কিফায়াহ্। এ মত গ্রহণ করেছেন শাফি'ঈ মাযহাবের পূর্বসুরী 'আলিমগণ এবং অনেক হানাফী ও মালিকী 'আলিমগণ।

অন্যান্য 'আলিমদের মতে জামা'আতে সলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

ইমাম বুখারী জামা'আতে সলাত আদায় করাকে ফার্‌যে আইন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি অত্র অধ্যায়ে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ২নং হাদীসের অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে (باب وجوب صلاة الجماعة) 'জামা'আতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ'। অতঃপর তিনি হাসান বাস্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, তার মা তাকে করুণার বশবর্তী হয়ে 'ইশার সলাতে জামা'আতে উপস্থিত হতে বারণ করেন, কিন্তু তিনি তার মায়ের আনুগত্য করেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, জামা'আতে সলাত আদায় করা ফার্‌যে আইন।

আমি (মুবারকপূরী) মনে করি যে, জামা'আতে সলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ হলেও তা ওয়াজিবের কাছাকাছি। যাতে উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٥٢ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». (مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)

১০৫২-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : একা একা সলাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে সলাত আদায় করলে সাতাশ গুণ সাওয়াব বেশি হয়। (বুখারী, মুসলিম)[৭৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী বলেন : অধিকাংশ রাবী নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন জামা'আতে সলাত আদায় করা একাকী সলাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ সাওয়াব বেশী। যেমন আবূ সা'ঈদ আল খুদরী এবং আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। শুধুমাত্র ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে এর সাওয়াব ২৭ গুণ বেশী। এ দুই বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় কিভাবে করা যায় সে ব্যাপারে 'আলিমদের মাঝে অনেক বক্তব্য রয়েছে।

১. সংখ্যায় কম এর উল্লেখ বেশী সংখ্যার বিরোধী নয়, কেননা কম সংখ্যা তো বেশী সংখ্যার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

২. হতে পারে যে, নাবী (সাঃ) প্রথমে কম সংখ্যা অর্থাৎ পঁচিশ গুণের কথা বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে এর মর্যাদা আরো বেশী বলে অবহিত করেছেন। তখন তিনি বেশী তথা সাতাশ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. মাসজিদের দূরত্বের কারণে ফাযীলাত কম বা বেশী

৪. জামা'আতের লোক সংখ্যার কম বেশীর কারণে ফাযীলাত কম বা বেশী ইত্যাদি।

হাদীসে শিক্ষা :

১. জামা'আতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব নয়।

২. সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যও জামা'আত শর্ত নয়।

কেননা যদি একাকী সলাত আদায় করলে তা যথেষ্ট না হতো তাহলে এটা বলা ঠিক হত না যে, জামা'আতের সলাত একাকী সলাতের চেয়ে বেশী ফাযীলাতপূর্ণ। অনুরূপ একাকী সলাতের যদি কোন মর্যাদাই না থাকতো তাহলে এটাও বলা ঠিক হতো না যে, জামা'আতে সলাত আদায় করলে তার মর্যাদা একাকী সলাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ বা সাতাশ গুণ সাওয়াব বেশী।

١٠٥٣ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلٰى رِجَالٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ

---

[৭৪] সহীহ : বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০।

১০৫৩-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ঐ পবিত্র সত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ। আমি মনে করেছি কোন (খাদিমকে) লাকড়ি জোগার করার আদেশ করব। লাকড়ি জোগার করা হলে আমি ('ইশার) সলাতের আযান দিতে আদেশ করব। আযান হয়ে গেলে সলাতের ইমামতি করার জন্যে কাউকে আদেশ করব। তারপর আমি ঐসব লোকের খোঁজে বের হবো (যারা কোন কারণ ছাড়া জামা'আতে সলাত পড়ার জন্য আসেনি)। অপর সূত্রে আছে : রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি ঐসব লোকের কাছে যাবো যারা সলাতে হাযির হয় না এবং আমি তাদেরকে ঘরবাড়ীসহ জ্বালিয়ে দেব। সে সত্বার কসম যার হাতে আমার জীবন আবদ্ধ! যারা সলাতের জামা'আতে অংশ গ্রহণ করে না তাদের কোন ব্যক্তি যদি জানে যে, মাসজিদে মাংস সহ হাড় অথবা (গাভী ও বকরীর) দু'টি ভাল খুর পাওয়া যাবে, তাহলে সে অবশ্যই 'ইশার সলাতে উপস্থিত হয়ে যেত। (বুখারী, মুসলিম)[৯৫]

ব্যাখ্যা : (لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ) 'সলাতে উপস্থিত হয় না' অর্থাৎ জামা'আতে উপস্থিত হয় না কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও। আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় আছে, (ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة) 'অতঃপর আমি এমন ক্বাওমের নিকট যাই যারা বিনা ওযরে ঘরেই সলাত আদায় করে' এখান থেকে বুঝা যায় হাদীসে যে শাস্তির কথা উল্লেখ আছে তা বিনা ওযরে জামা'আত পরিত্যাগ করার কারণে সলাত পরিত্যাগের কারণে নয়। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ওযর থাকলে জামা'আত পরিত্যাগ করা বৈধ।

এ হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, জামা'আতে সলাত আদায় করা ফার্‌যে আইন। কেননা তা যদি সুন্নাত হত তাহলে জামা'আত পরিত্যাগকারীকে শাস্তির ভয় দেখাতেন না। অনুরূপভাবে তা যদি ফার্‌যে কিফায়াহ্ হত তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারাই তা আদায় হয়ে যেত।

(لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) অবশ্যই 'ইশাতে উপস্থিত হত। অর্থাৎ 'ইশার সলাতে জামা'আতে উপস্থিত হত। মোট কথা এই যে, যদি সে জানতে পারতো যে সে যদি জামা'আতে উপস্থিত হয় তাহলে দুনিয়াবী কোন ফায়দা পাওয়া যাবে যদিও তা সামান্য অতি নগণ্য হয় তবুও সে জামা'আতে উপস্থিত হত। কেননা তাদের সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল দুনিয়া। তাই তারা জামা'আতে সলাতের যে পরকালীন সাওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে তাদের তা অর্জনের কোন অভিপ্রায় নেই বলেই তারা তাতে উপস্থিত হয় না।

অত্র হাদীস থেকে যা প্রমাণিত হয় :

(১) শাস্তির ভয় দেখানো বৈধ। (২) মাল দ্বারা শাস্তি অর্থাৎ জরিমানা বৈধ। (৩) পাপীদেরকে তাদের অসতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করা বৈধ। (৪) যারা বাড়ীতে লুকিয়ে থাকে অথবা সলাত পরিত্যাগ করে তাদের বের করে আনার নিমিত্তে ইমামের অথবা তার স্থলা ব্যক্তির জন্য জামা'আত পরিত্যাগ করা বৈধ। (৫) পাপের আড্ডাখানা গুড়িয়ে দেয়া বৈধ।

١٠٥٤ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯৫] সহীহ : বুখারী ৬৪৪, ২৪২০।

১০৫৪-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে একজন অন্ধ লোক এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এমন কোন চালক নেই যে আমাকে মাসজিদে নিয়ে যাবে। তিনি রসূলের নিকট আবেদন করলেন তাকে যেন ঘরে সলাত আদায়ের অবকাশ দেয়। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অবকাশ দিলেন। সে ফিরে চলে যাওয়া মাত্রই তিনি (ﷺ) আবার তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে অবশ্যই আযানের সাড়া দিবে (অর্থাৎ নিজেকে জামা'আতে শারীক করবে)। (মুসলিম)[৯৬]

ব্যাখ্যা : (أَجِبْ) 'সাড়া দাও' অর্থাৎ সলাতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তা কার্যে পরিণত কর তথা জামা'আতে উপস্থিত হও। বলা হয়ে থাকে যে, নাবী ﷺ প্রথমে অন্ধ ব্যক্তিকে জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি ছিল তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর নিকট থেকে ওয়াহী আসার ফলে নাবী ﷺ তাকে জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন। এটাও বলা হয় যে, প্রথমে তাকে অনুমতি দিয়েছেন তার ওযর থাকার কারণে পরবর্তীতে যে আদেশ দেন তা তার জন্য ওয়াজিব নয় বরং তা ছিল তার জন্য উৎসাহমূলক অর্থাৎ তোমার জন্য উত্তম হলো ডাকে সাড়া দিয়ে জামা'আতে হাজির হওয়া। তাহলে তুমি বড় ধরনের পুরস্কার পাবে।

হাদীসের শিক্ষা : জামা'আতে উপস্থিত হওয়া ফার্যে 'আইন। অতএব সলাত আদায়কারী জামা'আত পরিত্যাগ করার কারণে গুনাহগার হবে।

١٠٥٥ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ: «أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৫৫-[৪] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি এক শৈত্য প্রবাহে শীতের রাতে সলাতের আযান দিলেন। আযান দেয়ার পর তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা নিজ নিজ আবাসে সলাত আদায় কর। এরপর বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঠাণ্ডা শীত-বৃষ্টি মুখর রাতে মুয়াযযিনকে আদেশ দিতেন সে আযান দেয়ার পর যেন বলে দেয়, 'সাবধান! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সলাত আদায় কর।' (বুখারী, মুসলিম)[৯৭]

ব্যাখ্যা : (أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) 'তোমরা বাড়ীতেই সলাত আদায় কর'। رحال শব্দটি رحل-এর বহুবচন যার অর্থ বাসস্থান ও আসবাবপত্র রাখার জায়গা। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঠাণ্ডা, বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড বায়ু এগুলোর প্রত্যেকটিই জামা'আত ত্যাগ করার জন্য ওযর। জমহূর 'উলামাদের অভিমত এটিই। তবে শাফি'ঈ, মালিকী ও হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত হল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা দিবা-রাত্রি সকল সময়ের জন্যই ওযর। উপরে বর্ণিত বাক্যটি মুয়াযযিন কখন বলবে? এ বিষয়ে বুখারীর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় নাবী ﷺ মুয়াযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর আযান শেষে উপরোক্ত বাক্য উচ্চারণের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, মুয়াযযিন যখন حى على الصلوة বলার স্থলে পৌছালেন তখন ইবনু 'আব্বাস মুয়াযযিনকে حى علي الصلاة حى على الفلاح এর পরিবর্তে উক্ত বাক্য বলতে আদেশ দিলেন এবং বললেন আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ রসূল ﷺ এরূপ

---

[৯৬] সহীহ : মুসলিম ৬৫৩।

[৯৭] সহীহ : বুখারী ৬৬৬, মুসলিম ৬৯৭।

করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, উভয় পদ্ধতিই জায়িয আছে। তবে উত্তম হলো আযানের শেষে তা বলা যাতে আযানের ছন্দ বিনষ্ট না হয়।

١٠٥٦ ـ [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৫৬-[৫] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কারো রাতের খাবার সামনে রাখা হলে এমতাবস্থায় সলাতের তাকবীর বলা হলে, তখন রাত্রের খাবার খাওয়া শুরু করবে। খাবার খেতে তাড়াহুড়া করবে না খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে খাবার রাখা হত এমতাবস্থায় সলাত শুরু হলে তিনি খাবার খেয়ে শেষ করার আগে সলাতের জন্য যেতেন না, এমনকি তিনি ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পেলেও। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮]

ব্যাখ্যা: (إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ) 'যখন তোমাদের রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়'। এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, যখন খাবার উপস্থিত করা হয় তখন আগে খেয়ে পরে সলাত আদায় করাই উত্তম। তবে খাবার রান্না করা থাকলে বা তা পাত্রে সংরক্ষিত থাকলেও যদি তা খাবার জন্য উপস্থিত না করা হয় তবে আগে সলাত আদায় করে নিবে।

(فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ) 'আগে রাতের খাবার খেয়ে নাও'। এখানে আদেশের মর্মার্থ নিয়ে 'আলিমদের মতভেদ রয়েছে। জমহূর 'উলামাদের মতে এ নির্দেশ ওয়াজিব বুঝায় না বরং তা উত্তম বা পছন্দনীয়। কেননা নাবী ﷺ সলাতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে খাবার অবস্থায় স্বীয় হাতের গোশ্‌ত ফেলে দিয়ে সলাতে চলে গেলেন। যদি আগে খাবার খাওয়া ওয়াজিব হত তাহলে নাবী ﷺ খাবার পরিত্যাগ করে সলাত আদায়ের জন্য চলে যেতেন না।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, খাবার উপস্থিত করা জামা'আত পরিত্যাগ করার জন্য একটি ওযর। কেননা ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সলাতের ইক্বামাত শুনার পরও খাবার পরিত্যাগ করে জামা'আতে যোগদান করতেন না যতক্ষণ না তার খাবার খাওয়া শেষ করতেন।

এ হাদীস থেকে এটাও সাব্যস্ত হয় যে, খাবার উপস্থিত করা হলে এমতাবস্থায় সলাত আদায় করা মাকরূহ। ইমাম নাবাবী বলেন: এটা এমন সময়ের জন্য যখন সলাতের সময় প্রশস্ত থাকে অর্থাৎ প্রচুর সময় থাকে কিন্তু যদি সলাতের সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় তা হলে আগে সলাত আদায় করতে হবে।

١٠٥٧ ـ [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৫৭-[৬] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি: খাবার সামনে রেখে কোন সলাত নেই এবং দু' অনিষ্ট কাজ (পায়খানা-পেশাব) চেপে রেখেও কোন সলাত নেই। (মুসলিম)[৯৯]

---

[৯৮] **সহীহ:** বুখারী ৬৭৪, মুসলিম ৫৫৯; শব্দাবলী বুখারীর।

[৯৯] **সহীহ:** মুসলিম ৫৬০।

ব্যাখ্যা : (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) 'খাবার উপস্থিত হলে সলাত নেই' অর্থাৎ খাবার উপস্থিত রেখে সলাত আদায় পূর্ণাঙ্গ হয় না। এটা বলা হয়ে থাকে যে, এখানে নফী আর্থাৎ নেতিবাচকের অর্থ হল নিষেধাজ্ঞাসূচক যেমনটি আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় রয়েছে (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) কোন ব্যক্তি উপস্থিত খাবার রেখে সলাত আদায় করবে না।

(وَلَا هُوَ يدافعه الأخبثان) আর এ অবস্থায়ও সলাত আদায় করবে না যখন পেশাব বা পায়খানা যখন তাকে প্রচণ্ড চাপ দেয়। পেশাব ও পায়খানার চাপের মতো অন্য কোন প্রকার চাপ যেমন বায়ু নিগর্ত হওয়ার চাপ এবং বমির চাপ এরূপ অবস্থায়ও সলাত আদায় করবে না। কারণ তা সলাতে মনোযোগ দানে বাধার সৃষ্টি করে যেমন নাকি পেশাব পায়খানার চাপে বাধা সৃষ্টি করে। তবে যদি পেশাব পায়খানার প্রয়োজনবোধ করে কিন্তু তা তেমন চাপ সৃষ্টি না করে তাহলে সলাত আদায় করতে নিষেধ নেই। শুধুমাত্র পেশাব পায়খানার চাপ বা বেগ নিয়ে সলাত আদায় করা মাকরূহ।

١٠٥٨ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৮-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে তখন ফারয সলাত ব্যতীত অন্য কোন সলাত নেই। (মুসলিম)[১০০]

ব্যাখ্যা : (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) "যখন সলাতের জন্য মুয়াযযিন ইক্বামাত বলে" অর্থাৎ মুয়াযযিন ইক্বামাত বলতে শুরু করে। যাতে মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমাতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

(فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) "তখন ফারয সলাত ব্যতীত সলাত নেই"। সলাত নেই অর্থাৎ সলাত বিশুদ্ধ হয় না অথবা এখানে (নফি) নেতিবাচক শব্দ দ্বারা নিষেধ উদ্দেশ্য। তাহলে হাদীসের অর্থ দাঁড়াল সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা শুরু হলে তখন ঐ ফারয সলাত ব্যতীত কোন নাফ্‌ল সলাত শুরু করা নিষেধ। এ অর্থকে শক্তিশালী করে ইমাম বুখারী কর্তৃক তার তারীখ গ্রন্থে এবং ইমাম বায্‌যার-এর বায্‌যার গ্রন্থে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : যখন সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা হলো তখন নাবী (ﷺ) বেরিয়ে এলেন এবং লোকদেরকে ফাজ্‌রের দু' রাক্‌'আত সুন্নাত সলাত আদায় করতে দেখে বললেন : দু' সলাত একত্রে আদায় করা হচ্ছে। আর ইক্বামাত হয়ে গেলে তিনি ঐ দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করতে নিষেধ করলেন। আর নিষেধ দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য। কেননা নিষেধের আসল অর্থ হলো হারাম। উল্লেখ্য যে, যে সলাতের জন্য ইক্বামাত বলা হয় কোন ব্যক্তি আগেই এ সলাত আদায় করে থাকলে তার জন্য ইমামের পিছনে নাফ্‌ল সলাতের নিয়্যাতে ইমামের ইক্তিদা করা বৈধ অন্য দলীলের ভিত্তিতে।

হাদীসের শিক্ষা : ইক্বামাত বলাকালীন সময়ে অথবা ইক্বামাত বলার পরে ইমাম সলাত শুরু করার পরে নিয়মিত সুন্নাত বা অন্য কোন নাফ্‌ল সলাতে ব্যস্ত থাকা নিষিদ্ধ। চাই তা ফাজ্‌রের নিয়মিত সুন্নাত হোক বা অন্য কোন ওয়াক্তের নিয়মিত সুন্নাত হোক। চাই মাসজিদের ভিতরে হোক বা মাসজিদের কোন সাইটে বা খাবার পিছনে, অথবা কাতারের মাঝে বা কাতারের পিছনে অথবা মাসজিদের বাইরে দরজার নিকটে, সর্বাবস্থায় ইক্বামাত বলার পর নাফ্‌ল সলাত আদায় নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের নিয়মিত দু' রাক্‌'আত সুন্নাত

---

[১০০] সহীহ : মুসলিম ৭১০।

সলাত আদায় করেনি, সে ব্যক্তি কি ফাজ্‌রের সলাতে ইক্বামাতের সময় ঐ দু' রাক্'আত আদায় করবে? এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

(১) আহলে যাহিরদের মতে ইক্বামাত শ্রবণ করার পর ফাজ্‌রের সুন্নাত বা অন্য কোন নাফ্‌ল সলাত শুরু করা বৈধ নয়। আর হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এ মতটিকেই প্রাধান্য দেয়।

(২) ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ-এর মতে এ সময়ে ঐ দু' রাক্'আত সলাত বা কোন নাফ্‌ল সলাত আদায় করা মাকরূহ। তবে ইবনু কুদামাহ্ আল মুগনী গ্রন্থে বলেন : যখন সলাতের ইক্বামাত বলা হবে তখন নাফ্‌ল সলাত নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না রাক্'আত ছুটে যাবার আশংকা থাক বা না থাক। ইমাম শাফি'ঈর অভিমতও এটাই। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ আহলুয্ যাহিরদের মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

(৩) ইমাম মালিক-এর মতে যদি কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করার জন্য মাসজিদে প্রবেশ করার পর যদি ইক্বামাত বলা হয় তাহলে ইমামের সাথে সলাতে শারীক হবে এবং তখন আর ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করবে না। আর যদি মাসজিদে প্রবেশ না করে থাকে এবং রাক্'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে মাসজিদের বাইরে সুন্নাত আদায় করে নিবে। আর যদি প্রথম রাক্'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে ইমামের সাথে সলাতে শারীক হবে।

(৪) ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : যদি উভয় রাক্'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা করে এবং ইমাম ২য় রাক্'আতের রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পূর্বে তার সাথে শামিল না হতে পারে তাহলে ইমামের সাথে শারীক হবে।

আর যদি দু' রাক্'আত সুন্নাত আদায় করার পরও ইমামের সাথে ২য় রাক্'আতের রুকূ'তেও শামিল হতে পারে তাহলে মাসজিদের বাইরে দু' রাক্'আত আদায় করে ইমামের সাথে জামা'আতে শামিল হবে।

যারা ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পরও ফাজ্‌রের দু' রাক্'আত সুন্নাত আদায় করে ইমামের সাথে শামিল হওয়ার পক্ষে তারা বলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ, আবুদ্ দারদা, ইবনু 'আব্বাস এবং তাবি'ঈদের মধ্যে মাসরূক, আবূ 'উসমান আন্ নাহদী ও হাসান বাসরী (রহঃ) প্রভৃতি মনিষীগণ এরূপ করতেন। এর প্রতি উত্তরে আল্লামা 'আযীম আবাদী "ই'লাম আহলিল আস্‌র" নামক গ্রন্থে বলেন : সহাবীদের মধ্যে 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ মূসা আল আশ্'আরী ও হুযায়ফাহ্ এরূপ করা বৈধ মনে করতেন না। "'উমার কাউকে এরূপ করতে দেখলে তাকে প্রহার করতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার তার প্রতি কঙ্কর ছুঁড়ে মারতেন, আবূ হুরায়রাহ্ এরূপ করাকে অস্বীকার করতেন। আর আবূ মূসা এবং হুযায়ফাহ্ সুন্নাত না আদায় করে সলাতের কাতারে প্রবেশ করতেন। আর ইবনু 'আব্বাস থেকে তার বক্তব্য ও কর্মের মধ্যে অমিল পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থার বক্তব্যকেই দলীল হিসেবে ধরা হয়, কর্ম নয়। আর তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবনু জুবায়র ইবনু সীরীন, 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র ইব্‌রা-হীম নাখ্'ঈ এবং 'আত্বা, ইমামদের মাঝে শাফি'ঈ, আহমাদ, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক্ব এবং জমহূর মুহাদ্দিসীন এরূপ করা বৈধ মনে করেন না। ইবনু 'আবদুল বার বলেন : মতভেদ দেখা দিলে সুন্নাত তথা হাদীসই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যে ব্যক্তি সুন্নাতের আশ্রয় নিলো সে সফল হলো। ইক্বামাত হলে নাফ্‌ল সলাত পরিত্যাগ করে জামা'আতের পর তা আদায় করা সুন্নাতের অনুসরণের নিকটবর্তী। অতএব সে সৌভাগ্যবান যে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সুন্নাতের অনুসরণ করে। সুন্নাত শুরু করার পর ইক্বামাত হলে কি করবে?

কিছু আহলে যাহির এবং শাফি'ঈদের মাঝে আবূ হামিদ এবং অন্যরা বলেন : সুন্নাত পরিত্যাগ করবে। তাদের দলীল (فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) ইক্বামাত হয়ে গেলে ফারয সলাত ব্যতীত কোন সলাত নেই।

অন্যান্য 'আলিমগণ হাদীসের এ নিষেধাজ্ঞাকে "তোমাদের 'আমাল বিনষ্ট করো না" আল্লাহর এ বাণী দ্বারা খাস করেছেন। আবূ হামিদ শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, সুন্নাত পূর্ণ করতে গিয়ে যদি ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা ছুটে যায় তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমি (মুবারাকপূরী) বলছি : যদি ইক্বামাত হওয়ার পরও তার এক রাক্'আত সুন্নাত বাকী থাকে তাহলে সলাত ছেড়ে দিবে। আর যদি সাজদাতে অথবা তাশাহ্হুদে থাকে তাহলে সলাত ছেড়ে না দিয়ে তা পূর্ণ করলে কোন ক্ষতি নেই।

١٠٥٩ -[٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৫৯-[৮] ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। (বুখারী, মুসলিম)[১০১]

ব্যাখ্যা : (إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ) "তোমাদের কারো স্ত্রী যখন (তার স্বামীর কাছে) মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে"।

(১) হাদীস থেকে বুঝা যায় স্ত্রীকে মাসজিদে যেতে বারণ করা স্বামীর জন্য হারাম। ইমাম নাবাবী বলেন : এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম বুঝায় না বরং তা মাকরূহ।

(২) হাদীস থেকে এও বুঝা যায় যে, স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে কোন স্ত্রীর পক্ষে মাসজিদে যাওয়া বৈধ। আর স্বামীর পক্ষে তখনই স্ত্রীকে অনুমতি দেয়া বৈধ যখন ঐ মহিলা মাসজিদে যাওয়ার বৈধতার শর্তগুলো পূর্ণ করবে। নচেৎ নয়। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

(১) কোন প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না, (২) অতিরিক্ত সাজসজ্জা করবে না, (৩) এমন গহনা পরিধান করবে না যার আওয়াজ হয়, (৪) অহংকারী বস্ত্র পরিধান করবে না, (৫) পর পুরুষের সাথে সংমিশ্রণ ঘটবে না, (৬) যুবতী নারী হবে না যাদের ফিতনার মধ্যে পরার আশংকা আছে, (৭) রাস্তা নিরাপদ হবে, তাতে কোন প্রকার ফিতনার আশংকা থাকবে না। এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মাসজিদে অনুমতি দেয়া বৈধ। এতদসত্ত্বেও মহিলাদের ঘন ঘন মাসজিদে না যাওয়াই উচিত। কেননা হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, মেয়েদের মাসজিদে সলাত আদায় করার চাইতে ঘরে সলাত আদায় করাই আফযাল তথা উত্তম।

হানাফীদের মতে সলাতের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মাসজিদে যাওয়ার বৈধতা বৃদ্ধাদের বেলায় প্রযোজ্য এবং তা শুধুমাত্র মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্রের ক্ষেত্রে। আর তাদের পরবর্তী যুগের 'আলিমদের মতে বৃদ্ধাদের হুকুম যুবতীদের মতই। অর্থাৎ কারো পক্ষেই মাসজিদে যাওয়া বৈধ নয়। তারা এজন্য 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আসারকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি দেখতে পেতেন নারীরা যা করেছে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে মাসজিদে যেতে বারণ করতেন যেমন বানী ইসরাঈলের মহিলাদের বারণ করা হয়েছিল"। কিন্তু এ হাদীস প্রমাণ করে না যে, মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া অবৈধ। কেননা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শারী'আতের বিধান স্থির হয়ে গেছে। তারপরে কারো পক্ষেই শারী'আতের মধ্যে কোন বিধান নতুন করে জারী করার অধিকার নেই যা রসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত বিধানের পরিপন্থী। বরং 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বক্তব্যের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তা

---

[১০১] সহীহ : বুখারী ৮৭৩, মুসলিম ৪৪২।

রসূল ﷺ-এর বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অর্থাৎ মাসজিদে যাওয়ার জন্য সে সমস্ত শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

١٠٦٠ - [٩] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৬০-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিবি যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কোন নারী মাসজিদে গেলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (মুসলিম)[১০২]

ব্যাখ্যা : (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ) 'তোমাদের মধ্যে কোন নারী যখন মাসজিদে উপস্থিত হবে' অর্থাৎ মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে (فَلَا تَمَسَّ طِيبًا) তবে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে। অর্থাৎ সুগন্ধি না লাগায়। মুসলিমের বর্ণনায় আছে "তোমাদের মধ্যকার কোন নারী যখন 'ইশার সলাতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করে সে যেন ঐ রাতে সুগন্ধি না লাগায়"। এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মাসজিদে যাইতে চাইলে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। তবে মাসজিদ থেকে ফিরে এসে যদি সুগন্ধি লাগায় তবে কোন ক্ষতি নেই।

١٠٦١ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৬১-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সব মহিলা সুগন্ধি লাগায় তারা যেন 'ইশার সলাতে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ না করে। (মুসলিম)[১০৩]

ব্যাখ্যা : (فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) সে যেন আমাদের সাথে 'ইশার সলাতে উপস্থিত না হয়। কেননা এ সময়টা অন্ধকার থাকে, আর সুগন্ধি মানুষের মনের শাহ্ওয়াত তথা যৌন খাহেশ বাড়িয়ে দেয়।

ফলে এ সময়ে মহিলা ফিতনাহ্ থেকে নিরাপদ নয়। তাই বিশেষভাবে এ সময়ে মহিলাদেরকে এ অবস্থায় মাসজিদে উপস্থিত হতে বারণ করা হয়েছে। তাছাড়া পূর্বে এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, তা যে সময়েই হোক না কেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٦٢ - [١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৬২-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মাসজিদে আসতে নিষেধ করো না। তবে সলাত আদায়ের জন্য তাদের জন্যে ঘরই উত্তম। (আবূ দাউদ)[১০৪]

---

[১০২] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪৩।

[১০৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪৪।

ব্যাখ্যা : (بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) "ঘর তাদের জন্য উত্তম" অর্থাৎ ঘরে সলাত আদায় করা তাদের জন্য উত্তম মাসজিদে সলাত আদায় করার চাইতে। কেননা ঘর তাদের জন্য নিশ্চিতভাবে নিরাপদ।

١٠٦٣ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৬৩-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের তাদের ঘরের মাঝে সলাত আদায় করা তাদের বাইরের ঘরে সলাত আদায় করার চেয়ে ভাল। আবার কোন কামরায় তাদের সলাত আদায় করা তাদের ঘরে সলাত আদায় করার চেয়ে ভাল। (আবূ দাউদ)[১০৫]

ব্যাখ্যা : (وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) "বাড়ীর প্রশস্ত আঙিনায় সলাত আদায় করার চাইতে ঘরের ছোট প্রকোষ্টে সলাত আদায় করা তাদের জন্য উত্তম। কেননা তাদের প্রতি এ নির্দেশের ভিত্তি হচ্ছে পর্দা। কাজেই যেখানে যত বেশী পর্দা রক্ষিত হবে সেখানে সলাত আদায় করা তাদের জন্য উত্তম।

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর মূল কথা হলো "পুরুষের জন্য মহিলাদেরকে মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া তখনই ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব যখন তারা সুগন্ধি, গহনা ও সাজসজ্জা বর্জন করবে। পক্ষান্তরে তারা যখন এগুলো বর্জন না করবে তখন পুরুষের পক্ষে তাদের স্ত্রীদেরকে মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া ওয়াজিব নয়।

আর সর্বাবস্থায় ঘরে সলাত আদায় করাই তাদের জন্য উত্তম মাসজিদে সলাত আদায় করার চাইতে। ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এ হাদীসটিই তার প্রমাণ।

١٠٦٤ -[١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১০৬৪-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাহবুব আবুল ক্বাসিম (রসূলুল্লাহ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : ঐ মহিলার সলাত কবূল হবে না যে সুগন্ধি মেখে মাসজিদে যায়, যতক্ষণ সে গোসল না করে নাপাকী থেকে গোসল করার ন্যায়। (আবূ দাউদ, আহ্মাদ, নাসায়ী)[১০৬]

ব্যাখ্যা : (تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ) "মাসজিদের জন্য সুগন্ধি লাগায়" অর্থাৎ মাসজিদে যাওয়ার জন্য সুগন্ধি লাগায়।

(حَتّٰى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ) যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানাবাতের গোসলের মতো গোসল করে" অর্থাৎ জানাবাত তথা নাপাকী দূর করার জন্য যেরূপ নাপাকী দূর না হওয়া পর্যন্ত গোসল করতে হয়। অনুরূপভাবে পূর্ণভাবে সুগন্ধি দূর না হওয়া পর্যন্ত গোসল করবে। অতঃপর চাইলে সে মাসজিদে যাবে। যদিও আবূ দাউদে বর্ণিত এ হাদীসটি দুর্বল 'আসিম ইবনু 'উবায়দুল্লাহ নামক রাবীর দুর্বলতার কারণে তথাপি হাদীসটির অর্থ সঠিক। কেননা ইবনু খুযায়মাহ্ ও বায়হাক্বী মূসা ইবনু ইয়াসার সূত্রে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

[১০৪] **সহীহ লিগায়রিহী** : আবূ দাউদ ৫৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৩।
[১০৫] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৫৭০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৫।
[১০৬] **সহীহ** : আহমাদ ৯৯৩৮, আবূ দাউদ ৪১৭৪, সহীহ আল জামি' ৭৩৮৫।

থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ লায়স ইবনু আবী সুলায়ম-এর বরাতে 'আবদুল কারীম সূত্রে আবূ রূহম-এর মুক্ত গোলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী সাফওয়ান ইবনু সুলায়ম-এর বরাতে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির সূত্রে আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

١٠٦٥ -[١٤] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا». يَعْنِي زَانِيَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১০৬৫-[১৪] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : প্রতিটি চক্ষুই ব্যভিচারী। আর যে মহিলা সুগন্ধি দিয়ে পুরুষদের সভায় যায় সে এমন এমন অর্থাৎ ব্যভিচারকারিণী। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১০৭]

ব্যাখ্যা : (كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ) "সকল চক্ষুই যিনাকারী" অর্থাৎ যে চোখ আয়নাবী তথা যাকে দেখা বৈধ নয় তার দিকে শাহওয়াতের তথা যৌন কামনার দৃষ্টিতে তাকায় সে চোখ যিনাকারী। কেননা চোখ দ্বারা তাকানোটাই যিনা। "মহিলা যখন সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষের মাজলিসের নিকট দিয়ে গমন করে তখন সে মহিলা যিনাকারিণী। কেননা উক্ত মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষের যৌন কামনাকে উসকে দিয়েছে। যা তার দিকে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর যে ব্যক্তি তার দিকে তাকালো সে চোখের যিনা করল। উক্ত মহিলাই এ যিনার কারণ হওয়ার ফলে ঐ মহিলা যিনার অপরাধে অপরাধী। তাই এ যিনার পাপও তার উপর বর্তাবে।

١٠٦٦ -[١٥] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১০৬৬-[১৫] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। তিনি (সাঃ) সালাম ফিরানোর পর বললেন, অমুক লোক কি হাযির আছে? সহাবীগণ বললেন, না। তিনি (সাঃ) পুনরায় বললেন, অমুক লোক কি হাযির আছে? সহাবীগণ বললেন, না। তারপর তিনি (সাঃ) বললেন, সব সলাতের মাঝে এ দু'টি সলাত (ফাজ্‌র ও 'ইশা) মুনাফিক্বদের জন্যে খুবই কষ্টসাধ্য। তোমরা যদি জানতে এ দু'টি সলাতের মাঝে কত পুণ্য, তাহলে তোমরা হাঁটুর উপর ভর করে হলেও সলাতে আসতে। সলাতের প্রথম কাতার মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্‌তাদের) কাতারের মতো (মর্যাদাপূর্ণ)। তোমরা যদি প্রথম কাতারের ফাযীলাত জানতে তবে এতে অংশগ্রহণ করার জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছার চেষ্টা করতে। আর একা একা সলাত আদায় করার চেয়ে অন্য একজন লোকের সঙ্গে মিলে সলাত আদায় করা অনেক সাওয়াব। আর দু'জনের সাথে মিলে সলাত আদায় করলে একজনের

---

[১০৭] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২৭৮৬, আবূ দাঊদ ৪১৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ২০১৯, সুনান আল কুবরা ৯৪২২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৬৮১, ইবনু হিব্বান ৪৪২৪।

সাথে সলাত আদায় করার চেয়ে অধিক সাওয়াব পাওয়া যায়। আর যত বেশী মানুষের সঙ্গে মিলে সলাত আদায় করা হয়, তা আল্লাহর নিকট তত বেশী প্রিয়। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১০৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ) "এ দু'টি সলাত" অর্থাৎ 'ইশা ও ফাজ্‌র (أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ) মুনাফিক্বদের উপর খুব বেশী ভারী। এতে বুঝা যায় যে, সকল সলাতই মুনাফিক্বদের জন্য ভারী। কিন্তু 'ইশা অধিক ভারী এ কারণে যে, তখন আরামের সময় আর ফাজ্‌রের সলাত এ জন্য ভারী যে, তা স্বাদের ঘুমের সময়। যেহেতু মুনাফিক্ব ব্যক্তি সলাতের সাওয়াবে বিশ্বাসী নয় কাজেই তাতে তার প্রতি ধর্মীয় কোন আবেদন নেই।

মূলত মুনাফিক্ব ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশে সলাত আদায় করে থাকে। আর এ সলাত দু'টি রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে তার স্বার্থ অনুপস্থিত, যেহেতু লোকজন তার সলাতের গমনাগমন দেখতে পাবে না ফলে তাতে দুনিয়াবী আবেদনও অনুপস্থিত ফলে এ সলাত আদায় করা তাদের জন্য কষ্টকর।

(وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ) যাতে লোকের সমাগম বেশী হয় তা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। এতে বুঝা গেল যে, যে জামা'আতের লোক সংখ্যা বেশী তা ঐ জামা'আতের চাইতে উত্তম যাতে লোক সংখ্যা কম। এতে জামা'আতের মর্যাদার ভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, যদিও জামা'আত হিসেবে সকল জামা'আতই সাতাশ গুণ মর্যাদার অধিকারী। এ হাদীস তাদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে যারা বলে যে, সকল জামা'আতের মর্যাদাই সমান, চাই লোক সংখ্যা বেশী হোক বা কম হোক।

١٠٦٧ -[١٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১০৬৭-[১৬] আবুদ্ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যে গ্রামে বা জঙ্গলে তিনজন মানুষ বসবাস করবে, সে স্থানে জামা'আতে সলাত আদায় করা না হলে তাদের ওপর শায়ত্বন জয়ী হয়। অতএব তুমি জামা'আতকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১০৯]

ব্যাখ্যা : (قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ) "শায়ত্বন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে" অর্থাৎ শায়ত্বন তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে এভাবে চেপে বসে যে, সে তাদেরকে তার অভিমুখী করে ফেলে এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ বিদূরীত করে ফেলে।

(فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ) "তুমি জামা'আতকে আঁকড়িয়ে ধরো" কেননা শায়ত্বন জামা'আত থেকে দূরে থাকে এবং যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তার ওপর চেপে বসে। পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল রাখালের দৃষ্টি থেকে দূরে থাকার কারণে যেরূপ তা বাঘে খেয়ে ফেলে অনুরূপভাবে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে ব্যক্তি একাকী সলাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় শায়ত্বন তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জামা'আতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব।

---

[১০৮] **হাসান লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ৫৫৫, নাসায়ী ৮৪৩, সহীহ আত্ তারগীব ৪১১।

[১০৯] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৪৭, আহমাদ ২৭৫১৪।

١٠٦٨ - [١٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ» قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

১০৬৮-[১৭] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক মুয়ায্যিনের আযান শ্রবণ করল এবং আযান শেষে সলাতের জামা‘আতে হাযির হতে তার কোন বাধা সৃষ্টিকারী ওযর না থাকে। লোকেরা প্রশ্ন করল, ওযর কি? তিনি (ﷺ) বললেন, ভয় বা রোগ (জামা‘আত ছেড়ে দেয়ায়) তারা সলাত কবূল হবে না যা সে আদায় করেছে। (আবূ দাঊদ, দারাকুত্বনী)[১১০]

ব্যাখ্যা : (لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى) “তার সে সলাত কবূল হবে না যে সলাত সে আদায় করেছে। অর্থাৎ ফারয সলাতের আযান শ্রবণ করার পরও যে ব্যক্তি জামা‘আতে হাযির না হয়ে বাড়ীতেই সলাত আদায় করবে কোন ওযর অথবা অসুস্থতা ব্যতীত তার সে সলাত গ্রহণ করা হবে না। ইমাম নাবাবী বলেন : তার সলাত গ্রহণ করা হবে না এর অর্থ হলো এতে সে সাওয়াব পাবে না যদিও সে সলাত আদায় না করার পাপ থেকে নিস্কৃতি পাবে। যদিও হাদীসটি জামা‘আতে সলাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল, কিন্তু এ হাদীসে আবূ জানাব ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী হাইয়্যা আল কালবী নামক একজন রাবী আছেন তিনি দুর্বল এবং মুদাল্লিস। আর তিনি এটি (عنعن) ‘আন্‘আনা প্রকারে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি দুর্বল।

١٠٦٩ - [١٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১০৬৯-[১৮] ‘আবদুল্লাহ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : সলাতের ইক্বামাত হয়ে গেলে তখন তোমাদের কারো পায়খানার বেগ ধরলে সে যেন আগে পায়খানা করে নেয়। (তিরমিযী, মালিক, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১১১]

ব্যাখ্যা : (وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ) “তোমাদের কারো ওপর যখন পায়খানার বেগ চেপে বসে সে যেন আগে পায়খানার কাজ সেরে নেয়”। কেননা পায়খানার চাপ নিয়ে যদি সে সলাতে দাঁড়ায় তাহলে তার খুশু‘ ও একাগ্রতাকে বিনষ্ট করবে। তাই এ ব্যক্তির জন্য জামা‘আত ছেড়ে দেয়া বৈধ। অতএব পায়খানা বা পেশাবের অতিরিক্ত চাপ জামা‘আত ছেড়ে দেয়ার জন্য একটি বৈধ ওযর।

হাদীসের শিক্ষা : পায়খানা, পেশাবের চাপ অনুভবকারী ব্যক্তি সলাতে দাঁড়াবে না। এ অবস্থায় সলাত আদায় করা মাকরূহ। এতে জামা‘আত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাক অথবা না থাক। যদিও এ অবস্থায় সলাত আদায় করলে তার সলাত হয়ে যাবে।

---

[১১০] **য‘ঈফ :** আবূ দাঊদ ৫৫১, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫৬৩৪, দারাকুত্বনী ১৫৫৭। কারণ এর সানাদে আবূ জানাব ইয়াহ্ইয়া বিন আবূ হাইয়্যাহ্ আল কালবী একজন দুর্বল মুদ্দাল্লিস রাবী।

[১১১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৪২, আবূ দাঊদ ৮৮, দারিমী ১৪৬৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৬৫২, সহীহ আল জামি‘ ৩৭৩।

١٠٧٠ -[١٩] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يَنْظُرْ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوَهُ

১০৭০-[১৯] সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন : তিনটি জিনিস এমন আছে যা করা কারো জন্যে বৈধ নয়। প্রথম, কোন লোক যদি কোন জামা'আতে ইমামতি করে, দু'আয় জামা'আতকে অংশগ্রহণ না করে শুধু নিজের জন্য দু'আ করে। যদি সে এমন করে তাহলে সে জামা'আতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। দ্বিতীয়, কোন ব্যক্তি যেন কারো ভেতর বাড়িতে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। যদি কেউ এমন করে তবে সে ব্যক্তি ঐ ঘরওয়ালাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তৃতীয়, কারো পায়খানায় যাওয়ার দরকার হলে সে তা থেকে হালকা না হয়ে সলাত আদায় করবে না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[১১২]

ব্যাখ্যা : (لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ) "কোন ব্যক্তি কোন ক্বওমের ইমামাতকালে সে যেন তাদের বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ না করে।" এ হাদীস থেকে বুঝা যায় সলাতের মধ্যে দু'আতে মুক্তাদীদের শারীক না করে ইমামের শুধু নিজের জন্য দু'আ করা মাকরূহ। কিন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাতে ইমামতিকালে সলাতে, রুকূ'তে, সাজদাতে, তাশাহুদে একবচনের শব্দ ব্যবহার করে শুধু নিজের জন্য দু'আ করেছেন। এ বৈপরীত্য দূরীকরণার্থে মনিষীগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

(১) সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য এ হাদীসটি "মাওযূ' (বানোয়াট)"। (২) দু'আ বলতে দু'আ কুনূত। কেননা বায়হাক্বীর বর্ণনাতে কুনূতের দু'আতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) ইমাম একবচনের শব্দ ব্যবহার করে দু'আ করলে ও নিয়্যাতের মধ্যে মুক্তাদীদের শামিল করবে। তা দু'আ কুনূতই হোক বা রুকূ' অথবা সাজদাহ্-এর দু'আ হোক।

(فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ) "কেউ এরূপ করলে সে খিয়ানাত করল।" অর্থাৎ বাড়ীর মালিক-এর অনুমতি ব্যতীত কেউ যদি বাড়ীর অভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে সে বিনা অনুমতিতে বাড়ীতে প্রবেশের অপরাধে অপরাধী হলো। ত্বীবী বলেন : অনুমতির বিধান এজন্য যে, যাতে কেউ অপরের গুপ্ত বিষয় দেখে না ফেলে। তাই বাড়ীর অভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে গুপ্ত বিষয় দেখা খিয়ানাত তথা বিনা অনুমতিতে বাড়ীতে প্রবেশতুল্য অপরাধ।

١٠٧١ -[٢٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهٖ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১০৭১-[২০] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : আহার বা অন্য কোন কারণে সলাতে দেরি করবে না। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১১৩]

---

[১১২] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৬৩৩, য'ঈফ আল জামি' ২৫৬৫। কারণ এর সানাদে ইযতিরাব এবং জাহালা রয়েছে। ইবনু তায়মিয়্যাহ্ এবং ইবনুল কুইয়্যিম (রহঃ) হাদীসটিকে অকাট্যভাবে য'ঈফ বলেছেন। এমনকি ইবনু খুযায়মাহ্ প্রথম অংশকে মাওযূ' বলেছেন। তবে বাকী অংশটুকুর শাহিদ রয়েছে।

[১১৩] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৭৫৮, য'ঈফ আল জামি' ৬১৮২। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন মায়মূন আয্ যা'ফারানী একজন বিতর্কিত রাবী। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

ব্যাখ্যা : "খাবারের জন্য বা অন্য কোন কারণে সলাত বিলম্বিত করো না।" অর্থাৎ খাবারের কারণে বা অন্য কোন কারণে সলাতকে তার নির্ধারিত সময়ের পরে আদায় করবে না। যে হাদীসে খাবার উপস্থাপন করা হলে ইক্বামাত বলা সত্ত্বেও আগে খাবার খেতে বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র সলাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিলম্বে আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সলাতের ওয়াক্ত অতিক্রম করে বিলম্বিত করার অনুমতি দেয়া হয়নি। মোটকথা হলো সলাতকে অন্য সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তবে যে ক্ষেত্রে সলাতের ওয়াক্ত প্রশস্ত থাকে এবং বিলম্ব করার বৈধ কোন কারণে ঘটে সে ক্ষেত্রে তা বিলম্বিত করা বৈধ। কিন্তু ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে গেলে কোন কারণেই তা বিলম্বিত করা বৈধ নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٧٢ -[٢١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৭২-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের দেখেছি জামা'আতে সলাত আদায় করা থেকে শুধু মুনাফিক্বরাই বিরত থাকত যাদের মুনাফিক্বী অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল অথবা রুগ্ন লোক। তবে যে রুগ্ন লোক দু'ব্যক্তির ওপর ভর করে চলতে পারতো সেও জামা'আতে আসত। এরপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে হিদায়াতের পথসমূহ শিখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শিখানো হিদায়াতের পথসমূহ থেকে একটি এই যে, যে মাসজিদে আযান দেয়া হয় সেটাতে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা।

অপর একটি বর্ণনায় আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহর সাথে পূর্ণ মুসলিম হিসেবে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত উপযুক্ত সময়ে আদায় করার প্রতি যত্নবান হয়ে যেখানে সলাতের জন্যে আযান দেয়া হয় সেখানে সলাত আদায় করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রসূলের জন্যে 'সুনানুল হুদা' (হিদায়াতের পথ) নির্দিষ্ট করেছেন। জামা'আতের সাথে এ পাঁচ বেলা সলাত আদায় করাও এ 'সুনানুল হুদার' মধ্যে একটি অন্যতম। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে সলাত আদায় কর, যেভাবে এ পিছে পড়ে থাকা লোকগুলো (মুনাফিক্ব) তাদের বাড়িতে সলাত আদায় করে, তবে

তোমরা অবশ্যই তোমাদের নাবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। যদি তোমরা তোমাদের নাবীর হিদায়াতসমূহ ছেড়ে দাও তাহলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। তোমাদের মধ্যে যারা ভাল করে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর এসব মাসজিদের কোন মাসজিদে সলাত আদায় করতে যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী দান করবেন, তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করবেন এবং তার একটি পাপ মাফ করে দেন। আমি আমাদেরকে দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক্বরা ছাড়া অন্য কেউ সলাতের জামা'আত থেকে পিছে থাকতো না বরং তাদেরকে দু'জনের কাঁধে হাত দিয়ে এনে সলাতের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। (মুসলিম)[১১৪]

ব্যাখ্যা : (مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ) "মুনাফিক্ব ব্যতীত কেউ সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকত না"। এতে বুঝা গেল যে, সলাত আদায় থেকে বিরত থাকার কারণ হলো নিফাক্ব।

(سُنَنُ الْهُدَى) হিদায়াতের তরীকা বা পদ্ধতি। এখানে সুন্নাত দ্বারা পরিভাষাগত সুন্নাত উদ্দেশ্য নয় বরং শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য।

(لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ) "তোমরা যদি তোমাদের নাবীর সুন্নাত (পদ্ধতি) ছেড়ে দাও তাহলে তোমরা গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হয়ে যাবে"। অর্থাৎ তোমাদের নাবীর বর্ণিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করার কারণে তা তোমাদেরকে কুফ্‌রীর দিকে নিয়ে যাবে। এভাবে যে, তোমরা ধীরে ধীরে ইসলামের মৌলিক বিষয় ছেড়ে দিতে থাকবে ফলে তোমরা ধীরে ধীরে ইসলামের সীমানা পেরিয়ে তার গণ্ডির বহির্ভূত হয়ে পড়বে।

١٠٧٣ - [٢٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِيْ يُحْرِقُوْنَ مَا فِي الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১০৭৩-[২২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহানাবী ﷺ ইরশাদ করেন : যদি ঘরে নারী ও শিশুরা না থাকত তবে আমি 'ইশার সলাতের জামা'আত আদায় করতাম এবং আমার যুবকদেরকে (জামা'আত ত্যাগকারী) মানুষদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতাম। (আহ্‌মাদ)[১১৫]

ব্যাখ্যা : (لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ) "ঘরে যদি মহিলা ও শিশু না থাকত" অত্র হাদীসে সলাতের জামা'আতের উপস্থিত না হয়ে যারা নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে নাবী ﷺ তাদের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকার কারণ বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো নারী ও শিশু। যেহেতু নারীদের সলাতের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক নয় এবং শিশুদের ওপর সলাত ফারয নয়। ফলে তারা বাড়ীতেই অবস্থান করে। তাই তাদের কারণে নাবী ﷺ স্বীয় ইচ্ছা থেকে বিরত থাকলেন।

١٠٧٤ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّيَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১০৭৪-[২৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন : তোমরা যখন মাসজিদে থাকবে আর সে মুহূর্তে আযান দিলে তোমরা সলাত আদায় না করে মাসজিদ ত্যাগ করবে না। (আহমাদ)[১১৬]

---

[১১৪] সহীহ : মুসলিম ৬৫৪।

[১১৫] যঈফ : আহমাদ ৮৭৯৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ২২৫। কারণ এর সানাদে আবূ মা'মার একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : "যখন তোমরা মাসজিদে থাক আর এমতাবস্থায় আযান দেয়া হয় তখন তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন সলাত আদায় না করে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে না যায়।"

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আযান হওয়ার পরে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। তবে সাধারণ হুকুমকে অন্য হাদীস দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়েছে। বুখারীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে "ইক্বামাত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় কক্ষ থেকে সলাত আদায়ের উদ্দেশে বেরিয়ে এলেন। কাতার সোজা করার পর যখন তিনি (ﷺ) স্বীয় মুসল্লাতে দাঁড়ালেন আর আমরা তার তাকবীরের অপেক্ষায়, তখন তিনি চলে গেলেন আর বললেন : তোমরা স্বীয় স্থানে অপেক্ষা করো। আমরা এ অবস্থায় অবস্থান করলাম। এরপর তিনি (ﷺ) ফিরে এলেন, গোসল করার কারণে তাঁর মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিল।

এ হাদীস থেকে জানা যায়, আযান হওয়ার পরে মাসজিদ থেকে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞা তার জন্য প্রযোজ্য যার কোন প্রয়োজন নেই। তবে যার প্রয়োজন আছে, গোসল, উযূ, পায়খানা-পেশাবের চাপ ইত্যাদি যা দূর না করলে সলাত আদায় করা যায় না অথবা অন্য মাসজিদের ইমাম এদের জন্য বের হওয়া বৈধ।

আর ওযর ব্যতীত সকল 'আলিমদের মতে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ।

١٠٧٥ - [٢٤] وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৭৫-[২৪] আবূ শা'সা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক আযান শেষে মাসজিদ থেকে চলে গেলে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বললেন, এ লোক আবুল ক্বাসিম (ﷺ)-এর নাফরমানী করল।[১১৭]

ব্যাখ্যা : (أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ) "এ ব্যক্তি আবুল ক্বাসিম (ﷺ)-এর অবাধ্য হলো"। এ থেকে বুঝা যায় আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) জানতেন যে, ঐ ব্যক্তির বেরিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

হাদীস থেকে এও জানা গেল, যে ব্যক্তি আযানের পরে মাসজিদে অবস্থান করে সলাত আদায় করল সে ব্যক্তি আবুল ক্বাসিম (ﷺ)-এর আনুগত্য করল।

হাদীসের শিক্ষা : আযান হয়ে যাওয়ার পর বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া হারাম।

١٠٧٦ - [٢٥] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১০৭৬-[২৫] 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোন লোক মাসজিদে থাকা অবস্থায় আযান দেয়ার পর বিনা ওযরে বের হলে ও আবার ফিরে আসার ইচ্ছা না থাকলে সে লোক মুনাফিক্ব। (ইবনু মাজাহ)[১১৮]

ব্যাখ্যা : (فَهُوَ مُنَافِقٌ) "সে ব্যক্তি মুনাফিক্ব"। অর্থাৎ সে অবাধ্য, অপরাধী। অথবা এর অর্থ হলো জামা'আত ত্যাগ করার ক্ষেত্রে মুনাফিক্বের ন্যায়। অথবা সে মুনাফিক্বের ন্যায় কাজ করল। কেননা প্রকৃত মু'মিনের কাজ এরূপ নয়। এ হাদীসের সানাদে দু'জন রাবী "আবদুল জাব্বার ইবনু আল্ আয়লী এবং

---

[১১৬] **য'ঈফ :** আহমাদ ১০৯৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭৫। কারণ এর সানাদে বর্ণনাকারী শারীক একজন খারাপ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

[১১৭] **সহীহ :** মুসলিম ৬৫৫।

[১১৮] সহীহ লিগায়রিহ : ইবনু মাজাহ্ ৭৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ২১৩।

ইসহাক্ব ইবনু 'আবদুল্লাহ" দুর্বল। তবে এর শক্তিশালী শাহিদ রয়েছে, যেমন বায়হাক্বীতে সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন : ওযর ছাড়া মুনাফিক্ব ব্যতীত কোন ব্যক্তি আযান হওয়ার পর মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় না। বায়হাক্বী ২য় খণ্ড, ৫৬ পৃঃ, ত্ববারানীর আওসাতে আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ থেকেও এর শাহিদ রয়েছে। অতএব হাদীসটি 'আমালযোগ্য।

١٠٧٧ -[٢٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

১০৭৭-[২৬] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে লোক আযানের শব্দ শুনল অথচ এর জবাব দিলো না তাহলে তার সলাত হলো না। তবে কোন ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। (দারাকুত্বনী)[119]

ব্যাখ্যা : (فَلَمْ يُجِبْهُ) "সে ডাকে সাড়া দিলো না"। অর্থাৎ মাসজিদে উপস্থিত হলো না। (فَلَا صَلَاةَ لَهُ) "তার সলাত নেই"। অর্থাৎ তার ঐ সলাত আদায় হলো না যদিও সে অন্যত্র ঐ সলাত আদায় করে থাকে। এ হাদীসের প্রকাশমান অর্থ হলো, যে মাসজিদে আযান হয়েছে সেখানে জামা'আতে সলাত আদায় করা সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। যদি আযান শ্রবণকারী ঐ জামা'আত ত্যাগ করে তাহলে তার সলাত বাতিল। কিন্তু জমহূর 'আলিমগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাই তারা এর ব্যাখ্যায় বলেন : তার সলাত পূর্ণ হলো না। অর্থাৎ পূর্ণ সাওয়াব পেলো না অথবা এ সলাতে তার সাওয়াব অর্জিত হলো না যদিও সলাত পরিত্যাগ করার অপরাধ থেকে রেহাই পেল।

١٠٧٨ -[٢٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحَيَّهَلَا». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১০৭৮-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মাদীনায় ক্ষতিসাধনকারী অনেক জানোয়ার ও হিংস্র জন্তু আছে। আর আমি একজন জন্মান্ধ লোক। এ সময় আপনি কি আমাকে (জামা'আতে যাওয়া থেকে) অবকাশ দিতে পারেন? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি *"হাইয়্যা 'আলাস সলা-হ্, হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ"* শব্দ শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ (আমি শুনতে পাই)। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমাকে জামা'আতে আসতে হবে। তাকে তিনি (ﷺ) জামা'আত ত্যাগের অনুমতি দিলেন না। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[120]

ব্যাখ্যা : (وَلَمْ يُرَخِّصْ) "রসূল ﷺ তাকে জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিলেন না।"

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকের জন্যই জামা'আতে শামিল হওয়া ওয়াজিব যারা আযান শুনতে পায়। যদি তা না হত তাহলে অবশ্যই দুর্বল ও অন্ধ ব্যক্তি জামা'আত পরিত্যাগ করার অনুমতি পেত। তবে যারা বলেন জামা'আতে শামিল হওয়া ওয়াজিব নয় তারা এ হাদীসের বিভিন্ন প্রকার জওয়াব দিয়ে থাকেন যা প্রথম পরিচ্ছেদে আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে।

---

[119] সহীহ : ইবনু মাজাহ্ ৭৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ৪২১, দারাকুত্বনী ১৫৫৫।

[120] সহীহ : আবূ দাউদ ৫৫৩, নাসায়ী ৮৫১।

١٠٧٩ ـ[٢٨] وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১০৭৯-[২৮] উম্মুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট রাগান্বিত অবস্থায় আসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, কোন্ জিনিস তোমাকে এত রাগান্বিত করল? জবাবে আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মাঝে জামা'আতে সলাত আদায় করা ব্যতীত আর কোন কিছুই দেখতে পাই না মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাতের। (বুখারী)[১২১]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا) "তবে তারা 'জামা'আতে সলাত আদায় করে।" এখানে আবুদ্ দারদার উদ্দেশ্য হলো যারা জামা'আতে সলাত আদায় করে তারা তো এ কাজটি রসূল ﷺ-এর অনুসরণেই করে এতে কোন ত্রুটি নেই। তবে তাদের অন্যান্য সকল 'আমালেই ত্রুটি দেখা যায়। আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ উক্তি ছিল 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতের শেষ যামানায়। যদি সে যামানায় সলাত আদায়কারীদের অন্যান্য 'আমাল ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাদের পরে যারা এসেছে তাদের 'আমালের অবস্থা কিরূপ তা সহজেই অনুমেয়।

١٠٨٠ ـ[٢٩] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَإِنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ

১০৮০-[২৯] আবূ বাক্র ইবনু সুলায়মান ইবনু আবূ হাসমাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাজ্‌রের সলাতে (আমার পিতা) সুলায়মানকে হাযির পাননি। সকালে 'উমার হাটে গেলেন। সুলায়মানের বাড়ীটি মাসজিদ ও হাটের মাঝামাঝি স্থানে। তিনি সুলায়মান-এর মা শিফা-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা আজ সুলায়মানকে ফাজ্‌রের জামা'আতে দেখলাম না! সুলায়মানের মা উত্তর দিলেন, আজ সারা রাতই সুলায়মান সলাতে অতিবাহিত করেছে। তাই ঘুম তার ওপর বিজয়লাভ করেছে। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি সারা রাত সলাতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে আমার নিকট ফাজ্‌রের সলাতের জামা'আতে অংশগ্রহণ করাটা বেশী প্রিয়। (মালিক)[১২২]

ব্যাখ্যা : (لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً) "জামা'আতে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করা আমার নিকট সারারাত নাফ্‌ল সলাত আদায় করার চেয়ে অধিক প্রিয়।" এতে বুঝা যায় নাফ্‌ল সলাতের কারণে ফারয সলাতের জামা'আত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা তা নাফ্‌লের চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

١٠٨١ ـ[٣٠] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

---

[১২১] সহীহ : বুখারী ৬৫০, আহমাদ ২১১৯৩।

[১২২] সহীহ : মালিক ২৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ৪২৩।

১০৮১-[৩০] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : দু'ব্যক্তি ও এর বেশী হলে সলাতের জামা'আত হতে পারে। (ইবনু মাজাহ্)[১২৩]

ব্যাখ্যা : "দুই ও ততোধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে জামা'আত হয়।" অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তি একত্রে সলাত আদায় করলে জামা'আতে সাওয়াব পাবে। অতএব কোন স্থানে দু'জন ব্যক্তি থাকলে তাদের জামা'আত সহকারে সলাত আদায় করা উচিত, একাকী নয়।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, জামা'আতের সর্বনিম্ন সংখ্যা দু'জন। একজন ইমাম, একজন মুক্তাদী। মুক্তাদী চাই পুরুষ, শিশু অথবা মহিলা যেই হোক না কেন। হাদীসটি যদিও য'ঈফ কিন্তু বুখারীতে বর্ণিত মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস এটিকে সমর্থন করে। তাতে আছে নাবী (সাঃ) তাকে বললেন : যখন সলাতের সময় হবে তখন আযান দিবে ইক্বামাত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বয়সে বড় তিনি ইমামাত করবে। নাবী (সাঃ) দু'জনের মধ্যে বড় জনকে ইমামাতের আদেশ এজন্য দিয়েছেন যাতে জামা'আতের ফাযীলাত অর্জিত হয়। অতএব এটা প্রমাণিত হলো যে, দু'জনেই জামা'আত হয়।

١٠٨٢ -[٣١] وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ». فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ.

১০৮২-[৩১] বিলাল ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : মহিলারা মাসজিদে যাওয়ার জন্যে তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে, তোমরা মাসজিদে গমন থেকে বাধা দিয়ে তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত করো না। বিলাল (রহঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি তাদেরকে নিষেধ করব। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বিলালকে বললেন, আমি বলছি, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন", আর তুমি বলছ, তুমি অবশ্যই তাদের বাধা দিবে।[১২৪]

ব্যাখ্যা : (لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ) "মহিলারা যদি তোমাদের নিকট মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাদেরকে মাসজিদের যাওয়ার সাওয়াব অর্জনে তাদেরকে বারণ করবে না।"

(وَتَقُوْلُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ) "তুমি বলছ অবশ্যই আমি তাদেরকে বারণ করব"। অর্থাৎ আমি নাবী (সাঃ) থেকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। অথচ তুমি তার মুকাবিলায় তোমার অভিমত প্রকাশ করছ।

١٠٨٣ -[٣٢] وَفِي رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৮৩-[৩২] এক বর্ণনায় আছে, সালিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বিলাল-এর সামনাসামনি হয়ে অনেক গালাগাল করলেন। আমি কখনো তার মুখে

---

[১২৩] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ্ ৯৭২, দারাকুত্বনী ১০৮৮, য'ঈফ আল জামি' ১৩৭। কারণ এর সানাদে রুবাই দুর্বল রাবী এবং তার পিতা বাদ্‌র মাজহূল রাবী।

[১২৪] সহীহ : মুসলিম ৪৪২।

এরূপ গালাগালি শুনিনি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে অবহিত করছি, এ কথা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। আর তুমি বলছ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তাদেরকে ফিরাব। (মুসলিম)[১২৫]

ব্যাখ্যা : (فَسَبَّهُ سَبًّا) "ফলে তিনি তাকে গালি দিলেন।" ত্বাবারানীর বর্ণনাতে এসেছে, তিনি তাকে লা'নাত করলেন তথা অভিশাপ দিলেন তিনবার।

١٠٨٤ -[٣٣] وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ» . فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ: فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ هٰذَا؟ قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১০৮৪-[৩৩] মুজাহিদ (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যেন তার স্ত্রীকে মাসজিদে আসতে বাধা না দেয়। (এ কথা শুনে) 'আবদুল্লাহর এক ছেলে (বিলাল) বললেন, আমরা তো অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিব। (এ সময়) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি বলছ এ কথা? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার মৃত পর্যন্ত আর তার সাথে কথা বলেননি। (আহমাদ)[১২৬]

ব্যাখ্যা : (فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ) "মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি তার (বিলালের) সাথে আর কথা বলেননি।"

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ-এর এ আচরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি হাদীসের মুকাবিলায় নিজের অভিমত ব্যক্ত করে তাহলে তাকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা যায়।

অনুরূপভাবে সন্তান যখন এমন কাজ করে বা কথা বলে যা তার জন্য উচিত নয় তাহলে বাবা তাকে আদব দেয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে যদিও ছেলে বয়সে বড় হয়। কথা বলা বন্ধ করাও এ আদবের অন্তর্ভুক্ত।

(٢٤) بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

অধ্যায়-২৪ : সলাতের কাতার সোজা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ﴾

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের ভালোবাসেন যারা তার পথে কাতারবন্দী হয়ে যুদ্ধ করে"— (সূরাহ্ আস্ সফ ৬১ : ৪)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ﴾ অর্থাৎ "অবশ্যই আমরা কাতারবন্দী"— (সূরাহ্ আস্ সা-ফ্ফা-ত ৩৭ : ১৬৫)। আর তিনি আমাদেরকে হুবহু ঐভাবে কাতারবন্দী হওয়ার কথা বলেছেন যেভাবে মালায়িকাহ্ তাদের পালনকর্তার সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। আর কাতার সোজা করার অর্থ হচ্ছে একই পদ্ধতিতে সোজা লাইন, কাতারের মাঝখানের ফাঁকা বন্ধ করে কাঁধের সঙ্গে কাঁধ, পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো।

---

[১২৫] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪২।

[১২৬] **সানাদ সহীহ :** আহমাদ ৪৯১৩৩, আস্ সামার আল মুসতাত্বব ২/৭৩০।

ইবনু 'আবদুল বার ইস্তিযকার গ্রন্থে বলেন, কাতার সোজা করার ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর নির্দেশ এবং পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীনদের আ'মালের ব্যাপারে বিভিন্ন সানাদে অনেক আসার রয়েছে এবং এটা এমন বিষয় যাতে বিদ্বানদের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই। তবে বিদ্বানগণ এর হুকুম ওয়াজিব না মানদুব এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন।

'আয়নী বলেন, তা ইমাম আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ ও মালিক-এর নিকট সলাতের সুন্নাত। ইবনু হায্ম দাবি করেন, নিশ্চয় তা ফার্‌য। কারো মতে মানদূব। ইমাম বুখারী ওয়াজিব এর দিকে গিয়েছেন। যেমন তিনি তার সহীহ্ গ্রন্থে (যারা কাতার সোজা করবে না তাদের গুনাহ্) এভাবে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন। 'আয়নী বলেন, ইমাম বুখারী অধ্যায় বাঁধার বাহ্যিক দিক ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, তিনি কাতার সোজা করা ওয়াজিব মনে করতেন। তবে সঠিক কথা এ ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা কঠোর ধমক স্বরূপ। অন্যত্র বলেন, নির্দেশসূচক শব্দের দাবি অনুপাতে কাতার সোজা করা ওয়াজিব কথাটি ঠিক। কিন্তু তা সলাতের ওয়াজিবাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, যখন কেউ তা ছেড়ে দিবে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে অথবা সলাতে ঘাটতি হয়ে যাবে। তবে এ অধ্যায়ে শেষ কথা হচ্ছে যখন ব্যক্তি কাতার সোজা করা বর্জন করবে তখন সে গুনাহগার হবে। আমি বলব, আমার নিকট যা হাক্ব বলে মনে হচ্ছে তা হচ্ছে কাতার সোজা করা ও ঠিকঠাক করা জামা'আতে সলাতের ওয়াজিবাতের অন্তর্ভুক্ত। যখন সলাত আদায়কারী তা ছেড়ে দিবে, সলাতের ঘাটতি করে দিবে এবং কাতার সোজা করার ব্যাপারে নির্দেশসূচক শব্দ প্রয়োগ হওয়ার কারণে এবং তার মৌলিক অর্থ ওয়াজিব অর্থে হওয়ার কারণে কাতার সোজা করার বিষয়টি বর্জনকারী গুনাহগার হয়ে যাবে। পাপী হওয়ার আরও কারণ হল যেহেতু এ ব্যাপারে অন্য হাদীসে এসেছে কাতার সোজা করা সলাত প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত। অপর কাতার সোজা না করার কারণে কঠোর ধমকের কথা এসেছে। অন্য বর্ণনাতে এসেছে কাতার সোজা করা সলাত এর পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। অন্য বর্ণনাতে কাতার সোজা করা সলাতের সৌন্দর্যতার অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। সৌন্দর্য বলতে সলাতের পূর্ণতা উদ্দেশ্য। কাতার সোজা না করলে সলাত আদায়কারী পাপী হওয়ার আরও কারণ হল নাবী ﷺ ও তার চার খুলাফায়ে রাশিদীন এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

আনাস رضي الله عنه কাতার সোজা না করার কারণে সলাত আদায়কারীদের বলতেন আমি তোমাদের কোন কিছু অস্বীকার করি না তবে তোমাদের কাতার সোজা না করাকে অস্বীকার করি। হাদীসটি বুখারীতে এসেছে। অত্র হাদীসে কাতার সোজা করার কথা আবশ্যক সাব্যস্ত হয়েছে যদি তা না হত তাহলে কাতার সোজা না করার বিষয়টিকে আনাস رضي الله عنه অস্বীকার করতেন না। অন্যত্র এসেছে 'উমার ও বিলাল رضي الله عنه কাতার সোজা করার জন্য মুসল্লীদের পায়ে মারতেন। মুসল্লীদের পায়ে আঘাত করা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে মুসল্লীরা সলাতের ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার কারণে তারা এমন করতেন।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে মুসল্লী কাতার সোজা করাকে বর্জন করবে তার সলাত কি বাতিল হয়ে যাবে না হবে না? বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, সলাত বিশুদ্ধ হবে এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষ্য বর্ণিত না হওয়ার কারণে সলাত বাতিল হবে না।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে বলেন, কাতার সোজা করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যে মুসল্লী কাতার সোজা করার বিপরীত করবে এবং ভালভাবে কাতার সোজা করবে না (তার সলাত বাতিল হবে না)। এ কথাকে সমর্থন করছে আনাস رضي الله عنه-এর ঐ বিষয় যে, তিনি মুসল্লীদের কাতার সোজা না করাকে অসমিচীন মনে করা সত্ত্বেও তাদেরকে সলাত দোহরাতে বলেননি। ইবনু হায্ম একটু বাড়াবাড়ি করছেন এবং সলাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারেই দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٨٥ -[١] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتّٰى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَأٰى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأٰى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৮৫-[১] নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ধনুকে তীর সোজা করার ন্যায় আমাদের কাতার সোজা করতেন। এমনকি আমরা তাঁর হতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) (ঘর থেকে) বের হয়ে এসে সলাতের জন্যে দাঁড়ালেন। তাকবীরে তাহ্‌রীমা বাঁধতে যাবেন ঠিক এ মুহূর্তে এক ব্যক্তির বুক সলাতের কাতার থেকে একটু বেরিয়ে আছে দেখতে পেয়ে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাদের কাতার সোজা করো। নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন। (মুসলিম)[১২৭]

ব্যাখ্যা : কাতারের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে সহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (ﷺ) তীরের মতো করে কাতার সোজা করতেন এবং পূর্ণাঙ্গ সোজা করার পর তিনি সলাতে দাঁড়াতেন। ইমম আহমাদের বর্ণনাতে আছে, কাতারসমূহকে এমনভাবে সোজা করতেন যেন আমাদেরকে তীরের মতো সোজা করতেন। আহমাদের অন্য বর্ণনাতে আছে, তিনি কাতারসসূহ সোজা করতেন যেভাবে তীরসমূহ সোজা করা হয়। আহমাদের অন্য বর্ণনাতে ও ইবনু মাজাহতে আছে, রসূল (ﷺ) কাতার সোজা করতেন পরিশেষে তা তীরের মতো করে দিতেন।

আবূ দাউদের এক বর্ণনাতে আছে, একদা রসূল (ﷺ) যখন ধারণা করে নিলেন আমার তাঁর থেকে কাতার সোজা করার বিষয়টি গ্রহণ করেছি ও বুঝতে পেরেছি তখন তিনি মুখ করে আগমন করলেন যখন এক ব্যক্তি তার বক্ষকে কাতার থেকে আগে বাড়িয়ে ছিল। আহমাদের এক বর্ণনাতে আছে, যখন তিনি তাকবীর দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন এক ব্যক্তিকে কাতার থেকে নিজ বক্ষকে অগ্রগামী অবস্থায় পেলেন। আহমাদের অন্য এক বর্ণনাতে ও ইবনু মাজহতে আছে, অতঃপর তিনি এক লোকের বক্ষকে কাতার থেকে বহির্গত অবস্থায় তথা তার সহাবীদের বক্ষ থেকে অগ্রগামী করা ভাসাবস্থায় দেখতে পেলেন।

আহমাদ ও আবূ দাউদ এর এক বর্ণনাতে আছে ও বায়হাক্বীতে আছে, নু'মান বিন বাশীর বলেন, আমি এক লোককে দেখলাম তিনি তার টাখনুকে তার সাথীর টাখনুর সাথে এবং তার হাঁটুকে তার হাঁটুর সাথে এবং তার কাঁধকে তার (সাথীর) কাঁধের সাথে এঁটে দাঁড়াতে উপরোক্ত হাদীসগুলোর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় কাতার সোজা করার গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা জামা'আতে সলাত আদায়ের ওয়াজিবসমূহ থেকে একটি ওয়াজিব।

١٠٨٦ -[٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

[১২৭] **সহীহ :** মুসলিম ৪৩৬।

১০৮৬-[২] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের দিকে চেহারা ফিরালেন এবং বললেন, নিজ নিজ কাতার সোজা করো এবং পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়াও! নিশ্চয় আমি আমার পেছনের দিক হতেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। (বুখারী; বুখারী ও মুসলিমের মিলিত বর্ণনা হলো, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সলাতের কাতারগুলোকে পূর্ণ করো। আমি আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।)[১২৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে 'ইক্বামাত ও সলাতে প্রবেশের মাঝে কথা বলা জায়িয এ কথার প্রমাণ রয়েছে এবং কাতার সোজা করা ওয়াজিব এ কথার প্রমাণ রয়েছে। এক বর্ণনাতে বুখারী বৃদ্ধি করছেন :

وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

অর্থাৎ আমাদের কেউ তার সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতেন। হুমায়দ থেকে মা'মার এর এক বর্ণনাতে আছে, قال أنس: فلقد رأيت أحدنا إلى أخره. (অর্থাৎ আনাস বলেন, আমি আমাদের কাউকে দেখেছি হাদীসের শেষ পর্যন্ত) আনাস-এর এ পরিষ্কার বিবরণ ঐ উপকারিতা দিচ্ছে যে, নিশ্চয় পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানোর বিষয়টি নাবী (সাঃ)-এর যুগে ছিল আর কাতার ঠিক করা ও সোজা করা থেকে কি উদ্দেশ্য সে বিবরণের উপর প্রমাণ উপস্থাপন হচ্ছে। মা'মার আর এক বর্ণনাতে বৃদ্ধি করে বলেন, যদি আজ তাদের কারো সাথে আমি এটা করি অবশ্যই সে পলায়ন করবে যেন সে অবাধ্য খচ্চর।

আমি (লেখক) বলব, রসূল (সাঃ)-এর বাণী : (تَرَاصُّوْا) তোমরা পরস্পর এঁটে দাঁড়াও। অপর বাণী : (رَصُّوْا صُفُوْفَكُمْ) অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কাতার গুলোকে এঁটে দাও। অপর বাণী : (سُدُّوا الْخَلَلَ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ) অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের মাঝের ফাঁকা বন্ধ করে দাও এবং শায়ত্বনের জন্য ফাঁকা রেখনা। নু'মান বিন বাশীর-এর উক্তি (আমি লোকটিকে দেখলাম তার কাঁধ তার সাথীর কাঁধের সাথে মিলাতে..... শেষ পর্যন্ত) আনাস-এর উক্তি : (وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ) আমাদের কেউ তার কাঁধ তার সাথীর কাঁধের সাথে মিলাতো..... শেষ পর্যন্ত। উল্লেখিত সকল হাদীস পরিষ্কারভাবে ঐ কথার উপর প্রমাণ করছে যে, কাতার ঠিক করা, সোজা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সলাত আদায়কারীরা একই পদ্ধতিতে কাতারে পরস্পরের মাঝের ফাঁকা বন্ধ করে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো।

আর রসূল (সাঃ)-এর যুগে সহাবীগণ এমন করত। পরবর্তীতে সহাবী ও তাবি'ঈদের যুগে এ ধরনের 'আমাল ছিল। অতঃপর মানুষ এ ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে যায়। বর্তমান অন্ধ অনুকরণকারী মুকাল্লিদরা জামা'আতে সলাত আদায়ের সময় দু' মুসল্লীর মাঝে এক বিঘত বা তার চাইতেও বেশি ফাঁক রেখে দেয় কখনো তারা এত বেশি ফাঁক রাখে যে, আরেকজন ব্যক্তি সে ফাঁকে দাঁড়াতে পারবে। যখন কোন হাদীস অনুসারী ব্যক্তি কোন মুকাল্লিদের সাথে দাঁড়িয়ে পায়ের সাথে পা কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানোর চেষ্টা করে তখন অন্ধ অনুকরণকারী সুন্নাতকে বর্জন করে হাদীস অনুসারী হতে আলাদা হয়ে যায়।

তার দু' পাকে মিলিয়ে নেয়। আবার কখনো মুকাল্লিদ তার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায় বরং কখনো গাধার মতো করে পলায়ন করে। ফায়যুল বারী গ্রন্থের লেখক বলেন, ফুক্বাহা আরবাআর কাছে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো থেকে উদ্দেশ্য হল উভয় মুসল্লীর মাঝে এমন ফাঁক রাখা যাবে না যাতে অন্য তৃতীয় আরেকজন

---

[১২৮] **সহীহ :** বুখারী ৭১৮, ৭১৯, মুসলিম ৪৩৪।

সেখানে প্রবেশ করে নেয়। তিনি বলেন, আমি একাকী ও জামা'আতে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে সালাফদের নিকট কোন পার্থক্য পাইনি যে, ব্যক্তির দু' পায়ের মাঝে ফাঁক করে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে একাকী সলাত আদায় অপেক্ষা তারা জামা'আতে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের দু' পায়ের মাঝে অধিক ফাঁক করে দাঁড়াতেন। এ মাসআলাটি শুধু গাইরে মুকাল্লিদীনেরা অস্তিত্ব দিয়েছেন অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে (الزاق) শব্দ ছাড়া অন্য কোন দলীল নেই। যার অর্থ মিলিয়ে দাঁড়ানো। পরিশেষে বলা যায় উপরোক্ত হাদীস থেকে আমাদেরকে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা নিতে হবে। প্রাসঙ্গিক কথা যদি আমরা জামা'আতের সাথে সলাতে দাঁড়ানোর সময় আমাদের দু' পায়ের মাঝে অধিক মাত্রায় ফাঁক রাখি তাহলে আমাদের পক্ষে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।

١٠٨٧ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ». إِلَّا أَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৮৭-[৩] উক্ত রাবী (আনাস ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের সলাতের কাতার ঠিক করে নাও। কারণ সলাতের কাতার সোজা করা সলাত ক্বায়িম করার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, মুসলিম)[১২৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে কাতার সোজা করার নির্দেশসূচক বাণী কাতার সোজা করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ। পক্ষান্তরে ইবনু হায্‌ম হাদীসে ব্যবহৃত «مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন কাতার সোজা করা এবং পরস্পর এঁটে দাঁড়ানো ফারয। পরিশেষে বলতে পারি, আমাদের কাতার সোজা করার বিষয়টি ভালভাবে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে অপরাপর হাদীসে কাতার সোজা না করার যে ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে তা থেকে রক্ষা পেতে পারি।

١٠٨٨ - [٤] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৮৮-[৪] আবূ মাস্‌'ঊদ আল আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের সময় আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন : সোজা হয়ে দাঁড়াও, সামনে পিছনে হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, তারা আমার নিকট দাঁড়াবে। তারপর সমস্ত লোক যারা তাদের নিকটবর্তী (মানের), তারপর ঐসব লোক যারা তাদের নিকটবর্তী হবে। আবূ মাস্‌'ঊদ ﷺ এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, আজকাল তোমাদের মাঝে বড় মতভেদ। (মুসলিম)[১৩০]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, মানুষের বাহ্যিক বিভিন্নমুখী হয়ে যাওয়া তাদের অভ্যন্তরীণ দিক বিভিন্নমুখী হয়ে যাওয়ার কারণ। অপরদিকে রসূল ﷺ-এর উক্তি 'জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে যারা বড় তারা যেন তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ায়' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা রসূলের সলাতের বিষয়গুলো ভাল করে বুঝবে এবং সলাতে রসূল ﷺ-এর উযূ ছুটে গেলে যেন তাদের কাউকে সেখানে দাঁড় করিয়ে যেতে পারেন এবং সলাতের পরে

---

[১২৯] **সহীহ :** বুখারী ৭২৩, মুসলিম ৪৩৩।

[১৩০] **সহীহ :** মুসলিম ৪৩২।

অন্য সময়ে যেন সলাতের বিষয়গুলো মানুষকে জানাতে পারে। ইমাম নাবাবী বলেন, উল্লেখিত হাদীসে রসূল মানুষের মর্যাদার স্তর হিসেবে তাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন, কারণ তিনি সম্মান করার বেশি অধিকার রাখেন। কখনো প্রয়োজনবোধে যেন ইমাম হিসেবে কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। রসূল সলাতে কোন কিছু ভুলে গেলে যেন তারা লোকমা দিতে পারেন।

রসূলের সলাতের বৈশিষ্ট্য যেন সংরক্ষণ করতে পারেন, মানুষকে তা শিক্ষা দিতে পারেন, তাদের পেছনের ব্যক্তিরা যেন তাদের সলাতের অনুসরণ করতে পারেন। পরিশেষে বলা যেতে পারে একজন ইমামকে মুসল্লীদের কাতার সোজা করার ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব দিতে হবে।

١٠٨٩ ـ[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ثَلَاثًا «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৮৯-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞজন (সলাতে) আমার নিকট দিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দাঁড়াবে তাদের নিকটবর্তী স্তরের লোক। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বললেন। আর তোমরা (মাসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈ চৈ করবে না। (মুসলিম)[১৩১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াবে, ইমামের সলাত সংরক্ষণ করবে এবং তাদের পেছনে যারা থাকবে তারা তাদের অনুসরণ করবে। ইমাম ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন রসূল (ﷺ) তাঁর কাছে সলাতে মুহাজির আনসারীদের অবস্থান করাকে ভালবাসতেন যাতে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে মাসআলাহ্ মাসায়েল জেনে নিতে পারে। অপরদিকে বুঝা যায় মাসজিদে কোন মুসল্লীর পক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা পারস্পারিক টানা হেঁচড়া করা, বাদানুবাদ করা, উঁচু আওয়াজ করা, গোলমাল করা ও ফিৎনাহ্ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কারণ মাসজিদ সলাতের স্থান যেখানে মুসল্লী আল্লাহর সামনে হাজির হয়, সুতরাং এমতাবস্থায় মুসল্লীদের দায়িত্ব চুপ থাকা ও ইবাদাতের শিষ্টাচার রক্ষা করা।

١٠٩٠ ـ[٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا وَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৯০-[৬] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবীদের মাঝে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসতে গড়িমসি লক্ষ্য করে তাদেরকে বললেন, সামনে এগিয়ে আসো। আমার অনুকরণ করো। তাহলে যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তারা তোমাদের অনুকরণ করবে। এরপর তিনি বললেন, একদল লোক সর্বদাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে দেরী করতে থাকে। পরিণামে আল্লাহ তা'আলাও তাদের পেছনে ফেলে রাখবেন। (মুসলিম)[১৩২]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইমাম থেকে যে সকল মুক্তাদীরা দূরে অবস্থান করবে তারা তাদের সামনের মুক্তাদীদের দেখে ইমামের অনুসরণ করবে উপরন্তু রসূল (ﷺ) এ হাদীসে সামনের কাতারগুলো থেকে পিছপা হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশে পিছপা করবেন কথা উল্লেখ করে

---

[১৩১] **সহীহ :** মুসলিম ৪৩২।
[১৩২] **সহীহ :** মুসলিম ৪৩৮।

মু'মিনদেরকে প্রথম কাতারে যথাসময়ে প্রথমে উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত করেছেন এবং পিছপা হতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

١٠٩١ -[٧] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ: «مَالِيْ أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوْلَى وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১০৯১-[৭] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে এসে আমাদেরকে গোল হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসা দেখে বললেন, কি ব্যাপার তোমাদেরকে বিভক্ত হয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এরপর আর একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা কেন এভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছ না যেভাবে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) আল্লাহর সামনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মালায়িকাহ্ আল্লাহর সামনে কিভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তারা প্রথমে সামনের কাতার পুরা করে এবং কাতারে মিলেমিশে দাঁড়ায়। (মুসলিম)[১৩৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মাসজিদে একাধিক দল হয়ে আলাদা হয়ে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। সলাতসহ অন্যান্য 'ইবাদাতে মালাকগণের (ফেরেশতাদের) অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। জামা'আতে সলাতের প্রথম কাতারগুলো আগে পূর্ণ করতে ও পরস্পরের মাঝে ফাঁক বন্ধ করে এঁটে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। আর তা এভাবে যে, প্রথম কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াবে না। দ্বিতীয় কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে না। এমনিভাবে তৃতীয় কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ কাতারে দাঁড়াবে না।

١٠٩٢ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسلم

১০৯২-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সলাতে পুরুষদের জন্যে সবচেয়ে ভাল হলো প্রথম সারি এবং নিকৃষ্টতম হলো পেছনের সারি। আর মহিলাদের জন্য সবচেয়ে ভাল হলো পেছনের কাতার এবং সবচেয়ে খারাপ হলো প্রথম কাতার। (মুসলিম)[১৩৪]

ব্যাখ্যা : সলাতে পুরুষদের কাতারসমূহের মাঝে প্রথম কাতারের অবস্থানকারীদের সাওয়াব, মর্যাদা বেশি। কারণ মাসজিদে আগে উপস্থিত হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা স্বভাবত প্রথম কাতারে অবস্থানকারীগণ সংরক্ষণ করে, তারা ইমামের কাছাকাছি থাকে। ইমামের অবস্থাসমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করে। ইমামের ক্বিরাআত শোনে। মহিলাদের থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে শেষ কাতারের উপস্থিত হওয়া কম সাওয়াব অর্জনের কথা বলা হয়েছে কারণ প্রথম কাতারে অবস্থানকারী মুসল্লীর যে গুণসমূহ অর্জন হয় শেষ কাতারে তা অর্জন হয় না, মুসল্লী ইমাম থেকে দূরে থাকে, মহিলাদের কাছাকাছি থাকে। মহিলাদের জন্য শেষ কাতারে দাঁড়ানো সাওয়াব বেশি। পুরষদের সাথে উঠা-বসা থেকে তাদের দূরে থাকার কারণে, পুরুষদের উঠা-বসার সময় তাদের প্রতি অন্তর ধাবমান হওয়া ও তাদের কথা শ্রবণ থেকে দূরে থাকার

---

[১৩৩] **সহীহ :** মুসলিম ৪৩০।

[১৩৪] **সহীহ :** মুসলিম ৪৪০।

কারণে। অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়ানো শেষ কাতারে দাঁড়ানোর বিপরীত। হাদীসে পুরুষদের প্রথম ও শেষ কাতারে দাঁড়ানোর যে সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবে যা বুঝা যাচ্ছে সেভাবেই প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে মহিলাদের কাতারসমূহের যে বিবরণ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে তা মূলত পুরুষদের সাথে মহিলাদের উঠা-বসার সময় প্রযোজ্য। ইমাম নাবাবী বলেন, পুরুষদের কাতারসমূহের যে বর্ণনা হাদীসে দেয়া হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য তথা পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার সর্বদাই উত্তম এবং শেষ কাতার সর্বদাই কম সাওয়াব অর্জনের কারণ। পক্ষান্তরে নারীদের কাতারসমূহের যে বিবরণ হাদীসে এসেছে তা মূলত ঐ সকল নারীদের কাতার যারা পুরুষদের সাথে সলাত আদায় করে।

পক্ষান্তরে যদি তারা পুরুষদের থেকে আলাদা হয়ে জামা'আতে সলাত আদায় করে তাহলে তাদের জন্যও প্রথম কাতারে সলাত আদায় করা বেশি সাওয়াবের কারণ আর শেষ কাতারে সলাত আদায় করা সাওয়াব কম হওয়ার কারণ। কেউ বলেন মহিলাদের কাতারও স্বাভাবিকভাবে প্রথম কাতারই শ্রেষ্ঠ হতে পারে যদি পর্দার মাধ্যমে পুরুষদের থেকে মহিলাদেরকে আলাদা করে দেয়া হয়। মাসআলাটি গবেষণার।

হাদীসটিতে প্রমাণ রয়েছে মহিলা কাতারবন্দী হয়ে পুরুষদের সাথে তাদের অবস্থানের মাঝে কোন কিছুর ব্যবধান ছাড়াই অথবা আলাদা একাকীভাবে সলাত আদায় করা জায়িয। জানা উচিত, মতবিরোধ করা হয়েছে ঐ ব্যাপারে যে, মাসজিদে প্রথম কাতারটি ঐ কাতার যা সাধারণত ইমামের নিকটে থাকে অর্থাৎ যা ক্বিবলার অধিক নিকটবর্তী? নাকি প্রথম কাতার পূর্ণাঙ্গই উদ্দেশ্য? যা ইমামের নিকটবর্তী থাকে। যে কাতারের মাঝে বেষ্টিত কোন কিছু প্রবেশ হয়ে যায় তা উদ্দেশ্য নাকি প্রথম কাতার বলতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে আগে সলাতে আসে যদিও সে পেছনে সলাত আদায় করে? ইমাম নাবাবী বলেন, প্রথম কাতার বলতে ঐ প্রশংসিত কাতার যে কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। তা ঐ কাতার যা ইমামের কাছাকাছি। চাই সে কাতারের মালিক আগে আসুক বা পরে আসুক। চাই কাতারের মাঝখানে সীমাবদ্ধ বা তার অনুরূপ কোন কিছু প্রবেশ করুক বা না করুক। এটিই সঠিক কথা যা হাদীসসমূহের বাহ্যিক দিক দাবি করছে।

বিশ্লেষকগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা বলেছেন। বিদ্বানদের একটি দল বলেন, প্রথম কাতার বলতে মাসজিদের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যার মাঝে সীমাবদ্ধ বা অনুরূপ কোন জায়গা বা বস্তুর প্রবেশ করবে না সুতরাং যে কাতার ইমামের কাছাকাছি তার মাঝে যদি কোন কিছু প্রবেশ করে তাহলে তা প্রথম কাতার বলে গণ্য হবে না বরং প্রথম কাতার বলতে ঐ কাতার যার মাঝে কোন কিছু প্রবশে করবে না যদিও তা পেছনে হয়। এক মতে বলা হয়েছে, প্রথম কাতার বলতে কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রথম আসা যদিও সে পেছনের কাতারে সলাত আদায় করে এ দু'টি উক্তি স্পষ্ট ভুল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٩٣ ـ[٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৯৩-[৯] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : (সলাতে) তোমাদের কাতারগুলো মিলেমিশে দাঁড়াবে এবং কাতারগুলোও কাছাকাছি (প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে)

বাঁধবে। নিজেদের কাঁধ মিলিয়ে রাখবে। কসম ওই জাতে পাকের যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি শায়ত্বনকে তোমাদের (সলাতের) সারির ফাঁকে ঢুকতে দেখি যেন তা হিজাযী ছোট কালো বকরী। (আবূ দাঊদ)[১৩৫]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে শিক্ষণীয়, জামা'আতরত অবস্থায় মুসল্লীগণ পরস্পর এঁটে এঁটে দাঁড়াবে, পরস্পরের মাঝে কোন ফাঁক রাখবে না। তারা তাদের প্রতি দুই কাতারের মাঝে এমন ফাঁক রাখবে না যাতে কাতারদ্বয়ের মাঝে তৃতীয় কাতার ঢুকে যেতে পারে। বরং কাতারসমূহের ব্যবধান কাছাকাছি রাখতে হবে। মুসল্লীগণ যেভাবে পায়ে পা মিলাবে সেভাবে তারা কাঁধে কাঁধ মিলাবে। পরিশেষে বলা যেতে পারে কাতার যথাযথভাবে ঠিক করতে হবে। পরস্পর দু' মুসল্লী তাদের মাঝে ফাঁকা রাখবে না। ফাঁকা রাখা শায়ত্বন প্রবেশের কারণ। হাদীসটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং মুনযিরী হাদীসটির ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসটির সানাদ ইমাম মুসলিমের শর্তে। হাদীসটিকে মীরাক নকল করেছেন। হাদীসটিকে ইমাম নাসায়ী, ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের এবং ইমাম বায়হাক্বীও তাঁর কিতাবের ৩য় খণ্ডে ১০০ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেছেন।

١٠٩٤ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৯৪-[১০] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : তোমরা পূর্বে প্রথম কাতার সম্পূর্ণ করো, এরপর পরবর্তী কাতার পুরা করবে। কোন কাতার অসম্পূর্ণ থাকলে সেটা হবে একেবারে শেষের কাতার। (আবূ দাঊদ)[১৩৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রথমে সামনের কাতারকে পূর্ণ করতে, অতঃপর দ্বিতীয় কাতার পূর্ণ করতে, এরপর অতিরিক্ত হলে তা শেষ কাতারে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। সামনে ইমামের দিকে লক্ষ্য করে সোজা পেছন বরাবর দাঁড়াবে যাতে সম্ভবপর ইমামের অধিক কাছ থেকে কাতার শুরু করা ছুটে না যায়।

١٠٩٥ - [١١] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُوْلَى وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ الْعَبْدُ بِهَا صَفًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৯৫-[১১] বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করতেন : যেসব ব্যক্তি প্রথম কাতারের নিকটবর্তী গিয়ে পৌছে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেন ও তাঁর মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কদমের চেয়ে ভাল কোন কদম নেই যে লোক হেঁটে কাতারের খালি স্থান পূরণ করে। (আবূ দাঊদ)[১৩৭]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে সলাতের প্রথম কাতারগুলোর উপর মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) দু'আ ও আল্লাহর রহ্‌মাত অবতীর্ণ হওয়ার শিক্ষা নেয়া যায়। প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ তাদের অগ্রগামীতার দিকে লক্ষ্য করে সাওয়াব পাবে। তবে শেষ কাতারে উপস্থিত মুসল্লী এ বিশেষ রহ্‌মাত থেকে বঞ্চিত হবে। আরও

---

[১৩৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৬৬৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৫৪৫, ইবনু হিব্বান ৬৩৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ৪৯৪, সহীহ আল জামি' ৩৫০৫।

[১৩৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৬৭১, সহীহ আল জামি' ১২২।

[১৩৭] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাঊদ ৬৭১, সহীহ আত্ তারগীব ৫০৭।

শিক্ষা নেয়া যেতে পারে মুসল্লীগণ দুনিয়াতে যে পদচারণা করে থাকে তার মাঝে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পদচারণা হচ্ছে মুসল্লী জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে পদচারণা করে থাকে।

١٠٩٦ ـ[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৯৬-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সলাতের কাতার ডানদিকের মানুষের ওপর আল্লাহ তা'আলা ও মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। (আবূ দাউদ)[১৩৮]

ব্যাখ্যা : আবূ দাউদের এ হাদীসটিকে খায়রী সা'ঈদ দুর্বল বললেও মুসলিমে বারা বিন 'আযিব থেকে উল্লেখিত হাদীসে রসূলের ইমামতিকালে সহাবীগণ রসূলের ডান দিকে অবস্থান করাকে ভালবাসতেন, অধিকাংশ সময়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাতারের ডানদিকের সহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন।

এ হাদীস দ্বারা কাতারের ডান দিকের মর্যাদা বোঝা যাচ্ছে। ইবনু মাজাহ এর হাশিয়াতে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের অধীনে সিনদী বলেন, যদিও কাতারের ডানদিকে থাকা মূল কিন্তু বামদিক যখন খালি থাকবে তখন তা আবাদ করা ডানদিক অপেক্ষা উত্তম। এর উপর ভিত্তি করে ডান বাম উভয় দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর পরও যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে সে অতিরিক্ত মুসল্লীটি ডানদিকে দাঁড়াবে।

١٠٩٧ ـ[١٣] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৯৭-[১৩] নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সলাতে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (প্রথমে মুখে অথবা হাতে ইশারা করে) কাতারগুলোকে ঠিক করে দিতেন। যখন আমরা ঠিক হয়ে দাঁড়াতাম তিনি তাকবীর তাহরীমা বলতেন। (আবূ দাউদ)[১৩৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে ইমামের জন্য সুন্নাত হচ্ছে কাতারসমূহ সোজা করা, অতঃপর তাকবীর দেয়া আর কেউ কেউ (إِذَا قُمْنَا) অংশ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন নিশ্চয়ই কাতার সোজা করা ইক্বামাতের পরে ছিল। এর অপেক্ষা আরও পরিষ্কার দলীল হচ্ছে- (فقام حتى كاد أن يكبر) অর্থাৎ 'অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এমনকি তাকবীর দেয়ার উপক্রম হলেন'..... শেষ পর্যন্ত।

অপর দলীল (أُقيمت الصلاة فأقبل علينا بوجهه) অর্থাৎ সলাতের ইক্বামাত দেয়া হল, অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘোরালেন। পরিশেষে বলা যায় কাতার সোজা করার বিষয়টি শিথিলভাবে না দেখে এর প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। প্রত্যেক ইমামের তা আবশ্যক দায়িত্ব।

١٠٩٨ ـ[١٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ: «اِعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ». وَعَنْ يَسَارِهِ: «اِعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[১৩৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৬৭৬, ইবনু মাজাহ্ ১০০৫, ইবনু হিব্বান ২১৬০, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৫৬৮৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৫৯, য'ঈফ আল জামি' ১৬৬৮। কারণ এর সানাদে মু'আবিয়াহ্ বিন হিশাম ভুল করে «مَيَامِنِ الصُّفُوفِ» অংশটুকু বর্ণনায় একাকী হয়েছেন। অধিকন্তু তার স্মরণশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। তবে মাহফূয বর্ণনা হলো «على الذين يصلون الصفوف»।

[১৩৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৬৬৫।

১০৯৮-[১৪] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সলাত শুরু করার পূর্বে) রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে তাঁর ডানপাশে ফিরে বলতেন, 'ঠিক হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সোজা করো'। তারপর তাঁর বামপাশে ফিরেও বলতেন, ঠিক হয়ে দাঁড়াও, কাতারগুলোকে সোজা করো। (আবূ দাউদ)[১৪০]

١٠٩٩ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১০৯৯-[১৫] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যারা সলাতের মাঝে নিজেদের কাঁধগুলো নমনীয় রাখে, তোমাদের মাঝে তারাই ভাল। (আবূ দাউদ)[১৪১]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, মুসল্লীগণ কাতার থেকে আগপিছ হয়ে থাকলে বিশেষ কেউ তা সোজা করে দিতে পারে। কেউ সোজা করে দিলে তার সাথে অন্যদের ভাল আচরণ করা উচিত। মাযহার বলেন, হাদীসটির অর্থ হচ্ছে কেউ কাতারে আছে এ অবস্থায় অন্য কেউ তাকে কাতার সোজা করার ব্যাপারে নির্দেশ করলে অথবা তার কাঁধের উপর হাত রাখলে মুসল্লী ব্যক্তির দায়িত্ব নির্দেশকারী বা কাঁধে হাত রাখা ব্যক্তির আনুগত্য করা এবং অহংকার না করা। খাত্ত্বাবী মা'আলিম গ্রন্থে বলেন, (لين المنكب) বলতে সলাতে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি উদ্দেশ্য; এদিক ঐদিক তাকানো যাবে না একজনের কাঁধ অন্যজনের কাঁধ দ্বারা চুলকাবে না। তিনি বলেন, কখনো এর অন্য আরেকটি দিক পরিলক্ষিত হতে পারে আর তা হচ্ছে যে ব্যক্তি কাতারের মাঝের ফাঁক বন্ধের জন্য বা জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে কাতারসমূহের মাঝে প্রবেশের ইচ্ছা করে তাকে বাধা না দেয়া। বরং প্রবেশকারীর পক্ষে ফাঁকে প্রবেশ করা সম্ভব। তবে সেও কাতার এঁটে দেয়ার সময় অন্যকে নিজ কাঁধ দ্বারা প্রতিহত করবে না। মীরাক বলেন, তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধ্যায়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٠٠ - [١٦] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ إِنِّي لَأَرَاكُمْ من خَلْفِي كَمَا أَرَاكُم مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১০০-[১৬] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করতেন : তোমরা সলাতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তোমরা সলাতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তোমরা সলাতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আমার জীবন যার হাতে নিহিত তাঁর কসম করে বলছি, আমি তোমাদেরকে সামনে যেমন দেখতে পাই পেছনেও তদ্রূপ দেখতে পাই। (আবূ দাউদ)[১৪২]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, কাতার একই নিয়মে এঁটে এঁটে দাঁড়াতে হবে পরস্পরের মাঝে ফাঁক রাখা যাবে না। হাদীসের শুরুতে রসূল (সাঃ) একই কথা তথা 'তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে' বারংবার উল্লেখ করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সম্ভবত প্রথম কথাটি সামষ্টিক কথা। দ্বিতীয় কথাটি কাতারের ডান দিকের মুসল্লীদের জন্য এবং তৃতীয় কথাটি কাতারের বাম দিকের মুসল্লীদের জন্য।

---

[১৪০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৬৭০, ইবনু হিব্বান ২১৬৮। কারণ এর সানাদে বর্ণনাকারী মুস্'আব বিন সাবিত কে ইমাম আহমাদ, ইবনু মা'ঈন, আবূ হাতিম, নাসায়ী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। আর মুহাম্মাদ বিন মুসলিম মাজহূল রাবী।

[১৪১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৭২, মুসনাদে বাযযার ৫১৯৫, সহীহাহ্ ২৫৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ৪৯৭, সহীহ আল জামি' ৩২৬৪।

[১৪২] **সহীহ :** নাসায়ী ৮১৩, আহমাদ ১৩৮৩৮।

١١٠١ -[١٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ» قَالُوا يَا رَسُولَ الله وعَلَى الثَّانِيْ؟ قَالَ: «وعَلَى الثَّانِيْ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِينُوا فِيْ أَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ» يَعْنِيْ أَوْلَادَ الضَّأْنِ الصِّغَارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১১০১-[১৭] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ) সলাতে প্রথম সাড়িতে দাঁড়ানো লোকদের ওপর করুণা বর্ষণ করেন। এ কথা শুনে সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো লোকদের ওপর? রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ ও তাঁর মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ) সলাতের প্রথম কাতারের উপর করুণা বর্ষণ করেন। সহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আর দ্বিতীয় কাতারের উপর তিনি জবাবে বললেন, দ্বিতীয় কাতারের উপরও। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন : তোমরা তোমাদের সলাতের কাতারগুলোকে সোজা রাখো, কাঁধকে সমান করো, ভাইদের হাতের সাথে হাত নরম করে রাখো। কাতারের মাঝে খালি স্থান ছাড়বে না। তা না হলে শায়ত্বন তোমাদের মাঝে হিজাযী ছোট কালো ছাগলের মতো ঢুকে পড়বে। অর্থাৎ ভেড়ার ছোট বাচ্চা। (আহ্মাদ)[১৪৩]

١١٠٢ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ المناكب وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فرجات للشَّيْطَان وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قطعه الله». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْهُ قَوْلَهُ: «وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا». إِلَى آخِرِهِ

১১০২-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : তোমরা সলাতের কাতার সোজা রাখবে। কাঁধকে সমান করো। কাতারের খালি স্থান পুরা করো। নিজেদের ভাইদের হাতে নরম থাকবে। কাতারের মধ্যে শায়ত্বন দাঁড়াবার কোন খালি স্থান ছেড়ে দেবে না। যে লোক কাতার মিশিয়ে রাখবে আল্লাহ তা'আলা (তাঁর রহ্মাতের সাথে) তাকে মিলিয়ে রাখবেন। আর যে লোক কাতার ভেঙ্গে দাঁড়াবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার রহ্মাত থেকে কেটে দেন। (আবূ দাউদ; নাসায়ী এ হাদীসকে, *'ওয়ামান ওয়াসালা সাফ্ফান'* হতে শেষ পর্যন্ত নকল করেছেন)[১৪৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে সকল লোক কাতার সোজা করে দেয় তাদের হতে মুসল্লীদের বিনম্র হতে হবে, সহজ সরল আনুগত্যশীল হতে হবে। এতে আশা করা যায় আনুগত্যশীলগণ পারস্পারিক সৎ কাজ ও আল্লাহ-ভীরুতার কাজে সহায়তার সাওয়াব লাভ করতে পারবে। আরও বলা যেতে পারে কাতারে পরস্পরের মাঝে ফাঁক রাখা তাতে শায়ত্বন প্রবেশে সুযোগ করে দেয়ার কারণ।

হাদীস থেকে আরও প্রতীয়মান হয়, কাতারের ফাঁক বন্ধ করে দেয়া বন্ধকারীর উপর আল্লাহর রহ্মাত বর্ষণ হওয়ার কারণ। পক্ষান্তরে কাতারে পরস্পরের মাঝে ফাঁক রাখা আল্লাহর রহ্মাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

---

[১৪৩] **যঈফ :** আহমাদ ২২২৬৩। কারণ এর সানাদে বর্ণনাকারী ফারাজ বিন ফুযালাহ্-কে সকল মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন।
[১৪৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ৪৯৫, আহমাদ ৫৭২৪, সহীহাহ্ ৭৪৩, সহীহ আল জামি' ১১৮৭।

কারণ। যারা কাতারের পরস্পরের মাঝে ফাঁক রাখে হাদীসে তাদের প্রতি কঠোর ধমক ও মারাত্মক হুমকি আরোপ করা হয়েছে।

١١٠٣ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১০৩-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইমামকে মধ্যখানে রাখো, কাতারের মাঝে খালি স্থান বন্ধ করে দিও। (আবূ দাউদ)[১৪৫]

١١٠٤ -[٢٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১০৪-[২০] 'আয়িশাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কিছু লোক সব সময়ই সলাতে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে পিছিয়ে দেন। (আবূ দাউদ)[১৪৬]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে গুরুত্ব দেয় না এবং সে ব্যাপারে পরওয়া করে না আল্লাহ তাদের কাজে পিছিয়ে দিবেন অথবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া প্রথম দলের আওতাভুক্ত করবেন না। অথবা প্রথম ধাপে জান্নাতের প্রবেশকারীদের থেকে আল্লাহ তাদেরকে পিছিয়ে রাখবেন এবং জাহান্নামে তাদেরকে আবদ্ধ রাখবেন। আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের নিম্নস্তরের মাঝে পতিত করবেন- এ অর্থ নেয়াও সম্ভব। ত্বীবী বলেন, আল্লাহ তাদেরকে কল্যাণ থেকে পিছিয়ে রাখবেন এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

١١٠٥ -[٢١] وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

১১০৫-[২১] ওয়াবিসাহ্ ইবনু মা'বাদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে কাতারের পেছনে একা দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি ওই লোককে আবার সলাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ; তিরমিযী বলেন- এ হাদীসটি হাসান)[১৪৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে দলীল পাওয়া যাচ্ছে কাতারের পেছনে একাকী সলাত আদায় করলে সলাত বিশুদ্ধ হবে না। যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাই সলাত আদায় করবে তার ওপর আবশ্যক সলাত দোহরানো। এ মত পোষণ করেছেন, ইবরাহীম নাখ্'ঈ, হাসান বিন সালিহ, আহমাদ, ইসহাক্ব অধিকাংশ আহলে যাহির ও ইবনুল মুনযির। এ ব্যাপারে কুফাবাসীদের একটি সম্প্রদায়ও উক্তি করেছেন।

তাদের মাঝে আছে হাম্মাদ বিন আবূ সুলায়মান, 'আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা এবং অকী। ইবনু হায্ম বলেন, এ ব্যাপারে আওযা'ঈ ও হাসান বিন হাই কথা বলেন, এবং এটি সুফ্ইয়ান সাওরীর দু'মতের

---

[১৪৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৬৮১। কারণ এর সানাদে বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বিন বাশীর বিন খাল্লাদ এবং তার মাতা উভয়ে দুর্বল। কিন্তু ২য় অংশের শাহিদ রয়েছে।

[১৪৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৭৯, সহীহ আল জামি' ৭৬৯৯।

[১৪৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৬৮২, আত্ তিরমিযী ২৩১, ইবনু হিব্বান ২১৯৯, আহমাদ ১৮০০৫, ইরওয়া ৫৪১।

এক মত। 'আবদুল্লাহ বিন আহমাদ মুসনাদ এর চতুর্থ খণ্ডে দু'শত আটাশ পৃষ্ঠাতে ওয়াবিসাহ্ এর হাদীসের পর একটি হাদীস নকল করে বলেন, আমার পিতা এ হাদীসের মতটি পেশ করতেন। এ মতের দিকে গিয়েছেন ইমাম দারাকুত্বনীও; অতঃপর তিনি তার সুনান গ্রন্থে ওয়াবিসার হাদীসের পর বলেন, আবূ মুহাম্মাদ বলেন, আমি এ মত পোষণ করি।

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আবূ হানীফাহ্ বলেন, যে কাতারের পেছনে একাকী সলাত আদায় করবে তার সলাত বিশুদ্ধ কিন্তু সে গুনাহগার হবে। তবে প্রথম উক্তিটিই সত্য। তার, উপর প্রমাণ করে ওয়াবিসার হাদীস আর তা বিশুদ্ধ হাদীস। 'আলী ইবনু শায়বান-এর হাদীসও এর উপর প্রমাণ বহন করে।

তিনি বলেন, রসূল ﷺ কাতারের পেছনে এক লোককে একাকী সলাত আদায় করতে দেখে থেমে গেলেন এমনকি লোকটি সলাত থেকে সালাম ফিরাল তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার সলাত দোহরাও কারণ কাতারের পেছনে একাকী কোন ব্যক্তির সলাত নেই। ইমাম আহমাদ মুসনাদে চতুর্থ খণ্ডে ২৩ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেছেন। ইবনু মাজাহ, ইবনু হায্ম মুহাল্লার ৪র্থ খণ্ডে ৫৩ পৃষ্ঠাতে। ইমাম বায়হাক্বী তাঁর কিতাবের ৩য় খণ্ডে ১০৫ পৃষ্ঠাতে। এভাবে আরও কতকে উল্লেখ করেছেন হাদীস সহীহ।

পরিশেষে বলা যেতে পারে ওজর-আপত্তির কারণে কেউ কাতারের পেছনে একাকী সলাত আদায় করলে তার সলাত বিশুদ্ধ হবে অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে। এ উক্তিটি করেছেন হাসান বাসরী, হানাফীদের এক উক্তি, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ ও তার ছাত্র ইবনুল কুইয়্যিম এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। 'আল্লামাহ্ ইবনু উসায়মীন এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(٢٥) بَابُ الْمَوْقِفِ

অধ্যায়-২৫ : ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٠٦ -[١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَأَخَذَ بِيَدِيْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ فَعَدَلَنِيْ كَذٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১০৬-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর ঘরে রাত্রে ছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সলাতের জন্যে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি (ﷺ) নিজের পেছন দিয়ে তাঁর হাত দ্বারা আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৪৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা যায়, মুক্তাদী একজন হলে সে ইমামের ডানদিকে বরাবর হয়ে দাঁড়াবে, আগে-পিছে হবে না। মুহাম্মাদ বিন হাসান থেকে বর্ণিত; মুক্তাদী সে তার দু'পায়ের

---

[১৪৮] সহীহ : বুখারী ৬৯৯, মুসলিম ৭৬৩।

আঙ্গুলগুলো ইমামের পায়ের গোড়ালির নিকট রাখবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, ইমামের বরাবর হয়ে দাঁড়ানো অপেক্ষা কিছুটা পিছিয়ে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। ইমাম শাওকানী বলেন, এ ব্যাপারে আমি যা জানি তা হচ্ছে এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই। উল্লেখিত হাদীস থেকে যা শিক্ষা নেয়া যায় :

১। দু' ব্যক্তিতে জামা'আত হয়; ইমাম ইবনু মাজাহ এর উপরে (باب الاثنان جماعة) অর্থাৎ "দু' ব্যক্তিতে জামা'আত" এ শিরোনামে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন।

২। একজন শিশু ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক এমন দু'জনের মাধ্যমেও জায়াত সংঘটিত হতে পারে কেননা এক শব্দে ইবনু 'আব্বাস-এর বয়স সম্পর্কে এসেছে তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করলাম তখন আমি দশ বছরের বালক..... শেষ পর্যন্ত। আহমাদ একে সংকলন করেছেন। ইবনু তায়মিয়্যাহ্ 'মুনতাক্বা' গ্রন্থে এ ব্যাপারে অধ্যায় বেঁধেছেন, দু'জনের মাধ্যমে জামা'আত সংঘটিত হওয়ার অধ্যায় যাদের একজন শিশু। 'আয়নী বলেন, হাদীসে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে প্রাপ্তবয়স্কের অনুসরণ করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম বায়হাক্বী তার সুনান গ্রন্থে অধ্যায় বেঁধেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, যারা একজন অপ্রাপ্তবয়স্কের সাথে প্রাপ্তবয়স্কের জামা'আত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে তাদের কথার উপর কোন দলীল নেই। তাদের (رفع القلم) হাদীসাংশ ছাড়া কোন দলীল হস্তগত হয়নি। আর (رفع القلم) হাদীস অপ্রাপ্তবয়স্কের সলাত বিশুদ্ধ না হওয়ার উপর প্রমাণ করে না এবং তার দ্বারা জামা'আত সংঘটিত হওয়ার উপরও প্রমাণ করে না। আর প্রমাণ আছে বলে যদি ধরেই নেয়া হয় তাহলে অবশ্যই তা ইবনু 'আব্বাস ও অনুরূপ হাদীস (আর ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসে অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক জামা'আত সংঘটিত হওয়ার দিকটিই বোঝা যাচ্ছে)

৩। হাদীস থেকে বুঝা যায় যে ব্যক্তি ইমামতি করার নিয়্যাত করেনি মুক্তাদী কর্তৃক এমন ব্যক্তিরও সলাতের অনুসরণ করা যায়। ইমাম বুখারী এ ব্যাপারে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন। মাসআলাটির ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে; হানাফীগণ বলেন, পুরুষ মুক্তাদীর ক্ষেত্রে ইমামের নিয়্যাতের শর্ত নেই যেহেতু পুরুষ মুক্তাদীর কারণে ইমামের ওপর অতিরিক্ত হুকুম আরোপ হয় না। তবে মহিলা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে শর্ত, কেননা মহিলা পুরুষ ইমামের বরাবর হয়ে দাঁড়ানোতে ইমামের সলাত নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈর কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে মুক্তাদী পুরুষ বা মহিলা যেই হোক ইমামের ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়। ইবনুল মুনযির এর স্বপক্ষে আনাস-এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নাবী ﷺ রমাযানে ক্বিয়াম করতেন।

আনাস বলেন, অতঃপর আমি এসে রসূল ﷺ-এর পাশে দাঁড়ালাম আরও একজন এসে আমার পাশে দাঁড়াল। পরিশেষে আমরা একটি দলে পরিণত হলাম। নাবী ﷺ যখন আমাদের উপলব্ধি করলেন সলাতে সামনে বাড়ালেন উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূল ﷺ প্রথমে ইমামতির নিয়্যাত করেননি পরে যখন সঙ্গে সহাবীদের উপস্থিতি উপলব্ধি করলেন তখন তাদেরকে স্বীকৃতি দিলেন। হাদীস বিশুদ্ধ।

ইমাম মুসলিম একে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী একে 'সিয়াম' পর্বে তা'লিকভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ফারয এবং নাফ্‌লের মাঝে পার্থক্য করেছেন। ফারযের ক্ষেত্রে তিনি ইমামতির জন্য নিয়্যাতকে শর্ত করেছেন নাফ্‌লের ক্ষেত্রে নয়। তবে তার মাসআলাটিতে ভাবার অবকাশ আছে কারণ তার মাসআলার বিপরীতে আবূ সা'ঈদ-এর সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে যে, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একাকী সলাত আদায় করতে দেখে বললেন, এমন কোন লোক নেই কি, যে এ লোকটির ওপর সদাক্বাহ্ করতে অর্থাৎ তার সাথে সলাত আদায় করে তাকে জামা'আতের সাওয়াব দান করবে। হাদীসটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান, হাকিম একে সহীহ বলেছেন, আহলুল হাদীসের কাছে প্রাধান্যতর মাসআলাহ্ হচ্ছে ফারয ও নাফ্লের মাঝে পার্থক্য না করা এবং পুরুষ মহিলার ক্ষেত্রে শর্ত না করা। আর তা মূলত পার্থক্যের ব্যাপারে হাদীস না থাকার কারণে।

৪। নাফ্ল সলাতে ইমামতি জায়িয এবং তাতে জামা'আত করা বিশুদ্ধ মত।

৫। সলাতরত অবস্থায় সলাতের ভিতরের বিষয় শিক্ষা দেয়া জায়িয।

৬। নাফ্ল সলাতেও ফারয সলাতের মতো কথা বলা হারাম। যেহেতু নাবী ﷺ সলাতে ইবনু 'আব্বাসকে সলাতের বিষয়ে ভুল ঠিক করে দিয়েছেন তবে কথা বলেননি।

৭। প্রয়োজনসাপেক্ষে সলাতরত অবস্থায় অল্প কাজ করলে সলাত নষ্ট হবে না।

١١٠٧ -[٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتّٰى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتّٰى أَقَامَنَا خَلْفَهٗ. رَوَاهُ مُسْلِم

১১০৭-[২] জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করার জন্যে দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পেছন দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন। (পেছন দিয়ে টেনে এনেই) আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর জাব্বার ইবনু সাখ্র আসলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। (এরপর) তিনি (ﷺ) আমাদের দু'জনের হাত একসাথে ধরলেন। আমাদেরকে (নিজ নিজ স্থান হতে) সরিয়ে এনে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (মুসলিম)[১৪৯]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, যখন ইমামের ডানদিকে কোন মুক্তাদী থাকবে তারপর আরেকজন মুক্তাদী এসে তার বামদিকে দাঁড়াবে তখন ইমামের পিছনে জায়গা থাকলে তার পক্ষে মুক্তাদীদ্বয়কে পেছনে ঠেলে দেয়া জায়িয রয়েছে। অতবা সামনে জায়গা থাকলে ইমাম নিজেই সামনে চলে যাওয়া জায়িয রয়েছে। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আগত সামুরার হাদীস প্রমাণ বহন করছে। তাতে সলাতে ইমামের পেছনে দু'ব্যক্তির দাঁড়ানোর কথা আছে। ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসে অনেক উপকারিতা রয়েছে :

১। সলাতরত অবস্থায় সলাত বহির্ভূত অল্প কাজ করা বৈধ। প্রয়োজন সাপেক্ষে তা করা মাকরূহ নয়। তবে বিনা প্রয়োজনে মাকরূহ।

২। একজন মুক্তাদী হলে সে ইমামের ডানদিকে দাঁড়াবে। অন্যথায় বাম দিকে দাঁড়ালে ইমাম ডানদিকে করে দিবে।

৩। দু'জন মুক্তাদী হলে ইমামের পেছনে আলাদা কাতার করবে যেমন তিন বা ততোধিক মুক্তাদী হলে করতে হয়। এটি সকল 'আলিমগণের অভিমত; ইবনু মাস্'উদ এবং তার দুই সাথী 'আলক্বামাহ্ ও আসওয়াদ ছাড়া। তাদের অভিমত মুক্তাদী দু'জন হলে তারা ইমামের ডানে বামে দাঁড়াবে তবে মুক্তাদী তিনজন তারা ইমামের পেছনে দাঁড়াবে এ ব্যাপারে তারা একমত। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব : ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আলক্বামাহ্ ও আসওয়াদ কর্তৃক যা বর্ণনা করেছেন তা হল তারা উভয়ে 'আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলে অতঃপর 'আবদুল্লাহ বলেন, তোমাদের পেছনে যারা রয়ে গেছে তারা কি

---

[১৪৯] সহীহ : মুসলিম ৩০১৪।

সলাত পড়েছে? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, অতঃপর 'আবদুল্লাহ্ তাদের মাঝে দাঁড়াল এবং তাদের একজনকে তার ডানদিকে ও অপরজনকে তার বামদিকে দাঁড় করালো। এরপর আমরা রুকূ'তে গিয়ে আমাদের হাতগুলোকে আমাদের হাঁটুর উপর রাখলাম তখন 'আবদুল্লাহ্ আমাদের হাতগুলোতে মারলেন, অতঃপর তার দুই হাত একত্র করে তার দুই উরুর মাঝে করলেন।

অতঃপর যখন সলাত সমাপ্ত করলেন তখন বললেন এভাবে রসূল ﷺ করেছেন। ইমাম আহমাদ আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। আসওয়াদ বলেন, আমি এবং আমার চাচা 'আলক্বামাহ্ দ্বিপ্রহরে ইবনু মাস্'উদ-এর কাছে পৌছলাম। আসওয়াদ বলেন, অতঃপর আমরা তার পেছনে দাঁড়ালাম, অতঃপর তিনি আমার হাত এবং আমার চাচার হাত ধরলেন ও আমাদের একজনকে তার ডানদিকে ও অন্যজনকে তার বামদিকে করলেন, তারপর আমরা এক কাতার করলাম; এরপর তিনি বললেন, মানুষ যখন তিনজন হত তখন রসূল ﷺ এমন করতেন। ইবনু সীরীন উল্লেখিত বর্ণনা সম্পর্কে উত্তর প্রদান করেন নিশ্চয়ই তা জায়গা সংকীর্ণ হওয়া বা অন্য কোন আপত্তির কারণে তা মূলত সুন্নাত নয়। ত্বহাবী একে বর্ণনা করেন। হায্‌মী বলেন, নিশ্চয় তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা ইবনু মাস্'উদ এ সলাত নাবী ﷺ থেকে মাক্কাহ্ নগরীতে শিক্ষা করেছিলেন।

আর মাক্কাহ্ নগরীতে দু'হাটুর মাঝে হাত রাখারও অন্যান্য বিধান ছিল। এখন তা বর্জনযোগ্য। এর সামষ্টিক কথা, নাবী ﷺ যখন মাদীনাতে আগমন করলেন তখন তা ছেড়ে দিলেন। দলীল জাবির-এর হাদীস। ইবনু হুমাম বলেন, 'আবদুল্লাহর কাছে নাসেখের বিষয়টি গোপন আর এটা অসম্ভব নয় কারণ রসূল ﷺ এক সঙ্গে অনেকের ইমামতি করতেন দু'জনের নয় তবে দু'জনের ইমামতির উল্লেখ রয়েছে আর তা বিরল। যেমন উল্লেখিত হাদীসের ঘটনা এবং ইয়াতীমের হাদীস আর তা মহিলার গৃহে ছিল ফলে 'আবদুল্লাহ্ মাস্'উদ যা জানত তার বিপরীত হাদীস 'আবদুল্লাহর জানা ছিল না।

ইবনু সায়্যিদিন নাস বলেন, বিষয়টি এমন নয় অর্থাৎ ইমামের পেছনে দাঁড়ানো কারো নিকট শর্ত নয় তবে উত্তমতার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। আহমাদ জাবির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাগরিবের সলাত আদায় করতে দাঁড়ালেন, তারপর আমি এসে তার বামপাশে দাঁড়ালাম তখন তিনি আমাকে নিষেধ করলেন ও আমাকে তার ডানপাশে দাঁড় করালেন, অতঃপর আমার অপর একজন সাথী আসলে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম।

١١٠٨ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১০৮-[৩] আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ইয়াতীম আমাদের ঘরে নাবী ﷺ-এর সঙ্গে সলাত আদায় করছিলাম। আর উম্মু সুলায়ম ছিলেন আমাদের পেছনে। (মুসলিম)[১৫০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ঘরে নাফ্ল সলাতের ক্ষেত্রে জামা'আত বিশুদ্ধ হওয়ার উপর দলীল স্বরূপ। অন্যান্য শিক্ষাবলী : বারাকাত গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে সলাত আদায় বিশুদ্ধ। মুক্তাদী দু'জন হলে তাদের দাঁড়ানোর স্থান ইমামের পিছনে। কোন মহিলার পক্ষে পুরুষদের ইমামতি করা বৈধ নয়।

কেননা একজন মহিলার পক্ষে যদি পুরুষদের কাতারে তাদের সাথে বরাবর হয়ে দাঁড়ানো জায়িয না হয় তাহলে তাদের থেকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে ইমামতি করা আরও না জায়িয। সকল শ্রেণীর মুক্তাদী হলে তাদের

---

[১৫০] **সহীহ :** বুখারী ৭২৭, মুসলিম ৬৫৯; শব্দবিন্যাস বুখারীর।

ধারাবাহিক হয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক। তবে উত্তম হল মর্যাদায় যে অগ্রগামী সে তার অপেক্ষা নিম্নগামী মর্যাদাবানের আগে দাঁড়াবে।

আর এজন্যই নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে বড় সে যেন আমার কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ায়। ভাল মন্দের পার্থক্য করতে পারে এমন বাচ্চার সলাত বিশুদ্ধ। নিশ্চয় এমন বাচ্চার পুরুষ-মহিলার মাঝে দাঁড়ানোকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পুরুষ মহিলার সাথে সংঘটিত হওয়া সম্ভব এমন অপরাধ থেকে সে বাধা দেয়। 'ইয়াতীম' শব্দের উল্লেখ দ্বারা তাই বুঝা যায়, কেননা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর কেউ ইয়াতীম থাকে না। ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে এমন বাচ্চার সলাত বিশুদ্ধ এ কথাটিকে আরও জোরদার করছে নাবী ﷺ কর্তৃক ইবনু 'আব্বাসকে বামদিক হতে ডানদিকে নিয়ে আসা এবং নাবী ﷺ-এর সাথে ইবনু 'আব্বাসের সলাত আদায় করা এমতাবস্থায় ইবনু 'আব্বাস বাচ্চা বয়সের। হাদীসটি আরও প্রমাণ করছে বাচ্চা একা হলে সে বড় পুরুষের সাথে একই কাতারে দাঁড়াবে। এমনিভাবে মহিলা পুরুষদের সাথে দাঁড়াবে না।

মহিলা একাকী হলে একা এক কাতারে দাঁড়াবে। মহিলার সাথে অন্য মহিলা না থাকা মহিলার ক্ষেত্রে আপত্তি স্বরূপ। তবে মহিলা যদি একাকীবস্থায় কোন পুরুষের সাথে দাঁড়ায় তাহলে তার সলাত যথেষ্ট বা জায়িয হবে, কেননা হাদীসে মহিলাদেরকে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর কথা আছে আর সেটাই মহিলার দাঁড়ানোর স্থান। তাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, মহিলা অন্যের সাথে সলাত আদায় করলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে আবূ হানীফাহ্ বলেন, তা পুরুষের সলাত নষ্ট করে দিবে মহিলার নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, নিশ্চয় মহিলা পুরুষদের সাথে কাতারবন্দী হবে না এ নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হচ্ছে মহিলাদের কারণে পুরুষদের ফেৎনার আশংকা। তবে মহিলা উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞার বিপরীত করলে জমহূরের নিকট মহিলার সলাত যথেষ্ট হয়ে যাবে।

তবে হানাফীদের কাছে পুরুষের সলাত নষ্ট হয়ে যাবে মহিলার নয়; মূলত তা খুবই আশ্চর্যজনক। তার এ ধরনের দিক নির্দেশনাতে দুঃখ রয়েছে। যেমন হানাফীদের কেউ বলেন, এর স্বপক্ষে দলীল ইবনু মাস্'উদের উক্তি তোমরা মহিলাদেরকে পেছনে রাখ যেভাবে আল্লাহ তাদের পেছনে রেখেছেন। উল্লেখিত উক্তিতে নির্দেশসূচক বাক্য ওয়াজিবের উপর প্রমাণ স্বরূপ। সুতরাং কোন নারী পুরুষদের কাতারে দাঁড়ালে পুরুষের সলাত নষ্ট হয়ে যাবে আর তা মূলত নারীদের পেছনের কাতারে রাখার ব্যাপারে পুরুষদের যে নির্দেশ করা হয় তা বর্জন করার কারণে। এ ধরনের উত্তর তার পক্ষ থেকে কৃত্রিমতামূলক।

আর আল্লাহই ঐ সত্ত্বা যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। এ ধরনের আরও শার'ঈ বিষয় যেমন ছিনতাইকৃত কাপড়ে সলাত পড়া থেকে নিষেধ করার বিষয়টি প্রমাণিত আছে; এ ধরনের কাপড় পরিধানকারীকে কাপড় খুলে ফেলতে নির্দেশ করা হয়েছে, এরপরও যদি এ ধরনের কাপড় পরিধানকারী উল্লেখিত নির্দেশের বিরোধিতা করে ঐ কাপড়েই সলাত আদায় করে তাহলে সে পাপী হবে তার সলাত জায়িয হবে। এ ধরনের সলাত আদায়কারীর সলাত নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি, অতএব ঐ ব্যক্তি যার বরাবর হয়ে কোন নারী সলাত আদায় করছে তার সলাত জায়িয না হওয়ার ব্যাপারে কথা বলা হবে কেন?

এর অপেক্ষাও সুস্পষ্ট যুক্তি যদি কোন মাসজিদের দরজার মালিকানাভুক্ত বারান্দা থাকে, অতঃপর মাসজিদের জায়গার দিকে এক কদমে স্থানান্তর হওয়ার উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি বারান্দার মালিক-এর অনুমতি ছাড়া সেখানে সলাত আদায় করে তাহলে তার সলাত বিশুদ্ধ হবে। এমনিভাবে ঐ ব্যক্তির (পুঃ) সলাত যার কাতারে কোন মহিলা প্রবেশে করে গেছে তার সলাত বাতিল হবে না। বিশেষ করে

পুরুষ ব্যক্তি কাতারে প্রবিষ্ট হওয়ার পর যদি কোন নারী সে কাতারে শামিল হয়ে পুরুষের পাশে সলাত আদায় করে তাহলে পুরুষের সলাত বাতিল হবে না।

শাওকানী (السيل الجرار) "আস্ সায়লুল জারার" কিতাবে বলেন, কোন মহিলা যখন তার দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড়াবে না যা রসূল ﷺ তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে মহিলাদের কাতারে দাঁড়ানো বা পুরুষদের পেছনে একাকী দাঁড়ানো তাহলে সে নারী অবাধ্য নারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে এতে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই এবং পুরুষদের সলাত বাতিল হওয়ার উপরেও কোন দলীল নেই। কেননা বিষয়টির চূড়ান্ত সীমা অর্থাৎ মহিলাদেরকে পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর নির্দেশ মূলত পুরুষদের কাতারে তাদের শামিল হওয়া এবং তাদের দিকে পুরুষদের দৃষ্টি দেয়া হতে বিরত রাখা।

কোন মহিলা যদি পুরুষদের কাতারে শামিল হয়ে যায় তাহলে তা সলাত বাতিল হয়ে যাওয়াকে আবশ্যক করে দিবে না। বরং যে পুরুষ মহিলার জন্য নির্ধারিত স্থান নিজের জন্য নির্বাচন করে মহিলার পাশে দাঁড়াবে এবং তার দিকে দৃষ্টি দিবে তাহলে সে পুরুষ অবাধ্য হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার সলাত বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যে পুরুষ মহিলাদের পাশে দাঁড়াবে না এবং মহিলাদের দিকে দৃষ্টি দিবে না সে অবাধ্য নয়। তার কারণ একই ইমামের অনুসরণার্থে কোন নারী পুরুষদের কাতারে শামিল হয়ে তাদের সাথে সলাত আদায় করলে পুরুষের সলাত নষ্ট হয় না। মূলকথা প্রমাণহীন অভিমতের মাধ্যমে শার'ঈ হুকুম সাব্যস্তকরণে তাড়াতাড়ি করা ইনসাফপন্থী ও আল্লাহভীরু লোকদের কাজ নয়।

যায়লাঈ, খাত্ত্বাবী ও ইবনু বাত্তাল উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কাতারের পেছনে একাকী সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করছেন। যায়লা'ঈ বললেন, এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের হুকুম এক। ইবনু বাত্তাল বলেন, কাতারের পেছনে একাকী সলাত আদায়ের বিষয়টি যখন মহিলার জন্য সাব্যস্ত হল তখন তা পুরুষের জন্য সাব্যস্ত হওয়ার আরও বেশি হাক্ব রাখে। তবে এ হাদীস হতে এ ধরনের দলীল গ্রহণ করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা কাতারের পেছনে সলাত আদায়ের বৈধতার বিষয়টি কেবল মহিলাকে ব্যাপৃত করেছে আর তা মূলত পুরুষদের সাথে মহিলাদের কাতারবন্দী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কারণে যা পুরুষদের ক্ষেত্রে বিপরীত। কেননা পুরুষদের জন্য সুযোগ রয়েছে এক পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে দাঁড়ানো, তাদের সাথে চেপে দাঁড়ানো এবং কাতারের মাঝ থেকে একজনকে টেনে এনে আলাদা হয়ে দাঁড়ানো। ইবনু খুযায়মাহ্ বলেন, হাদীস হতে এভাবে দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ হবে না। কেননা কাতারের পেছনে পুরুষ ব্যক্তির একাকী দাঁড়ানোর অথবা যারা বলে সলাত জায়িয না সকলের ঐকমত্যে নিষেধ। পক্ষান্তরে মহিলা যখন একাকী হবে তখন কাতারের পেছনে তার একাকী সলাত আদায়ের ব্যাপারে মহিলা নির্দেশিত এ ব্যাপারে সকলে একমত। সুতরাং একটি নির্দেশিত বিষয়কে কিভাবে নিষেধাজ্ঞা বিষয়ের উপর কিয়াস করা যেতে পারে?

١١٠٩ -[٤] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِىْ عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১০৯-[৪] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত। একবার নাবী ﷺ তাকে, তার মা ও খালাসহ সলাত আদায় করলেন। তিনি বলেন আমাকে তিনি তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পেছনে। (মুসলিম)[১৫১]

---

[১৫১] **সহীহ :** মুসলিম ৬৬০।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, জামা'আতে ইমামের সাথে যখন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা উপস্থিত হবে তখন পুরুষের দাঁড়ানোর স্থান ইমামের ডানপাশে ও মহিলার দাঁড়ানোর স্থান তাদের উভয়ের পেছনে। এ ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষদের সাথে দাঁড়াবে না।

١١١٠-[٥] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى إِلَى الصَّفِّ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১১০-[৫] আবূ বাক্রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার সলাত আদায় করার জন্যে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এলেন। এ সময় তিনি (ﷺ) রুকূ'তে ছিলেন। রুকূ' ছুটে যাওয়ার আশংকায় কাতারে পৌঁছার পূর্বেই তিনি তাকবীর তাহ্রীমা দিয়ে রুকূ'তে চলে গেছেন। এরপর ধীরে ধীরে হেঁটে এসে কাতারে শামিল হলেন। নাবী (ﷺ)-এর নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, 'আনুগত্য ও নেক 'আমালের ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন করবে না। (বুখারী)[১৫২]

ব্যাখ্যা : নির্দিষ্ট কাতারের বাইরে রুকূ' করা সম্পর্কে মতানৈক্য। ইমাম মালিক ও লায়স বলেন, সলাত আদায়কারী নির্দিষ্ট কাতারে পৌঁছতে সময় দীর্ঘ হওয়াতে ইমাম রুকূ' হতে তার মাথা উঠিয়ে নেয়ার কারণে রাক্'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা করলে এমতাবস্থায় এমন সলাত আদায়কারীর জন্য নির্দিষ্ট কাতারের বাইরে রুকূ' করে কাতার কাছে হলে সেখানে হেঁটে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কাছে বলতে ইমাম সাজদাহ্ করার পূর্বে কাতারে পৌঁছা। কেউ বলেন, দুই কাতারের মাঝের ফাঁকা পরিমাণ হাঁটা। কেউ বলেন, তিন কাতার পরিমাণ; শাফি'ঈ এটাকে অপছন্দ করেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ জামা'আত ও একাকী সলাতের মাঝে পার্থক্য করেছেন।

তিনি একাকী সলাতের ক্ষেত্রে এমন করা অপছন্দ করেছেন তবে জামা'আতের ক্ষেত্রে জায়িয মনে করেছেন। ইমাম মালিক যে দিকে গিয়েছেন তা মূলত যায়দ বিন সাবিত, 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'উদ, 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র, আবূ উমামাহ্ ও 'আত্বা থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত। ত্ববারানী তার কিতাবুল আওসাতে ইবনু ওয়াহ্ব কর্তৃক একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন ইবনু ওয়াহ্ব যা ইবনু জুরায়য তিনি 'আতা হতে বর্ণনা করেন। 'আত্বা 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়রকে মিম্বারের উপর থাকাবস্থায় বলতে শুনেছেন, তোমাদের কেউ যখন মাসজিদের প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় মানুষ রুকূ'রত অবস্থায় আছে তাহলে মাসজিদে প্রবেশাবস্থায় সে যেন রুকূ' করে, অতঃপর রুকূ' করাবস্থায় হেঁটে হেঁটে কাতারে প্রবেশ করবে কেননা এটা সুন্নাত।

'আত্বা বলেন, আমি তাঁকে এমন করতে দেখেছি। ত্ববারানী বলেন, ইবনু ওয়াহ্ব সানাদে একাকী হয়ে গেছেন। ইবনু ওয়াহ্ব থেকে এক হারমালাহ্ ছাড়া অন্য কেউ তা বর্ণনা করেনি। ইবনু যুবায়র থেকে এ সানাদ ছাড়া অন্য সানাদে তা বর্ণনা করা হয়নি। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, ইমাম বায়হাক্বী এ হাদীসটিকে তার কিতাবে তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠাতে সা'ঈদ বিন হাকাম বিন আবী মারইয়াম ইবনু ওয়াহ্ব থেকে বর্ণনা করেন। হায়সামী 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৬ পৃষ্ঠাতে একে ত্ববারানী এর সাথে সম্পৃক্ত করার পর বলেন, এ সানাদের রাবীগণ ইমাম বুখারীর সহীহ এর রাবী। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, অগ্রাধিকারে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে আবূ বাক্রাহ্ ও এর হাদীস ও ত্বহাবী হাসান সূত্রে মারফূ'ভাবে আবূ হুরায়রাহ্ এর হাদীস থেকে যা উল্লেখ করেছেন তার কারণে উল্লেখিত ফাতাওয়াটি বাধাপ্রাপ্ত।

---

[১৫২] **সহীহ :** বুখারী ৭৮৩।

আবূ হুরায়রার সূত্রে হাদীসটি হল যখন তোমাদের কেউ সলাতে আসবে তখন যেন নির্দিষ্ট কাতার ছাড়া রুকূ' না করে বরং নির্দিষ্ট কাতারে পৌছার পর রুকূ' করে। এ মতের দিকে গিয়েছেন আবূ হুরায়রাহ্। যেমন ইবনু 'আবদুল বার ও ইবনু আবী শায়বাহ্ তার থেকে সংকালন করেছেন। হাসান এবং ইবরাহীমও এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন।

আবূ বাকরাহ্ এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পেয়ে তার সাথে শামিল হবে তাহলে এ ব্যক্তির জন্য ঐ রাক্'আতটিকে গণ্য করা হবে যদিও সে রুকূ' ও ক্বিয়াম হতে কিছু না পায়। তার কারণ রাক্'আত ছুটে যাওয়ার আশংকায় আবূ বাকরাহ্ কাতারের পিছনে রুকূ' করেছিল। অতঃপর রসূল ﷺ তার জন্য লালসা বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে দু'আ করেছিলেন; তাকে ঐ রাক্'আত দোহরানোর জন্য নির্দেশ দেননি। এটা জমহূরের মাযহাব। আবূ হুরায়রাহ্, আহলে যাহের, ইবনু খুযায়মাহ্, আবূ বাক্‌র আয্ যব্'ঈ এবং বুখারী বলেন, যখন ব্যক্তির সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ এবং ক্বিয়াম ছুটে যাবে তখন ইমামের সাথে রুকূ' পেলেও ঐ রাক্'আত গণ্য করা হবে না।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে একদল শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের থেকে এ মাযহাবটির উল্লেখ করেছেন। শাইখ তাকিউদ্দীন সুবকী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বী অন্যান্য মুহাদ্দিস এ মাযহাবটি শক্তিশালী করেছেন। এ মুকবিলী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুকবিলী বলেন, আমি এ মাসআলাটি হাদীস ও ফিকহী সর্বপ্রকারের গবেষণা দিয়ে গবেষণা করেছি, অতঃপর আমি যা উল্লেখ করেছি তার অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু আমি অর্জন করতে পারিনি। অর্থাৎ শুধু রুকূ' পাওয়ার মাধ্যমে রাক্'আত গণ্য হবে না।

এটাই আমার কাছে প্রাধান্যতর উক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তির সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ ও ক্বিয়াম থেকে কিছু ছুটে যাবে ঐ ব্যক্তি রুকূ' পেলেও তার ঐ রাক্'আত গণ্য হবে না। কারণ রুকূ' এবং ক্বিয়াম উভয়টি সলাতের ফারয ও রুকনের অন্তর্ভুক্ত। অপর কারণ হাদীসে এসেছে তুমি যা পাও তা সলাত হিসেবে আদায় কর আর তোমার থেকে যা ছুটে যাবে তা তুমি পূর্ণ করবে।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পাবে তাহলে ঐ রুকূ' পাওয়া রাক্'আতটি ব্যক্তির জন্য রাক্'আত হিসেবে গণ্য করা হবে না। কারণ হাদীসে সলাত আদায়কারীর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করতে বলা হয়েছে আর ক্বিয়াম ও সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ রাক্'আতেরই অন্তর্ভুক্ত।

আবূ বাক্‌রার হাদীস : জমহূর যে মত পোষণ করেছেন সে ব্যাপারে আবূ বাকরার হাদীসে কোন দলীল নেই। কেননা আবূ বাকরার ক্বিয়াম ও সূরাহ্ ফাতিহাহ্ ছুটে যাওয়া রাক্'আতটি দোহরানোর ব্যাপারে হাদীসে যেমন কোন নির্দেশ করা হয়নি তেমনিভাবে আবূ বাকরাহ্ শুধু রুকূ' পাওয়া রাক্'আতটিকে রাক্'আত হিসেবে গণ্য করছেন এমন কোন দলীলও আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে হাদীসে রসূল ﷺ-এর যে দু'আর উল্লেখ আছে তা রুকূ' পাওয়া রাক্'আতটি গণ্য করাকে আবশ্যক করে না।

কেননা ইমামের সাথে শামিল হতে নির্দেশ করা হয়েছে চাই মুক্তাদী ইমামের সাথে যা পায় তা তার জন্য গণ্য করা হোক বা না হোক, যেমন হাদীসে এসেছে তোমরা যখন সলাতে আসবে এমতাবস্থায় আমরা (ইমামগণ) সাজদাহ্ অবস্থায় থাকলে তোমরাও সাজদাহ্ করবে তবে সে সাজদাহ্‌কে কিছু গণ্য করবে না। একে বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ ও অন্যান্যগণ ঐ কথার পিছনে যে, নাবী ﷺ আবূ বাক্‌রাহ্-কে তার কৃতকর্মের ন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করা থেকে নিষেধ করেছেন। যে হাদীসে কোন একটি বিষয়কে নিষেধ করেছেন সে হাদীস থেকে আবার ঐ বিষয়ের স্বপক্ষে দলীল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হবে না। শাওকানী 'নায়লুল আওতার'-এ এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব আবূ বাক্‌রার হাদীসের শেষে ত্ববারানী এর "তুমি যা পাও তা সলাত হিসেবে আদায় কর আর যা তোমার ছুঁটে গিয়েছে তা ক্বাযা কর।" এ শব্দ দ্বারা অতিরিক্ত করা ক্বিয়াম ও সূরাহ্ ফাতিহা ছুটে যাওয়া রাক্'আতটি গণ্য না হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। উল্লেখিত কথার উপর আরও প্রমাণ বহন করছে ইবনু আবী শায়বাহ্ তার মুসান্নাফে মু'আয বিন জাবাল হতে যা বর্ণনা করেছেন তা। মু'আয বিন জাবাল বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে যে অবস্থার উপরই পেয়েছি তাঁর সাথে সে অবস্থার উপরেই শামিল হয়েছি। সলাত থেকে যা আমার ছুটে গিয়েছে তা পরে আদায় করেছি। অতঃপর মু'আয رضي الله عنه নাবী ﷺ-কে সলাতের কিছু অংশ বা রাক্'আতের কিছু অংশের সাথে পেয়েছেন। যতটুকু নাবীর সাথে পেয়েছেন ততটুকুর অনুসরণ করেছেন এবং নাবীর সালামের পর ছুটে যাওয়া রাক্'আত আদায় করেছেন। তারপর নাবী ﷺ মু'আয-এর অবস্থা দেখে সহাবীদেরকে বললেন, মু'আয তোমাদের জন্য সুন্নাতের অনুসরণ করলেন। সুতরাং তোমরা তা কর। আহলে যাহির ও যারা তাদের অনুকূল করছেন তাদের উক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার পর আমাদের শায়খ তিরমিযীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, আবূ বাক্‌রার হাদীস একটি চাক্ষুস ঘটনা অর্থাৎ তাতে বহু ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। যে হাদীস ইমামের পেছনে ছুটে যাওয়া সলাতাংশ পূর্ণ করার ব্যাপারে নির্দেশ এবং ক্বিয়াম ও সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ ফারয হওয়ার ক্ষেত্রে উক্তিগত দলীলের আওতাভুক্ত না।

শাওকানী তার ফাতাওয়া গ্রন্থে যাকে তার সন্তান আহমাদ বিন মুহাম্মাদ 'আলী আশ্ শাওকানী ফাতহুর রব্বানী বলে নামকরণ করেছেন। সেখানে বলেন, ক্বিয়াম ও সূরাহ্ ফাতিহাহ্ ছুটে যাওয়া রাক্'আত রাক্'আত হিসেবে গণ্য হবে। মূলত তিনি শারহুল মুনতাক্বা গ্রন্থে যা বিশ্লেষণ করেছেন তা তার বিপরীত। যেমন তিনি ঐ অবস্থাকে যে ঐ অবস্থায় মুক্তাদী ইমামকে পায় 'আম দলীলাদি অপেক্ষা খাস মনে করেন যে সকল 'আম দলীলাদি প্রত্যেক রাক্'আতে প্রত্যেক সলাত আদায়কারীর ওপর সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ করা আবশ্যক প্রমাণ করে।

এ ব্যাপারে তিনি প্রমাণ গ্রহণ করেছেন ইবনু খুযায়মাহ্, দারাকুত্বনী ও ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাবে দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৯ পৃষ্ঠাতে আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক মারফূ' সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন তার মাধ্যমে। তাতে আছে ইমাম তার মেরুদণ্ড সোজা করার পূর্বে যে ব্যক্তি কোন রাক্'আতে পাবে সে ঐ রাক্'আত পাবে। এ মতকে সমর্থন করছেন বর্তমান সময়ে কিছু আহলে হাদীসগণ। উল্লেখিত হাদীস অনুসারে মতামত পোষণকারীদের সম্পর্কে প্রথম জওয়াব বা উত্তর : নিশ্চয়ই হাদীসটির সানাদে ইয়াহ্ইয়া বিন হুমায়দ রয়েছে। তার অবস্থা অজানা; হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী তাঁর জুয্উল ক্বিরাআতে এ ধরনের মত পোষণ করেছেন, দারাকুত্বনী তাকে দুর্বল বলেছেন। 'উক্বায়লী তাকে দুর্বলদের মাঝে উল্লেখ করেছেন এ অবস্থায় যে, ইয়াহ্ইয়া তার উক্তি 'ইমাম তার মেরুদণ্ডকে সোজা করার পূর্বে' দ্বারা সানাদে তার স্তরে একাকী হয়েছেন।

'উক্বায়লী বলেন, একে মালিক ও যুহরীর সাথীবর্গ থেকে অন্যান্য হাফিযুল হাদীসগণ বর্ণনা করেছেন, তবে শেষের অতিরিক্তাংশ তারা উল্লেখ করেননি, সম্ভবত তা যুহরীর কথা। ইবনু আবী 'আদী হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এ অতিরিক্তাংশের বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একাকী হয়েছেন। আমি তাকে ছাড়া এর অন্য কোন সানাদ জানি না। এর সানাদে কুররা বিন 'আবদুর রহমান রয়েছে তার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় উত্তর উল্লেখিত অতিরিক্তাংশ বিশুদ্ধ বলে সমর্থন করার পর তিনি তার এক স্থানে স্বীকার করেছেন নিশ্চয় প্রকৃতপক্ষে শার'ঈ ও 'উরফীভাবে (সমাজে প্রচলিত) সকল রুকন ও যিক্‌র এর সামষ্টিক নাম রাক্'আত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١١١ ـ[٦] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১১১-[৬] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন। যখন আমাদের তিন লোক সলাত আদায় করবে তখন আমাদের একজন (উত্তম ব্যক্তি) সামনে চলে যাবে অর্থাৎ ইমামতি করবে। (তিরমিযী)[১৫৩]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা গেল, ইমামের সাথে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে দু'জন মুক্তাদী হলে তাদের দাঁড়ানোর স্থান ইমামের পেছনে।

١١١٢ ـ[٧] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّيْ وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلٰى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِه قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِيْ مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ؟» فَقَالَ عَمَّارٌ: لِذٰلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِيْنَ أَخَذْتَ عَلٰى يَدِيْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১১১২-[৭] 'আম্মার ইবনু ইয়াসির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি (একদিন) মাঠে (সলাতে) মানুষের ইমামতি করছিলেন। সলাত আদায় করার জন্যে তিনি একটি চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ ছিলেন তার নীচে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থা দেখে হুযায়ফাহ্ কাতার থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে গেলেন এবং 'আম্মারের হাত ধরলেন। 'আম্মার তাঁকে অনুকরণ করলেন। হুযায়ফাহ্ তাঁকে নীচে নামিয়ে দিলেন। 'আম্মারের সলাত শেষ হওয়ার পর হুযায়ফাহ্ তাঁকে বললেন। আপনি কি জানেননি, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন লোক জামা'আতে সলাতের ইমাম হলে তার দাঁড়াবার স্থান যেন মুক্তাদীদের দাঁড়াবার স্থান হতে উঁচু না হয়। অথবা এ রকমের কোন শব্দ উচ্চারণ করেছেন। 'আম্মার উত্তর দিলেন, এ জন্যেই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করেছি। (আবূ দাউদ)[১৫৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম তাঁর মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ হাদীসটি এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। চাই উচ্চতার পরিমাণ ব্যক্তির পায়া বা তার অপেক্ষা কম বা বেশি হোক কিন্তু এর সানাদে একজন মাজহূল বা অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে তবে ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম, বায়হাক্বী হুমাম থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা মুক্তাদী অপেক্ষা ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে জোরদার করেছে আর তা হচ্ছে হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه একবার মাদায়েন শহরে মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে মানুষের ইমামতি করলেন তখন আবূ মাস্'উদ হুযায়ফার জামা ধরে টানলেন, অতঃপর হুযায়ফাহ্ তার সলাত শেষ করলে আবূ

---

[১৫৩] **সানাদ য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৩৩। কারণ এর সানাদে ইসমা'ঈল বিন মুসলিম একজন দুর্বল রাবী এবং হাসান মুদাল্লিস রাবী।

[১৫৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫৯৮, ইরওয়া ৫৪৪। কারণ এর সানাদের রাবী আবূ খালিদকে ইমাম যাহাবী অপরিচিত বলেছেন। আর رَجُلٌ (ব্যক্তি) একজন মাজহূল রাবী।

মাস্'উদ তাকে বললেন তুমি কি জান না রসূলের সময় ইমামদের এ ধরনের উঁচু জায়গাতে দাঁড়ানো থেকে নিষেধ করা হত?

হুযায়ফাহ্ বলল, হ্যাঁ আপনি যখন আমাকে টেনেছিলেন তখন আমার স্মরণ পরেছিল তবে মুনযিরী ও আবূ দাউদ এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন এবং নাবাবী বলেন আবূ দাউদ একে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয তালখীসে ১২৮ পৃষ্ঠাতে বলেন, ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে মারফূ' সূত্রে হাকিম-এর এক বর্ণনা রয়েছে তাতে আছে হুযায়ফাহ্ তিনি ইমাম ছিলেন আর আবূ মাস্'উদ তিনি কাপড় ধরে টেনেছিলেন। বর্ণনাটি পরস্পর বিরোধী হবে না।

কেননা উভয় বর্ণনাতে একই সমস্যা এবং কোনতেই অসম্ভব না যে, হুযায়ফার এ ধরনের ঘটনা আবূ মাস্'উদের সাথে ঘটার পূর্বে 'আম্মারের সাথে ঘটেছিল। সলাতে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞাটিকে আরও জোরদার করেছে দারকুতনী ও হাকিম আবূ মাস্'উদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা। আবূ মাস্'উদ বলেন, ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়াবে এ অবস্থায় মুক্তাদী তার অপেক্ষা নীচু স্থান দাঁড়াবে এমন করাকে রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। হাফিয তালখীসে এটা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

হাকিম এবং ত্বহাবীও এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। অচিরেই এ হাদীসটি 'জানাযার সাথে চলা এবং তার উপর সলাত আদায় করা' এ অধ্যায়ের শেষে আসছে। শাওকানী "নায়লুল আওতার"-এ বলেন, রসূল ﷺ-এর মিম্বারের উপর উঁচু হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত না হলে আবূ মাস্'উদের হাদীসে নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক দিকটি হারাম সাব্যস্ত হত। মাসজিদ ও অন্যান্য স্থানে পায়া সমপরিমাণ বা তার অপেক্ষা কম বা বেশি উঁচুতে দাঁড়ানোর মাঝে পার্থক্য না করে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সাব্যস্ত হল।

আর তা আবূ মাস্'উদ-এর মারফূ' হুকমী উক্তির কারণে বা সুস্পষ্ট মারফূ' উক্তির কারণে। মিম্বারের উপর রসূল ﷺ-এর মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার যে হাদীস রয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে; রসূল ﷺ তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য করেছিলেন যেমন এর উপর রসূল ﷺ-এর উক্তি 'যাতে তোমরা আমার সলাতের অনুসরণ করতে পার' প্রমাণ বহন করছে।

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে ইমাম যখন মুক্তাদীদেরকে শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে করবে তখন মুক্তাদী অপেক্ষা ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানো জায়িয। ইবনু দাক্বীক্ব আল ঈদ এ ব্যাপারে তথা সাহ্ল বিন সা'দ-এর আগত হাদীসের ব্যাপারে বলেন, হাদীসটি ঐ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা করছে যে, ইমাম যখন শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে করবে তখন ইমামের মুক্তাদীদের অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা জায়িয। তবে এ ধরনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার ব্যাপারে বলা তা মাকরূহ। ইবনু দাক্বীক্ব আল ঈদ বলেন, শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া যে ব্যক্তি মুক্তাদী অপেক্ষা ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানোকে জায়িয বলার ইচ্ছে করবে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না এবং গ্রহণযোগ্য বর্ণনার বিপরীতে ক্বিয়াস করাও ঠিক হবে না আর ক্বিয়াস এভাবে যে, উসূলের ক্ষেত্রে নিয়ম আছে নাবী ﷺ যখন কোন কিছু থেকে নিষেধ করবেন তখন সে বিষয়টি বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অতঃপর রসূল ﷺ-এর এমন কাজ করা যা পূর্বের নিষেধাজ্ঞার বিপরীত। এক্ষেত্রে বুঝাতে হবে তা রসূল ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্যাদের জন্য নয়।

শাওকানী "সায়লুল জারাব"-এ বলেন, এ দু'টি হাদীসে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। তবে মিম্বারের উপর রসূলের সলাত আদায়ের হাদীস থাকার কারণে নিষেধাজ্ঞাটি নাহ্ইয়ি তানযিহী তথা সতর্কতাজনিত নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা রাখছে। তবে যে ব্যক্তি বলবে নিশ্চয়

নাবী ﷺ তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে করেছেন যেমন হাদীসের শেষে তা উল্লেখ হয়েছে তাহলে তা নাহ্ইয়ি তানযীহির ফায়দা দিবে না। কেননা কোন ইমামের পক্ষে শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা বৈধ হবে না যদি তা অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈধ না হয় এবং মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা বিষয়টি রসূল ﷺ-এর জন্য খাস এমন উক্তি করাও বিশুদ্ধ হবে না।

আমরা এ বিতর্কে কতক বিদ্বান লোকদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ একটি স্বয়ংসম্পন্ন পুস্তিকা লিখেছি। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, ইবনু হায্‌ম এ বিষয়টিকে কোন ধরনের মাকরূহ মনে না করে স্বাভাবিকভাবে একে জায়িয মনে করেন। যেমন তিনি মুহাল্লা গ্রন্থে ৪র্থ খণ্ডে ৮৪ পৃষ্ঠাতে সাহ্‌ল-এর হাদীসকে দলীল গ্রহণপূর্বক এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আর তা শাফি'ঈ এবং আবূ সুলায়মানের উক্তি এবং আমাদের উক্তির মতো উক্তি করেন আহমাদ বিন হাম্বাল, লায়স বিন সা'দ, ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণ।

তবে আমার কাছে প্রাধান্যতর উক্তি, ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো নিষেধ। পক্ষান্তরে সাহ্‌ল-এর হাদীসে উঁচু স্থানে রসূলের সলাত আদায় করা মূলত শিক্ষা দেয়ার জন্য। অর্থাৎ রসূলের সলাত কারো কাছে যেন গোপন না থাকে সেজন্য এ হাদীস থেকে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো নিষেধ। পক্ষান্তরে সাহ্‌ল-এর হাদীসে উঁচু স্থানে রসূলের সলাত আদায় করা মূলত শিক্ষা দেয়ার জন্য। অর্থাৎ রসূলের সলাত কারো কাছে যেন গোপন না থাকে সেজন্য। এ হাদীস থেকে ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়ানো সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

١١١٣ -[٨] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهٗ سُئِلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهٗ فُلَانٌ مَوْلٰى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهٗ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهٗ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سجد بِالْأَرْضِ. هٰذَا لفظ الْبُخَارِيِّ وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ نَحْوُهٗ وَقَالَ فِي اٰخِرِهٖ: فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».

১১১৩-[৮] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ আস্ সা'ইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বার কিসের তৈরি ছিল? তিনি বললেন, জঙ্গলের ঝাউ কাঠের তৈরি ছিল। সেটাকে অমুক মহিলার স্বাধীন করা গোলাম অমুকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে তৈরি করেছিলেন। সেটা তৈরি হয়ে গেলে, মাসজিদে রাখা হলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দাঁড়ালেন। ক্বিবলামুখী হয়ে সলাতের জন্য তাকবীর তাহ্‌রীমা বাঁধলেন। সকলে তার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি (ﷺ) মিম্বারের উপর হতেই ক্বিরাআত পাঠ করলেন। রুকূ' করলেন। অন্যান্য লোকও তাঁর পেছনে রুকূ' করলেন। অতঃপর তিনি রুকূ' হতে মাথা উত্তোলন করলেন। এরপরে মিম্বার থেকে পা নামিয়ে জমিনে সাজদাহ্ করলেন। এরপর পুনরায় তিনি মিম্বারে উঠলেন। কুরআন পড়লেন। রুকূ' করলেন রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করলেন, তারপর পেছনে সরে আসলেন এমনকি জমিনে সাজদাহ্ করলেন। [এ ভাষা বুখারী (রহঃ)-এর একক; আবার বুখারী মুসলিমের মিলিত বিবরণটা এরূপ। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীসের শেষে এ উক্তি পেশ করলেন। যখন

তিনি (ﷺ) সলাত হতে অবসর হলেন, তখন বললেন, "আমি এজন্যে এ 'আমাল করেছি, তোমরা যেন আমার অনুকরণ করো। আমার সলাতের পরিস্থিতি, এর বিধানাবলী জানতে পার।"[১৫৫]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী মিম্বার ও কাঠের উপর সলাত আদায় করা জায়িয এ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। হাফিয বলেন, তাতে ইমাম ও মুক্তাদী উঁচু নীচু স্থানে ভিন্ন হয়ে দাঁড়ানো জায়িয হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী তাঁর শায়খ 'আলী ইবনু মাদানী-এর সূত্রে আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) হতে ঘটনাতে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ইবনু দাক্বীক্ব আল 'ঈদ এর এ ব্যাপারে একটি আলোচনা রয়েছে। তাতে সলাতে অল্প কাজ করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে।

তবে তাতে ঐ ব্যক্তিদের ওপর সমস্যা রয়েছে যারা বেশি কাজকে তিন পদক্ষেপ দ্বারা সীমাবদ্ধ করেছেন; কেননা নাবী ﷺ-এর মিম্বার ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট। আর রসূলের সলাত ছিল উঁচু স্তরের উপর। মোট কথা হাদীসের শেষে রসূল ﷺ-এর উক্তি দ্বারা বুঝা যায় মিম্বারের উপর রসূল ﷺ-এর সলাত আদায় করা থেকে হিকমাত হচ্ছে রসূল ﷺ জমিনের উপর সলাত আদায় করলে সলাত যাদের না দেখার আশংকা রয়েছে তারাও যেন মিম্বারের উপর থেকে দেখতে পায়।

আরও বুঝা যায়, ইমাম মুক্তাদী অপেক্ষা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সলাতের শিক্ষা দেয়ার জন্য সলাত আদায় করা ইমামের জন্য জায়িয।

١١١٤ ـ[٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِىْ حُجْرَتِه وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِه مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১১১৪-[৯] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কামরায় সলাত আদায় করলেন। আর লোকেরা কামরার বাইরে হতে তাঁর সাথে সলাতের ইকতেদা করলেন। (আবূ দাউদ)[১৫৬]

ব্যাখ্যা : হুজরাহ্ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতানৈক্য করা হয়েছে, অতঃপর অধিকাংশ মতভেদকারী বলেন, হুজরাহ্ দ্বারা ঐ স্থান উদ্দেশ্য যা নাবী ﷺ রমাযান মাসে ই'তিকাফের উদ্দেশে চাটাই দ্বারা মাসজিদে গ্রহণ করেছিলেন। কারো মতে, হুজরাহ্ দ্বারা ঘরের হুজরাহ্ উদ্দেশ্য। যেমন বুখারী 'আবদাহ্-এর হাদীস কর্তৃক ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈ আল আনসারী থেকে তিনি 'আমারাহ্ থেকে তিনি 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ তাঁর হুজরাতে (কক্ষে) রাতে সলাত আদায় করতেন। এমতাবস্থায় হুজরার দেয়াল ছিল খাটো; তখন মানুষ নাবী ﷺ-কে দেখে রসূলের সলাতের অনুসরণ করতে লাগল। হাফিয বলেন, হুজরার ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিক হচ্ছে; রসূলের ঘরের হুজরাহ্ উদ্দেশ্য। হুজরার দেয়ালের উল্লেখের উপরই প্রমাণ বহন করছে।

এর অপেক্ষা আরও স্পষ্ট যা আবূ নু'আয়মে (كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ أَزْوَاجِه) অর্থাৎ "নাবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কক্ষে সলাত আদায় করতেন।" এ শব্দ দ্বারা ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈদ কর্তৃক হাম্মাদ বিন যায়দ-এর বর্ণনা। রসূল ﷺ চাটাই কর্তৃক মাসজিদে সে হুজরাহ্ গ্রহণ করেছিলেন, যেমন ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণ 'আয়িশাহ্ কর্তৃক আবূ সালামাহ্-এর হাদীসে থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে নাবী ﷺ-এর একটি চাটাই ছিল যা দিনের বেলাতে বিছাতেন, রাত্রিতে তা হুজরাহ্ হিসেবে গ্রহণ করতেন, অতঃপর মানুষ তার কাছে এসে কাতারবন্দী হয়েছিল।

---

[১৫৫] সহীহ : বুখারী ৩৭৭, ৯১৭, মুসলিম ৫৪৪।

[১৫৬] সহীহ : বুখারী ৭২৯, আবূ দাউদ ১১২৬।

হাফিয বলেন, ইমাম বুখারীর বর্ণনা থেকে উদ্দেশ্য হল এ বর্ণনার পূর্বের বর্ণনাতে উল্লেখিত হুজরাহ্ থেকে কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করা। 'আয়নী বলেন, ইমাম বুখারীর বর্ণনা থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে এ হাদীসের পূর্বের হাদীসে উল্লেখিত হুজরাহ্ থেকে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা। আর কতক হাদীস কতক হাদীসের ব্যাখ্যা করে প্রত্যেক স্থান্ যার উপর সীমাবদ্ধ বা স্থির হয়ে থাকে তাকে হুজরাহ্ বলা হয়।

যায়দ বিন সাবিত এর হাদীসে আছে যা ইমাম বুখারী 'আয়িশার বিগত হওয়া হাদীসের পর বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ রমাযানে চাটাই দিয়ে হুজরাহ্ (রুম/কক্ষ) তৈরি করে তাতে কয়েক রাত্রি সলাত আদায় করেছেন, অতঃপর তাঁর সহাবীগণ তাঁর সলাতের অনুকরণ করেছেন, তারপর রসূল ﷺ যখন সহাবীগণ সম্পর্কে অবস্থান জানালেন তখন সে তারাবীহ্ সলাত সেখানে আদায় করা থেকে অবসর নিতে শুরু করলেন। আবূ দাঊদ, আহমাদ এবং 'আয়িশাহ্ কর্তৃক আবূ সালামাহ্-এর বর্ণনাতে মুহাম্মাদ বিন নাস্‌র-এ কাছে আছে নিশ্চয় 'আয়িশাহ্ তাঁর ঘরের দরজার কাছে রসূল ﷺ-এর জন্য সে চাটাইটি স্থাপন করেছিল।

হাফিয বলেন, হাদীসকে বিভিন্নতার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া অথবা দেয়ালের ক্ষেত্রে বা হুজরাকে 'আয়িশার দিকে সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে রূপক অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যেতে পারে। যায়দ বিন সাবিত-এর হাদীসের উল্লেখের পর 'আয়নী বলেন, এক বর্ণনাতে এসেছে রসূল ﷺ মাসজিদে চাটাই/চামড়াকে হুজরাহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক বর্ণনাতে আছে, তিনি আমার কক্ষে সলাত আদায় করলেন, যা 'উমরাহ্ 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বর্ণনাতে আছে রসূল আমাকে নির্দেশ করলেন তখন আমি তাঁর জন্য চাটাই স্থাপন করলে তিনি তার উপর সলাত আদায় করলেন। সম্ভবত এ সকল বর্ণনা বিভিন্ন সময় ঘটেছে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব : আমার কাছে অগ্রাধিকারপূর্ণ হচ্ছে- বিষয়টিকে বিভিন্নতার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। উল্লেখিত হাদীসে এসেছে মানুষেরা হুজরার পেছন থেকে রসূল ﷺ-এর সলাতের অনুসরণ করেছিলেন এতে ঐ ব্যাপারে দলীল আছে যে, ইমাম ও মুক্তাদীদের মাঝে আড়াল হওয়া সলাত বিশুদ্ধ হওয়াতে প্রতিবন্ধক না। কেননা বর্ণনার দাবি নিশ্চয় সহাবীগণ তারা রসূল ﷺ-এর অনুকরণ করত এমতাবস্থায় রসূল ﷺ হুজরাহ্/কক্ষের ভিতরে ও তারা হুজরার বাইরে থাকতো। ইমাম আবূ দাঊদ এ ব্যাপারে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন তা হচ্ছে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে এ অবস্থায় মুক্তাদী ও ইমাম উভয়ের মাঝে দেয়াল থাকা। ইমাম বুখারী 'আয়িশাহ্ কর্তৃক 'উমরাহ্ ও আবূ সালামাহ্ এর দু' বর্ণনা এবং যায়দ বিন সাবিত-এর হাদীসের উপর একটি অধ্যায় বেঁধেছেন তা হচ্ছে যখন ইমাম ও সম্প্রদায়ের মাঝে (সলাতাবস্থায়) প্রাচীর বা পর্দা থাকবে। তাতে তিনি হাসান-এর কথা উল্লেখ করেছেন : তুমি ও তোমার ইমাম সলাত আদায় করা অবস্থায় উভয়ের মাঝে নদী থাকলেও কোন সমস্যা নেই।

আরও উল্লেখ করেছেন আবূ মিযলাজ-এর কথা (প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ লাহিক্ব বিন হুমায়দ) তা হচ্ছে মুক্তাদী যখন ইমামের তাকবীর শুনবে তখন সে ইমামের অনুকরণ করবে যদিও উভয়ের মাঝে পথ বা প্রাচীর থাকে। 'আয়নী বলেন, 'এতে কোন ক্ষতি হবে না'- কথাটুকু গোপন আছে। এ ব্যাপারে মাসআলাটি মতানৈক্যপূর্ণ। তবে অধ্যায়ে এমন কিছু নেই যা উল্লেখিত মাসআলা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। এটা মালিকীদের মাযহাবও বটে। যা আনাস, আবূ হুরায়রাহ্, ইবনু সীরীন ও সালিম হতে বর্ণিত।

'উরওয়াহ্ ইমামের ইকতেদা করতেন এমতাবস্থায় তিনি তার গৃহে থাকতেন, তার মাঝে ও মাসজিদের মাঝে পথ থাকত। মালিক বলেন, মুক্তাদী ও ইমামের মাঝে পথ বা ছোট নদী রেখে সলাত আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই। এমনিভাবে কাছাকাছি অবস্থানকারী নৌযানসমূহ; এ নৌযানগুলোর কোন একটিতে ইমাম অন্যগুলোতে মুক্তাদী অবস্থান করে সলাত আদায় করলে মুক্তাদীদের সলাত জায়িয হবে। তবে একটি দল

এটা মাকরূহ মনে করেন। 'উমার বিন খাত্ত্বাব থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে পথ, প্রাচীর বা কোন নদী থাকবে তখন মুক্তাদী ইমামের সাথে আছে বলে ধরা হবে না।

শা'বী ও ইব্রাহীম ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে পথ থাকা মাকরূহ মনে করেন। আবূ হানীফাহ্ বলেন, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে পথ থাকলে ইকতেদা বৈধ হবে না তবে কাতারগুলোর মাঝে সম্পৃক্ততা থাকলে জায়িয। এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন লায়স, আওযারী ও আশহব। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব : হানাফীদের মাযহাব হচ্ছে ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে পথ থাকলেও ইমামের অনুকরণ জায়িয হবে তবে ৩টি শর্তসাপেক্ষে :

১। ইমামের অবস্থা মুক্তাদীর কাছে সংশয়পূর্ণ বা এলোমেলো না হওয়া।

২। ইমাম ও মুক্তাদীর স্থান আলাদা না হওয়া; মাসজিদ এক স্থানের হুকুমে।

৩। এটা দ্বিতীয়টির পরিপূরক তথা একই ধরনের স্থানে ইমাম মুক্তাদী থাকলে ইমামের অনুকরণ করতে মুক্তাদীদের কোন কিছু বাধা দিবে না। উল্লেখিত হাদীসগুলো সম্পর্কে হানাফীগণ উত্তর দিয়েছেন যে, সে হাদীসগুলোতে এমন কোন কিছু পাওয়া যাবে না যা এ শর্তসমূহের বিরোধিতা করে কেননা মাসজিদ সম্পূর্ণ এক স্থান। আর এক স্থানে দেয়ালের আড়াল সৃষ্টি হওয়ার সময় শুধু ইমামের অবস্থান পরিবর্তন জেনে এমনকি যদি আওয়াজ শুনার মাধ্যমেও হয় তথাপি তার অনুসরণ করা জায়িয। এটাই উদ্দেশ্য।

দর্শন করার প্রয়োজন নেই। কাতারসমূহ যখন পরস্পর কাছাকাছি হবে না তখন মাঠের ক্ষেত্রে তিন কাতার সমপরিমাণ দূরত্বকে বিবেচনা করা হবে। যদি ইমাম মুক্তাদীর মাঝে কোন পথ বা নদী থাকে যাতে নৌকা চলাচল করে তাহলে এ ধরনের ক্ষেত্রে তারা (হানাফীগণ) ইমামের (সলাত) অনুকরণ করা সাধারণভাবে বারণ করেছেন। তারা ইমাম মুক্তাদীর অবস্থান স্থলকে আলাদা স্থান হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা এ ব্যাপারে 'উমার (রাঃ)-এর ঐ আসারের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন 'আয়নী যা বিনা সানাদে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হাজার বলেন, 'আত্বা এবং অন্যান্যগণ যা বলেছেন হাদীসে তার কোন দলীল নেই যে, ইমামের অনুকরণ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অবস্থান পরিবর্তন 'আমালকে অবলোকন করা, এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে যদি ইমামের ইকতেদা বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মুক্তাদী কর্তৃক তাঁর 'আমাল অবলোকন করাকে যথেষ্ট মনে করা হয় তাহলে যে ব্যাপারে নির্দেশ করা হয়েছে ও জামা'আতবদ্ধ হওয়ার দিকে আহবান করা হয়েছে সে চেষ্টা বাতিল হয়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি মাসজিদে ইমাম রেখে নিজ ঘর ও বাজার থেকে ইমামের সলাতের অনুকরণ করবে তা কিতাব সুন্নাহর বিপরীত।

সুতরাং বিভিন্ন হাদীসে যা ব্যাখ্যা করা হল তার আলোকে ইমাম ও মুক্তাদীর স্থান একই হওয়া শর্ত। কেননা পারিভাষিকভাবে ইমামের ইকতেদা থেকে উদ্দেশ্য সকলের একই স্থানে একত্রিত হওয়া। যেমনিভাবে বিগত যুগগুলোতে জামা'আতের উপর প্রতিশ্রুত ছিল এবং অনুকরণ সংরক্ষণার্থে এর উপরই 'ইবাদাতের নির্ভরতা ছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করলে হুজরাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ হুজরাহ্ যেমন মতামত পোষণকারীগণ বলেছেন তা এমন স্থান যা ইতিকাফের উদ্দেশে নাবী (ﷺ) চাটাই কর্তৃক মাসজিদে গ্রহণ করেছিলেন এ মতটিকে সহীহ হাদীস সমর্থন করেছে যে, নাবী (ﷺ) চাটাই কর্তৃক হুজরাহ্ গ্রহণ করে সেখানে কয়েক রাত্রি সলাত আদায় করলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١١٥ - [١٠] عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ: أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهٗ ثُمَّ قَالَ: «هٰكَذَا صَلَاةُ» قَالَ عَبْدُ الْعَلِيِّ: لَا أَحْسَبُهٗ إِلَّا قَالَ: أُمَّتِيْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১১৫-[১০] আবূ মালিক আল আশ্‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সলাতের ব্যাপারে কিছু বলব না? (তাহলে) শুনো! তিনি (ﷺ) লোকদেরকে সলাত আদায় করার জন্য (প্রথমে) পুরুষদের কাতার করালেন, এরপর তাদের পেছনে শিশুদের কাতার দাঁড় করালেন। তারপর তাদের নিয়ে সলাত আদায় করালেন। (আবূ মালিক) তাঁর (ﷺ-এর) সলাতের বিবরণ দেয়ার পর বললেন, অতঃপর তিনি (ﷺ) শেষে বললেন, এভাবে সলাত আদায় করতে হবে। ‘আবদুল ‘আলা যিনি আবূ মালিক থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার মনে হয়, আবূ মালিক ‘আমার উম্মাতের’– এ কথাটিও বলেছেন। (আবূ দাঊদ)[১৫৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটি পুরুষ, শিশু ও মহিলাদের ধারাবাহিক অনুপাতে হওয়ার উপর প্রমাণ করছে অর্থাৎ প্রথমে পুরুষদের কাতার তারপর শিশুদের কাতার তারপর মহিলাদের কাতার হবে। সুবকী বলেন, এটা তখন হবে যখন শিশু দু’ বা ততোধিক হবে, অতঃপর শিশু যদি একজন হয় তাহলে সে পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াবে এবং ইমামের পেছনে একাকী দাঁড়াবে না। এর উপর প্রমাণ বহন করে প্রথম পরিচ্ছেদে আনাস-এর পূর্বোক্ত হাদীস। কেননা ইয়াতীম একাকী দাঁড়ায়নি বরং সে আনাস-এর সাথে কাতারবদ্ধ হয়েছিল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, শিশু মাসজিদের ইমামের পেছনে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে দাঁড়ানো মাকরূহ। তবে যারা প্রাপ্তবয়স্ক, পনের বছর বয়সে পদার্পণ করেছে তারা ছাড়া। ‘উমার বিন খাত্ত্বাব থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি যখন কাতারে শিশু দেখতেন তাকে কাতার থেকে বের করে দিতেন।

١١١٦ - [١١] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللّٰهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: يَا فَتًى لَا يَسُوءُكَ اللّٰهُ إِنَّ هٰذَا عُهِدَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهٗ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: وَاللّٰهِ مَا عَلَيْهِمْ آسٰى وَلٰكِنْ آسٰى عَلٰى مَنْ أَضَلُّوا. قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِيْ بِأَهْلِ الْعُقَدِ؟ قَالَ: الْأُمَرَاءُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১১১৬-[১১] ক্বায়স ইবনু ‘উবাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মাসজিদে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলাম। এ সময় এক লোক আমাকে পেছন থেকে টেনে একপাশে নিয়ে নিজে আমার স্থানে দাঁড়ালেন। আল্লাহর শপথ! এ রাগে আমার সলাতে হুঁশ ছিল না। সলাত শেষ করার পর

---

[১৫৭] **য‘ঈফ :** আবূ দাঊদ ৬৭৭, আহমাদ ২২৯১৮, বায়হাক্বী ৫১৬৫। এর সানাদে শাহ্‌র বিন হাওশাব স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটিজনিত দোষে দুষ্ট একজন দুর্বল রাবী এবং মুসনাদে আহ্‌মাদের সানাদে ‘আব্বাস বিন আল ফায্‌ল একজন মাতরূক রাবী তবে তার হাদীস মুতাবি‘ হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন।

আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি উবাই ইবনু কা'ব। আমাকে রাগান্বিত দেখে তিনি বললেন, হে যুবক! (আমার এর জন্যে) আল্লাহ তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়! আমার জন্যে নাবী ﷺ-এর ওয়াসিয়াত ছিল, আমি যেন তাঁর নিকট দাঁড়াই। তারপর ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার এ কথা বললেন, রবের কা'বার কসম! ধ্বংস হয়ে গেছে আহলুল 'আক্বদ। আরো বললেন, আল্লাহর কসম! তাদের ওপর (জনগণের সম্পর্কে) আমার কোন চিন্তা নেই। চিন্তা তো হলো তাদের জন্যে যাদের নেতারা গোমরাহ করছে। ক্বায়স ইবনু 'উবাদ বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'বকে বললাম। হে আবূ ইয়া'কূব! 'আহলুল আক্বদ' বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললে, 'উমারাহ্' (নেতা ও শাসকবর্গ)। (নাসায়ী)[১৫৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে উবায়র কাজ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার সমর্থনকারী। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল ভালবাসতেন মুহাজির ও আনসারগণ তাঁর কাছে থাকাকে যাতে তাঁরা রসূল ﷺ থেকে (সলাতের বিভিন্ন মাসআলাহ্) গ্রহণ করতে পারেন। আহমাদ, ইবনু মাজাহ একে সংকলন করেছেন। এভাবে সামুরাহ্ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও 'উবায়র কাজটি সমর্থিত যাতে আছে বেদুইনরা যেন মুহাজির ও আনসারদের পেছনে দাঁড়ায় যাতে সলাতের ক্ষেত্রে বেদুইনরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারে। ত্ববারানী একে কাবীর গ্রন্থে হাসান সূত্রে সামুরাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। বায়হাক্বী বলেন, এর সানাদে সা'ঈদ বিন বাশীর আছে যাকে দিয়ে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে মারফূ'ভাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাও 'উবায়র কাজকে সমর্থন করেছে যাতে আছে প্রথম কাতারে যেন বেদুইন অনারবী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ না দাঁড়ায়। এর সূত্রে লায়স বিন আবূ সুলায়ম আছে সে দুর্বল।

এ হাদীসগুলোতে বিদ্বান ও মর্যাদার অধিকারী লোকদের এগিয়ে দেয়ার শারী'আত সম্মত রয়েছে। যাতে (সলাতে) তারা ইমামের বিভিন্ন অবস্থান দেখে তা গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের থেকে অন্যরা গ্রহণ করতে পারে। কেননা তাঁরাই সলাতের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে, বর্ণনাকরণে, প্রচারকরণে, প্রয়োজনে ইমামকে সতর্ককরণে এবং প্রয়োজনে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত। ইমাম নাসায়ী একে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ একে মুসনাদের ৫ম খণ্ডে ১৪০ পৃষ্ঠাতে ইবনু খুযায়মাহ্ তার সহীহ গ্রন্থে।

(٢٦) بَابُ الْإِمَامَةِ
অধ্যায়-২৬ : ইমামতির বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١١١٧ -[١] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتٰبِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ».

---

[১৫৮] সহীহ : নাসায়ী ৮০৮, শু'আবুল ঈমান ৬৯৮২।

১১১৭-[১] আবূ মাস্'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : জাতির ইমামতি এমন লোক করবেন, যিনি আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে উত্তম পড়তে পারেন। উপস্থিতদের মাঝে যদি সকলেই উত্তম ক্বারী হন তাহলে ইমামতি করবেন ঐ লোক যিনি সুন্নাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন। যদি সুন্নাতের ব্যাপারে সকলে সমপর্যায়ের জ্ঞানী হন তবে যে সবার আগে হিজরত করেছেন। হিজরত করায়ও যদি সবাই এক সমান হন। তাহলে ইমামাত করবেন যিনি বয়সে সকলের চেয়ে বড়। আর কোন লোক অন্য লোকের ক্ষমতাসীন এলাকায় গিয়ে ইমামতি করবে না এবং কেউ কোন বাড়ী গিয়ে যেন অনুমতি ছাড়া বাড়ীওয়ালার আসনে না বসে। (মুসলিম; তাঁর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, "আর কোন লোক অন্য লোকের গৃহে গিয়ে [অনুমতি ব্যতীত] ইমামতি করবে না।")[১৫৯]

ব্যাখ্যা : (أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ) এ অংশের ব্যাপারে মতানৈক্য করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, কুরআনের ব্যাপারে বেশি জ্ঞানী। কেউ বলেছেন, কুরআনের হুকুম আহকাম ও অর্থ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী। কেউ বলেছেন, কুরআন পাঠ করার দিক দিয়ে বেশি উত্তম যদিও মুখস্থের দিক থেকে কম। কেউ বলেছেন, বাক্যাংশ থেকে বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তাই অর্থাৎ কুরআন অধিক মুখস্থকারী। এ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে ত্ববারানী কাবীর গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন। এর রাবীগণ সহীহ এর রাবী যেমন 'আম্‌র বিন সালামাহ্ থেকে বর্ণিত, আমি আমার পিতার সাথে তার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণের বিষয় নিয়ে নাবীর কাছে গেলাম তখন নাবী (ﷺ) যা ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন তা হচ্ছে তোমাদের মাঝে যে অধিক কুরআন জানে সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

অতঃপর তাদের মাঝে আমি সর্বাধিক কুরআন সংরক্ষণকারী ছিলাম ফলে তারা আমাকে এগিয়ে দিলেন ইমামতির জন্য। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, 'আম্‌র বিন সালামাহ্ এর হাদীস ও অন্যান্য তাফসীরকারী বর্ণনাগুল্যের আলোকে এটিই আমার কাছে প্রাধান্যতর কথা।

(فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ) ত্বীবী বলেন, উল্লেখিত ভাষ্যটুকুতে সুন্নাহ দ্বারা হাদীসসমূহ উদ্দেশ্য।

সিনদী বলেন, সুন্নাহ দ্বারা সলাতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী উদ্দেশ্য নিয়েছেন (মুহাদ্দিসগণ)।

(فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً) ক্বারী বলেন, অর্থাৎ মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করা সুতরাং যে প্রথমে হিজরত করেছে তার সম্মান মাক্কাহ্ বিজয়ের পর যে হিজরত করেছে তার অপেক্ষা বেশি। আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে খরচ ও যুদ্ধ করেছে তার মর্যাদা যে মাক্কাহ্ বিজয়ের পর খরচ ও যুদ্ধ করেছে তাদের অপেক্ষা বেশি"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১০)।

আর একটি মতে বলা হয়েছে, এ হিজরত ঐ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যে ব্যক্তি পূর্বে হিজরত করেছে চাই নাবী (ﷺ)-এর যুগে হিজরত করুক বা পরে যেমন কোন ব্যক্তি (মুসলিম) কাফির রাষ্ট্র হতে মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে। পক্ষান্তরে (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) হাদীসাংশ থেকে উদ্দেশ্য মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করা। কেননা মাক্কাহ্ মাদীনাহ্ বর্তমানে উভয় শহরই ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

শাওকানী (রহঃ) বলেন, (هِجْرَةٌ مُقَدَّمَةٌ) তথা পূর্ববর্তী হিজরত দ্বারা ইমামতির ক্ষেত্রে হিজরত উদ্দেশ্য; তাকে রসূল (ﷺ)-এর যুগের হিজরতের সাথে খাস করা যাবে না, বরং তা ক্বিয়ামাত অবধি সমাপ্ত হবে না, যেমন এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এটি জমহূরের মত এবং (لا هجرة بعد الفتح) দ্বারা

[১৫৯] **সহীহ :** মুসলিম ৬৭৩, আবূ দাঊদ ৫৮২, আত্ তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, ইবনু মাজাহ্ ৯৮০, আহমাদ ১৭০৬৩, **সহীহ** আল জামি' ৩১০৪।

মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করা উদ্দেশ্য অথবা (لا هجرة بعد الفتح) দ্বারা উদ্দেশ্য মাক্কাহ্ বিজয়ের পরের হিজরতের মর্যাদা রয়েছে পূর্বে হিজরতের মর্যাদার ন্যায়।

(فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا) অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে যে অধিক বয়সের অধিকারী বা অগ্রগামী। কেননা ইসলাম গ্রহণ করা শ্রেষ্ঠত্বের কাজ, মৌলিক বয়সের উপর এ দিকটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলব যে, ব্যাখ্যা করা হল মুসলিমের এক বর্ণনা তাকে সমর্থন করেছে। (فَأَقْدَمُهُمْ سِلمًا) অর্থাৎ তাদের মাঝে ইসলাম গ্রহণে যে অগ্রগামী মোট কথা যে ব্যক্তি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারীর উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

যারা বলে কুরআন পাঠে অগ্রগামীকে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে হাদীসটি তাদের স্বপক্ষে দলীল। এ মত ইমাম আহমাদ, আবূ ইউসুফ ও ইসহাক্ব গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন, সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তিকে কুরআন পাঠে অধিক অবগত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। 'আয়নী (রহঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি ইমামতির অধিক উপযুক্ত তার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। একদল 'আলিমগণ বলেছেন, ইমামতির উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি যে বড় ফাক্বীহ, এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন আবূ হানীফাহ্, মালিক ও জমহূর। আবূ ইউসুফ, আহমাদ ও ইসহাক্ব বলেছেন, যে কুরআন পাঠে অধিক ভাল তিনি ইমামতির অধিক উপযুক্ত। আর এটা ইবনু সীরীন ও কতিপয় শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের মত।

'আয়নী (রহঃ) বলেন, আমাদের সাথীবর্গ (হানাফী 'আলিমগণ) বলেছেন, মানুষের মাঝে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তি ইমামতির অধিক উপযুক্ত। অর্থাৎ ফিকাহ ও শারী'আতী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানার সাথে সাথে ব্যক্তি যখন এ পরিমাণ কুরআন ভালভাবে জানবে যা সলাতের জন্য যথেষ্ট হবে। এটা জমহূরের উক্তি। এ মত পোষণ করেছেন 'আত্বা, আওযা'ঈ, মালিক ও শাফি'ঈ।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, আমি বলব : ভাষ্যের মুখোমুখিতে এ প্রত্যেকটিই ত্রুটিযুক্ত। সুতরাং এদিকে ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। বরং এর প্রবক্তা যেই হোক না কেন তার কথা প্রত্যাখ্যান করে দিতে হবে। কেননা রসূল ﷺ-এর উক্তি তোমাদের মাঝে কুরআন পাঠে উবাই সর্বাধিক ভালো সত্ত্বেও স্বীয় মরণের পীড়াতে সলাতের ক্ষেত্রে আবূ বাক্রকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়া ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে, যে কুরআন পাঠে ভালো এমন ব্যক্তির উপর সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জানে এমন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন আবূ বাক্রকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান থাকার কারণে।

ইবনুল হুমাম বলেন, জমহূরের চমৎকার কথার পক্ষে দলীল স্বরূপ যা গ্রহণ করা হয় তার মাঝে সর্বোত্তম ঐ হাদীস "তোমরা আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্দেশ কর সে যেন সলাত আদায় করিয়ে দেয়" এ অবস্থায় সেখানে আবূ বাক্র অপেক্ষা কুরআন পাঠে অধিক ভাল ব্যক্তি ছিলেন তবে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না। প্রথম কথাটির দলীল রসূল ﷺ-এর উক্তি উবাই রাযিয়াল্লাহু আনহু তোমাদের মাঝে কুরআন পাঠে সর্বোত্তম, দ্বিতীয় কথাটির দলীল আবূ সা'ঈদ-এর উক্তি আবূ বাক্র আমাদের মাঝে অধিক জ্ঞানী ছিলেন, আর এটি রসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে শেষ নির্দেশ, সুতরাং এটি নির্ভরযোগ্য উক্তি।

'আয়নী বলেন, আবূ মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস প্রথম আদেশ; আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস শেষ আদেশ এবং সহাবীগণ সকলেই কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। আর আবূ বাক্র প্রতিটি বিষয় সর্বাধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলব, রসূল ﷺ-এর মরণের পীড়াতে আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইমামতির ঘটনা নির্দিষ্ট একটি ঘটনা। তা ব্যাপকতাকে গ্রহণ করবে না যা আবূ মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের বিপরীত, কেননা তা স্বয়ংসম্পন্ন এক স্থিরকৃত কায়িদাহ্ যা ব্যাপকতার

উপকারিতা দেয়। সুতরাং আবূ বাক্র (রাঃ)-এর ঘটনার কারণে কুরআন পাঠে অধিক ভালো ব্যক্তির ওপর সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানীকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হবে না। তদ্রূপ আবূ বাক্র (রাঃ)-এর ঘটনাকে আবূ মাস্'উদ (রাঃ)-এর হাদীসের নাসেখ বা রহিতকারী স্থির করাও বিশুদ্ধ হবে না। বাযূল গ্রন্থকার বলেন, ঘটনাটি খলীফাহ্ নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করেছে। সম্ভবত ঘটনাটি নির্দিষ্ট। এর কোন ব্যাপকতা নেই।

এখান থেকে মাশায়েখদের একটি দল আবূ ইউসুফ-এর কথাকে গ্রহণ করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার ও অন্যান্যগণ আবূ মাস্'উদ (রাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন যে, আবূ মাস্'উদ (রাঃ) ঐ দিকে বেরিয়ে গিয়েছেন যার উপর সহাবীগণের অবস্থা বহাল ছিল আর তা হল তাদের মাঝে কুরআন পাঠে যে সর্বাধিক উত্তম ছিল সে তাঁদের মাঝে সর্বাধিক সুন্নাহের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তা এভাবে যে কেননা সহাবীগণ ঐ সময়ে শারী'আতের হুকুমসমূহের ব্যাপারে নাবীর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতেন। তার উপর ভিত্তি করে হাদীসে তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগে বিষয়টি এমন নয়। আমরা সুন্নাহতে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিব।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেছেন, রসূলের যুগে যারা ছিলেন তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তাদের মাঝে কুরআন পাঠে সর্বাধিক ভালো ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হতেন। তার কারণ তারা বয়স্ক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং কুরআন শিক্ষার পূর্বে ফিকাহ শিখে নিতেন তাঁদের থেকে যে কোন কুরআন পাঠককে ফকীহ হিসেবে পাওয়া যেত, অথচ কখনো এমন কিছু ফকীহ পাওয়া যেত যে কুরআন পাঠক নয়। এ উত্তরটিকেও এভাবে রদ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি রসূল (ﷺ)-এর বাণী (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ) থেকে (أَقْرَءُ) দ্বারা (أَعْلَم) তথা অধিক জ্ঞানীকে উদ্দেশ্য করা হয় তাহলে অবশ্যই হাদীসে (أَعْلَم) শব্দের বারংবার উল্লেখ হওয়া আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে এবং তার ভাষ্য এ ধরনের হচ্ছে (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَعْلَمُهُمْ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَعْلَمُهُمْ) অর্থাৎ সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে তাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি, অতঃপর এতে সমান হলে তাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। (অথচ এমন উদ্দেশ্য আদৌ করা হয়নি)

আমীর ইয়ামানী (রহঃ) বলেছেন, প্রকাশমান যে, এ জওয়াবকে রসূল (ﷺ)-এর বাণী (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে, কেননা এ বাণীটি সাধারণভাবে কুরআন পাঠে অধিক ভালো ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাধিক ভালো ব্যক্তির ওপর প্রাধ্যন্যের উপর দলীল, এরপরও যদি (أَقْرَءُ) দ্বারা (أَعْلَم بالسنة) উদ্দেশ্য করা হয় তাহলে (أَقْرَءُ) ও (أَعْلَم) উভয় এক হয়ে যাচ্ছে।

যুবায়দী (রহঃ) বলেন, আবূ মাস্'উদ (রাঃ)-এর হাদীসের বিরোধিতাকারীর অপব্যাখ্যা যে, রসূল ও সহাবীদের যুগে (أَقْرَءُ) বলতে أفقه অর্থাৎ সর্বাধিক ফকীহ বুঝাত এ অপব্যাখ্যাকে রসূলের বাণী (فأعلمهم بالسنة) প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে। তবে কখনো এভাবে উত্তর দেয়া হয় যে, হাদীসে (أَقْرَءُ) দ্বারা কুরআনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী উদ্দেশ্য। অতঃপর কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে দেখতে হবে সুন্নাহের জ্ঞানে কে বেশি জ্ঞানী সে ইমামতির অধিক উপযুক্ত। সুতরাং হাদীসে কুরআন পাঠে সর্বাধিক ভালো ব্যক্তিকে মুতলাক তথা সাধারণভাবে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কোন প্রমাণ নেই। বরং কুরআনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভালো পাঠ ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে তার অপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তির উপরে প্রাধান্য দেয়ার উপর দলীল রয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই।

'আয়নী (রহঃ) বলেন, রসূল (ﷺ)-এর বাণী (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ) থেকে উদ্দেশ্য أَعْلَمُهُمْ অর্থাৎ তাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। সুন্নাহের সর্বাধিক জ্ঞানী নয়। পক্ষান্তরে (أعلمهم

(بِالسُّنَّةِ) দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহের হুকুম আহকাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। সুতরাং দ্বিতীয় (أَعْلَم) দ্বারা প্রথম (أَعْلَم) উদ্দেশ্য নয়। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, আমি বলব : আমাদের থেকে একটি মত অতিবাহিত হয়েছে তা হল প্রাধান্যতর মত, রসূল ﷺ-এর বাণী (أَقْرَأُهُمْ) দ্বারা কুরআন অধিক মুখস্থকারী উদ্দেশ্য।

অপরপক্ষে তাকে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী এবং হুকুম-আহকাম ও অর্থসমূহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তির অর্থে নেয়া বাহ্যিকতার পরিপন্থী। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। অপরপক্ষে হাদীসটি থেকে অর্থ নেয়া সহাবীদের ব্যাপারে কেবলমাত্র দাবি। এ ধরনের উত্তর থেকে ঐ কথা আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে যে, রসূল ﷺ-এর বাণী (أنه أقرأ من أبي بكر) এর অর্থ উবাই আবূ বাক্‌র অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ছিলেন। ফলে আবূ বাক্‌র অধিক জ্ঞানী ছিলেন বিধায় তাকে ইমামতিতে এগিয়ে দেয়ার যে দলীল গ্রহণ করা হয় তা বাতিল হয়ে পড়ছে।

সিনদী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি কুরআন পাঠে উত্তম ব্যক্তিকে ইমামতিতে এগিয়ে দেয়ার উপর প্রমাণ বহন করে, পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহগণ সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানীকে ইমামতিতে প্রাধান্য দেয়া মতের উপর বহাল। তাদের কাছে এ হাদীস সম্পর্কে দ্বিতীয়টি উত্তর রয়েছে যে, সহাবীদের মাঝে উবাই রাঃ কুরআন পাঠে সর্বাধিক ভাল হওয়া সত্ত্বেও আবূ বাক্‌রকে ইমামতিতে এগিয়ে দেয়া এ অবস্থায় যে, আবূ বাক্‌র সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিল, মূলত এ হুকুমটি রহিত হয়েছে।

যেমন আবূ সা'ঈদ রাঃ বলেছেন, দ্বিতীয় হুকুমটি সহাবীদের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া যে, তাদের মাঝে কুরআন পাঠে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কুরআনের অর্থ সম্পর্কেও জ্ঞানী ছিলেন কারণ তারা অর্থসহ কুরআন মুখস্থ করতেন। প্রকাশমান যে, উত্তরদ্বয়ের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে এমতাবস্থায় যে, হাদীসে শব্দ হুকুমের ব্যাপকতর ফায়দা দিচ্ছে। এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রাধান্য ও নির্ভরযোগ্য মত উক্তি যার উপর তা হল কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

আর এটা তখন যখন কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তি সলাতের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, পক্ষান্তরে যখন ঐ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে না তখন সকলের ঐকমত্যে তাকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়া যাবে না। যুবায়দী (রহঃ) বলেন, কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেয়ার যে মতটি আবূ ইউসুফ অবলম্বন করেছেন তা ইমাম আবূ হানীফার একটি রিওয়ায়াতে এবং ভাষ্যের দিক থেকে তার দলীল শক্তিশালী, কেননা তিনি ফকীহ ও ক্বারী এর মাঝে পার্থক্য করেছেন।

দু'জন ব্যক্তি যতক্ষণ ক্বিরাআতে সমান না হয় ততক্ষণ তিনি ইমামতি ক্বারী ব্যক্তিকে দেয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন তবে দু'জন ক্বিরাআতে সমান হয়ে গেলে একজন অপরজন অপেক্ষা উত্তম হবে না বিধায় তখন তিনি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তিকে ইমামতিতে প্রাধান্য দেয়ার কথা ওয়াজিব বলেছেন। (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ) অর্থাৎ ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে কর্তৃত্ব করবে না আর তা এমন একস্থান ব্যক্তি যে স্থানের কর্তৃত্ব করে অথবা যাতে ব্যক্তির কর্তৃত্বের প্রাধান্য রয়েছে। যেমন বৈঠকের কর্তা, মাসজিদের ইমাম কেননা এরা অন্যদের অপেক্ষা বেশি হাক্বদার যদিও অন্যরা এদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হয়। আর এর কারণ হচ্ছে যাতে এ ধরনের আচরণ পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এবং এমন মতানৈক্যের দিকে ঠেলে না দেয়, যে মতানৈক্য দূর করার জন্যই জামা'আত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন, অর্থাৎ ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রকাশের স্থানে ইমামতি করবে না অথবা নেতৃত্বের স্থানে অথবা যাতে ব্যক্তি মালিকত্ব করে অথবা এমন স্থানে যে স্থানে তার হুকুম চলে। নিজ পরিবার সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনা এ ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করেছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে নিশ্চয়ই জামা'আত মু'মিনদের

পারস্পরিক ভালোবাসা, স্নেহ ও আনুগত্যের উপর একত্রিত হওয়ার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে ইমামতি করবে তখন এ বিষয়টি নেতার নির্দেশ হেয় প্রতিপন্ন করার দিকে গড়াবে ও আনুগত্যের রশিকে খুলে দিবে।

এমনিভাবে ব্যক্তি যখন অন্যের পরিবারের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করবে তখন এ আচরণটিও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা এবং মতানৈক্য প্রকাশের দিকে ঠেলে দিবে যা দূরীভূত করার জন্য জামা'আত প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং নের্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। বিশেষ করে ঈদ ও জুমু'আতে এলাকার ইমাম ও ঘরের মালিক-এর উপর তবে অনুমতিক্রমে। ইমাম নাবাবী বলেছেন, এর অর্থ নিশ্চয় ঘর, মাজলিস এবং মাসজিদের ইমাম অন্যদের অপেক্ষা বেশি অধিকার রাখে।

ইবনু রিসলান (রহঃ) বলেছেন, কেননা তা তার কর্তৃত্বের স্থান। ইমাম শাওকানী বলেন, তবে বাহ্যিক দিক সুলতান দ্বারা ঐ নেতা উদ্দেশ্য যার কাছে সকল মানুষের কর্তৃত্ব অর্পিত ঘরের ও অন্য কিছুর মালিক উদ্দেশ্য নয়। এর উপর প্রমাণ করছে আবূ দাউদ এর বর্ণনায় (وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِه وَلَا فِيْ سُلْطَانِه) শব্দ কর্তৃক যা বর্ণিত আছে। এর বাহ্যিক দিক হল সুলতান বাদশাহ অন্যের উপর প্রাধান্য পাবে। যদিও অন্য ব্যক্তি সুলতান অপেক্ষা কুরআন পাঠে, ফিক্‌হী মাসআলাহ্, আল্লাহ ভীতিতে ও মর্যাদার দিক থেকে সুলতান অপেক্ষা বেশি ভালো হয় এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনাকে খাস করার মতো। অর্থাৎ নিশ্চয় প্রথম হাদীসটি বড় ইমাম এবং তার স্থলাভিষিক্ত যারা তারা ছাড়া অন্যান্য ইমামের ওপরে বর্তাবে। বাড়ীর মালিক সম্পর্কে একটি খাস হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বাড়ীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে বেশি হাক্বদার। ইমাম ত্ববারানী আবূ মাস্'উদ-এর একটি হাদীস সংকলন করেছেন তিনি বলেন, সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাড়ীর মালিককে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়া।

হাফিয (রহঃ) বলেন, এর রাবীগণ নির্ভরশীল। হায়সামী (রঃ) বলেন, এর রাবীগুলো সহীহ গ্রন্থের রাবী। বাযযার ও ত্ববারানী আওসাত ও কাবীর গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ বিন হানযালাহ্ কর্তৃক মারফূ' সূত্রে একটি হাদীস সংকলন করেছেন। তা হল (الرجل أحق أن يؤم في بيته) অর্থাৎ ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে কর্তৃত্ব করার বেশি হাক্বদার। হায়সামী বলেন, এর সূত্রে ইসহাক্ব বিন ইয়াহ্ইয়া বিন ত্বলহাহ্ রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনু মা'ঈন ও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন, ইয়া'কূব বিন শায়বাহ্ ও ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরশীল বলেছেন। ইমাম শাফি'ঈর সাথীবর্গ বলেন, সুলতান এবং নায়েবে সুলতানকে ঘরের মালিক মাসজিদের ইমাম এবং এতদুভয় ছাড়া অন্যান্যদের উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ব্যাপক তারা বলেছে বাড়ীর মালিক-এর জন্য মুস্তাহাব হবে যে তার অপেক্ষা উত্তম তাকে কর্তৃত্বের অনুমতি দেয়া (وَلَا يَقْعُدُ فِيْ بَيْتِه عَلٰى تَكْرِمَتِه) অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাড়ীতে তার সম্মানের স্থানে বসবে না। আর তা বিছানা ও জায়নামায এবং অনুরূপ বস্তুর দিক থেকে তার বাড়ীতে তাকে সম্মান দেয়া স্বরূপ। নিহায়া গ্রন্থে তিনি বলেন, সেটা বিছানা অথবা খাট এর দিক থেকে ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট স্থান যা ব্যক্তির সম্মানে গণ্য করা হয়। (إِلَّا بِإِذْنِه) ইবনুল মালিক বলেছেন, এ অংশটুকু পূর্বে সমস্ত কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, আমি বলব : এ কথাটি আরো কতিপয় রিওয়ায়াতে নস স্বরূপ এসেছে। মাজ্‌দ ইবনু তায়মিয়্যাহ্ আল মুলতাক্বা' গ্রন্থে বলেছেন, উল্লেখিত হাদীসটিকে সা'ঈদ বিন মানসূর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে বলেছেন, ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে তার ইমামতি করবে না। তবে তার অনুমতিক্রমে করতে পারে এবং ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাড়ীতে তার সম্মানের স্থানে বসবে না। তবে তার অনুমতিক্রমে বসতে পারে। অতঃপর প্রতিটি বর্ণনায় অনুমতির কথা আছে এবং ইমাম আহমাদ ও জমহূর 'উলামাহ্ এ ব্যাপারে বলেন, এটাই ঠিক।

এক মতে বলা হয়েছে, (إِلَّا بِإِذْنِهِ) উক্তিটুকু শুধুমাত্র (لَا يَقْعُدُ) উক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত- এ মতটি ইসহাক্ব (রহঃ) পোষণ করেছেন। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে। (وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ أَهْلِهِ) এবং সহীহ মুসলিমের আরো কতক নুসখায় এসেছে (وَلَا تَؤُمَّنَّ الرجل في أهله) আর এ বর্ণনাটিকে সমর্থন করছে পরবর্তী বর্ণনাটি আর তা হলো (ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا بأذن لك أو بإذنه)।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' গ্রন্থে বলেন, কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অন্যান্যদের উপরে মুক্বদ্দাম করার কারণ হচ্ছে নিশ্চয় নাবী ﷺ 'ইল্‌মের জন্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন। যেমন আমরা বর্ণনা করেছি এবং সেখানে সর্বপ্রথম স্থানে যা ছিল তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, কেননা তা 'ইল্‌মের মূল এবং তা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অন্যদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক এবং তার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতে হবে। যাতে করে তা কুরআন পাঠে পারস্পারিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আহ্বান করেন।

আর তা শুধুমাত্র এমন নয় যে, মুসল্লী সলাতে কুরআন পাঠের প্রয়োজনমুখী হয় বিধায় কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। তবে মূল কারণ হল কুরআন পাঠে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মানুষকে উৎসাহিত করা। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল পারস্পারিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুভব করা যায়। সলাতকে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিবেচনার সাথে খাস করার কারণ হলো, সলাতের ক্বিরাআতের মুখাপেক্ষী হওয়া। অতএব বিষয়টি চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, অতঃপর ক্বিরাআতের পর সুন্নাত জানার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে, কেননা কিতাবুল্লাহ এরপর তার স্থান এবং এর মাধ্যমেই জাতির স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর তা নাবী ﷺ-এর উম্মাতের মাঝে মীরাসী সম্পত্তি।

এর পরে নাবী ﷺ-এর নিকটে হিজরতের বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা নাবী ﷺ হিজরতের বিষয়কে সম্মান দিয়েছেন, এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন ও জোর দিয়েছেন। আর এটা পূর্ণাঙ্গ উৎসাহ ও জোরের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর বয়সের আধিক্যতা, কেননা সমস্ত জাতির মাঝে ছড়িয়ে যাওয়া সুন্নাত বড়কে সম্মানকরণ স্বরূপ। কেননা বয়সে বড় যিনি তিনি অধিক দক্ষতার অধিকারী ও বড় সহনশীলতার অধিকারী। তবে নেতার নেতৃত্বের স্থানে বড়কে অগ্রাধিকার দেয়া থেকে কেবল এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, কেননা নেতার কাছে তা কঠিন ও তার নেতৃত্ব বা ত্রুটিমুক্ত করবে এই জন্য সুলতানের মূল্যায়ন করে এ বিষয়টিকে শারী'আতে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

١١١٨ -[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامِ أَقْرَؤُهُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ بَابِ «فَضْلِ الْأَذَانِ».

১১১৮-[২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা যখন তিনজন হবে; সলাত আদায় করার জন্যে একজনকে ইমাম বানাবে এবং ইমামতির জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত যে কুরআন সবচেয়ে ভাল পড়তে পারেন। (মুসলিম; মালিক ইবনু হুওয়াইরিস-এর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে "আযানের মর্যাদা অধ্যায়"-এর পর কোন এক অধ্যায়ের মধ্যে।)[১৬০]

---

[১৬০] সহীহ : মুসলিম ৬৭৬।

ব্যাখ্যা : ক্বারী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসে (ثَلَاثَةٌ) থেকে দু'জন উদ্দেশ্য। যেমন পূর্ববর্তী হাদীস দ্বারা তা বুঝা যায়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে সংখ্যার অর্থ বিবেচ্য নয়; আর তা বুঝা যাচ্ছে মালিক বিন হুয়াইরিসের হাদীস দ্বারা তাতে আছে- যখন সলাতের সময় হবে তখন তোমরা দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইক্বামাত দিবে এবং তোমাদের দু'জনের মাঝে যে বড় সে ইমামতি করবে। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও কুতুবে সিত্তার অন্যান্য ইমামগণ সংকলন করেছেন।

(فليؤمهم أحدهم) হাদীসে উল্লেখিত অংশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতিতে তার অপেক্ষা নিম্নমানের ব্যক্তির ইমামতি করা জায়িয আছে।

(وأحقهم بِالْإِمَامِ أَقْرَؤُهُمْ) এ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন পাঠে শ্রেয় তার ইমামতি সর্বোত্তম বা সে ইমামতির সর্বাধিক অধিকার রাখে। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি সংকলন করছেন। ইমাম আহমাদ ও নাসায়ীও একে সংকলন করেছেন এবং বায়হাক্বীও তৃতীয় খণ্ড, ৮৯ ও ১১৯ পৃষ্ঠা। এ ব্যাপারে আনাস থেকে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদে একটি হাদীস আছে তৃতীয় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা। হাদীসটি (يؤم القوم أقرؤهم للقرآن) শব্দ দ্বারা বর্ণিত। অর্থ সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে তাদের মাঝে কুরআন পাঠে যে শ্রেয়।

হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। বায্‌যারে আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক অনুরূপ হাদীস রয়েছে। হায়সামী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে হাসান বিন 'আলী আন নাওফালী আল হাসিমী রয়েছে। সে দুর্বল। বায্‌যার একে হাসান বলেছেন।

ত্বারানীতে ইবনু 'উমার কর্তৃক (مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ اللهِ مِنْهُ. لَمْ يَزَلْ فِي سَفَالٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) এ শব্দে হাদীস রয়েছে। অর্থ যে ব্যক্তি সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে এমতাবস্থায় তাদের মাঝে তার অপেক্ষা আল্লাহর কিতাব পড়তে পারে এমন ব্যক্তি রয়েছে তাহলে কুরআন পাঠে নিম্ন ব্যক্তি ক্বিয়ামাত অবধি নিম্নে থাকবে। হায়সামী বলেছেন, এর সানাদে হায়সাম বিন ইক্বাব আছে।

আযদী (রহঃ) বলেন, তাকে চেনা যায় না। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরশীল রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মিশকাতে মালিক বিন হুওয়াইরিস-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে মাসাবীহ গ্রন্থে। হাদীসটি হল, মালিক-এর উক্তি রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সলাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে সলাত আদায় কর। আর যখন সলাতের সময় হবে তখন তোমাদের কেউ যেন তোমাদের জন্য আযান দেয়, অতঃপর বয়সে যে তোমাদের মাঝে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে আর এটা বুরআন পাঠ ও সুন্নাহ এর 'ইল্‌মের ক্ষেত্রে সমান হওয়ার ক্ষেত্রে। আবূ দাউদ-এর এক বর্ণনাতে আছে ঐ দিন আমরা 'ইল্‌মে পরস্পর কাছাকাছি ছিলাম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١١٩ - [٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১১৯-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের যে লোক সবচেয়ে উত্তম তাঁরই আযান দেয়া উচিত। আর তোমাদের যে ব্যক্তি সবচেয়ে ভাল ক্বারী তাকেই তোমাদের ইমামতি করা উচিত। (আবূ দাউদ)[১৬১]

---

[১৬১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫৯০, ইবনু মাজাহ্ ৭২৬, বায়হাক্বী ১৯৯৮, য'ঈফ আল জামি' ৪৮৬৬। কারণ এর সানাদে হুসায়ন বিন 'ঈসা আল হানাফী সর্বসম্মতক্রমে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে 'আম্‌র-এর শব্দ দ্বারা মুস্তাহাব হুকুম বুঝানো হয়েছে। (خِيَارُكُمْ) থেকে উদ্দেশ্য– যারা সময়সমূহের ব্যাপারে সংরক্ষণ করে এবং হারাম ও লজ্জাস্থানসমূহের ব্যাপারে সংরক্ষণ করে। কেননা তাদেরকে সুউচ্চ মিনারের উপরে সম্মানের উপর সম্মান জানানো হবে। এ অভিমতটি সিনদীর। ক্বারী (রহঃ) বলেন, যে সর্বাধিক সততার অধিকারী হবে সে আযান দিবে যাতে যে লজ্জাস্থানসমূহ থেকে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং সময় সম্পর্কে যথার্থভাবে সংরক্ষণ করে।

জাওহারী বলেছেন, মুয়ায্‌যিনদেরকে সর্বোত্তম হতে হবে, এর কারণ হাদীসে মুয়ায্‌যিনদের আমানাতদার হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা সিয়াম পালনকারী ইফত্বার, পানাহার এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশার বিষয়টি তাদের আযানের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে সলাতের সময়সমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসল্লীর বিষয় তাদের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিবেচনাতে তাদের ভাল ব্যক্তি হতে হবে। এ অভিমতটি ত্বীবী (রহঃ) পেশ করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত (قراؤكم) অংশটি সকল নুসখাহ্ বা কপিতে এভাবে এসেছে। এভাবে মাসাবীহ, সুনান আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহতে এসেছে। জাযারী জামি'উল উসূলে ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৭৭ পৃষ্ঠাতে আবূ দাঊদ হতে (ليؤمكم أقرأوكم) শব্দে বর্ণনা করছেন। এমনিভাবে ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাবে ১ম খণ্ডে ৪২৬ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখিত হাদীসাংশে ইমামতিতে কুরআন পাঠে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক অবগত ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দেয়ার উপর দলীল রয়েছে। সিনদী বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক দিক হল ইমামতির ক্ষেত্রে কুরআন পাঠে সর্বাধিক শ্রেয় ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি অধিকার রাখে এবং ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, যখনই কুরআন পাঠে সর্বাধিক শ্রেয় ব্যক্তির আলোচনা আসবে তখন সে ব্যক্তি সলাতের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় তাহলে সে ব্যক্তিই ইমামতিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

কেননা সলাতে সর্বোত্তম, যিক্‌র সর্বাধিক দীর্ঘ ও সর্বাধিক কঠিন বিষয় হচ্ছে ক্বিরাআত। তাতে আছে আল্লাহর কালামের সম্মান প্রদর্শন এবং পাঠককে অগ্রগামীতা দান উভয় জগতে এর পাঠককে সুউচ্চ মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করণ; যেমন রসূল ﷺ দাফনের ক্ষেত্রে কুরআন পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অগ্রগামীতা দানের ক্ষেত্রে নির্দেশ করতেন। (ইমাম আবূ দাঊদ একে বর্ণনা করেছেন) ইমাম ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বীও একে সংকলন করেছেন।

আবূ দাঊদ এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। মুনযিরী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে হুসায়ন বিন 'ঈসা আল হানাফী আল কূফী আছে; তার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর্ রাযী ও আবূ যুর'আহ্ আর্ রাযী সমালোচনা করেছেন। ইমাম দারাকুত্বনী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয় হুসায়ন বিন 'ঈসা এ হাদীসটি হাকাম বিন আবান থেকে একাকী বর্ণনা করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলব : ইমাম বুখারী হুসায়ন বিন 'ঈসাকে মাজহূল ও তার হাদীসকে মুনকার বলেছেন। আবূ যুর'আহ্ বলে মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন, সে শক্তিশালী নয়; সে হাকাম বিন আবান থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আজুরী আবূ দাঊদ কর্তৃক বর্ণনা করেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে নিশ্চয়ই সে দুর্বল। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরশীল রাবীদের মাঝে গণ্য করেছেন (ইবনু হিব্বান রাবীদের হাদীসের ক্ষেত্রে হুকুম লাগানোতে শিথিল) হাফিয (রহঃ) তাক্বরীবে গ্রন্থে বলেছেন, তিনি দুর্বল।

١١٢٠ -[٤] وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنِ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا إِلٰى مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ. قَالَ لَنَا قَدِّمُوْا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّيْ بِكُمْ

وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّيْ بِكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلٰى لَفْظِ النَّبِيِّ ﷺ.

১১২০-[৪] আবূ 'আত্বিয়্যাহ্ আল 'উক্বায়লী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (সহাবী) আমাদের মাসজিদে আগমন করতেন। আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাতেন। একদা তিনি এভাবে আমাদের মাঝে আছেন সলাতের সময় হয়ে গেল। আবূ 'আত্বিয়্যাহ্ বলেন, আমরা মালিক-এর নিকট আবেদন করলাম, সামনে বেড়ে আমাদের সলাতের ইমামতি করার জন্যে। মালিক বললেন, তোমরা তোমাদের কাউকে সামনে বাড়িয়ে দাও। সে-ই তোমাদের সলাত আদায় করাবে। আর আমি কেন সলাত আদায় করাব না। কারণ তোমাদেরকে বলছি, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে লোক কোন জাতির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যায় সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের মধ্যে কেউ ইমামতি করবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী; নাসায়ীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি নাবী ﷺ...... শব্দগুলো পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন)[১৬২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ঐ ব্যাপারে দলীল প্রদান করছে যে, মুক্বীম ব্যক্তি পর্যটক বা মুসাফিরের চেয়ে ইমামতির বেশি অধিকার রাখে যদিও মুসাফির মুক্বীমের চেয়ে কুরআন পাঠ ও সুন্নাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী হয়। হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর সহাবী ও অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্বানদের কাছে এর উপরই 'আমাল এবং তারা বলেছেন ইমামতির ক্ষেত্রে ঘরের মালিক বা মুক্বীম মুসাফির অপেক্ষা বেশি অধিকার রাখে। কতিপয় বিদ্বান বলেছেন, মুক্বীম যখন মুসাফিরকে অনুমতি দিবে তখন মুসাফির মুক্বীমের ইমামতি করাতে কোন দোষ নেই এবং ইমাম মালিক বিন হুওয়াইরিস (রহঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে উক্তি করছেন এতে তিনি মুসাফির ব্যক্তিকে মুক্বীম ব্যক্তির ইমামতি না করতে কঠোরতা করেছেন। যদিও (বাড়ির মালিক) মুক্বীম মুসাফিরকে অনুমতি দেয়।

তিনি বলেছেন, এমনিভাবে কোন মুসাফির ব্যক্তি কোন এলাকায় সফর করলে তাদের ইমামতি করবে না। সে বলবে যেন এলাকাবাসীর কেউ তাদের ইমামতি করে। ইমাম তিরমিযীর কথা এখানে সমাপ্ত। মাজ্‌দ ইবনু তায়মিয়্যাহ্ আল মুনতাক্বা' গ্রন্থে অধিকাংশ বিদ্বানদের থেকে হাদীসটি উল্লেখের পর বলেছেন, মুসাফির কোন স্থনের স্থায়ী বাসিন্দা কর্তৃক অনুমতি পেলে অত্র এলাকার ইমামতি করতে কোন দোষ নেই। তিনি পূর্বোক্ত আবূ মাস্'উদ-এর হাদীস (إلا بإذنه) দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইবনু 'উমার এর বর্ণনাকৃত হাদীসের ব্যাপকতা একে শক্তিশালী করেছে। তাতে আছে নিশ্চয়ই নাবী ﷺ বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন তিন ব্যক্তি মিশক আম্বরের স্তুপের উপর থাকবে; এক বান্দা এমন যে আল্লাহর হক ও মুনীবের হক আদায় করেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের ইমামতি করেছে এ অবস্থায় তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট শেষ পর্যন্ত। ইমাম তিরমিযী একে বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন; নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন ব্যক্তির জন্য অনুমতি ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করা বৈধ হবে না। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের কাছে প্রাধান্যতর উক্তি হল মুক্বীম ব্যক্তি মুসাফির ব্যক্তিকে ইমামতির অনুমতি দিলে সে মুহূর্তে মুসাফিরের ইমামতি করাতে

---

[১৬২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৯৬, আত্ তিরমিযী ৩৫৬, আহমাদ ২০৫৩২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৫২০, বায়হাক্বী ৫৩২৪, সহীহ আল জামি' ৬২৭১, নাসায়ী ৭৮৬।

কোন দোষ নেই। মালিক বিন হুওয়াইরিস (রহঃ)-এর হাদীসে রসূল ﷺ-এর উক্তির অর্থ হচ্ছে : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে সে তাদের ইমামতি করবে না। এ কথার মর্ম হল সে ঐ সম্প্রদায়ের অনুমতি ছাড়া ইমামতি করবে না। সা'ঈদ বিন মানসূর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আবূ মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস এর প্রামাণ করছে। আমরা (إذنه) এর শর্ত হতে যা উল্লেখ করেছি তাকে ইবনু 'উমার-এর হাদীসে উল্লেখিত (وهم به راضون) এবং আবূ হুরায়রাহ্ এর হাদীসে উল্লেখিত (إلا بإذنهم) উক্তি শক্তিশালী করেছে। যেমন ইবনু তায়মিয়্যাহ্ বলেছেন, উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের ব্যাপকতা মুক্বীম ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও অনুমতির ক্ষেত্রে মুসাফির ব্যক্তির ইমামতি করা জায়িয হওয়াকে দাবী করছে।

এক মতে বলা হয়েছে মালিক বিন হুওরায়রিস (রহঃ)-এর হাদীস ইমামে আ'যাম (রাষ্ট্র প্রধান) ছাড়া অন্যান্য ইমামের ওপর প্রয়োগ হবে। সুতরাং ইমামে আ'যাম বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যখন কর্তৃত্বের আয়ত্বাধীন স্থানে উপস্থিত হবে তখন এলাকার লোক তার আগে বাড়বে না। তবে বাদশাহর উচিত হবে এলাকার লোককে ইমামতির অনুমতি দেয়া যাতে সে দু'টি অধিকার তথা অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অধিকার ও বাদশাহর অনুমতি ছাড়া কর্তৃত্ব নিষেধ হওয়ার ক্ষেত্রে বাদশাহর অধিকার এর মাঝে সমন্বয় করতে পারে। (ইমাম আবূ দাঊদ একে বর্ণনা করেছেন) এবং এ ব্যাপারে তিনি চুপ থেকেছেন। (ইমাম তিরমিযীও একে বর্ণনা করেছেন) এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

তিরমিযী এর কতক কপিতে আছে হাসান সহীহ। মুনযিরী ও শাওকানী (রহঃ) তিরমিযী থেকে যা শুধু হাসানরূপে উল্লেখ করেছেন তা প্রথমটিকে সমর্থন করেছে। আর তা তাহজীব গ্রন্থে আবূ 'আত্বিয়্যাহ্ এর জীবনীর ক্ষেত্রে হাফিযের উক্তি থেকে বুঝা যায়; নিশ্চয়ই ইবনু খুযায়মাহ্ এর হাদীসকে সহীহ বলেছেন। যদি তিরমিযীর নুসখাতে তার নিকট তা সহীহ করণ সাব্যস্ত হত তবে তিনি অবশ্যই সেদিকে ইঙ্গিত করতেন। এ হাদীসের সানাদে আবূ 'আত্বিয়্যাহ্ নামে একজন মাজহূল রাবী থাকা সত্ত্বেও ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। যেমন যাহাবী, হাতিম, ইবনুল মাদীনী ও আবুল হাসান আল কাত্ত্বান বলেছেন। কারণ এর সমর্থন হাদীস আছে আর ইমাম তিরমিযী কখনো সমর্থনের কারণে দুর্বল হাদীসকে হাসান বলেন। শায়খ আহমাদ শাকির ইমাম তিরমিযীর ওপর নিজ তা'লীক্বে আবূ হাতিম ও অন্যান্যদের উক্তির পর বলেন, তবে ইবনু খুযায়মাহ্ তার হাদীসকে সহীহ করণ, ইমাম তিরমিযী হাসান অথবা সহীহ করণ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য মাসতূর বর্ণনাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত করে দিচ্ছে। তার হাদীসের অনেকগুলো সমর্থন আছে।

যা পূর্বে আবূ দাউদে উল্লেখিত আবূ মাস্'উদ-এর হাদীস (ولا يؤم الرجل في بيته) এর দিকে ইঙ্গিত করছে এবং অনুরূপভাবে ত্বাবারানীতে আবূ মাস্'উদ-এর হাদীস ও বাযযার এবং ত্বাবারানীতে 'আবদুল্লাহ বিন হানযালাহ্ এর হাদীসের দিকে। আমরা উভয়ের শব্দকে আবূ মাস্'উদ-এর হাদীসের ব্যাখ্যাতে উল্লেখ করেছি। (ইমাম নাসায়ী একে বর্ণনা করেছেন) ইমাম আহমাদ ৩য় খণ্ড ৪৩৬-৪৩৭ পৃষ্ঠা ৫ম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা, বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা। তবে নাসায়ী নাবী ﷺ-এর উক্তি "তোমাদের কেউ যখন কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে যেন তাদের ইমামতি না করে" এর সংক্ষেপ করেছেন। হাদীসের শুরু অংশ তিনি উল্লেখ করেননি। আবূ দাউদ-এর কিতাবে উল্লেখিত শব্দ আবূ 'আত্বিয়্যাহ্ এর উক্তি "তিনি কথা বলতে ছিলেন অতঃপর সলাতের সময় উপস্থিত হল" এ অংশটুকু তিরমিযীর। আবূ দাউদ-এর শব্দ "এ মুসাল্লা পর্যন্ত অতঃপর সলাত প্রতিষ্ঠা করা হল"।

١١٢١ - [٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১১২১-[৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাক্‌তুমকে সলাত আদায়ের জন্যে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে দিলেন। অথচ তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। (আবূ দাউদ)[১৬৩]

ব্যাখ্যা : (اِسْتَخْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ) ক্বারী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীসাংশ থেকে খলীফাহ্ বা প্রতিনিধি বানানোর দলীল লাভ করা যায়। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, বর্ণনানুযায়ী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার মাদীনার সাধারণ প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। বিশেষ করে মানুষের ইমামতির করার জন্য তা করেছিলেন। আমীর ইয়ামানী (রহঃ) বলেছেন, উল্লেখিত খলীফাহ্ নিযুক্ত করা দ্বারা সলাত ও অন্যান্য বিষয়ে খলীফাহ্ নিযুক্ত করা উদ্দেশ্য। ত্ববারানী এ হাদীসকে فِي الصلاة وغيرها (সলাত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) শব্দে সংকলন করেছেন, এর সানাদ হাসান।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি নিযুক্ত করার বিষয়টি গণনায় তা ১৩ সংখ্যায় পৌঁছেছে। (وهو أعمى) শায়খ 'আবদুল হক্ব দেহলবী আশ'আতুল লাম্'আত গ্রন্থে বলেছেন, উল্লেখিত হাদীসাংশে অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি জায়িয হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। এতে কোন অপছন্দনীয়তা নেই। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, এতে অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি জায়িয হওয়ার ব্যাপারে দলীল আছে এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ইমামতি অন্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম নাকি উত্তম নয় এ ব্যাপারে মতানৈক্য।

শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, আবূ ইসহাক্ব মারওয়াযী ও গাজালী (রহঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন নিশ্চয় অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, কেননা চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিনয়ী এজন্য যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দর্শনীয় বস্তু দর্শন করায় তার মন ব্যস্ত হয়ে যায়। কতক চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ইমামতি উত্তম হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা সে নাপাকি হতে অধিক সতর্ক। মারওয়াযী ইমাম শাফি'ঈর ভাষ্য হতে যা উপলব্ধি করেছেন তা হল নিশ্চয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহ না হওয়ার দিক দিয়ে সমান। (মর্যাদা রাখে) কেননা উভয়ের ইমামতিতে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ইমামতি সর্বোত্তম।

কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে ইমাম বানিয়েছেন তাদের অধিকাংশ চক্ষুষ্মান। অপরপক্ষে যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ বিন উম্মু মাকতূমকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার কারণ হল যুদ্ধ থেকে কোন মু'মিন যেন পিছপা থাকতে না পারে একমাত্র মা'যূর ব্যক্তি ছাড়া। সম্ভবত চক্ষুষ্মানদের মধ্যে যুদ্ধ থেকে পিছপা হয়ে থাকার মতো এমন কোন লোক ছিল না, যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি হবে। অথবা প্রতিনিধি হওয়ার জন্য অবসরে থাকবে এমন কোন লোক ছিল না। অথবা অন্ধ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানানো বৈধ তা সাব্যস্ত করার জন্য তিনি এমন করেছেন। অপরদিকে 'ইতবান বিন মালিক-এর চোখের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তার সম্প্রদায়ের ইমামতি করা সম্ভবত তার সম্প্রদায়ের মাঝেও ইমামতির ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের থেকে তার স্থানে অবস্থান করবে এমন কেউ ছিল না। ইমাম শাওকানী (রহঃ)-এর কথা এখানে শেষ হল।

আর তিনি আরো বাদায়ি' গ্রন্থে অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি জায়িয হবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট আলোচনার পর বলেছেন, অন্ধ ব্যক্তিকে অন্য কেউ ক্বিবলার দিকে করে দিবে ফলে অন্ধ ব্যক্তি ক্বিবলার বিষয়ে অন্যের অনুসারী হবে। কখনো সলাতের মাঝে ক্বিবলাহ্ হতে অন্যদিকে ঘুরে যাবে এবং একই কারণে অপবিত্র থেকে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইমামতির জন্য অন্ধ অপেক্ষা উত্তম তবে মর্যাদার ক্ষেত্রে এক ইমামের মাসজিদে যখন অন্য ইমাম সমান হবে না সে মুহূর্ত ছাড়া। তখন মাসজিদের নির্দিষ্ট ইমামই উত্তম হবে।

---

[১৬৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৯৫, সুনানুস্ সুগরা লিল বায়হাক্বী ৫০৭।

এজন্য নাবী ﷺ ইবনু উম্মু মাকতূমকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনুল মালিক বলেন, অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি কেবল ঐ মুহূর্তে অপছন্দ করা হয় যখন সম্প্রদায়ের মাঝে তার অপেক্ষা জ্ঞানবান সুস্থ ব্যক্তি থাকে অথবা জ্ঞানে তার সমান সুস্থ ব্যক্তি থাকে।

তুরবিশতী বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধে বের হওয়ার সময় মাদীনাতে 'আলী (রাঃ) উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইবনু উম্মু মাকতূমকে ইমামতির ব্যাপারে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন যাতে শত্রুপক্ষ মাদীনাবাসীদের কোন ক্ষতি সাধন করলে তাদের সংরক্ষণকরণে কোন ব্যস্ততায় তাকে অন্যমনস্ক করে না দেয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, বিষয়টি অন্যদিকে ঘোরারও সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ রসূল ﷺ ঐ ব্যাপারেও যদি 'আলী (রাঃ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন তাহলে আবূ বাক্র-এর খিলাফাতের ক্ষেত্রে সমালোচক ব্যক্তি সমালোচনার পথ খুঁজে পেত। যদিও তা দুর্বল। আবূ দাউদ একে বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ এবং বায়হাক্বী একে সংকলন করেছেন (৩য় খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা) আর আবূ দাউদ ও মুনযিরী এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে তা সংকলন করেছেন। আবূ ইয়া'লা ও ত্ববারানী আওসাত গ্রন্থে 'আয়িশাহ্ কর্তৃক। বায়হাক্বী মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ গ্রন্থে ২য় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা আবূ ইয়া'লা ও ত্ববারানী এর দিকে বিষয়টি সম্পৃক্ত করার পর বলেছেন, আবূ ইয়া'লা-এর রাবীগণ সহীহ-এর রাবী।

١١٢٢ -[٦] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১১২২-[৬] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন লোকের সলাত কান হতে উপরের দিকে উঠে না (অর্থাৎ কবূল হয় না)। প্রথম হলো কোন মালিক-এর নিকট থেকে পলায়ন করা গোলাম যতক্ষণ তার মালিক-এর নিকট ফিরে না আসে। দ্বিতীয় ঐ মহিলা, যে তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে রাত কাটাল। তৃতীয় হলো ঐ ইমাম, যাকে তার জাতি অপছন্দ করে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)[১৬৪]

ব্যাখ্যা : (لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ) অর্থাৎ তাদের আ'মাল আকাশের দিকে উঠবে না যেমন ইবনু 'আব্বাস-এর আগত হাদীসে রয়েছে আর তা আ'মাল গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত স্বরূপ। যা পরবর্তী হাদীসে স্পষ্ট। ইবনু হিব্বানে ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসে তা রয়েছে। তুরবিশতী (রহঃ) বলেছেন, আ'মালে সালিহ বা সৎ আ'মাল আল্লাহর দিকে উঠানো হবে না। বরং উঠার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন পর্যন্ত উঠবে। দু'আ ও তিলাওয়াত কান দিয়ে প্রবেশের কারণে উক্ত হাদীসে কানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হয়েও সাড়া পেয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে না। এ দৃষ্টান্ত মূলত ঐ দৃষ্টান্তের মতো যাতে রসূল ﷺ (ক্বিয়ামাতের পূর্ব মুহূর্তে) দীন থেকে মানুষ দ্রুতগতিতে বেরিয়ে পড়ার হাদীসে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাতে আছে মানুষ কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। মূলকথা যিক্র তাদের কানসমূহ অতিক্রম করবে না। এ কথা দ্বারা 'আমাল গ্রহণযোগ্য না হওয়াকে উদ্দেশ্য করেছেন।

(الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ) উল্লেখিত হাদীসাংশ (الْعَبْدُ الْآبِقُ) এর মাঝে পলায়নকারিণী দাসীও অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে নাবী ﷺ থেকে জারীর বিন 'আবদুল্লাহ আল বাজালী

[১৬৪] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৩৬০, সহীহ আত্ তারগীব ৪৮৭, সহীহ আল জামি' ৩০৫৭।

এর হাদীস কর্তৃক বর্ণিত আছে, যখন কোন দাস পলায়ন করবে তখন তার সলাত গ্রহণ করা হবে না। এ হাদীস বিগত হাদীসে আ'মাল তাদের কান অতিক্রম করবে না দ্বারা তাদের সলাত গ্রহণ করা হবে না উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করছে।

(وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ) মুল্লা আল ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসে এ উল্লেখিত রাগ বলতে যখন ঐ রাগ মন্দ চরিত্র, মন্দ আচরণ ও অনুগত্যের স্বল্পতার কারণে হবে। পক্ষান্তরে স্বামী অপরাধ ছাড়া স্ত্রীর উপর রাগ করলে স্ত্রীর এতে কোন গুনাহ নেই। শাওকানী (রহঃ) হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয় কোন স্ত্রী তার স্বামীকে রাগান্বিত করার ফলে স্বামী স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করা কাবীরাহ্ গুনাহ এর অন্তর্ভুক্ত।

আর এ গুনাহ তখনই সাব্যস্ত হবে যখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর ন্যায়ভাবে রাগ করা হবে। বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ এর হাদীসে আছে, নিশ্চয়ই আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আপন বিছানাতে ডাকবেন অতঃপর তার স্ত্রী আসবে না, ফলে স্বামী স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে তাহলে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) সকাল অবধি ঐ স্ত্রীকে অভিসম্পাত করতে থাকবে।

(وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) উল্লেখিত হাদীসাংশে সম্প্রদায় কর্তৃক ইমামকে অপছন্দ করার বিষয়টি শারী'আতের ক্ষেত্রে কোন নিন্দনীয় বিষয়ে হতে হবে আর যদি তারা এর বিপরীতে কোন বিষয়ে ইমামকে অপছন্দ করে তাহলে তা অপছন্দ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। ইবনুল মালিক বলেন, ইমামকে অপছন্দ করার বিষয়টি ইমামের বিদ্'আত, পাপাচার ও মূর্খতার কারণে হতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম ও প্রজাদের মাঝে যখন দুনিয়া সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে পরস্পরের মাঝে অপছন্দনীয়তা সৃষ্টি হবে বা শত্রুতা হবে তখন সে অপছন্দনীয়তার তার হুকুম উল্লেখিত হাদীসাংশের হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না। হাদীসটি কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের ইমাম হওয়াবস্থায় সম্প্রদায় তাকে অপছন্দ করতে পারে এর উপর প্রমাণ বহন করেছে।

শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, কিছু 'আলিমগণ (এক সম্প্রদায়) 'কারাহাত' শব্দ থেকে হারাম অর্থ বুঝেছেন, অন্য কিছু 'আলিমগণ (অপর সম্প্রদায়) কারাহাতই উদ্দেশ্য করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে, 'আমাল তাদের কান অতিক্রম করবে না তথা সলাত কবূল হবে না; সুতরাং হাদীসে ব্যবহৃত কারাহাত হারাম অর্থের উপর প্রমাণ বহন করছে। আর হারাম অর্থের উপর প্রমাণ বহন করছে বিধায় হাদীসে কর্তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। যেমন তিরমিযীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে আছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন তাদের মাঝে এক ব্যক্তি এমন, যে তার সম্প্রদায়ের ইমামতি করে এমতাবস্থায় সম্প্রদায় তাকে অপছন্দ করে। (আল-হাদীস) তিনি বলেছেন, বিদ্বানদের একটি দল শারী'আতী কারণ স্বরূপ দীনী কারাহাত এর সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ধর্মীয় কারাহাত বা অপছন্দনীয়তা ছাড়া অন্য কোন কারাহাত এ ব্যাপারে ধর্তব্য হবে না।

তারা বিষয়টিকে আরও শর্তারোপ করে বলেছেন, অপছন্দকারীরা মুক্তাদীদের অধিকাংশ হতে হবে। সুতরাং মুক্তাদী অনেক হলে একজন দু'জন বা তিনজনের অপছন্দনীয়তা ধর্তব্য নয়। তবে মুক্তাদী যখন দু'জন বা তিনজন হবে তখন তাদের কারাহাত বা তাদের অধিকাংশের কারাহাত বিবেচ্য। তিনি আরও বলেন, কারাহাত দীনদারদের কর্তৃক হতে হবে দীনহীনদের কারাহাত ধর্তব্য নয়। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ইয়াহ্ইয়া গ্রন্থে বলেছেন, দীনদার ব্যক্তি যদি কমও হয় যারা ইমামকে অপছন্দ করছে তথাপিও তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) হাদীসটির অর্থ নিয়েছেন ওয়ালী (নেতা) ছাড়া অন্য ইমামের ক্ষেত্রে। কেননা কোন বিষয়ের যারা ওয়ালী হন তাদেরকে অধিকাংশ সময় অপছন্দ করা হয়। তিনি বলেছেন, তবে হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ ওয়ালী ও গাইরে ওয়ালী এর মাঝে পার্থক্য না করাই শ্রেয়।

١١٢٣ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

১১২৩-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : তিন লোকের সলাত কবূল হয় না। ঐ লোক যে কোন জাতির ইমাম অথচ সে জাতি তার ওপর অসন্তুষ্ট। দ্বিতীয় ঐ লোক যে সলাতে বিলম্ব করে উত্তম সময় চলে যাওয়ার পর আসে। আদায় করে আসা মর্ম হলো সলাতের মুস্তাহাব সময় চলে যাওয়ার শেষে আসে। তৃতীয় ঐ লোক যে স্বাধীন লোককে দাস বা দাসীথে পরিণত করে মনে করে। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[১৬৫]

ব্যাখ্যা : (لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ) আবূ দাউদে আছে (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً) ইবনু মাজাহতে আছে (لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) বাক্যটি দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে তাহল সলাত গ্রহণ হবে না বলতে সাওয়াব অর্জন হবে না। সলাত বা সলাতের অংশ বিশুদ্ধ হবে না তা উদ্দেশ্য নয়।

(وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ) শারহুস সুন্নাতে একমতে বলা হয়েছে, হাদীসে ইমাম দ্বারা অত্যাচারী ইমাম উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যে ইমাম সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করবে, অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে অপছন্দ করবে তার উপর তিরস্কার বর্তাবে। খাত্ত্বাবী মা'আলিম গ্রন্থে ১ম খণ্ডে ১৭০ পৃষ্ঠাতে বলেছেন, এ হুমকি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য যে ইমামতির উপযুক্ত নয়। সুতরাং তার ইমামতির বিষয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাতে বিজয়ী হলে মানুষ তার ইমামতিকে অপছন্দ করবে। পক্ষান্তরে ব্যক্তি যদি ইমামতির যোগ্য হয় তাহলে তিরস্কার ঐ ব্যক্তির ওপর বর্তাবে যে তাকে ঘৃণা করে।

(دِبَارًا) এমন ব্যক্তি যে সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় সলাত আদায় করে ফলে সলাতের ব্যাপক সময় সে পায় না আর এটা তার অভ্যাস। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, ব্যক্তি সলাতকে তার সময়ে পায় না। জাযারী (রহঃ) বলেন, (دِبَارًا) হল বস্তুর সময়সমূহের শেষাংশ। (وَالدِّبَارُ: أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ) অর্থাৎ ওযর ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে জামা'আতে সলাত আদায় করা ছুটে যাওয়া বা আদায় করা ছুটে যাওয়া। খাত্ত্বাবী বলেছেন, সলাত আদায়কারী সলাতে পরে আসার বিষয়টিকে ব্যক্তি এমনভাবে অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে যে, মানুষ সলাত থেকে ফারেগ ও ফিরে যাওয়ার পর সে সলাতে উপস্থিত হয়। আর এ ব্যাখ্যাটি রাবীর পক্ষ থেকে পরিষ্কার।

(وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً) ত্বীবী (রহঃ) বলেন, স্বাধীন অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা, অতঃপর তাকে দাস হিসেবে দাবী করা এবং তার কর্তা হওয়া। অথবা ব্যক্তি তার দাসকে আযাদ করে তার থেকে জোরমূলক খিদমাত নেয়া। অথবা উপকার ও খিদমাত গ্রহণের জন্য দীর্ঘ সময় যাবৎ দাসের মুক্তির বিষয়টি গোপন করা। ইবনু মালিক বলেছেন, হাদীস (مُحَرَّرَةً) শব্দকে স্ত্রী লিঙ্গ নিয়ে (النسمة) শব্দের উপর প্রয়োগ করা

---

[১৬৫] **শেষের অংশটুকু য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫৯৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৯২। কারণ হাদীসের সানাদে 'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ আল ইফারিক্বী দুর্বল রাবী এবং 'ইমরান বিন 'আব্দ আল মু'আফিরী মাজহূল রাবী।

হয়েছে যাতে তা দাস দাসী উভয়কে শামিল করে। একমতে বলা হয়েছে হাদীসে (مُحَرَّرَةً)-কে খাস করা হয়েছে তার দুর্বলতার ও অক্ষমতার কারণে যা (محرر) এর বিপরীত কারণ তার ক্ষমতা রয়েছে তাকে প্রতিহত করার।

শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, তার আযাদকারী তাকে মুক্ত করার পর আবার দাস হিসেবে গ্রহণ করা। খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেছেন, স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা দু'ভাবে হতে পারে প্রথমে তাকে আযাদ করা; অতঃপর তা গোপন করে রাখা অথবা অস্বীকার করা। আর দু'টি পদ্ধতির মাঝে এটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ব্যক্তি তাকে আযাদের পর জোরমূলক তার কাছে থেকে সেবা গ্রহণ করা অর্থাৎ ধমকের মাধ্যমে।

١١٢٤ -[٨] وَعَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّيْ بِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

১১২৪-[৮] সালামাহ্ বিনতুল হুর্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ক্বিয়ামাতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন হলো মাসজিদে হাযির সলাত আদায়কারীরা একে অন্যকে ঠেলিবে। তাদের সলাত আদায় করিয়ে দিতে পারবে এমন যোগ্য ইমাম তারা পাবে না। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[১৬৬]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের ছোট আলামত যা ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

(أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ) অর্থাৎ মাসজিদমুখী প্রত্যেক ব্যক্তি ইমামতিকে নিজ হতে অন্যের দিকে সম্বন্ধ করবে এবং বলবে, আমি এর যোগ্য না যা দ্বারা ইমামতি বিশুদ্ধ হবে তা শিক্ষা করা বর্জন করার কারণে এবং সলাতে যা জায়িয হবে এবং যা জায়িয হবে না ঐ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কারণে।

(لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ) অর্থাৎ ইমামতিকে গ্রহণ করবে এমন লোক পাওয়া যাবে না। (মুসল্লীবৃন্দ পাবেন না) উপরন্তু এমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যে মানুষকে নিয়ে সলাতের রুকন, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মানদূবসমূহ আদায়ের মাধ্যমে সলাত আদায় করবে। একমতে বল হয়েছে মাসজিদমুখী প্রত্যেক ব্যক্তি ইমামতিকে অন্য থেকে নিজের দিকে টেনে আনবে। ফলে এর মাধ্যমে পারস্পরিক মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। ফলে তা ইমাম না পাওয়ার দিকে ঠেলে দিবে।

ইবনু মাজাহ ও আহমাদের এক বর্ণনার শব্দ, মানুষের কাছে এমন কাল আসবে যখন মানুষ এমন সময়ে অবস্থান করবে যে, তাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করানোর মতো ইমাম তারা পাবে না। হাদীসটি সম্পর্কে আবূ দাউদ ও মুনযিরী চুপ থেকেছেন।

١١٢٥ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[১৬৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫৮১, আহমাদ ২৭১৩৮, ইবনু মাজাহ্ ৯৮২, য'ঈফ আল জামি' ১৯৮৭, আস্ সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৩৪৭। কারণ হাদীসের সানাদ বানী ফাযারাহ্ গোত্রের আযাদকৃত দাসী তুলহাহ্ এবং 'আক্বীলাহ্ উভয়ে মাজহূল রাবী যেমনটি ইমাম ওয়াক্বী ইবনুল বাররাহ্ হতে ইবনু হাজার বর্ণনা করেছেন।

১১২৫-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের ওপর প্রত্যেক নেতার সঙ্গে চাই সে সৎ 'আমালদার হোক কি বদকার, জিহাদ করা ফার্‌য। যদি সে কাবীরাহ্ গুনাহও করে। প্রত্যেক মুসলিমের পেছনে সলাত আদায় করা তোমাদের জন্যে আবশ্যক। (সে সলাত আদায়কারী) সৎ 'আমালদার হোক কি বদকার। যদি সে কাবীরাহ্ গুনাহও করে থাকে। সলাতে জানাযাও প্রত্যেক মুসলিমদের ওপর ফার্‌য। চাই সে সৎ কর্মশীল হোক কি বদকার। সে গুনাহ কাবীরাহ্ করে থাকলেও। (আবূ দাউদ)[১৬৭]

ব্যাখ্যা : (الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ) অর্থাৎ জিহাদ এক অবস্থাতে ফার্‌যে আইন আরেক অবস্থাতে ফার্‌যে কিফায়াহ্।

(مع كل أمير) অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম নেতা যে কাজের কর্তৃত্বকারী অথবা দায়িত্বশীল। (بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا) কেননা আল্লাহ দীনকে কখনো পাপী লোকের মাধ্যমে শক্তিশালী করবেন। আর পাপীর গুনাহ তার নিজের ওপর বর্তাবে। পূর্বের এ বর্ণনাকে আরো শক্তিশালী করেছে ঐ হাদীস যা আনাস থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে রয়েছে আল্লাহ যেদিন থেকে আমাকে নুবূওয়্যাত দিয়েছেন সেদিন থেকে নিয়ে আমার উম্মাতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

কোন অত্যাচারকারীর অত্যাচার ও ন্যায় বিচারকারীর ন্যায় বিচার তাকে বাতিল (ধ্বংস) করতে পারবে না। এটাকে আবূ দাউদ এক হাদীসে সংকলন করেছেন এবং হাদীসটির ব্যাপারে তিনি ও মুনযিরী চুপ থেকেছেন। ইবনু হাজার আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর এক হাদীসে বলেছেন, নেতা পাপী অত্যাচারী হওয়া বৈধ এমতাবস্থায় নেতা পাপ ও অত্যাচার থেকে আলাদা হবে না। এ ধরনের নেতা যতক্ষণ অবাধ্যতার ব্যাপারে নির্দেশ না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা আবশ্যক। অত্যাচারের উপর সালাফদের একটি দলের পৃথক হওয়ার (বিদ্রোহ) বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যখন অত্যাচারের উপর নেতা আবির্ভাবের বিষয়টি হারামের উপর স্বীকৃতি লাভ করেনি।

(وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ) এভাবে প্রাপ্ত সকল কপিতে আছে এভাবে মাসাবীহ গ্রন্থেও আছে তবে এ অতিরিক্তাংশ সুনানে আবূ দাউদে নেই। মাজ্‌দ ইবনু তায়মিয়্যাহ্ তাঁর মুনতাক্বা' গ্রন্থে এবং যায়লা'ঈ তাঁর নাসবুর রায়াহ গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ২৭ পৃষ্ঠাতে আর তা বায়হাক্বী এর বর্ণনাতেও আসেনি।

(وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ) ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, অর্থাৎ জামা'আত সহকারে আর তা সুন্নাত তথা খবরের আহাদ দ্বারা প্রমাণিত হওয়াতে ফার্‌যে 'আমালী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে; ই'তিক্বাদী হিসেবে নয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, তা ফার্‌যে কিফায়াহ্ হিসেবে সাব্যস্ত ফার্‌যে আইন নয়। তা ইসলামের চূড়ান্ত প্রতীকী অবস্থানে রয়েছে।

তা বড় বড় সালাফদের পথ। কেননা এ পথ অবলম্বন এমন এক দিকে পৌঁছিয়ে দিবে যে, যদি এক ব্যক্তি শহরে ইমামের সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করে তাহলে সকলের উপর থেকে জামা'আতে সলাত আদায়ের ফারযিয়াত আদায় হয়ে যাবে।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন, প্রথম ক্বারীনাহ্ (আলামত) মুসলিমদের ওপর জিহাদ আবশ্যক হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করেছে। অপরদিকে পাপী ব্যক্তি নেতা হওয়ার বৈধতার উপর প্রমাণ বহন করছে। দ্বিতীয় ক্বারীনাটি জামা'আত সহকারে সলাত আদায় আবশ্যক হওয়া ও পাপী ব্যক্তি ইমাম হওয়ার বৈধতার উপর

---

[১৬৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২৫৩৩, আস্ সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৩০০, শু'আবুল ঈমান ৮৮০৫, য'ঈফ আল জামি' ২৬৭৩। কারণ হাদীসের সানাদে 'আলা বিন হারিস গোলযোগপূর্ণ বারী এবং মাকহূল আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-কে পাননি।

প্রমাণ বহন করেছে, এটাই এ হাদীসের বাহ্যিক দিক। যে ব্যক্তি জামা'আতে সলাত আদায় ফারযে আইন না হওয়ার উপর উক্তি করেছে সে একে জিহাদের মতো একে ফারযে কিফায়াহ্ হওয়ার দিকে ব্যাখ্যা করেছে। এমতাবস্থায় সে যা দাবী করেছে তা প্রমাণে দলীল পেশ করা তার ওপর আবশ্যক।

(خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ) ইমাম হতে চাইলে তাকে মুসলিম হতে হবে।

(بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ) ইবনু মালিক বলেছেন, অর্থাৎ মুসলিম ইমামের পিছনে তোমাদের অনুসরণ করা বৈধ। তা মূলত হাদীসে পুণ্যবান ও পাপী উভয়কে উল্লেখ করণে তাদের পারস্পারিক অংশীদারীত্বের কারণে প্রায়োগিক ওয়াজিব শব্দটি জায়িয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিধায় আর এটা পাপী ব্যক্তির পিছনে সলাত আদায় বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে।

অনুরূপভাবে বিদ্'আতীর পিছনে সলাত আদায় বৈধ হবে আর ঐ সময় বিদ্'আতী যা বলে তা যখন কুফ্র হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। ক্বারী (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে পাপী এবং বিদ্'আতীর পিছনে সলাত আদায় মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও পাপী ব্যক্তির পিছনে রসূলের সলাত আদায়ের নির্দেশ জামা'আতে সলাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলব : বিদ্'আতী ও পাপী ব্যক্তির ইমামতির ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে। যার পিছনে সলাত আদায় করা হবে তার 'আদালাত (বিশ্বস্ততা) সম্পন্ন হওয়াকে ইমাম মালিক (রহঃ) শর্ত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, পাপীর ইমামতি সহীহ হবে না। তবে শাফি'ঈ ও হানাফীগণ পাপীর ইমামতি বিশুদ্ধ হওয়ার উপর মত পোষণ করেছেন। 'আয়নী (রহঃ) বলেছেন, খারিজী ও বিদ্'আতপন্থীদের পিছনে সলাত আদায়ের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন।

অতঃপর তাদের একদল তা বৈধ বলেছেন। যেমন 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর পিছনে সলাত আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবী লায়লা ও সা'ঈদ বিন জুবায়র। নাখ্'ঈ (রহঃ) বলেন, তারা পূর্ববর্তী অনুসারীগণ আমীর (ইমাম) যে কেউ হোক না কেন তাদের পিছনে সলাত আদায় করতেন। আশহুব মালিক থেকে বর্ণনা করেন আমি ইবাযী ও ওয়াসিলিয়্যাহদের পিছনে সলাত আদায় করা পছন্দ করি না। তাদেরসাথে এক শহরে বসবাস করাও পছন্দ করি না। ইবনুল ক্বাসিম (রহঃ) বলেন, যে বিদ্'আতপন্থীর পিছনে সলাত আদায় করে সময় থাকলে আমি তার সলাত দোহরানোর বিষয়টি ভেবে থাকি। আসবাগ বলেন, সে সর্বদা তা দোহরাবে। সাওরী ক্বদারিয়্যাহ্-এর (ব্যক্তির) ব্যাপারে বলেছেন, তোমরা তাকে ইমামতিতে এগিয়ে দিবে না।

আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, প্রবৃত্তির পূজারী যখন প্রবৃত্তির দিকে আহ্বান করবে তখন এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে সলাত আদায় করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি জাহ্মিয়্যাহ্, রাফিযিয়্যাহ্ ও ক্বদারিয়্যাদের পিছনে সলাত আদায় করবে সে তার সলাত দোহরাবে। আমাদের সাথীবর্গ বলেছেন, প্রবৃত্তি ও বিদ্'আতের অনুসারী এদের পেছনে সলাত আদায় মাকরূহ মনে করা হয়। আর জাহ্মিয়্যাহ্, রাফিযিয়্যাহ্ ও ক্বদারিয়্যাদের পেছনে সলাত জায়িয হবে না, কেননা তারা এ 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে থাকে নিশ্চয় কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ কিছুই জানে না, আর তা কুফ্র। অনুরূপ মুশাব্বিহা ও যারা কুরআন সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে উক্তি করে থাকে তাদের পেছনে সলাত জায়িয হবে না। আবূ হানীফাহ্ বিদ্'আতপন্থীর পেছনে সলাত আদায় করার ব্যাপারে মত পোষণ করতেন না।

অনুরূপ আবূ ইউসুফ সম্পর্কে বর্ণিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তৃক পাপী ব্যক্তি যেমন : যিনাকারী, মদ্যপানকারী ইবনুল হাবীব এ ব্যাপারে দাবি করনে যে ব্যক্তি মদ্যপানকারীর পেছনে সলাত আদায় করবে সে তার সলাতকে সর্বদা দোহরাবে। তবে সে যদি ওয়ালী হয় তাহলে আলাদা কথা। অন্য বর্ণনাতে আছে বিশুদ্ধ

হবে। 'মুহীত্ব'-এ আছে, যদি কেউ পাপী অথবা বিদ্'আতপন্থীর পিছনে সলাত আদায় করে সে জামা'আতের সাওয়াব পেয়ে যাবে তবে আল্লাহভীরু ব্যক্তির পেছনে যে সলাত আদায় করবে তার সাওয়াবের মতো সে লাভ করতে পারবে না। মাব্সূত্ব গ্রন্থে আছে, বিদ্'আতপন্থীর অনুকরণ করা মাকরূহ।

তবে 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমার কাছে হাক্ব হল জামা'আতের সলাত ও মুক্তাদীদের সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সলাতের ইমামের জন্য আদালত শর্ত করা যাবে না। তবে পাপীকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে এমন বিদ্'আতপন্থীকে যার বিদ্'আত ইমামতিকে অস্বীকার করে না, কেননা তাকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দেয়াতে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় বিধায় তাকেও ইমামতির জন্য আগে বাড়ানো যাবে না। তাকে শারী'আতগতভাবে অপমান করা আবশ্যক। কেননা পাপী দীনের বিষয়কে গুরুত্ব দেয় না। কেননা ইমামতি আমানাত অধ্যায়ের আওতাভুক্ত আর পাপী সে আমানাতের খিয়ানাতকারী। আর ইমামতি শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর করে, কেননা মানুষ পাপী ও বিদ্'আতপন্থীর পিছনে সলাতে উৎসাহ প্রকাশ করে না। (উৎসাহ হারিয়ে ফেলে)

এমনকি এ ধরনের ব্যক্তিদ্বয়ের ইমামতি জামা'আতে সলাত আদায় থেকে মানুষকে ভিন্নমুখী ও জামা'আতে লোক কম হওয়ার দিকে ধাবমান করে। আর এটা মাকরূহ। অপর কারণ হল নাবী ﷺ-এর বাণী : তোমরা তোমাদের উত্তম লোকগুলোকে তোমাদের ইমাম বানও কেননা তারা তোমাদের ও তোমাদের রবের মাঝে প্রতিনিধি স্বরূপ। ইমাম দারাকুত্বনী একে তার কিতাবে ১৯৭ পৃষ্ঠাতে বায়হাক্বী তার কিতাবে ৩য় খণ্ডে ৯০ পৃষ্ঠাতে ইবনু 'উমার-এর হাদীস কর্তৃক বর্ণনা করেছেন; বায়হাক্বী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, আমি বলব : এর সানাদে হুসায়ন বিন নাস্র আল মুআদ্দাব আছে। ইবনুল ক্বাত্তান বলেন, তাকে চেনা যায় না। এর মাঝে সুলায়মান সালাম বিন আল মাদায়িনীও রয়েছে, ইমাম শাওকানী বলেন : দুর্বল। পাপী ও বিদ্'আতপন্থীতে ইমামতিতে এগিয়ে না দেয়ার অপর কারণ রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের সলাত যদি আল্লাহর কাছে গ্রহণ হওয়া তোমাদের ভাল লাগে তাহলে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ যেন তোমাদের ইমামতি করে।

ইমাম হাকিম একে কিতাবুল ফাযায়িলের ৪র্থ খণ্ডে মারসাদ আল গানবির হাদীস কর্তৃক ২২২ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেন এবং এর ব্যাপারে তিনি চুপ থেকেছেন। ত্ববারানীও একে বর্ণনা করেছেন, দারাকুত্বনীও তার কিতাবে ১৯৭ পৃষ্ঠাতে একে সংকলন করেছেন। তবে ত্ববারানী এ কথাটুকুও উল্লেখ করেছেন, তোমাদের মাঝে যারা বিদ্বান তারা যেন তোমাদের ইমামতি করে, তাতে 'আবদুল্লাহ বিন মূসা আছে। দারাকুত্বনী বলেছেন, দুর্বল। আর তাতে ক্বাসিম বিন আবী শায়বাও আছে।

ইবনু মা'ঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। অপর কারণ আবূ দাউদ সায়িব বিন খাল্লাদ থেকে যা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির ব্যাপারে আবূ দাউদ ও মুনযিরী উভয়ে চুপ থেকেছেন। সে বর্ণনাতে আছে নিশ্চয় রসূল ﷺ এক লোককে সম্প্রদায়ের ইমামতি করতে দেখলেন; অতঃপর রসূল ﷺ লোকটিকে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলতে দেখে সলাত থেকে সালাম ফিরানোর পর বললেন, এ লোকটি তোমাদের ইমামতি করবে না। এরপর লোকটি ইমামতি করতে চাইলে সম্প্রদায় তাকে ইমামতি করতে বাধা দিলেন এবং রসূল ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে তাকে তারা খবর দিল। অতঃপর লোকটি প্রাপ্ত সংবাদ রসূলের কাছে উল্লেখ করলে রসূল বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি তাকে বলেছেন, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছ।

অপর কারণ 'আলী رضي الله عنه হতে মারফূ' সূত্রে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা; তাতে আছে দীনের ব্যাপারে দুঃসাহস প্রকাশকারী যেন তোমাদের ইমামতি না করে। ইমাম শাওকানী এটা তার নায়লুল আওতারে বিনা

সানাদে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ক্বাননুজী দালীলুত্ ত্বলিবে ৩৩৯ পৃষ্ঠাতে বলেন, তা মুরসাল। আর এক কারণ রসূল ﷺ-এর উক্তি কোন পাপী যেন কোন মু'মিন ব্যক্তির ইমামতি না করে তবে বাদশাহ কর্তৃক তাকে হুমকি দেয়াতে সে বাদশাহর তরবারি বা ছড়ির ভয় করলে আলাদা কথা।

ইমাম ইবনু মাজাহ একে জুমু'আর সলাতের ক্ষেত্রে জাবির-এর হাদীস কর্তৃক বর্ণনা করেন। তার সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল আদাবী আত্ তামীমী আর সে তাআল্লুফ তথা লেখনরি দিক দিয়ে অন্য ব্যক্তির নামের সাথে সাদৃশ্য। বুখারী, আবূ হাতিম ও দারাকুত্বনী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। এভাবে অনেকে আরও সমালোচনা করেছেন। সুতরাং পাপী বিদ্'আতকারী ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়া যাবে না আর তা মূলত আবূ উমামাহ্ ও 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র বিন 'আস-এর হাদীসের কারণে এবং তাদের হাদীসের অনুকূল আরও যত হাদীস আছে যে হাদীসগুলো ব্যক্তিকে সম্প্রদায় অপছন্দ করাবস্থায় ব্যক্তির ইমামতি করা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার উপর প্রমাণ করে।

যদি পাপী ও বিদ্'আতী ইমামতির জন্য এগিয়ে যায় তাহলে সম্প্রদায়ের ওপর ওয়াজিব তাদের উভয়কে ইমামতির থেকে বাধা দেয়া। যদি তারা তাকে ইমামতি করা হতে বাধা দিতে বা ইমামতির স্থান থেকে অপসারণ করতে অক্ষম হয় তখন মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের উভয়ের পেছনে সলাত আদায় বৈধ হবে। (অর্থাৎ প্রয়োজনের খাতিরে তাদের উভয়ের পেছনে সলাত আদায় বৈধ হবে।) আর তা হলে তাদের উভয়কে ইমামতি থেকে বাধা দিলে এবং অপসারণ করলে ফেৎনার আশংকা করা। আরও প্রয়োজন বলতে জামা'আত ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাপী ও বিদ্'আতীর পেছনে সলাত আদায় করা বিশুদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় মুক্তাদী জামা'আতের সাওয়াব পাবে তবে আল্লাহভীরু ব্যক্তির পেছনে সলাত আদায় করলে যে সাওয়াব পেত তা সে পাবে না।

মোদ্দা কথা পাপী ও বিদ্'আতীর পেছনে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে তার সলাত নষ্ট হবে না। আর তা মুক্তাদীর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামকে আদেল হতে হবে এমন দলীল না পাওয়ার কারণে অপরদিকে এ ধরনের ব্যক্তিদ্বয়ের পেছনে অনুকরণ করা বৈধ হওয়ার কারণে, কেননা সলাত বৈধ হওয় সলাতের আরকানসমূহ আদায় করার সাথে সম্পৃক্ত। অথচ উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় আরকানসমূহ আদায়ে ব্যাপারে সক্ষম। অপর কারণ পাপী বিদ্'আতীর সলাত কবূল না হওয়া তাদের অনুসরণ করা বৈধ ন হওয়াকে আবশ্যক করে না এবং তাদের কারণে মুক্তাদী এর সলাত কবূল না হওয়াকে আবশ্যক করে ন উপরন্তু তাদের সলাত নষ্ট হওয়াকেও আবশ্যক করে না। কেননা নিন্দা এবং হুমকি কেবল ঐ ইমামের দিে বর্তাবে যাকে ও যার ইমামতিকে মানুষ অপছন্দ করে; বিষয়টি মুক্তাদীদের দিকে বর্তাবে না। যেমন ত প্রকাশমান। আর কেননা যার সলাত তার নিজের জন্য বিশুদ্ধ হবে তা অন্যের জন্যও বিশুদ্ধ হবে অর্থাৎ ত ইমামতি বিশুদ্ধ হবে ও তার অনুকরণ করাও জায়িয হবে। পাপী ও বিদ্'আতকারীর পেছনে সলাত বিশু হওয়ার আরেকটি কারণ রসূল ﷺ-এর উক্তি; ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে যেন অপর ব্যক্তির ইমাম না করে।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস যা প্রত্যেক পাপী ও পুণ্যবান ব্যা পেছনে সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে তবে সে হাদীসসমূহ দুর্বল। অপর কারণ ইমাম বুখ (রহঃ) তার তারীখে যা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাক্বী তার গ্রন্থে ৩য় খণ্ডে ১২২ পৃষ্ঠাতে 'আব কারীম আল বুকা থেকে যা বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল কারীম আল বুকা বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর দশ সহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি তাদের প্রত্যেকেই অত্যাচারী ইমামদের পেছনে সলাত আদায় করতেন।

শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'আবদুল কারীমের রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। মীযান গ্রন্থে তার ব্যাপারে আলোচনা পূর্ণতা পেয়েছে। তবে অত্যাচারীদের পেছনে সলাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগের ইজমা এর পণ্ডিত অবশিষ্ট সহাবী ও তাবি'ঈগণ কর্মগতভাবে ইজমাতে পৌঁছেছে। অপরদিকে উক্তিগতভাবেও একমত (ইজমা) সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়, কেননা ঐ যুগসমূহে আমীরগণ তারাই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের ইমাম ছিল। তখন মানুষের আমীরগণ ছাড়া কেউ তাদের ইমামতি করত না। প্রত্যেক শহরের আমীর তাদের ইমামতি করত। তখন উমাইয়্যাহ্ বংশের শাসন ছিল।

তাদের অবস্থা ও তাদের আমীরদের অবস্থা কারো কাছে গোপন নয়। ইমাম বুখারী 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রহঃ) সম্পর্কে সংকলন করেন, নিশ্চয় তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পেছনে সলাত আদায় করতেন। ইমাম মুসলিম ও সুনান গ্রন্থকারগণ সংকলন করেন নিশ্চয় আবূ সা'ঈদ আল খুদরী মারওয়ান-এর পেছনে ঈদের সলাত আদায় করেছেন যে ঈদে মারওয়ান কর্তৃক ঈদের খুৎবাহকে সলাতের আগে নিয়ে আসার কথা আছে। আর মারওয়ান কর্তৃক এ আচরণের কারণ মূলত যা হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন, উম্মাতের মাঝে এমন কিছু আমীর হবে যারা সলাতকে (মেরে নষ্ট করবে) ফেলবে এবং সলাতের নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সময়ে তা আদায় করবে তখন সহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তখন আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ করছেন?

রসূল ﷺ বললেন, তোমরা সময়মত সলাত আদায় করবে এবং সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের সলাতকে তোমরা নাফ্ল হিসেবে ধরবে। ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি সলাতকে মেরে ফেলবে (নষ্ট করবে) এবং তা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় আদায় করবে সে ব্যক্তি ন্যায়বান ব্যক্তি নয়।

নাবী ﷺ এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে নাফ্ল হিসেবে সলাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নাফ্ল ও ফার্যের মাঝে কোন পাথর্ক্য নেই। আমীর ইয়ামানী এ হাদীসটি উল্লেখের পর বলেন, তাদের পেছনে সলাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং ঐ সলাতকে নাফ্ল হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা তারা এ সলাতকে তার স্ব সময় হতে বের করে দিয়েছে।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা যদি এ সলাতকে তার স্ব সময়ে আদায় করত তাহলে সে তাদের পেছনে ফার্য হিসেবে সলাত অদায়ের নির্দেশপ্রাপ্ত হত। অপর কারণ 'আলী رضي الله عنه হতে যা বর্ণিত হয়েছে, তার নিকট ক্বওমের কিছু লোক একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসলেন। তারা বলল, নিশ্চয় এ লোকটি আমাদের ইমামতি করে আর আমরা তাকে অপছন্দ করি তখন 'আলী رضي الله عنه ঐ লোকটিকে বলল, নিশ্চয় তুমি বিষয়সমূহে নির্যাতিত অথব তোমার কাজে তুমি অত্যাচারী এ অবস্থায় তুমি তোমার সম্প্রাদায়ের ইমামতি করবে যে, তারা তোমাকে অপছন্দ করে। অত্র হাদীসে যদিও 'আলী رضي الله عنه লোকটিকে ইমামতির ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন কিন্তু সম্প্রদায়কে তার অনুসরণ করা থেকে বারণ করেননি এবং তাদেরকে সলাত দোহরানোর ব্যাপারে নির্দেশ দেননি।

ফলকথা : ইমামতির জন্য এগিয়ে যাওয়া পাপী ও বিদ্'আতীর জন্য হারাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য বৈধ হবে না এমন ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়া। এ ধরনের ব্যক্তিকে ইমামতিতে বাধা দেয়া ও ইমামতির স্থান থেকে অপসারণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সম্প্রদায় এ ধরনের ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয় তাহলে তারা পাপী সাব্যস্ত হবে তবে এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে সলাত মাকরূহে তাহরীমী হওয়া সত্ত্বেও জামা'আত বিশুদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় মুক্তাদীদের সলাত বিশুদ্ধ না হওয়ার উপর প্রমাণ না থাকাতে সলাত নষ্ট হবে না। আর যদি তারা এ ধরনের ব্যক্তিকে ইমামতি থেকে বাধা দিতে ও সে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করতে অক্ষম হয় এবং অন্য মাসজিদে যাওয়ার মাধ্যমে অন্য ইমামের পেছনে সলাত অদায় সম্ভব হয় তাহলে তা করাই উত্তম।

অন্যথায় একাকী সলাত আদায় করা অপেক্ষা ইমামের অনুসরণ করাটাই উত্তম এবং ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের সলাত বৈধ। তবে মাকরূহ থেকে মুক্ত নয় অর্থাৎ তারা জামা'আতের সাওয়াব পেয়ে যাবে তবে যে ব্যক্তি মুত্তাক্বীর পেছনে সলাত আদায় করবে তার সাওয়াবের মতো সে অর্জন করতে পারবে না।

(وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ) অর্থাৎ জানাযার সলাত ফার্‌যে কিফায়াহ্ যা প্রত্যেক এমন মৃত মুসলিমের ওপর আদায় করতে হবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে মুসলিম।

(بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا) উল্লেখিত অংশে প্রমাণ রয়েছে এমন ব্যক্তি যে মুসলিম অবস্থায় মারা গেছে তার ওপর জানাযার সলাত অদায় করা হবে যদিও সে পাপী হয়। এ মতটি পোষণ করেছেন ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্ ও জমহূর 'আলিমগণ।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, ক্বাযী বলেন, সকল বিদ্বানদের মাযহাব হল প্রত্যেক মুসলিম, শারী'আতী হাদ্দ প্রয়োগকৃত, রজম করা হয়েছে এমন ব্যক্তি, আত্মহত্যাকারী ও জারয সন্তানের ওপর জানাযার সলাত আদায় করা হবে। তবে ফাতাওয়াটির সমালোচনা করা হয়েছে। যুহরী বলেন, রজম করা হয়েছে এমন ব্যক্তির ওপর জানাযার সলাত আদায় করা হবে না। ক্বাতাদাহ্ বলেন, জারয সন্তানের ওপর জানাযার সলাত আদায় করা হবে না। 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয ও আওযা'ঈ (রহঃ) বলেন, পাপীর জানাযার সলাত আদায় করা হবে না। আবূ হানীফাহ্ অত্যাচারকারী ও যোদ্ধাবাজের ব্যাপারে তাদের উভয়ের অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তাঁর এক উক্তিতে চোরের ব্যাপারে উভয়ের অনুরূপ করেছেন। তবে হাক্ব কথা হল, যে ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত পাঠ করবে তার জন্য ততটুকু অধিকার থাকবে যা একজন মুসলিম ব্যক্তির রয়েছে। আর সে অধিকারসমূহের একটি জানাযার সলাত। কেননা জানাযার সলাতের শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপকতাকে কোন কালেমা শাহাদাত পাঠকারীর সাথে দলীল ছাড়া নির্দিষ্ট করা যাবে না। হ্যাঁ, তবে ইমাম এমনিভাবে বিদ্বান, নিষ্ঠাবান, আল্লাহভীরু এদের জন্য মুস্তাহাব হবে ফাসিক্বের ওপর জানাযার সলাত ছেড়ে দেয়া। আরও বিশেষভাবে সলাত বর্জনকারী, ঋণী, আত্মসাৎকারী ও আত্মহত্যাকারী এদের উপর উল্লেখিত সৎ ব্যক্তিদের জানাযার সলাত ছেড়ে দেয়া আর এটা মানুষকে ধমক স্বরূপ। আর এ ধরনের মাসআলার উপর প্রমাণ করছে আত্মসাৎকারী, ঋণী এদের ওপর রসূল ﷺ-এর সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা ও এ ধরনের ব্যক্তিদ্বয়ের উপর জানাযার সলাত আদায়ের ব্যাপারে নিজ উক্তি (তোমরা তোমাদের সাথীর ওপর জানাযার সলাত আদায় কর) দ্বারা সহাবীগণকে নির্দেশ দেয়া। এ মাসআলার উপর আরও প্রমাণ বহন করে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীস যে তার নিজকে প্রশস্ত ফলা দ্বারা হত্যা করেছিল, অতঃপর তার ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর উক্তি আমি তার ওপর সলাত আদায় করব না। এমতাবস্থায় রসূল ﷺ সহাবীগণকে ঐ ব্যক্তির ওপর সলাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেননি।

(وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ) ইবনু মালিক (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসাংশটুকু ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, যে ব্যক্তি কাবীরাহ্ গুনাহ করবে ঐ কাবীরাহ্ গুনাহ তাকে ইসলাম থেকে বের করবে না এবং সৎ আ'মালসমূহকেও নষ্ট করবে না। অর্থাৎ এ দু'টি ক্ষেত্রে বিদ্'আতীর যে পরিস্থিতি তার বিপরীত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٢٦ -[١٠] عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ ممر النَّاس وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحٰى إِلَيْهِ أَوْ أُوحِيَ اللهُ كَذَا. فَكُنْتُ أَحْفَظُ

ذٰلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يُغْرٰى فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللّٰهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقّٰى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذٰلِكَ الْقَمِيصِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১২৬-[১০] 'আম্র ইবনু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মানুষ চলাচলের পথে একটি কুয়ার পাড়ে বসবাস করতাম। এটা মানুষের চলাচলের স্থান। যে কাফিলা আমাদের নিকট দিয়ে ভ্রমণ করে আমরা তাদের প্রশ্ন করতাম, মানুষের কি হলো! এ লোকটির (রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর) কি হলো? আর এ লোকটির বৈশিষ্ট্য কি? এসব লোক আমাদেরকে বলত, তিনি নিজেকে রসূল হিসেবে দাবী করেন। আল্লাহ তাঁকে সত্য নাবী করে পাঠিয়েছেন। (কাফিলার লোক তাদের কুরআনের আয়াত পড়ে শুনাত) বলত এসব তাঁর কাছে ওয়াহী হিসেবে আসে। বস্তুতঃ কাফিলার নিকট আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যেসব গুনাগুণের কথা ও কুরআনের যেসব আয়াত পড়ে শুনাত এগুলোকে এমনভাবে মুখস্থ রাখতাম যা আমার সিনায় গেঁথে থাকত। 'আরাববাসী ইসলাম গ্রহণের সম্পর্কে মাক্কাহ্ বিজয় হওয়ার অপেক্ষা করছিল। অর্থাৎ তারা বলত, মাক্কাহ্ বিজয় হয়ে গেলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। আর এ কথাও বলত এ রসূলকে তাদের জাতির ওপর ছেড়ে দাও। যদি সে জাতির ওপর বিজয় লাভ করে (মাক্কাহ্ বিজয় করে নেয়) তাহলে মনে করবে সে সত্য নাবী। মাক্কাহ্ বিজয় হয়ে গেলে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আমার পিতা জাতির প্রথম লোক যিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি (ইসলাম গ্রহণ করে) ফিরে আসার পর জাতির নিকট বলতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! আমি সত্য নাবীর নিকট থেকে এসেছি। তিনি বলেছেন, অমুক সময়ে এভাবে সলাত আদায় করবে। অমুক সময়ে এ রকম সলাত আদায় করবে। সলাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে। আর তোমাদের যে বেশী ভাল কুরআন পড়তে জানে সে ইমামতি করবে। বস্তুতঃ যখন সলাতের সময় হলো (জামা'আত প্রস্তুত হলো) মানুষেরা কাকে ইমাম বানাবে পরস্পরের প্রতি দেখতে লাগল। কিন্তু আমার চেয়ে ভাল কুরআন পড়ুয়া কাউকে পায়নি। লোকেরা আমাকে আগে বাড়িয়ে দিলো। এ সময় আমার বয়স ছিল ছয় কি সাত বছর। আমার পরনে ছিল শুধু একটি চাদর। আমি যখন সাজদায় যেতাম; চাদরটি আমার শরীর হতে সরে যেত। আমাদের জাতির একজন মহিলা (এ অবস্থা দেখে) বলল, আমাদের সামনে হতে তোমরা তোমাদের ইমামের লজ্জাস্থান ঢেকে দিচ্ছো না কেন? জাতির লোকেরা যখন কাপড় খরিদ করল এবং আমার জন্য জামা বানিয়ে দিলো। এ জামার জন্যে আমার মন এমন খুশী হলো যা আর কখনো হয়নি। (বুখারী)[১৬৮]

ব্যাখ্যা : (مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ) অর্থাৎ কোন বিষয় মানুষের নিকট ঘটেছে। এটা ইসলাম ধর্ম প্রকাশ সম্পর্কে ইঙ্গিত। একই শব্দ পুনরায় উল্লেখ করে চূড়ান্ত আশ্চর্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন, এটি এক অপরিচিত বিষয়ের উপর প্রামণ করেছে।

---

[১৬৮] সহীহ : বুখারী ৪৩০২।

(مَا هٰذَا الرَّجُلُ) উল্লেখিত অংশে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে ইঙ্গিত। যা নাবীর তরফ থেকে মানুষের আশ্চর্যবোধক কথা শ্রবণের উপর প্রমাণ বহন করে।

সুতরাং মানুষের প্রশ্ন মুহাম্মাদ ﷺ নুবূওয়্যাতের সাথে গুণান্বিত হওয়া সম্পর্কে। ত্বীবী (রহঃ) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ যে লোকটির কাছ থেকে আমরা আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনছি তার বৈশিষ্ট্য কি?

(أُوحِي إِلَيْهِ كَذَا) আমাদের কাছে প্রাপ্ত সকল কপিতে এভাবে আছে এবং এভাবে জামি'উল উসূল-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৩৭৬ পৃষ্ঠাতে আছে এবং বুখারীতে যা আছে তা হল (أَوْحَى إِلَيْهِ) তথা (إِلَيْهِ) এর পরিবর্তে (الله) এর প্রয়োগ। এভাবে যে কোন সূরাহ্ বা আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন, উল্লেখিত অংশ দ্বারা কুরআন সম্পর্কে ইঙ্গিত।

আবূ যার رضي الله عنه ছাড়া অন্যত্র এসেছে (أَوْ أَوْحَى اللهُ كَذَا) অর্থাৎ (أو) শব্দ অতিরিক্ত করে। আর তা বর্ণনাকারীর সন্দেহ। এর মাধ্যমে তারা কুরআন থেকে তাদের শ্রুত যে বিষয়ে তারা সংবাদ দিচ্ছে তার বর্ণনা করে দেয়া উদ্দেশ্য। আবূ নু'আয়ম এর মুসতাখরাজ গ্রন্থে আছে (فيقولون: نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا) অর্থাৎ যাত্রীদল বলত (মুহাম্মাদ লোকটি) একজন নাবী তিনি দাবি করছেন আল্লাহ তাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর কাছে এ রকম এ রকম প্রত্যাদেশ করেছেন।

(فَكُنْتُ أَحْفَظُ الْكَلَامَ) আবূ দাউদে এসেছে, আমি একজন স্মৃতিশক্তির অধিকারী বালক ছিলাম। সুতরাং ঐ যাত্রীদল থেকে আমি অনেক কুরআনের আয়াত মুখস্থ করে নিলাম।

(فليؤذن أحدكم) ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, এ বর্ণনাটি পূর্বোক্ত ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه-এর বর্ণিত (ليؤذن لكم خياركم) হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা ইবনু 'আব্বাস-এর বর্ণনা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার জন্য। অপরপক্ষে এ বর্ণনা দ্বারা ব্যক্তির বর্ণনা উদ্দেশ্য।

(أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا) আবূ দাউদে এসেছে তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? রসূল ﷺ বললেন, যে তোমাদের মাঝে কুরআন অধিক সংরক্ষণকারী।

(وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ) অর্থাৎ এমতাবস্থায় আমি ছয়/সাত বছরের ছেলে নাসায়ীতে এসেছে। এমতাবস্থায় আমি আট বছরের ছেলে। আবূ দাউদে এসেছে এমতাবস্থায় আমি সাত বা আট বছরের ছেলে।

(وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ) অর্থাৎ নকশা করা আলখেল্লা। এক মতে বলা হয়েছে, চার কোণ বিশিষ্ট কালো চাদর। যাতে হলদে রং আছে যা 'আরাবরা পরিধান করে থাকে। আবূ দাউদের এক বর্ণনাতে আছে, আমার উপর আমার একটি হলদে ছোট চাদর ছিল। অন্য বর্ণনাতে আছে আমি এমন এক চাদরে মুসল্লীদের ইমামতি করছিলাম যার মাঝে চিতল নকশা সংযুক্ত আছে।

(تَقَلَّصَتْ عَنِّي) আবূ দাউদ-এর এক বর্ণনাতে আমার নিতম্ব প্রকাশ পেয়ে যেত। অন্য বর্ণনাতে আছে, আমার নিতম্ব বের হয়ে যেত। আবূ দাউদে আরও আছে মহিলাদের থেকে এক মহিলা বললল, তোমরা আমাদের থেকে তোমাদের ক্বারীর নিতম্ব আড়াল করে দাও।

(فَاشْتَرَوْا) আবূ দাউদে আছে, তারা আমার জন্য একটি ওমানী জামা ক্রয় করল।

হাদীসটির মাঝে দলীল রয়েছে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পাঠক সে ইমামতির অধিক যোগ্য। পূর্বোক্ত আবূ মাস্'উদ ও আবূ সা'ঈদ رضي الله عنهما-এর হাদীসদ্বয়ে (الاقرأ) দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে অধিক পরিমাণে কুরআন মুখস্থ করেছে এবং অধিক জ্ঞানী ও ফাক্বীহ এবং যে কুরআন পাঠ করতে সুন্দর সে উদ্দেশ্য নয়। হাদীসে সাত অথবা আট বছর বয়সে 'আম্‌র বিন সালামাকে ইমামতিতে এগিয়ে দেয়া ঐ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন

করে যে, ভাল মন্দ পাথর্ক্য করার জ্ঞান আছে এমন বাচ্চার ফারয অথবা নাফ্ল সলাতের ক্ষেত্রে ইমামতি করা জায়িয জুমু'আর সলাতের ব্যাপারে।

তবে এ ব্যাপারে মানুষ ('আলিমগণ) মতানৈক্য করেছে, অতঃপর যারা এটা জায়িয বলেছেন তারা হচ্ছেন হাসান বাসরী, ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়াইহ ও ইমাম বুখারী। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর সমন্বয় সাধনে তার দু'টি উক্তি রয়েছে, তিনি 'উম' গ্রন্থে বলেন, জায়িয হবে না। 'ইমলা'-তে বলেছেন, জায়িয হবে। একে 'আত্বা, শা'বী, মালিক, আওযা'ঈ, সাওরী ও আহমাদ মাকরূহ মনে করেন এবং 'রায়ি'পন্থীরা এদিকে গিয়েছেন। মিরকাতে বলেছেন, হাদীসটিতে ছোট বাচ্চার ইমামতি করা বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ রয়েছে।

এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন ইমাম শাফি'ঈ। সমন্বয় সাধনে তার তরফ থেকে দু'টি উক্তি রয়েছে। মালিক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, বাচ্চার ইমামতি জায়িয হবে না। আবূ হানীফাও অনুরূপ বলেছেন। তবে তার সাথীবর্গ নাফ্ল সলাতের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। অতঃপর বাল্খ অঞ্চলের বিদ্বানগণ তা জায়িয বলেছেন এবং বাল্খবাসীদের 'আমালের উপরই এবং মিসর ও শামেও (সিরিয়া) অনুরূপ। তবে অন্যরা তা নিষেধ করেছেন এবং মা-ওরাআন্ নাহার (মধ্য এশিয়া) বাসীদের এর উপরই 'আমাল। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ থেকে দু'টি বর্ণনা আছে।

তবে এ ক্ষেত্রে নাফ্ল সলাতের ক্ষেত্রে যে বর্ণনাটি আছে তা তাদের উভয় থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা ফারযের ক্ষেত্রে না। যারা বাচ্চার ইমামতিতে নিষেধ করেছেন তারা এভাবে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, বাচ্চার ওপর সলাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণে বাচ্চা মূলত নাফ্ল সলাত আদায়কারী (যদিও সে ফারয সলাতের ইমামতিকারী)। সুতরাং এ অবস্থায় নাফ্ল সলাত আদায়কারীর পেছনে ফারয সলাত আদায়কারীর অনুকরণ করা জায়িয হবে। কেননা মুক্তাদীর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার ও নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের সলাত জিম্মাদার। আর তা রসূল ﷺ-এর উক্তির কারণে। (ইমাম জিম্মাদার) আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বস্তু সাধারণত ছোট কিছুর জিম্মাদার হয় তার অপেক্ষা বড় কিছু না।

সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ছোট বাচ্চার অনুকরণ করা জায়িয হবে না। তবে এর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে বাচ্চার উপর সলাত ওয়াজিব না হওয়া বাচ্চার ইমামতি বিশুদ্ধ না হওয়াকে আবশ্যক করে না। আর তা মূলত ক্বিরাআত অধ্যায়ে নাফ্ল সলাত আদায়কারীর পেছনে ফারয সলাত আদায়কারী এর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল থাকার কারণে। পক্ষান্তরে রসূল ﷺ-এর উক্তি (الإمام ضامن) উল্লেখিত উক্তির অর্থের বর্ণনা এবং যারা বলে থাকে বাচ্চার ইমামতি বিশুদ্ধ না তাদের এ দাবির ব্যাপারে উল্লেখিত উক্তি দ্বারা দলীল পেশ বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণ আযান অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা ইবনু মাস্'উদ-এর বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে যাতে বলা আছে তিনি বলেন, বালক ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামতি করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। আস্রাম তার সুনান গ্রন্থে একে সংকলন করেছেন।

ইবনু 'আব্বাস (রহঃ)-এর আস্বার যা 'আবদুর রাযযাক্ব ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল। তবে এ ব্যাপারে প্রতিউত্তর করা হয়েছে যে, তা সহাবীর উক্তি এবং এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং তা প্রমাণযোগ্য হবে না। বিশেষ করে এমন কিছু বর্ণিত আছে যা এর বিপরীতের উপর প্রমাণ করে। আর তা 'আম্র বিন সালামাহ্ আল জুরমী এর হাদীস। ইবনু হায্ম রসূল ﷺ-এর হাদীস (নিশ্চয়ই তিনি মানুষের মাঝে যে কুরআনের বড় কারী বা পাঠক তাকে ইমামতির নির্দেশ করেছেন) এ হাদীস বিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, এর উপর ভিত্তি করে যার দিকে নির্দেশ বর্তাবে সেই কেবল ইমামতি করবে। আর বাচ্চা সে নির্দেশিত ব্যক্তি নয়। কেননা তার নির্দেশ থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, সুতরাং সে ইমামতি করবে না। তবে তার উক্তি বিশৃঙ্খল হওয়া গোপন নয়। কেননা বয়স্কদের তরফ থেকে নির্দেশ যার দিকে বর্তায় তাকে আমরা নির্দেশিত ব্যক্তি বলে থাকি। কেননা প্রাপ্তবয়স্করা ঐ ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয় যে কুরআন অধিক অবলম্বনকারী। সুতরাং ইবনু হায্‌ম যার মাধ্যমে হুজ্জাত বা দলীল গ্রহণ করেছেন তা বাতিল হয়ে গেল। এভাবে ফাতহুল বারীতে আছে।

হানাফী ও যারা তাদের অনুকূল হয়েছেন তারা বলেন, 'আম্‌র-এর এ হাদীসে বাচ্চার ইমামতি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। কেননা তাতে এমন কিছু বর্ণনা হয়নি যে, তা নাবী ﷺ-এর নির্দেশের 'ইল্‌ম ও মৌন সম্মতির জন্য এগিয়ে দিয়েছিল। তবে তাদের উক্তিকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, জায়িযের দলীল ওয়াহীর যুগে সংঘটিত হয়েছিল আর সে যুগে এমন কোন কাজের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়া হত না যা জায়িয হবে না। বিশেষ করে সলাত যা ইসলামের রুকনসমূহের মাঝে সর্ববৃহৎ। নাবী ﷺ তার জুতার ঐ অপবিত্রতার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল যা তার জুতাতে লেগেছিল। সুতরাং বাচ্চার ইমামতি বিশুদ্ধ না হলে তখন সে ব্যাপারে অবশ্যই ওয়াহী অবতীর্ণ হত। আবূ সা'ঈদ এবং জাবির এভাবে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তারা 'আয্‌ল করত এমতাবস্থায় কুরআন অবতীর্ণ হত এবং ঐ প্রতিনিধিদল যারা 'আম্‌রকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিয়েছিল তারা সহাবীদের একটি দল ছিল।

ইবনু হায্‌ম তার আল মাহাল্লা গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ২১৮ পৃষ্ঠাতে এ হাদীসটি বর্ণনার পর বলেছেন, এটি 'আম্‌র বিন সালামাহ্ এবং তার সাথে একদল সহাবীর কর্ম। সহাবীদের থেকে যাদের বিরোধিতাকারী কাউকে পাওয়া যায় না। সুতরাং হানাফী ও দোষারোপকারী মালিকীরা সহাবীদের বিপরীতে কোথায় অবস্থান করছে। বিষয়টি যখন তাদের অন্ধ অনুকরণের অনুকূলে হবে তখন বিষয়টিকে তারাই সর্বাধিক পরিত্যাগকারী হবে; বিশেষ করে তাদের থেকে যারা বলেছেন, যে বিষয়ে কোন মতানৈক্য পাওয়া যাবে না মনে করতে হবে সে বিষয়ে তাদের ইজমা বা ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে।

ইবনু হায্‌ম (রহঃ) আরও বলেছেন, আমরা নাবীর সাথে 'আম্‌র-এর সহচার্য ও নিজ পিতার সাথে নাবীর কাছে তার আগমন সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, যারা বলে ছোট বাচ্চাকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়া সহাবীদের নিজস্ব ইজতিহাদ এবং নাবী ﷺ এ ব্যাপারে জানতেন না তারা ইনসাফপূর্ণ কথা বলেননি। কেননা এ রকম বলা মিথ্যা সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে ওয়াহীর যুগে এমন যাতে নাজায়িয কিছু স্থির হতে পারে না। যেমন আবূ সা'ঈদ ও জাবির رضي الله عنهما 'আয্‌ল জায়িয হওয়ার ব্যাপারে এভাবে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তারা নাবীর যুগে 'আয্‌ল করত যদি তা নিষেধ হত অবশ্যই কুরআনে তা নিষেধ করা হত।

তবে এ ব্যাপারেও হানাফীরা ও তাদের অনুকূল যারা তারা প্রতিউত্তর করেছে খাত্ত্বাবী মা'আলিম গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ১৬৯ পৃষ্ঠাতে যা উল্লেখ করেছে তার মাধ্যমে। তাতে খাত্ত্বাবী (রহঃ) আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল 'আম্‌র বিন সালামাহ্ এর বিষয়টি দুর্বল মনে করতেন। তিনি একবার বলেছেন তার বিষয়টি ছেড়ে দাও। সেটা স্পষ্ট কিছু নয় এবং ইমাম বুখারী 'আম্‌র-এর এ হাদীসটি দাস, মুক্ত দাস, ব্যভিচারের সন্তান, বেদুঈন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার ইমামতির অধ্যায়ে নিয়ে আসেননি।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার ইমামতির ব্যাপারে এ হাদীস দ্বারা দলীলও গ্রহণ করেননি। বরং এ ব্যাপারে তিনি একটি ব্যাপক হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আর তা হল নাবী ﷺ-এর উক্তি তাদের ইমামতি করবে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাবকে সর্বাধিক পড়তে জানে। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুভূত হয় ইমাম বুখারী এ

কাজটি এ জন্য করেছেন যখন তিনি লক্ষ্য করেছেন 'আম্‌র-এর এ হাদীসটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার ইমামতি **জায়িয** হওয়ার ব্যাপারে অস্পষ্ট। সুতরাং তিনি এ হাদীস দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার ইমামতি জায়িয হওয়ার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন যেভাবে ইমাম আহমাদ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তার থেকে আরও বর্ণনা করা হয়েছে নিশ্চয় তিনি বলেন, (আমি জানি না, এটা কি)।

সম্ভবত তিনি নাবী ﷺ-এর নির্দেশ প্রাপ্তবয়স্কের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেননি। তবে এ ধরনের উত্তর এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, 'আম্‌র বিন সালামাহ্ ইনি একজন সহাবী। অথচ এমন কিছু বর্ণনা করা হয়েছে যা ঐ কথার উপর প্রমাণ করে যে, 'আম্‌র رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর কাছে আগমন করেছিলেন এবং এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ইমামতি করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার কোন অর্থ হয় না। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চার ইমামতি বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে পক্ষপাতকারীরা এর প্রতিউত্তরে বলেন, নিশ্চয়ই 'আম্‌র বিন সালামাহ্ নিজ সম্প্রদায়ের ইমামতি করার সময় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। অতঃপর তারা মতানৈক্য করেছেন যেমন ইবনুল ক্বইয়্যিম বাদায়ি' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ৯১ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট বলেছেন! নিশ্চয়ই 'আম্‌র-এর বয়স তখন সাত বছর ছিল এ বর্ণনার মাঝে একজন অপরিচিত রাবী আছে– এ কথাটি ঠিক না।

হাদীস বিশারদদের কতক বলেছেন, হাদীসে উল্লেখিত বয়স যাত্রীদল থেকে কুরআন শিক্ষা লাভ করার বয়স ইমামতির বয়স নয়। বর্ণনাকারী এর তরফ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কমতি হয়েছে। যেমন বর্ণনাকারী ইমামতির বয়স নির্ধারণ করেছেন। তিনি ফায়যুল বারীর দ্বিতীয় খণ্ডে ২১৮ পৃষ্ঠাতে বলেছেন, আমার নিকট জওয়াব হচ্ছে নিশ্চয়ই ঘটনাতে আগ-পিছ আছে, সুতরাং তিনি যে বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন তা কুরআন শিক্ষা করার বয়স, ইমামতির বয়স না। যা আসমাউর রিজাল কিতাব অধ্যয়ন করার মাধ্যমে জানা যায়। তিনি (বিরুদ্ধবাদী) চতুর্থ খণ্ডে ১১৩ পৃষ্ঠাতে যা বলেছেন, 'আম্‌র-এর উক্তি তারা সকলে তাদের সামনে আমাকে এগিয়ে দিল। এমতাবস্থায় আমি ছয় বা সাত বছরের ছেলে। উল্লেখিত উক্তিতে কিছু কমতি রয়েছে কেননা বিশ্লেষণ করে বুঝা গেছে তার উল্লেখিত বয়স ছিল কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে ইমামতির ক্ষেত্রে না। এমনিভাবে তার বাইয়্যাত গ্রহণও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে হয়েছিল; তবে রাবী বিশ্লেষণে কমতি করেছে। উল্লেখিত প্রতি উত্তর এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই 'আম্‌র বিন সালামাহ্ নিজ সম্প্রদায়ের ইমামতির সময় প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। বরং এ ধরনের কথাকে স্পষ্ট বর্ণনাসমূহ বাতিল করে দিচ্ছে। তা এভাবে যে, 'আম্‌র নিজ সম্প্রদায়ের সলাতের ইমামতি করার সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন।

সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের কথা নিছক দাবি হওয়ার কারণে তাদের উক্তির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে ইবনুল ক্বইয়্যিম-এর উক্তি যে, উল্লেখিত বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়; তা মূলত উদাসীনতাবশতঃ প্রকাশ পেয়েছে, কেননা তা সহীহুল বুখারীতে সংকলিত আছে। অপরদিকে ফাইয গ্রন্থকার যা বলেছেন যে, ঘটনাতে আগ পিছ রয়েছে এবং হাদীসে উল্লেখিত বয়স কুরআন গ্রহণের বয়স ছিল; ইমামতির বয়স ছিল না তার উক্তিও নিছক দাবি মাত্র। বর্ণনাকারীর প্রতি সন্দেহ ও কমতির সম্বন্ধ বিনা দলীল/প্রমাণে। আমরা 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থসমূহ পুনরায় পুনরায় অধ্যয়ন করেছি কিন্তু ফাইয গ্রন্থকার যা দাবি করেছেন তার উপর প্রামাণ বহন করে এমন কিছু পাইনি এবং যে তা দাবি করেছেন তার উপর প্রমাণ বহন করে এমন কিছু পাইনি।

এবং যে তা দাবি করেছে তার পক্ষেও তার দাবির ব্যাপারে শক্তিশালী বা দুর্বল কোন দলীল নিয়ে আসা সম্ভব না। তবে হাদীসটিতে সলাতাবস্থায় লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ার একটি দোষণীয় দিক আছে। আর যা মূলত বৈধ না। তবে তাতে এ সম্ভাবনা থাকছে যে, উল্লেখিত ঘটনাটি শারী'আতী হুকুম সম্পর্কে সহাবীদের

জ্ঞান লাভের পূর্বের ঘটনা। সুতরাং ঐ ত্রুটির কারণে যারা 'আম্‌র-এর ঘটনা দ্বারা অপ্রাপ্তবয়স্কের ইমামতি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন তাদের ওপর আপত্তি করা যাবে না। বিষয়টি চিন্তা করুন।

١١٢٧ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ الْمَدِينَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلٰى أَبِي حُذَيْفَةَ وَفِيهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১২৭-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনায় প্রথম গমনকারী মুহাজিরগণ যখন আসলেন, আবূ হুযায়ফার আযাদ গোলাম সালিম তাদের সলাতের ইমামতি করতেন। মুক্তাদীদের মাঝে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুল আসাদও শামিল থাকতেন। (বুখারী)[১৬৯]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْمَدِينَةَ) এভাবে মিশকাতের সকল কপিতে আছে। জাযারী জামি'উল উসূল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৩৭৮ পৃষ্ঠাতে এভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি একে ইমাম বুখারী ও আবূ দাউদের দিকে সম্বন্ধ করেছেন এবং বুখারীতে যা আছে তা' হল কিতাবুস্ সলাতে উল্লেখিত কুবা নগরির উসবাহ এলাকাতে দাসের ইমামতি করা সম্বন্ধে। আবূ দাউদের এক বর্ণনাতে আছে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিররা যখন আগমন করল তখন তারা উসবাহ অঞ্চলে অবস্থান নিল।

(كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلٰى أَبِي حُذَيْفَةَ) উল্লেখিত অংশের পরে বুখারীতে একটু বেশি আছে যা লেখক উল্লেখ করেনি আর তা হল (وكان أكثرهم قرآناً) এ অংশের মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে সহাবীদের মাঝে সালিম অপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সালিমকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিয়েছিল এবং ত্ববারানী এর বর্ণনাতে ঠিক ঐভাবে আছে যেভাবে মাজমাউয্ যাওয়ায়িদে দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৪ পৃষ্ঠাতে আছে আর তা' হল তিনি তাদের মাঝে সর্বাধিক কুরআন সংরক্ষণকারী ছিলেন।

(وَفِيهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ) এ অংশটুকু বুখারীর অংশ না, বরং আবূ দাউদের।

ইমাম বুখারী একে কিতাবুল আহকামে (মুক্ত দাসদের বিচারক ও কর্মচারী বানানো) অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আর তা হল 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবূ হুযায়ফাহ্‌র মুক্তদাস সালিম কুবা মাসজিদে প্রথম পর্যায়ের মুহাজির ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীদের ইমামতি করতেন। তাদের মাঝে ছিল আবূ বাক্‌র, 'উমার, আবূ সালামাহ, যায়দ বিন হারিসাহ্ ও 'আম্‌র বিন রবী'আহ্। এদের মাঝে আবূ বাক্‌রের উল্লেখ ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। কেননা হাদীসে আছে, এ ঘটনাটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনাতে আগমনের পূর্বে; অথচ আবূ বাক্‌র হিজরতে রসূলের সঙ্গী ছিলেন। ইমাম বায়হাক্বী বিষয়টিকে ঐ দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে যে, সম্ভবত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কাহ্ হতে মাদীনাতে হিজরতের পরও সালিম অবিরত তাদের ইমামতি করছিলেন। এমতাবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনাতে মাসজিদে নাবাবী নির্মাণের পূর্বে আবূ আইয়ূব-এর বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিলেন।

তখন সম্ভবত আবূ বাক্‌র মাসজিদে কুবাতে আসলে তার পেছনে সলাত আদায় করতেন এবং তিনি এ দলকে নিয়ে সালিম-এর ইমামতি করার মাধ্যমে দাসের ইমামতি করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। আর এ কারণে লেখক ইমাম বুখারী ও মাজ্‌দ ইবনু তায়মিয়্যাহ্ এর অনুসরণার্থে এ হাদীসটিকে ইমামতির অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীস থেকে প্রমাণের দিক হল কুরায়শী বড় বড় সহাবীগণ তাদের সামনে সালিমকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়ার উপর তাদের ঐকমত্য হওয়া। এর উপর আরও প্রমাণ বহন করছে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তাঁর মুসনাদে এবং 'আবদুর রাযযাক্ব ইবনু আবী মুলায়কাহ্ (রহঃ) থেকে যা

[১৬৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৯২।

বর্ণনা করেছেন। আর তা' হল ইবনু আবী মুলায়কাহ্ তিনি তার পিতা, 'উবায়দ বিন 'উমায়র, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ এবং অনেক মানুষ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হা)-এর কাছে উপস্থিত হত তখন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হা)-এর গোলাম আবূ 'আম্‌র তাদের ইমামতি করতো।

সে সময় আবূ 'আম্‌র বালক ছিলেন তখনও তাকে আযাদ করা হয়নি। বায়হাক্বী হিশাম বিন 'উরওয়াহ্ থেকে এবং তিনি নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন নিশ্চয়ই আবূ 'আম্‌র যাক্‌ওয়ান 'আয়িশাহ্ এর গোলাম ছিল 'আয়িশাহ্ তাকে আযাদ করে দেন। আর সে সময় তিনি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হা)-কে নিয়ে রমাযানের ক্বিয়াম করতেন এমতাবস্থায় সে দাস ছিল। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, জমহূর 'উলামা দাসের ইমামতি বিশুদ্ধ হওয়ার দিকে গিয়েছেন তবে ইমাম মালিক তাদের বিরোধিতা করেছেন।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, দাস স্বাধীন ব্যক্তিদের ইমামতি করবে না তবে দাস ছাড়া যদি স্বাধীনদের থেকে কোন ক্বারী না থাকে তাহলে দাস তাদের ইমামতি করবে তথাপিও জুমু'আর ক্ষেত্রে পারবে না, কেননা জুমু'আহ্ দাসের ওপর আবশ্যক না। আশহুব তার বিরোধিতা করেছেন ও যুক্তি দিয়েছেন দাস যখন জুমু'আতে উপস্থিত হবে তখন জুমু'আহ্ দাসের একটি অংশে পরিণত হবে। 'আয়নী (রহঃ) বলেছেন, আমাদের সাথীবর্গ বলেন, দাস তার মালিক-এর সেবায় ব্যস্ত থাকার কারণে দাসের ইমামতি মাকরূহ।

তবে আবূ যার, হুযায়ফাহ্ এবং 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'উদ (রহঃ) তাবি'ঈদের মধ্যে থেকে ইবনু সীরীন, হাসান, শুরাইহ, নাখ্'ঈ, শা'বী ও হাকাম (রহঃ) ফাক্বীহদের মধ্যে থেকে সাওরী, আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ) দাসের ইমামতি বৈধ বলেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, জুমু'আহ্ ছাড়া অন্য সলাতের ইমামতি করা দাসের জন্য বিশুদ্ধ হবে। অন্য এক বর্ণনাতে এসেছে, দাস যখন কুরআনের পাঠক হবে এবং তার পেছনে স্বাধীনদের মধ্যে থেকে যারা থাকবে তারা যদি কুরআন পড়তে না জানে তাহলে দাসই ইমামতি করবে তবে জুমু'আহ্ ও ঈদের ক্ষেত্রে না। মাবসূত গ্রন্থে আছে, দাসের ইমামতি বৈধ আর অন্যের ইমামতি অধিক পছন্দনীয়। যদি একজন ফাক্বীহ দাস ও গায়রে ফাক্বীহ স্বাধীন একত্র হয় তাহলে সেখানে তিনটি দিক। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ দিক হল এ ক্ষেত্রে উভয়ে সমান তবে যে ব্যক্তি বলেছে ফাক্বীহ দাস সর্বোত্তম তার কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ সালিম মাসজিদে কুবাতে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের ইমামতি করতেন তখন তাদের মাঝে 'উমার ও অন্যান্য (বিশিষ্ট) ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। এর মূল কারণ সালিম অন্যদের তুলনাতে কুরআন বেশি সংরক্ষণ করেছিলেন। ক্বারী (রহঃ) বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-এর উপস্থিতিতে সালিম-এর ইমামতি তাদের মাজহাবের ওপর একটি শক্তিশালী দলীল যারা সর্বাধিক ফাক্বীহ এর উপর সর্বাধিক কুরআনের ক্বারীকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

١١٢٨ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১১২৮-[১২] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : তিন ব্যক্তি এমন আছেন যাদের সলাত মাথার উপরে এক বিঘত পরিমাণও উঠে না। এক ব্যক্তি যে জাতির ইমাম, অথচ জাতি তাকে অপছন্দ করে। দ্বিতীয় মহিলা, যে এ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে তার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট। তৃতীয় দু' ভাই, যাদের পরস্পরের ওপর পরস্পর অসন্তুষ্ট। (ইবনু মাজাহ্)[১৭০]

---

[১৭০] যঈফ «أَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ» এ শব্দে, আর হাসান «العبد الآبق» এ শব্দে; ইবনু মাজাহ্ ৯৭১।

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইমাম হতে হবে সর্বজনপ্রিয়, পরহেযগার। যার ওপরে সবার ভক্তি শ্রদ্ধাবোধ থাকে। স্ত্রী হতে হবে-স্বামীর প্রতি অনুরাগী ও তাবেদারিণী। স্বামীর সব হাক্ব আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে। স্বামীও তার স্ত্রীর সব বিষয় লক্ষ্য রাখবে। একজন মুসলিম অপর মুসলিম ভাই থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা সর্বোচ্চ তিনদিন বৈধ। তিনদিনের বেশি হারাম। হাদীসে ভাই বলতে বংশগত ও দীনের দিক থেকে উভয় ধরনের ভাই উদ্দেশ্য। যেমন অপর হাদীসে এসেছে, কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে কথাবার্তা বন্ধ করে রাখা বৈধ না। দু'ভাই কলহ ঝগড়া করে পরস্পর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে থাকবে না। কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখতে পারবে না, তিনদিন পর্যন্ত শার'ঈ কারণ ছাড়া পারস্পরিক কথাবার্তা বন্ধ রাখা হারাম। এমন করা ঠিক না। করলে এদের সলাত কবূল হবে না।

(٢٧) بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ
অধ্যায়-২৭ : ইমামের দায়িত্ব

এ অধ্যায়টি ইমামের ওপর মুক্তাদীদের অধিকারসমূহের বর্ণনা সম্পর্কে। এ অধিকারসমূহের মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুক্তাদীদের অবস্থা, অসুস্থ, প্রয়োজনমুখী ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে সলাত হালকা করা, দীর্ঘ না করা যা মানুষকে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া থেকে দূরে রাখতে পারে। ক্বারী বলেন, ইমামের ওপর মুক্তাদীদের যে বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার তা হল সলাত হালকা করা। "লুম্'আত"-এ তিনি বলেন, জানা উচিত সলাত হালকা করা ও দীর্ঘতাকে বর্জন করা দ্বারা সুন্নাত ক্বিরাআত ও তাসবীহ ছেড়ে দেয়া এবং সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে অলস তা করা উদ্দেশ্য না বরং এ ব্যাপারে যথার্থ পরিমাণের উপর সীমাবদ্ধ থাকা। যেমন সলাতের ক্ষেত্রে মুফাস্‌সাল ক্বিরাআত থেকে যা নির্ধারণ করা হয়েছে সে অনুপাতে সকল প্রকার মুফাসসাল ক্বিরাআতের উপর সীমাবদ্ধ থাকা।

তিনবার তাসবীহ আদায়ের উপর যথেষ্ট মনে করা। যেমনিভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত বৈঠক ও দণ্ডায়মানের প্রতি। হাদীসসমূহে বর্ণিত সলাত হালকা করা দ্বারা অধিকাংশ সময় যা উদ্দেশ্য তা হল ক্বিরাআত হালকা করা। অচিরেই অধ্যায়ের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যাতে এ ব্যাপারে অতিরিক্ত বর্ণনা আসছে। ইমামের ক্ষেত্রে উদ্দেশিত নির্দেশিত হালকা এর অর্থে যা প্রাধান্য পাবে তাও আসছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٢٩ ـ [١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১১২৯-[১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে আর কোন ইমামের পেছনে এত হালকা ও পরিপূর্ণ সলাত আদায় করিনি। তিনি যদি (সলাতের সময়) কোন শিশুর কান্নার শব্দ পেতেন, মা চিন্তিত হয়ে পড়বে মনে করে সলাত হালকা করে ফেলতেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৭১]

---

[১৭১] **সহীহ :** বুখারী ৭০৮, মুসলিম ৪৭০।

ব্যাখ্যা : ইমাম মুসলিম আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রসূল (সাঃ) পূর্ণাঙ্গ সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক হালকা পন্থা অবলম্বনকারী। বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকেই অন্য বর্ণনাতে আছে, নাবী (সাঃ) সলাতে সংক্ষিপ্ততার পন্থা অবলম্বন করতেন এবং পূর্ণাঙ্গ সলাত আদায় করতেন। একমতে বলা হয়েছে তিনি যখন সহাবীদের সলাত দীর্ঘ করার ক্ষেত্রে উৎসাহী ও আগ্রহী দেখতেন তখন সলাত দীর্ঘ করতেন এবং সলাত হালকা করা ও দীর্ঘতাকে বর্জন করার দিকে আহ্বান করে এমন কোন কারণ যা আপত্তি দেখলে সলাত হালকা করতেন। তবে প্রথম অর্থটিই স্পষ্ট।

একমতে বলা হয়েছে সলাত হালকা বলতে ক্বিরাআতের ব্যাপারে হাদীসসমূহে যা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যা বর্ণিত হয়েছে তার উপর ক্বিরাআতকে দীর্ঘ না করা এবং বসা হালকা করা। সলাতের পূর্ণতা হলো সকল রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত আদায় করা এবং রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণ করা। ইমাম নাসায়ী আনাস সূত্রে যায়দ বিন আরক্বাম-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আনাস বলেন, রসূল (সাঃ)-এর সলাতের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখে এমন কোন সলাত আমি তোমাদের এ ইমাম অপেক্ষা কারো পেছনে আদায় করিনি। ('উমার বিন 'আবদুল 'আযীয) যায়দ বলেন, 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণাঙ্গভাবে করতেন এবং ক্বিয়াম ও বৈঠক হালকা করতেন।

আবূ দাউদ ও নাসায়ী আনাস (রাঃ)-এর হাদীস কর্তৃকই বর্ণনা করেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূল (সাঃ)-এর পর রসূল (সাঃ)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এ যুবক অপেক্ষা কারো পেছনে সলাত আদায় করিনি। অর্থাৎ 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয। অতঃপর আমরা তার রুকূ'র অনুমান করেছি দশ তাসবীহ। তার সাজদার অনুমান করেছি দশ তাসবীহ। এ হাদীস দু'টি থেকে জানা গেল, সলাত হালকা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল বৈঠক ও দাঁড়ানোকে হালকা করা এবং রুকূ' ও সাজদাকে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা।

আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদাতে দশ তাসবীহ পাঠ করবে তার কাজ আনাস (রাঃ) রসূল (সাঃ)-এর সলাত পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও হালকা হত বলে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার বিরোধী হবে না। বলা হয়েছে সলাত হালকা বলতে (أمر نسبي) বা তুলনামূলক নির্দেশ। সুতরাং কতক দীর্ঘতা এমন যে, তা তার অপেক্ষা দীর্ঘতার দিক থেকে খাটো মনে করা হয় আবার অনেক খাটো এমন আছে যাকে তার অপেক্ষা খাটোর দিকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ মনে করা হয়।

সুতরাং রসূল (সাঃ)-এর সলাত হালকা ছিল তবে হালকা হওয়া সত্ত্বেও তা পূর্ণাঙ্গ ছিল। আর এতে কোন জটিলতা নেই। একমতে বলা হয়েছে অন্যান্যদের সলাতের দিকে লক্ষ্য করে রসূল (সাঃ)-এর ক্বিরাআতের মতো ক্বিরাআত অন্য কেউ পাঠ করলে তা দীর্ঘ মনে করা হত, অন্যের পাঠ বিরক্ত সৃষ্টি করত। অথচ রসূল (সাঃ) পাঠ করলে তার বিপরীত মনে করা হত।

কেননা রসূল (সাঃ)-এর উত্তম স্বর, উত্তমভাবে ক্বিরাআতের হাক্ব আদায়, জ্যোতির বিকাশ ও তাৎপর্যের প্রকাশের কারণে তাঁর কুরআন পাঠ স্বাদ, প্রাণ চঞ্চলতা ও মনোযোগ সৃষ্টি করত। তদুপরি তাঁর কুরআন পাঠে দ্রুতগামীতা, সময় ও জবানের ভাঁজ ছিল; স্পষ্টভাবে, তারতীল সহকারে উত্তম পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে অনেক কুরআন পড়তে পারতেন ও পূর্ণ সলাত আদায় করতে পারতেন। ইবনুল ক্বইয়িম কিতাবুস্ সলাতে অধ্যায়ের হাদীস এবং বুখারীতে "রসূল (সাঃ) সলাতকে সংক্ষেপ করতেন এবং পূর্ণ পড়তেন" এ শব্দে উল্লেখিত আনাস-এর হাদীস উল্লেখের পর বলেন, যার শব্দ হল : অতঃপর আনাস (রাঃ) রসূল (সাঃ)-এর সলাত সংক্ষেপ ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছেন। সংক্ষেপ বলতে তিনি রসূল (সাঃ) যা করতেন।

সংক্ষেপ বলতে ঐ ব্যক্তির ধারণা উদ্দেশ্য নয়, যে ব্যক্তি রসূল (সাঃ)-এর সলাতের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত না। কেননা সংক্ষেপ কথাটি একটি সম্বন্ধীয় নির্দেশ; সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। ইমাম এবং

তাঁর পেছনে যারা আছে তাদের প্রবৃত্তির দিকে না। সুতরাং রসূল ﷺ ফাজ্‌রের সলাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন। অতএব ৬০/১০০ আয়াত হাজার আয়াতের দিকে সম্বন্ধ করে সংক্ষেপ। মাগরিবের সলাতে সূরাহ্ আল আ'রাফ পড়েছেন অতএব তা সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ এর দিকে সম্বন্ধ করে সংক্ষেপ।

এর উপর আরও প্রমাণ বহন করে ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণিত ঐ হাদীস যে হাদীসে স্বয়ং আনাস বলেন : আমি রসূল ﷺ-এর পর তাঁর সলাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সলাত এ যুবক অপেক্ষা আর কারো পেছনে আদায় করিনি। এ যুবক বলতে 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয। অতঃপর আমরা তার রুকূ'র ক্ষেত্রে দশ তাসবীহ অনুমান করেছি..... শেষ পর্যন্ত।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে স্বয়ং আনাস বলেন : রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যেভাবে সলাত আদায় করতেন তোমাদের নিয়ে আমি সেভাবে সলাত আদায় করতে অবহেলা করব না। সাবিত বলেন, আনাস رضي الله عنه এমন কিছু করতেন তোমাদের যা করতে দেখছি না। তিনি যখন রুকূ' থেকে তাঁর মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াতেন যে, উক্তিকারী বলত তিনি ভুলে গেছেন।

আর তিনি যখন সাজদাহ্ থেকে তার মাথা উঠাতেন এতক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতেন যে, উক্তিকারী বলত তিনি ভুলে গেছেন। আর আনাস رضي الله عنه নিজেই এর উক্তিকারী; তিনি বলেন : আমি কোন ইমামের পেছনে নাবী ﷺ অপেক্ষা অধিক হালকা ও অধিক পূর্ণ সলাত আদায় করিনি। আর আনাস-এর হাদীসের কতক কতককে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে না।

(لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ) উল্লেখিত অংশ ছোট বাচ্চাদের মাসজিদে প্রবেশ করানো বৈধ এ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। যদিও মাসজিদে যাদের হাদাস (অপবিত্র) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় না তাদের থেকে মাসজিদকে নিরাপদে রাখা উত্তম। এটা মূলত ঐ হাদীসের কারণে যাতে আছে "তোমরা আমাদের মাসজিদগুলোকে তোমাদের বাচ্চাদের থেকে আলাদা করে রাখ..... শেষ পর্যন্ত" এ হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ অত্যন্ত দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হাজার বলেন : ছোট বাচ্চাদের মাসজিদে প্রবেশ করানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে অধ্যায়ের হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করতে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। আর তা মূলত এ সম্ভাবনা থাকার কারণে যে, বাচ্চাটি মাসজিদের নিকটবর্তী কোন বাড়িতে ছিল ফলে মাসজিদ থেকে বাচ্চার কান্না শোনা যেত।

(فَيُخَفِّفُ) মুসলিম আনাস কর্তৃক সাবিত-এর এক বর্ণনাতে সলাত হালকা করা সম্পর্কে বলেন, (তিনি খাটো সূরাহ্ পড়তেন) ইবনু আবী শায়বাহ্ 'আবদুর রহমান বিন সাবিত-এর সানাদে সূরার পরিমাণ সম্পর্কে বলেন, প্রথম রাক্'আতে তিনি লম্বা সূরাহ্ পড়তেন, অতঃপর বাচ্চার কান্না শুনলে দ্বিতীয় রাক্'আতে তিন আয়াত পড়েছেন। এটি মুরসাল। ফাতহুল বারীতে এভাবে আছে। 'আয়নী ইবনু সাবিত-এর হাদীস (রসূল ﷺ তিনি প্রথম রাক্'আতে ষাট আয়াতের মতো পাঠ করলে বাচ্চার কান্না শুনতে পান) এ শব্দে উল্লেখ করেছেন।

(مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ) 'আবদুর রাযযাক্ব 'আত্বা এর মুরসাল বর্ণন্যাতে একটু বাড়িয়ে বলেছেন "মা বাচ্চাকে ছেড়ে রাখবে অতঃপর বাচ্চা (সলাত) নষ্ট করে দিবে" বুখারী কর্তৃক আবূ যার-এর এক কপিতে এসেছে (বাচ্চা ফিৎনাতে ফেলে দিবে) অর্থাৎ যাকে ফিৎনাতে ফেলে দিবে।

জাযারী জামি'উল উসূল-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৩৭৪ পৃষ্ঠাতে "তার মা ফেৎনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কাতে" এ শব্দে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিতে সহাবীদের প্রতি নাবী ﷺ-এর স্নেহ, সহাবীদের সাথে বয়োবৃদ্ধ ও ছোটদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা কোন কিছু সংঘটিত হলে সলাতকে হালকা করা শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। সিনদী বলেন : কখনো এ হাদীস থেকে এ মাসআলাও গ্রহণ করা যেতে পারে যে,

ইমামের জন্য জায়িয আছে মাসজিদে প্রবেশকারীর প্রতি লক্ষ রেখে সলাত দীর্ঘ করা যাতে ব্যক্তি রাক্'আত পেতে পারে আর এটি ঠিক অনুরূপ যেমন মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য সলাত হালকা করা বৈধ রয়েছে। তবে এ ধরনের করাকে লোক দেখানো আমল বলা যাবে না। বরং এটি কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা ও অকল্যাণকর কাজ থেকে নিস্কৃতি লাভ করার মাধ্যম।

খাত্ত্বাবী মা'আলিম গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ২০১ পৃষ্ঠাতে বলেন, এ হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, ইমাম যখন রুকূ' অবস্থায় থাকবে তখন যদি তিনি অনুভব করেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্য করছে তাহলে এমতাবস্থায় ইমামের পক্ষে ঐ মুসল্লীর জন্য রুকূ' অবস্থায় অপেক্ষা করা বৈধ রয়েছে যাতে মুসল্লী জামা'আতের সাথে রাক্'আতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। কেননা তার পক্ষে যখন দুনিয়াবী কতিপয় বিষয়ে মানুষের প্রয়োজনার্থে সলাতের দীর্ঘতাকে বিলুপ্ত করা বৈধ হয়েছে তখন আল্লাহর 'ইবাদাতের লক্ষ্যেও এ সলাতে প্রয়োজন মুহূর্তে কিছু সময় বৃদ্ধি করা বৈধ রয়েছে। বরং সময় বৃদ্ধি করাটাই বেশি হাক্ব ও উত্তম।

তবে কুরতুবী এর সমালোচনা করেছেন যে, এখানে সময় দীর্ঘ করা সলাতে অতিরিক্ত কাজ; যা সলাত হালকা করার বিপরীত ও উদ্দেশ্যহীন পক্ষান্তরে সলাতে দীর্ঘতাকে বিলুপ্ত করা উদ্দেশিত কাজ। ইবনু বাত্তাল বলেন : যারা এ ধরনের দীর্ঘ করাকে জায়িয বলেছেন তাদের মাঝে রয়েছে শা'বী, হাসান ও 'আবদুর রহ্মান বিন আবী লায়লা। অন্যরা বলেন : যতক্ষণ মুক্তাদীর ওপর জটিল না হবে ততক্ষণ ইমাম অপেক্ষা করবে। এটি মূলত আহ্মাদ, ইসহাক্ব ও আবূ সাওর-এর উক্তি।

মালিক বলেন : অপেক্ষা করা যাবে না, কেননা তা পেছনের মুসল্লীদের ক্ষতি সাধন করবে এটি আওযা'ঈ, আবূ হানীফা ও শাফি'ঈর কথা। 'আয়নী এটি উল্লেখ করেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এ মাসআলার ক্ষেত্রে শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের নিকট বিরূপ মন্তব্য ও বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইমাম নাবাবী এটিকে তার নতুন মতানুযায়ী এটিকে মাকরূহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন আওযা'ঈ, মালিক, আবূ হানীফাহ্ ও আবূ ইউসুফ। মুহাম্মাদ বিন হাসান বলেন : আমি এটিকে শির্ক হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব : ইমাম সলাতে কোন মুসল্লীর জন্য অপেক্ষা করা বিষয়টিকে যারা সলাতে অতিরিক্ত করা ও শির্কী সংশয় সৃষ্টি হওয়ার দিকে চাপিয়ে দিয়ে এমন কাজকে মাকরূহ বলেছেন তাদের এ ধরনের উক্তিতে বিশাল উদাসীনতা, দীনের মাঝে বিচ্ছিন্নতা এবং শারী'আতে এমন গভীরতায় পৌঁছা যা আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের জন্য বিশুদ্ধ হবে না। দীন সহজ আর আল্লাহ আমাদের সাধ্যের উপর আমাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেননি। কোন মুসলিমের প্রতি দয়ার নিয়্যাত করা এক ধরনের অন্দ সুন্দর নিয়্যাত। এর উপর ভিত্তি করে এর কর্তাকে সাওয়াব দেয়া হবে।

আর তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হওয়ার কারণে। কোন সন্দেহ নেই যে, মুসল্লী জামা'আত শুরু হওয়ার পর মাসজিদে প্রবেশ করবে ইমামের তার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাক্'আত দীর্ঘ করা এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে পেছনের মুক্তাদীদের কোন রকম জটিলতা হওয়া ছাড়াই সেও রাক্'আতটি পায়; রুকূ' দীর্ঘ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়্যাতে তাকে আনুগত্যের ব্যাপারে সাহায্য করার নামান্তর। এতে শির্ক ও লোক দেখানো 'আমালের সংস্পর্শতা নেই। কেনই বা থাকবে? অথচ আহ্মাদ, আবূ দাউদ 'আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন "নিশ্চয়ই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুহরের প্রথম রাক্'আতে ক্বিয়াম করতেন যতক্ষণ না বসে পড়ার কথা শুনতেন"– আবূ দাউদ, মুনযিরী এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। এতে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী আছেন।

মুনযিরী আরও বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আবূ ক্বাতাদাহ্ বলেন : (অর্থাৎ প্রথম রাক্'আত দীর্ঘ করার কৌশল বর্ণনা সম্পর্কে) আমরা ধারণা করেছি রসূল ﷺ প্রথম রাক্'আত লম্বা করার দ্বারা মানুষ প্রথম রাক্'আত পেয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন। আমাদের কাছে সর্বাধিক সমতাপূর্ণ উক্তি হল আহমাদ, ইসহাক্ব ও আবূ সাওর যেদিকে গিয়েছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক ভাল জানেন। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্যে বর্ণনা করেছেন কথাটিতে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে, কেননা মুসলিম শুধু প্রথম অংশটি সংকলন করেছেন আর ইমাম বুখারী দ্বিতীয় অংশটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইসমা'ঈলী বর্ণনায় এ হাদীসকে দীর্ঘ করে পূর্ণাঙ্গতার সাথে বর্ণনা করেছেন।

١١٣٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৩০-[২] আবূ ক্বাতাদাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি সলাত আরম্ভ করলে তা লম্বা করার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখনই (পেছন থেকে) শিশুদের কান্নার শব্দ শুনি, তখন আমার সলাতকে আমি সংক্ষেপ করি। কারণ তার কান্নায় তার মায়ের মনের উদ্বিগ্নতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। (বুখারী)[১৭২]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর সাথে মহিলাগণ মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। ইমাম বুখারী হাদীসটিকে সঠিক আবূ ক্বাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। কথাটিতে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। কেননা লেখক যে বাচনভঙ্গিতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা আনাস-এর হাদীস পূর্বে আমরা অতিবাহিত করেছি; আবূ ক্বাতাদাহ্-এর না। আবূ ক্বাতাদার হাদীস ইমাম বুখারী সহীহুল বুখারীর দু' স্থানে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ তিনি একে "ছোট বাচ্চার ক্রন্দনের মুহূর্তে অতি হালকা সলাত" অধ্যায়ে "নিশ্চয়ই সলাতে দাঁড়াই, সলাতে দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি, অতঃপর বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়ে মার উপর বিষয়টি কষ্টকর হওয়াকে অপছন্দ করে সলাতে হালকা করে থাকি"– এ শব্দে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি একে জুমু'আর পর্বের কিছু আগে মহিলাদের মাসজিদে গমন অধ্যায়ে "নিশ্চয়ই আমি সলাতে দাঁড়াই অতঃপর তাতে দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি"– এ শব্দে উল্লেখ করেছেন। বাকী অংশটুকু অনুরূপ।

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয়ই লেখক হাদীসের সংকলনস্থ বর্ণনা করতে ভুল করেছে অর্থাৎ কিতাবের বাচনভঙ্গি অনুযায়ী হাদীসটি যে বর্ণনা করেছেন সে সহাবীর নাম উল্লেখকরণে। সুতরাং লেখকের জন্য এবং আবূ ক্বাতাদাহ্ হতে বর্ণিত আবূ ক্বাতাদাহ্ এর হাদীসের স্থানে আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত বলা উচিত ছিল। হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ এবং বায়হাক্বীও সংকলন করেছেন।

١١٣١ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩১-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের যারা মানুষের সলাত আদায় করায় সে যেন সলাত সংক্ষেপ করে। কারণ (তার পেছনে)

---

[১৭২] **সহীহ :** বুখারী ৭১০।

মুক্তাদীদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বুড়োও থাকে (তাদের প্রতি খেয়াল রাখাও দরকার)। আর তোমাদের কেউ যখন একা একা সলাত আদায় করবে সে যত ইচ্ছা সলাত দীর্ঘ করতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)[১৭৩]

ব্যাখ্যা : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ النَّاسَ) অর্থাৎ ফার্‌য বা নাফ্‌ল সলাতের ইমাম হয়ে তোমাদের কেউ যখন মানুষকে নিয়ে সলাত আদায় করবে। মুসলিমের এক বর্ণনা এসেছে, তোমাদের কেউ যখন মানুষের ইমামতি করবে।

(فَلْيُخَفِّفْ) হালকাকরণ বিষয়টি তুলনামূলক নির্দেশের আওতাভুক্ত। কখনো একই বস্তু বা বিষয় এক সম্প্রদায়ের অভ্যাসের দিকে সম্বন্ধ করে হালকা, অন্য সম্প্রদায়ের অভ্যাসের দিকে সম্বন্ধ করে লম্বা। সুতরাং সম্প্রদায়ের মাঝে সর্বাধিক দুর্বল ব্যক্তির বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে তবে এ শর্তে যে, ফার্‌য, ওয়াজিব ও সুন্নাতের মাঝে কোন প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। সুতরাং সকল কিছু পূর্ণাঙ্গ আদায়ের সাথে সলাত হালকা করতে হবে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : 'উসমান বিন আবিল 'আস কর্তৃক আবূ দাঊদ ও নাসায়ী সংকলিত হাদীস থেকে (التخفيف) বা হালকাকরণ এর যে সংজ্ঞা বা পরিচিতি গ্রহণ করা হয়েছে তা সর্বোত্তম সংজ্ঞা বা পরিচিতি। তাতে আছে নাবী ﷺ 'উসমান বিন আবিল 'আসকে বললেন : তুমি তোমার সম্প্রদায়ের ইমাম। তুমি তাদের মাঝে সর্বাধিক দুর্বল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখবে। এর সানাদ হাসান, এর মূলও মুসলিমে আছে।

(فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ) ইমাম মুসলিম এক বর্ণনাতে একটু বেশি উল্লেখ করেছেন তা হল (الضَّعِيفَ) ত্ববারানী 'উসমান বিন আবিল 'আস কর্তৃক একটু বেশি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারিণী নারী এর কথা। ত্ববারানীর অপর বর্ণনাতে 'আদী বিন হাতিম-এর হাদীসে আছে মুসাফিরের কথা। আবূ মাস্‌'ঊদ ও 'উসমান বিন আবিল 'আস-এর আগত হাদীসদ্বয়ে রসূলের উক্তি (ذَا الْحَاجَةِ) বা প্রয়োজন বোধকারী উল্লেখিত সকল গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

এটি মুসলিমের এক বর্ণনাতে আবূ হুরায়রাহ্ এর হাদীস কর্তৃকও প্রমাণিত হয়েছে। রসূল ﷺ-এর উক্তি 'কেননা তাদের মাঝে.....' শেষ পর্যন্ত যা হাদীসে এসেছে তা বর্ণিত নির্দেশের কারণ। সুতরাং অবস্থার চাহিদা অনুপাতে তাদের মাঝে যখন উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত কোন ব্যক্তি থাকবে না অথবা তারা যখন সলাত দীর্ঘ করার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এমন কোন স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে তারা ছাড়া অন্য কেউ শামিল হবে না তখন সলাত দীর্ঘ না করার কারণ না থাকার কারণে সলাত দীর্ঘ করতে কোন ক্ষতি সাধন হবে না। তবে ইবনু আব্দিল বার বলেন : আমার মতে সলাত হালকাকরণকে আবশ্যক করে দেয় এমন কোন কারণ অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকা যায় না।

কেননা ইমাম যদিও তার পেছনের মুক্তাদীদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে বুঝতে পারেন কিন্তু ব্যস্ত করে দেয় এমন কোন ঘটনা তাদের কখন ঘটবে তা তিনি জানেন না এবং কোন প্রয়োজন তাদের সামনে উপস্থিত হবে ও প্রস্রাব বা অন্য কোন বিপদে পতিত হবে তাও তিনি জানেন না। ইয়া'মুরী বলেন : হুকুম আহকাম অধিকাংশের সাথে সম্পর্কিত। বিরলতার সাথে না। সুতরাং ইমামদের জন্য সাধারণভাবে জামা'আতের সলাতকে হালকা করাই উচিত হবে। তিনি বলেন, এটি ঠিক অনুরূপ যেমন মুসাফিরের সলাতের ক্ষেত্রে ক্বস্‌র করার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এর কারণ দর্শানো হয়েছে কাঠিন্যতাকে। যদিও সফরে অনেক ক্ষেত্রে 'আমাল করা কষ্ট হয় না। তথাপিও ক্বস্‌র প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কেননা মুসাফির জানে না কখন তার ওপর কি সমস্যা সৃষ্টি হবে।

---

[১৭৩] সহীহ : বুখারী ৭০৩, মুসলিম ৪৬৭।

(فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) অর্থাৎ ক্বিরাআতে, রুকূ'তে, সাজদাতে, ধীর-স্থিরতাতে, দু' সাজদার মাঝে বসা ও তাশাহ্হুদে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় লম্বা করবে।

মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে সে যেভাবে ইচ্ছা সলাত আদায় করবে অর্থাৎ হালকা, দীর্ঘ যেভাবে ইচ্ছা অর্থাৎ সে তার ইচ্ছানুযায়ী হালকা বা দীর্ঘ করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কোন সলাতের সময় নিজ সময় থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বা কোন সলাত নিষিদ্ধ সময়ের মাঝে প্রবেশ হওয়া পর্যন্ত সলাত দীর্ঘ করা উচিত হবে না। সিরাজ-এর মুসনাদে আছে "আর যখন ব্যক্তি একাকী সলাত আদায় করবে তখন ইচ্ছা হলে সলাত দীর্ঘ করবে।" হাদীসটি ইমামদের সলাত হালকাকরণ শারী'আতসম্মত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। আরও প্রমাণ বহন করছে দুর্বলতা, অসুস্থতা, বার্ধক্যতা, প্রয়োজন ও এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত কারণগুলোর ক্ষেত্রে সলাত দীর্ঘ করা বর্জন করার উপর।

তবে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন উল্লেখিত নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য নাকি সুন্নাতের জন্য ব্যবহৃত? কুসত্বলানী বলেছেন : এক দল রসূলের উক্তি (فَلْيُخَفِّفْ) এর মাঝে নির্দেশের বাহ্যিক দিক লক্ষ্য করে নির্দেশটি আবশ্যকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। যেমন ইবনু হায্‌ম, ইবনু আব্দিল বার ও ইবনু বাত্ত্বাল। ইবনু 'আবদুল বার-এর ভাষ্য এ হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে সর্বাধিক স্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, জামা'আতের ইমামদের ওপর আবশ্যক জামা'আতকে হালকা করা আর এটা মূলত রসূল ﷺ কর্তৃক এ ব্যাপারে তাদের নির্দেশ দেয়ার কারণে। এমতাবস্থায় জামা'আতের সলাত দীর্ঘ করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না, কেননা সলাত হালকা করার ব্যাপারে নির্দেশের মাঝে সলাত দীর্ঘ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সলাত হালকা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল তা এমনভাবে হওয়া যাতে সলাতের সুন্নাত ও তার উদ্দেশে কোন ক্ষতি হয় না। শাওকানী নায়লুল আওত্বারে বলেছেন, ইবনু 'আব্দিল বার বলেন : প্রত্যেক ইমামের পক্ষে জামা'আতের সলাতকে হালকা করা একটি সুন্নাতসম্মত বিষয়। যার ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত। তবে তা পূর্ণাঙ্গ সলাতের সর্বাধিক কম (সময়ের) সলাত। পক্ষান্তরে সলাতের কোন অংশকে বিলুপ্ত করা, কোন অংশের হ্রাস করা উদ্দেশ্য না। কেননা রসূল ﷺ সলাতে কাকের মতো ঠোকর দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন। একদা রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে সলাত আদায় করতে দেখলেন যে, তার রুকূ' পূর্ণাঙ্গভাবে করেনি। তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও অতঃপর সলাত আদায় কর; কেননা তুমি সলাত আদায় করনি। রসূল ﷺ আরও বলেছেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করবে না যে তার রুকূ' সাজদাতে পিঠ সোজা করবে না। অতঃপর তিনি বলেন, আমরা সলাত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার যে শর্ত করেছি সে অনুযায়ী যে ব্যক্তি সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে এমন প্রত্যেক ইমামের পক্ষে জামা'আতের সলাত হালকা করা সুন্নাতসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বানদের মাঝে কোন মতানৈক্য জানি না। 'উমার বিন খাত্ত্বাব থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে, নিশ্চয়ই তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের প্রতি রাগান্বিত করিও না তা এভাবে যে, তোমাদের কেউ তার সলাতে দীর্ঘ করবে ফলে দীর্ঘতা পেছনে মুক্তাদীদের ওপর কঠিন হয়ে যাবে।

١١٣٢ - [٤] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ: فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩২-[৪] ক্বায়স ইবনু আবূ হাযিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মাস্‘ঊদ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, একদিন এক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আল্লাহর শপথ, অমুক লোক খুব দীর্ঘ সলাত পড়াবার জন্যে আমি ফাজ্‌রের সলাতে দেরী করে আসি। আবূ মাস্‘ঊদ বলেন, সেদিন অপেক্ষা উপদেশ করার সময় আর কোন দিন তাঁকে (রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে) আজকের মতো এত রাগ করতে দেখিনি। তিনি (সাঃ) বলেন : তোমাদের কেউ কেউ (দীর্ঘ করে সলাত আদায় করে) মানুষকে বিরক্ত করে তোলে। (সাবধান!) তোমাদের যে লোক মানুষকে (জামা‘আতে) সলাতে ইমামতি করবে। সে যেন সংক্ষেপে সলাত আদায় করায়। কারণ মুক্তাদীদের মাঝে দুর্বল, বুড়ো, প্রয়োজনের তাড়ার লোকজন থাকে। (বুখারী, মুসলিম)[১৭৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ رَجُلًا) হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন : লোকটির নাম সম্পর্কে আমি অবহিত হতে পরিনি। যে দাবি করেছেন নিশ্চয়ই লোকটি হায্‌ম বিন উবাই বিন কা‘ব সে ধারণা করেছেন মাত্র, কেননা তার ঘটনা মু‘আয-এর সাথে ছিল (যেমন আবূ দাঊদ সলাত হালকাকরণ অধ্যায়ে একে বর্ণনা করেছেন) উবাই বিন কা‘ব-এর সাথে না।

(إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ) অর্থাৎ আমি জামা‘আতের সাথে ভোরের (ফাজ্‌রের) সলাতে উপস্থিত হতে অবশ্যই বিলম্ব করে থাকি।

বুখারীর অন্য বর্ণনাতে আছে, (صَلَاةِ الْفَجْرِ) ফাজ্‌রের সলাত। সলাতকে আলোচনার সাথে নির্দিষ্ট করার কারণ কেননা ফাজ্‌রের সলাতে ক্বিরাআত অধিকাংশ সময় দীর্ঘ হয়ে থাকে। কেননা এ সলাত থেকে সালাম ফিরানো ঐ ব্যক্তির জন্য সলাতের প্রতি অভিমুখী হওয়ার সময় এ সলাতের প্রতি যার অভ্যাস রয়েছে (مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ) অর্থাৎ তার এলাকা বা গোত্রের মাসজিদের ইমাম। ত্বীবী বলেন : সলাত দীর্ঘ করা থেকে উদ্দেশ্য হল ক্বিরাআতে দীর্ঘ করা। আর এটি সলাতে ক্বিরাআত পাঠ অধ্যায়ে পূর্বোক্ত মু‘আয-এর ঘটনা ছাড়া অন্য একটি ঘটনা।

হাফিয বলেন, মু‘আয-এর ঘটনা আবূ মাস্‘ঊদ-এর এ হাদীসের বিপরীত। কেননা মু‘আয-এর ঘটনা ছিল ‘ইশার সলাতে এবং তাতে ইমাম ছিল মু‘আয, তা ছিল মাসজিদে বানী সালামাতে। পক্ষান্তরে এ ঘটনা ফজরের সলাতে মাসজিদে কুবাতে ছিল। এখানে অস্পষ্ট ইমামকে যে মু‘আয-এর মাধ্যমে তাফসীর করেছেন সে তা সন্দেহবশতঃ করেছে। বরং ফাজ্‌রের ইমাম দ্বারা উবাই বিন কা‘ব উদ্দেশ্য। যেমন আবূ ইয়া‘লা একে জাবির (রাঃ) হতে ‘ঈসা বিন জারিয়ার বর্ণনার মাধ্যমে হাসান সানাদে সংকলন করেছেন। জাবির বলেন, উবাই বিন কা‘ব কুবাবাসীদের নিয়ে সলাত আদায় করতে গিয়ে দীর্ঘ সূরাহ্ পাঠ করতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় এক আনসারী গোলাম সলাতে প্রবেশ করে দীর্ঘ সূরাহ্ শুনতে পেয়ে সলাত থেকে বের হয়ে যান তখন উবাই রাগান্বিত হয়ে গোলামের নামে অভিযোগ নিয়ে রসূলের কাছে আসেন অপরদিকে গোলাম উবাই এর নামে অভিযোগ নিয়ে রসূলের কাছে আসেন। অভিযোগ শুনে রসূল (সাঃ) রাগান্বিত হন যে, তাঁর চেহারাতে রাগ প্রকাশ পায়। এরপর রসূল (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ এমন আছে যারা মানুষকে জামা‘আতের সাথে সলাত আদায় করা থেকে পিছ পা করে দেয়। সুতরাং তোমরা যখন জামা‘আতে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা সলাত হালকা করবে। কেননা তোমাদের পেছনে দুর্বল, বয়স্ক, অসুস্থ ও প্রয়োজনমুখী মানুষ থাকে।

---

[১৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৭০২, মুসলিম ৪৬৬।

(أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ) রসূল ﷺ-এর রাগান্বিত হওয়ার কারণ উপদেশের বিরোধিতা করার কারণে হয়ত এ ব্যাপারে মু'আয-এর ঘটনা দ্বারা পূর্বে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল অথবা যা জানা উচিত হবে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে কমতি করেছিল অথবা রসূল তাঁর সহাবীদের সামনে যা উপস্থাপন করছেন সে ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে। যাতে রসূলের কথা শুনে তারা পূর্বোক্ত আচরণ পরবর্তীতে না করে।

(إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ) বিরক্তি সৃষ্টি করে সলাতকে এ পরিমাণ দীর্ঘ করার মাধ্যমে মানুষকে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা থেকে দূরে রাখে। হাদীসে সলাত দীর্ঘকারীকে রসূল নির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করেননি; বরং ব্যক্তিটি অপমানিত হওয়ার আশংকায় তার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক ও রসূল ﷺ নিজে উত্তম চরিত্রের পরিচয়দান পূর্বক ব্যাপক সম্বোধন করেছেন।

(فَلْيَتَجَوَّزْ) এক বর্ণনাতে এসেছে "যে মানুষকে নিয়ে সলাত আদায় করবে সে যেন হালকা করে"। অন্য বর্ণনাতে এসেছে "যে মানুষের ইমামতি করবে সে যেন সংক্ষিপ্ত করে"।

(فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ) বুখারীর এক বর্ণনাতে এসেছে কেননা তাদের মাঝে অসুস্থ এবং দুর্বল আছে। এখানে দুর্বল দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে কিতাবে উল্লেখিত দুর্বল দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে গঠনগত দুর্বল যেমন পাতলা বা বৃদ্ধ। হাদীসটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে যে, যখন কোন ইমামের মাঝে সলাত অধিক দীর্ঘ করার অভ্যাস পাওয়া যাবে তখন জামা'আতে সলাত আদায় থেকে পেছানো বৈধ হবে। আরও প্রমাণ বহন করে যে, দীনের ব্যাপারে অসমীচীন কাজ দেখলে রাগান্বিত হওয়া বৈধ। আরও বুঝা যাচ্ছে মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সলাত হালকা করতে হবে। পরিশেষে হাদীস থেকে যে নিষেধাজ্ঞাটি প্রমাণিত হচ্ছে জামা'আত থেকে পিছ পা করার জন্য কোন কিছু করা যাবে না, করলে তার ব্যাপারে হুমকি রয়েছে।

١١٣٣ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৩৩-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদেরকে ইমাম সলাত আদায় করাবেন। বস্তুতঃ যদি সলাত ভালভাবে পড়ায় তবে তোমাদের জন্যে সফলতা আছে (তার জন্যেও আছে)। আর সে যদি কোন ভুল করে ফেলে তাহলে তোমরা সাওয়াব পাবে। তার জন্যে সে পাপী হবে। (বুখারী)[১৭৫]

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ أَصَابُوا) কিরমানী বলেন : ইমামগণ যদি সলাত, রুকন, শর্ত ও সুন্নাতসমূহ সহকারে আদায় করে। 'আয়নী বলেন : তারা যদি সলাত পূর্ণাঙ্গ আদায় করে এর উপর প্রমাণ বহন করছে 'উক্ববাহ্ বিন 'আমির-এর ঐ হাদীস যা হাকিম, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন আর তা এ শব্দে "যে মানুষের ইমামতি করবে অতঃপর পূর্ণ করবে"। অপর কপিতে আছে "অতঃপর যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সলাতের ইমামতি করবে তার সলাত তার ও মুক্তাদী সকলের পক্ষে হবে (অর্থাৎ ইমাম মুক্তাদী সকলের পুণ্যের কারণ)"। পক্ষান্তরে এ সলাত থেকে যদি কিছু কমতি করে তাহলে তা ইমামের বিপক্ষে হবে এবং মুক্তাদীদের পক্ষে হবে।

'আবদুর রহমান বিন হারমালাহ্ এবং 'উক্ববাহ্ থেকে বর্ণনাকারী আবূ 'আলী আল হামদানী-এর সানাদের বিচ্ছিন্নতা থাকার দরুন ইমাম ত্বহাবী একে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

---

[১৭৫] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৪।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, 'উক্ববার এ হাদীসটি ইমাম হাকিম মুসতাদরাকে প্রথম খণ্ডে ২১০ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ হাদীস বর্ণনার পর। ইমাম যাহাবী অনুকূল করেছেন। আহমাদ আবূ দাউদ এবং প্রমুখগণ এ হাদীস সংকলন করেছেন। মুনযিরী আবূ 'আলী আল মিসরী (হামদানী) কর্তৃক তারগীব গ্রন্থে বলেন : আবূ 'আলী বলেছেন : আমরা একদা 'উক্ববাহ্ বিন 'আমির-এর সাথে ভ্রমণ করলে আমাদের কাছে সলাতের সময় ঘনিয়ে আসলো, অতঃপর আমরা ইচ্ছা করলাম 'উক্ববাহ্ আমাদের আগে বেড়ে ইমামতি করুক কিন্তু তিনি বললেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে সে যদি পূর্ণাঙ্গভাবে সলাত আদায় করে তাহলে সে সলাত তার ও মুক্তাদীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ সলাত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সলাত পূর্ণাঙ্গভাবে না আদায় করে থাকে তাহলে সে সলাত মুক্তাদীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ সলাত হিসেবে গণ্য হবে আর ইমামের ওপর পাপ বর্তাবে।

ইমাম আহমাদ একে বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণিত শব্দ তার। আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ একে বর্ণনা করেছেন। হাকিম একে বর্ণনা করেছেন ও সহীহ বলেছেন। ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান একে তাদের সহীহ কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন তাদের উভয়ের শব্দ "যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে, সঠিক সময়ে ও পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করবে তাহলে সে সলাত ইমামের ও মুক্তাদীদের পক্ষে হবে। আর যে ব্যক্তি এ সলাত কিছু কমতি করবে তা তার বিপক্ষে হবে মুক্তাদীদের পক্ষে হবে।"

মুনযিরী বলেন : এ বর্ণনাটি তাদের কাছে 'আবদুর রহমান বিন হারমালাহ্ আসলামী কর্তৃক আর তিনি আবূ 'আলী আল মিসরী থেকে। আর হাদীস বিশারদ কর্তৃক 'আবদুর রহমান এর এতটুকু সমালোচনা করা হয়েছে যে, তার হাদীস দলীল হিসেবে টিকবে না তবে পরীক্ষার জন্য লেখা যেতে পারে। আর এ হাদীসটি যাহাবী, মুনযিরী ও হাফিয এর কাছে সহীহ অথবা হাসান যা দলীলযোগ্য।

তারা ত্বহাবীর উক্তির প্রতি লক্ষ্য করেনি। ত্বহাবী বলেন : আবূ 'আলী হামদানী থেকে 'আবদুর রহমান বিন হারমালার হাদীস শ্রবণের বিষয় জানা যায়নি। বিষয়টি দৃষ্টি নিক্ষেপের দাবীদার। আর কিভাবে ত্বহাবীর উক্তির দিকে দৃষ্টি দেয়া হবে অথচ বায়হাক্বীর ৩য় খণ্ডে ১২৭ পৃষ্ঠাতে 'আবদুর রহমান বিন হারমালাহ্ (الإخبار) শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, আমাকে আবূ 'আলী হামদানী খবর দিয়েছেন।

(فَلَكُمْ) তোমাদের সলাতের সাওয়াব। হাফিয বলেন : ইমাম আহমাদ অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাক্বী একটু বেশি বর্ণনা করেছেন তাতে আছে (ولهم) অর্থাৎ তোমাদের সলাতের সাওয়াব। হাদীসটিতে (ولهم) উল্লেখ না করে কৃত্রিমতা থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা হয়েছে। যা মাজহারের উক্তির দিকে ইঙ্গিত করছে। মাজহারের উক্তি নাবী ﷺ (فَلَكُمْ) উক্তির উপর সীমাবদ্ধ থেকেছেন, কেননা সলাত সঠিকভাবে সম্পন্ন করার সাওয়াব উত্তম পুরুষ হতে নাম পুরুষের দিকে অতিক্রম করার বিষয়টি স্পষ্ট।

ক্বারী বলেন, (فَلَكُمْ) উল্লেখ করার দ্বারা (ولهم) বুঝা যাচ্ছে। একমতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই হাদীসটি সঠিক সময়ে সলাত আদায় করতে ইমামের ভুল করণে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইবনু বাত্তাল এবং ত্বহাবী বলেন : এর অর্থ হল ইমামগণ যদি সঠিক সময়ে সলাত প্রতিষ্ঠা করে। এ ব্যাপারে তারা মারফূ'ভাবে হাসান সূত্রে 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'ঊদ থেকে ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। হাদীসটিতে আছে অচিরেই তোমরা এমন সম্প্রদায়সমূহ পাবে যারা সলাতের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে সলাত অদায় করবে। সুতরাং তোমরা যদি তাদের নাগাল পাও তাহলে সলাতের সঠিক সময় হিসেবে তোমরা যা জান সে সময়ে তোমরা তোমাদের ঘরসমূহে সলাত আদায় করবে।

পুনরায় তোমরা তাদের সাথে সলাত আদায় করবে এবং তা নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য করবে। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হল (أَصَابُوا) থেকে উদ্দেশ্য সঠিক সময়ে সলাত বর্জন অপেক্ষাও ব্যাপক। আহমাদের চতুর্থ খণ্ডে ১৪৫ পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত 'উক্ববাহ্ বিন 'আমির-এর হাদীস কর্তৃক এক বর্ণনাতে আছে, যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে অতঃপর সঠিক সময়ে ও পূর্ণাঙ্গভাবে সলাত আদায় করবে তাহলে সে সলাত তার ও মুক্তাদীদের পক্ষে হবে তথা তাদের সকলের সাওয়াবের কারণ হবে।

পক্ষান্তরে যে ইমাম এ সলাত থেকে সামান্যতম ঘাটতি করবে তাহলে সে সলাত তার বিপক্ষে অবস্থান নিবে, মুক্তাদীদের বিপক্ষে নিবে না। আহমাদের আরেক বর্ণনাতেও চতুর্থ খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠাতে আছে অতঃপর তারা যদি সঠিক সময়ে সলাত প্রতিষ্ঠা করে, রুকূ' এবং সাজদাকে পূর্ণাঙ্গভাবে করে তাহলে তা তোমাদের মুক্তাদীদের ও তাদের তথা ইমামদের সকলের পক্ষে হবে। আর যদি তারা সলাত সঠিক সময়ে আদায় না করে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে করে তাহলে তা তোমাদের মুক্তাদীদের ও তাদের তথা ইমামদের সকলের পক্ষে হবে। আর যদি তারা সলাত সঠিক সময়ে আদায় না করে থাকে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে রুকূ' ও সাজদাহ্ না করে থাকে তাহলে সে সলাত তোমাদের মুক্তাদীদের পক্ষে ও তাদের তথা ইমামদের বিপক্ষে হবে। প্রথম বর্ণনাটিকে ইমাম বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন।

(وَإِنْ أَخْطَئُوا) তারা যদি তাদের সলাতে পাপে জড়িত হয় যেমন উযূবিহীন হওয়া। হাফিয বলেন, রসূল ﷺ তিনি হাদীসে উল্লেখিত (الْخَطَأُ) দ্বারা (العمد) তথা ইচ্ছাকৃত ভুলের বিপরীত অনিচ্ছাকৃত ভুল উদ্দেশ্য করেননি। কেননা সে রকম অনিচ্ছাকৃত ভুলে কোন পাপ নেই।

(وَعَلَيْهِمْ) ভুলের শাস্তি ইমামের উপর বর্তাবে। সুতরাং ইমামের ভুল মুক্তাদীর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না আর তা তখন যখন মুক্তাদী সঠিকভাবে সলাত আদায় করবে।

সুতরাং সলাতের পর যদি এমন কিছু প্রকাশ পায় যে, ইমাম জুনুবী, উযূবিহীন, অথবা তার শরীরে অপবিত্রতা আছে তাহলে সে কারণে মুক্তাদীর ওপর সলাত দোহরানো আবশ্যক হবে না। ইমাম বাগাবী শারহুস্ সুন্নাতে বলেন : এ হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে নিয়ে উযূবিহীন অবস্থাতে সলাত আদায় করবে তখন তার পেছনে মুক্তাদীদের সলাত বিশুদ্ধ হবে তবে তাকে সলাত দোহরাতে হবে। এর উপর আরও প্রমাণ বহন করে মাজদুবনু তায়মিয়্যাহ্ মুনতাক্বাতে যা উল্লেখ করেছেন তা। তাতে 'উমার থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, নিশ্চয়ই তিনি মানুষকে নিয়ে সলাত আদায় করেছেন এমতাবস্থায় তিনি জুনুবী যা তিনি আগে জানতে পারেননি। পরে জানতে পেরে তিনি আদায় করা সলাত দোহরিয়েছেন, মুক্তাদীগণ দোহরায়নি। এমনিভাবে 'উসমান এবং 'আলী হতে তার উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ এদিকেই গিয়েছেন।

তার মতে মুক্তাদী শুধু অনুকূল্যতার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসারী। সলাত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে না। ইমাম মালিক ও আহমাদও এ ধরনের উক্তি করেছেন। রসূলের উক্তি (أَخْطَأُوا) এর বাহ্যিক দিক ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যা ইমাম বাগবীর উল্লেখিত উক্তি অপেক্ষা ব্যাপক। যেমন রুকূ'নসমূহে ভুল করা। যেমনিভাবে ক্বারী বলেছেন, তারা যদি সঠিকভাবে আদায় করে অর্থাৎ রুকন ও শর্তসমূহ থেকে তাদের ওপর যা আবশ্যক সবকিছু যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে এবং এগুলোর কোনটিতে যদি তারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি করার মাধ্যমে ভুল করে।

এ হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যে ইমাম সলাতের রুকন এবং অন্যান্য বিষয় থেকে কোন কিছুতে ত্রুটি করার মাধ্যমে সলাত প্রতিষ্ঠা করবে তাতে মুক্তাদীর সলাত বিশুদ্ধ হবে তবে শর্ত হল যখন

মুক্তাদী সলাত পূর্ণভাবে আদায় করবে। এ মতটি শাফি'ঈর একমত এ শর্তে যে, ইমাম খলীফা বা তার স্থলাভিষিক্ত হতে হবে। তবে হানাফী মতাবলম্বী ইমাম ত্বহাবী ও অন্যান্যগণ ভুলকরণ বিষয়টিকে তারা সঠিক সময় সলাত আদায় না করার দিকে চাপিয়ে দিয়েছেন। যেমন ইতিপূর্বে গত হয়েছে।

কেননা তাদের কাছে মুক্তাদী সাধারণভাবে ইমামের অনুসারী অর্থাৎ সলাত বিশুদ্ধ হওয়া ও নষ্ট হওয়া সকল ক্ষেত্রে। সুতরাং তাদের মতে ইমাম সলাত আদায় করানোর পর যদি ইমামের স্মরণ আসে তিনি জুনুবী অথবা অযূবিহীন অবস্থায় সলাত আদায় করেছেন তাহলে ইমাম ও মুক্তাদী সকলের ওপর আদায় করা সলাত পুনরায় আদায় আবশ্যক। এ ব্যাপারে তারা রসূলের উক্তি (ইমাম দায়ী) দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এর অর্থের ব্যাপারে আযান অধ্যায়ে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

তবে আমার নিকট প্রণিধানযোগ্য মাসআলাহ্ ওটা যেদিকে ইমাম শাফি'ঈ ও তার অনুকূলে অন্যান্য ইমামগণ পক্ষাবলম্বন করেছেন। মুহাল্লাব বলেন, হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যখন কোন নেতার তরফ থেকে বিপদের আশংকা করা হবে তখন নেতা পুণ্যবান বা পাপী যাই হোক না কেন তার পেছনে সলাত আদায় করা যাবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। আহমাদও বর্ণনা করেছেন। বায়হাক্বী তার কিতাবে ৩য় খণ্ডে ১২৭ পৃষ্ঠাতে। ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে।

তার শব্দ হল অচিরেই আসবে অথবা হবে এমন সম্প্রদায় যারা সলাত আদায় করবে অতঃপর তারা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে সলাত আদায় করে তাহলে তা তাদের পক্ষে তথা তাদের সাওয়াবের কারণ হবে আর যদি তারা সলাতে ঘাটতি করে তাহলে তা তাদের বিপক্ষে যাবে ও তোমাদের পক্ষে হবে।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيْ.

এ অধ্যায়টিতে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٣٤ -[٦] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: اٰخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ: «أُمَّ قَوْمَكَ». قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ شَيْئًا. قَالَ: «اُدْنُهْ». فَأَجْلَسَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهٗ فِيْ صَدْرِيْ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ». فَوَضَعَهَا فِيْ ظَهْرِيْ بَيْنَ كَتِفَيَّ ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَإِنَّ فِيْهِمْ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ وَحْدَهٗ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

১১৩৪-[৬] 'উসমান ইবনু আবিল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে যে শেষ ওয়াসিয়্যাত করেছেন তা ছিল, যখন তোমরা মানুষের (সলাতের) ইমামতি করবে, করে সলাত পড়াবে। (মুসলিম)

সহীহ মুসলিমের আর এক সূত্রে পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমানকে বলেছেন : নিজ জাতির ইমামতি করো। 'উসমান বললেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার মনে খটকা লাগে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট আসো। আমি তার নিকট আসলে তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। আমার সিনার উপর দু'ছাতির মাঝে তাঁর নিজের হাত রেখে বললেন। এদিকে পিঠ ফিরাও। আমি তাঁর দিকে আমার পিঠ ফিরালাম। তিনি আমার পিঠে দু'কাঁধের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন : যাও, নিজের জাতির সলাতে ইমামতি করো। (মনে রাখবে) যখন কোন লোক কোন জাতির ইমামতি করবে তার উচিত ছোট করে সলাত আদায় করানো। কারণ সলাতে বৃদ্ধ লোক থাকে। অসুস্থ মানুষ থাকে। দুর্বল ও প্রয়োজনের তাড়া থাকে এমন লোক উপস্থিত হয়। যখন কেউ একা একা সলাত আদায় করবে সে যেভাবে যত দীর্ঘ চায় সলাত আদায় করবে)।[১৭৬]

ব্যাখ্যা : (إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا) ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ আমি আমার অন্তরের কুমন্ত্রণা এবং কুরআন ও ফিকাহ'র ধারণ ক্ষমতার কমতির কারণে ইমামতির শর্তসমূহ ও তার অধিকার আদায়ের সক্ষম না। সুতরাং 'উসমান বিন আবিল 'আস এর পিঠ ও বক্ষের উপর রসূলের হাত স্থাপন মূলত যে সমস্যা 'উসমানকে ইমামতি থেকে বাঁধা দিচ্ছিল তা দূর করার জন্য এবং কুরআন ও ফিকাহ থেকে যে পরিমাণ অবলম্বন ইমামতির জন্য যথাযথ হবে সে ব্যাপারে তাকে দৃঢ় করার জন্য। নাবাবী বলেন, একমতে বলা হয়েছে সম্ভবত 'উসমান অহংকার ও লোক দেখানো 'আমালের আশংকা করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তার রসূলের হাত ও দু'আর বারাকাতে তা দূর করেন অথবা হয়ত তিনি সলাতে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়াকে উদ্দেশ্য করেছেন, কেননা তিনি কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ছিলেন আর কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির সলাত ঠিক হবে না।

ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এ 'উসমান বিন আবিল 'আস কর্তৃক উল্লেখ করেছেন। 'উসমান বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় শায়ত্বন আমার, আমার সলাত ও ক্বিরাআতের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে এবং আমার ক্বিরাআতকে আমার কাছে সংশয়পূর্ণ করে দেয়। তখন রসূল ﷺ বললেন, ঐটা এমন এক শায়ত্বন যাকে খিনযিব বলা হয়। সুতরাং তুমি যখন ঐরূপ অনুভব করবে তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবে এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে।

এরূপর আমি তা করলে আল্লাহ আমার সে সমস্যা দূর করেন।

(فَأَجْلَسَنِي) মুসলিমের কতক কপিতে বাবে ইফ্'আল-এর পরিবর্তে বাবে তাফ্'ঈল থেকে (فَجَلَّسَنِي) আছে। (وَإِن فِيهِم الضَّعِيف) যেমন শিশু, মহিলা, নারী পুরষদের মাঝে যারা দুর্বল দেহের অধিকারী যদিও অসুস্থ ও বৃদ্ধ না হয়। (وَإِن فِيهِم ذَاالْحَاجَة) অর্থাৎ যা দ্রুততাকে দাবি করে। এ বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ ৪র্থ খণ্ডে ২১৬ ও ২১৮ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেছেন। ইবনু মাজাহ বক্ষে ও পিঠে হাত স্থাপনের ঘটনা উল্লেখ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী তার কিতাবের ৩য় খণ্ডে ১১৮ পৃষ্ঠাতে ঘটনা সহ সংকলন করেছেন।

আবূ দাঊদ ও নাসায়ীও একে সংকলন করেছেন। আহমাদ তার কিতাবের চতুর্থ খণ্ডে ২১৭ পৃষ্ঠাতে (তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দিন, রসূল ﷺ বললেন, তুমি তাদের ইমাম, তাদের মাঝে দুর্বলদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে।)

١١٣٥ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَيَؤُمُّنَا بِـ (الصافات).
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

[১৭৬] সহীহ : মুসলিম ৪৬৮।

১১৩৫-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হালকা করে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে যখন সলাত আদায় করাতেন সাফ্ফাত সূরাহ্ দিয়ে সলাত আদায় করাতেন। (নাসায়ী)[১৭৭]

ব্যাখ্যা : (يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ) অর্থাৎ ইমাম হওয়া অবস্থায় সলাত হালকা করা। হালকাকরণ থেকে উদ্দেশ্য ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে হাদীসসমূহে যা নির্ধারণ করা হয়েছে ও উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী হালকা করা। (وَيَؤُمُّنَا بِالصافات) নিজ ক্বিরাআত শোনানোর ক্ষেত্রে মুক্তাদীদের উৎসাহিত করার জন্য এবং ক্বিরাআত দীর্ঘ করার উপর সহাবীদের সামর্থ্য থাকার কারণে রসূল ﷺ এমন করতেন।

আর তা এভাবে যে, তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এতটুকু হালকা মনে হত। সুতরাং বিষয়টি ঐ দিকে প্রত্যাবর্তন করল যে, ইমামের উচিত মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এটি সিনদী এর উক্তি। ত্বীবী বলেন, একমতে বলা হয়েছে সলাত হালকা করার ব্যাপারে রসূলের নির্দেশ, অপরদিকে সূরাহ্ আস্ স-ফ্ফা-ত দিয়ে তাদেরকে নিয়ে ইমামতি করা উভয় কাজের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। এর উত্তরে বলা হয়েছে, এ বৈপরীত্য তখন আবশ্যক হবে যখন রসূলের জন্য এমন কোন মর্যাদা থাকবে না যার সাথে তিনি বিশেষিত। আর তা হল অল্প সময়ে অনেক আয়াত পাঠ করা। একমতে বলা হয়েছে, সম্ভবত এটা তিনি কখনো বৈধতা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

যেমন তিনি ইমামের উপর দায়িত্ব সলাতকে হালকা করা এ অধ্যায়ের পরে এ হাদীসটির উপর একটি অধ্যায় বেঁধেছেন যার নাম সলাত দীর্ঘ করার ক্ষেত্রে ইমামের সুযোগ বা অবকাশ।

(٢٨) بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوْقِ

অধ্যায়-২৮ : মুক্তাদীর ওপর ইমামের যা অনুসরণ করা কর্তব্য এবং মাসবূকের হুকুম

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٣٦ -[١] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهٗ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهٗ عَلَى الْأَرْضِ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১১৩৬-[১] বারা ইবনু 'আযিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায় করতাম। বস্তুতঃ তিনি যখন *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ'* পাঠ করতেন, তখন যে পর্যন্ত তিনি সাজদার জন্যে তাঁর কপাল মাটিতে না লাগাতেন, আমাদের কেউ নিজ পিঠ ঝুকাতেন না। (বুখারী, মুসলিম)[১৭৮]

---

[১৭৭] **সহীহ :** নাসায়ী ৮২৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৬০৬, ত্বাবারানী তার কাবীরে ১৩১৯৪, আহমাদ ৪৭৯৬, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫২৮২।

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جبهته على الأَرْض) বুখারীর এক বর্ণনাতে এসেছে, নাবী ﷺ যতক্ষণ পর্যন্ত সাজদারত অবস্থায় মাটিতে পতিত না হতেন। অতঃপর নাবীর পরে আমরা সাজদাতে পতিত হতাম অর্থাৎ এভাবে যে নাবী ﷺ-এর কাজের সূচনা অপেক্ষা সহাবীদের কাজের সূচনা পরে হত এবং নাবী ﷺ সাজদাহ্ থেকে উঠার আগে তাদের সাজদাতে যাওয়া শুরু হত। কেননা কোন কাজ যেমন ইমামের আগে করা যাবে না তেমনি ইমামের কোন কাজের হুবহু বিপরীতও করা যাবে না। হাদীসটিতে এমন কোন দলীল নেই যে, ইমাম কোন রুকন পূর্ণাঙ্গ না করা পর্যন্ত মুক্তাদী সে রুকনের কাজ শুরু করবে না। যা ইবনু জাওযীর মতের পরিপন্থী।

মুসলিমে 'আম্‌র বিন হুরায়স-এর হাদীসে এসেছে "আমাদের কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত তার পিঠ বাঁকাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল পূর্ণাঙ্গভাবে সাজদাহ্ রত না হতেন"। আবূ ই'য়ালা-তে আনাস-এর হাদীস কর্তৃক বর্ণিত আছে "যতক্ষণ পর্যন্ত নাবী ﷺ সাজদাতে যেতে সক্ষম না হতেন"। 'আয়নী বলেন, এ সকল হাদীসের অর্থ স্পষ্ট যে, ইমাম কোন রুকন শুরু করার পর মুক্তাদী সে রুকন শুরু করবে এবং ইমাম সে রুকন সমাপ্ত করার পূর্বে করতে হবে।

হাফিয এ দু'টি হাদীস উল্লেখের পর বলেন : ইমাম ও মুক্তদীর পারস্পারিক কাজ একই সময়ে না মিলানোর ব্যাপারে হাদীসদ্বয়ের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট।

ইবনু দাক্বীক্ব আল 'ঈদ বলেন : বারার হাদীসটি রসূল ﷺ-এর কাজের অনুকরণে সহাবীদের কাজ বিলম্ব হওয়ার উপর প্রমাণ করছে। তা এভাবে যে, নাবী ﷺ যে রুকনে পৌঁছার ইচ্ছা করেছেন সে রুকনে যতক্ষণ পর্যন্ত জড়িত না হতেন। নাবী ﷺ-এর কোন কাজ শুরু করার সময়ে না। অপর হাদীসের শব্দ ঐ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করবে অর্থাৎ রসূলের ঐ বাণী উদ্দেশ্য "অতঃপর তিনি ইমাম যখন রুকূ' করে তারপর তোমরা রুকূ' করবে আর যখন সাজদাহ্ করবে তখন তোমরা সাজদাহ্ করবে"। নিশ্চয় এ হাদীসটি রুকূ', সাজদার অগ্রগামীতাকে দাবি করবে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব : বারা, 'আম্‌র বিন হুরায়স, আনাস এবং আরও যা এ সকল হাদীসের অর্থে প্রমাণ করছে সকল হাদীস ঐ ব্যাপারে দলীল যে, ইমামের সকল কাজে মুক্তাদীর অনুসরণ করা আবশ্যক এবং সুন্নাত হচ্ছে ইমাম এক কাজ থেকে অন্য কাজের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের পরে স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ কোন রুকনে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের সাথে সাথে যাবে না। বরং ইমাম কোন অবস্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করা থেকে মুক্তাদী কিছু বিলম্ব করবে।

ইমাম শাফি'ঈ এ মতের দিকে গিয়েছেন এটাই হাক্ব। হানাফীগণ এ সকল হাদীসগুলোকে ঐদিকে চাপিয়ে দিয়েছেন যে, রসূল ﷺ যখন স্থূল হয়েছিলেন তখন তিনি মুক্তাদীগণ তাঁর অগ্রগামী হয়ে যাবেন এ আশংকায় তিনি এ নির্দেশ তাদেরকে দিয়েছেন। তবে বিষয়টিকে এভাবে অন্য দিকে চাপিয়ে বা ঘুরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে দলীল আবশ্যক। এ হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, এক রুকন থেকে আরেক রুকনের দিকে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণের জন্য ইমামের দিকে দৃষ্টি দেয়া বৈধ।

---

[১৭৮] সহীহ : বুখারী ৮১১, মুসলিম ৪৭৪।

١١٣٧ -[٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ: فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ أَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৩৭-[২] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষে তিনি (ﷺ) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তাই তোমরা রুকূ' করার সময়, সাজদাহ্ করার সময়, দাঁড়াবার সময় সালাম ফিরাবার সময় আমার আগে যাবে না, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আমার সম্মুখ দিয়ে পেছন দিক দিয়ে দেখে থাকি। (মুসলিম)[১৭৯]

ব্যাখ্যা : (فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ) হাদীস থেকে অর্জন উল্লেখিত অবস্থাগুলোতে ইমামের অনুকরণ তথা ইমামের কাজের পর মুক্তাদী কাজ করবে তবে কতিপয় বিদ্বান উল্লেখিত দলীলের মাধ্যমে ইমাম ও মুক্তাদীর কাজ একই সময় সমাধা করাকে বৈধ বলেছেন। কিন্তু এ ধরনের প্রমাণ বহন করে যে, মুক্তাদী সলাতে কোন কাজ ইমামের আগে করবে না। অপরদিকে উল্লেখিত ভাষ্যের অর্থ প্রমাণ বহন করছে যে, প্রতিটি কাজ মুক্তাদীকে ইমামের পরে করতে হবে। পক্ষান্তরে মুক্তাদীর কাজ ইমামের সাথে সাথে হতে হবে এ ব্যাপারে হাদীসটি নিশ্চুপ। ইমাম নাবাবী বলেন : হাদীসে (انصراف) শব্দ দ্বারা সালাম ফিরানো উদ্দেশ্য।

এছাড়া এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মুক্তাদী দু'আ পাওয়ার উদ্দেশ্য ইমামের পূর্বে সলাতের স্থান থেকে উঠে যাওয়াকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। অথবা (انصراف) দ্বারা সলাতের স্থান থেকে উঠে যাওয়াকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য এ কারণেও হতে পারে যে, হয়ত সলাতে ইমামের কোন ভুল হবে অতঃপর তা স্মরণ হলে ইমাম তা দোহরাবে এমতাবস্থায় সে মাসজিদে থাকলে ইমামের সাথে তা দোহরাবে যেমন যুল ইয়াদাঈন এর ঘটনাতে ঘটেছে। অথবা মহিলারা যাতে পুরুষদের আগে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। যেমন তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে দু'আর অধ্যায়ে আনাসের পূর্বোক্ত হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনাতে বলা হয়েছে।

আর তা "নিশ্চয় নাবী (ﷺ) তাদেরকে সলাতের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সলাত থেকে তাঁর ফিরে যাওয়ার পূর্বে তাদেরকে ফিরতে নিষেধ করেছেন" এ শব্দে বর্ণনা করেছেন। অধ্যায়ের হাদীসের ব্যাখ্যাতে ত্বীবী বলেন : হাদীসে (انصراف) দ্বারা সলাত পরিসমাপ্তি করাও উদ্দেশ্য হতে পারে এবং মাসজিদ থেকে বের হওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। ক্বারী বলেন : আগে পরের সাথে মিল না থাকাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি চূড়ান্ত পর্যায়ের বাতিল অবস্থায় রয়েছে এবং নাবী (ﷺ) মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে মুসল্লীদের বের হওয়া সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞাও জানা যায়নি।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে আমাদের এইমাত্র বর্ণনা করা আনাস-এর হাদীস সমর্থন করছে। একে আরও সমর্থন করছে তাশাহ্হুদে দু'আ করা অধ্যায়ে উম্মু সালামার পূর্বোক্ত হাদীস। আর তা "নিশ্চয় রসূলের যুগে মহিলাগণ যখন ফারয সলাতের সালাম ফিরাতো তখন তারা দাঁড়িয়ে যেত এবং রসূল (ﷺ) ও পুরুষদের থেকে যারা রসূলের সাথে সলাত আদায় করত তারা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বিলম্ব করত।

---

[১৭৯] সহীহ : মুসলিম ৪২৬।

অতঃপর রসূল ﷺ যখন দাঁড়াতো তখন পুরুষেরাও দাঁড়াতো। (أَمَامِي) অর্থাৎ সলাতের বাইরে আমার সামনে। (وَمِن خَلْفِي) অর্থাৎ সলাতের ভিতরাংশে অলৌকিক পদ্ধতিতে লক্ষ্য করা। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যেমন আমার সামনের দিক থেকে দেখতে পাই যেমন পেছন দিক থেকে দেখতে পাই।

١١٣٨ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾. فَقُوْلُوْا: اٰمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ: «وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩৮-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ইমামের পূর্বে কোন 'আমাল করো না। ইমাম তাকবীর দিলে তোমরাও তাকবীর দিবে। ইমাম যখন বলবে *'ওয়ালায্ যোল্লীন'*, তোমরা বলবে 'আমীন'। ইমাম রুকূ' করলে তোমরা রুকূ' করবে। ইমাম যখন বলবে *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ'*, তোমরা বলবে *"আল্ল-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হাম্‌দু"*। বুখারী, মুসলিম; তবে ইমাম বুখারী *"ওয়াইযা- ক্ব-লা ওয়ালায্ যোল্লীন"* উল্লেখ করেননি। (মুত্তাফাকুন 'আলায়হি)[১৮০]

ব্যাখ্যা : (لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ) অর্থাৎ তোমরা তাকবীর, রুকূ', সাজদাহ্ এবং এগুলো থেকে উঠা ও ক্বিয়াম, সালাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হবে না। (إِذَا كَبَّرَ فكبروا) অর্থাৎ ইহরামের জন্য অথবা সাধারণ তাকবীর। সুতরাং সলাতের এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে পরিবর্তনের জন্য যে সকল তাকবীর ব্যবহার করা হয়। সকল তাকবীরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ইমাম আবূ দাউদ একটু বেশি বর্ণনা করেছেন; (আর তোমরা তাকবীর দিবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম তাকবীর না দিবে।) «وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾» অর্থাৎ অতঃপর ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾-এর পর ইমাম যখন 'আমীন' বলবে (فَقُوْلُوْا: اٰمِيْنَ) অর্থাৎ ইমামের আমীনের সাথে মুক্তাদীর 'আমীন' মিলিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য না। (وَإِذَا رَكَعَ) অর্থাৎ যখন রুকূ' শুরু করবে। (فَارْكَعُوْا) আবূ দাউদ একটু বেশি বর্ণনা করেছেন (আর ইমাম যতক্ষণ পর্যন্ত রুকূ' না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রুকূ' করবে না।) অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রুকূ' করতে শুরু না করবে তবে রুকূ' সমাপ্ত না করা পর্যন্ত এ অর্থ উদ্দেশ্য না। যেমন শব্দ থেকে বুঝা যাচ্ছে। (আর যখন সাজদাহ্ দিবে) অর্থাৎ যখন সাজদাহ্ দিতে শুরু করবে।

অতঃপর তোমরা সাজদাহ্ কর আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সাজদাহ্ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম সাজদাহ্ না করবে। হাফিয বলেন : এ অংশটি উত্তম ধরনের বৃদ্ধিকরণ। যা রসূল ﷺ-এর (ইমাম যখন তাকবীর দিবে অতঃপর তোমরা তাকবীর দিবে) এ উক্তি দ্বারা মুক্তাদীর তাকবীর ইমামের তাকবীরের সাথে মিলে যাওয়াকে উদ্দেশ্য করার যে সম্ভাবনা ছিল তা দূর করে দিচ্ছে। 'আয়নী বলেন : সেই সাথে হাফিযও বলেন, আবূ দাউদের এ বর্ণনা মুক্তাদীর তাকবীর ইমামের তাকবীরের সাথে হওয়া বা আগে হওয়াকে দূর করণে স্পষ্ট।

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمد) উল্লেখিত হাদীসাংশ দ্বারা ঐ সকল লোক দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ইমামের কর্তব্য (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ) শোনানো আর মুক্তাদীর কর্তব্য হাম্‌দ পাঠ করা।

---

[১৮০] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৪, মুসলিম ৪১৫।

কেননা এর বাহ্যিক দিক হল বিভক্তি, যা অংশীদারীত্ব এর পরিপন্থী। রুকূ'র অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) হাদীসটির মূলের ভিত্তিতে বুখারী ও মুসলিম। তবে ব্যবহৃত শব্দগুলা মুসলিমের, বুখারীর না। বুখারী এবং মুসলিমে হাদীসটির অনেক সানাদ ও শব্দ রয়েছে। সে সানাদগুলো থেকে বুখারী "কাতার সোজা করা সলাতের পূর্ণাঙ্গতা" অধ্যায়ে যা সংকলন করেছেন তা হল (ইমাম কেবল এজন্য বানানো হয়েছে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং তাঁর বিপরীত কাজ তোমরা করবে না। সুতরাং তিনি যখন রুকূ' করবেন তোমরাও তখন রুকূ' করবে) আর যখন (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ) বলবেন তখন তোমরা (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد) বলবে। আর তিনি যখন সাজদাহ্ করবেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে। আর যখন তিনি বসে সলাত আদায় করবেন তখন তোমরাও সকলে বসে সলাত আদায় করবে।

আর তোমরা সলাতে কাতার সোজা করবে কেননা কাতার সোজা করা সলাতের সৌন্দর্যতা। আর এটা মুসলিমেও আছে। তবে মুসলিমে "তোমরা কাতার সোজা কর" অংশ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। তবে তিনি একটু বেশি উল্লেখ করেছেন "অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে"। হাদীসে উল্লেখিত "আর তোমরা ইমামের বিপরীত কাজ করবে না" অংশ দ্বারা ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও তাঁর অনুসারীরা ঐ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নাফ্ল সলাত আদায়কারীর পেছনে ফার্য সলাত আদায়কারী সলাত আদায় করবে না। কেননা নিয়্যাতের ভিন্নতা এ ব্যাপক ও সাধারণ উক্তির অধীন।

তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে এ ব্যাপক বিষয়টি শুধু প্রকাশ্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ভিন্নতার উপর প্রয়োগ হবে অপ্রকাশ্য কার্যাবলীর ক্ষেত্রে না। আর তা এমন, যে ব্যাপারে মুক্তাদী অবহিত না। যেমন নিয়্যাত। কেননা নাবী ﷺ ভীন্নতর ধরণসমূহ তাঁর "আর ইমাম যখন তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে....." শেষ পর্যন্ত। এ উক্তি ও অনুল্লেখিত আরও যা এর উপর ক্বিয়াস ধরে নেয়া যাবে তার মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং সে ধরণগুলোর মধ্যে থেকে একটি এই যা ইমাম বুখারী "তাকবীরে সাড়াদান করা" অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। আর তা হল "ইমাম কেবল এজন্য বানানো হয়েছে যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে। আর ইমাম যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর ইমাম যখন (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ) বলবে তখন তোমরা (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد) বলবে। আর যখন সাজদাহ্ করবে তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে। যখন ইমাম বসে সলাত আদায় করবে তখন তোমরাও সকলে বসে সলাত আদায় করবে।" হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনু মাজাহও বর্ণনা করেছেন সেই সাথে বায়হাক্বী ২য় খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠা; তবে বুখারী (وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾. فَقُوْلُوْا: اٰمِيْنَ) অংশটুকু বর্ণনা করেননি। আর বুখারীতে কোন সানাদে "তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করবে না" অংশটুকু নেই। এ শব্দটিও এককভাবে ইমাম মুসলিমের।

١١٣٩ ـ[٤] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهٗ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَإِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَإِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ».

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ. هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلٰى أَجْمَعُونَ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩৯-[৪] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন এক ভ্রমণের সময় ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি নীচে পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরের চামড়া উঠে গিয়ে চরম ব্যথা পেলেন (দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে পারছিলেন না)। তাই তিনি (ﷺ) বসে বসে আমাদেরকে (পাঁচ বেলা সলাতের) কোন এক বেলা সলাত আদায় করালেন। আমরাও তার পেছনে বসে বসেই সলাত আদায় করলাম। সলাত শেষ করে তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ইমাম এ জন্যেই নির্ধারিত করা হয়েছে যেন তোমরা তাঁর অনুকরণ করো। তাই ইমাম দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করালে তোমরাও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। ইমাম যখন রুকূ' করবে, তোমরাও রুকূ' করবে। ইমাম রুকূ' হতে উঠলে তোমরাও রুকূ' হতে উঠবে। ইমাম *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ'* বললে, তোমরা *'রব্বানা- লাকাল হাম্‌দু'* বলবে। আর যখন ইমাম বসে সলাত আদায় করাবে, তোমরা সব মুক্তাদী বসে সলাত আদায় করবে।

ইমাম হুমায়দী (রহঃ) বলেন, 'ইমাম বসে সলাত আদায় করালে' তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে নাবী (ﷺ)-এর এ নির্দেশ, তার প্রথম অসুস্থের সময়ের নির্দেশ ছিল। পরে মৃত্যুশয্যায় (ইন্তিকালের একদিন আগে) রসূলুল্লাহ বসে বসে সলাত আদায় করিয়েছেন। মুক্তাদীগণ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছেন। তিনি তাদেরকে বসে সলাত আদায়ের নির্দেশ দেননি। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ শেষ 'আমালের ওপরই 'আমাল করা হয়। এগুলো হলো বুখারীর ভাষা। এর ওপর ইমাম মুসলিম একমত পোষণ করেছেন। মুসলিমে আরো একটু বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইমামের বিপরীত কোন 'আমাল করো না। ইমাম সাজদাহ্ করলে তোমরাও সাজদাহ্ করবে। (বুখারী)[১৮১]

ব্যাখ্যা : (الْأَيْمَنُ) 'আবদুর রাযযাক্ব-এর বর্ণনাতে এসেছে (তাঁর ডান পায়ের নলা) আর তা অক্ষর বিকৃত না যেমন অনেকে ধারণা করেছেন। "ছাদে এবং কাষ্ঠ খণ্ডে সলাত আদায়" অধ্যায়ে বুখারীর বর্ণনা যার অনুকূল। তাতে আছে, অতঃপর রসূল (ﷺ)-এর পায়ের নলা বা কাঁধ জখমযুক্ত হয়ে গেল। বলা হয়ে থাকে নলা এর বর্ণনাটি দেহের ডান পাশের জখমযুক্ত স্থানের ব্যাখ্যাকারী। কেননা রসূলের সারা শরীর জখমযুক্ত হয়নি। আর এ হাদীসটি আবূ দাউদে জাবির-এর হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তার বিপরীত না। তাতে আছে (অতঃপর তাঁকে খেজুর বৃক্ষের খণ্ডের উপর ফেলে দেয়া হল তারপর তার পা মচকে গেল) দু'টি হাদীসের একটি অপরটির বিরোধী না হওয়ার কারণ এটাও হতে পারে। হয়ত দু'টি বিষয়ই সংঘটিত হয়েছে।

হাফিয বলেন : ইবনু হিব্বান বর্ননা করেন, এ ঘটনাটি হিজরতের পঞ্চম সনে যিলহাজ্জ মাসে ছিল। (فَصَلَّى) অর্থাৎ অতঃপর তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর পান কক্ষে সলাত আদায় করেন। যেমন জাবির-এর হাদীসে এসেছে। (صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ) অর্থাৎ ফারয সলাতসমূহ। ক্বারী বলেন : এটা ইবারতের বাহ্যিক দিক। একমতে বলা হয়েছে, সলাত বলতে নাফ্‌ল সলাতসমূহ। এক বর্ণনাতে আছে, অতঃপর সলাতের সময় উপস্থিত হল। কুরতুবী বলেন : সলাত দ্বারা ফারয সলাত উদ্দেশ্য। কেননা এ সলাত তাদের অভ্যাস থেকে

[১৮১] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৯, ৭৩৩, মুসলিম ৪১৪।

যা পরিচিতি লাভ করছে তা হল তাঁর সহাবীগণ ফার্‌য সলাতের জন্য একত্রিত হত। নাফ্‌লের জন্য না। ইয়ায ইবনুল ক্বাসিম থেকে বর্ণনা করেন নিশ্চয় তা ছিল নাফ্‌ল সলাতে। তবে এ মতের সমালোচনা করা হয়েছে যে, আবূ দাউদে জাবির-এর বর্ণনাতে দৃঢ়ভাবে যা আছে তা হল নিশ্চয় তা ফার্‌য সলাতে ছিল।

হাফিয বলেন : এ সলাত নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আমি অবহিত হতে পারিনি। তবে আনাসের হাদীসে আছে "সেদিন আমাদেরকে নিয়ে তিনি সলাত আদায় করালেন যেন তা দিনের যুহরের অথবা 'আস্‌রের সলাত।"

(وَهُوَ قَاعِدٌ) ক্বাযী 'আয়ায বলেন, সম্ভবত রসূল ﷺ-এর উপর কিছু পতিত হয়েছিল ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেঁতলে যাওয়াতে তিনি দাঁড়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তবে একে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে নিশ্চয়ই তা এরূপ না উক্তির মাধ্যমে। নাবী ﷺ-এর পা কেবল মচকে গিয়েছিল। যেমন আমরা জাবির-এর হাদীস থেকে উল্লেখ করেছি এবং অনুরূপ আহ্‌মাদে আনাস-এর বর্ণনাতে এবং ইসমা'ঈলী বর্ণনাতে এসেছে।

(فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا) এভাবে এ বর্ণনাতে আছে "নিশ্চয়ই তারা তার পেছনে বসা ছিল"। এটি আনাস থেকে যুহরী কর্তৃক মালিক-এর বর্ণনা। এর বাহ্যিক দিক 'আয়িশাহ্ থেকে ইমাম বুখারী ও অন্যান্যগণ যা বর্ণনা করেছেন তার বিপরীত। আর তা এ শব্দে "অতঃপর তিনি নাবী ﷺ বসে সলাত আদায় করলেন এবং সম্প্রদায় তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করল। অতঃপর তিনি তাদের দিকে ইঙ্গিত করলেন তোমরা বস"। উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় নিশ্চয় আনাসের এ বর্ণনাতে সংক্ষিপ্ততা রয়েছে।

রসূল ﷺ সহাবীগণকে বসার নির্দেশ দেয়ার পর অবস্থা যেদিকে গড়িয়েছে আনাস তার উপরই যেন সীমাবদ্ধ থেকেছেন। বুখারীতে ছাদে সলাত আদায় অধ্যায়ে আনাস থেকে হুমায়দ এর বর্ণনাতে এ শব্দে এসেছে, "অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বসাবস্থায় সলাত আদায় করেছেন যে, এমতাবস্থায় তারা দাঁড়ানো। অতঃপর তিনি যখন সালাম ফিরালেন বললেন, ইমাম কেবল বানানো হয়েছে..... শেষ পর্যন্ত" আর এতেও সংক্ষিপ্ততা রয়েছে। কেননা সে তাঁর উক্তি "তাদেরকে তিনি বললেন, তোমরা বস" উল্লেখ করেনি।

উভয় হাদীসের সমন্বয় প্রথমে সহাবীগণ দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছিল, অতঃপর রসূল ﷺ তাদেরকে বসার জন্য ইশারা করলে তারা বসে যায়। যুহরী এবং হুমায়দ প্রত্যেকে দু'টি বিষয়ের একটি বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উভয় হাদীসকে একত্র করেছেন, অনুরূপভাবে মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয় হাদীসকে একত্র করেছেন। কুরতুবী উভয় হাদীসের মাঝে এ সম্ভাবনার কথা বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কতক শুরুতে বসা ছিল আর এ বিষয়টিকেই আনাস বর্ণনা করেছেন। আর কতকে দাঁড়ানো ছিল অতঃপর রসূল ﷺ তাদেরকে বসার ব্যাপারে ইঙ্গিত করে আর এটি ঐ বিষয় যা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন। তবে নাবী ﷺ-এর অনুমতি ছাড়া সহাবীদের কতক বসে যাওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করে সমালোচনা করা হয়েছে, কেননা রসূল ﷺ-এর অনুমতি ছাড়া বসে যাওয়া মূলত ইজতিহাদের মাধ্যমে রহিতকরণকে দাবি করছে। কেননা সক্ষম ব্যক্তির ফার্‌য সলাত মূলত দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। অন্যান্যগণ উভয় নির্দেশের মাঝে এ সম্ভাবনা দিয়ে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, ঘটনার একাধিকতা রয়েছে। তবে এতেও অসম্ভাবনা রয়েছে। কেননা আনাসের ঘটনা যদি পূর্বের ঘটনা হয় তাহলে ইজতিহাদের মাধ্যমে রহিতকরণ আবশ্যক হয়ে যাওয়ার যে কথাটি ইতিপূর্বে বলা হল তা আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে "অথচ ইজতিহাদের মাধ্যমে রহিত করা বিশুদ্ধ না"। পক্ষান্তরে যদি পরের ঘটনা হয় তাহলে (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) দোহরানোর প্রয়োজন ছিল না।

কেননা ইতিপূর্বে তাঁরা সহাবীগণ রসূলের পূর্বোক্ত নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছে এবং রসূলের বসে সলাত আদায়ের কারণে তারাও বসে সলাত আদায় করেছে। ফাতহুল বারীতে এভাবেই আছে।

(لِيُؤْتَمَّ بِهٖ) যাতে তার অনুসরণ করা হয় যা রসূল ﷺ-এর (فَإِذَا صلى قَائِماً الخ) উক্তিটুকু (ليقتدي به) এর ব্যাখ্যা। আর অনুসরণকারীর অবস্থা এরূপ যে, সে অনুসরণীয় ব্যক্তির আগে কোন কাজ করবে না এবং তার সাথে সাথে কোন কাজ করবে না এবং কোন অবস্থানে তার আগে বাড়বে না বরং তার অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।

তারপরে তার অনুরূপ কাজ করবে। আর এ কথার দাবি হল হাদীস যে অবস্থাগুলো ব্যাখা করে দিয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাখ্যা করেনি বরং ক্বিয়াস করে সে অবস্থাগুলোর কোন অবস্থাতেই ইমামের বিরোধিতা করবে না। তবে তা বাহ্যিক কর্মগুলোর সাথে নির্দিষ্ট এবং তা গোপনীয় কাজগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে না। গোপনীয় কাজ বলতে সলাতের সকল অবস্থাতে মুক্তাদী কর্তৃক ইমামের অনুসরণ করা।

সুতরাং অনুসরণের সাথে সাথে কাজ করা, আগে কাজ করা এবং বিপরীত কাজ করাকে অস্বীকার করে। ইমাম নাবাবী বলেন : বাহ্যিক সকল ক্ষেত্রে ইমামের অনুকরণ করা আবশ্যক। হাদীসে এ বাহ্যিক কর্মগুলোর ক্ষেত্রে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং রুকূ' এবং অন্যান্য বিষয়গুলোর উল্লেখ নিয়্যাতের বিপরীত। কেননা নিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে নিয়্যাত অন্য দলীল কর্তৃক সংকলিত হয়েছে। অন্য দলীল বলতে ক্বিরাআত অধ্যায়ে মু'আয-এর পূর্বোক্ত ঘটনা, অচিরেই হাদীসটি যে ব্যক্তি এক সলাতকে দু'বার আদায় করবে এ অধ্যায়ে আসছে। এ হাদীস দ্বারা আরও ঐ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ সম্ভব যে, ইমামের অনুকরণের অধীনে নিয়্যাত প্রবিষ্ট না।

কেননা ইমামের অনুকরণ ইমামের কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার দাবীদার। তার সকল অবস্থার ক্ষেত্রে না। উদাহরণ স্বরূপ যদি ইমামের উযূ ভেঙ্গে যায় তাহলে বিদ্বানদের নিকট বিশুদ্ধ মতে এ ধরনের ইমামের পেছনে ঐ ব্যক্তির কি সলাত আদায় বৈধ হবে যে তার অবস্থা সম্পর্কে জানে না। অতঃপর অনুকরণ আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও অনুকরণ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অনুকরণের বিষয়গুলো থেকে একমাত্র তাকবীরে তাহরীমাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে শর্ত করা হয়নি। তবে সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মালিকীদের প্রসিদ্ধ মত হল, ইহরাম ও প্রথম তাশাহ্হুদ এর ক্বিয়ামের সাথে সালামও শর্তারোপিত।

আর হানাফীগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছে; অনুকরণ ইমামের সাথে সাথে যথেষ্ট হবে। হানাফীগণ বলেন, অনুকরণের অর্থ হল বাস্তবায়ন করা। আর যে ব্যক্তি ইমামের কাজের মতো কাজ করবে তাকে বাস্তবায়নকারী বলে গণ্য করা যাবে। চাই তার সাথে অথবা তার পরে বাস্তবায়ন করুক। আর রুকনসমূহের ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হওয়া হারাম এ ব্যাপারে প্রমাণ বহনকারী আবূ হুরায়রার হাদীস অচিরেই আসছে।

(فَإِذَا صَلّٰى قَائِمًا فصلوا قيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا)

বুখারীর এক বর্ণনাতে আছে (আর ইমাম যখন তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে আর যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে) এখানে তাকবীর গোপন আছে, যা উদ্দেশিত।

(وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا) বুখারীর এক বর্ণনাতে এসেছে "আর তিনি যখন তার মাথা উঠাবেন তখন তোমরাও মাথা উঠাবে। আর যখন সাজদাহ্ করবেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে।" আর উঠানো কথাটি রুকূ' ও সাজদাহ্ উভয় থেকে মাথা উঠানোকে অন্তর্ভুক্ত করছে। অনুরূপ সকল সাজদাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

(رَبَّنَا لَكَ الْحَمد) এভাবে সকল কপিতে (لَكَ الْحَمد) (و) বর্ণ ছাড়া আছে। বুখারীতে (واو) বর্ণ সহকারে। হাফিয বলেন : এভাবে সকল বর্ণনাতে আনাস-এর হাদীসে (واو) বর্ণের মাধ্যমে আছে। তবে

(তাকবীরের সাড়াদান অধ্যায়ের) যুহরী কর্তৃক লায়স-এর বর্ণনাতে (واو) বর্ণ ছাড়া আছে, অতঃপর কাশমিহীনী-এর বর্ণনাতে (واو) বর্ণ ছাড়া আছে। তবে (واو) বর্ণের বিদ্যমানতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কেননা তা অংশের উপর 'আত্বফ হওয়ার কারণে তাতে অর্থের আধিক্যতা রয়েছে। (فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) হাফিয বলেন, এভাবে বুখারী ও মুসলিমের সকল সানাদে (واو) বর্ণের মাধ্যমে। অর্থাৎ (جلوسا) শব্দটি واو সহ বহুবচনের মাধ্যমে।

হাদীসে অনেক মাস্‌আলাহ্ আছে। প্রথম মাসআলাহ্ : ইমামের অনুকরণ করা আবশ্যক, সুতরাং ইমাম ইহরামের তাকবীর থেকে অবসর নেয়ার পর ইহরামের জন্য তাকবীর দিতে হবে। ইমাম তার তাকবীরে তাহরীমাহ্ শেষ না করা পর্যন্ত সলাতে প্রবেশ করে না।

সুতরাং তাকবীরের মাঝে ইমামের অনুকরণ করা মূলত এমন ব্যক্তির অনুকরণ করা যে ব্যক্তি সলাতের মাঝে না। তবে তা রুকূ', সাজদাহ্ ও অনুরূপ বিষয়ের বিপরীত। ইমাম রুকূ' শুরু করার পর রুকূ' করতে হবে। অতএব মুক্তাদীর রুকূ' যদি ইমামের রুকূ'র সাথে সাথে হয় বা ইমামের আগে হয় তাহলে মুক্তাদী মন্দ কাজ করল তবে সলাত বাতিল হবে না। অনুরূপভাবে সাজদাতে আর ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদী সালাম ফেরাবে। অতঃপর মুক্তাদী যদি ইমামের আগে সালাম ফেরায় তাহলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। তবে ইমামের পরে বা সাথে সালাম ফেরালে সলাত নষ্ট হবে না। কেননা এ অবস্থাতে মুক্তাদী স্বাধীন বা বাঁধনমুক্ত এক্ষেত্রে অনুকরণের প্রয়োজন নেই। তবে তা আগে সালাম ফেরানোর বিপরীত। কেননা তা অনুসরণের পরিপন্থী। এ উক্তিটি করেছেন কুস্ত্বুলানী।

দ্বিতীয় মাস্‌আলাহ্ : ঘোড়াতে আরোহণ করা, স্বভাবে প্রকৃতির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নেয়া যে ব্যক্তির কোন বিপদ বা সমস্যা এবং অনুরূপ কিছু যা এ ঘটনাতে সংঘটিত নাবী ﷺ-এর ঘটনার সাথে মিল এমন কিছু সংঘটিত হবে তার জন্য সান্ত্বনা লাভ করা শারী'আত সম্মত এবং তাঁর মাঝে আছে উত্তম নমুনা।

তৃতীয় মাস্‌আলাহ্ : নিশ্চয় জ্বর এবং অনুরূপ সমস্যাদি যা মানুষের হয়ে থাকে তা নাবী ﷺ-এর হওয়াও সম্ভব। এ সমস্যার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর উপর কোন ক্রমে কম হওয়ার না। বরং এ সমস্যা নাবী ﷺ-এর মর্যাদা উঁচু করা, তাঁর আসন আরও মহিমান্বিত করা।

চতুর্থ মাস্‌আলাহ্ : কারো জখম বা অনুরূপ কোন সমস্যা হলে তার সেবা করা সুন্নাত।

পঞ্চম উপকারিতা : অপারগতার সময় বসে সলাত আদায় বৈধ। বসার ক্ষেত্রে ইমামের অনুকরণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে দাঁড়ানোর উপর মুক্তাদীর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুক্তাদী বসে সলাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন : অতঃপর হাদীসটির বাহ্যিক দিক অবলম্বন করেছেন ইসহাক্ব, আওযা'ঈ, দাউদ এবং বাহ্যিক দিক অবলম্বনকারীদের অবশিষ্টগণ। তারা বলেন, বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পিছনে বসে সলাত আদায় আবশ্যক। যদিও সম্প্রদায় সুস্থ থাকে।

ইবনু হাযম 'আল মুহাল্লা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৬৯ পৃষ্ঠাতে বলেন, আমরা একটিই (এ মাসআলাটি) গ্রহণ করি তবে যে ব্যক্তি ইমামের পাশে সলাত আদায় করবে এবং মানুষকে ইমামের তাকবীর জানিয়ে দিবে সে ব্যক্তি বসে এবং দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন। ইমাম আহমাদ ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, এলাকার স্থায়ী ইমাম যখন মুক্তি লাভের আশা করা যায় এমন রোগের কারণে বসে সলাত আদায় করবে তখন তার পেছনে মুক্তাদীরা বসে সলাত আদায় করা সুন্নাত। যদিও তারা দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে সক্ষম এবং ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় বিশুদ্ধ হবে।

তার নিকট হাদীসটির হারাম ঐ দিকে গড়াবে যে, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ইমাম বসে সলাত আদায় করাবস্থায় মুক্তাদীরা বসে সলাত আদায় করবে এবং তা এলাকার এমন স্থায়ী ইমামের সাথে শর্তযুক্ত যার

রোগ দূর হওয়ার আশা করা যায়। হাদীসে বসার ব্যাপারে নির্দেশটি সুন্নাত অর্থে ব্যবহৃত। তিনি বলেন, স্থায়ী ইমামের দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা। চাই ইমামের বসে সলাত আদায় করাকে দাবি করে এমন বিষয়টি হঠাৎ সংঘটিত হোক বা না হোক।

যেমন রসূল ﷺ-এর মরণের রোগ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোতে এসেছে। কেননা রসূল ﷺ তাদেরকে বসার ব্যাপারে অনুমতি দেয়নি। কেননা তাদের ইমাম আবূ বাক্‌র দণ্ডায়মান অবস্থায় তার সলাত শুরু করেছিল। অতঃপর বাকী সলাতে রসূল বসাবস্থায় তাদের ইমামতি করেছেন। যা আনাস-এর হাদীসে উল্লেখিত রসূলের প্রথম অসুস্থাবস্থায় সহাবীদের নিয়ে সলাত আদায়ের বিপরীত। কেননা তিনি প্রথমে বসাবস্থায় তার সলাত শুরু করেছিলেন, অতঃপর তাদেরকে বসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ, আবূ হানীফা এবং আবূ ইউসুফ ঐ দিকে গিয়েছেন, দাঁড়াতে সক্ষম এমন সলাত আদায়কারীর জন্য বসে ইমামতি করা ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় না করলে তার সলাত আদায় বৈধ হবে না। এটি মালিক-এর বর্ণনা যা ওয়ালীদ বিন মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

তারা বলেন, আপত্তির কারণে বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের বসে সলাত আদায়ের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এর রহিতকারী হল রসূল ﷺ তাঁর মরণের অসুস্থতায় মানুষ নিয়ে বসে সলাত আদায় করা এমতাবস্থায় সহাবীগণ ও আবূ বাক্‌র দাঁড়ানো। ইমাম শাফি'ঈ এভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ইমাম বুখারী তার উস্তায হুমায়দী থেকে একে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ইমাম শাফি'ঈর ছাত্র। রহিত হওয়ার দাবি সম্পর্কে উত্তর অচিরেই আসছে। ইমাম মালিক নিজ থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ঐ দিকে গিয়েছেন যে, দাঁড়িয়ে অথবা বসে কোন অবস্থাতেই সলাত আদায় বৈধ হবে না। এটি ত্বহাবী বর্ণিত মুহাম্মাদের উক্তি। মালিকীরা বলেন : আপত্তিবশতঃ বসে সলাত আদায় করা ব্যক্তি, তার মতো বসা ব্যক্তির বা দণ্ডায়মান ব্যক্তির ইমামতি করা নাবী ﷺ-এর সাথে নির্দিষ্ট।

কেননা আপত্তি বা আপত্তি ছাড়া যে কোন অবস্থাতে সলাতের ক্ষেত্রে রসূল ﷺ-এর আগে বাড়া বিশুদ্ধ হবে না। তবে 'আবদুর রহমান বিন আওফা ও আবূ বাক্‌র-এর পেছনে রসূলের সলাত আদায় করার কারণে এ ধরনের উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অতঃপর যদি মেনেই নেয়া হয় কারো জন্য রসূল ﷺ-এর ইমামতি করা বৈধ হবে না। তাহলে এ ধরনের মাসআলাহ্ বসে ইমামতি করা নিষিদ্ধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করবে না। অথচ রসূল ﷺ-এর পর সহাবীদের একটি দল বসে ইমামতি করেছেন।

তাঁদের মাঝে আছে উসায়দ বিন হুযায়র, জাবির, ক্বায়স বিন ক্বাহ্‌দ এবং আনাস বিন মালিক । এ ব্যাপারে তাদের থেকে সানাদগুলো বিশুদ্ধ। এগুলোকে 'আবদুর রাযযাক্ব, সা'ঈদ বিন মানসূর ইবনু আবী শায়বাহ্ ও অন্যান্যগণ সংকলন করেছেন। বরং ইবনু হিব্বান ও ইবনু আবী শায়বাহ্ দাবি করেছেন বসে ইমামতি বিশুদ্ধ হওয়ার উপর সহাবীগণ একমত। আবূ বাক্‌র ইবনুল 'আরাবী বলেন, আমাদের সাথীদের কাছে রসূল ﷺ-এর অসুস্থতার হাদীস সম্পর্কে নিখুঁত কোন উত্তর নেই। আর সুন্নাতের অনুসরণ করা উত্তম। সম্ভাবনার মাধ্যমে খাস প্রমাণিত হয় না।

তিনি বলেন : তবে আমি কতক শায়খকে বলতে শুনেছি; অবস্থা খাস করণের ধরণসমূহের একটি। আর নাবী ﷺ-এর অবস্থা, তাঁর মাধ্যমে বারাকাত গ্রহণ এবং কেউ তাঁর বদল হতে না পারা যে, কোন অবস্থাতে রসূল ﷺ-এর সাথে সলাত আদায়কে দাবি করেছে। এ বিশেষত্ব অন্য কারো জন্য না। সুতরাং দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা বসে সলাত আদায়ের যে ঘাটতি রয়েছে তা রসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা যায় না। সুতরাং রসূলের বসে সলাত আদায় করাতে কোন ঘাটতি নেই। আবূ বাক্‌র ইবনুল 'আরাবীর প্রথম উক্তি সম্পর্কে উত্তর হল তার প্রথম উক্তিটি রসূল ﷺ-এর 'আম বাণী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

দ্বিতীয় উক্তিটি সম্পর্কে উত্তর হল নাফ্‌ল সলাতের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে সক্ষম: তথাপিও এ ধরনের ব্যক্তি বসে সলাত আদায় করতে সাওয়াবের কমতি রয়েছে। অপরপক্ষে আপত্তিজনিত কারণে ফার্‌য সলাতের ক্ষেত্রে না দাঁড়িয়ে বসে বা অন্য কোনভাবে সলাত আদায় করাতে সাওয়াবের ঘাটতি নেই। ইবনু দাক্বীক আল ঈদ বলেন : সুপরিচিত যে মূল হল যতক্ষণ পর্যন্ত খাসের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুকে খাস না করা।

রসূল ﷺ-এর পর সহাবীগণের একটি দল বসে ইমামতি করেছেন বিধায় বসে ইমামতি করার বিষয়টি রসূলের সাথে খাস করা দোষণীয়। বিদ্বানদের কতক দারাকুত্বনী এর কিতাবের ১৫৩ পৃষ্ঠাতে এবং বায়হাক্বী এর কিতাবের তৃতীয় খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠাতে মারফূ' সূত্রে শা'বী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা খাসের ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি হল (আমার পর কেউ যেন বসাবস্থায় ইমামতি না করে) তবে এ ব্যাপারে উত্তর দেয়া হয়েছে যে, হাদীসটি বাতিল। কেননা তা শা'বী থেকে মুরসালরূপে জাবির জু'বী কর্তৃক বর্ণিত।

আর জাবির মাতরূক। শা'বী থেকে মুজালিদ এর বর্ণনা কর্তৃকও বর্ণনা করা হয়েছে জমহূর বিদ্বানগণ মুজালিদকে দুর্বল বলেছেন। ইআয তাদের কতক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন সামষ্টিকভাবে শা'বির উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বসে ইমামতি করার বিষয়টি রহিত হয়েছে। তবে এর সমালোচনাতে বলা হয়েছে, যদি রহিত হওয়ার বিষয়টি বিশুদ্ধ মনে করা হয় তাহলে তা ইতিহাসের মুখাপেক্ষী। অথচ তা বিশুদ্ধ না যেমন আমরা অতিবাহিত করেছি।

(قَالَ الْحُمَيْدِيُّ) ইনি ইমাম বুখারীর উস্তায ও শাফি'ঈর ছাত্র। তার নাম 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র বিন ঈসা বিন 'উবায়দুল্লাহ বিন যুবায়র বিন 'উবায়দুল্লাহ বিন হুমায়দ আল কুরাশী আল আসাদী আল মাক্কী আবূ বাক্‌র। তিনি নির্ভরশীল, ফাক্বীহ, হাফিয ইবনু 'উয়াইনাহ্ এর সাথীবর্গের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাবান।

হাকিম বলেন, ইমাম বুখারী যখন হুমায়দী এর কাছে কোন হাদীস পেতেন হুমায়দীর প্রতি আস্থার কারণে তখন তা অন্যের দিকে ঘোরাতেন না। যুহরাতে আছে বুখারী তার থেকে ৭৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তা বুখারীর এককভাবে। তিনি মাক্কাতে ২১৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। একমতে বলা হয়েছে এর পরে। আর এ হুমায়দী মূলত ঐ হুমায়দী না যিনি (الجمع بين الصحيحين) কিতাবের লেখক।

(هُوَ فِيْ مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ) অর্থাৎ তার এ অসুস্থতা যা ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে হয়েছিল। ক্বারী বলেন : অর্থাৎ যখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করেছিলেন। আর তাতে আছে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ঈলা এর ঘটনা ৯ম হিজরীতে ছিল। আর আনাস, 'আয়িশাহ্ ও জাবির-এর হাদীসে ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার উল্লেখিত ঘটনা ইবনু হিব্বান-এর তথ্যানুযায়ী ৫ম হিজরীতে। এ ব্যাপারে 'আয়নী, কুস্‌তুলানীও তারীখুল খামীস-এর গ্রন্থকার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন। (ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ) অর্থাৎ তাঁর মরণের অসুস্থতাতে।

(جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ) অর্থাৎ যার প্রতি 'আমাল করা আবশ্যক তা হল নাবী ﷺ-এর শেষ নির্দেশ যার উপর স্থির হবে। আর নাবী ﷺ-এর দু'টি বিষয়ের শেষ বিষয় যা ছিল তা হল নাবী ﷺ বসে ইমামতি করা এবং মুক্তাদীরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা।

যা ঐ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে যে, ইতিপূর্বে বিষয়টির হুকুম যা ছিল তা উঠে গেছে এবং রহিত হয়ে গেছে। এটিই আনাস এর হাদীস এবং তাঁর হাদীসের অর্থে ব্যবহৃত অন্যান্য হাদীস সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উত্তর। আর এ উত্তর তাদের তরফ থেকে যারা বসে ইমামাতকারী ব্যক্তির পেছনে মুক্তাদীদের দাঁড়ানোকে আবশ্যক মনে করে। আর এদিকেই বুখারীর ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি হাদীসটি সংকলনের পর

তার উস্তায হুমায়দীর এ কথাটি উল্লেখ করেছেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর সমালোচনা করেননি। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে 'আয়িশার হাদীস উল্লেখের পর কিতাবুল মারযাতে বলেছেন, হুমায়দী বলেন, এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। আবূ 'আবদুল্লাহ (স্বয়ং বুখারী) বলেন, কেননা নাবী ﷺ সর্বশেষ যে সলাত আদায় করেছেন তা বসে আদায় করেছেন। এমতাবস্থায় মানুষ তার পেছনে দাঁড়ানো ছিল।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব : এ উত্তরে বহুদিক থেকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন আছে। দিকগুলো থেকে একটি হল আনাসের হাদীস এবং তার হাদীসের অর্থে ব্যবহৃত হাদীস একটি কায়িদাহ্ কুল্লিয়্যাহ্ বা পূর্ণাঙ্গ নীতি। জাতির জন্য এক ব্যাপক আইন প্রণয়ন। আর নাবী ﷺ থেকে তার মরণের অসুস্থতায় যা প্রকাশ পেয়েছে তা আংশিক ঘটনা, অবস্থানকে প্রকাশ করছে না এবং অবস্থার বর্ণনা বহু সম্ভাবনা রাখে।

বুঝা যাচ্ছে না সে ঘটনা কি বসে সলাত আদায় করা ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের বসে সলাত আদায়ের বিষয়টিকে রহিত করে দিচ্ছে নাকি এ কথা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য যে, উল্লেখিত নির্দেশটি ওয়াজিবের জন্য না বরং সুন্নাতের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে? কেননা তাদের ইমাম সলাত দাঁড়িয়ে শুরু করেছিল, অতঃপর ইমাম তাদেরকে মূল বসা ও জরুরী বসা এবং এমন রোগ যা দূর হওয়ার আশা করা যায় ও এমন রোগ যা দূর হওয়ার আশা করা যায় না এদের মাঝে পার্থক্য করণার্থে দাঁড়াতে স্বীকৃতি দেয়। এ ধরনের আংশিক ঘটনার মাধ্যমে রহিত করার দাবী করা দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত না। বরং তা জটিল। ফায়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন, রহিতকরণের ব্যাপারে উক্তি (مقلوب) এর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। কেননা হাদীসটি ব্যাপক আইন প্রণয়ন, পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ এর দিক থেকে অনেক অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন সুন্নাত বর্ণনা করা, ইমাম-মুক্তাদীর মাঝে লেনদেন বর্ণনা করা। অতঃপর বিশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্তসমূহ থেকে কোন অংশ রহিত করার ব্যাপারে উক্তি করা এবং বাকী সামষ্টিককে নিজ অবস্থায় বহাল রেখে, অতঃপর বহু সম্ভাবনা রাখে এমন আংশিক ঘটনা সম্পর্কে উক্তি করা বিভিন্নতার দিকে ঠেলে দেয় এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে না।

আমার জীবনের শপথ! আমার যদি এ মাসআলাটি না জানতাম যে, যখন আমাদের কারো স্মৃতি ঐ দিকে স্থানান্তরিত হল যে, নাবী ﷺ-এর বসে সলাত আদায় করা রহিতকরণকে বর্ণনা করে দেয়ার জন্য ছিল। আর আমরা কেবল মাযহাব সংরক্ষণার্থে এ মাসআলাটিকে নসখের দিকে ঠেলে দিয়েছি। অন্যথায় আহমাদের মাযহাব অনুপাতে উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় অর্জন হবে। নসখের মুখাপেক্ষী হবে না। পাঠককে লক্ষ্য করে তিনি (ফায়যুল বারী গ্রন্থকার) বলেন, আপনি লক্ষ্য করছেন না যে, আমাদের হানাফী নেতৃস্থানীয় লোকগণ কেন ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে প্রস্রাব পায়খানা করার বৈধতার মাসআলাকে বর্জন করেছেন? এ ব্যাপারে বর্ণিত ঘটনাগুলোর প্রতি তারা ভ্রূক্ষেপ করেননি।

আর তারা বলেছেন, নিশ্চয় এগুলো এমন বর্ণনা যা অবস্থাকে প্রকাশ করছে না এবং আবূ আইয়ূব-এর হাদীস ব্যাপক আইন প্রণয়নকারী। সুতরাং আমি জানি না এ উভয়ের মাঝে কি পার্থক্য? তারা এ ক্ষেত্রে নসখের বা রহিতকরণের পথ অবলম্বন করেছেন। ওখানে অবলম্বন করেনি।

দ্বিতীয় দিক : নিশ্চয় রহিতকরণ সম্পর্কে উক্তিটি ঐ কথার উপর নির্ভরশীল যে নাবী ﷺ ঐ সলাতে ইমাম ছিলেন এবং আবূ বাক্‌র মুক্তাদী ছিলেন। এ ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। সিনদী ইবনু মাজার হাশিয়াতে বলেন, তার উক্তি : আবূ বাক্‌র নাবী ﷺ-এর অনুসরণ করেছিলেন (অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর মরণের রোগ) এর বাহ্যিক দিক হল নিশ্চয়ই নাবী ﷺ ইমাম ছিলেন। এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে। এ হাদীসের বর্ণনাসমূহের মাঝে পারস্পরিক বৈপরীত্যের কারণে যারা এ হাদীস দ্বারা (আর তিনি [ইমাম] যখন বসে

সলাত আদায় করে তখন তোমরা বসে সলাত আদায় করো) হাদীস রহিত করার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করতে চায় তার দলীল গ্রহণ বাদ পড়ে গেল।

তিনি নাসায়ীর হাশিয়্যাতে এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখের পর বলেন, যার শব্দ হল (আর এটা এ ঘটনাতে বিভিন্নতার উপকারিতা দেয়। আর এর উপর ভিত্তি করে এ মুজত্বরাব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত ঐ হুকুমটির রহিত হওয়ার ব্যাপারে অর্জিত হুকুম অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত না। এর উত্তরে বলা হয়েছে এ ধরনের মতবিরোধ দোষণীয় না। কেননা নাবী ﷺ-এর ইমামতি করার বর্ণনাসমূহ সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা এ বর্ণনাগুলো বুখারী ও মুসলিমে এসেছে। সুতরাং আবূ বাক্‌রের ইমামতি করার বর্ণনাগুলো বুখারী, মুসলিমে এসেছে।

সুতরাং আবূ বাক্‌র-এর ইমামতি করার বর্ণনাগুলোর উপর নাবী ﷺ-এর ইমামতি করার বর্ণনাগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বুখারী, মুসলিমের অবদান থেকে যা পাচ্ছে তা হল তাদের উভয়ের নিকট প্রাধান্যযোগ্যতম হল নাবী ﷺ-এর ইমামতি করা কেননা তাঁরা উভয়ে তাঁদের সহীহদ্বয়ে 'আয়িশার হাদীসের সানাদসমূহ থেকে কোন সানাদ উল্লেখ করেননি তবে ঐ হাদীসই উল্লেখ করেছেন যাতে বিভিন্ন নির্ভরশীল বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর ইমামতির কথা আছে। অনুরূপভাবে তাঁরা তাঁদের সহীহদ্বয়ে আবূ বাক্‌রের ইমামতির ব্যাপারে স্পষ্ট আনাসের হাদীস উল্লেখ করেননি। তা মূলত আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, আত্ ত্বয়ালিসী ও ত্বহাবীতে আছে। আর এটি ঘটনাটির একত্রতা নিরূপণার্থে।

পক্ষান্তরে ইবনু হিব্বান, ইবনু হায্‌ম, বায়হাক্বী, যিয়া আল মাক্বদিসী এবং প্রমুখগণ ঘটনার বিভিন্নতার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন তা হল নিশ্চয় নাবী ﷺ একবার ইমাম ছিলেন একবার মুক্তাদী ছিলেন। মূলত এ ধরনের বর্ণনার মাঝে কোন বিরোধ নেই।

তৃতীয় দিক : নিশ্চয় এটা ঐ অবস্থার উপর নির্ভরশীল যে, সহাবীগণ নাবী ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছেন এটা অবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সানাদে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়নি। পক্ষান্তরে যায়লা'ঈ নাসবুর্ রায়াহ দ্বিতীয় খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠাতে বায়হাক্বী'র কিতাবুল মারিফা থেকে যা উল্লেখ করেছেন তা হল (নিশ্চয় রসূল ﷺ তাঁর মরণের রোগে আবূ বাক্‌রকে মানুষকে নিয়ে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন, ঐ পর্যন্ত যে, বর্ণনাকারী বলেন, রসূল ﷺ আবূ বাক্‌রের পাশে বসে সলাত আদায় করছিলেন।

আর মানুষ আবূ বাক্‌রের অনুসরণ করে সলাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় মানুষ আবূ বাক্‌রের পেছনে দাঁড়ানো ছিল। অতঃপর এ হাদীসে সানাদ উল্লেখ করা হয়নি ফলে সানাদের অবস্থা জানা যায়নি। নিশ্চয় তা দলীলের যোগ্য তবে বিরোধী পক্ষের উপর দলীলযোগ্য হবে না। আর হাফিয ইমাম শাফি'ঈ থেকে বর্ণনা করে ফাতহুল বারীতে যা বলেছেন তা হল 'আয়িশাহ্ থেকে আসওয়াদ কর্তৃক ইবরাহীম নাখ'ঈর বর্ণনাতে যা এসেছে তা হল মুক্তাদীদের দণ্ডায়মান হওয়া। নিশ্চয়ই তিনি তা 'আত্বা থেকে ইবনু জুরায়জ কর্তৃক 'আবদুর রায্‌যাক্বের মুসান্নাফে স্পষ্টভাবে পেয়েছেন। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে "অতঃপর মানুষ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছেন"। অতঃপর তাতে 'আয়িশার বর্ণনা মুআল্লাক্ব আর 'আত্বা এর বর্ণনা মুরসাল। ইমাম আহমাদ বলেন, মুরসালের ক্ষেত্রে হাসান এবং 'আত্বা এর মুরসাল অপেক্ষা অধিক দুর্বল সানাদ আর নেই। কেননা তারা প্রত্যেকের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন।

ইবনুল মাদীনী বলেন, 'আত্বা প্রত্যেক ধরনের বর্ণনা গ্রহণ করতেন। আর সহাবীগণ নাবী ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছেন এমতাবস্থায় নাবী ﷺ বসে সলাত আদায় করেছেন। আবূ বাক্‌র ছাড়া। ইবনু হিব্বান জাবির থেকে আবূ যুবায়র-এর সানাদ কর্তৃক যা বর্ণনা করেন তার মাধ্যমে তিনি এ

ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। জাবির বলেন : রসূল ﷺ অসুস্থ হলেন, অতঃপর আমরা তাঁর পেছনে সলাত আদায় করলাম, এমতাবস্থায় তিনি বসে সলাত আদায় করছিলেন।

আর আবূ বাক্‌র মানুষকে তাঁর তাকবীর শুনাচ্ছিলেন। জাবির বলেন, অতঃপর রসূল আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে দাঁড়ানো দেখতে পান। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ইঙ্গিত করলে আমরা বসে গেলাম। এরপর রসূল যখন সালাম ফিরালেন তখন তিনি বললেন, তোমরা পারস্য (ইরান) ও (ইটালী'র) রুমবাসীদের মতো করার উপক্রম হয়েছিল। তবে তোমরা এমন করবে না। এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস। যা মুসলিম, ত্বহাবী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন, আবূ বাক্‌র-এর তাকবীর শোনানো একমাত্র রসূলের মরণের রোগেই হয়েছিল। কেননা প্রথম রোগে রসূল ﷺ-এর সলাত আদায় 'আয়িশার পান কক্ষে হয়েছিল এবং তাঁর সাথে তাঁর সহাবীদের একটি দল ছিল। তাঁরা এমন কারো প্রয়োজনবোধ করছিল না যে ব্যক্তি তাদেরকে তাকবীর শোনাবে। যা রসূল ﷺ-এর মরণের রোগে সলাত আদায়ের বিপরীত। কেননা তা মাসজিদে অনেক লোকের সাথে ছিল। তখন আবূ বাক্‌র তাদেরকে তাকবীর শোনানোর প্রয়োজনবোধ করেছিল।

হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীসকে রসূলের প্রথম রোগে 'আয়িশার পান কক্ষে সলাত আদায়ের ব্যাপারে আনাস-এর হাদীসের উপর চাপিয়ে দিয়ে উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন : এ হাদীসে তাকবীর শোনানোর ক্ষেত্রে আবুয্ যুবায়র-এর মুতাবা'আহ্ (সমর্থনে অন্য হাদীস) কেউ আনতে পারেনি। আনাস হাদীসটি সংরক্ষণ করেছেন এ অর্থ নিরূপণার্থে ঐ অবস্থাতে আবূ বাক্‌র মানুষকে তাকবীর শোনানোর ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকছে না। কেননা ব্যাপারটি ঐ দিকে চাপবে যে, ব্যথার কারণে নাবী ﷺ-এর আওয়াজ ক্ষীণ ছিল।

আর তাঁর অভ্যাস ছিল তাকবীর প্রকাশ করে পড়া। ঐ কারণে আবূ বাক্‌র রসূল থেকে তাকবীরকে প্রকাশ করে পড়ছিলেন। হ্যাঁ, 'আত্বার উল্লেখিত মুরসাল হাদীসে "এবং মানুষ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছে" এ উক্তির পর অবিচ্ছিন্নভাবে এসেছে। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, "আমি পরে যা জেনেছি তা যদি আগে জানতাম তা হলে তোমরা কেবল বসেই সলাত আদায় করতে। সুতরাং তোমরা তোমাদের ইমামের মতই সলাত আদায় কর। যদি তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেন তাহলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় কর আর যদি বসে সলাত আদায় করে তাহলে তোমরাও বসে সলাত আদায় কর।" এ অতিরিক্ত অংশটুকু ইবনু হিব্বান-এর উক্তি "নিশ্চয়ই এ ঘটনাটি রসূলের মরণের রোগ ছিল"-কে শক্তিশালী করছে।

অতঃপর আমি সিনদীকে লক্ষ্য করেছি তিনি বুখারীর হাশিয়াতে প্রথম খণ্ডে ৮৮ পৃষ্ঠাতে তৃতীয় দৃষ্টির দিকটি উল্লেখ করেছেন। সর্বাধিক উত্তমভাবে তা স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাতে আলোচনা বিস্তৃত করেছেন, অতঃপর ভাল বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, রসূলের মরণের রোগ সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ বর্ণিত হাদীসে ঐ ব্যাপারে কোন দলীল নেই যে, সহাবীগণ দাঁড়ানো ছিল। হ্যাঁ, প্রমাণিত হয়েছে যে, আবূ বাক্‌র দাঁড়ানো ছিল আর সম্ভবত তিনি তাকবীর শোনানোর প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এভাবে বলা যাবে না যে, কতক বর্ণনাতে এসেছে নিশ্চয়ই তাঁরা দাঁড়িয়েছিল, কেননা তখন রহিতকরণের মূল উৎস ঐ সকল বর্ণনার উপর গড়াবে। সহীহ এর লেখক বা সহীহ গ্রন্থসমূহের লেখকদের বর্ণনার উপর না। তখন ঐ সকল বর্ণনার মাঝে দৃষ্টি দিতে হবে। ঐ বর্ণনাগুলো থেকে কোনটি কি "যখন ইমাম বসে সলাত আদায় করবে তখন তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে"– এ হাদীসটির শক্তিকে অতিক্রম করছে কি-না? তারা যা উল্লেখ করেছে তা মূলত এ হাদীসের সমপর্যায়ে পৌঁছবে না। বরং এ হাদীসের কাছাকাছিও পৌঁছবে না। সুতরাং ঐ বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ হাদীস রহিতকরণে কোন হুকুম

উদ্দেশ্য করা যাবে না এবং যা বলা হয়েছে তা হল নিশ্চয়ই সহাবীগণ সলাত আবূ বাক্‌রের সাথে দাঁড়িয়ে শুরু করেছিল। এতে কোন মতবিরোধ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবি করবে এরপর সহাবীগণ বসে গিয়েছিল তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। অতঃপর যে রহিত হওয়ার দাবি করবে সে প্রমাণ উপস্থাপনের মুখাপেক্ষী হবে। পক্ষান্তরে যে রহিত হওয়াকে না করবে তার পক্ষে সম্ভাবনাই যথেষ্ট হবে। কেননা মূল হচ্ছে রহিত না হওয়া। শুধু সম্ভাবনার মাধ্যমে রহিত হওয়া প্রমাণিত হতে পাবে না।

সুতরাং তার উক্তি যে ব্যক্তি দাবি করবে এরপর নিশ্চয়ই তাঁরা বসেছিল তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। এ কথাটি আলোচনার নীতিমালা বহির্ভূত। আর তা তার উপর নির্ভর করে যে, আমরা বলব : সহাবীদের জানা পূর্বের হুকুমের প্রতি 'আমাল করণার্থে বাহ্যিকভাবে তাঁদের বসে সলাত আদায় করাই মূল। আর সহাবীদের দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা ঐ নির্দিষ্ট হুকুম রহিত হওয়া সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান লাভের পরই সম্ভব হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই।

সুতরাং আবশ্যক যে, সহাবীগণ বসে সলাত আদায় করেছে। এরপরও যে ব্যক্তি এর বিপরীত ধারণা করবে তাকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। বসে সলাত আদায় করার হুকুম সহাবীগণের জানা থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছে বলে যে উক্তি পাওয়া যায় তা রহিত হওয়ার অনুকূল। আর তা জানা গেছে নাবী ﷺ তাদের দাঁড়ানোর ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে, সুতরাং তা স্বভাবত অসম্ভব বিষয়কে মেনে নেয়া অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে উক্তি রয়েছে পূর্বের হুকুম সহাবীদের প্রসিদ্ধ ও তার প্রতি তাঁদের 'আমাল থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত সহাবীদের মাঝে ঐ হুকুম সম্পর্কে কেউ জানত না। এভাবে উক্তি রয়েছে, সম্ভবত নাবী ﷺ নসখের ব্যাপারে সহাবীদের কাছে বর্ণনা দেয়ার কারণে ইতিপূর্বেই তাঁরা নসখ বা রহিত হওয়ার বিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

এ কারণেই তাঁরা সলাতে দাঁড়ানোর উপর অটল ছিল। কেননা খুবই অসম্ভব যে, বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে মুক্তাদীরা বসে সলাত আদায় করার রহিতকারী কোন হাদীস সাহবীদের কাছে থাকবে এবং তাঁরা তা জানার পরও বিষয়টি এমনভাবে গোপনীয়তা লাভ করবে যে, কেউ তা বর্ণনা করবে না।

চতুর্থ দিক : যখন সমন্বয় সাধন আপত্তিকর হবে তখন হাদীসকে রহিত হওয়ার দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর এখানে সমন্বয় সাধন আপত্তিকর না, বরং তা সম্ভব।

যেমন ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে নিশ্চয় তিনি দু'টি হাদীসকে দু'টি অবস্থার উপর টেনে এনে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। আর তা স্পষ্ট যা তাঁর মাযহাব কর্তৃক বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কতকে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, বসার ব্যাপারে নির্দেশ সুন্নাতের জন্য। আর ইমামের পেছনে তাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ বৈধতা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য। 'আত্বার পূর্বোক্ত মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করার পর হাফিয বলেন, বর্ণনাটি থেকে এ উপকারিতা নেয়া যাচ্ছে যে, ইমাম বসে সলাত আদায় করাবস্থায় পেছনে মুক্তদীদের বসে সলাত আদায়ের ব্যাপারে আবশ্যকতার যে নির্দেশ ছিল তা রহিত করে দেয়া হয়েছে।

কেননা ইমামের পেছনে মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার কারণে রসূল তাঁদের সলাত দোহরানোর নির্দেশ দেননি। তবে আবশ্যকতাকে যখন রহিত করে দেয়া হবে তখন বৈধতা অবশিষ্ট থেকে যাবে। আর বৈধতা সুন্নাতের পরিপন্থী না।

সুতরাং মুক্তাদীরা বসে সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে রসূল ﷺ-এর শেষ নির্দেশকে মুস্তাহাব তথা সুন্নাতের উপর চাপিয়ে দিতে হবে। কেননা মুক্তাদীরা ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়া

এবং দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের কারণে তাদেরকে সলাত দোহরানোর ব্যাপারে নির্দেশ না দেয়ার মাধ্যমে আবশ্যকতাকে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। দলীলসমূহের মাঝে এটি সমন্বয়ের দাবি।

৫ম দিক : রসূল ﷺ-এর মরণের অসুস্থতার সলাতে বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের বসে সলাত আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশই সংঘটিত হয়েছে, যেমন 'আত্বার বর্ণনাতে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের বসে সলাত আদায়ের নির্দেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে রসূলের মরণের অসুস্থতার সলাত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ সমস্যা মুক্ত না।

৬ষ্ঠ দিক : নিশ্চয়ই হাদীসটি ঐ অবস্থার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, ইমাম বসে সলাত আদায় করার সময় মুক্তাদীরাও বসে সলাত আদায় করা ইমামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এর অন্তর্ভুক্ত। আর কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামের অনুসরণ করা স্থায়ীভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত হুকুম রহিত না। জাবিরের হাদীসও ঐ অবস্থার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, ইমাম বসে সলাত আদায় করার সময় মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে সলাত আদায় বৈধ না হওয়ার কারণ হল নিশ্চয়ই দাঁড়ানো যে সম্মান অংশীদারহীন একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে সে সম্মান আল্লাহ ছাড়া অন্যকে প্রদর্শনে পরিণত হয়।

আর ঐ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ইল্লাত বা কারণ ও তার স্থায়িত্ব হুকুমের স্থায়িত্বকে দাবি করছে। সুতরাং বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে সলাত আদায় শরীয়াত সম্মত না হওয়া স্থায়ীভাবে আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে। আর তা ইল্লাতের স্থায়িত্বতার মুহূর্তে মা'লূলের স্থায়িত্বের আবশ্যক হয়ে যাওয়ার কারণে। সুতরাং এ হুকুম রহিত হওয়ার ব্যাপারে উক্তি করা অসম্ভব মুক্ত না। সিন্দী ইবনু মাজার হাশিয়াতে এটা বলেছেন। বুখারীও মুসলিমের হাশিয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

৭ম দিক : আসল হল রহিত না হওয়া। বিশেষ করে এ অবস্থাতে তা দু'বার রহিত হওয়াকে দাবি করছে। কেননা দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য হুকুমের ক্ষেত্রে মূল হল তার বসে সলাত আদায় না করা অথচ যে মুক্তাদীর ইমাম বলে সলাত আদায় করেছে তার ক্ষেত্রে মুক্তাদীর সলাত বসে আদায় করার দিকে রহিত করে, এরপর আবার বসে সলাত আদায় রহিত করার দাবি করা দু'বার নসখ রহিতকরণ সংঘটিত হওয়াকে দাবি করছে। এমতাবস্থায় তা অসম্ভব।

আর এর অপেক্ষাও অসম্ভব ইতিপূর্বে ক্বাযী 'আয়ায থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তা এ বিষয়টির তিনবার রহিতকরণকে দাবি করেছেন। অনুরূপভাবে যারা বসে সলাত আদায়কারী ব্যক্তির ইমামতিকে বিশুদ্ধ মনে করে না তারাও এ ব্যাপারে উত্তর দিয়েছেন যে, রসূল ﷺ-এর (এবং ইমাম যখন বসে সলাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সলাত আদায় কর।) এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইমাম তাশাহ্হুদ এবং দু' সাজদার মাঝে বসার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা।

কেননা তিনি তা রুকূ', রুকূ' থেকে উঠা এবং সাজদার পর উল্লেখ করেছেন। তারা বলেন, সহাবীগণ বসে সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের বিষয়টিকে ঐ অবস্থার উপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, রসূল ﷺ যখন তাশাহ্হুদের জন্য বসেছিলেন তখন মুক্তাদীরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে বসার ব্যাপারে নির্দেশ করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে জাবিরের হাদীসে বর্ণিত রসূল ﷺ-এর বাণী দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে। হাদীসটি হল "রুম ও পারস্যবাসীদের বাদশাহ তাদের সামনে থাকাকালে তারা বাদশাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকে আর তোমরা তাদের মত করার উপক্রম হয়েছিলে এখন জেনে নাও" তোমরা তাদের মতো করবে না।

সুতরাং রসূল ﷺ-এর উক্তি "যখন ইমাম বসে সলাত আদায় করবে তখন তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে" এর অর্থ হল ইমাম যখন সলাতে বসাবস্থায় থাকবে তখন তোমরাও বসে থাকবে, দাঁড়িয়ে

থাকার মাধ্যমে ইমামের বিপরীত করবে না। আর ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকবে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে যাবে, বসার মাধ্যমে তাঁর বিপরীত করবে না।

অনুরূপভাবে করবে রসূলের উক্তি "অতঃপর ইমাম যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে আর যখন সাজদাহ্ করবে তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে" এর ক্ষেত্রে। তবে ইবনু দাক্বীক্ব আল ঈদ ও অন্যান্যগণ অসম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে এর সমালোচনা করেছেন যে, হাদীসের সানাদসমূহের বাচনভঙ্গি এটাকে অস্বীকার করে। কেননা যদি রুকূ' করণের ক্ষেত্রে বসার নির্দেশ করা উদ্দেশ্য হত অবশ্যই রসূল তাঁর উক্তি "আর ইমাম যখন রুকূ' করে তখন তোমরা রুকূ' কর আর যখন সাজদাহ্ করে তখন তোমরা সাজদাহ্ কর" এর সাথে সামঞ্জস্য করার লক্ষ্যে বলতেন।

"আর ইমাম যখন বসে তখন তোমরাও বস" অতএব বিষয়টির গতি যখন এ অবস্থা থেকে রসূলের উক্তি "আর ইমাম যখন বসে সলাত আদায় করবে" এর দিকে ঘুরে গেল তখন স্পষ্ট হয়ে গেল নিশ্চয় তা দ্বারা সমস্ত সলাত উদ্দেশ্য। আর একে সমর্থন যোগাচ্ছে আনাস-এর "অতঃপর আমরা তাঁর পেছনে বসে সলাত আদায় করলাম" এ উক্তিকে। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, পূর্বোক্ত আলোচনাগুলো জানার পর আমার নিকট সর্বোত্তম ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি হল দু' ঘটনার মাঝে সামঞ্জস্যতা সাধন করা যে, বসার ব্যাপারে নির্দেশ সুন্নাতের জন্য এবং রসূলের পেছনে সহাবীদের দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে নির্দেশ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তা বৈধতা বর্ণনা করার জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আপত্তিবশতঃ বসে ইমামতি করবে তাঁর পেছনে সলাত আদায়কারী মুক্তাদীদেরকে বসে ও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা দেয়া হয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের ক্ষেত্রে নির্দেশ প্রমাণিত হওয়ার এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের আধিক্যতার কারণে বসে সলাত আদায় করাই উত্তম।

আর এ সমন্বয়কে সমর্থন করছে ঐ অবস্থা যে, এর উপরই রসূলের জীবদ্দশাতে ও তাঁর মরণের পর সহাবীদের 'আমাল স্থায়িত্ব লাভ করেছে। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারী এর ৩য় খণ্ডে ৩৮২ পৃষ্ঠাতে ক্বায়স বিন ক্বাহ্দ, উসায়দ বিন হুযায়র এবং জাবির বিন 'আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন তারা বসে সলাত আদায় করেছে এমতাবস্থায় মানুষ তাদের পেছনে বসা ছিল।

আর আবূ হুরায়রাহ্ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চয় তিনি বসার ব্যাপারে ফাতাওয়া দিয়েছেন। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যারা এ আসারসমূহ উল্লেখ করেছে এবং এগুলোর সানাদকে বিশুদ্ধ বলেছেন তাদের কথা। ইবনু হায্ম তার মুহাল্লা গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ৭০ পৃষ্ঠাতেও এটা বর্ণনা করেছেন। দারাকুত্বনী তার কিতাবে ৫২ পৃষ্ঠাতে উসায়দ বিন হুযায়র থেকে সংকলন করেছেন। ১৬২ পৃষ্ঠাতে জাবির থেকে সংকলন করা হয়েছে তারা দু'জন বসাবস্থায় ছিল এবং মুক্তাদীরাও বসাবস্থায় ছিল। ইবনু হিব্বান 'আমালের ব্যাপারে ঐকমত্য দাবি করেছেন। যেমন তিনি এ ব্যাপারে নীরবতাকে উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা তিনি এটা চারজন সহাবী থেকে উল্লেখ করেছেন যাদের আলোচনা ইতিপূর্বে গেল। আর তিনি বলেন, চারজন ছাড়া সহাবীদের অন্য কারো থেকে এটা উল্লেখ করা হয়নি। আর উল্লেখিত উক্তির বিপরীত উক্তি কোন বিশুদ্ধ বা দুর্বল সানাদে পাওয়া যায় না।

অনুরূপ ইবনু হায্ম বলেন, সহাবীদের কারো থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ যা বলেন : তা হল নিশ্চয়ই এ সহাবীগণ থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল নিশ্চয় তাঁরা বসাবস্থায় ইমামতি করেছে এবং তাঁদের পেছনে যারা মুক্তাদী ছিল তারাও বসাবস্থায় ছিল। এ বর্ণনাটিকে ঐ অবস্থার উপর চাপিয়ে দিতে হবে যে, এ সহাবীদের মাঝে রহিত হওয়ার খবর পৌছেনি। অতঃপর এতে তাঁরা যা দাবী করেছে সে দাবির সম্পূর্ণই রহিত হওয়ার দাবি।

সেটা হল 'আয়িশার হাদীস ইতিপূর্বে তাঁরা যা দাবী করেছে তার কোন অংশের উপর তা প্রমাণ বহন করে না। আর এ সহাবীগণও এ বর্ণনার ব্যাপারে একাকী হয়ে যায়নি বরং সহাবী ও তাবি'ঈদের থেকে যারা তাদের পেছনে সলাত আদায় করেছে তাঁরা তাদের অনুকূল করেছেন। আর খুবই অসম্ভব যে, তাদের কারো কাছে রহিত হওয়ার খবর পৌছবে না।

(هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ) উল্লেখিত হাদীসের শব্দ "ইমাম কেবল বানানো হয়েছে এজন্য যে, যাতে তার অনুসরণ করা হয়" বুখারীর এ অধ্যায়ে এসেছে।

(وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ) অর্থাৎ হাদীসটির মূলের ক্ষেত্রে বুখারীর সাথে মুসলিম একমত পোষণ করেছেন।

(فِيْ رِوَايَةٍ: فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ) ভাষ্যটুকুতে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন আছে, কেননা এ শব্দ আনাস-এর হাদীসে নেই। বুখারীতে নেই, মুসলিমেও নেই। তবে হ্যাঁ বুখারী ও মুসলিমে তা আবূ হুরায়রার হাদীসে আছে। অতঃপর বুখারী এ শব্দে তা 'কাতার সোজা করা সলাতের পূর্ণাঙ্গতা' অধ্যায়ে সংকলন করেছেন।

ইমাম মুসলিম 'মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করা' অধ্যায়ে এনেছেন এবং এ শব্দের স্থান রসূল ﷺ-এর বাণী (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) এর পরে সানাদ পরম্পরাভাবে এসেছে। আর এর মাধ্যমে তিনি নাফ্‌ল সলাত আদায়কারীর পেছনে ফার্‌য সলাত আদায়কারীর সলাত বৈধ না হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। আর তা ইমাম-মুক্তাদীর মাঝে নিয়্যাতের ভিন্নতা থাকার কারণে। আর তা দুর্বল। কেননা উদ্দেশ্য হল ভিন্ন না হওয়া। আর তা রসূলের ব্যাখ্যামূলক বাণী ইমাম-মুক্তাদীর ভিন্ন না হওয়া "অতঃপর যখন ইমাম রুকূ' করবে....." শেষ পযন্ত এ দলীলের কারণে। উদ্দেশ্য খাপে খাপ মিলে গেল। আর যদি হাদীসাংশে নিয়্যাতের ক্ষেত্রে ভিন্নতা উদ্দেশ্য হত তাহলে অবশ্যই ফারয সলাত আদায়কারীর পেছনে নাফ্‌ল সলাত আদায় করা বৈধ হত না। অথচ সকলের ঐকমত্যে তা বৈধ।

(وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا) হাদীসে এ অতিরিক্ত অংশ আনাস-এর হাদীস কর্তৃক বুখারীতেও এসেছে। এককভাবে মুসলিমে আসেনি। যেমন লেখক ধারণা করেছেন। তবে এ অতিরিক্তের স্থান উল্লেখ করণে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। আর আনাসের এ হাদীস ইমাম আহমাদ, মালিক, শাফি'ঈ ও রিসালাহ, উম্মু ও ইখতিলাফুর রিওয়ায়াতে সংকলন করেছেন। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ প্রমুখগণ।

١١٤٠ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ» فَصَلّٰى أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهٖ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهٗ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ فَجَاءَ حَتّٰى يَجْلِسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: يُسْمِعُ أَبُوْ بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ

১১৪০-[৫] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমন সময় একদিন বিলাল رضي الله عنه সলাত আদায়েরর জন্যে রসূলুল্লাহকে ডাকতে আসলেন। নাবী ﷺ বললেন : আবূ বাক্‌রকে লোকদের সলাত আদায় করাতে বলো। ফলে আবূ বাক্‌র رضي الله عنه সে কয়দিনের (সতর বেলা) সলাত আদায় করালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন একটু সুস্থতা মনে করলেন। তিনি

দু' সহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে দু'পা মাটির সাথে হেঁচড়িয়ে সলাতের জন্যে মাসজিদে আসলেন। মাসজিদে প্রবেশ করলে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলের আগমন টের পেলেন ও পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে সেখান থেকে সরে না আসার জন্যে আবূ বাক্‌রকে ইঙ্গিত করলেন। এরপর তিনি আসলেন এবং আবূ বাক্‌রের বাম পাশে বসে গেলেন। আর আবূ বাক্‌র দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে সলাত আদায় করলেন। আবূ বাক্‌র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাতের ইক্বতিদা করছেন। আর লোকেরা আবূ বাক্‌রের সলাতের ইকতেদা করে চলছেন। (বুখারী, মুসলিম; উভয়ের আর এক বর্ণনা সূত্রে আছে, আবূ বাক্‌র লোকদেরকে রসূলের তাকবীর স্বজোড়ে শুনাতে লাগলেন।)[১৮২]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ যে রোগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন ঐ রোগে যখন তিনি ভারি হয়ে পড়লেন।

(بِالصَّلَاةِ) অর্থাৎ সলাতের সময়ের উপস্থিত সম্পর্কে। এখানে শেষ 'ইশা উদ্দেশ্য।

«مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ» এ হাদীসাংশের মাধ্যমে আহলুস্ সুন্নাহ বা সুন্নাতের অনুসারীগণ আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন এবং তার কারণ হল নিশ্চয়ই সলাতের নেতৃত্ব বা ইমামতি যা বড় (কুবরা) ইমামাতি, আর দুনিয়ার নেতৃত্ব বা ইমামতি যা ছোট (সুগরা) ইমামাতি এটি মূলত ইমামাতে কুবরা এর দায়িত্বের আওতাভুক্ত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঐ অবস্থাতে সলাতের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আর এটি মূলত আবূ বাক্‌র-এর কাছে ইমামাতে কুবরা হস্তান্তরের সর্বাধিক শক্তিশালী আলামাত। এটা যেমন আমাদের বাদশারা মৃত্যুর সময় তাদের সন্তানদের কাউকে কর্তৃত্বের সিংহাসনে বসিয়ে থাকেন। এখন বাদশাহ্ তার কর্তৃত্ব সন্তানের নিকট হস্তান্তর করলে কেউ কি তাতে সন্দেহ করতে পারে? (সন্দেহ করতে পারে না) অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাক্‌রের নিকট ইমামাতে কুবরা হস্থান্ত রকরণে এটিই ঐ ব্যক্তির জন্য শক্তিশালী দলীল যার বক্ষকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছেন। পার্থক্য স্পষ্ট থাকার কারণে ইমামাতে সুগরার উপর ইমামাতে কুবরা ক্বিয়াসী অধ্যায়ের আওতাভুক্ত না। শী'আ সম্প্রদায় যেমন দাবি করেছে তাদের উক্তি।

প্রমাণ যদি শক্তিশালী স্পষ্ট হত তাহলে বিষয়টির সূচনালগ্নে তাদের মাঝে মতানৈক্য অর্জন হত না। এ ধরনের মন্তব্য জরুরী ভিত্তিতে বাতিল। কেননা রসূলের মরণের পর সময়টুকু হতাশাপূর্ণ সময় ছিল। কতই না স্পষ্ট বিষয় এমন আছে যা এ ধরনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা লাভ করে।

(ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً) বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যাচ্ছে অসুস্থতার শিথিলতা অনুভবের মুহূর্তটা ছিল মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার যুহরের সময়।

(بَيْنَ رَجُلَيْنِ) অর্থাৎ উভয়ের মাঝে ভর করে কঠিন দুর্বলতার দরুন ঝোঁকে ঝোঁকে হাঁটছিলেন। দু' হাতের এক হাত একজনের কাঁধে অপর হাত অন্যজনের কাঁধে। আর উভয় ব্যক্তি হল 'আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্ত্বালিব এবং 'আলী বিন আবী ত্বলিব। যেমন তৃতীয় পরিচ্ছেদে আগত হাদীসে এসেছে এবং ইবনু হিব্বানে বর্ণনাতে এসেছে তিনি তাঁর অন্তরে অসুস্থতার হালকা অনুভব করলে বারীরাহ্ ও নাওবাহ্ এর মাঝে করে বের হলেন।

আর উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয় এভাবে যেমন নাবাবী বলেন : তিনি ঘর থেকে মাসজিদ পর্যন্ত এ দু' ব্যক্তির মাঝে করে বের হলেন এবং ঐ স্থান থেকে সলাতে দাঁড়ানোর স্থান পর্যন্ত

---

[১৮২] সহীহ : বুখারী ৬৮৭-৭১৩, মুসলিম ৪১৮।

'আব্বাস ও 'আলী এর মাঝে করে বের হলেন। আবূ হাতিম বলেন, দু' দাসীর মাঝে করে দরজা পর্যন্ত গেলেন এবং দরজা থেকে 'আব্বাস ও 'আলী তাঁকে গ্রহণ করে মাসজিদে নিয়ে যান। একমতে বলা হয়েছে হাদীসটিকে বহু সংখ্যার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আর এর উপর প্রমাণ বহন করে দারাকুত্বনীতে যা বর্ণিত আছে তা। তাতে আছে নিশ্চয় তিনি উসামাহ্ বিন যায়দ এবং ফায্ল বিন 'আব্বাস-এর মাঝে করে বের হয়েছিলেন। আর মুসলিমে যা আছে তা হল, নিশ্চয় তিনি ফায্ল বিন 'আব্বাস ও 'আলী এর মাঝে করে বের হলেন। আর তা মায়মূনার গৃহ থেকে 'আয়িশাহ্ এর গৃহের দিকে আসার সময়।

(وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ) অর্থাৎ তাঁর পাদ্বয় মাটিতে দাগ টানছিল। কেননা দুর্বলতার কারণে তিনি পাদ্বয়কে মাটি থেকে উঠাতে পারছিলেন না। নাবাবী বলেন, অর্থাৎ তিনি পাদ্বয়কে মাটি থেকে উঠাতে পারছিলেন না। মাটিতে রাখতে পারছিলেন না এবং পাদ্বয়ের উপর ভর করতে পারছিলেন না।

(فَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ) সিনদী বলেন : অতঃপর আবূ বাক্‌র-এর অনুভূতি তথা অন্তর যখন বুঝতে পারল। একমতে বলা হয়েছে রসূলের নড়া-চড়া বা হালকা আওয়াজ।

(يَتَأَخَّرُ) নিজ স্থান থেকে পিছিয়ে আসতে চাইল যাতে রসূল ﷺ তার স্থানে দাঁড়াতে পারে।

(حَتّٰى يَجْلِسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ) এটিই হল ইমামের স্থান। আর এতে আগত বর্ণনাতে বসার সম্পর্কে যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

এতে ঐ বিষয়ের উপর প্রমাণ রয়েছে যে, রসূল ﷺ আবূ বাক্‌রকে তাঁর ডান দিকে করার কারণে তিনি ইমাম ছিলেন, মুক্তাদী ছিলেন না। 'আয়নী বলেন : রসূল ﷺ আবূ বাক্‌রের ডানে কেবল এজন্য বসেনি; কেননা বামদিক ছিল রসূলের হুজরা বা কক্ষের দিক, সুতরাং তা রসূলের কাছে সর্বাধিক সহজ ছিল।

(يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ) এ অংশটুকুতে ঐ সকল লোকদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা ধারণা করে থাকে রসূল ﷺ আবূ বাক্‌রের মুক্তাদী বা সলাতের অনুসরণকারী ছিলেন।

(وَالنَّاسُ مقتدون بِصَلَاةِ أَبِي بكر) অর্থাৎ এমনভাবে যে, আবূ বাক্‌র মুক্তাদীদেরকে রসূল ﷺ-এর তাকবীর শোনাচ্ছিল। কুস্তুলানী বলেন : মুক্তাদীরা আবূ বাক্‌রের সলাতের মাধ্যমে রসূলের সলাতের দলীল গ্রহণ করেছিলেন। রসূলের সলাতের অনুসরণ করছিল। ক্বারী বলেন : তারা তাই করছিল যা আবূ বাক্‌র করছিল। কেননা রসূল ﷺ বসা ছিল এবং আবূ বাক্‌র তাঁর পাশে দাঁড়ানো ছিল। আবূ বাক্‌র সম্প্রদায়ের ইমাম ছিল এমন না। বরং নাবী ﷺ আবূ বাক্‌রের ইমাম ছিল। কেননা মুক্তাদীর অনুসরণ করা বৈধ না।

সুতরাং নাবী ﷺ ইমাম, আর আবূ বাক্‌র এবং মানুষেরা তাঁর মুক্তাদী ছিল। জেনে রাখা উচিত যে, 'আয়িশার হাদীসের ক্ষেত্রে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে আর তা হল নাবী ﷺ কি ইমাম ছিলেন নাকি মুক্তাদী ছিলেন? এটি বুখারী, মুসলিম ও অনুরূপভাবে আহমাদের মুসনাদ কিতাবে আছে। মালিক-এর কিতাবে "ইমামের বসা সলাত আদায় করা" অধ্যায়ে আছে। নাসায়ীতে "যে ইমামের অনুসরণ করবে তার অনুসরণ করা" অধ্যায়ে এবং বাযযারও এটিকে বর্ণনা করেছেন যেমন হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন। ইবনু হিব্বান উল্লেখ করেছেন যেমন হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন। ইবনু হিব্বান উল্লেখ করেছেন যেমন যায়লাঈ বলেছেন : ইবনু মাজাহ "অসুস্থ অবস্থাতে রসূল ﷺ-এর সলাত, যা উপকারিতা দিচ্ছে যে, রসূল ﷺ ইমাম এবং আবূ বাক্‌র মা'মূম ছিলেন" এ অধ্যায়ে।

ইবনু হায্ম মুহাল্লা গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ৬৭ পৃষ্ঠাতে। ইবনুল জারূদ মুনতাক্বা গ্রন্থে ১৬৬ পৃষ্ঠাতে। আহমাদ মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১৫৯ পৃষ্ঠাতে। বায়হাক্বী তার সুনান গ্রন্থে ৩য় খণ্ডে ৮২ পৃষ্ঠাতে। ইবনু মুনযির ও ইবনু খুযায়মাহ্ বর্ণনা করেন যেমন হাফিয বলেছেন, তিরমিযী "ইমাম যখন বসে সলাত আদায় করবে তখন

তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে; যা উপকারিতা দিচ্ছে নিশ্চয়ই আবূ বাক্রই ইমাম ছিল।" এ অধ্যায়ের পরের অধ্যায়ে। ইবনু খুযায়মাহ্ একে মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে, তিনি আবূ দাউদ আত্ ত্বয়ালিসী থেকে তিনি শু'বাহ্ থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি ইবরাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন : এমন কিছু আছে যারা বলে আবূ বাক্র কাতারে রসূলের সামনে আগে ছিল। আবার এমন কেউ আছে যারা বলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনিই আগে ছিলেন।

এ বর্ণনার বাহ্যিক দিক হল; 'আয়িশাহ্ উল্লেখিত অবস্থা স্বচক্ষে দেখেননি। হাফিয বলেন : তবে এ ব্যাপারে বর্ণনাসমূহ দৃঢ়তার সাথে একত্রিত হয়েছে যা ঐ অবস্থার উপর প্রমাণ বহন করে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি ঐ সলাতের ইমাম ছিলেন। সে বর্ণনাগুলো থেকে এটি মূসা বিন আবী 'আয়িশার বর্ণনা। যা ৩য় পরিচ্ছেদে আসবে। অতঃপর এ ব্যাপারে মতানৈক্য উল্লেখ করার পর বলেন, অতঃপর বিদ্বানদের মধ্যে থেকে যে প্রাধান্য দেয়া এর পথ অবলম্বন করেছেন তিনি ঐ বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে বর্ণনাতে আবূ বাক্র মুক্তাদী থাকার কথা দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। কেননা আবূ মু'আবিয়াহ্ (যে হাদীসটিকে এ শব্দে বর্ণনা করেছে যে, আবূ বাক্র রসূলের সলাতের অনুসরণ করছিলেন এবং মানুষ আবূ বাক্রের সলাতের অনুসরণ করছিল।) আ'মাশ-এর হাদীসে অন্য অপেক্ষা বেশি সংরক্ষণকারী।

আর তাদের থেকে এমন কেউ আছে যে এর বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে এবং আবূ বাক্র ইমাম থাকার কথা প্রাধান্য দিয়েছে। তাদের মধ্য হতে এমনও আছে যে সকল হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের পথ অবলম্বন করেছে। (যেমন ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী ও ইবনু হায্ম) অতঃপর ঘটনাটিকে তিনি বহু ঘটনার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন "অর্থাৎ নিশ্চয়ই আবূ বাক্র একবার ইমাম ছিলেন আরেকবার মুক্তাদী ছিলেন" 'আয়িশাহ্ ব্যতীত সহাবীদের হতে মতানৈক্যপূর্ণ বর্ণনা একে সমর্থন করেছে। অতঃপর এ বিষয়ে ইবনু 'আব্বাস-এর একটি হাদীস আছে, নিশ্চয় আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) একজন মুক্তাদী ছিলেন, যেমন মূসা বিন আবী 'আয়িশার বর্ণনাতে অচিরেই আসছে। এভাবে ইবনু মাজাতে ইবনু 'আব্বাস থেকে আরক্বাম বিন শুরাহবীল-এর বর্ণনাতে এবং আনাসের হাদীসে আছে নিশ্চয় আবূ বাক্র ইমাম ছিলেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী একে সংকলন করেছেন।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : অমি বলব, ইবনু 'আব্বাস থেকে আরকামের হাদীস ইমাম আহমাদও তার কিতাবের প্রথম খণ্ডে ২৩১, ২৫৫ ও ২৫৬ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেছেন।

ত্বহাবী শারহুল আসারে ১ম খণ্ডে ১৩০ পৃষ্ঠাতে। বায়হাক্বী তার সুনান গ্রন্থে ৩য় খণ্ডে ৮১ পৃষ্ঠাতে। সকলের নিকট এ হাদীসের মূল আবূ ইসহাক্ব আস্ সুরাইয়ী এর কাছে। যা তিনি আরক্বাম বিন শুরাহবীল থেকে বর্ণনা করেন। আবূ ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। শেষ বয়সে যার স্মৃতিতে বিশৃঙ্খলা চলে এসেছিল। এ হাদীসটিকে তিনি (عنعنة) পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন : আরক্বাম বিন শুরাহবীল থেকে তার শ্রুত হাদীস উল্লেখ করা হয় না। আনাস-এর হাদীসকে ইমাম তিরমিযী বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম আহমাদও একে তৃতীয় খণ্ডে ১৫৯, ২৩৩, ২৪৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : তবে আমার নিকট প্রাধান্যতর উক্তি হল নিশ্চয়ই ঘটনা একটি।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবূ বাক্র-এর ইমামতির ক্ষেত্রে মতানৈক্য একটি সলাতের ব্যাপারে। আর এ মতানৈক্য কেবল বর্ণনাকারীদের হস্তক্ষেপের কারণে। এটিই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের ও সানাদসমূহের বাচনভঙ্গি এবং বুখারী ও মুসলিমের কর্ম থেকে স্পষ্ট। যেমন বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ কিতাবদ্বয়ের মাঝে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন নির্ভরশীল বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর সানাদে একমাত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমামতি ছাড়া অন্য কোন হাদীস সংকলন না করণ ও আনাস-এর হাদীস সংকলন না করণ। হাফিয

বলেন : ইমাম শাফি'ঈ স্পষ্ট করে দিয়েছেন নাবী ﷺ তাঁর মরণের অসুস্থতায় মানুষকে নিয়ে মাসজিদে মাত্র একবার সলাত আদায় করেছেন। আর তা হল এই সলাত যাতে তিনি বসে সলাত আদায় করেছেন। আবূ বাক্র তাতে প্রথমে ইমাম ছিলেন তারপর মানুষকে তাকবীর শোনানো অবস্থায় মুক্তাদী হয়ে যান।

ইবনু 'আবদুল বার বলেন : বিশুদ্ধ আসারসমূহ ঐ কথার উপর বর্তায় যে, নাবী ﷺ ইমাম ছিলেন। এ ঘটনাতে যা অতিবাহিত হয়েছে তা ছাড়াও অনেক উপকারিতা রয়েছে সকল সহাবীর উপর আবূ বাক্রকে অগ্রাধিকার দেয়া, প্রাধান্য দেয়া, কাতার থেকে পিছিয়ে থাকার মাধ্যমে, মর্যাদাবানকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠের সাথে শিষ্টাচার প্রদর্শন।

কেননা আবূ বাক্র পিছিয়ে আসতে চেয়েছিলেন যাতে পিছনের কাতারগুলোর সমান হয়ে যান কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে তাঁর স্থান হতে সরে আসতে দেননি। হাদীসে ইঙ্গিত করা কথা বলার স্থলাভিষিক্ত। ইঙ্গিতের উপর রসূল ﷺ-এর সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভবত তাঁর আওয়াজের দুর্বলতার কারণে। তারও সম্ভাবনা রাখছে ইঙ্গিত মূলত ঐ বিষয়টি জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, যে ব্যক্তি সলাতে থাকে তাকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে সম্বোধন করে কথা বলা অপেক্ষা উত্তম। হাদীসটিতে জামা'আতের ব্যাপারে গুরুত্ব এবং তার ক্ষেত্রে কঠোরতাকে অবলম্বন করা হয়েছে যদিও রোগ জামা'আত বর্জনের অবকাশ দিয়ে থাকে। হাদীসটিতে জামা'আত বর্জনে অবকাশ উত্তম তথাপিও অসুস্থাবস্থায় জামা'আতের সলাত আদায় করা বৈধ এ কারণে রসূল ﷺ তা করেছে।

ত্ববারী বলেন : নাবী ﷺ এটা কেবল এজন্য করেছেন যাতে তারপর কোন ইমাম তার নিজের মাঝে সর্বনিম্ন আপত্তি পেলেই ইমামতি থেকে পিছিয়ে থাকতে না পারে। নাবী ﷺ আবূ বাক্রকে এগিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, আবূ বাক্র ঐ বিষয়ের যোগ্য। এমনকি তিনি তাঁর পেছনে সলাত আদায় করেছেন। তিনি আরও প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে, প্রয়োজনে মুক্তাদীর স্থান পরিবর্তন করা বৈধ। আর এর মাধ্যমে তিনি বিনা প্রয়োজনে ইমামের স্থলাভিষিক্ত তৈরি করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। আর তা আবূ বাক্রকে করা বৈধ। এটা মূলত ঐ ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি ইমামের কাছে পৌঁছে কাতারের চাপাচাপির কারণে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেছে। তিনি আরও দলীল গ্রহণ করেছেন কতক মুক্তাদী কতকের অনুসরণ করা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে। আর তা শা'বীর উক্তি এবং ত্ববারী এর বাছাই করা কথা। বুখারী এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যেমন গত হয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে এভাবে সমালোচনা করা হয়েছে যে, আবূ বাক্র কেবল আওয়াজ পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন। যেমন অচিরেই তা আসছে। আর এর উপর ভিত্তি করেই অনুসরণ বলতে মুক্তাদীদের কর্তৃক আবূ বাক্র-এর আওয়াজের অনুসরণ করা। একে আরও সমর্থন করছে যে, নাবী ﷺ বসা ছিলেন এবং আবূ বাক্র দাঁড়ানো ছিলেন। তখন নাবী ﷺ-এর সলাতের কতক কর্ম কতক মুক্তাদীদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকেই আবূ বাক্র তাদের ক্ষেত্রে ইমামের মতই। এর ব্যাখ্যা হল নিশ্চয়ই এ থেকে উদ্দেশ্য আবূ বাক্র সলাতে ক্বিয়াম, রুকূ', সাজদার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থার অনুসরণ করছিল। আবূ বাক্র যেন তাঁর অনুসরণকারী। যেমন হাদীসে এসেছে "আর তুমি তাদের সর্বাধিক দুর্বল ব্যক্তির প্রতি খেয়াল রাখবে"।

এ ধরনের অপব্যাখ্যা খুবই অসম্ভব। একে প্রত্যাখ্যান করেছে তার আগত বাণী "আবূ বাক্র মানুষকে তাকবীর শোনাচ্ছিল" ত্ববারী এর মাধ্যমে ঐ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ইমাম তার প্রতি মুক্তাদীদের অনুসরণ বিচ্ছিন্ন করে সলাত বিচ্ছিন্ন না করে তিনি নিজেই অন্য আরেকজনের অনুসরণ করা। আর এ দলীল ঐ অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে, আবূ বাক্র প্রথমে ইমামতি শুরু করে তারপর তাঁর প্রতি মুক্তাদীদের অনুসরণ বিচ্ছিন্ন করে তিনি নিজেই রসূলের অনুসরণ করলেন। এর মাধ্যমে তিনি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ

করেছেন যে, আপত্তিবশতঃ বসে সলাত আদায় করে এমন ব্যক্তির জন্য তার মতো আরেক ব্যক্তির বা দাঁড়াতে পারে এমন ব্যক্তির ইমামতি করা বিশুদ্ধ হবে। এটা মালিকী মতাবলম্বীদের মতের বিপরীত। আর এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) হাদীসটি ইমাম বুখারী কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন শব্দে ও সানাদে দীর্ঘাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে সংকলন করেছেন। আর উল্লেখিত বাচনভঙ্গি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইমাম বুখারী "একে ব্যক্তি ইমামের অনুসরণ করবে এবং মানুষ মুক্তাদীর অনুসরণ করবে" এ অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। আর তাতে আছে "অতঃপর আবূ বাক্‌র যখন সলাতে প্রবেশ করল তখন রসূল ﷺ তার মাঝে নিজ শরীরকে হালকা অনুভব করলেন"।

তাতে বর্ণনাকারীর উক্তি "অতঃপর আবূ বাক্‌র ঐ দিনগুলোতে সলাত আদায় করালেন, অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর নিজের হালকা পরিস্থিতি অনুভব করলেন" এ অংশটুকু নেই এবং (পিছিয়ে না আসতে) কথাটুকুও নেই। "অতঃপর তিনি যখন সলাতে প্রবেশ করলেন রসূল অনুভব করলেন..... শেষ পর্যন্ত" এ বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অর্থাৎ অতঃপর তিনি যখন মানুষকে নিয়ে সলাত আদায় করাতে ইমামতির পদে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে তাদের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হল এবং এ দায়িত্ব পালনে অটল রইলেন তখন ঐ দিনগুলোর মাঝে কোন একদিন রসূল ﷺ তার নিজের মাঝে হালকা পরিস্থিতি অনুভব করলেন।

অথবা ঐ দিনগুলোর মাঝে যখন আবূ বাক্‌র সলাতে প্রবেশ করলেন তখন রসূল ﷺ তাঁর মাঝে হালকা পরিস্থিতি অনুভব করলেন এবং উদ্দেশ্য এটা না যে, আবূ বাক্‌র যখন ঐ সলাতে প্রবেশ করলেন তখন রসূল ﷺ নিজের মাঝে হালকা পরিস্থিতি অনুভব করলেন। অতএব এ বর্ণনা আগত তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনার বিপরীত হবে না। বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনাতে এসেছে "আবূ বাক্‌র মানুষকে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন" অর্থাৎ আবূ বাক্‌র নাবী ﷺ-এর তাকবীর শোনাচ্ছিল বিধায় আবূ বাক্‌র একজন মুকাব্বির ছিলেন, ইমাম না।

এ শব্দটি বর্ণনাকারীর এ "আবূ বাক্‌র রসূল ﷺ-এর সলাতের অনুসরণ করছিল এবং মানুষ আবূ বাক্‌র-এর সলাতের অনুসরণ করছিল" এ উক্তির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছে এবং "আবূ বাক্‌র রসূল ﷺ-এর সলাতের মাধ্যমে সলাত আদায় করছিল এবং মানুষ আবূ বাক্‌রের সলাতের মাধ্যমে সলাত আদায় করছিল" এ উক্তির ব্যাখ্যা করছে। এতে ঐ ব্যাপারে দলীল রয়েছে যে, মুক্তাদীরা তাকবীরের অনুসরণ করবে এ লক্ষ্যে তাদের তাকবীর শোনানোর জন্য উঁচু আওয়াজ তাকবীর বলা বৈধ রয়েছে।

মুক্তাদীর জন্য মুকাব্বিরের আওয়াজের অনুসরণ করা বৈধ এবং আওয়াজ যে শোনায় ও শুনে উভয়ের সলাত বিশুদ্ধ হবে। এটা অধিকাংশের মত। এ ক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবপন্থীদের বিরোধ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। যে ব্যাপারে কোন দলীল নেই। হাদীসটিকে ইমাম বায়হাক্বীও ৩য় খণ্ডে ৮১ হতে ৯৩ পৃষ্ঠার মাঝে সংকলন করেছেন।

١١٤١ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৪১-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক ইমামের পূর্বে (রুকূ' সাজদাহ্ হতে) মাথা উঠায় সে-কি এ বিষয়ের ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে পরিবর্তন করে গাধার মাথায় পরিণত করবেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৮৩]

---

[১৮৩] সহীহ : বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭।

ব্যাখ্যা : (أَمَا يَخْشَى) নিশ্চয়ই এ কাজের কর্তা চেহারা বিকৃতির স্থানে রয়েছে এবং সে এর উপযুক্ত। সুতরাং তার উচিত এ শাস্তিকে ভয় করে চলা। এ ক্ষেত্রে ভয় না করে থাকার কোন সুযোগ নেই। এ অংশটুকু ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, এ কাজের কর্তা এ শাস্তির উপযুক্ত হবে এবং ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে না যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে অকাট্যভাবে এ শাস্তি তার ওপর আরোপিত হবে। আল্লাহর কৃপার দরুন অনেক শাস্তি বান্দার ওপর আরোপিত হয় না; এ অবস্থা তার বিপরীতের উপর প্রমাণ বহন করে না। কেননা কতক এমন শাস্তি আছে বান্দা যার উপযুক্ত হয় এমতাবস্থায় পালনকর্তা আল্লাহ তা থেকে পাশ কেটে যান, ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন : "তিনি অনেক অপরাধ থেকে পাশ কেটে চলেন"।

(الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ) যে তার মাথা রুকূ', সাজদাহ্ থেকে উঠায়। হাদীসটি রুকূ', সাজদার ব্যাপারে ব্যাপক উদ্ধৃতি। পক্ষান্তরে আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে "যে ব্যক্তি তার মাথা উঠায় এমতাবস্থায় ইমাম সাজদারত" এ শব্দের মাধ্যমে আলোচনাতে সাজদাকে নির্দিষ্ট করা যথেষ্টতার উপর ক্ষান্ত হওয়া অধ্যায়ের আওতাভুক্ত। আর তা হল একই হুকুমের ক্ষেত্রে অংশীদার এমন দু'টি বিষয়ের একটিকে উল্লেখ করা আর তা ঐ সময় যখন উল্লেখ করা বিষয়ের এমন কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে যাতে উল্লেখ করা একটি বিষয়ের উল্লেখ একই হুকুমে অংশীদার দু'টি বিষয়কে বুঝাতে যথেষ্ট হবে। আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে রুকূ'র হুকুম রেখে সাজদার হুকুম বর্ণনা করা উভয়ের হুকুম একই হুকুমের আওতাভুক্ত হওয়াতে আর তা হল ইমামের অগ্রগামী হওয়া। দু'টি বিষয়ের একই হুকুমের আওতাভুক্ত হওয়ার উদাহরণ আল্লাহর বাণীতে : "এমন পোষাকসমূহ যা তোমাদের উত্তপ্ততা থেকে রক্ষা করবে"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৮১)। অর্থাৎ ঠাণ্ডা থেকেও রক্ষা করবে। বিপরীত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়নি। আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে রুকূ'র উল্লেখ না করে শুধু সাজদার উল্লেখ এ কারণে যে, বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করণে সাজদাহ্-রুকূ' অপেক্ষা নিকটবর্তী হয় সাজদারত অবস্থায়। অপর দিকে রুকূ' ও সাজদার জন্য অবনত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে মারফূ' সূত্রে আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক ত্বারানী ও রায্যার সংকলিত হাদীসে ধমক বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল যে ব্যক্তি ইমামের আগে তার মাথাকে উঁচু নীচু করে তার সামনের কেশ গুচ্ছ শায়ত্বনের হাতে। হায়সামী মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ-এর ২য় খণ্ডে ৭৮ পৃষ্ঠাতে বলেন : এর সানাদ হাসান। মালিক এবং 'আবদুর রায্যাক্ব তার থেকে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেন। হাফিয বলেন, আর তা মাহফূজ বা সংরক্ষিত।

(رَأْسَهٗ رَأْسَ حِمَارٍ) মুসলিমের বর্ণনাতে আছে "তার আকৃতি গাধার আকৃতিতে" তার আরেক বর্ণনাতে আছে "আল্লাহ তার চেহারাকে গাধার চেহারাতে পরিণত করে দিবেন"। হাফিয বলেন : স্পষ্ট যে, তা বর্ণনাকারীদের হস্তক্ষেপের কারণে। ক্বাযী 'আয়ায বলেন : এই বর্ণনাগুলো ঐকমত্য সমর্থিত। কেননা চেহারা মাথার অন্তর্ভুক্ত এবং আকৃতির বৃহদাংশ তাতেই রয়েছে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব : হাদীসে ব্যবহৃত (الصورة) শব্দটি হাদীসে ব্যবহৃত (الوجه) এর উপরও ব্যবহার করা হয় পক্ষান্তরে (الرَّأْسَ) এর বর্ণনাকারী অনেক এবং তা ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য। হাদীসে নির্দিষ্ট করে (الرَّأْسَ) তথা মাথার উপর শাস্তি পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে কেননা মাথার মাধ্যমেই অপরাধ সংঘটিত হয় এবং তা ব্যাপক। একমতে বলা হয়েছে সুস্পষ্ট যে, বিভিন্ন ঘটনার কারণে বর্ণনা বিভিন্ন রকম। ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় এ "আল্লাহ তার মাথাকে কুকুরের মাথাতে পরিবর্তন করে দিবেন" এ শব্দের মাধ্যমে একে এবং এ শাস্তির ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে। একমতে বলা হয়েছে, এ বিষয়টি রূপক অর্থগত নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন বোকা, গাধা যে গুণে গুণান্বিত। অর্থ আল্লাহ তাকে গাধার মতো বোকা বানিয়ে দিবেন, সুতরাং তা রূপক অর্থগত বিকৃতি। ত্বীবী বলেন, ইমামের প্রতি যে অনুসরণের নির্দেশ করা হয়েছে সম্ভবত মুক্তাদী যখন তার প্রতি 'আমাল করবে না

এবং ইমাম ও মুক্তাদীর কি অর্থ তা বুঝবে না তখন তাকে নির্বুদ্ধিতার ক্ষেত্রে গাধার সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, অতঃপর সে দায়িত্বভার বহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত ঐ গাধার মতো যে পুস্তকের বোঝা বহন করে।"

এবং এ রূপক অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হবে আর তা এ কারণে যে, এ ধরনের কাজের কর্তা অনেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে বাহ্যিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। এক মতে বলা হয়েছে এটি তার বাহ্যিক অবস্থার দিকে গড়াবে এবং উদ্দেশ্য বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন। কেননা এ জাতির মাঝে প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটতে কোন বাধা নেই। যেমন সহীহুল বুখারীর মাগাযী পর্বে আবূ মালিক আল আশ্'আরী বর্ণিত হাদীস এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা তাতে বিকৃতির আলোচনা আছে এবং এর শেষে রয়েছে "আর অন্যদেরকে তিনি ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বানর ও শুকরে বিকৃত করে রাখবেন" এবং এ বিষয়টি বাহ্যিক অবস্থার উপর প্রয়োগ এ "আল্লাহ তার মাথাকে কুকুরের মাথায় পরিবর্তন করে দিবেন" শব্দে বর্ণিত ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনাকে শক্তিশালী করবে। গাধার নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে তারা যা উল্লেখ করেছে এ বর্ণনার সাথে তার সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে এ হাদীসটি রূপক অর্থকে দূর করে দিচ্ছে বা অসম্ভবপর করে দিচ্ছে। এ রূপক অর্থকে আরও অসম্ভব করে দিচ্ছে ভবিষ্যৎকালীন বিষয়ের মাধ্যমে শাস্তি বর্ণনা করা ও অর্জিত পরিবর্তনের উপর প্রমাণ বহনকারী শব্দের কারণে। যদি নির্বুদ্ধিতার কারণে গাধার সাথে মানুষের সাদৃশ্য দেয়া হত তাহলে অবশ্যই বলতেন : "তার মাথা গাধার মাথা" কেননা উল্লেখিত নির্বুদ্ধিতার গুণটি উল্লেখিত কাজ করার সময়ে ঐ কাজের কর্তার অর্জন হয়েছে, সুতরাং তার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া (يَخْشَى) বলা ভাল হবে না। যদিও ঐ কাজটি নির্বুদ্ধিতার কারণে হওয়ায় তুমি এ কাজটি করলে নির্বুদ্ধিতায় পতিত হবে। পক্ষান্তরে রূপক অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে কারণ স্বরূপ যা বলা হয়েছে তা হল : ইমামের আগে কাজ করার কর্তা অনেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে বাহ্যিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে নিশ্চয় হাদীসের মাঝে এমন কিছু নেই যা ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে যে, ঐ শাস্তি সংঘটিত হবেই বরং ঐ কাজের কর্তা শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে এবং ঐ কাজটি হওয়া সম্ভব এর উপর প্রমাণ বহন করছে। যাতে ঐ কাজের মুহূর্তে শাস্তি সংঘটিত হতে পারে। তবে কোন কিছুর সম্মুখীন হওয়া থেকে ঐ জিনিস সংঘটিত হওয়া আবশ্যক না। আমরা প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছি। তবে হাদীসের বাহ্যিক দিক ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোরে অবৈধতাকে দাবি করছে।

আর তা এ কারণে যে, ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর ক্ষেত্রে বিকৃতির হুমকি দেয়া হয়েছে। আর তা অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। আর এ ব্যাপারে ইমাম নাবাবী শারহুল মুহায্যাবে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং হারাম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধিকাংশ 'আলিমগণ ঐ মতের উপর রয়েছে যে, এ কাজের কর্তা পাপী হবে তবে তার সলাত যথেষ্ট হবে। ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত, তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ এক বর্ণনাতে ও আহলে যাহির এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন আর তা ঐ অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে, নিষেধাজ্ঞা এবং চেহারা বিকৃতির হুমকি সলাতের বিশৃঙ্খলাকে দাবি করে। আর এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীস আনাসের হাদীসে রুকূ', সাজদাহ্, ক্বিয়াম, বৈঠকে ইমামের অগ্রগামী হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মুগনী কিতাবে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার কিতাবে বলেন, এ হাদীসের কারণে যে ব্যক্তি ইমামের আগে সলাতে কোন কাজ করবে তার কোন সলাত নেই। তিনি বলেন, যদি তার কোন সলাত থাকত তাহলে তার জন্য সাওয়াবের আশা করা হত এবং তার ব্যাপারে শাস্তির আশংকা করা হত না। হাদীসে উম্মাতের প্রতি নবী ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ দয়া, তাদের কাছে হুকুম আহকাম ও যার কারণে তাদেরকে সাওয়াব বা শাস্তি দেয়া হবে তার বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি ইমামের সাথে

সাথে কাজ করার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। অথচ এতে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। কেননা হাদীসটি তার ভাষ্যের মাধ্যমে মুক্তাদী ইমামের আগে কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। তার অর্থের মাধ্যমে ইমামের পর পর কাজ করার উপর প্রমাণ বহন করছে। পক্ষান্তরে ইমামের সাথে সাথে কাজ করার ব্যাপারে হাদীসে চুপ থাকা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٤٢ -[٧] عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

১১৪২-[৭] 'আলী ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কোন লোক যখন জামা'আতের সলাতে শারীক হওয়ার জন্যে আসবে তখন ইমাম যে অবস্থায় থাকবে ও যে কাজ করবে সেও সে কাজ করবে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[১৮৪]

ব্যাখ্যা : (وَالْإِمَامُ عَلٰى حَالٍ) দাঁড়ানো অথবা রুকূ' অথবা সাজদাহ্ অথবা বৈঠকের ক্ষেত্রে। (فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ) সে যেন তাকবীরে ইহরাম দেয় এবং দণ্ডায়মান অথবা রুকূ' অথবা এছাড়া অন্য যে অবস্থায় ইমাম থাকে সে অবস্থায় ইমামের অনুকূল হয়। ইমাম সলাতের যে অংশ আগে আদায় করে নিয়েছে তা আদায়ের মাধ্যমে ইমামের বিপরীত কাজ করবে না। বরং মুক্তাদী ইমামের সাথে ঐ কাজে প্রবেশ করবে যা ইমাম আদায় করছে। অতঃপর রুকূ', সাজদাহ্, ক্বিয়াম ও বৈঠকে ইমামের অনুসরণ করবে। হাদীসটি ঐ অবস্থার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মিলিত হবে তার উপর আবশ্যক ইমামকে সলাতের যে কোন অংশে পাবে ইমামের সাথে শারীক হবে। "ইমাম যে কোন অবস্থায় আছে" এ বাণীর স্পষ্টতার কারণে। রুকূ', সাজদাহ্, ক্বিয়াম, বৈঠক এদের মাঝে পার্থক্য ছাড়া করবে না। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'ইল্‌ম বিশারদদের নিকট এর উপরেই 'আমাল।

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ইমাম তিরমিযী একে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত থেকে সলাতের শেষ বর্ণনা করেন। তিনি আবূ ইসহাক্ব আস্ সুবায়'ঈ থেকে তিনি হুরায়রাহ্ ইবনু ইয়ারীম থেকে, তিনি 'আলী থেকে বর্ণনা করেন এবং 'আম্‌র বিন মুররাহ্ থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা থেকে, তিনি মু'আয বিন জাবাল থেকে। এর শাহিদ রয়েছে, যা ইবনু আবী শায়বাহ্ এক আনসারী লোক থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল যে আমাকে রুকূ' অথবা দাঁড়ানো অথবা বসাবস্থায় পাবে সে যেন আমার সঙ্গে হয়ে যায় আমি যে অবস্থায় থাকি এবং মাদীনাবাসীদের মানুষ থেকে সা'ঈদ বিন মানসূর যা সংকলন করেছেন তা ইবনু আবী শায়বার শব্দের মতো।

١١٤٣ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[১৮৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৫৯১, সহীহ আল জামি' ২৬১, মু'জাম আল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০/২৬৭।

১১৪৩-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : তোমরা জামা'আতে শারীক হওয়ার জন্যে সলাতে আসলে আমাদেরকে সাজদাহ্ অবস্থায় পেলে তোমরাও সাজদায় যাও। আর এ সাজদাকে (কোন রাক্'আত) হিসেবে গণ্য করবে না। তবে যে লোক (ইমামের সাথে) এক রাক্'আতপ্রাপ্ত হবে সে সম্পূর্ণ সলাত পেয়ে গেল। (আবূ দাউদ)[১৮৫]

ব্যাখ্যা : (فَاسْجُدُوا) হাদীসাংশে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইমামকে সাজদারত অবস্থাতে পাবে ঐ ব্যক্তির জন্য ইমামের সাথে সাজদাতে জড়িত হওয়া শারী'আত সম্মত।

(وَلَا تَعُدُّوهُ) আবূ দাউদে আছে (وَلَا تَعُدُّوهَا) স্ত্রী লিঙ্গের সর্বনাম দ্বারা। এভাবে মাজদুবনু তায়মিয়্যাহ্ মুনতাক্বা গ্রন্থে জাযারী জামি'উল উসূল গ্রন্থে ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৪০৬ পৃষ্ঠাতে। অর্থ ঐ সাজদাকে তোমরা কিছু গণ্য করবে না।

(شَيْئًا) রাক্'আত পাওয়া ইহকালের হুকুম বিবেচনায়। কেননা এতে সাজদাহ্ পেলেও রুকূ' ছুটে যায় এবং এর মাধ্যমে পরকালের পুণ্য ছাড়া আর কিছু অর্জন হয় না।

(فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) এক মতে বলা হয়েছে এখানে রাক্'আত দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য। সলাত দ্বারা রাক্'আত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকূ' পেল সে রাক্'আত পেল অর্থাৎ ঐ রাক্'আতটি তার জন্য বিশুদ্ধ হল। সে রাক্'আতের মর্যাদা অর্জন করল। সুতরাং হাদীসটি জমহূরের মতের দলীল। তাদের মতে রুকূ'রত অবস্থায় ইমামকে পাওয়া ঐ রাক্'আত পাওয়া তবে এ মতের সামালোচনা করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে রাক্'আত বলতে রাক্'আতের সমস্ত অংশই উদ্দেশ্য। রুকূ' এবং রুকূ'র পরের অংশের উপর রাক্'আতের প্রয়োগ রূপকার্থে। কোন নিদর্শন ছাড়া মাজাযের দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। যেমন বারা এর হাদীস কর্তৃক মুসলিমে এ "অতঃপর আমি তাঁর ক্বিয়াম পেয়ে রুকূ' করলাম, তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলাম, তারপর সাজদাহ্ করলাম। কেননা ক্বিয়াম, রুকূ' ও সাজদায় মুক্বাবালাতে রাক্'আত সংঘটিত হওয়া একটি ক্বারীনাহ্। যা ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, নিশ্চয় রাক্'আত দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য এবং এখানে এমন কোন নিদর্শন নেই যা রাক্'আতের প্রকৃত অর্থ নেয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।" সুতরাং এ হাদীসাংশের মাধ্যমে ঐ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকূ' পাবে সে ঐ রাক্'আত পাবে" অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত না। এক মতে বলা হয়েছে এর অর্থ হল যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক্'আত পাবে সে ইমামের সাথে সলাত পাবে। অর্থাৎ তার জন্য জামা'আতের সাওয়াব অর্জন হবে। একে সমর্থন করছে এ "যে ব্যক্তি সলাতের এক রাক্'আত পেল সে মর্যাদা লাভ করল" শব্দে আবূ হুরায়রার হাদীস। এক বর্ণনাতে আছে "সে সলাতও তার মর্যাদা লাভ করল"। ত্বীবী বলেন : এ হুকুমটি জুমু'আর ক্ষেত্রে। আর এ ব্যক্তি সালামের পূর্বে সলাতের কিছু অংশ পেলে জামা'আতের সাওয়াব পাবে না। মালিক-এর মাজহাব সে পূর্ণ এক রাক্'আত পাওয়া ছাড়া জামা'আতের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। চায় তা জুমু'আর সলাতের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য সলাতের ক্ষেত্রে হোক। একমতে বলা হয়েছে এর অর্থ হল যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সলাতের এক রাক্'আত পাবে সে সলাত পাবে তথা ইমামের অনুগত হওয়া, আনুগত্যকে আঁকড়িয়ে ধরা ও অন্যান্য কারণে জামা'আতে সলাত আদায়ের হুকুম লাভ করবে। একে সমর্থন করছে যা এ "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাআত পেল সে সলাত পেল" শব্দে বর্ণিত হয়েছে তা।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব : কিতাবের হাদীসটির বাচনভঙ্গির বাহ্যিক দিক ঐ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করছে যে, রাক্'আত দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে নিদর্শন হল রসূলের বাণী :

---

[১৮৫] হাসান : আবূ দাউদ ৮৯৩, দারাকুত্বনী ১৩১৪, মুসতাদরাক আল হাকিম ১০১২, ইরওয়া ৪৯৬।

"যখন তোমরা আগমন করবে আর আমরা সাজদারত অবস্থায় থাকব তখন তোমরা সেজদা করবে"। এখানে প্রথমে সাজদার উল্লেখ, তারপর রাক্‌'আতের উল্লেখ ঐ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করছে যে, এখানে রাক্‌'আত দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে রসূলের বাণীতে আরও প্রমাণ রয়েছে "তোমরা তাকে কিছু গণ্য করবে না"। অর্থাৎ ইমামের সাজদাহ্ পাওয়ার হুকুমের বর্ণনা। দুনিয়ার হুকুমের বিবেচনাতে সে সাজদাকে রাক্‌'আত পাওয়ার মাঝে গণ্য করা যাবে না। আর এটি নীচের বাক্যতে রুকূ' পাওয়ার হুকুম বর্ণিত হওয়াকে দাবি করছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যের রাক্‌'আতকে রুকূ' গণ্য করা হবে এবং যে ব্যক্তি রুকূ' পাবে সে রাক্‌'আত পাবে। পক্ষান্তরে শেষ বাক্যটিকে জামা'আতে সলাত আদায়ের মর্যাদা বর্ণনার উপর অথবা তার হুকুম বর্ণনার উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব বিষয়। কেননা তখন উভয় বাক্যের মাঝে কোন সামঞ্জস্যতা থাকবে না এবং জামা'আতের সাওয়াব অর্জনও রুকূ' পাওয়ার উপর নির্ভর করে না। বরং সলাতের একটি অংশ পাওয়ার মাধ্যমে সে সাওয়াব অর্জন হবে। চাই তা জুমু'আর সলাতের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য সলাতের ক্ষেত্রে হোক। অপর পক্ষে "সে মর্যাদা লাভ করল অথবা সে সলাত ও তার মর্যাদা লাভ করল"। এ বর্ণনাটি আবূ হুরায়রার অন্য আরেকটি হাদীস। এটি দুর্বল বর্ণনা হওয়া সত্ত্বেও এতে প্রথম বাক্যটি নেই। এর উপর ভিত্তি করে কিতাবের হাদীসটি "যে রুকূ' পাবে সে রাক্‌'আত পাবে" এর উপর প্রমাণ বহনে কোন অস্পষ্টতা নেই। বিশেষ করে যে ব্যক্তি বৈপরীত্য অর্থকে বিবেচনা করে ঐ ব্যক্তির মাজহাব অনুপাতে। কেননা প্রথম বাক্যটি তার অর্থের দিক দিয়ে ঐ কথার উপর প্রামাণ বহন করে যে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পাবে সে ওটাকে রাক্‌'আত গণ্য করবে। তবে হাদীসটি দুর্বল। যেমন অচিরেই জানা যাবে। এতে "সহাবী যখন হাদীস বর্ণনা করে ঐ হাদীসের বিপরীত 'আমাল তখন ধর্তব্য হবে যার প্রতি সে 'আমাল করেছে তা" এমন কথা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ এ কথা না বলা আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রুকূ' পাবে সে রাক্‌'আত পাবে। কেননা যা বর্ণনা করেছে আর বিপরীত ফাতাওয়া দিয়েছে। ইমাম বুখারী "জুয্‌উল ক্বিরাআতে" ৩৯ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, "রুকূ' করার পূর্বে ইমামকে ক্বিয়াম অবস্থায় পাওয়া ছাড়া তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না"। তারই আরেক শব্দে ৬৪ পৃষ্ঠাতে আছে তিনি বলেন, তুমি যখন সম্প্রদায়কে রুকূ' অবস্থায় পাবে তখন তাকে রাক্‌'আত হিসেবে গণ্য করবে না। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমার নিকট হাক্ব হল নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পাবে এবং তার সাথে রুকূ'তে শারীক হবে সে ঐ রুকূ'কে তার জন্য রাক্‌'আত হিসেবে গণ্য করবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

١١٤٤ -[٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৪৪-[৯] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাক্‌বীর তাহ্‌রীমাসহ আল্লাহর জন্যে জামা'আতে সলাত আদায় করেন তার জন্যে দু' প্রকার মুক্তি তার জন্য বরাদ্দ করা হয়। এক জাহান্নাম থেকে মুক্তি। আর দ্বিতীয় মুনাফিক্বী থেকে মুক্তি। (তিরমিযী)[১৮৬]

ব্যাখ্যা : (بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ) জাহান্নাম থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ছোট ও বড় সকল প্রকার গুনাহ মাফ হওয়া ছাড়া।

---

[১৮৬] হাসান লিগায়রিহী : আত্ তিরমিযী ২৪১, সহীহাহ্ ১৯৭৯, সহীহ আত্ তারগীব ৪০৯, সহীহ আল জামি' ৬৩৬৫।

(وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ) ত্বীবী বলেন : অর্থাৎ ইহকালে তাকে মুনাফিক্বের 'আমাল করা থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং নিষ্ঠাপূর্ণ 'আমালের জন্য তাকে তাওফীক দিবেন। পরকালে তাকে মুনাফিক্বের শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখা হবে অথবা সে ব্যক্তি মুনাফিক্ব না বলে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে। কেননা মুনাফিক্বরা যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন অলস অবস্থায় দাঁড়ায় আর এ অবস্থা তার বিপরীত। হাদীসটি ইমামের সাথে তাকবীরে উলা পাওয়া মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। ইবনু হাজার বলেন, প্রথম তাকবীর পাওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। ক্বারী বলেন, সালাফদের থেকে যখন প্রথম তাকবীর ছুটে যেত তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে তিনদিন শোক পালন করতেন এবং জামা'আত ছুটে গেলে সাতদিন শোক পালন করতেন। ইমামের সাথে প্রথম তাকবীরের মর্যাদা সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আনাস-এর হাদীসকে সমর্থন করে। সেগুলো থেকে প্রথম : 'উমারের হাদীস ইবনু মাজাহ ও সা'ঈদ বিন মানসূর একে সংকলন করেছেন এর সানাদে দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। দ্বিতীয় : 'আব্দুল্লাহ বিন আবূ আওফার হাদীস। আবূ নু'আয়ম তার হিল্ইয়াহ্ গ্রন্থে একে সংকলন করেছেন। তার সানাদে হাসান বিন 'আমারাহ্ আছে, সে দুর্বল। তৃতীয় : আবূ কাহিল-এর হাদীস। ত্বাবারানী একে তাঁর কাবীর গ্রন্থে, 'উক্বায়লী যুআফাতে। হাকিম আবূ আহমাদ কুনাতে। 'উক্বায়লী বলেন, এর সানাদ মাজহূল বা অজ্ঞাত। চতুর্থ : আবূ হুরায়রার হাদীস। বাযযার এবং 'উক্বায়লী একে সংকলন করেছেন। হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়িদে বলেন, ২য় খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা। ইমাম আহমাদ এর সানাদকে দুর্বল বলেছেন। পঞ্চম : আবুদ্ দারদার হাদীস। বাযযার এবং ইবনু আবী শায়বাহ্ একে সংকলন করেছেন। এর সানাদে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী আছে। হাফিয এ হাদীসগুলোকে তালখীসে ১২১ পৃষ্ঠাতে সমালোচনার সাথে উল্লেখ করেছেন।

١١٤٥ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১১৪৫-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক উযূ করেছে এবং ভালভাবে সে তার উযূ সমাপ্ত করেছে। তারপরে মাসজিদে গিয়েছে। সেখানে লোকদেরকে সলাত আদায় করে ফেলা অবস্থায় পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সলাত আদায়কারীদের সমান সাওয়াব দান করবেন যারা সেখানে হাযির হয়ে সলাত পুরা করেছে। অথচ তাতে তাদের পুণ্য একটুও কমতি হবে না। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১৮৭]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ رَاحَ) অতঃপর সে মাসজিদের দিকে গেল। হাদীসে (رواح) দ্বারা সাধারণ যাওয়া উদ্দেশ্য। একে নাসায়ীর এক বর্ণনা সমর্থন করছে। তাতে আছে "অতঃপর সে সলাতের উদ্দেশে বের হল"।

(قَدْ صَلَّوْا) তারা (জামা'আতের সাথে) সলাত আদায় করে নিয়েছে।

(أَعْطَاهُ) ঐ ব্যক্তিকে যে জামা'আতের সলাত শেষ হওয়ার পর আগমন করেছে।

(مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا) জামা'আতের সাথে যে সলাত আদায় করেছে।

(لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ) আল্লাহ তাকে তাদের সাওয়াবের মতো সাওয়াব দিবেন।

---

[১৮৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৫৬৪, নাসায়ী ৭৫৫, আহমাদ ৮৯৪৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৫৪, আস্ সুনান আস্ সুগরা লিল বায়হাক্বী ৫৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ৪১০।

(مِن أُجُورِهِم) আবূ দাউদে আছে (أُجرهم) এক বচন দ্বারা আওনুল মা'বূদ-এর হাশিয়াতে (أُجرهم) লেখা আছে। অর্থাৎ জামা'আতে সলাত আদায়কারীদের সাওয়াব।

(شَيْئًا) অর্থাৎ সাওয়াব অথবা ঘাটতি থেকে বরং তারা জামা'আতে সলাত আদায় করার কারণে তাদের সাওয়াব পূর্ণাঙ্গভাবে ধার্য থাকবে। আর জামা'আত ছুটে যাওয়া ব্যক্তির জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য চেষ্টা করাতে জামা'আতে সলাত আদায়কারীদের প্রত্যেকের মতো সাওয়াব তার জন্যও থাকবে। সিনদী বলেন : হাদীসের বাহ্যিক দিক হল নিশ্চয়ই জামা'আতের মর্যাদা লাভ নির্ভর করে মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্য জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য চেষ্টা করার উপর। এ মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই। চাই জামা'আতে সলাত পেয়ে থাকুক বা না পেয়ে থাকুক। সুতরাং যে ব্যক্তি জামা'আতের একটি অংশ পাবে যদিও তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে হোক তাহলে সে আরও উত্তমভাবে জামা'আত পাবে এবং পুণ্য ও মর্যাদা চেষ্টা করার মাধ্যমে যা লাভ করা হয় এ লভ্যাংশ তার অন্তর্ভুক্ত না। সুতরাং যে ব্যক্তির উক্তি হাদীসের বিরোধিতা করবে তার উক্তি মূলত এ অধ্যায়ে ধর্তব্য না। (আবূ দাউদ)

সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব এ অধ্যায় সম্পর্কে এক আনসারী লোক থেকে বর্ণনা করেন, আনসারী বলেন : আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এরপর তিনি হাদীস উল্লেখ করেন, আর তাতে আছে "অতঃপর ব্যক্তি মাসজিদে এসে যদি জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর মাসজিদে আসার পর যদি দেখতে পায় তারা সলাতের কিছু অংশ আদায় করে নিয়েছে এবং কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে তাহলে এ ব্যক্তি যতটুকু পাবে তা আদায় করবে আর যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা পরে আদায় করে নিবে। এ ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ। আর যদি মাসজিদে আসার পর দেখতে পায় মানুষ সলাত আদায় করে নিয়েছে এরপর সে এসে সলাত আদায় করবে তাহলে তার মর্যাদাও অনুরূপ।" আবূ দাউদ এ হাদীসটিকে এবং বায়হাক্বীও একই সানাদে সংকলন করেছে আবূ দাউদ ও মুনযিরী এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

١١٤٦ -[١١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلّٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১১৪৬-[১১] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন এক লোক মাসজিদে এমন সময় আসলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করে ফেলেছেন। তিনি (তাকে দেখে) বললেন, এমন কোন মানুষ কি নেই যে তাকে সদাক্বাহ্ দিবে তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় করে। এ মুহূর্তে এক লোক দাঁড়ালেন এবং তার সঙ্গে সলাত আদায় করলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[১৮৮]

ব্যাখ্যা : (جَاءَ رَجُلٌ) মাসজিদে। আহমাদের এক বর্ণনাতে ৩য় খণ্ডে ৪৫ পৃষ্ঠাতে এবং বায়হাক্বীর ৩য় খণ্ডে ৬৯ পৃষ্ঠাতে এসেছে- নিশ্চয় একজন লোক মাসজিদে প্রবেশ করল।

(وَقَدْ صَلّٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ) তাঁর সহাবীদেরকে নিয়ে যুহরের সলাত আদায় করে নিয়েছেন। যেমন মুসনাদে আহমাদে (৩য় খণ্ডে ৮৫ পৃষ্ঠাতে) এবং তাতে তিনি একটু বেশি উল্লেখ করেছেন। রাবী বলেন : অতঃপর তাঁর তথা রসূলের সহাবীদের থেকে এক ব্যক্তি মাসজিদে আসলে নাবী ﷺ তাকে বললেন, হে

[১৮৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৭৪, আহমাদ ১১৬১৩, দারিমী ১৪০৮, সহীহ আল জামি' ২৬৫২, মু'জাম আস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৬০৬, ৬৬৫, ইবনু হিব্বান ২৩৯৭, ২৩৯৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৫৮, সুনান আস্ সগীর লিল বায়হাক্বী ৫৫০, ইরওয়া ৫৩৫, আত্ তিরমিযী ২২০।

অমুক! কোন্ জিনিস তোমাকে সলাত থেকে বাধা দিল? তারপর লোকটি এমন কিছু উল্লেখ করল যা আপত্তি স্বরূপ। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর লোকটি সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে রসূল ﷺ বললেন : শেষ পর্যন্ত। হায়সামী মাজমাউয্ যাওয়ায়িদে বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ এর বর্ণনাকারী সহীহ।

(أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا) তার প্রতি দয়া করবে ও অনুগ্রহ করবে।

(فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) যাতে এর মাধ্যমে তার জামা'আতের সাওয়াব অর্জন হয়। অতঃপর সে এমন অবস্থানে অবস্থান করবে যেন সে তার উপর সদাক্বাহ্ করল। মাজহার বলেন : একে তিনি সদাক্বাহ্ বলে নামকরণ করেছেন তার কারণ হল সে তার উপর ২৬ গুণ সাওয়াবের মাধ্যমে সদাক্বাহ্ করে থাকে। কেননা যদি সে একাকী সলাত আদায় করে তাহলে তার কেবল একটি সলাতের সাওয়াব অর্জন হবে। অর্থাৎ যারা নাবী ﷺ-এর সাথে পূর্বে জামা'আতে সলাত আদায় করেছেন তাদের মধ্যে হতে আবূ বাক্র رضي الله عنه। বায়হাক্বী এর ৩য় খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠাতে অন্য বর্ণনাতে আছে "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার সাথে সলাত আদায় করল তিনি হলেন আবূ বাক্র رضي الله عنه।"

(فيصلى مَعَهُ) অতঃপর তিনি তার প্রতি মুক্তাদী হয়ে সলাত আদায় করলেন। এ হাদীসটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে যে, যে ব্যক্তি একাকীভাবে সলাত শুরু করবে তার সলাতে অপর ব্যক্তির শারীক হওয়া শারী'আত সম্মত। যদিও শারীক ব্যক্তি ইতিপূর্বে জামা'আতে সলাত আদায় করে থাকুক। এ হাদীস দ্বারা ইমাম তিরমিযী ঐ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করছেন যে, কোন সম্প্রদায় জামা'আত সহকারে এমন মাসজিদে সলাত আদায় বৈধ যে মাসজিদে সলাত আদায় হয়ে গেছে। আর তা তাবি'ঈ ও সহাবীদের থেকে একাধিক বিদ্বানের উক্তি। আহমাদ ও ইসহাক্ব এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন। বিদ্বানদের অন্যান্যগণ বলেন : তারা একাকী সলাত আদায় করবে। এটি সুফ্ইয়ান, মালিক, ইবনুল মুবারক এবং শাফি'ঈর উক্তি।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, ইমামদের থেকে যারা সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামা'আতে সলাত আদায়কে শর্তারোপ করেছেন অথবা জামা'আতে সলাত আদায়কে শর্তারোপ না করে জামা'আতে সলাত আদায়কে ফার্যে আইন বলে সাব্যস্ত করেছেন তারা সাধারণভাবে জামা'আতে বারংবার তাকে বৈধ বলেছেন। আর যারা জামা'আতে সলাত আদায়কে ফার্যে আইন না হওয়ার মত পেশ করেছেন বা সুন্নাত বলেছেন তারা জামা'আত না হওয়ার বারংবারতাকে অপছন্দ করেছেন। যেমন অচিরেই তা জানা যাবে।

ইবনু মাস্'উদ বৈধ বলেছেন। ইবনু আবী শায়বাহ্ তাঁর মুনান্নাফ গ্রন্থে সালামাহ্ বিন কুহায়ল থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই ইবনু মাস'উদ মাসজিদে প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় মুসল্লীরা সলাত আদায় করে নিয়েছে। অতঃপর ইবনু মাস্'উদ 'আলক্বামাহ্, মাসরূক ও আসওয়াদ-এর মাধ্যমে জামা'আত করল। এ সানাদ বিশুদ্ধ। আর তা আনাস বিন মালিক-এর উক্তি। বুখারী তাঁর সহীহাতে বলেন, আনাস বিন মালিক এক মাসজিদে আসলেন যেখানে সলাত আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি আযান দিয়ে ইক্বামাতের পর জামা'আতে সলাত আদায় করলেন। হাফিয বলেন : আবূ ইয়া'লা একে তার মুসনাদ গ্রন্থে মাওসূলভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী শায়বাহ্ ও বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হায্ম তার মুহাল্লা গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ২৩৮ পৃষ্ঠাতে বলেন : এটা এমন এক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যাতে সহাবীদের থেকে আনাস-এর কোন বিরোধিতাকারী পাওয়া যায় না। 'আয়নী বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, আর তা এক বর্ণনাতে 'আত্বা ও হাসানের উক্তি। রসূল ﷺ-এর উক্তি "জামা'আতের সলাত একাকী সলাত আদায় অপেক্ষা উত্তম" এর বাহ্যিকতার প্রতি 'আমালকরণে এটি আহমাদ, ইসহাক্ব ও আশহুরের উক্তি।

এ ব্যাপারে হানাফীদের মাজহাব হল যা শামী খাযায়িন গ্রন্থ থেকে নকল করে দুররুল মুখতারের হাশিয়াতে উল্লেখ করেছেন। আর তা মাকরূহে তাহরীমী মনে করা হয়, এলাকার মাসজিদে জামা'আতের বারংবারতাকে। "এমন মাসজিদ যার ইমাম আছে। আযান ও ইক্বামাতের মাধ্যমে জামা'আতে সলাত আদায় করা হয় বলে সবার জানা। তবে মাসজিদের বাসিন্দাগণ ছাড়া যখন আযান ও ইক্বামাতের মাধ্যমে সেখানে প্রথমবার সলাত আদায় করা হবে অথবা মাসজিদের বাসিন্দাগণ নিম্নস্বরে আযান দিয়ে সলাত আদায় করবে সে সময় ছাড়া। আর যদি মাসজিদের বাসিন্দাগণ আযান ও ইক্বামাত ছাড়া বারংবার জামা'আতে সলাত আদায় করে অথাবা মাসজিদটি রাস্তাতে হয় তাহলে বৈধ হবে। যেমন বৈধ হয় এমন মাসজিদে যার কোন ইমাম, মুয়ায্‌যিন নেই। আর এ কারণে তারা ইমাম ত্ববারানী আবূ বাকরাহ্ থেকে ক্বারী ও আওসাত্ব গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাটি হল, নিশ্চয়ই রসূল ﷺ মাদীনার দিক হতে আগমন করলেন এমতাবস্থায় তিনি সলাতের ইচ্ছা করছেন। তখন তিনি মানুষকে এ অবস্থায় পেলেন যে, তারা সলাত আদায় করে নিয়েছে। অতঃপর তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারকে একত্র করে তাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। হায়সামী মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ-এর ২য় খণ্ডে ৪৫ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল। হানাফীরা বলেন, যদি ২য় জামা'আত বৈধই হত তাহলে মাসজিদে জামা'আত ছেড়ে তার বাড়িতে সলাত আদায়কে পছন্দ করতেন না। তারা বলেন, সাধারণ অনুমতিতে জামা'আতের হ্রাসকরণ হয় এর অর্থ হল, যখন মুসল্লীরা জানতে পারবে এ জামা'আত তাদের থেকে কোন মতেই ছুটবে না তখন তারা জামা'আতের জন্য প্রস্তুত থাকবে না।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আবূ বাক্‌রার হাদীস দ্বারা বারংবার জামা'আতে সলাত আদায় মাকরূহে তানযিহী বা তাহরীমী হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় আছে। কেননা তা ঐ ব্যাপারে উদ্ধৃতি না যে, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ তাঁর পরিবারকে একত্রিত করলেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে নিজ গৃহে সলাত আদায় করলেন। বরং এ সম্ভাবনা রাখছে যে, তিনি তাদেরকে মাসজিদে সলাত আদায় করলেন। আর তাঁর বাড়ির দিকে যাওয়া মূলত তার পরিবারকে একত্র করার জন্য; সেখানে সলাত আদায়ের জন্য না। তখন এ হাদীস এলাকার মাসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হবে। যার ইমাম ও মুয়ায্‌যিন আছে এবং বাসিন্দারা জানে তাতে একবার সলাত আদায় করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٤٧ ـ[١٢] عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بن عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِيْنِيْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ فَقَالَ: «ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: «ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ: «ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:

«أَصَلَّى النَّاسُ» . قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وجد من نَفْسِهِ خِفَّةً وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ: «أَجْلِسَانِيْ إِلَى جَنْبِهِ» فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قاعد. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي بِهِ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِيْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قلت لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৪৭-[১২] ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমি ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললাম। আপনি কি আমাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসুস্থ অবস্থার (সলাত আদায় করার ব্যাপারে) কিছু বলবেন না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ! (বলব শুনো)। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সলাতের সময়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রসূল! তারা আপনার অপেক্ষা করছে (এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) বললেন। আমার জন্যে পাত্র ভরে পানি আনো। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা তাঁর জন্যে পাত্র ভরে পানি আনলাম। সে পানি দিয়ে গোসল করলেন। চাইলেন দাঁড়াতে। (কিন্তু দুর্বলতার কারণে) তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফিরে আসলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম না। এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার অপেক্ষায় আছে হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আমার জন্যে পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসো। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, রসূলুল্লাহ উঠে বসলেন। আবার গোসল করলেন। চেয়েছিলেন দাঁড়াতে। কিন্তু (এ সময়) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, যখন হুঁশ হয়েছে আবার জিজ্ঞেস করেছেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে?

আমরা বললাম, এখনো পড়েনি। লোকেরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসো। আমরা পানি নিয়ে আসলাম। তিনি বসলেন, গোসল করলেন। তারপর আবার যখন উঠতে চাইলেন বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে আসলো তখন বললেন, লোকেরা কি সলাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না; তারা আপনার অপেক্ষায় আছে, হে আল্লাহর রসূল। লোকেরা মাসজিদে বসে বসে ‘ঈশার সলাত পড়ার জন্য আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকে দিয়ে (বিলাল) আবূ বাক্‌রের নিকট খবর পাঠালেন লোকদের সলাত পড়িয়ে দেয়ার জন্যে। তাই দূত [বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তাঁর নিকট এলেন। বললেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে লোকদের সলাত আদায় করার জন্যে আদেশ করেছেন। আবূ বাক্‌র ছিলেন কোমলমতি মানুষ। তিনি এ কথা শুনে ‘উমারকে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন। ‘উমার! তুমিই লোকদের সলাত পড়িয়ে দাও। কিন্তু ‘উমার বললেন। আপনিই সলাত আদায় করান এর জন্যে আপনিই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। এরপর আবূ বাক্‌র রসূলের অসুখের এ সময়ে (সতের

ওয়াক্ত) সলাত সহাবীদেরকে নিয়ে আদায় করালেন। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ একটু সুস্থতাবোধ করলে দু'লোকের ওপর ভর করে (এঁদের একজন ইবনু 'আব্বাস ছিলেন) যুহরের সলাতে (মাসজিদে গমন করলেন। তখন আবূ বাক্‌র সলাত পড়াচ্ছিলেন। রসূলুল্লাহর আগমন টের পেয়ে আবূ বাক্‌র পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ইশারা দিয়ে তাঁকে পেছনে সরে আসতে নিষেধ করলেন। যাদের ওপরে ভর করে তিনি মাসজিদে এসেছিলেন তাদের বললেন। আমাকে আবূ বাক্‌রের পাশে বসিয়ে দাও। ফলে তারা তাঁকে আবূ বাক্‌রের পাশে বসিয়ে দিলেন। তিনি বসে বসে সলাত পড়াতে লাগলেন।

'উবায়দুল্লাহ (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে এ হাদীস শুনে আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস-এর নিকট গেলাম। তাঁকে আমি বললাম, আমি রসূলুল্লাহর অসুখের সময়ের যে হাদীসটি 'আয়িশার নিকট শুনলাম তা-কি আপনার নিকট বর্ণনা করব না? ইবনু 'আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, শুনাও। তাই আমি তাঁর সামনে 'আয়িশার নিকট শুনা হাদীসটি বর্ণনা করলাম। ইবনু 'আব্বাস এ হাদীসের কোন কথা অস্বীকার করলেন না। অবশ্য তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্ তোমাকে এ লোকের নাম বলেননি যিনি ইবনু 'আব্বাসের সঙ্গে ছিলেন! আমি বললাম, না, বলেননি। ইবনু 'আব্বাস বললেন। তিনি ছিলেন 'আলী। (বুখারী, মুসলিম)[১৮৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, কোন মাসজিদের পেশ ইমাম সাহেব যদি অসুস্থ হয়ে যান তাহলে তিনি মুসল্লীদের নিয়ে বসে ইমামতি করানোর চেয়ে উত্তম হলো অন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে তার স্থানে তারই প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করবেন। কেননা এখানে আমরা দেখতে পেলাম রসূল ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অতঃপর তিনি বসে বসে ইমামতি করতে পারা সত্ত্বেও আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ধারাবাহিক কয়েকদিন এ গুরু দায়িত্ব পালন করলেন।

এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায়, ওযর থাকলে কেউ বসে বসে ইমামতি করতে পারে যদিও ইমাম মালিক (রহঃ) এ মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

এ হাদীসটি থেকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বুঝা যায় :

১। আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা অন্যান্য সহাবীদের উপর। ২। আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরেই 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান। ৩। একই স্থানে বড়দের সম্মানে যদি ছোটদের নিকট কোন ফাযীলাত গ্রহণ করার জন্য পেশ করা হয় তাহলে ছোটদের উচিত ফাযীলাতটি বড়দের জন্য দেয়া। ৪। যে উত্তম তার প্রশংসা করা বৈধ। তবে তার সম্মুখে (উৎসাহ দেয়া ব্যতীত প্রশংসা করা যাবে না) ৫। ইমাম সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়ায় যদি তিনি চান মুসল্লীদের মাঝে কাউকে তার প্রতিনিধি বানাবেন তাহলে তার উচিত মুসল্লীদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানানো।

١١٤٨ -[١٣] وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فقد فَاتَهُ خير كثير». رَوَاهُ مَالك

১১৪৮-[১৩] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক (সলাতে) রুকূ' পেয়েছে সে গোটা রাক্'আতই পেয়েছে। আর যে লোকের সূরায়ে আল ফাতিহাহ্ পড়া ছুটে গিয়েছে, অনেক সাওয়াব তার থেকে ছুটে গিয়েছে। (মালিক)[১৯০]

---

[১৮৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৭, মুসলিম ৪১৮।

[১৯০] **য'ঈফ :** মালিক ২৩; কারণ হাদীসটি মু'যাল।

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যিনি রুকূ' পেলেন এবং সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাননি হাদীস অনুপাতে তার রাক্'আত হয়ে গেলেও সূরাহ্ ফাতিহাহ্ না পাওয়ার কারণে তিনি প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলেন।

١١٤٩ - [١٤] وَعنهُ قَالَ: اَلَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَيَخْفِضُهٗ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيته بِيدِ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مَالِك

১১৪৯-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক (রুকূ' ও সাজদায়) ইমামের পূর্বে নিজের মাথা উঠিয়ে ফেলে অথবা ঝুঁকিয়ে ফেলে তবে মনে করতে হবে তার কপাল শায়ত্বনের হাতে। (মালিক)[১৯১]

ব্যাখ্যা : (بِيدِ الشَّيْطَانِ) এটা হাকীকাত তথা আসল অর্থ নেয়া যেতে পারে এবং মাজায তথা রূপক অর্থও হতে পারে।

অংশটুকুর অর্থ এমন হবে যে, ইমামের আগে রুকূ' থেকে মাথা উঠানো অথবা ইমামের আগেই সাজদায় চলে যাওয়া এটি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে শায়ত্বনের অনুসরণের নামান্তর। কারণ শায়ত্বন সর্বদা তাড়াতাড়ি করে থাকে।

আল্লামা রাজী (রহঃ) বলেন, যারা এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত, হাদীসটিতে তাদের ধমক দেয়া হয়েছে।

(٢٩) بَابُ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً مَرَّتَيْنِ

অধ্যায়-২৯ : দু'বার সলাত আদায় করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٥٠ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِيْ قومه فَيُصَلِّيْ بِهِم. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫০-[১] জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সলাত আদায় করতেন। এরপর নিজের গোত্রে এসে তাদের সলাত আদায় করাতেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৯২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, নাফ্ল আদায়কারীর পেছনে ফারয আদায়কারীদের সলাত আদায় বৈধ। যেমনটা মত পোষণ করেছেন ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)

---

[১৯১] **যঈফ :** মালিক ৩০৬; কারণ এর সানাদটি সমালোচিত।

[১৯২] **সহীহ :** বুখারী ৭১১, মুসলিম ৪৬৫।

যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং হানাফীরা বলে থাকেন এ হাদীস থেকে উক্ত মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু যে নাবী ﷺ-এর সাথে ফার্‌য আর নিজ গোত্রের সাথে যেটি পড়েছেন সেটি নাফ্‌ল হিসেবে আদায় করেছেন এটা বুঝা যায় না। বরং এটা বুঝা যায় যে, তিনি নাবীজী ﷺ-এর সাথে যে সলাত পড়েছিলেন সেটি তিনি নাফ্‌ল এবং নিজ সম্প্রদায়ের সাথে আদায় করা সলাতকে ফার্‌য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

হানাফীদের এ কথার উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে, মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথম সলাতটি পড়েছিলেন নাবীজী ﷺ-এর সাথে। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম তারই মাসজিদে অর্থাৎ মাসজিদে নাবাবীতে যেটা মাসজিদে হারামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মাসজিদ এবং দ্বিতীয় সলাতটি পড়েছেন নিজ সম্প্রদায়ের মাসজিদে যেখানে মাসজিদে নাবাবীর ফাযীলাত নেই সুতরাং প্রথম সলাতটি ফার্‌য সলাত আর দ্বিতীয় নাফ্‌ল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এছাড়া ফার্‌য সলাত বাকী রেখে নাফ্‌ল কেন আদায় করবেন? সুতরাং প্রথম আদায়কৃত সলাতই ফার্‌য এবং দ্বিতীয় সলাত তার জন্য নাফ্‌ল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় সলাত যে নাফ্‌ল তা পরবর্তী হাদীসে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

١١٥١ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى قَوْمِهٖ فَيُصَلِّيْ بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهٗ نَافِلَةٌ. أخرجه الشَّافِعِي فِي مُسْنده والطَّحَاوِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ

১১৫১-[২] উক্ত রাবী (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ-এর সঙ্গে জামা'আতে 'ইশার সলাত আদায় করতেন। তারপর নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে তাদের আবার 'ইশার সলাত আদায় করাতেন। তাঁর জন্যে তা ছিল নাফ্‌ল। (শাফি'ঈ তাঁর মুসনাদে, ত্বহাবী, দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বী)[১৯৩]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٥٢ -[٣] عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهٗ فَصَلَّيْتُ مَعَهٗ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ وَانْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِيْ اٰخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهٗ قَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا» فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟». فَقَالَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১১৫২-[৩] ইয়াযীদ ইবনু আস্‌ওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সঙ্গে হাজ্জে (বিদায় হাজ্জ) গিয়েছিলাম। সে সময় আমি একদিন তাঁর সঙ্গে মাসজিদে খায়েফে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেছি। তিনি সলাত সমাপ্ত করে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন জামা'আতের শেষ প্রান্তে দু'লোক বসে আছে। যারা তাঁর সঙ্গে (জামা'আতে) সলাত আদায় করেনি। তাদের দেখে তিনি বললেন তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে আসো। তাদের এ অবস্থায়ই রসূলের নিকট হাযির করা হলো। ভয়ে তখন তাদের কাঁধের

[১৯৩] **সহীহ :** মুসনাদে শাফি'ঈ ৩০৬, সুনান আস্ সগীর লিল বায়হাক্বী ৫২৫।

গোশ্ত থরথর করে কাঁপছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রশ্ন করলেন। আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করতে তোমাদেরকে কে বাধা দিয়েছে? তারা আরয করলো! হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের বাড়িতে সলাত আদায় করে এসেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বললেন ভবিষ্যতে এ কাজ আর করবে না। তোমরা ঘরে সলাত আদায় করে আসার পরও মাসজিদে এসে জামা'আত চলছে দেখলে জামা'আতে সলাত আদায় করে নিবে। এ সলাত তোমাদের জন্যে নাফ্ল হয়ে যাবে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১৯৪]

ব্যাখ্যা : আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তার বাড়িতে সলাত আদায় করেছে অতঃপর মাসজিদে গিয়ে দেখলো জামা'আত হচ্ছে তাহলে তার ওয়াজিব হলো যে তাদের সাথে জামা'আতে শারীক হবে। সে সলাতটি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের যে ওয়াক্তই হোক না কেন এমনটিই মত পোষণ করেছেন ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম ইসহাক্ব; তবে ইমাম মালিক (রহঃ) মাগরিব সলাতের ক্ষেত্রে এটা অপছন্দ করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٥٣ -[٤] وَعَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ

১১৫৩-[৪] বুস্‌র ইবনু মিহজান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তার পিতা মিহজান) এক সভায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। এমন সময় আযান হয়ে গেল। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন ও সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করে ফিরে আসলেন। দেখলেন মিহজান তার স্থানে বসে আছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন। মানুষের সঙ্গে (জামা'আতে) সলাত আদায় করতে তোমাকে কোন জিনিস নিষেধ করেছিল? তুমি কি মুসলিম না। মিহজান বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমি মুসলিম। কিন্তু আমি আমার পরিবারের সঙ্গে সলাত আদায় করে এসেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার বাড়িতে সলাত আদায় করে আসার পরে মাসজিদে এসে সলাত হচ্ছে দেখলে লোকদের সঙ্গে (জামা'আতে) সলাত আদায় করবে তুমি (এর পূর্বে) সলাত আদায় করে থাকলেও। (মালিক, নাসায়ী)[১৯৫]

ব্যাখ্যা : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟) "লোকদের সাথে সলাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো।" অর্থাৎ আমার সাথে যে মুসলিম জামা'আত সলাত আদায় করলো তুমি তাদের সাথে সলাত আদায় করলে না কেন? এর কারণ কি?

---

[১৯৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৫৭৫, আত্ তিরমিযী ২১৯, নাসায়ী ০৮৫৮, আহমাদ ১৭৪৭৫, দারিমী ১৪০৭, মু'জাম আল কাবীর লিত্ ত্ববারানী ৬১০, দারাকুত্বনী ১৫৩৪, সুনান আস্ সগীর লিল বায়হাক্বী ৫৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৫৬৪।

[১৯৫] সহীহ : নাসায়ী ৮৫৭, ইবনু হিব্বান ২৪০৫, মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ১০৪৩, মালিক ৪৩৫, আহমাদ ১৬৩৯৩, দারাকুত্বনী ১৫৪১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৯০, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৬৩৮, সহীহাহ্ ১৩৩৭, সহীহ ১৩৩৭।

(أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟) "তুমি কি মুসলিম নও?" বাজীরা বলেন : এখানে হামযাহ্ অব্যয়টি প্রশ্নবোধক হতে পারে। আবার তাওবীখ তথা ভর্ৎসনা ও ধমকের জন্যও হতে পারে। আর সর্বশেষটিই প্রকাশমান। এতে এটা বুঝা যায় না যে, কোন মুসলিম জামা'আতের সাথে সলাত আদায় না করলেই সে অমুসলিম।

(فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ) "সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল!" আমি প্রকৃতপক্ষেই একজন মুসলিম। (وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي) "তবে আমি তো আমার আহলে তথা বাড়ীতে সলাত আদায় করেছি। বাড়ীতে আদায় করা সলাতকে যথেষ্ট মনে করে পুনরায় সলাত আদায় করিনি।

(فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) "সলাত আদায় করে থাকলেও তুমিই লোকদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করবে"। অর্থাৎ বাড়ীতে সলাত আদায় করার পর মাসজিদে এসে লোকজনদেরকে সলাতরত পেলে তাদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করবে।

হাদীসের শিক্ষা : কোন ব্যক্তি বাড়ীতে একাকী অথবা জামা'আতে সলাত আদায় করার পর মাসজিদে এসে ইমামকে সলাতরত পেলে অথবা তার আগমনের পর ইমাম সলাতরত হলে সে ব্যক্তি ইমামের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করবে। তা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের যে কোন সলাতই হোক না কেন। তার প্রথম আদায়কৃত সলাত ফারয সলাত হিসেবে গণ্য হবে। আর পরের সলাতটি নাফ্ল সলাত হিসেবে হিসেবে গণ্য হবে।

١١٥٤ -[٥] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يُصَلِّيْ أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّيْ مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِيْ شَيْئًا من ذٰلِك فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فَذٰلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد

১১৫৪-[৫] আসাদ ইবনু খুযায়মাহ্ গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশ্ন করলেন। আমাদের কেউ বাড়িতে সলাত আদায় করে মাসজিদে আসলে (জামা'আতে) সলাত হচ্ছে দেখলে তাদের সাথে সলাত পড়ি। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আমার মনে খটকা অনুভব করি। আবূ আইয়ূব আল আনসারী জবাবে বললেন, আমিও এ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করেছি। তিনি বলেছেন, এটা (দ্বিতীয়বার সলাত আদায় করা) তার জন্যে জামা'আতের অংশ সমতুল্য। (এতে খটকার কিছু নেই)। (মালিক, আবূ দাউদ)[১৯৬]

ব্যাখ্যা : «فَذٰلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ» এর ব্যাখ্যা : দলের সাওয়াবের একটি অংশ।

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, কল্যাণের এক অংশ। এখানে আরো একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে যেমন : আখফাশ বলেন, (سَهْمُ جَمْعٍ) দ্বারা সৈন্যদলের সাওয়াবের এক অংশ উদ্দেশ্য। আর সৈন্যদলের অংশ অর্থ হল গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং তিনি আরো বলেন, এখানে جَمْعٍ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৈন্যদল দলীল হিসেবে ﴿يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৫, ১৬৬) ও ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ﴾ (সূরাহ্ আল ক্বামার ৫৪ : ৪৫) ও ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ৬১) আয়াতগুলো পেশ করেছেন।

[১৯৬] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৫৭৮, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৬৪১। কারণ এর সানাদে রাবী "আফীফ" সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে কে তা জানা যায় না। ইমাম নাসায়ী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং رَجُلٌ (ব্যক্তি) একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

١١٥٥ -[٦] وَعَن يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأَى جَالِسًا فَقَالَ: «أَلم تسلم يَا يزِيد؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: «وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ؟» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ. فَقَالَ: «إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِه مَكْتُوبَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১১৫৫-[৬] ইয়াযীদ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলাম। সে সময় তিনি লোকজন নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। আমি (এক পাশে) বসে থাকলাম। তাঁদের সঙ্গে জামা'আতে অংশগ্রহণ করলাম না। রসূলুল্লাহ সলাত শেষ করে এদিকে ফিরে আমাকে বসা অবস্থায় দেখে বললেন। তুমি কি মুসলিম না, হে ইয়াযীদ! সলাত আদায় করনি। আমি বললাম। হ্যাঁ! আমি মুসলিম হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তাহলে লোকদের সঙ্গে সলাতে অংশগ্রহণ করতে তোমাকে নিষেধ করেছে কে? আমি বললাম, আমি আমার ঘরে সলাত আদায় করে এসেছি। আমার ধারণা ছিল আপনিও সলাত আদায় করে ফেলেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তুমি যখন মাসজিদে আসবে আর লোকজনকে জামা'আতে সলাত আদায় করতে দেখবে। তখন তুমিও সলাতে অংশগ্রহণ করবে। যদি তুমি এর পূর্বে (একবার) সলাত আদায় করেও থাকো। আর এ (দ্বিতীয়বারের) সলাত তোমার জন্যে নাফ্ল হিসেবে গণ্য হবে। আর পূর্বের পড়া সলাত ফারয হিসেবে আদায় হবে। (আবূ দাঊদ)[১৯৭]

ব্যাখ্যা : সকলের জেনে রাখা উচিত যে, একই সলাত দু'বার পড়া হলে তার হুকুমের ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোন বারেরটা ফারয আর কোন বারেরটা নাফ্ল হবে প্রথমবারেরটা ফারয হবে না দ্বিতীয় বারেরটা?

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তার প্রথম মতে বলেছেন, যদি প্রথমবারেরটা একাকী পড়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি জামা'আতের সাথে পড়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়টাই ফারয ধরা হবে এবং তিনি তার দ্বিতীয় মতে বলেছেন, প্রথমবারের সলাতই ফারয হবে। হানাফী মাযহাবের মতও এটা। আর এটাই সহীহ মত ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত মিহজান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে।

١١٥٦ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ عُمَرُ: وَذٰلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذٰلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

১১৫৬-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক তাঁকে প্রশ্ন করল : আমি আমার বাড়িতে সলাত আদায় করে নেই। এরপর মাসজিদে আসলে (মানুষদেরকে) ইমামের সঙ্গে সলাত আদায় করা অবস্থায় পাই। আমি কি (এ অবস্থায়) এ ইমামের পেছনে সলাত আদায় করতে পারি? ইবনু 'উমার বললেন হ্যাঁ, পারো। তারপর ঐ লোক আবার প্রশ্ন করল। তাহলে আমার (ফারয) সলাত

---

[১৯৭] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৫৭৭, য'ঈফ আল জামি' ৪৪৬। কারণ এর সানাদে নূহ একজন অপরিচিত রাবী।

কোন্‌টি মনে করব? ইবনু 'উমার বললেন, এটা কি তোমার কাজ? এটা আল্লাহ তা'আলার কাজ। তিনি যে সলাতকে চাইবেন ফারয হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন। (মালিক)[১৯৮]

ব্যাখ্যা : (أَيَّتَهُمَا أَجعَل صَلَاتِي؟) "এ দুই সলাতের মাঝে কোন সলাতকে আমার সলাত বলে গণ্য করব?" অর্থাৎ সলাত দু'বার আদায় করলে কোন্ সলাতটিকে আমার পক্ষ থেকে ফারয সলাত গণ্য করব?

(وَذٰلِكَ إِلَيْكَ؟) "এটা কি তোমার হাতে?" অর্থাৎ ফারয গণ্য করা তথা সলাত কবূল করা বা না করা তোমার হাতে নয়।

(إِنَّمَا ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ) "এটিতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে, তিনি যেটি ইচ্ছা সেটিই ফারয বলে গণ্য করেন।" অর্থাৎ তুমি যদি উভয় সলাত ফারযের নিয়্যাতে আদায় করে থাকো তাহলে আল্লাহ তার ইচ্ছানুযায়ী দু'টির একটি ফারয হিসেবে গণ্য করবেন।

ইমাম মালিক-এর অভিমত অনুযায়ী দ্বিতীয়বারও ফারযের নিয়্যাতেই আদায় করবে। আর গ্রহণ করার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করবে। তিনি দু'টির যে কোন একটিকে ফারয বলে গণ্য করবেন।

জমহূর 'আলিমদের মতে দ্বিতীয়বার নাফ্‌লের নিয়্যাতে আদায় করবে এবং প্রথম সলাতটি যা সে বাড়ীতে আদায় করেছিল তা ফারয হিসেবে ধরে নিবে।

আমি (মুবারকপূরী) বলছি : সহীহ মারফূ' হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, প্রথম আদায় করা সলাতই তার আসল সলাত। অতএব দ্বিতীয়বার আদায় করা সলাতকে নাফ্‌ল গণ্য করবে এবং প্রথমবারের সলাতকে ফারয সলাত ধরে নিবে।

١١٥٧ - [٨] وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّيْ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১১৫৭-[৮] উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মুক্ত গোলাম সুলায়মান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর নিকট বালাতে (মাসজিদের আঙিনায়) আসলাম। সে সময় মানুষেরা মাসজিদে (জামা'আতে) সলাত আদায় করছিল। আমরা ইবনু 'উমার-কে জিজ্ঞেস কাছে আবেদন করলাম, আপনি লোকদের সঙ্গে (জামা'আতে) সলাত আদায় করছেন না কেন? জবাবে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বললেন, আমি সলাত আদায় করে ফেলেছি। আর আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা একই দিনে এক সলাত দু'বার আদায় করবে না। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১৯৯]

ব্যাখ্যা : «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» "একই দিনে একই সলাত দু'বার আদায় করবে না।"

ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীসটি তাদের দলীল যারা বলেন যে, কোন ব্যক্তি একবার জামা'আতে সলাত আদায় করার পর পুনরায় জামা'আত পেলে তিনি আর পুনর্বার জামা'আতে শারীক হবেন না। সে জামা'আত যেমনই হোক না কেন। কেননা জামা'আতের ফাযীলাত তিনি প্রথম জামা'আতের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। এ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত ঐ হাদীস বিরোধী যাতে ইবনু 'উমার ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, জামা'আত পেলে তিনি পুনরায় জামা'আতে শারীক হবেন। এ দুই বিপরীতমুখী হাদীসের সমন্বয়ের ব্যাপারে 'আলিমগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

---

[১৯৮] **সহীহ :** মালিক ৪৩৬।

[১৯৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৭৯, নাসায়ী ৮৬০, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৬৪১, ইবনু হিব্বান ২৩৯৬, মু'জামুল কাবীর ১৩২৭০।

(১) এ হাদীসটি তাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা জামা'আতে সলাত আদায় করেছেন। তারা পুনরায় ঐ সলাত আদায় করবে না। আর অন্য হাদীসটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা একাকী সলাত আদায় করেছে। তারা পুনরায় জামা'আত পেলে জামা'আতে শারীক হবে।

(২) ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয়বার ফারযের নিয়্যাতে সলাত আদায় করবে না বরং প্রথম সলাতকে ফারয সলাত গণ্য করবে। আর পরের সলাত নাফ্‌লের নিয়্যাতে আদায় করবে।

(৩) বিনা কারণে একই দিনে এক সলাত দু'বার আদায় করবে না।

١١٥٨ -[٩] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ

১১৫৮-[৯] নাফি' رحمه الله থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলতেন, যে লোক মাগরিবের সলাত কি ফাজ্‌রের সলাত একা একা আদায় করে নিয়েছে। এরপর এ সলাতগুলোকে (অন্যত্র) ইমামকে জামা'আতে আদায় করা অবস্থায় পায় তাহলে সে এ সলাতকে পুনরায় আদায় করবে না। (মালিক)[২০০]

ব্যাখ্যা : (فَلَا يَعُدْ لَهُمَا) "সে পুনরায় এ দু' সলাত আদায় করবে না।" অর্থাৎ মাগরিব ও ফাজ্‌রের সলাত আদায় করার পর জামা'আত পেলে সে আবার ঐ সলাতে শারীক হবে না। কেননা দ্বিতীয় সলাত নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য। আর ফাজ্‌রের সলাতের পর নাফ্‌ল সলাত আদায় করা যায় না। আর মাগরিবের সলাত এজন্য তা পুনর্বার আদায় করবে না যে, নাফ্‌ল সলাত বিজোড় হয় না। ইবরাহীম নাখ্'ঈ এবং আওযা'ঈ ইমামদ্বয়ের অভিমতও তাই। 'আস্‌রের পর নাফ্‌ল সলাত আদায় করা নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও ইবনু 'উমার 'আস্‌রের কথা এজন্য উল্লেখ করেননি যে, তিনি মনে করেন 'আস্‌রের পর সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর নাফ্‌ল সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ তার আগে নয়।

আর যারা উপরোক্ত দু' সময়ে পুনরায় সলাত আদায় করা বৈধ মনে করেন তারা বলেন যে, নিষেধের হাদীস 'আম। আর পুনরায় সলাত আদায় করার হাদীস খাস। আর নিয়মানুযায়ী খাস হাদীস 'আম হাদীসের উপর প্রাধান্য পায়। অতএব উপরোক্ত দু' সময়ে একাকী সলাত আদায় করার পর জামা'আত পেলে তাতে শারীক হতে কোন বাধা নেই।

(٣٠) بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلِهَا

অধ্যায়-৩০ : সুন্নাত ও এর ফাযীলাত

এখানে সুন্নাত বলতে সে সমস্ত সলাত উদ্দেশ্য যেগুলো দিবা ও রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সাথে আদায় করা হয় এবং রসূল ﷺ তা নিয়মিত আদায় করতেন। যাকে সুনান রাওয়াতিব বলা হয় এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ও বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতানুসারে রাওয়াতিব সলাতসমূহ বিধিসম্মত এবং তার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও সংখ্যাও নির্ধারিত। চাই তা ফারয সলাতের

---

[২০০] সহীহ : মালিক ৪৩৯, মুসনাদে শাফি'ঈ ১০৪৪।

পূর্বে অথবা পরে হোক। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়ও নেই এবং নির্দিষ্ট সংখ্যাও নেই। তবে ফার্‌য সলাতের পূর্বে বা পরে ইচ্ছানুযায়ী নাফ্‌ল সলাত আদায় করতে কোন বাধা নেই।

ইবনু দাক্বীক্ব আল 'ঈদ বলেন, ফার্‌য সলাতের পূর্বে সুন্নাত সলাত বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমাত এই যে, মানুষ যখন দুনিয়াবী ব্যস্ততার মধ্যে থাকে তখন 'ইবাদাত হতে দূরে থাকার ফলে তার অন্তর আল্লাহর সান্নিধ্য হতে দূরে থাকে। তাই আল্লাহর সান্নিধ্যে 'আস্‌র প্রস্তুতি স্বরূপ এ সলাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বান্দা ফার্‌য সলাতে পূর্ণমাত্রায় আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। আর ফার্‌য সলাতের পরের সুন্নাত সলাত ফার্‌য সলাতের ত্রুটির পরিপূরক হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেমনটি তামীম আদ্ দারী সূত্রে মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বান্দার সলাতের হিসাব নিবেন।

যদি সলাত পরিপূর্ণ পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি বান্দা সলাত পূর্ণ না করে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা মালাককে (ফেরেশতাকে) বলবেন, তোমরা দেখ আমার বান্দার কোন নাফ্‌ল সলাত পাও কিনা, পাওয়া গেলে তা দ্বারা তার ফার্‌য পূর্ণ করে দাও, অতঃপর যাকাতের ব্যাপারে ও অন্যান্য আ'মালের ব্যাপারেও অনুরূপ করা হবে। এ হাদীসের ভিত্তিতেই ইমাম নাবাবী বলেন, ফার্‌য সলাতে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নাফ্‌ল সলাতে আদায় করা বৈধ ও গ্রহণীয়। আর ফার্‌য সলাত আদায় না করা পর্যন্ত মুসল্লীর নাফ্‌ল সলাত কবূল হবে না মর্মে বর্ণিত হাদীসটি য'ঈফ।

আল্লামা মুল্লা আল ক্বারী বলেন, সুন্নাত, নাফ্‌ল, তাত্বা'উ, মানদূব ও মুস্তাহাব এ সবই সমার্থক। সবগুলো শব্দই এক অর্থ বহন করে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٥٩ -[١] عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلّٰى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهٗ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهٗ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».

১১৫৯-[১] উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে লোক দিন রাতে বারো রাক্'আত সলাত আদায় করবে তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। (সে বারো রাক্'আত সলাত হলো) চার রাক্'আত যুহরের ফার্‌যের পূর্বে আর দু' রাক্'আত যুহরের (ফার্‌যের) পরে, দু' রাক্'আত মাগরিবের (ফার্‌য সলাতের) পরে। দু' রাক্'আত 'ইশার ফার্‌য সলাতের পরে। আর দু' রাক্'আত ফাজ্‌রের (ফার্‌য সলাতের) পূর্বে। (তিরমিযী)

মুসলিমের এক বর্ণনায় শব্দ হলো উম্মু হাবীবাহ্ বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার ফার্‌য সলাত ব্যতীত বারো রাক্'আত সুন্নাত সলাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্যে একটি ঘর বানানো হবে।[২০১]

---

[২০১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪১৫, মুসলিম ৭২৮, নাসায়ী ১৮০৬, ইবনু মাজাহ্ ১১৪১, সহীহ আল জামি' ৬৩৬২।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত ফাযীলাত ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যিনি নিয়মিত ১২ রাক্'আত সলাত আদায় করেন। মাঝে মাঝে আদায়কারীর জন্য এ ফাযীলাত প্রযোজ্য নয়।

(أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ) 'যুহরের পূর্বে চার রাক্'আত হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, যুহরের পূর্বে সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ্ চার রাক্'আত। হানাফীদের অভিমতও তাই। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন, যুহরের পূর্বে নিয়মিত সুন্নাত দুই রাক্'আত। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত ১১৬৭ নং হাদীস তাদের দলীল।

(رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا) হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, যুহরের পরে নিয়মিত সুন্নাত দুই রাক্'আত। দুররুল মুখতার এর গ্রন্থকার বলেন, সকলের ঐকমত্যে ফাজ্রের পূর্বের দুই রাক্'আত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এরপর যুহরের পূর্বে চার রাক্'আত বিশুদ্ধ মতানুযায়ী। অতঃপর অন্যান্য সুন্নাত গুরুত্বের দিক থেকে সবই সমান। আমার (মুবারকপূরীর) দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হল বিত্র, অতঃপর ফাজ্রের পূর্বে দুই রাক্'আত যুহরের পূর্বের সুন্নাত। অতঃপর অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত সবই সমান।

١١٦٠ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৬০-[২] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের ফারযের পূর্বে দু' রাক্'আত ও মাগরিবের ফারযের পরে দু' রাক্'আত সলাত তাঁর বাড়িতে এবং 'ইশার সলাতের ফারযের পর দু' রাক্'আত সলাত তার বাড়িতে আদায় করেছি। ইবনু 'উমার আরো বলেছেন, হাফসাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা (ইবনু 'উমারের বোন) আমার নিকট বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হালকা দু' রাক্'আত সলাত ফাজ্রের সলাতের সময় আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২০২]

ব্যাখ্যা : (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ) 'যুহরের পূর্বে দুই রাক্'আত' হাদীসের এ অংশটি ইমাম শাফি'ঈর এ মতের সপক্ষে দলীল যে, যুহরের পূর্বের সুন্নাত দুই রাক্'আত। তার অনুসারীদের অনেকের অভিমত এটার। আবার শাফি'ঈদের একটি জামা'আতের অভিমত এই যে, যুহরের পূর্বের সুন্নাত চার রাক্'আত।

ইমাম বুখারী 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত এবং ফাজ্রের পূর্বের দুই রাক্'আত সলাত কখনো পরিত্যাগ করতেন না। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর এ দু' হাদীসের মধ্যে সমন্বয় বিভিন্নভাবে হতে পারে।

১। যখন তিনি স্বীয় ঘরে সলাত আদায় করতেন তখন দুই রাক্'আত আদায় করতেন।

২। কখনো তিনি দুই রাক্'আত, আবার কখনো চার রাক্'আতের আদায় করতেন।

৩। নাবী ﷺ ঘরে চার রাক্'আত আদায় করার পর মাসজিদে এসে দুই রাক্'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করেছেন। ইবনু 'উমার এটাকেই যুহরের সুন্নাত মনে করেছেন। আর ঘরের চার রাক্'আতকে তিনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পৃথক চার রাক্'আত সলাত মনে করেছেন।

(وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ) 'ইশার পর স্বীয় ঘরে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। হাদীসের এ অংশ দ্বারা হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) দলীল পেশ করেছেন যে, রাতের নাফ্ল সলাত মাসজিদে আদায় করার চাইতে ঘরে আদায় করা উত্তম। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন, মাসজিদে নাফ্ল সলাত

---

[২০২] **সহীহ :** বুখারী ৬১৮, ১১৮১, মুসলিম ৭২৯।

আদায়ের ব্যাপারে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তা মাকরূহ। তবে অধিকাংশ 'আলিমদের মতে কারো ইচ্ছা হলে মাসজিদে নাফ্‌ল সলাত আদায় করতে পারে। এতে কোন ক্ষতি বা সমস্যা নেই। তবে তারা এ বিষয়ে একমত যে, নাফ্‌ল সলাত ঘরে আদায় করাই উত্তম। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন, ফার্‌য সলাত ব্যতীত অন্যান্য সলাত আমার এ মাসজিদে আদায় করার চাইতে ঘরে আদায় করাই উত্তম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করাই উত্তম। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তম বিষয়ও পরিত্যাগ করতে হয় এর চাইতে কোন বড় সমস্যার আশঙ্কায়। অতএব আমার (মুবারকপূরী) দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ে নিয়মিত সুন্নাতগুলো মাসজিদে আদায় করাই উত্তম বিশেষ করে 'আলিমদের জন্য। কেননা লোকজন কোন কিছু গ্রহণ করা ও বর্জন করার ক্ষেত্রে 'আলিমদের অনুসরণ করে থাকে। তাই তারা প্রথম : 'আলিমদের অনুসরণে মাসজিদে সুন্নাত আদায় করা পরিত্যাগ করে। অতঃপর ধর্মীয় বিষয়ে গাফিলতি এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে ধীরে ধীরে সুন্নাত সলাত ত্যাগ করে। সাধারণত তা দেখা যায় তারাবীহ সলাতের ক্ষেত্রে। সাধারণ লোক যখন জানতে পারলো যে, তা শেষ রাতে ঘরে আদায় করাই উত্তম এবং কিছু 'আলিমদেরও দেখতে পেল যে, তারা প্রথম রাতে তা আদায় করে না। ফলে সাধারণ লোকেরা তাদের অনুসরণে প্রথম রাতে আদায় করা পরিত্যাগ করলো এ কথা বলে যে, আমরা তা শেষ রাতে আদায় করবো। কিন্তু তারা তা একেবারেই ছেড়ে দেয়। প্রথম রাতেও আদায় করে না শেষ রাতেও না, অথচ তা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত।

١١٦١ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৬১-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আর সলাতের পর কামরায় পৌঁছার পূর্বে কোন সলাত আদায় করতেন না। কামরায় পৌঁছার পর তিনি দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২০৩]

ব্যাখ্যা : (رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِه) "দুই রাক্'আত স্বীয় বাড়ীতে" এ থেকে উদ্দেশ্য জুমু'আর পরের সুন্নাত সলাত। এতে প্রমাণ পাওয়া যায়, জুমু'আর পরের সুন্নাত দুই রাক্'আত। জুমু'আর পরে সুন্নাত দুই রাক্'আতের প্রবক্তাগণ এ হাদীসটিই দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন।

١١٦٢ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِه فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّيْ لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ.

---

[২০৩] সহীহ : বুখারী ৯৩৭, মুসলিম ৮৮২।

১১৬২-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাফ্ল সলাতের ব্যাপারে 'আয়িশাকে প্রশ্ন করেছি। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আমার ঘরে যুহরের পূর্বে চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। তারপর মাসজিদে যেতেন। সেখানে লোকেদের নিয়ে (জামা'আতে যুহরের ফারয) সলাত আদায় করতেন। তারপর তিনি কামরায় ফিরে আসতেন এবং দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। (ঠিক এভাবে) তিনি লোকদেরকে নিয়ে মাগরিবের সলাত মাসজিদে আদায় করতেন। তারপরে হুজরায় ফিরে এসে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। রাতে তিনি (তাহাজ্জুদের) সলাত কখনো নয় রাক্'আত পড়তেন। এর মাঝে বিত্রের সলাতও শামিল ছিল। আর রাতে তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘ সময় বসে বসে সলাত আদায় করতেন, যে সময় তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতেন? দাঁড়ানো থেকেই রুকূ' সাজদায় চলে যেতেন। আর যখন বসে বসে সলাত আদায় করতেন, বসা থেকেই রুকূ' ও সাজদায় চলে যেতেন। সুবহে সাদিকের সময় ফাজ্রের দু' রাক্'আত সুন্নাত আদায় করে নিতেন। (মুসলিম; আবূ দাঊদ আরো কিছু বেশী শব্দ নকল করেছেন [অর্থাৎ ফাজ্রের দু' রাক্'আত সুন্নাত আদায় করে তিনি মাসজিদে চলে যেতেন। সেখানে লোকজনসহ ফাজ্রের ফারয সলাত আদায় করতেন])[২০৪]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) অতঃপর ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক্'আত সলাত করতেন হাদীসের এ অংশটুকু ঘরে সুন্নাত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল।

(وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِم) যখন তিনি সলাতে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতেন তখন তিনি দাঁড়িয়েই রুকূ' সাজদাহ্ করতেন। অর্থাৎ তিনি দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই রুকূ'তে যেতেন অতঃপর সাজদাহ্ করতেন, রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে বসতেন না।

(وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ) তিনি যখন সলাতে বসে কুরআন পাঠ করতেন তখন তিনি বসেই রুকূ' ও সাজদাহ্ করতেন অর্থাৎ রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে তিনি দাঁড়াতেন না। এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পাঠ করবেন তিনি দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই রুকূ'তে যাবেন আর যিনি বসে কেরআত পাঠ করবেন তিনি বসা অবস্থাতেই রুকূ' ও সাজদাহ্ করবেন।

বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী ﷺ-কে বৃদ্ধ হওয়ার আগে কখনো বসে সলাত আদায় করতে দেখেননি। বৃদ্ধ হওয়ার পর তিনি সলাতে বসে ক্বিরাআত পাঠ করতেন, যখন রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন অতঃপর ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াতের মতো দাঁড়ানো অবস্থায় পাঠ করার পর রুকূ' ও সাজদাহ্ করতেন। দ্বিতীয় রাক্'আতেও তিনি অনুরূপ করতেন। এ হাদীসে এ প্রমাণ মিলে যে, যিনি সলাতে বসে ক্বিরাআত পাঠকরণ তার জন্য রুকূ'র পূর্বে দাঁড়িয়ে ক্বিরাআতের কিছু অংশ পাঠ করা বৈধ। উক্ত দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এই যে, কখনো তিনি প্রথম হাদীসে বর্ণিত অবস্থায় সলাত আদায় করতেন। আবার কখনো দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিতে সলাত আদায় করতেন। অতএব উভয় পদ্ধতিই বৈধ।

١١٦٣ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[২০৪] সহীহ : মুসলিম ৭৩০, আবূ দাঊদ ১২৫১।

১১৬৩-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাফ্ল সলাতের মাঝে ফাজ্রের দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাতের প্রতি যেমন কঠোর যত্ন নিতেন আর কোন সলাতের উপর এত কঠোর ছিলেন না। (বুখারী, মুসলিম)[২০৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, ফাজ্রের দুই রাক্'আত সুন্নাতের মর্যাদা অনেক বেশি। অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় এ দুই রাক্'আত সুন্নাত নিয়মিত আদায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত। এটাও সাব্যস্ত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুক্বীম অথবা মুসাফির কোন অবস্থায়ই এ দুই রাক্'আত সলাত পরিত্যাগ করতেন না। এ হাদীস এও প্রমাণ করে এ দুই রাক্'আত সলাত সুন্নাত, তা ওয়াজিব নয়। জমহূর 'উলামাদের অভিমতও তাই। হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এ দুই রাক্'আত সলাতকে ওয়াজিব মনে করতেন। তবে বক্ষমান হাদীসে বর্ণিত শব্দ (مِنَ النَّوَافِلِ) "নাফ্লের মধ্যে" অংশটুকু হাসান বাসরী (রহঃ)-এর উক্ত অভিমত প্রত্যাখ্যান করে।

١١٦٤ -[٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৬৪-[৬] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : ফাজ্রের দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে বেশী উত্তম। (মুসলিম)[২০৬]

ব্যাখ্যা : (خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) অর্থাৎ এ দুই রাক্'আত সলাতের সাওয়াব সারা দুনিয়া আল্লাহর পথে দান করার সাওয়াবের চাইতে বেশি। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় যে, ফাজ্রের দুই রাক্'আত সুন্নাত বিত্র সলাতের চেয়ে উত্তম। কেননা বিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার সাওয়াব আল্লাহর রাস্তায় লাল উট দান করার সাওয়াবের চেয়ে উত্তম। পক্ষান্তরে ফাজ্রের সুন্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার সাওয়াব সারা দুনিয়ার সব কিছু দান করার সাওয়াবের চেয়ে উত্তম। অতএব বুঝা গেল যে, ফাজ্রের দুই রাক্'আত সুন্নাত বিত্রের সলাতের চেয়ে উত্তম। সঠিক বর্ণনা মতে ইমাম শাফি'ঈর নিকট বিত্র সলাত ফাজ্রের সুন্নাতের চেয়ে উত্তম। কেননা মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) সূত্রে মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে, ফারয সলাতের পর সর্বোত্তম সলাত হল রাতের সলাত। আর বিত্র সলাত রাতের সলাতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এর মর্যাদা অন্যান্য নাফ্লের তুলনায় বেশি।

١١٦٥ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৬৫-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মাগরিবের ফারয সলাতের পূর্বে তোমরা দু' রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় কর। মাগরিবের ফারয সলাতের পূর্বে তোমরা দু' রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় কর। তৃতীয়বার তিনি বলেছেন, "যিনি ইচ্ছা করেন" (তিনি

---

[২০৫] **সহীহ :** বুখারী ১১৬৩, মুসলিম ৭২৪।

[২০৬] **সহীহ :** মুসলিম ৭২৫।

তা পড়বেন)। বর্ণনাকারী বলেন : তৃতীয়বার তিনি এ কথাটি এ আশংকায় বললেন যাতে মানুষ একে সুন্নাত না করে ফেলে। (বুখারী, মুসলিম)[২০৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সলাতের পূর্বে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল। সহাবা ও তাবি'ঈদের একদল 'আলিম এবং পরবর্তী যুগে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব এবং আহলুল হাদীসগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। আর এটিই সঠিক। যারা বলেন, হাদীসটি মানসূখ তথা এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে তাদের কথার কোন দলীল নেই।

(كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً) যাতে মানুষ এটিকে সুন্নাত না মনে করে তথা নিয়মিত সুন্নাত বানিয়ে না নেয় এজন্য তিনি তৃতীয়বারের পর বললেন «لِمَنْ شَاءَ» যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে যেন তা আদায় করে। এর দ্বারা মুস্তাহাব হওয়াকে রহিত করা হয়নি। কেননা এটা অসম্ভব যে, যা মুস্তাহাব নয় নাবী ﷺ তার আদেশ করবেন। বরং হাদীসটি মুস্তাহাব হওয়ার শক্তিশালী দলীল।

হানাফীগণ এ দু' রাক্'আত সলাত মুস্তাহাব না হওয়ার অভিমত পোষণ করেন। বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ মনে করেন। এজন্য তারা আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

তাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে এ দুই রাক্'আত সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর যুগে আমি কাউকে এ দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতে দেখিনি। এর সানাদ হাসান। তবে যা প্রকাশমান তা হল এটি একটি সন্দেহযুক্ত হাদীস। কেননা বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য গ্রন্থে আনাস এবং 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ-এর যুগে তার উপস্থিতিতে সহাবীগণ মাগরিবের আযানের পর ইক্বামাতের পূর্বে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) স্বয়ং এ সলাত আদায় করতেন এবং তা আদায় করার আদেশ করতেন। আনাস, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ, উবাই ইবনু কা'ব, আবূ আইয়ূব আল আনসারী, আবুদ্ দারদা, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, আবূ মূসা আল আশ্'আরী ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) প্রমুখগণ নাবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পরও এ সলাত আদায় করতেন। অতএব তা মুস্তাহাব হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ পোষণ করা যায় না।

١١٦٦ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي أُخْرٰى لَه قَالَ: «إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

১১৬৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের যে লোক জুমু'আর (ফারয সলাতের) পর সলাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক্'আত সলাত আদায় করে নেয়। (মুসলিম)

আর মুসলিমেরই অন্য এক সূত্রে আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন জুমু'আর [ফারয] সলাত আদায় করবে সে যেন এরপর চার রাক্'আত সুন্নাত সলাত আদায় করে নেয়।[২০৮]

---

[২০৭] **সহীহ :** বুখারীর ১১৮৩, আবূ দাউদ ১২৮১।

[২০৮] **সহীহ :** মুসলিম ৮৮১।

ব্যাখ্যা : (فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا) সে যেন চার রাক্'আত সলাত আদায় করে। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, জুমু'আর সলাতের পর সুন্নাত সলাত চার রাক্'আত। পূর্বে ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) জুমু'আর সলাতের পর স্বীয় ঘরে প্রত্যাবর্তন করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, জুমু'আর সলাতের পর সুন্নাত সলাত দুই রাক্'আত। ইসহাক্ব ইবনু রাহ্ওয়াইহি বলেন, যদি জুমু'আর সলাতের পর মাসজিদে সলাত আদায় করে তাহলে চার রাক্'আত আদায় করবে। আর যদি ঘরে যেয়ে সলাত আদায় করে তাহেল দুই রাক্'আত আদায় করবে। ইবনু তায়মিয়্যাহ্ এবং ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) প্রমুখগণের অভিমতও তাই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٦٧ -[٩] عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

১১৬৭-[৯] উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক যুহরের (ফার্য সলাতের) পূর্বে চার রাক্'আত, এরপর চার রাক্'আত সলাত আদায় করে। আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[২০৯]

ব্যাখ্যা : (وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا) তার পরে অর্থাৎ যুহরের পরে চার রাক্'আত সলাত আদায় করে। কারী বলেন, তন্মধ্যে দুই রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আর দুই রাক্'আত মুস্তাহাব। অতএব তা দুই সালামে আদায় করাই উত্তম।

(حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ) আল্লাহ তাকে আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। সিন্দী বলেন, এর প্রকাশমান অর্থ হলো সে জাহান্নামে প্রবেশই করবে না। এও বলা হয়ে থাকে যে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। তবে এ পরবর্তী অর্থটি অবান্তর। বরং বলা যায় যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত উক্ত সলাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কল্যাণমূলক কাজ করার তাওফীক দান করবেন এবং তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١١٦٨ -[١٠] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

১১৬৮-[১০] আবূ আইয়ূব আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যুহরের (ফার্য) সলাতের পূর্বের চার রাক্'আত সলাত, যার মাঝে সালাম ফিরানো হয় না, সলাতের জন্যে (তা আদায়কারীর জন্যে) আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[২১০]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ) তার মাঝে সালাম নেই। অর্থাৎ চার রাক্'আতের মাঝে কোন সালাম নেই বরং তা এক সালামে আদায় করা হবে। আল ক্বারী বলেন, এটাই উত্তম। যারা বলেন, দিনের বেলায়

---

[২০৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১২৬৯, আত্ তিরমিযী ৪২৮, নাসায়ী ১৮১৬, ইবনু মাজাহ্ ১১৬০, সহীহ আল জামি' ৬১৯৫।

[২১০] **হাসান লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ১২৭০, সহীহ আত্ তারগীব ৫৮৫, সহীহ আল জামি' ৮৮৫, ইবনু মাজাহ্ ১১৫৮ নং এ মর্মে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম বর্ণিত হয়েছে।

চার রাক্'আত সুন্নাত এক সালামে আদায় করার বিধান এ হাদীসটি তাদের দলীল। তবে এখানে এ কথা বলার ও সুযোগ রয়েছে যে, চার রাক্'আত বিশিষ্ট সুন্নাত সলাতের মাঝে দু' রাক্'আত আদায় করার পর সালাম ফেরানো ওয়াজিব নয়। কেননা আবূ দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, দিনের ও রাতের সলাত দুই দুই রাক্'আত করে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের অভিমত এটাই।

ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ যুহরের পূর্বে সূর্য ঢলে যাবার পরে চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন, সালাম দ্বারা তা পৃথক করতেন না। অর্থাৎ দুই রাক্'আতের পর সালাম ফিরাতেন না। এটাকে সুন্নাতে যাওয়াল (সূর্য ঢলার সলাত) বলা হয়। তা যুহরের সুন্নাত নয়।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম বলেন, এটি একটি পৃথক সলাত যা নাবী ﷺ সূর্য ঢলার পর আদায় করতেন। এর হিকমাত এই যে, (আল্লাহ অধিক জানেন) দিনের অর্ধভাগে আকাশের দরজা খোলা হয় যেমন অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর রাতের অর্ধভাগে মহান আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। অতএব এ দু'টি সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও তাঁর দয়া অর্জনের সময়।

١١٦٩ -[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৬৯-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পর যুহরের সলাতের পূর্বে চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, এটা এমন এক সময় যখন (নেক 'আমাল উপরের দিকে যাওয়ার জন্যে) আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। তাই এ মুহূর্তে আমার নেক 'আমালগুলো উপরের দিকে চলে যাক এটা আমি চাই। (তিরমিযী)[২১১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামা ইরাক্বী বলেন, এ চার রাক্'আত সলাত যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত ভিন্ন অন্য সলাত। এ সলাতকে সুন্নাতে যাওয়াল বলা হয়।

(سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ) এ সময়ে আকাশের দরজা খোলা হয়। অর্থাৎ সৎ 'আমাল আল্লাহর দরবারে পৌঁছানোর জন্য এবং রহমাত নাযিলের জন্য এ সময়ে আকাশের দরজা খোলা হয়। তবে এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, যে সকল মালাক (ফেরেশতা) আল্লাহর দরবারে 'আমাল পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত তারা তো শুধুমাত্র 'আস্‌রের পরে এবং ফাজ্‌রের পরে আল্লাহর দারবারে 'আমাল নিয়ে আরোহণ করেন। তাহলে এ সময়ে আল্লাহর দরবারে 'আমাল পৌঁছে কিভাবে। এর জবাব এই যে, (صعود) তথা আরোহণ দ্বারা কোন কোন সময় কবূল তথা গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়। এখানে 'আমাল পৌঁছানোর অর্থ হলো 'আমাল কবূল করা হয়।

١١٧٠ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

---

[২১১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪৭৮, সহীহ আত্ তারগীব ৫৮৭।

১১৭০-[১২] ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকের ওপর রহ্‌মাত বর্ষণ করেন, যে লোক 'আস্‌রের (ফার্‌য সলাতের) পূর্বে চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করে। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)[২১২]

ব্যাখ্যা : (صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا) অর্থাৎ 'আস্‌রের পূর্বে চার রাক্‌'আত নাফ্‌ল সলাত আদায় করে যা আদায় করা মুস্তাহাব সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ্‌ নয়। ইমাম নাবাবী মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, আমাদের সাথীদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, এ চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। যারা এ চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন তাদের মাঝে 'আলী অন্যতম। ইবরাহীম নাখ্‌'ঈ বলেন, সহাবীগণ এ চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন। তবে তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্‌ মনে করতেন না। যারা 'আস্‌রের পূর্বে সলাত আদায় করতেন না তাদের মধ্যে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান বাসরী, সা'ঈদ ইবনু মানসূর ক্বায়স ইবনু আবী হাযিম ও আবুল আহ্‌ওয়াস অন্যতম।

١١٧١ - [١٣] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১১৭১-[১৩] 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 'আস্‌রের সলাতের (ফার্‌যের) পূর্বে চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন। এ চার রাক্‌'আতের মধ্যখানে সালাম ফিরানোর দ্বারা নিকটবর্তী মালাক (ফেরেশ্‌তা) এবং তাদের অনুসারী মুসলিম ও মু'মিনীনদের মাঝে পার্থক্য করতেন। (তিরমিযী)[২১৩]

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসের ন্যায় এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, 'আস্‌রের পূর্বে চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। পরবর্তী হাদীস যাতে বলা হয়েছে যে, নাবী 'আস্‌রের পূর্বে দুই রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন এবং অত্র হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা উভয় হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য যে, নাবী কখনো চার রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন, আবার কখনো দুই রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন।

(يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ) অর্থাৎ প্রথম দুই রাক্‌'আত এবং শেষের দুই রাক্‌'আতের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য বা ব্যবধান সৃষ্টি করতেন। এখানে সালাম দ্বারা তাশাহ্‌হুদ পাঠ উদ্দেশ্য। সালাম ফেরানো উদ্দেশ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইসহাক্ব ইবনু রাহ্‌ওয়াইহি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম বাগাভী বলেন, অত্র হাদীসে তাসলীম দ্বারা তাশাহ্‌হুদ উদ্দেশ্য। তবে কারো কারো মতে তাসলীম দ্বারা সালাম ফেরানো। এটা তাদের অভিমত যারা বলেন যে, রাতের ও দিনের সলাত দুই দুই রাক্‌'আত।

١١٧٢ - [١٤] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قبل الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১১৭২-[১৪] 'আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ 'আস্‌রের পূর্বে দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন। (আবূ দাউদ)[২১৪]

١١٧٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ

---

[২১২] **হাসান :** আবূ দাউদ ১২৭১, আত্ তিরমিযী ৪৩০, আহমাদ ৫৯৮০, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৯৩, ইবনু হিব্বান ২৪৫৩, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪১৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ৫৮৮, সহীহ আল জামি' ৩৪৯৩।

[২১৩] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৪২৯।

[২১৪] **শায :** আর «أربع ركعات» শব্দে মাহফূয; আবূ দাউদ ১২৭২।

غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا

১১৭৩-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক মাগরিবের সলাতের পর ছয় রাক্'আত সলাত আদায় করবে এবং এর মধ্যখানে কোন অশালীন কথাবার্তা বলবে না। তাহলে এ (ছয়) রাক্'আতের সাওয়াব তার জন্যে বারো বছরের 'ইবাদাতের সাওয়াবের পরিমাণ হয়ে যাবে। (তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ এ হাদীস 'উমার ইবনু খাস্'আম-এর সূত্র ছাড়া আর কোন সূত্রে জানা যায়নি। আর আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, 'উমার ইবনুল খাস'আম মুনকারুল হাদীস। তাছাড়াও তিনি হাদীসটিকে যথেষ্ট য'ঈফ বলেছেন।)[২১৫]

ব্যাখ্যা : (سِتَّ رَكَعَاتٍ) ছয় রাক্'আত তন্মধ্যে দুই রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ অথবা পৃথক ছয় রাক্'আত।

(لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ) অর্থাৎ ঐ সলাত আদায়কালে কোন খারাপ কথা না বলে অথবা এমন কথা না বলে যা খারাপের দিকে ধাবিত করে। ইমাম বুখারী বলেন, অত্র হাদীস বর্ণনাকারী 'উমার মুনকারুল হাদীস। ইবনু 'আদী বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস।

١١٧٤ - [١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

১১৭৪-[১৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : যে লোক মাগরিবের সলাত শেষের পর বিশ রাক্'আত সলাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি বাড়ী বানাবেন। (তিরমিযী)[২১৬]

ব্যাখ্যা : মুনযিরী বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়া'কূব ইবনু ওয়ালীদ আল মাদায়িনীকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক বলে মন্তব্য করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ তার পিতা আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বড় মিথ্যুক। জাল হাদীস রচনা করতেন। পূর্বে বর্ণিত ১১৮০ নং হাদীস এবং অত্র হাদীস উভয়টিই অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করলাম। যখন তিনি সলাত শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে থাকলেন এমনকি 'ইশার সলাত আদায় করে মাসজিদ থেকে বের হলেন, ইমাম শাওকানী এ হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে মাগরিবের সলাত আদায় করার পর অধিক পরিমাণে নাফ্ল সলাত আদায় করা বিধি সম্মত। যদিও এ সম্পর্কে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল তবুও সবগুলো মিলে দলীল হওয়ার যোগ্য বিশেষভাবে ফাযীলাতের ক্ষেত্রে।

---

[২১৫] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ৪৩৫, ইবনু মাজাহ্ ১১৬৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৩১, য'ঈফ আল জামি' ৫৬৬১, সিলসিলাহ্ আয় য'ঈফাহ্ ৪৩৯। কারণ এর সানাদের রাবী 'উমার ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ খায়সাম-কে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন। তার বর্ণিত দু'টি মুনকার হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে এটি একটি।

[২১৬] **মাওযূ' :** আত্ তিরমিযী ৪৩৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৩২, য'ঈফ আল জামি' ৫৬৬২, য'ঈফাহ্ ৪৬৭। কারণ এর সানাদে ইয়া'কূব ইবনু ওয়ালীদ সর্বসম্মতক্রমে দুর্বল রাবী। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাকে বড় মিথ্যুক বলে অবহিত করেছেন। ইমাম ইবনু মা'ঈন এবং আবূ হাতিম (রহঃ)-ও তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

١١٧٥ - [١٧] وَعَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৭৫-[১৭] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সময়ই 'ইশার সলাত আদায় করে আমার নিকট আসতেন, চার অথবা ছয় রাক্'আত সুন্নাত সলাত অবশ্যই আদায় করতেন। (আবূ দাউদ)[২১৭]

ব্যাখ্যা : (صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন অর্থাৎ দুই রাক্'আত সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ্, আর দুই রাক্'আত নাফ্ল। ইমাম যুরক্বানী মাওয়াহিব এর ভাষ্য গ্রন্থে বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন 'ইশার সলাত আদায় করে আমার ঘরে আসতেন তখন কখনো চার রাক্'আত আবার কখনো ছয় রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের নিয়ে 'ইশার সলাত আদায় অন্তে আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'ইশার সলাতের পর কখনো দুই কখনো চার আবার কখনো ছয় রাক্'আত সলাত আদায় করতেন সুযোগ অনুযায়ী।

١١٧٦ - [١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

১১৭৬-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : *'ইদবা-রুন নুজূম'*, দ্বারা ফাজ্‌রের পূর্বে দু' রাক্'আত সলাত ও *'ইদ্‌বারুস সুজূদ'* দ্বারা মাগরিবের ফার্‌য সলাতের পরের দু' রাক্'আত সলাত বুঝানো হয়েছে। (তিরমিযী)[২১৮]

ব্যাখ্যা : (الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ) ফাজ্‌রের পূর্বে দুই রাক্'আত অর্থাৎ ফাজ্‌রের ফার্‌য সলাতের পূর্বে দুই রাক্'আত সুন্নাত। অনুরূপ (الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ) মাগরিবের ফার্‌যের পর দুই রাক্'আত সুন্নাত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٧٧ - [١٩] عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحَرِ. وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ﴾ [النحل١٦: ٤٨]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

---

[২১৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৩০৩, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪১৮৭। কারণ এর সানাদে মুক্বাতিল ইবনু বাশীর একজন অপরিচিত রাবী।

[২১৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩২৭৫, য'ঈফাহ্ ২১৭৮, য'ঈফ আল জামি' ২৪৮। কারণ এর সানাদে রিশদীন ইবনু কুরায়ব সর্বসম্মতক্রমে একজন দুর্বল রাবী।

১১৭৭-[১৯] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যুহরের পূর্বে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর চার রাক্'আত সলাত, তাহাজ্জুদের চার রাক্'আত সলাত আদায় করার সমান। আর এ সময় সকল জিনিস আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার ঘোষণা করে। তারপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পড়লেন, "সকল জিনিসের ছায়া ডান দিক ও বাম দিক হতে আল্লাহ তা'আলার জন্যে সাজদাহ্ করে ঝুঁকে থাকে। আর এরা সবই বিনয়ী"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৪৮)। (তিরমিযী, বায়হাক্বী ফী শু'আবুল ঈমান)[২১৯]

ব্যাখ্যা : (تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحَرِ) শেষ রাতের অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অনুরূপ সংখ্যক সলাতের মর্যাদার সমান গণ্য করা হয়। কোন কোন মাশায়েখ বলেন, এর হিকমাত এই যে, এ দু'টি সময় রহমাত নাযিল হওয়ার সময়। দিনের অর্ধকালে সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং 'ইবাদাত কবূল করা হয়। রাতের অর্ধকাল অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ভোর রাত পর্যন্ত রহমাত নাযিল হয়। অতএব এ দু'টি সময়ে রহমাত নাযিল হওয়ার মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য রয়েছে। অনুরূপ এ দু'সময়ের সলাতের মধ্যেও সামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে উভয় সময়ই একটি আরেকটির সমমর্যাদার। তাই এ দু'ওয়াক্তের সলাত ও সমমর্যাদার অধিকারী।

١١٧٨ ـ[٢٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

১১৭৮-[২০] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট (অর্থাৎ হুজরায়) কোন দিন 'আস্‌রের পরে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা ছেড়ে দেননি। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারীর এক সানাদের ভাষা হলো, তিনি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন : ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি রসূলের রূহপাক কবজ করেছেন। তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ দু' রাক্'আত সলাত ছেড়ে দেননি।[২২০]

ব্যাখ্যা : আমার নিকটে এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'আস্‌রের পরে দু' রাক্'আত সলাত পরিত্যাগ করেননি অর্থাৎ 'আবদুল ক্বায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর যখন। তিনি ব্যস্ততার কারণে যুহরের পরে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে না পারার ফলে 'আস্‌রের সলাত আদায় করার পর তা আদায় করেন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ সলাত তিনি আর পরিত্যাগ করেননি বরং তা অব্যাহতভাবে আদায় করতে থাকেন। যেমনটি পূর্বে উম্মু সালামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

নাসায়ীতে উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে মাত্র একবার 'আস্‌রের পর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন। নাসায়ীতে আরেক বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাকে এর আগে ও পরে এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে দেখিনি। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, এ হাদীস ও উম্মু সালামার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এই যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সলাত স্বীয় ঘরে ('আয়িশার নিকট) ব্যতীত আদায় করেননি। এজন্যই ইবনু 'আব্বাস এবং উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা তা অবহিত ছিলেন না। আর ইমাম শাওকানী সমন্বয়

---

[২১৯] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ৩১২৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩২৬, য'ঈফ আল জামি' ৭৫৪। কারণ এর সানাদে 'আলী ইবনু 'আসিম তার খারাপ মুখস্থশক্তি এবং ভুলের উপর অটল থাকার কারণে দুর্বল। তার শিক্ষক ইয়াহ্ইয়া আল বাক্কা-ও দুর্বল রাবী।

[২২০] সহীহ : বুখারী ৫৯১, মুসলিম ৮৩৫, বুখারী ৫৯০।

করেছেন এভাবে যে, এ দু' রাক্'আত সলাত নাবী ﷺ মাসজিদে আদায় না করে ঘরে আদায় করেছেন ফলে অন্যরা তা অবহিত ছিলেন না।

যারা বলেন 'আস্রের পর নাফ্ল সলাত ক্বাযা আদায় করা যায় এ হাদীসটি তাদের দলীল। আর যারা বলেন, 'আস্রের পর তা ক্বাযা করা যায় না তারা বলেন, এটি নাবী ﷺ-এর জন্য খাস। তবে এর জবাবে বলা হয় যে, অব্যাহতভাবে তা আদায় করাটা নাবী ﷺ-এর জন্য খাস। ক্বাযা আদায় করা তাঁর জন্য খাস নয় বরং তা সবার জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

١١٧٩ -[٢١] وَعَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلٰى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّيْ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهٗ: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৭৯-[২১] মুখতার ইবনু ফুলফুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه-কে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আস্রের পর নাফ্ল সলাতের ব্যাপারে। তিনি (উত্তরে) বললেন। 'উমার رضي الله عنه 'আস্রের পর নাফ্ল সলাত আদায়কারীদের হাতের উপর প্রহার করতেন। আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মাগরিবের সলাতের (ফার্যের) পূর্বে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতাম। (এ কথা শুনে) আমি আনাসকে প্রশ্ন করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ-ও কি এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদায় করতে দেখতেন। কিন্তু আদায় করতে বলতেন না। আবার বাধাও দিতেন না। (মুসলিম)[২২১]

ব্যাখ্যা : যারা 'আস্রের সলাতের জন্য ইহ্রাম বাঁধতেন 'উমার رضي الله عنه তাদের হাতে প্রহার করতেন। অর্থাৎ 'উমার رضي الله عنه 'আস্রের ফার্য সলাত আদায় করার পর নাফ্ল সলাত আদায় করতে বাধা প্রদান করতেন। এ রকম আরো অনেক হাদীস রয়েছে যাতে 'উমার رضي الله عنه কর্তৃক 'আস্রের পর সলাত কারীদের প্রহার করার কথা সাব্যস্ত আছে। আর হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, 'আস্রের পর নাফ্ল সলাত আদায় করা বৈধ নয়।

(كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا) তিনি আমাদেরকে (মাগরিবের আযানের পর) এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে দেখতেন কিন্তু তিনি আমাদের তা আদায় করার আদেশ দিতেন না অর্থাৎ যিনি তা আদায় না করতেন তাকে তা আদায় করার আদেশ দিতেন না। আর তিনি আমাদেরকে নিষেধও করতেন না। অর্থাৎ যিনি তা আদায় করতেন তাকে তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন না। নাবী ﷺ-এর এ নিষেধ না করা প্রমাণ করে যে, মাগরিবের আযানের পর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা মাকরূহ নয়। বরং রসূল ﷺ থেকে এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা সম্পর্কিত হাদীস প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

١١٨٠ -[٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[২২১] **সহীহ :** মুসলিম ৮৩৬।

১১৮০-[২২] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাদীনায় ছিলাম। (এ সময়ে অবস্থা এমন ছিল যে, মুয়াযযিন মাগরিবের আযান দিলে (কোন কোন সহাবা ও তাবি'ঈ) মাসজিদের খুঁটির দিকে দৌড়াতেন আর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতে আরম্ভ করতেন। এমনকি কোন মুসাফির লোক মাসজিদে এসে অনেক লোককে একা একা সলাত আদায় করতে দেখে মনে করতেন (ফারয) সলাত বুঝি সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর লোকেরা এখন সুন্নাত পড়ছে। (মুসলিম)[222]

ব্যাখ্যা : ইমাম কুরতুবী বলেন, এ হাদীসের প্রকাশমান শিক্ষা এই যে, মাগরিবের আযানের পর মাগরিবের ফারয সলাতের পূর্বে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা এমন একটি বিষয় যা আদায় করতে নাবী (সাঃ) তার সহাবীদের অনুমতি দিয়েছেন। ফলে তারা তা আদায় করেছেন এবং তা আদায় করতে দ্রুত ধাবমান হতেন। অতএব তা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। নাবী (সাঃ) তা আদায় না করাটা মুস্তাহাব না হওয়া বুঝায় না বরং তা নিয়মিত সুন্নাত নয় তাই বুঝায়।

١١٨١ -[٢٣] وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৮১-[২৩] মারসাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার 'উক্ববাহ্ আল জুহানী (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম। আমি কি আপনাকে আবূ তামীম আদ্ দারীর (তাবি'ঈ) একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনাব না? তিনি (আবূ তামীম আদ্ দারী) মাগরিবের সলাতের পূর্বে দু' রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় করেন। তখন 'উক্ববাহ্ বললেন, এ সলাত তো আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যামানায় আদায় করতাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে এ সলাত এখন আদায় করতে আপনাদেরকে বাধা দিচ্ছে কে? জবাবে তিনি বললেন (দুনিয়ার) কর্মব্যস্ততায়। (বুখারী)[223]

ব্যাখ্যা : (كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) আমরা তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে আদায় করতাম। অর্থাৎ তাঁর সময়ে তাঁর উপস্থিতিতে আমরা এ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতাম। এ হাদীসটি মাগরিবের পূর্বে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা বিধিসম্মত হওয়ার একটি দলীল। এ হাদীস আবূ বাক্র ইবনুল 'আরাবীর এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে যে, সহাবীদের পরে আর কেউ এ সলাত আদায় করতেন না। কেননা আবূ তামীম 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক প্রখ্যাত তাবি'ঈ। যিনি তার উপনাম আবূ তামীম হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তিনি এ দু' রাক্'আত আদায় করতেন।

١١٨٢ -[٢٤] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتٰى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلّٰى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ: «هٰذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».

১১৮২-[২৪] কা'ব ইবনু 'উজ্রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) (আনসার গোত্র) বানী 'আবদুল আশহাল-এর মাসজিদে আসলেন এবং এখানে মাগরিবের সলাত আদায় করেছেন। সলাত সমাপ্ত

---

[222] **সহীহ :** মুসলিম ৮৩৭, বুখারী ৬৮২।
[223] **সহীহ :** বুখারী ১১৮৪।

করার পর তিনি (ﷺ) কিছু মানুষকে নাফ্‌ল সলাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি বললেন এসব (নাফ্‌ল) সলাত বাড়িতে পড়ার জন্যে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক সূত্রে পাওয়া যায়, লোকেরা ফারয সলাত আদায় করার পর নাফ্‌ল সলাত আদায়ের জন্যে দাঁড়ালে নাবী ﷺ বললেন, 'এসব সলাত তোমাদের বাড়ীতে আদায় করা উচিত'।)[224]

ব্যাখ্যা : «هٰذِهٖ صَلَاةُ الْبُيُوْتِ» এটি তো বাড়ীর সলাত। অর্থাৎ এ সলাত বাড়ীতে আদায় করাই উত্তম মাসজিদে আদায় করার চাইতে। আল ক্বারী বলেন, এ সলাত বাড়ীতে আদায় করা তার জন্য উত্তম যিনি ফারয সলাত করার পর বাড়ীতে চলে যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন। যিনি ফারয সলাতের পর বাড়ীতে না যেয়ে মাসজিদে অবস্থান করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন তিনি মাসজিদেই তা আদায় করবেন। আর সর্বসম্মতিক্রমে তা মাকরূহ নয়।

«عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ» তোমাদের উচিত এ সলাত ঘরে আদায় করা এতে উত্তম ও আফযাল কাজের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তা ঘরে আদায় করা ওয়াজিব নয়।

١١٨٣ -[٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১১৮৩-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সলাতের শেষে (সুন্নাতের) দু' রাক্'আত সলাতে এত বড় ক্বিরাআত পড়তেন যে, লোকেরা তাদের সলাত শেষ করে (বাড়ী) চলে যেতেন। (আবূ দাউদ)[225]

ব্যাখ্যা : (يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ) রসূল ﷺ মাগরিবের ফারয সলাতের পর দু' রাক্'আত সলাতে ক্বিরাআত দীর্ঘ করতেন। অর্থাৎ কখনো কখনো এরূপ করতেন। কেননা ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (ﷺ) এ সলাতে সূরাহ্ কাফিরূন ও সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করতেন। অতএব বুঝা গেল যে, এ দীর্ঘ করা সার্বক্ষণিক নয়।

(حَتّٰى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ) এমনকি মাসজিদের লোকজন তাদের সলাত শেষ করে চলে যেতেন। এতে বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ এ সলাত মাসজিদেও আদায় করতেন। অর্থাৎ এ সলাত মাসজিদে আদায় করাও বৈধতা বুঝানোর জন্য তিনি (ﷺ) কখনো কখনো এ সলাত মাসজিদেই আদায় করতেন।

١١٨٤ -[٢٦] وَعَنْ مَكْحُولٍ يَبْلُغُ بِهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهٗ فِي عِلِّيِّيْنَ». مُرْسَلًا

১১৮৪-[২৬] মাকহূল (রহঃ) এ হাদীসটির বর্ণনা রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে লোক মাগরিবের সলাত আদায় করার পর কথাবার্তা বলার আগে দু' রাক্'আত। আর এক বর্ণনায় আছে, চার রাক্'আত সলাত আদায় করবে, তার সলাত 'ইল্লীয়্যিনে পৌঁছে দেয়া হয়। (হাদীসটি মুরসাল)[226]

---

[224] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৩০০, আত্ তিরমিযী ৬০৪, নাসায়ী ১৬০০, ইবনু খুযায়মাহ্ ১২০১, সহীহ আল জামি' ৭০১০।

[225] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৩০১, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩০৪২। কারণ এর সানাদে ইয়া'কূব ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং জা'ফার ইবনু আল মুগীরাহ্ শক্তিশালী রাবী নয়।

[226] **য'ঈফ :** ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৯৩৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৩৫। কারণ হাদীসটি মুরসাল তথা মুরসালুত্ তাবি'ঈ।

ব্যাখ্যা : (مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ) যে ব্যক্তি মাগরিবের ফারয সলাত আদায় করার পর দুনিয়াবী কোন কথাবার্তা না বলে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে, অর্থাৎ মাগরিবের পরবর্তী সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ্ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে।

(وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) অন্য বর্ণনায় চার রাক্'আতের কথা উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে দুই রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আর দুই রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় করে তার সলাত কবূল করা হয় এবং তার মর্যাদাও অনেক। হাদীসটি মুরসাল। কেননা মাকহূল তাবি'ঈ। তিনি হাদীস বর্ণনায় কোন সহাবীর উল্লেখ করেননি। ইবনু হাজার বলেন, এ রকম মুরসাল কোন ক্ষতির কারণ নয়। কেননা মুরসাল হাদীসের হুকুম সেই য'ঈফ হাদীসের মতো যার দুর্বলতা খুব বেশি মারাত্মক নয়। ফাযীলাতের ক্ষেত্রে এরূপ দুর্বল ও মুরসাল হাদীস 'আমালযোগ্য।

١١٨٥ -[٢٧] وَعَن حُذَيْفَة نَحْوَهُ وَزَادَ فَكَانَ يَقُولُ: «عَجِّلُوا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ» رَوَاهُمَا رَزِينٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الزِّيَادَةَ عَنْهُ نَحْوَهَا فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১১৮৫-[২৭] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকেও এভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিবরণে এ শব্দগুলোও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করতেন : তোমরা মাগরিবের পরে দু' রাক্'আত (সুন্নাত) দ্রুত পড়ে নাও। এজন্য যে, এ দু' রাক্'আত সলাতও ফারয সলাতের সঙ্গে উপরে (অর্থাৎ 'ইল্লীয়্যিনে) পৌঁছে দেয়া হয়। এ উভয় হাদীসই রযীন বর্ণনা করেছেন, বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানেও এমনই বর্ণিত আছে।[২২৭]

ব্যাখ্যা : (عَجِّلُوا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ) তোমরা মাগরিবের পর দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাত দ্রুত আদায় কর। এ দ্রুত বলতে বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি সলাতে প্রবেশ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অথবা দ্রুত বলতে সলাতে ক্বিরাআত খাটো করে সলাত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার এ দু'টোও উদ্দেশ্য হতে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু নাস্র বলেন, এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়।

١١٨٦ -[٢٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذٰلِكَ أَنْ لَا نُوصِلَ بِصَلَاةٍ حَتّٰى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسلم

১১৮৬-[২৮] 'আম্র ইবনু 'আত্বা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নাফি' ইবনু যুবায়র (রহঃ) তাঁকে সায়িব (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেন ঐসব জিনিস তাঁকে প্রশ্ন করেন যেসব জিনিস তাকে সলাতে আদায় করতে দেখে মু'আবিয়াহ্ তা করতে বারণ করেছেন। [তাই 'আম্র (রহঃ) সায়িব (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তার থেকে এসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন।] তিনি বললেন, হ্যাঁ, একবার আমি 'আমীরে মু'আবিয়ার সঙ্গে মাক্সূরায় জুমু'আর সলাত আদায় করেছি। ইমাম সালাম ফিরাবার পর আমি (ফারয পড়ার স্থানেই) দাঁড়িয়ে গেলাম ও সুন্নাত সলাত আদায় করতে শুরু করলাম। ('আমীরে মু'আবিয়াহ্ সলাত শেষ করে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন)। যাওয়ার সময় তিনি এক লোককে, আমাকে বলার জন্যে বলে পাঠালেন যে, ঐ সময় (জুমু'আহ্ আদায়ের সময়) তুমি যা করেছ ভবিষ্যতে তুমি যেন তা

---

[২২৭] য'ঈফ জিদ্দান : শু'আবুল ঈমান ২৮০৪, য'ঈফ আল জামি' ৩৬৮৬। কারণ এর সানাদে আবূ সালিহ একজন দুর্বল রাবী।

না করো। যখন তুমি জুমু'আর সলাত আদায় করবে তখন ফার্‌য সলাতকে আর কোন সলাতের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে না, যে পর্যন্ত না তুমি কোন কথাবার্তা বলো অথবা (মাসজিদ থেকে) বের হয়ে যাও। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন এক সলাতকে আর সলাতের সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কথাবার্তা বলি অথবা মাসজিদ থেকে বের হয়ে না যাই। (মুসলিম)[২২৮]

ব্যাখ্যা : (لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ) তুমি যা করেছ পুনরায় আর তা করবে না। অর্থাৎ যেখানে ফার্‌য সলাত আদায় করেছ সেখান থেকে সরে না গিয়ে অথবা অন্যের সাথে কথাবার্তা না বলে সেখানে সুন্নাত সলাত আদায় করবে না। (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ) যখন জুমু'আর সলাত আদায় কর। এখানে জুমু'আর উল্লেখ একটি উদাহরণ অন্যান্য ফার্‌য সলাত ও জুমু'আর সলাতের মতই।

হাদীসের শিক্ষা : ফার্‌য সলাত আদায় করার পর সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সুন্নাত ও নাফ্‌ল সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। সর্বোত্তম হল ঘরে গিয়ে তা আদায় করা। আর মাসজিদে তা আদায় করলে ফার্‌য সলাত আদায়ের স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র তা আদায় করা।

(حَتّٰى تَكَلَّمَ) যতক্ষণ কথা না বলবে। এ থেকে জানা যায় যে ফার্‌য ও নাফ্‌ল সলাতের মাঝে কথা বলার মাধ্যমেও দু'সলাতের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। তবে স্থান পরিবর্তন করা অধিক উত্তম।

١١٨٧ ـ[٢٩] وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّيْ أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهٗ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهٗ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ أَرْبَعًا.

১১৮৭-[২৯] 'আত্বা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মাক্কায় জুমু'আর সলাত আদায় করতেন (তখন জুমু'আর ফার্‌য সলাত শেষ হবার পর) একটু সামনে এগিয়ে যেতেন এবং দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। এরপর আবার সামনে এগিয়ে যেতেন ও চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। আর তিনি যখন মাদীনাতে ছিলেন, জুমু'আর সলাতের ফার্‌য আদায় করে নিজের বাড়ীতে চলে যেতেন। ঘরে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন, মাসজিদে (ফার্‌য সলাত ব্যতীত কোন) সলাত আদায় করতেন না। এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করতেন।

আবূ দাউদ, আর তিরমিযীর বর্ণনার ভাষা হলো, 'আত্বা বললেন, আমি ইবনু 'উমারকে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর পরে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে আবার চার রাক্'আত আদায় করতেন।[২২৯]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُه) রসূল ﷺ এমনটি করতেন। তার অনুসরণে আমিও তাই করি। এ হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, নাবী ﷺ জুমু'আর পরে সুন্নাত সলাতে মাক্কায় এবং মাদীনাতে পার্থক্য করতেন। তিনি (ﷺ) মাক্কাতে জুমু'আর পরে মাসজিদে ছয় রাক্'আত সুন্নাত আদায় করতেন। আর মাদীনাতে জুমু'আর পরে । তিনি মাসজিদে সলাত আদায় না করে স্বীয় ঘরে গিয়ে দুই রাক্'আত সুন্নাত সলাত আদায় করতেন।

---

[২২৮] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬৩।

[২২৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১১৩০, আত্ তিরমিযী ৫২৩, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৪৬।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নাবী ﷺ জুমু'আর পরে ছয় রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন মর্মে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে ইবনু 'উমার (রাঃ) কর্তৃক তা আদায় করা সাব্যস্ত আছে। আর 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, জুমু'আর পরবর্তী সুন্নাত বাড়ীতে আদায় করা উত্তম নাকি মাসজিদে আদায় করা উত্তম এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ, মালিক ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে তা বাড়ীতে আদায় করা উত্তম। এর স্বপক্ষে তারা এ হাদীস প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন "ফারয সলাত ব্যতীত অন্যান্য সলাত বাড়ীতে আদায় করা উত্তম"।

(٣١) بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

অধ্যায়-৩১ : রাতের সলাত

জেনে রাখা ভাল যে, সলাতুল লায়ল, ক্বিয়ামুল লায়ল ও তাহাজ্জুদ একই সলাতের বিভিন্ন নাম। যার ওয়াক্ত 'ইশার সলাতের পর থেকে ফাজ্র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে এটাও বলা হয়ে থাকে যে, বিশেষভাবে তাহাজ্জুদ ঐ সলাতকে বলা হয় যা শেষ রাতে আদায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই অগ্রগণ্য।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٨٨ ـ[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ اٰيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهٗ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجَ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১১৮৮-[১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ 'ইশার সলাতের পর ফাজ্র পর্যন্ত প্রায়ই এগার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। প্রতি দু' রাক্'আত সলাতের পর সালাম ফিরাতেন। শেষের দিকে এক রাক্'আত দ্বারা বিত্র আদায় করে নিতেন। আর এক রাক্'আতে এত লম্বা সাজদাহ্ করতেন যে, একজন লোক সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাবার পূর্বে পঞ্চাশ আয়াত পড়ে ফেলতে পারত। এরপর মুয়াযযিনের ফাজ্রের আযানের আওয়াজ শেষে ফাজ্রের সময় স্পষ্ট হলে তিনি দাঁড়াতেন। দু' রাক্'আত হালকা সলাত আদায় করতেন। এরপর খুব স্বল্প সময়ের জন্যে ডান পাশে ফিরে শুয়ে যেতেন। এরপর মুয়াযযিন ইক্বামাতের অনুমতির জন্যে তাঁর কাছে এলে তিনি মাসজিদের উদ্দেশে বেরিয়ে যেতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৩০]

---

[২৩০] **সহীহ :** বুখারী ৯৯৪, মুসলিম ৭৩৬।

ব্যাখ্যা : (يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ) 'ইশার সলাত হতে অবসর হওয়ার পর থেকে ফাজ্‌র হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নাবী ﷺ সলাত আদায় করতেন। এ বাক্যটি রাতে ঘুমের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় সলাতকেই শামিল করে। (إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً) এগার রাক্‌'আত এটা অধিকাংশ সময়ের কথা বলা হয়েছে। কেননা নাবী ﷺ থেকে তের রাক্‌'আত সলাত আদায় করার কথা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) প্রতি দুই রাক্‌'আতের পর সালাম ফেরাতেন। এতে প্রমাণিত হয় রাতের সলাত দুই রাক্‌'আত করে আদায় করা উত্তম। "রাতের সলাত দুই রাক্‌'আত করে" নাবী ﷺ-এর এ বাণীও তাই প্রমাণ করে।

(وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) আর তিনি এক রাক্‌'আত বিত্‌র আদায় করতেন। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিত্‌রের সর্বনিম্ন সংখ্যা এক রাক্‌'আত। এটাও প্রমাণিত হয়, পৃথক এক রাক্‌'আত সলাত আদায় করা সঠিক। ইমাম আবূ হানীফাহ্‌ ব্যতীত অন্য তিন ইমামের অভিমতও তাই। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্‌ বলেন, এক রাক্‌'আত বিত্‌র বিশুদ্ধ নয়। পৃথক এক রাক্‌'আত সলাত হয় না। ইমাম নাবাবী বলেন, সহীহ হাদীস তার এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করে।

(فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً) তোমাদের কারো পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার মতো সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সাজদাহ্‌ করতেন। এতে রাতের সলাতের সাজদাহ্‌ দীর্ঘ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিত্‌রের পৃথক সলাতের সাজদার কথা বলা হয়নি। অত্র হাদীস রাতের সলাতের সাজদাহ্‌ দীর্ঘ করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল।

(ثُمَّ اضْطَجَعَ) অতঃপর তিনি শয়ন করতেন। অর্থাৎ তিনি স্বীয় ঘরে সুন্নাত আদায় করার পর আরাম করার জন্য শয়ন করতেন। যাতে বিনা ক্লান্তিতে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতে পারেন। অথবা ফারয ও নাফ্‌লের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির লক্ষ্যে শয়ন করতেন। এ হাদীস ফাজ্‌রের সুন্নাত ঘরে আদায় করার পর শয়ন করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল।

তবে আবূ হুরায়রাহ্‌ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস "তোমাদের কেউ যখন ফাজ্‌রের সুন্নাত সলাত আদায় করে তখন সে যেন ডান কাতে শয়ন করে" দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ঘর হোক অথবা মাসজিদ হোক যেখানে ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করবে সেখানেই শয়ন করা মুস্তাহাব। নাবী ﷺ মাসজিদে শয়ন না করার কারণ এই যে, তিনি মাসজিদে সুন্নাত আদায় না করার কারণে মাসজিদে শয়ন করেনি। তিনি স্বীয় ঘরে ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করতেন তাই ঘরেই শয়ন করতেন।

١١٨٩ -[٢] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَإِلَّا اضْطَجَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৮৯-[২] 'আয়িশাহ্‌ رضي الله عنها থেকেই এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সুন্নাত সলাত (ঘরে) আদায়ের পর যদি আমি সজাগ হয়ে উঠতাম তাহলে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। আর আমি ঘুমে থাকলে তিনি শয়ন করতেন। (মুসলিম)[২৩১]

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ) যদি আমি সজাগ থাকতাম তাহলে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি ফাজ্‌রের দু' রাক্‌'আত সুন্নাত আদায় করার পর আমার নিকট আসতেন। আমাকে

---

[২৩১] **সহীহ :** মুসলিম ৭৪৩, বুখারী ১১৬১।

জাগ্রত অবস্থায় পেলে আমার সাথে কথা বলতেন। আমাকে জাগ্রত না পেলে শয়ন করতেন। এ হাদীস এবং আবূ দাউদে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাহাজ্জুদের সলাত শেষে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর সাথে কথা বলতেন।

এ দুই হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা কখনো তিনি তাহাজ্জুদ সলাতের শেষে কথা বলতেন। আবার কখনো ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করে কথা বলতেন। আবূ দাউদ-এর এ হাদীস দ্বারা অনেকেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ফাজ্‌রের সুন্নাতের পর শয়ন করা মুস্তাহাব নয়। এর জবাবে বলা যায় যে, কোন কোন সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শয়ন ত্যাগ করা তা মুস্তাহাব হওয়াকে অস্বীকার করে না। বরং তা ওয়াজিব না হওয়া বুঝায় এবং আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বর্ণিত হাদীসে শয়নের যে আদেশ রয়েছে তা আবশ্যকীয় আদেশ নয় এ হাদীস তাই প্রমাণ করে। ইমাম নাবাবী বলেন, সুন্নাতের পর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর সাথে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা বলা প্রমাণ করে ফাজ্‌রের সুন্নাতের পর কথা বলা বৈধ তা মাকরূহ নয় যেমনটি কুফাবাসীগণ মনে করেন।

١١٩٠ - [٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৯০-[৩] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ফাজ্‌রের দু' রাক্'আত সুন্নাত সলাত আদায় করে নিজের ডান পাঁজরের উপর শুয়ে যেতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৩২]

ব্যাখ্যা : (اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ) তিনি ডান কাতে শয়ন করতেন। কেননা তিনি সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন বিধায় ডান কাতে শয়ন করতেন। অথবা তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য এ ক্ষেত্রে করণীয় বিধান জানানোর উদ্দেশে এরূপ করতেন। কেননা কলবের অবস্থান বাম পাশে। যদি কেউ বাম পাশে শয়ন করে তা হলে অধিক আরামের কারণে তিনি ঘুমে ডুবে যাবেন যা ডান কাতে শয়নের মধ্যে হবে না। কারণ এমতাবস্থায় কলব ঝুলন্ত থাকবে ফলে ঘুম কম হবে। তবে তা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তাঁর চোখ ঘুমালেও অন্তর ঘুমায় না। আর এ হাদীসটিও পূর্বের হাদীসদ্বয়ের ন্যায় ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায়ের পর শয়ন করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল।

١١٩١ - [٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯১-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রাত্রে তের রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। এর মাঝে বিত্‌র ও ফাজ্‌রের সুন্নাত দু' রাক্'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (মুসলিম)[২৩৩]

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রাতে ফাজ্‌রের সুন্নাত ও বিত্‌রসহ সর্বমোট তের রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। এটা ছিল তার অধিকাংশ সময়ের 'আমালের বর্ণনা। নচেৎ এর কম বা বেশি আদায় করার কথাও সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে। এ হাদীস বিত্‌র ও ফাজ্‌রের দুই রাক্'আত তাহাজ্জুদের সাথে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রাতে বিত্‌র আদায় করার পর ফাজ্‌র পর্যন্ত জাগ্রত থাকতেন এবং তাহাজ্জুদ ও বিত্‌র আদায় করার অব্যাহতির পরেই ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করতেন।

---

[২৩২] **সহীহ :** বুখারী ১১৬০, মুসলিম ৭৩৬।

[২৩৩] **সহীহ :** বুখারী ১১৪০, মুসলিম ৭৩৭; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

١١٩٢ -[٥] وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ. فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدٰى عَشَرَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১১৯২-[৫] মাসরূক্ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাত্রের সলাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, ফাজ্‌রের সুন্নাত ব্যতীত কোন কোন সময় তিনি (ﷺ) সাত রাক্‌'আত, কোন কোন সময় নয় রাক্‌'আত, কোন কোন সময় এগার রাক্‌'আত আদায় করতেন। (বুখারী)[২৩৪]

ব্যাখ্যা : (سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) ফাজ্‌রের দু' রাক্‌'আত সুন্নাত ব্যতীত এ বাক্য প্রমাণ করে যে, সাত, নয় বা এগার রাক্‌'আত বিত্‌রসহ আদায় করতেন। ইমাম নাবাবী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে নাবী (ﷺ)-এর রাতের সলাতের সংখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার পর ক্বাযী 'আয়ায-এর মন্তব্য উল্লেখ পূর্বক বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে এগার রাক্‌'আতের বর্ণনা এটি হল অধিকাংশ সময়ে নাবী (ﷺ)-এর রাতের সলাতের বর্ণনা। অন্যান্য বর্ণনা যার মধ্যে আরো কম বেশির উল্লেখ আছে তা নাবী (ﷺ)-এর কোন কোন সময়ের 'আমালের বর্ণনা। তন্মধ্যে ফাজ্‌রের দু' রাক্‌'আত সুন্নাতসহ সর্বোচ্চ পনের রাক্‌'আতের বর্ণনা রয়েছে। আর সর্বনিম্ন সাত রাক্‌'আত। ক্বাযী 'আয়াত এও বলেছেন যে, এতে কোন মতভেদ নেই যে, রাতের সলাতের জন্য রাক্‌'আতের এমন কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই যার থেকে কম বা বেশি করা যাবে না। রাতের সলাত এমন একটি 'ইবাদাত যিনি তা যত বেশি করতে পারবেন তিনি তত বেশি সাওয়াব অর্জন করবেন। মতভেদ শুধু এ বিষয়ে যে, নাবী (ﷺ) স্বয়ং কত রাক্‌'আত আদায় করেছেন এবং নিজের জন্য তা পছন্দ করেছেন। আর 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস তিনি (ﷺ) রমাযান বা তার বাইরে এগার রাক্‌'আতের বেশি আদায় করতেন না এ থেকে উদ্দেশ্য নাবী (ﷺ) অভ্যাস অনুযায়ী অধিকাংশ সময় এর চাইতে বেশি আদায় করতেন না। তবে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে নাবী (ﷺ)-এর 'আমাল সম্পর্কে ফাজ্‌রের দুই রাক্‌'আত এবং তাহাজ্জুদের শুরুতে হালকা দুই রাক্‌'আতসহ সর্বমোট পনের রাক্‌'আতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

١١٩٣ -[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯৩-[৬] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন রাত্রে (তাহাজ্জুদের) সলাত আদায়ের জন্যে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর সলাতের আরম্ভ করতেন দু' রাক্‌'আত সংক্ষিপ্ত সলাত দিয়ে। (মুসলিম)[২৩৫]

ব্যাখ্যা : (افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) হালকা দুই রাক্‌'আত দ্বারা তিনি রাতের সলাত আরম্ভ করতেন। ত্বীবী বলেন, হালকা দুই রাক্‌'আত দ্বারা সলাত আরম্ভ করার উদ্দেশ্য হলো যাতে ঘুমের জড়তা কেটে গিয়ে উৎফুল্লতা আসে এবং সলাতে পূর্ণ মনোযোগের সাথে প্রবেশ করতে পারেন। এর পর তিনি তা দীর্ঘ করতেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত পরবর্তী হাদীসে এর নির্দেশ রয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, রাতের সলাত হালকা দুই রাক্‌'আত দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব। আর এটাও বুঝা যায় যে, এ দুই রাক্‌'আত তাহাজ্জুদের অন্তর্ভুক্ত। আর 'আয়িশাহ্ (রাঃ) যখন তার বর্ণনায় এ দুই রাক্‌'আত সংযোগ করেছেন তখন

---

[২৩৪] সহীহ : বুখারী ১১৩৯।
[২৩৫] সহীহ : মুসলিম ৭৬৭।

তিনি তের রাক্'আতের কথা বলেছেন। আর যখন তিনি তা বাদ দিয়েছেন তখন এগার রাক্'আতের কথা বলেছেন।

١١٩٤ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯৪-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন রাত্রে সলাত আদায় করার জন্য ঘুম থেকে উঠে, সে যেন দু' রাক্'আত সংক্ষিপ্ত সলাত দ্বারা (তার সলাত) আরম্ভ করে। (মুসলিম)[২৩৬]

ব্যাখ্যা : হালকা দুই রাক্'আত দ্বারা সলাত শুরু করবে। আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, অতঃপর ইচ্ছামত তা দীর্ঘ করবে। এ থেকে জানা যায় যে, রাতের সলাত হালকা দুই রাক্'আত দ্বারা আরম্ভ করা মুস্তাহাব। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

١١٩٥ -[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران ٣ : ١٩٠] حَتّٰى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَقَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَّفِي بَصَرِىْ نُورًا وَّفِي سَمْعِي نُورًا وَّعَنْ يَّمِينِيْ نُورًا وَّعَنْ يَّسَارِىْ نُورًا وَّفَوْقِي نُورًا وَّتَحْتِيْ نُوْرًا وَّأَمَامِيْ نُوْرًا وَّخَلْفِيْ نُورًا وَّاجْعَلْ لِّيْ نُورًا» وَزَادَ بَعْضُهُمْ: «وَفِي لِسَانِي نُورًا» وَذُكِرَ: «وَعَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِىْ وَبَشَرِىْ». (مُتَّفق عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَّأَعْظِمْ لِي نُورًا» وَفِي أُخْرٰى لِمُسْلِمٍ: «اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا».

১১৯৫-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর বাড়ীতে রাত কাটালাম। রসূলুল্লাহ (সা.) সে রাত্রে তাঁর বাড়ীতে ছিলেন। 'ইশার পর কিছু সময় তিনি তাঁর স্ত্রী মায়মূনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তারপর শুয়ে পড়েন। রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে অথবা রাতের কিছু সময় অবশিষ্ট থাকতে তিনি সজাগ হলেন। আকাশের দিকে লক্ষ করে এ আয়াত পাঠ করলেন : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ অর্থাৎ "আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করা, রাত ও দিনের ভিন্নতার (কখনো অন্ধকার কখনো আলোকিত, কখনো গরম কখনো শীত, কখনো বড়ো কখনো ছোট) মাঝে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে আল্লাহর নিদর্শন"– (সূরাহ্ আ-

---

[২৩৬] **সহীহ :** মুসলিম ৭৮৬।

ন্নি 'ইমরান ৩ : ১৯০)। তিনি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর উঠে তিনি পাত্রের কাছে গেলেন। এর বাঁধন খুললেন। পাত্রে পানি ঢাললেন। তারপর দু' উযূর মাঝে মধ্যম ধরনের ভাল উযূ করলেন। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, (মধ্যম ধরনের উযূর অর্থ) খুব অল্প পানি খরচ করলেন। তবে শরীরে দরকারী পানি পৌঁছিয়েছেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে লাগলেন। (এসব দেখে) আমি নিজেও উঠলাম। অতঃপর উযূ করে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমার কান ধরে তাঁর বাম পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। তার তের রাক্'আত সলাত আদায় করা শেষ হলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লে তিনি নাক ডাকতেন। তাই তাঁর নাক ডাকা শুরু হলো। ইতোমধ্যে বেলাল এসে সলাত প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন। তিনি সলাত আদায় করালেন। কোন উযূ করলেন না। তার দু'আর মাঝে ছিল, *"আল্ল-হুম্মাজ্'আল ফী ক্বলবী নূরাওঁ ওয়াফী বাসারী নূরাওঁ ওয়াফী সাম্'ঈ নূরাওঁ ওয়া'আই ইয়ামীনী নূরাওঁ ওয়া'আই ইয়াসা-রী নূরাওঁ ওয়া ফাওক্বী নূরাওঁ ওয়া তাহ্‌তী নূরাওঁ ওয়া আমা-মী নূরাওঁ ওয়া খলফী নূরাওঁ ওয়াজ্'আল্ লী নূরা-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার সম্মুখে, আমার পেছনে নূর দিয়ে ভরে দাও। আমার জন্যে কেবল নূরই নূর সৃষ্টি করে দাও।)। কোন কোন বর্ণনাকারী এ শব্দগুলোও নকল করেছেন, *"ওয়াফী লিসা-নী নূরা-"* (অর্থাৎ- আমার জিহ্বায় নূর পয়দা করে দাও)। (অন্য বর্ণনায় এ শব্দগুলোও) উল্লেখ করেছেন, *"ওয়া 'আসাবী ওয়া লাহ্‌মী ওয়াদামী ওয়া শা'রী ওয়া বাশারী"* (অর্থাৎ- আমার শিরা উপশিরায়, আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে, আমার চামড়ায় নূর তৈরি করে দাও)। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমেরই আর এক বিবরণে এ শব্দগুলোও আছে, *"ওয়াজ্'আল ফী নাফ্‌সী নূরাওঁ ওয়া আ'যিম লী নূরা-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার মনের মধ্যে নূর সৃষ্টি করে দাও এবং আমার মাঝে নূর বাড়িয়ে দাও)। মুসলিমের এক বিবরণে আছে, *"আল্ল-হুম্মা আ'ত্বিনী নূরা-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নূর দান করো)।[২৩৭]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ) অতঃপর তিনি দুই উযূর মধ্যবর্তী সুন্দর অযূ করলেন। অর্থাৎ তিনি এতে পানি বেশিও ব্যবহার করেননি। আবার প্রয়োজনের চেয়ে কমও ব্যবহার করেননি। ফলে তা ছিল সুন্দর উযূ। অথবা উযূর অঙ্গগুলো দুই বার করে ধুয়েছেন। যা এক ও তিনের মধ্যবর্তী।

(وَقَدْ أَبْلَغَ) তবে পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করেছেন। অর্থাৎ উযূর পানি অঙ্গসমূহের যেখানে পৌঁছানো ওয়াজিব সেখানে পৌঁছিয়েছেন কিন্তু সীমালঙ্ঘন করেনি।

(فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهٗ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) তাঁর সলাত তের রাক্'আত পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এক রাক্'আত বিত্‌রসহ তাঁর সলাত তের রাক্'আত হয়েছে।

(فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ) তিনি ঘুমালেন এমনকি তাঁর নাক ডাকল। অর্থাৎ তিনি স্বজোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকেন ফলে তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শোনা গেল যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে শোনা যায়।

"অতঃপর তিনি সলাত আদায় করলেন কিন্তু উযূ করলেন না।" তিনি ঘুমিয়ে নাক ডাকলেন তা সত্ত্বেও উযূ না করার কারণ এই যে, মূলত ঘুম উযূ ভঙ্গের কারণ নয় বরং অজান্তে বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে উযূ করার বিধান। নাবী ﷺ-এর অন্তর যেহেতু জাগ্রত থাকে তা ঘুমায় না, তাই তার ঘুম এ

---

[২৩৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৩১৬, মুসলিম ৭৬৩।

সন্দেহমুক্ত ফলে তা উযূর মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই তার উযূও নষ্ট হয় না। এটা শুধুমাত্র নাবী ﷺ-এর জন্য খাস। অর্থাৎ এটি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইবনু 'আব্বাস রাঃ যে রাতে তার খালা মায়মূনার ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন সে রাতে তিনি তের রাক্'আত রাতের সলাত আদায় করেছিলেন এবং এরপর দুই রাক্'আত ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করেছিলেন। যদিও সে রাতে সলাতের রাক্'আত সংখ্যা বর্ণনায় বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণনা করেছেন কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ফাজ্‌রের দুই রাক্'আত সুন্নাত ব্যতীতই তের রাক্'আত সলাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর দুই রাক্'আত ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায় করেছিলেন। তাই তাদের এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিতে হবে এজন্য যে, তারা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী এবং তাদের বর্ণনায় সংখ্যার আধিক্য রয়েছে যা অন্য বর্ণনাতে নেই।

١١٩٦ - [٩] وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران ٣ : ١٩٠]. حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১১৯৬-[৯] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুইলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে জাগলেন। মিসওয়াক করলেন ও উযূ করলেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, *ইন্না ফী খালকিস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি.....* সূরার শেষ পর্যন্ত। এরপর তিনি দাঁড়ালেন, অতঃপর দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। সলাতে তিনি বেশ লম্বা ক্বিয়াম, রুকূ' ও সাজদাহ্ করলেন। সলাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন ও নাক ডাকতে শুরু করলেন। এ রকম তিনি তিনবার করলেন। তিনবারে তিনি ছয় রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। প্রত্যেকবার তিনি মিসওয়াক করলেন, উযূ করলেন। ঐ আয়াতগুলোও পাঠ করলেন। সর্বশেষ বিত্‌রের তিন রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। (মুসলিম)[২৩৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন, হাবীব ইবনু আবী সাবিত-এর এ বর্ণনাটি অন্য সকল বর্ণনার বিরোধী। এতে ঘুমের বর্ণনা এসেছে যা অন্যান্য বর্ণনাতে নেই এবং রাক্'আতের সংখ্যাতেও অন্যান্য বর্ণনার সাথে বিরোধপূর্ণ। ক্বাযী ('আয়ায) বলেন, এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ বর্ণনাকারী প্রথম সংক্ষিপ্ত দুই রাক্'আত গণ্য করেননি, যা দিয়ে নাবী ﷺ সলাত শুরু করতেন। এজন্যই তিনি বলেছেন, তিনি দুই রাক্'আত সলাত আদায় করলেন এবং খুব দীর্ঘ করলেন। এতে বুঝা যায় যে, তা সংক্ষিপ্ত দুই রাক্'আতের পরে ছিল। অতঃপর তিনি দীর্ঘ দুই রাক্'আত আদায় করেছেন। এরপর ছয় রাক্'আত আদায় করার পর তিন রাক্'আত বিত্‌র আদায় করেছেন। এভাবে ফাজ্‌রের সুন্নাত ব্যতীত সর্বমোট তের রাক্'আত আদায় করেছেন। যা অন্যান্য বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে।

١١٩٧ - [١٠] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ

---

[২৩৮] **সহীহ :** মুসলিম ৭৬৩।

قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا [ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا] ثُمَّ أَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قَوْلُهٗ: ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ هٰكَذَا فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَإِفْرَادِهٖ مِنْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيْ وَمُوَطَّأَ مَالِكٍ وَسُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ وَجَامِعِ الْأُصُوْلِ.

১১৯৭-[১০] যায়দ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ইচ্ছা করলাম, আজ রাত্রে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সলাত দেখব। প্রথমে তিনি হালকা দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর দীর্ঘ দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করলেন দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ করে। তারপর তিনি আরো দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করলেন যা পূর্বের দু' রাক্‌'আত থেকে কম লম্বা ছিল। তারপর আরো দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন যা পূর্বের আদায় করা দু' রাক্‌'আত হতে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি আরো দু' রাক্‌'আত যা আগে আদায় করা দু' রাক্‌'আত হতে কম লম্বা ছিল। তারপর আরো দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন যা আগের আদায় করা দু' রাক্‌'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি বিত্‌র আদায় করলেন। এ মোট তের রাক্‌'আত (সলাত) তিনি আদায় করলেন। (মুসলিম)

আর যায়দ-এর কথা, অতঃপর তিনি দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন যা প্রথমে আদায় করা দু' রাক্‌'আত থেকে কম লম্বা ছিল। সহীহ মুসলিমে ইমাম হুমায়দীর কিতাবে, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে আবূ দাউদ এমনকি জামি'উল উসূলসহ সব স্থানে চারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩৯]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ) অতঃপর অতি দীর্ঘ দুই রাক্‌'আত সলাত আদায় করলেন। ত্বীবী বলেন, (طَوِيْلَتَيْنِ) শব্দটি তিনবার উল্লেখ করেছেন তাকীদ স্বরূপ। অর্থাৎ এ দুই রাক্‌'আত অতি দীর্ঘ ছিল। আর দুই রাক্‌'আত অতি দীর্ঘ করার কারণ এই যে, সলাতের শুরুতে প্রফুল্লতা বেশি থাকে এবং বিনয়ীও থাকে পরিপূর্ণ। এজন্য ফার্‌য সলাতে প্রথম রাক্‌'আত দ্বিতীয় রাক্‌'আতের তুলনায় দীর্ঘ করার বিধান রয়েছে।

ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا অতঃপর দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করলেন। আর তা ছিল পূর্বের দু' রাক্‌'আতের তুলনায় হালকা। প্রথম দু' রাক্‌'আতের চেয়ে হালকা বা সংক্ষিপ্ত করার করার কারণ এই যে, প্রথম দুই রাক্‌'আত পূর্ণ প্রফুল্লতা ও বিনয়ের পর ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকে তাই তিনি সলাত ধীরে ধীরে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

(ثُمَّ أَوْتَرَ) অতঃপর তিনি বিত্‌র আদায় করেছেন। অর্থাৎ এক রাক্‌'আত বিত্‌র আদায় করেছেন ফলে প্রথম সংক্ষিপ্ত দুই রাক্‌'আত ও তের রাক্‌'আতের মধ্যে গণ্য।

١١٩٨ - [١١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهٖ جَالِسًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[২৩৯] **সহীহ :** মুসলিম ৭৬৫।

১১৯৮-[১১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছলে বার্ধক্যের কারণে তিনি ভারী হয়ে গেলেন। তখন তিনি অনেক সময়ে নাফ্ল সলাতগুলো বসে বসে আদায় করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৪০]

ব্যাখ্যা : (كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا) তাঁর অধিকাংশ সলাতই ছিল বসাবস্থায় অর্থাৎ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বৃদ্ধ হওয়ার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েন তখন নাফ্ল সলাত অধিকাংশ সময় বসে বসেই আদায় করতেন। হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নাফ্ল সলাত বসে আদায় করতে দেখিনি। তবে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব থেকে তিনি বসে বসে নাফ্ল সলাত আদায় করতেন।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নাফ্ল সলাত বসে আদায় করা বৈধ। ইমাম নাবাবী বলেন, এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে।

١١٩٩ -[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ اٰخِرُهُنَّ ﴿حٰمٓ الدُّخَانَ﴾ وَ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ﴾. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৯৯-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব সূরাহ্ পরস্পর একই রকমের ও যেসব সূরাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একসাথে করতেন আমি এগুলোকে জানি। তাই 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ তাঁর ক্রমিক অনুযায়ী বিশটি সূরাহ্ যা (তিওয়ালে) মুফাস্সালের প্রথমদিকে তা গুণে গুণে বলে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সূরাগুলোকে এভাবে একত্র করতেন যে, এক এক রাক্'আতে দু' দু'টি সূরাহ্ পাঠ করতেন। আর বিশটি সূরার শেষের দু'টি হলো, (৪৪ নং সূরাহ্) হা-মীম আদ্ দুখা-ন ও (৭৮ নং সূরাহ্) 'আম্মা ইয়াতাসা-আলূন। (বুখারী, মুসলিম)[২৪১]

ব্যাখ্যা : (يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ) যে সূরাগুলো তিনি মিলাতেন অর্থাৎ একই রাক্'আতে যে দুই, দুই সূরাহ্ পাঠ করতেন ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুফাসসাল থেকে এরূপ বিশটি সূরাহ্ উল্লেখ করেন। সূরাগুলো হলো :

১। সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ও সূরাহ্ আন্ নাজ্ম একই রাক্'আতে।

২। ইক্বতারাবাত (সূরাহ্ আল ক্বামার) ও সূরাহ্ আল হা-ক্বক্বাহ্ একই রাক্'আতে।

৩। সূরাহ্ আত্ব তূর ও সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত একই রাক্'আতে।

৪। সূরাহ্ ওয়াক্বি'আহ্ ও সূরাহ্ আল ক্বালাম একই রাক্'আতে।

৫। সূরাহ্ আল মা'আরিজ ও সূরাহ্ আন্ নাযি'আত একই রাক্'আতে।

৬। সূরাহ্ আল মুতাফ্ফিফীন ও সূরাহ্ 'আবাসা একই রাক্'আতে।

৭। সূরাহ্ আল মুদ্দাস্সির ও সূরাহ্ আল মুয্যাম্মিল একই রাক্'আতে।

৮। সূরাহ্ আদ্ দাহ্র (ইনসান) ও সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ্ এবং রাক্'আতে।

৯। সূরাহ্ আন্ নাবা- ও সূরাহ্ সলাত একই রাক্'আতে।

১০। সূরাহ্ আদ্ দুখা-ন ও সূরাহ্ আত্ তাকভীর একই রাক্'আতে। এটি ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সংকলিত মুসহাফের ক্রমিক অনুযায়ী।

---

[২৪০] সহীহ : বুখারী ৫৯০, মুসলিম ৭৩২।

[২৪১] সহীহ : বুখারী ৭৭৫, ৪৯৯৬, মুসলিম ৮২২।

এতে বুঝা যায় যে, 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হু সংকলিত মুসহাফ এবং ইবনু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু সংকলিত মুসহাফের ক্রমধারায় পার্থক্য রয়েছে। ক্বাযী আবূ বাক্‌র বাক্বিল্লানী (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট যে ক্রম ধারায় সংকলিত মুসহাফ বিদ্যমান, হতে পারে যে তা নাবী ﷺ-এর নির্দেশক্রমে সাজানো হয়েছে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সহাবীদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে তা সাজানো হয়েছে। তবে বুখারীর একটি বর্ণনা প্রথম অভিমতকে সমর্থন করে। আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত নাবী ﷺ প্রতি বৎসর জিবরীল আলায়হিস্‌ সালাম-কে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। এখানে যা প্রকাশমান তা হলো নাবী ﷺ তাকে এ ক্রমধারা অনুযায়ী পাঠ করে শুনিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٠٠ - [١٣] عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُوْلُ: «اللّٰهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا «ذُوْ الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهٗ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهٖ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوعِهٖ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهٗ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهٖ يَقُوْلُ: «لِرَبِّيَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهٗ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهٖ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهٖ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُوْدِهٖ وَكَانَ يَقُوْلُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ» فَصَلّٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ (الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الْأَنْعَامَ). شَكَّ شُعْبَةُ) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১২০০-[১৩] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে রাত্রে (তাহাজ্জুদের) সলাত আদায় করতে দেখেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার *"আল্ল-হু আকবার"* বলে এ কথা বলেছেন : *"যুল মালাকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিবরিয়া-য়ি ওয়াল 'আযামাতি'*। তারপর তিনি *সুব্‌হা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা* পড়ে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়তেন। এরপর রুকূ' করতেন। তাঁর রুকূ' প্রায় ক্বিয়ামের মতো (দীর্ঘ) ছিল। রুকূ'তে তিনি *সুব্‌হা-না রব্বিআল 'আযীম* বলেছেন। তারপর রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে প্রায় রুকূ' সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়েছেন। (এ সময়) তিনি বলতেন, *'লিরব্বিয়াল হাম্‌দু'* অর্থাৎ সব প্রশংসা আমার রবের জন্যে। তারপর তিনি সাজদাহ্ করেছেন। তাঁর সাজদার সময়ও তাঁর 'ক্বাওমার' বরাবর ছিল। সাজদায় তিনি বলতেন, *সুব্‌হা-না রব্বিয়াল আ'লা-*। তারপর তিনি সাজদাহ্ হতে মাথা উঠালেন। তিনি উভয় সাজদার মাঝে সাজদার পরিমাণ সময় বসতেন। তিনি বলতেন, *'রব্বিগ্‌ফির লী, 'রব্বিগ্‌ফির লী'* হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো। হে আল্লাহ আমাকে মাফ করো। এভাবে তিনি চার রাক্‌'আত (সলাত)াদায় করলেন। (এ চার রাক্‌'আত সলাতে) সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আ-লি 'ইমরান, আন্ নিসা, আল মায়িদাহ্ অথবা আল আন্'আম পড়তেন। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী শু'বার সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে, হাদীসে শেষ সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে না সূরাহ্ আল আন্'আম। (আবূ দাঊদ)[২৪২]

---

[২৪২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৮৭৪, নাসায়ী ১০৬৯, ১১৪৫, আহমাদ ২৩৩৭৫, সুনান আস্ সুগরা লিল বায়হাক্বী ৪১৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৯৭।

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ اسْتَفْتَحَ) অতঃপর (ইসতিফতাহ) অর্থাৎ সলাত শুরু করার দু'আ পাঠ করলেন অথবা ক্বিরাআত পাঠ শুরু করলেন। ইবনু হাজার বলেন, সানা এর স্থলে উপরোক্ত দু'আ পাঠ করার পর ক্বিরাআত পাঠ করলেন।

(فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ) তিনি সূরাহ্ বাক্বারাহ্ পাঠ করলেন। অর্থাৎ প্রথমে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করার পর সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ সম্পূর্ণ পাঠ করলেন। যদিও এখানে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের কথা উল্লেখ নেই। কেননা এটা সর্বজনবিদিত যে, সূরাহ্ ফা-তিহাহ্ ব্যতীত সলাত হয় না। তাই তা উল্লেখ করেননি।

(فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِه) তার ক্বিয়াম রুকূ'র মতই দীর্ঘ ছিল। অর্থাৎ রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়নোটা রুকূ'র সমপরিমাণ অথবা তার কাছাকাছি পরিমাণ দীর্ঘ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোটাও সলাতের একটি দীর্ঘ রুকন। তবে শাফি'ঈদের নিকট রুকূ'র পরে এই দাঁড়ানোটা একটা রুকন হলেও তা দীর্ঘ রুকন নয়। হাদীসের শিক্ষা :

১। দুই সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা অবস্থায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম।

২। নাফ্ল সলাতে দীর্ঘ ক্বিরাআত পাঠ করা এবং সকল রুকন দীর্ঘ করা মুস্তাহাব। এতে তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা মনে করেছে যে, রুকূ'র পরে এবং দুই সাজদার মাঝের স্থিতি অবস্থা দীর্ঘ করা মাকরূহ।

١٢٠١ -[١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১২০১-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক দশটি আয়াত পাঠ করার সময় পর্যন্ত (সলাতে) ক্বিয়াম করবে তাকে 'গাফিলীনের' (আনুগত্যশীলের) মাঝে গণ্য করা হবে না। আর যে লোক একশত আয়াত পাঠ করার সময় পর্যন্ত ক্বিয়াম করে তার নাম 'গাফিলীনের' মাঝে লিখা হবে। আর যে লোক এক হাজার আয়াত পাঠ করার সময় পর্যন্ত দাঁড়াবে তার নাম 'অধিক সাওয়াব পাওয়ার লোকদের' মাঝে লিখা হবে। (আবূ দাউদ)[২৪৩]

ব্যাখ্যা : (كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ) অধিক পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে লিপিবদ্ধ করা হয়। الْمُقَنْطِرِيْنَ শব্দটি الْقِنْطَارُ থেকে গঠিত। যার অর্থ প্রচুর মাল। ইবনু হিব্বান তার স্বীয় গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'ক্বিন্ত্বা-র' এর পরিমাণ বার হাজার 'উক্বিয়্যাহ্। আর এক 'উক্বিয়্যাহ্ আকাশ এবং জমিনের মাঝে যা আছে তার চাইতেও উত্তম।

١٢٠٢ -[١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[২৪৩] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ১৩৯৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৪৪, ইবনু হিব্বান ২৫২৭, সহীহাহ্ ৬৪২, সহীহ আত্ তারগীব ৬৩৯, সহীহ আল জামি' ৬৪৩৯।

১২০২-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর রাত্রের সলাতের ক্বিরাআত বিভিন্ন রকমের হতো। কোন সময় তিনি শব্দ করে ক্বিরাআত পাঠ করতেন, আবার কোন সময় নিচু স্বরে। (আবূ দাঊদ)[২৪৪]

ব্যাখ্যা : (يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا) কখনো তিনি ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন আবার কখনো নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। অর্থাৎ নাবী (সাঃ) যখন একাকী থাকতেন তার নিকটে কেউ না থাকতো তখন রাতের সলাতে ক্বিরাআত স্বরবে পাঠ করতেন। আর তাঁর নিকটে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকলে নিম্নস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করতেন।

হাদীসের শিক্ষা : রাতের সলাতের ক্বিরাআত স্বরবে এবং নীরবে উভয়ভাবেই পাঠ করা বৈধ।

١٢٠٣ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২০৩-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বীয় বাড়ীতে নাবী (সাঃ) এমন আওয়াজে (সলাতে) ক্বিরাআত পাঠ করতেন যে, কামরার লোকেরা তা শুনতে পেত। (আবূ দাঊদ)[২৪৫]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ) নাবী (সাঃ) রাতের সলাত এতটুকু আওয়াজ করতেন যে, যারা কক্ষে থাকতো তারা তা শুনতে পেতো। অর্থাৎ নাবী (সাঃ)-এর রাতের সলাতের ক্বিরাআত খুব বেশি উঁচু স্বরেও ছিল না এবং একেবারে নীরবও ছিল না বরং এতটুকু আওয়াজ করে তা পাঠ করতেন যে, যারা ঘরে অবস্থান করতো তারা তা শুনতে পেত। তবে এ আওয়াজ ঘরের বাইরে থেকে শুনা যেতো না। নাবী (সাঃ)-এর এ অবস্থা ছিল রাতে ঘরে সলাত আদায়কালীন সময়ে। আর যখন তিনি মাসজিদে সলাত আদায় করতেন তখন উঁচু আওয়াজেই তা আদায় করতেন।

١٢٠٤ -[١٧] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ» قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا» وَقَالَ لِعُمَرَ: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ

১২০৪-[১৭] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক রাত্রে বাইরে এসে আবূ বাক্‌রকে সলাতরত অবস্থায় পেলেন। তিনি নীচু শব্দে কুরআন পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি 'উমারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। নাবী (সাঃ) উচ্চ শব্দ করে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। আবূ ক্বাতাদাহ্ বলেন, (সকালে) যখন আবূ বাক্‌র ও 'উমার দু'জনে রসূলের খিদমাতে একত্র হলেন; তিনি বললেন, আবূ বাক্‌র! আজ রাত্রে আমি তোমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমি নীচুস্বরে কুরআন কারীম পড়ছিলে। আবূ বাক্‌র আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাঁর নিকট মুনাজাত করছিলাম, তাঁকেই জানাচ্ছিলাম। তারপর

---

[২৪৪] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১৩২৮।

[২৪৫] **হাসান সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৩২৭, শামায়িল ৩১৪, আহমাদ ২৪৪৬, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৬৯৮।

তিনি 'উমারকে বললেন, হে 'উমার! (আজ রাত্রে) আমি তোমার নিকট দিয়েও যাচ্ছিলাম। তুমি সলাতে উঁচু শব্দে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলে। 'উমার আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি উঁচু শব্দে সলাত আদায় করে ঘুমে থাকা লোকগুলোকে সজাগ করছিলাম আর শায়ত্বনকে তাড়াচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (দু'জনের কথা শুনে আবূ বাক্রকে) বললেন, আবূ বাক্র! তুমি তোমার শব্দকে আরো একটু উঁচু করবে। ('উমারকে বললেন) 'উমার! তুমি তোমার আওয়াজকে আরো একটু নীচু করবে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)[২৪৬]

ব্যাখ্যা : (قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ) (আবূ বাক্র বললেন) আমি যার সাথে কথা বলেছি তাকে শুনিয়েছি। অর্থাৎ সলাতে আমি আমার রবের সাথে কথা বলি। তিনি সবই শোনেন, তিনি তো উঁচু আওয়াজের মুখাপেক্ষী নন।

(أُوقِظُ الْوَسْنَانَ) ('উমার বললেন) আমি ঘুমন্তদের জাগাই অর্থাৎ এমন সব ব্যক্তি যারা গভীর ঘুমে নিমগ্ন অথচ তন্দ্রা তাদের উপর চেপে বসেছে তাদের জাগিয়ে দেই।

হাদীসের শিক্ষা : ১। কর্মে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ যা উত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচিত। ২। কারো মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা পরিবর্তনের জন্য হস্তক্ষেপ করা। তার এটাই সঠিক পথের সন্ধান দানকারীদের অভ্যাস।

١٢٠٥ -[١٨] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّٰى أَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة ٥: ١١٨] رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১২০৫-[১৮] আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাত্রে) রসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সলাতে ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একটি মাত্র আয়াত পড়তে থাকলেন, আয়াতটি এই *"ইন তু'আয্যিব হুম ফাইন্নাহুম 'ইবা-দুকা ওয়া ইন তাগ্ফির লাহুম ফাইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল হাকীম"* অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যদি তুমি তাদেরকে আযাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে মাফ করো, তাহলে তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১১৮)। (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[২৪৭]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى أَصْبَحَ بِاٰيَةٍ) এক আয়াত পাঠ করেই ভোরে উপনীত হলেন। অর্থাৎ সলাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার একটি আয়াতই পাঠ করলেন এবং একের পর এক তার অর্থ সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করলেন।

শিক্ষণীয় দিক হল, সলাতে একই আয়াত বার বার পাঠ করা বৈধ।

١٢٠٦ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِينِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১২০৬-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন ফাজ্রের দু' রাক্'আত (সুন্নাত) সলাত আদায় করবে। সে যেন (জামা'আত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) ডান পাশে শুয়ে থাকে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[২৪৮]

---

[২৪৬] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ১৩২৯।
[২৪৭] **হাসান** : নাসায়ী ১০১০, ইবনু মাজাহ্ ১৩৫০।
[২৪৮] **সহীহ** : আত্ তিরমিযী ৪২০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১১২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৪৬৮, সহীহ আল জামি' ৬৪২।

ব্যাখ্যা : ফাজ্‌রের সুন্নাত আদায়ের পর শয়ন করা সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

১। তা সুন্নাত এ অভিমত ইমাম শাফি'ঈ ও তার অনুসারীদের।

২। তা মুস্তাহাব এ অভিমত একদল সহাবী ও তাবি'ঈদের, সহাবীদের মধ্যে আবূ মূসা আল আশ্'আরী, রাফি' ইবনু খাদীজ, আনাস ইবনু মালিক ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখদের। তাবি'ঈদের মধ্যে মুহাম্মাদ, 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র, আবূ বাক্র ইবনু 'আবদুর রহমান, খারিজাহ্ ইবনু যায়দ, 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইবনু ইয়াসার প্রমুখদের।

৩। তা ওয়াজিব এ অভিমত আবূ মুহাম্মাদ 'আলী ইবনু হায্‌ম এর। তিনি মুহাল্লা গ্রন্থে (৩/১৯৬) বলেন, যিনিই ফাজ্‌রের দুই রাক্'আত সুন্নাত আদায় করেবেন তার ফাজ্‌রের ফার্‌য সলাত বিশুদ্ধ হবে না। যদিনা তিনি ডান কাতে শয়ন করেন। এটা তার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি। তার পূর্বে কেউ এ অভিমত পেশ করেনি।

৪। তা মাকরূহ ও বিদ্'আত, এ অভিমত সহাবীদের মধ্যে ইবনু মাস্'ঊদ ও ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর। তবে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ভিন্ন মতও বর্ণিত হয়েছে।

৫। তা উত্তমের বিপরীত কাজ, এ অভিমত হাসান বাসরী (রহঃ)-এর

৬। এ শয়ন মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হল ফাজ্‌রের সুন্নাত ও নাফ্‌লের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা। তা যে কোন উপায়ে হতে পারে। ইমাম শাফি'ঈ থেকে এ অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে।

৭। যিনি রাতে নাফ্‌ল সলাত আদায় করেন তার জন্য তা মুস্তাহাব। অন্যের জন্য তা বিধি সম্মত নয়।

৮। ঘরে সুন্নাত আদায়কারীর জন্য তা মুস্তাহাব, মাসজিদে আদায়কারীর জন্য তা মুস্তাহাব নয়। কিছু সালাফদের থেকে এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে থেকে ২য়, অভিমত তথা তা মুস্তাহাব এ অভিমতই অগ্রগণ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٠٧ -[٢٠] عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ قُلْتُ: فَأَيَّ حِينَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২০৭-[২০] মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় 'আমাল কোন্‌টি– এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, যে 'আমালই হোক তা সব সময় করা। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম, রাত্রের কোন সময়ে তিনি (তাহাজ্জুদের) সলাতের জন্যে সজাগ হতেন? তিনি বললেন, মোরগের ডাক শুনার সময়। (বুখারী, মুসলিম)[২৪৯]

ব্যাখ্যা : (قَالَتْ: الدَّائِمُ) তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন, যা সর্বদা করা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন 'আমাল নিয়মিত পালন করেন সে 'আমালই আল্লাহর নিকট প্রিয়।

(كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ) তিনি যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন তখন উঠে রাতের সলাত আদায় করতেন। (الصَّارِخَ) থেকে উদ্দেশ্য মোরগ। এতে 'আলিমদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। অধিক

[২৪৯] **সহীহ :** বুখারী ১১৩২, মুসলিম ৭৪১।

চিৎকার করার কারণে মোরগকে (صارخ) নামকরণ করা হয়েছে। ইবনু বাত্তাল বলেন, মোরগ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে চিৎকার করে। আর নাবী ﷺ নিয়মিত এ সময়ে উঠে রাতের সলাত আদায় করতেন।

হাদীসের শিক্ষা : 'আমালের পরিমাণে অল্প হলেও তা নিয়মিত আদায় করা পছন্দনীয় 'আমাল।

١٢٠٨ - [٢١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১২০৮-[২১] আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রে সলাতরত অবস্থায় দেখার জন্যে লক্ষ্য করতাম, তাহলে আমরা তাঁকে সলাত আদায় করতে দেখতে পেতাম। আর আমরা যদি রসূলুল্লাহকে ঘুম অবস্থায় দেখার জন্যে লক্ষ্য করতাম, তাহলে আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই দেখতে পেতাম। (নাসায়ী)[২৫০]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ রাতের কিছু অংশ ঘুমাতেন এবং কিছু অংশ সলাত আদায় করতেন। তিনি কখনো পূর্ণ রাত সলাত আদায় করতেন না। আবার পূর্ণ রাত ঘুমাতেন না। এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে নাবী ﷺ রাতের কিছু অংশ সলাতে কাটিয়ে কিছু অংশ ঘুমাতেন। একই রাতে তিনি তা একাধিকবার করতেন। সিন্দী বলেন, রাতে সলাত আদায় করা ও ঘুমানোর জন্য নাবী ﷺ-এর নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। রাতের প্রতি সময়েই তিনি কোন রাতে ঘুমিয়েছেন আবার ঐ সময়েই কোন রাতে সলাত আদায় করেছেন। এ বক্তব্য 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঐ বক্তব্যের বিরোধী নয় যাতে তিনি বলেন, মোরগের চিৎকার শুনে তিনি উঠতেন। কেননা নাবী ﷺ যখন তার ঘরে থাকতেন তখন এ সময় সলাত আদায় করতেন এবং তিনি যা অবলোকন করেছেন সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। আর আনাস رضي الله عنه-এর এ হাদীসে অন্যান্য সময়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها অবহিত নন।

١٢٠٩ - [٢٢] وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ حَتّٰى أَرٰى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلّٰى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُفُقِ فَقَالَ: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا﴾ [آل عمران ٣: ١٩١] حَتّٰى بَلَغَ إِلٰى ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران ٣: ١٩٤]. ثُمَّ أَهْوٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلٰى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ: قَدْ صَلّٰى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১২০৯-[২২] হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রহ্মান ইবনু 'আওফ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর এক সহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে গিয়েছিলাম। (তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম) আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতে

---

[২৫০] সহীহ : নাসায়ী ১৬২৭।

উঠলে তাঁকে আমি সলাতের সময় দেখতে থাকব। যাতে তিনি কিভাবে সলাত আদায় করেন তা আমি দেখতে পাই (পরে আমি সেভাবে 'আমাল করব)। রসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার সলাত, যাকে 'আত্বামাহ্ বলা হয়, আদায় করার পর ঘুমিয়ে গেলেন (কিছু সময় আরাম করলেন)। তারপর তিনি সজাগ হলেন। তারপর আকাশের দিকে নজর করলেন ও এ আয়াত, *"রব্বানা- মা- খালাকতা হা-যা- বা-ত্বিলান..... ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মি'আ-দ"*– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৯১-১৯৪) পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর তিনি বিছানার দিকে গেলেন। মিসওয়াক বের করলেন। এরপর তাঁর নিকট রাখা পানির পাত্র হতে পানি বের করলেন। মিসওয়াক করলেন। উযূ করলেন। সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সলাত শেষ হওয়ার পর আমি মনে মনে বললাম, যত সময় তিনি ঘুমিয়েছেন তত সময় তিনি সলাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। শেষে আমি মনে মনে বললাম, যত সময় তিনি সলাত আদায় করেছেন তত সময় তিনি ঘুমিয়েছিলেন। এরপর তিনি সজাগ হলেন। আবার ওসব কাজ করলেন যা পূর্বে করেছিলেন এবং তাই বললেন যা পূর্বে বলেছিলেন (অর্থাৎ মিসওয়াক, উল্লিখিত আয়াত ইত্যাদি)। রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে তিনবার করলেন। (নাসায়ী)[২৫১]

ব্যাখ্যা : (فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا) তিনি তা থেকে মিসওয়াক নিলেন অর্থাৎ তিনি বিছানার দিকে অগ্রসর হয়ে তা থেকে ধীরে সুস্থে একটি মিসওয়াক বের করলেন। (فَاسْتَنَّ) অতঃপর তিনি দাঁত ঘষলেন। অর্থাৎ মিসওয়াক দাঁতের উপর রেখে তা দিয়ে দাঁত ঘষলেন। (فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ) উপরে বর্ণিত কাজগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের আগ পর্যন্ত তিনবার করলেন।

١٢١٠ -[٢٣] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ؟ كَانَ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّيْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

১২১০-[২৩] ইয়া'লা ইবনু মুমাল্লাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে একদিন রসূলুল্লাহর রাত্রের সলাত ও ক্বিরাআতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর সলাতের বিবরণ দিলে তোমাদের কি কল্যাণ হবে? যে সময় পরিমাণ সলাত আদায় করতেন, সে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন। তারপর সে সময় পরিমাণ সলাত আদায় করতেন যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, এভাবে ভোর হয়ে যেত। বর্ণনাকারী ইয়া'লা বলেন, অতঃপর উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ক্বিরাআতের বর্ণনা দিয়েছেন, দেখলাম তিনি পৃথক পৃথক এক এক অক্ষর করে বিস্তারিত পড়ার বর্ণনা দিলেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)[২৫২]

---

[২৫১] **সানাদ সহীহ :** নাসায়ী ১৬২৬।

[২৫২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৪৬৬, আত্ তিরমিযী ২৯২৩, নাসায়ী ২৬২৯, শামায়েল ৩০৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৫৮, শু'আবুল ঈমান ২১৫৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৬৫, সুনান আল কুবরা ৪৭১৩। কারণ এর সানাদে ই'য়ালা ইবনু মামলাক একজন অপরিচিত রাবী যিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী মুলায়কাহ্ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে একাকী হয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া তাকে কেউ বিশ্বস্ত বলেননি।

ব্যাখ্যা : (وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ) তোমরা তাঁর সলাতের বিবরণ শুনে কি করবে? অর্থাৎ তোমরা তাঁর মতো করে সলাত আদায় করতে পারবে না। এ দ্বারা প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। তিনি এর দ্বারা রসূল ﷺ-এর 'আমালের প্রতি আশ্চর্যবোধ প্রকাশ পূর্বক বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা তাঁর মতো 'আমাল করতে সক্ষম নও। অতএব তাঁর 'আমালের গুণাগুন বা বর্ণনা শুনে তোমরা কি করবে? (فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا) অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর ক্বিরাআত বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা দু'টির কোন একটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১। তিনি বলেন যে, তার ক্বিরাআত এ রকম এ রকম ছিল।

২। তিনি স্বয়ং তারতীলের সাথে স্পষ্টভাবে ক্বিরাআত পাঠ করে শুনালেন, অতঃপর বললেন নাবী ﷺ-এর ক্বিরাআত এরূপ ছিল।

(٣٢) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

অধ্যায়-৩২ : রাতের সলাতে যা পড়তেন

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢١١ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২১১-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাত্রে তাহাজ্জুদের সলাতের জন্যে সজাগ হয়ে এ দু'আ পড়তেন, *"আল্ল-হুম্মা লাকাল হাম্‌দু, আনতা ক্বইয়্যিমুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হাম্‌দু, আন্‌তা নূরুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ামান ফীহিন্না ওয়া লাকাল হাম্‌দু, আনতা মালিকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হাম্‌দু, আন্‌তাল হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্কু, ওয়ালিক্ব-উকা হাক্কুন, ওয়া ক্বওলুকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্‌না-রু হাক্কুন, ওয়ান্ নাবীয়্যূনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন, ওয়াস্ সা-'আতু হাক্কুন, আল্ল-হুম্মা লাকা আস্‌লামতু, ওয়াবিকা আ-মান্‌তু, ওয়া 'আলায়কা তাওয়াক্কাল্‌তু, ওয়া ইলায়কা আনাব্‌তু, ওয়াবিকা খ-সাম্‌তু, ওয়া ইলায়কা হা-কাম্‌তু, ফাগ্‌ফিরলী মা- ক্বদ্দাম্‌তু, ওয়ামা- আখ্‌খার্‌তু, ওয়ামা- আসরার্‌তু, ওয়ামা- আ'লান্‌তু, ওয়ামা- আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল মুক্বদ্দিমু, ওয়া আন্‌তাল মুআখ্‌খিরু, লা- ইলা-হা*

ইল্লা- আন্‌তা, ওয়ালা- ইলা-হা গয়রুকা।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! সব প্রশংসাই তোমার। তুমিই আসমান জমিন এবং যা এ উভয়ের মাঝে আছে ক্বায়িম রেখেছ। সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান-জমিন এবং এ উভয়ের মধ্যে যা আছে সকলের বাদশাহ। সকল প্রশংসা তোমারই। তুমিই সত্য। তোমার ওয়া'দা সত্য। তোমার সাক্ষাৎ সত্য। তোমার কালাম সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। সকল নাবী সত্য। মুহাম্মাদ (রসূলুল্লাহ) ﷺ সত্য। ক্বিয়ামাত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আমি তোমার ওপর ঈমান এনেছি। তোমার ওপরই ভরসা করেছি। তোমার দিকেই আমি ফিরেছি। তোমার মদদেই আমি শত্রুর মুকাবিলা করছি। তোমার নিকট আমার ফরিয়াদ। তুমি আমার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দাও। আমার গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আমার ওসব গুনাহও তুমি ক্ষমা করে দাও, যা আমার চেয়ে তুমি ভাল অবগত আছো। তুমি যাকে ইচ্ছা করবে আগে আনবে, যাকে ইচ্ছা করবে পেছনে সরিয়ে দিবে। তুমি ছাড়া (প্রকৃত) কোন মা'বূদ নেই। (বুখারী, মুসলিম)[২৫৩]

ব্যাখ্যা : 'তাহাজ্জুদ' শব্দের মূল হলো, (ترك الهجود) অর্থ নিদ্রা বর্জন। এখানে নিদ্রা বর্জন পূর্বক সলাত আদায়কে বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসে দেখা যায় তিনি (ﷺ) রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য যখন উঠতেন তখন পড়তেন : *'আল্ল-হুম্মা লাকাল হাম্‌দ আনতা ক্বইয়্যিমুস সামা-ওয়া-তি......'* কিন্তু মুসলিম, মালিকসহ আসহাবুস্ সুনানগণের বর্ণনায় এসেছে, তিনি (ﷺ) মধ্যরাতে যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন পড়তেন .... । হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, বাক্যের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, তিনি যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখনই বলতেন (এই দু'আ পাঠ করতেন।) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্ এর প্রমাণে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে নিম্নের এ হাদীসও পেশ করেছেন : 'নাবী ﷺ যখন তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়াতেন *'আল্ল-হু আকবার'* (তাকবীরে তাহরীমা) বলার পর বলতেন, *'আল্ল-হুম্মা লাকাল হাম্‌দ .... ।'* সুনানে আবূ দাউদেও উক্ত সানাদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 'ক্বইয়্যিম' শব্দটি বহুভাবে পড়া যায়, সকল পদ্ধতির অর্থ একই। এটি আল্লাহর নির্দিষ্ট সুন্দর নামসমূহের একটি নাম। অর্থ হলো সৃষ্টির সকল কর্মকাণ্ড প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাকারী, যিনি স্বয়ং নিজেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া আসমান ও জমিনে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকবে না, সুতরাং তাহ্‌মীদ খাস তারই জন্য। 'তুমি আসমান জমিনের নূর,' এর অর্থ : এ দু'টিকে আলোকিত করেছ, তোমার কুদরত ও ক্ষমতার মাধমে আসমান জমিন আলোকিত হয়েছে এবং এ আলো থেকেই অন্যান্য সব সৃষ্টি আলোকিত। 'মানুষের জ্ঞান-অনুভূতি তুমিই সৃষ্টি করেছ এবং এগুলোকে পরিমিত উপকরণ প্রদান করেছ'– এ বাক্যটি একটি দৃষ্টান্তের মতো, যেমন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি শহরের নূর বা আলো, এর অর্থ হলো সে শহরকে আলোকিত করেছে। 'তুমি আসমান জমিনের মালিক' এর অর্থ হলো : প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার কাজের একক নির্বাহী, এ কাজে তোমার কোন শারীক বা অংশীদার নেই।

'আনতাল হাক্ব' এর অর্থ হলো : তোমার অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও নিশ্চিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত এতে কোনই সন্দেহ নেই। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ গুণটি কেবল আল্লাহর জন্যই খাস, যেহেতু তার ওপর (عدم) বা অনস্তিত্বের স্পর্শ লাগে না।

'তোমার ওয়া'দা হাক্ব' এর অর্থ হলো : তুমি সত্যবাদী, তোমার কথার খেলাফ হয় না। 'তোমার সাক্ষাৎ হাক্ব বা সত্য' এর অর্থ হলো : আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তার দর্শন লাভ। কেউ কেউ বলেছেন, নেককার বদকার সকলের জন্য আখিরাতে জাযা প্রাপ্তি। কেউ অর্থ নিয়েছেন মৃত্যু, যেহেতু মৃত্যু হলো সাক্ষাতের ওয়াসীলা; কিন্তু ইমাম নাবাবী এ ব্যাখ্যাকে বাতিল বলে অভিহিত করেছেন। 'জান্নাত সত্য

---

[২৫৩] **সহীহ :** বুখারী ১১২০, ৭৪৪২, মুসলিম ৭৬৯।

জাহান্নাম সত্য' এর অর্থ হলো এগুলো বর্তমান মওযুদ আছে। 'মুহাম্মাদ সত্য' এখানে অন্য সকল নাবী বা রসূলকে বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মাদের নাম উল্লেখ করা বা খাস করা তার মর্যাদার কারণে। আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন, তার নাম খাসভাবে এবং এককভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো তার নামের ওয়াসীলায় দু'আ কবূল হয়।

'তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার ওপর ঈমান এনেছি, তোমার ওপরই ভরসা করছি' এর অর্থ হলো : তোমার আনুগত্য প্রকাশ করছি, তোমার কাছে নত হচ্ছি এবং তোমাকে সত্য জানছি, আর আমার সকল কর্মকাণ্ড তোমার কাছেই পেশ করছি।

আমি আমার ক্বলব তোমার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি আর তোমার দেয়া দলীল প্রমাণাদির মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীর সাথে আমি তোমার জন্যই ঝগড়ায় লিপ্ত হই।

'আমার পূর্বাপর গুনাহ এবং গোপন প্রকাশ্যের গুনাহ ক্ষমা করে দাও'; নাবী ﷺ-এর ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হলো অতিরিক্ত বিনয়ী হওয়া এবং আল্লাহর মহত্ত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়া, অথবা উম্মাতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে, যাতে উম্মাত এটা অনুসরণ করে চলে। পূর্বাপর গুনাহ বলতে এখন থেকে পূর্বে যা করা হয়েছে এবং যা করা হবে। অনুরূপ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বলতে অন্তরের কল্পনাপ্রসূত গুনাহ এবং মুখে উচ্চারণের দায়ে গুনাহও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

'আন্তাল মুক্বদ্দিমু ওয়াল মুআখ্খিরু' দ্বারা তিনি তার সত্তার দিকে ইশারা করেছেন। কারণ তিনি ক্বিয়ামাতের দিনে উত্থানের দিক থেকে সর্বাগ্রে উত্থিত হবেন কিন্তু তিনি দুনিয়াতে প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষে প্রেরিত হয়েছেন। ক্বাযী 'আয়ায বলেন, এর অর্থ বলা হয় বিভিন্ন বস্তুর অবতরণ এবং মনযিল বিষয়ে, কোনটি আগে কোনটি পরে হয়েছে। কাউকে সম্মানিত করেছেন কাউকে লাঞ্ছিত করেছেন। অথবা একজনকে আরেকজনের ওপর মর্যাদাশীল করেছেন। ইমাম কিরমানী বলেন, এ হাদীসটি জাওয়ামিউল কালাম সম্বলিত, যার শব্দ অল্প কিন্তু অর্থ ব্যাপক এবং গভীর।

١٢١٢ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২১২-[২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্যে দাঁড়িয়ে প্রথমতঃ এ দু'আ পাঠ করতেন, *"আল্ল-হুম্মা রব্বা জিবরীলা ওয়া মীকাঈলা, ওয়া ইসরা-ফীলা, ফাত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, 'আ-লিমাল গয়বি ওয়াশ্ শাহা-দাতি, আন্তা তাহ্কুমু বায়না 'ইবা-দিকা ফীমা কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন, ইহ্দিনী লিমাখ্তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বক্বি বিইয্নিকা, ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশা-উ ইলা- সিরাত্বিম মুসতাক্বীম।"* অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, হে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী! তুমিই তোমার বান্দাদের মতপার্থক্য ফায়সালা করে দিবে। হে আল্লাহ! সত্যের সম্পর্কে যে ইখতিলাফ করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাও। কারণ তুমি যাকে চাও, সরল পথ দেখাও।" (মুসলিম)[২৫৪]

---

[২৫৪] **সহীহ :** মুসলিম ৭৭০।

ব্যাখ্যা : এটা তাহাজ্জুদ সলাতের কথা বলা হয়েছে। দু'আর মধ্যে তিনজন মালাকের (ফেরেশতার) নাম নেয়া হয়েছে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণে অন্যথায় সকল মালাকের রবই আল্লাহ, এমনকি প্রত্যেক বস্তুরই। এটা আল্লাহর গুণ বর্ণনার স্থান আর গুণ এভাবে বর্ণনা হয়ে থাকে। কুরআন হাদীসে এরূপ খাস ও বিশেষ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের নাম নেয়ার ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে, যেমন : *'রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল আর্‌য, রব্বুল 'আরশিল কারীম'* ইত্যাদি। *'ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্‌য 'আ-লিমুল গায়বি ওয়াশ্ শাহা-দাহ্'* এর অর্থ হলো তিনি বিনা দৃষ্টান্তে এগুলোর আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক এবং সকলের কাছে যা দৃশ্যমান তা এবং দৃশ্যমান নয় তাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ক্বিয়ামাতের দিন তুমি দীনের ব্যাপারে তোমার বান্দার হাক্ব বাতিলের বিচার সাওয়াব ও শাস্তি দ্বারা সম্পাদন করবে। 'আমাকে হিদায়াত দাও' এর অর্থ হলো, আমার হিদায়াত বর্ধিত করে দাও এবং হিদায়াতের উপর আমাকে অবিচল রাখ।

١٢١٣ - [٣] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২১৩-[৩] 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে লোক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে এ দু'আ পাঠ করবে : *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর, ওয়া সুব্‌হা-নাল্ল-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ"* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শারীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত গুনাহ হতে বাঁচার ও সৎকার্য করার ক্ষমতা কারো নেই।)। তারপর বলবে, *"রব্বিগ্ ফির্‌লী"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর) অথবা বললেন, পুনরায় দু'আ পাঠ করবে। তার দু'আ কবূল করা হবে। তারপর যদি উযূ করে ও সলাত আদায় করে, তার সলাত কবূল করা হবে। (বুখারী)[২৫৫]

ব্যাখ্যা : (تَعَارَّ) বলা হয় রাত্রিতে নিদ্রা থেকে জেগে ওঠাকে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ : শব্দসহ জেগে ওঠা। বলা হয় সে ভয়ে শব্দ করে (চিৎকার করে) ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এ 'শব্দ' আল্লাহর নামের যিক্‌রের শব্দও হতে পারে। *'লাহুল মুল্‌ক ওয়ালাহুল হাম্‌দ'* এর সাথে আবূ নু'আয়ম-এর বর্ণনায় *'ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু'* বেশি রয়েছে। *'সুবহা-নাল্ল-হ ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হ'* বা তাহমীদকে পরে আনা হয়েছে, এটা প্রায় সকল নুসখা বা সংকলনেই, এমনকি তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবেই এসেছে। তবে বুখারীতে 'হাম্‌দ' বা *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* শব্দটি *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* এর আগে ব্যবহার হয়েছে। এ কথা আল্লামা জাযারী উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইসমা'ঈলী সংকলনে বিষয়টি এর বিপরীত। *'লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা'*র সাথে নাসায়ী এবং ইবনু মাজাহ গ্রন্থে "আলি'উল 'আযীম" অতিরিক্ত সংযুক্ত আছে। এর পরে বলবে : *'রব্বিগ্‌ফির্‌লী'* মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, কোন কোন সংকলনে *'আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী'* রয়েছে।

---

[২৫৫] **সহীহ :** বুখারী ১১৫৪।

সহীহ বুখারীতে আছে *'আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী আও দা'আ'*। সে দু'আ করলে কবূল করা হয়' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'আ কবূলের ইয়াক্বীন হওয়া, কারণ কবূলের সম্ভাবনা তো সকল দু'আতেই থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এ সময় দু'আ কবূলের যেমন দৃঢ় আশা থাকে সলাত কবূলের আশাও অনুরূপই থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢١٤ ـ[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২১৪-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রে ঘুম থেকে জেগে হয়ে উঠলে বলতেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা সুব্হা-নাকা, আল্ল-হুম্মা ওয়াবি হাম্দিকা আসতাগ্ফিরুকা লিযাম্বি, ওয়া আস্আলুকা রহমাতাকা, আল্ল-হুম্মা যিদ্নী 'ইলমা-, ওয়ালা- তুযিগ ক্বল্বি বা'দা ইয হাদায়তানী, ওয়া হাব্লী মিল্লাদুন্কা রহমাতান, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হা-ব।"* (আবূ দাউদ)[২৫৬]

ব্যাখ্যা : রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে পঠিতব্য এ দু'আর মধ্যে *'আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা'* বাক্যটি মিশকাতের মূল গ্রন্থে নেই। মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি আবূ দাউদে খুঁজেও এটি পাইনি। অবশ্য আল্লামা জাযারী তার জামি'উল উসূলে এটি উল্লেখ করেছেন। *'আস্তগফিরুকা লিযাম্বী'* নাবী (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা উম্মাতকে শিক্ষাদনের জন্য অথবা তার রবের মহাত্ম ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। তিনি আরো পড়েছেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দেয়ার পর আমার অন্তরকে বক্র করে দিও না।' এর অর্থ হলো : আমার অন্তরকে হাক্ব থেকে বাতিলের দিকে ঝুকিয়ে দিও না। আল্লামা ত্বীবী বলেন, এর অর্থ হলো : আমাকে হিদায়াত দানের পর তুমি আমাকে তার উপরই প্রতিষ্ঠিত রাখ।

١٢١٥ ـ[٥] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১২১৫-[৫] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে মুসলিম রাত্রে পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে ঘুমিয়ে যায়, তারপর রাত্রে জেগে উঠে আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাকে (দুনিয়া ও আখিরাতে) অবশ্যই কল্যাণ দান করেন। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ)[২৫৭]

ব্যাখ্যা : এখানে রাতে ঘুম যাওয়ার কালকে বুঝানো হয়েছে। আর যিক্র দ্বারা ঐ সকল যিক্র আযকারকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো শয়নকালে পাঠ করা মুস্তাহাব, আবার কুরআন তিলাওয়াত এবং সাধারণ যিক্রও হতে পারে। আর এটা উযূ অবস্থায় পাঠের কথা বলা হয়েছে। মাঝরাতে যদি কেউ জাগে তাহলে

---

[২৫৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫০৬১, ইবনু হিব্বান ৫৫৬১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৯৮১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪১৬, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৪৫।

[২৫৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০৪২, সহীহ আত্ তারগীব ৫৯৮, সহীহ আল জামি' ৫৭৫৪, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪২৭।

আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করবে, চাই তা দুনিয়ার কল্যাণ হোক চাই আখিরাতের কল্যাণ। তবে একটি বর্ণনায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কথা নাম ধরেই উল্লেখ আছে।

١٢١٦-[٦] وَعَنْ شَرِيقٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا: بِمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللهَ عَشْرًا وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَشْرًا» وَقَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১২১৬-[৬] শারীকুল হাওযানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করেছি, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রে ঘুম থেকে সজাগ হওয়ার পর কোন জিনিস দিয়ে ‘ইবাদাত আরম্ভ করতেন। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তুমি আমাকে এমন বিষয় জিজ্ঞেস করেছ যা তোমার পূর্বে আমাকে কোন লোক জিজ্ঞেস করেনি। তিনি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর প্রথম দশবার *‘আল্ল-হু আকবার’* পাঠ করতেন। *‘আলহাম্‌দু লিল্লা-হ’* বলতেন দশবার। *“সুব্‌হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী”* পাঠ করতেন দশবার। *“সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস”* পাঠ করতেন দশবার। *‘আস্‌তাগ্‌ফিরুল্ল-হ’* পাঠ করতেন দশবার। *‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ’* পাঠ করতেন দশবার। আর দশবার পড়তেন এ দু‘আ, *“আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা মিন যীক্বিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া যীক্বি ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাহ্”*। এরপর তিনি (ﷺ) (তাহাজ্জুদের) সলাত আরম্ভ করতেন। (আবূ দাঊদ)[২৫৮]

ব্যাখ্যা : রাতে ঘুম থেকে জেগে রসূলুল্লাহ (ﷺ) দশবার তাকবীর পড়তেন, দশবার আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তা হলো এভাবে যে, দশবার *আল্ল-হু আকবার* পড়তেন এবং দশবার *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* পড়তেন। *‘সুবহা-নাল্ল-হিল মালিকিল কুদ্দূস’* এর অর্থ হলো তিনি (আল্লাহ) বিপদ মুসীবাত দুর্যোগ এবং সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পূত পবিত্র, সুতরাং আমি তারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এরপর আল্লাহর রসূলের ইস্তিগফার করাটা হলো নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে ছোট করে পেশ করা এবং উম্মাতকে শিক্ষা দেয়া। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার অর্থ হলো দুনিয়ার অপছন্দনীয় বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়া, যা মানুষের বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেয় এবং অন্তরকে বক্র করে দেয়। মুল্লা ‘আলী আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, এটা দ্বারা দুনিয়ার কাঠিন্যতার কথা বলা হয়েছে। কেননা মানুষ যখন দুনিয়ার রোগ ব্যাধি, ধার-কর্জ-ঋণ ইত্যাদি কষ্টে আক্রান্ত হয় তখন দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য যেন তা সত্যি সত্যি সংকীর্ণ হয়ে যায়। ক্বিয়ামাতের সংকীর্ণতা বলতে তার বিভিন্ন অবস্থা ও বিভীষিকাময় ঘটনাসমূহ (যেমন পুলসিরাত, মীযান ইত্যাদি)।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢١٧-[٧] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا» ثُمَّ يَقُولُ:

[২৫৮] **হাসান সহীহ :** আবূ দাঊদ ৫০৮৫।

«أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهٖ: «غَيْرُكَ» ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» ثَلَاثًا وَفِي اٰخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ يَقْرَأُ

১২১৭-[৭] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাতের জন্যে দাঁড়ালে প্রথমে *আল্ল-হু আকবার* বলে এ দু'আ পড়তেন, *"সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়াবি হাম্‌দিকা, ওয়াতাবা-রকাস্‌মুকা ওয়াতা'আলা- জাদ্দুকা, ওয়ালা- ইলা-হা গয়রুকা"*। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমরা তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বারাকাতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অনেক উপরে। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।" তারপর তিনি বলতেন, *"আল্ল-হু আকবার কাবীরা-"*। এরপর বলতেন, *"আ'উযু বিল্লা-হিস্ সামী'উল 'আলীম, মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম, মিন হামযিহী, ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফ্‌সিহ"*। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী; ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনায় *"গয়রুকা"*'র পর এ কথাটুকু আছে, তারপর তিনি বলতেন, *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* তিনবার। আর হাদীসের শেষের দিকের শব্দগুলো হলো : তিনি *("আ'উযু বিল্লা-হিস সামী'ইল 'আলীম"* পড়ে) তারপর ক্বিরাআত পড়া আরম্ভ করতেন।)[২৫৯]

ব্যাখ্যা : *"সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা"* এর অর্থ হলো : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সম্বলিত চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তুমি বারাকাতময় তোমার নামে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। *"ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা"* এর মানে হলো : আমি তোমার আযমত বা বড়ত্বকে সকল কিছুর উপর তুলে ধরছি। এর এও অর্থ হতে পারে তুমি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী এবং তোমার অমুখাপেক্ষীতা সকল কিছু থেকে উর্ধ্বে। শায়ত্বনের ফুঁৎকার বলতে যাদুটোনা ইত্যাদি এবং তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এর বিস্তারিত আলোচনা তাকবীরের পর কি পাঠ করতে হবে সে অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

١٢١٨ -[٨] وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ» الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ» الْهَوِيَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

১২১৮-[৮] রবী'আহ্ ইবনু কা'ব আল আস্‌লামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কামরার নিকট রাত্র কাটিয়েছি। আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম। তিনি রাতে তাহাজ্জুদের সলাতের জন্যে সজাগ হলে বেশ লম্বা সময় পর্যন্ত *"সুব্‌হা-না রব্বিল 'আ-লামীন"* পাঠ করতেন। তারপর আবার লম্বা সময় *"সুব্‌হা-নাল্ল-হি ওয়াবি হাম্‌দিহী"* পড়তেন। (নাসায়ী; তিরমিযী অনুরূপ বর্ণনা করে বলেছেন, হাসান সহীহ)[২৬০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বর্ণনাকারী রবী'আহ্ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক, ইনি আহাবী, আহলে সাফ্‌ফা বা বারান্দাবাসী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খাদেম ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাত্রিতে পঠিত দু'আ শিক্ষার জন্য তার ঘরের দরজার কাছে রাত যাপন করতেন, সেই সুযোগে তিনি রাত্রিতে তার পঠিত দু'আগুলো শুনেছেন। অত্র হাদীসে সেই দু'আসমূহের একটি দু'আ বিধৃত হয়েছে। এ দু'আ তিনি দীর্ঘ সময় পাঠ করেছেন।

---

[২৫৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৭৭৫, আত্ তিরমিযী ২৪২, নাসায়ী ৮৯৯, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৩০।
[২৬০] **সহীহ :** নাসায়ী ১৬১৮, আহমাদ ১৬৫৭৪।

(٣٣) بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

অধ্যায়-৩৩ : ক্বিয়ামুল লায়ল-এর প্রতি উৎসাহ দান

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢١٩ -[١] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২১৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কোন লোক যখন (রাতে) ঘুমিয়ে যায়, শায়ত্বন তার মাথার পেছনের দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রত্যেক গিরায় শায়ত্বন তার মনে এ কথার উদ্রেক করে দেয় যে, এখনো অনেক রাত বাকী, কাজেই ঘুমিয়ে থাকো। সে যদি রাতে জেগে উঠে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাহলে তার (গাফলতির) একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে যদি উযূ করে, (গাফলতির) আর একটি গিরা খুলে যায়। যদি সে সলাত আরম্ভ করে তখন তার তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। বস্তুতঃ এ লোক পাক-পবিত্র হয়ে ভোরের মুখ দেখে, নতুবা অপবিত্র হয়ে ভোরের দিকে কলূষ অন্তর ও অলস মন নিয়ে উঠে। (বুখারী, মুসলিম)[২৬১]

ব্যাখ্যা : শায়ত্বন কয়েক শ্রেণীর মানুষ ছাড়া সকলের গ্রীবাদেশে নিদ্রার সময় তিনটি গিরা দিয়ে থাকে। শায়ত্বন দ্বারা এখানে (الجنس) জিন্‌স বা জাতি উদ্দেশ্য অর্থাৎ শায়ত্বনের সাথী বা সহকর্মী অথবা সাহায্যকারী ইত্যাদি হতে পারে। তবে এখানে শায়ত্বনের শীর্ষ নেতা অর্থাৎ ইবলীসের নিজে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। নাবী (ﷺ)-এর বাণী, 'তোমাদের প্রত্যেকের গ্রীবাদেশে গিরা লাগায়' কিন্তু কয়েক শ্রেণীর মানুষ শায়ত্বনের এ অপকর্মের প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকবে। তারা হলেন : ১। নাবী রসূলগণ। ২। ঐ শ্রেণীর লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার এমন বান্দা রয়েছেন যাদের উপর তোমার কোন রাজত্ব চলবে না। যেমন ঐ ব্যক্তি যে রাত্রিবেলা নিদ্রা গমনকালে আয়াতুল করসী পাঠ করে ঘুমায়। (এছাড়াও রাতে সূরাহ্ বাক্বারাহ্ তিলাওয়াতকারীর বাড়ীতেও শায়ত্বন প্রবেশ করতে পারে না।) এরা সকাল হওয়া পর্যন্ত শায়ত্বনের অনিষ্টতা থেকে মাহফূয থাকবে। শায়ত্বন প্রত্যেক গিরা সময় বলে 'ঘুমাও তোমার জন্য রাত দীর্ঘ রয়েছে।' তিনটা গীরার কথা বলা হয়েছে হয়তো তাকীদের জন্য অথবা তিনটি কাজের দ্বারা খুলবে এজন্য তিনটি গিরার কথাই বলা হয়েছে। প্রথম গিরা খুললে যিক্‌রের দ্বারা দ্বিতীয়টি উযূর দ্বারা, তৃতীয়টি সলাতের দ্বারা। এ যেন প্রতিটি গিরার জন্য প্রতিটি কাজ প্রতিরোধক ও প্রতিকারক। এভাবে রাত যাপন করার পর সকালে সে সাওয়াব আর প্রশান্তি নিয়ে আনন্দচিত্তে অতীব পবিত্র অবস্থায় জাগরিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার এ সুন্দর কাজে বারাকাত দান করেন। আর যদি এরূপ না করে অর্থাৎ দু'আ কালাম পাঠ না করেই, উযূ না করেই, সলাত আদায় না করেই শুধু ঘুমিয়ে রাত কাটায় তার উপর শায়ত্বনের **মন্ত্র** কার্যকর হয়, ফলে সে সকাল বেলা অলস অবশ দেহে, বিষণ্ন ও দুঃশ্চিন্তা মনে জাগরিত হয়।

---

[২৬১] **সহীহ :** বুখারী ১১৪২, মুসলিম ৭৭৬।

١٢٢٠ -[٢] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهٗ: لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২২০-[২] মুগীরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রে সলাত আদায় করতে পড়তে নাবী (ﷺ)-এর পা ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, আপনি কেন এত কষ্ট করছেন। অথচ আপনার পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে? (এ কথা শুনে) তিনি (ﷺ) ইরশাদ করলেন, আমি কী কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী বান্দা হবো না? (বুখারী, মুসলিম)[২৬২]

ব্যাখ্যা : নাবী (ﷺ) সলাতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার পা ফুলে যেত। এ সলাত ছিল রাতের তাহাজ্জুদের সলাত। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তিনি রাতে দীর্ঘসূত্রী সলাত আদায় করতেন। বলা হয়েছে সলাত যেমন ছিল দীর্ঘ তেমনি ছিল দায়েমী। এ হাদীসসহ আরো অনেক হাদীসে দেখা যায় পা ফুলে যাওয়ার কথা এসেছে। আবার সহীহুল বুখারীতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনা সুনানে, নাসায়ীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনাসহ আরো কতিপয় রিওয়ায়াতে দেখা যায় পা ফেটে যাওয়ার কথা এসেছে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, এগুলো পরস্পর বিরোধী কোন বর্ণনা নয়। পা যখন ফুলে যায় তখন ফেটেও যায়, (অথবা কখনো কখনো ফেটেও যেত।) অথবা ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি এরূপ (কষ্ট) করছেন কেন? এ জিজ্ঞাসাকারী স্বয়ং 'আয়িশাহ্ (রাঃ) নিজেই ছিলেন। এ হাদীসের প্রশ্নের বাক্যের সাথে অন্যান্য হাদীসের বাক্যের শব্দগত কিছু পার্থক্য থাকলেও অর্থ একই। 'আপনার পূর্বাপর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে' এ বাক্যটি কোন কোন হাদীসে কর্তৃবাচ্য হিসেবে 'আল্লাহ আপনার পূর্বাপর গুনাহ বা অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন' ব্যবহার হয়েছে। প্রশ্ন হলো নাবীগণ তো ছিলেন নিষ্পাপ তাদের অপরাধ বা গুনাহ কিসের? উত্তর তাদের কোন অপরাধ বা গুনাহ ছিল না, তবে অনুত্তম কাজ বুঝানো আর তার মহান মর্যাদার কারণে ঐ কাজকেই অপরাধ বা গুনাহ বলে বুঝানো হয়েছে। যেমন (প্রবাদে) বলা হয় হাসানাতুল আবরার সাইয়্যিআতুল মুকার্‌রিবীন। অথবা এর অর্থ হলো : যদি আপনার দ্বারা কোন গুনাহ হতো তাহলে তা অবশ্য হতো ক্ষমাযোগ্য। সর্বোপরি এ কথার দ্বারা তার গুনাহ নিশ্চিত হয়েছিল এটা আবশ্যক হয় না। নাবী (ﷺ)-এর কথা : 'আমি কি তাহলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?' এর অর্থ হলো আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে আমি তার 'ইবাদাত বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকব? আল্লাহর এই ক্ষমা এবং অন্যন্য অসংখ্য নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে না? বরং আমার উপর তো আরো বেশী আবশ্যক যে, আমি আমার মাওলার এ সকল নি'আমাতের আরো বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমি আরো অধিক রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করি। নাবী (ﷺ)-এর (عبد) বান্দা বা গোলাম শব্দ ব্যবহার করা আল্লাহর নিকট বিনয়ী হওয়া এবং তাকে সম্মান প্রদর্শনের চূড়ান্ত ভাষা। এজন্য ইসরার আয়াতে আল্লাহ তা'আলাও এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা সম্পর্ক গভীর হওয়ারই প্রমাণ বাহক। আর এই সম্পর্কে 'ইবাদাত ছাড়া সম্ভব হয় না, তাই নাবী (ﷺ) অধিক রাত জেগে আল্লাহর 'ইবাদাত (সলাত আদায়) করেছেন।

١٢٢١ -[٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهٗ مَازَالَ نَائِمًا حَتّٰى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «ذٰلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» أَوْ قَالَ: «فِي أُذُنَيْهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[২৬২] **সহীহ :** বুখারী ১২১৮, মুসলিম ২৮১৯।

১২২১-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে এক লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাঁকে বলা হলো, লোকটি সকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, সলাতের জন্যে উঠে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এ লোকের কানে অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তার দু'কানে শায়ত্বন পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)[২৬৩]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যে ব্যক্তিকে নিয়ে এ আলোচনা হচ্ছিল হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আমি তার প্রকৃত নাম সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। রাতে সে উঠে 'সলাত' আদায় করে না। এই সলাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাতের সলাত তাহাজ্জুদ। আবার ফার্‌য 'ইশার সলাতও হতে পারে। এমনকি ফাজ্‌রের সলাত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ফার্‌য সলাত হওয়ার সম্ভাবনার স্বপক্ষে ইবনু হিব্বান-এর সহীহ সংকলনে একটি বর্ণনাও রয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য কথা দৃষ্টে মনে হয় এটা নৈশকালীন সলাত অর্থাৎ সলাতুত্ তাহাজ্জুদ, যা ইবনু মাজাহ্‌, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রমাণ বহন করে। শায়ত্বন তার কানে প্রস্রাব করে দেয়, এই কান বলতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ এক কানেও হতে পারে, দুই কানেও হতে পারে। তবে বুখারীর এক বর্ণনায় শুধুমাত্র এক কানের কথা এসেছে। কানে পেশাব করার বিষয়টি বাস্তবেই হতে পারে। ইমাম কুরতুবী বলেন, অন্যভাবে অর্থাৎ রূপক অর্থেও হতে পারে। তবে বাস্তবে হওয়া তো অসম্ভব কিছু নয়, কেননা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, শায়ত্বন খায়, পান করে, বায়ু নির্গত করে, বিবাহ করে সুতরাং তার পেশাব করার বাস্তবতায় কোন বাধা নেই। কেউ কেউ এর সম্ভাব্য তাবীল করেছেন যে, তাকে সলাত থেকে এমনভাবে গাফিল করে রাখা হয় যেন তার কানে পেশাব করে দেয়া হয়েছে ফলে সে আযানও শোনে না, মোরগের ডাকাও শোনে না। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আরাবেরা ফাসাদ শব্দকে 'বাওল' উপনামে ব্যবহার করে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শায়ত্বন নিদ্রিত ব্যক্তির কান এমনভাবে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে যে, সে আযান ইক্বামাত কিছুই শুনতে পায় না। আল্লামা ত্বীবী বলেন, চক্ষু বা আরো অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও কানের কথা খাস করে বলা হয়েছে এ করণে যে, ভারী নিদ্রা হলে কান একেবারেই অচল হয়ে যায়। কানে কিছু শুনলেই তো সে জাগবে এবং সলাতে দাঁড়াবে। যেমন আল্লাহর বাণী : 'আমি গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের কানের উপর নিদ্রা ঢেলে দিলাম।' এখানে নিদ্রা বলতে অতীব ভারী নিদ্রা যাকে কোন শব্দই জাগাতে পারে না।

١٢٢٢ -[٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ» يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ «لِكَيْ يُصَلِّينَ؟ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

১২২২-[৪] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘাবড়িয়ে গিয়ে এ কথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* আজ রাত্রে কত ধন-সম্পদ অবতরণ করা হয়েছে। আর কত ফিতনাহ্ অবতরণ করা হয়েছে। হুজরাবাসিনীদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে কে? তিনি এর দ্বারা তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। যেন তারা সলাত আদায় করে। কত মহিলা দুনিয়ায় কাপড় পরিধান করে আছে, কিন্তু আখিরাতে তারা উলঙ্গ থাকবে। (বুখারী)[২৬৪]

---

[২৬৩] **সহীহ :** বুখারী ৩২৭০, মুসলিম ৭৭৪।

[২৬৪] **সহীহ :** বুখারী ৭০৬৯।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ ভীতু হয়ে পরছিলেন। এ ভয় ছিল তিনি যে ভয়াবহ দৃশ্য দর্শন করেছিলেন তা দেখে। সেটি ছিল নানা 'আযাব ও গযব সেটাকেই (فِتَن) 'ফিতান' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এটা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মালাকগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন 'আযাব-গযবের সংবাদ পেশ, যা আল্লাহর কাছে নির্ধারিত রয়েছে এবং অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। আল্লাহর নাবী যেন স্বপ্নে তাই দেখছিলেন যে এখনই তা ক্বায়িম হতে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে তার কাছে (বিশ্বের সমস্ত) ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। অথবা আল্লাহ তা'আলা তার নিদ্রার পূর্বে ওয়াহী দ্বারা তাকে অবহিত করেছিলেন সেটাকেই তিনি *'মা-যা- উনযিলাল লাইলাতা মিনাল খাযা-য়িনি'* শব্দে প্রকাশ করেছেন। এটা আল্লাহর রসূলের মু'জিযাসমূহের একটি মু'জিযা বিশেষ। এই ধন ভাণ্ডার হতে পারে রোম ও পারস্যের ধন ভাণ্ডার কেননা নাবী ﷺ এ ব্যাপারে খবর দিয়েছেন যা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। নাবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ সলাতের মাধ্যমে রাতের ফিতনাসমূহ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এজন্য তিনি সর্বাগ্রে তাদের প্রতিই উদ্দেশ্য করেছেন। আরো একটি কারণ হলো যে সময় তিনি রাতে অবতীর্ণ ফিতনাহ্ দর্শন করেছিলেন এবং তা ব্যক্ত করেছিলেন সে সময় উম্মুল মু'মিনীনগণই উপস্থিত ছিলেন। অথবা এ নাসীহাতের বিশ্বজনীন ঘোষণা নিজ পরিবার দিয়েই শুরু করেছেন। এ হাদীস থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, এই জাগানোটা ছিল রাতের সলাত আদায়ের লক্ষ্যে অন্যথায় শুধু খবর দেয়ার জন্যই হলে তিনি দিনের বেলায় তা দিতে পারতেন। রাতের সলাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা সংক্রান্ত এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাত্রিকালীন সলাতটা ওয়াজিব নয়।

(رُبَّ) শব্দটি 'অনেক' এবং 'কম' উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে 'অনেক' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। (رُبَّ كَاسِيَةٍ) এবং (رُبَّ عَارِيَةٍ) শব্দের উদ্দেশ্য নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন : এর অর্থ হলো, (رب امراة) অনেক মহিলা। কেউ এর অর্থ করেছেন, (رُبَّ نَسَمَةٍ) অনেক আত্মা, কেউ আবার (رُبَّ نَفْسٍ) অনেক ব্যক্তি অর্থও করেছেন। যা হোক উদ্দেশ্য হলো :

১। এরা দুনিয়াতে অর্থের কারণে ভাল ভাল কাপড় পড়ে থাকবে কিন্তু আখিরাতে 'আমাল এবং সাওয়াববিহীন (উলঙ্গসম) উঠবে।

২। এরা দুনিয়াতে এত পাতলা এবং মসৃণ কাপড় পরিধান করত যে, মানুষের মনে হতো যেন ওটা পোষাকই নয়, বরং কাপড় পড়েও হয়েছে তা উলঙ্গসম। এরই পরিণামে তারা আখিরাতে উলঙ্গ হয়ে উঠবে।

৩। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর নি'আমাত দ্বারা আবৃত কিন্তু তার শুকরিয়া আদায়ে মুক্ত বা উলঙ্গ থেকে আখিরাতে তারা সাওয়াব বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৪। তাদের দেহ হবে পোষাক আবৃত কিন্তু পিছন থেকে ওড়না বাঁধা থাকায় বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যাবে, ফলে তারা উলঙ্গসম হয়ে পড়বে আর এজন্য ক্বিয়ামাতে তাদের শাস্তি দেয়া হবে।

৫। সে নেককার স্বামীর সাথে যেন পোষাক আবৃত অবস্থায়ই ছিল কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন নিজের 'আমাল শূণ্য উলঙ্গ হয়ে উঠবে।

١٢٢٣ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

১২২৩-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : প্রতি রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের মর্যাদাবান বারাকাতপূর্ণ রব দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, 'যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব। যে আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দান করব। যে আমার নিকট মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দেব।' (বুখারী, মুসলিম)[২৬৫]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে দেন এবং বলেন, কে আছে যে এমন লোককে করয দেবে যিনি ফকীর নন, না অত্যাচারী এবং সকাল পর্যন্ত এ কথা বলতে থাকেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার আসমানে অবতরণের ধরণ ও প্রকৃতি হলো তার পবিত্র স্বকীয় সত্ত্বার জন্য যেভাবে শোভন সেভাবেই। এর অর্থ এতটুকু গ্রহণ করাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। রাতের শেষ তৃতীয়াশং হলো দু'আ কবূলের সময় এবং ব্যাপক রহ্মাতের ও মাগফিরাতের অনুপম মুহূর্ত। আল্লাহর রহ্মাত কল্যাণ ও মাগফিরাত অনুসন্ধানীর জন্য উচিত হলো তা গ্রহণ করা এবং তা যেন কোনভাবেই ছুটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা। আরো কর্তব্য হলো শারী'আতের এই সীমাতে পরিতুষ্ট থাকা এর অতিরিক্ত না করা। সমস্যা দেখা দিয়েছে 'অবতরণ' নিয়ে, কেননা অবতরণ হলো স্বশরীরে উপর থেকে নিচে স্থানান্তরিত হওয়া, অথচ আল্লাহ এ থেকে পবিত্র। মুহাদ্দিসগণ এ জাতীয় হাদীসকে 'মুতাশা বিহাতে'র অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকেন। 'উলামাগণ এক্ষেত্রে দু'দলে বিভক্ত হয়েছেন, প্রথম দল তারা এটাকে ইজমালীভাবে নিয়ে এর প্রকৃতি ও ধরণকে যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে রেখে এর অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছেন। এটা মু'মিনদের একটি দলের মত যারা আল্লাহকে ধরণ ও প্রকৃতি থেকে পবিত্র মনে করেন, জমহূর 'উলামাহ্ এবং আয়িম্মায়ে আরবাআর এটাই মত।

দ্বিতীয় আরেক দল এর তাবিল ও ব্যাখ্যাকারী দল। তারা এ জাতীয় কথার নানা ব্যাখ্যা করে থাকেন, যেমন : তারা বলেন, আল্লাহর অবতরণ হলো তার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করা; অথবা এটি আল্লাহ তার রহ্মাত, অনুগ্রহ দ্বারা দু'আকারীর দু'আ এবং আশ্রয় প্রার্থনাকারীর আহ্বান শোনার জন্য এবং তা কবূলের জন্য এগিয়ে আসার একটি ইঙ্গিতমূলক রূপক কথা। ক্বাযী বায়যাবী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর অঢেল ও পরিপূর্ণ রহ্মাত। কেউ কেউ তাবিল করতে করতে সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছেন, এমনকি এটাকে তারা তাহরীফ বা বিকৃত করে ফেলেছে। এরা হলো মুশাব্বিহী সম্প্রদায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বিকৃত চিন্তার বহু উর্ধ্বে। আবার আরেক শ্রেণীর লোক তারা এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলোকেই অস্বীকার করে থাকে, এরা হলো খারিজী এবং মুতাযিলা সম্প্রদায়। এরা কুরআনের মধ্যে তাবিল পর্যন্ত করে থাকে, অবশ্য অজ্ঞতা এবং হঠকারিতার কারণেই তারা এ কাজ করে থাকে। শায়খুল হাদীস আল্লামা মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট হাক্ব হলো জমহূর সালাফগণ যা গ্রহণ করেছেন। কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে সহীহায় ইজমালীভাবে যা বিধৃত হয়েছে আমরা তার প্রতি ঈমাণ গ্রহণ করি, আর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়া এবং তার ধরণ প্রকৃতি ইত্যাদি থেকে পবিত্র মনে করি। আমরা অহেতুক তাবিল থেকে বিরত থেকে তার প্রতি ঈমান রাখাই জরুরী মনে করি। আল্লাহ তা'আলার নাযিল হওয়া সংক্রান্ত হাদীস এবং সাদৃশ্য বিষয়ক বর্ণনাগুলো নিয়ে আমাদের পূর্বসুরী ইমামগণ যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্, হাফিয ইবনুল ক্বইয়্যুম হাফিয যাহাবী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক রাতেই অবতরণ বলতে রাতের নির্দিষ্ট কিছু সময় আর সেটা হলো রাতের শেষ প্রহর। অবশ্য সেই নির্দিষ্ট সময় নিয়ে ছয়টি মতামত রয়েছে।

---

[২৬৫] **সহীহ :** বুখারী ১১৪৫, মুসলিম ৭৫৮।

প্রথম মতটি যা এ হাদীসেই বলা হয়েছে অর্থাৎ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এটি এতদসংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অধিক সহীহ বর্ণনা। হাফিয ইরাক্বীও এমন কথাই বলেছেন।

দ্বিতীয় মত : দ্বিতীয় মত হলো রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে। ইমাম মুসলিম এবং তিরমিযী এ মতামতই পেশ করেছেন।

তৃতীয় মত : যখন রাতের শেষ অর্ধ অবশিষ্ট থাকে।

চতুর্থ মত : চতুর্থ দলের মতে রাতের বড় একটা অংশ চলে গেলে অথবা শেষ তৃতীয়াংশে।

পঞ্চম মত : যখন রাতের অর্ধেক অথবা তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়।

ষষ্ঠ মত : এ সময়টি মুতলাক্ব, এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোন সময় নেই।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনার প্রেক্ষিতে ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ দু'টি সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, যখন যেটা প্রয়োজন সেটা বলেছেন।

মুল্লা 'আলী আল ক্বারী বলেন, কোন বর্ণনা কোন বর্ণনার পরিপন্থী নয় কারণ হতে পারে আল্লাহ আজকে রাতে প্রথম প্রহরে, পরের দিন অর্ধ রাতে তার পরদিন শেষ রাতে অবতরণ করেন ইত্যাদি।

ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, হতে পারে আল্লাহ একই রাতে বারবার অবতরণ করেন প্রথম প্রহরে মধ্যরাতে শেষ রাতে ইত্যাদি। সুতরাং কোন হাদীস কোন হাদীসের বিরোধী নয়। এরপর দু'আ, সাওয়াল (চাওয়া) এবং ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) মোট তিনটির কথা বলা হয়েছে; এগুলো শব্দ পার্থক্য মাত্র অর্থ একই এর উদ্দেশ্যও এক।

١٢٢٤ - [٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২২৪-[৬] জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাত্রে এমন একটা সময় অবশ্যই আছে, কোন মুসলিম যদি এ সময়টা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা অবশ্যই দান করেন। এ সময়টা প্রতি রাত্রেই আসে। (মুসলিম)[২৬৬]

ব্যাখ্যা : রাতের এই শুভ সন্ধিক্ষণটি আল্লাহ তা'আলা মুবহাম বা অস্পষ্টকারে রেখেছেন যেন উহা পাওয়ার আশায় মানুষ রাতভরই আল্লাহর 'ইবাদাত করে এবং তার কাছে চায়। রাতের এই মুহূর্তে নারী পুরুষ যে কেউই আল্লাহর কাছে দুনিয়া আখিরাতের যা কিছু চাক না কেন তা দিয়ে থাকেন; এ দেয়া হাকীকী হুকমী উভয়ই হতে পারে। আর তা নির্দিষ্ট কোন রাতের জন্যও নয় বরং প্রত্যহ রাতেই এ দানের দরজা উন্মুক্ত হয়। আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন, প্রতি রাতেই দু'আ কবূল হওয়া স্বীকৃত, তাই সারা রাতই দু'আ করা উচিত যেন ঐ মোক্ষম সময়টুকু মিলে যায়।

'আযীযী বলেন, শায়খ বলেছেন, প্রকাশ্য হাদীসে সময়কে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু সর্বজনবিদিত কথা হলো মধ্যরাতেই উত্তম এবং মধ্য রাতের পর হতে রাতের শেষ পর্যন্ত হলো ঐ উপযোগী সময়।

---

[২৬৬] **সহীহ :** মুসলিম ৭৫৭।

١٢٢٥ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২২৫-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সকল সলাতের মাঝে দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সলাত এবং সকল সওমের মাঝে দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সওম সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি অর্ধেক রাত্র ঘুমাতেন। এক-তৃতীয়াংশ সলাত আদায় করতেন। তারপর রাতের ষষ্ঠাংশে আবার ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন সওম পালন করতেন এবং একদিন সওম ছেড়ে দিতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৬৭]

ব্যাখ্যা : দাউদ আলায়হিস্ সালাম অর্ধরাত ঘুমাতেন, এ কথার অর্থ এই নয় যে, সূর্যাস্ত থেকে হিসাব করে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বরং এর অর্থ হলো রাতের নিদ্রা গমনের পর হতে আধা রাত পর্যন্ত। তিনি রাতের সলাত শেষে আবার এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন, এটা ছিল ইস্তিরাহাত বা সাময়িক ক্লান্তি দূর করার নিদ্রা। এভাবে তিনি সারা বছর 'ইবাদাত করতেন। শরীরের জন্য এটা সহায়কও বটে কারণ সারা রাত জাগলে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে যায়, দিনে সে পূর্ণমাত্রায় আল্লাহর যিক্‌র আদায় করতে পারেনা। উপরন্ত রাতের 'ইবাদাতটা রিয়া থেকেও অনেকাংশে মুক্ত।

দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সওমটাও ছিল অনুরূপ। তিনি সারা বছর সওম পালন করতেন। তবে তা একদিন পর পর। ইবনু মুনীর (রহঃ) বলেন, দাউদ আলায়হিস্ সালাম দিন-রাতকে নিজের জন্য এবং তার রবের জন্য ভাগ করে নিতেন। রাতে তার রবের অংশে প্রত্যহ তিনি সলাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন আর তার প্রভুর দিনের অংশে ওযর না থাকলে সিয়াম পালন করতেন, এটাকেই বুঝানো হয়েছে তিনি একদিন রোযা রাখতেন একদিন ইফত্বার করতেন। বলা হয়েছে নাফ্‌সের উপর (অর্থাৎ নাফস্ দমনে) এই পদ্ধতির সওম অধিক কার্যকর। আল্লাহর কাছে প্রিয় বা পছন্দনীয় সওম যেহেতু এটা, সুতরাং এটাই উত্তম সওমও বটে। কোন কোন বর্ণনায় তো সরাসরি বলা হয়েছে, 'সবচেয়ে উত্তম সওম হলো দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সওম।' এ পদ্ধতি উত্তম হওয়ার বহুবিধি কারণ রয়েছে। যেহেতু এটা একটি ভারসাম্যপূর্ণ সিয়াম, সিয়াম ভঙ্গের দিনগুলোতে সে তার নাফ্‌সের হাক্ব, তার পরিবারের হাক্ব, সাক্ষাৎকারী আত্মীয়ের হাক্বসমূহ আদায় করতে পারেন। কিন্তু সিয়ামুদ্ দাহ্‌র (সর্বদা সিয়াম) পালনকারীরা তা আদায় করতে পারে না। অনুরূপভাবে রাতের সলাতের জন্য উত্তম সময় হলো অর্ধরাতের পরে শেষ তৃতীয় প্রহর।

١٢٢٦ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ تَعْنِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِيْ اٰخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلٰى أَهْلِهِ قَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ جُنُبًا وَثَبَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২২৬-[৮] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাত্রের প্রথমাংশে ঘুমাতেন, আর শেষাংশে জেগে থাকতেন। এরপর তিনি যদি তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট যাওয়া দরকার মনে করতেন যেতেন। এরপর আবার ঘুমিয়ে যেতেন। তিনি যদি ফাজ্‌রের পূর্বে আযানের সময় অপবিত্র অবস্থায়

---

[২৬৭] **সহীহ :** বুখারী ১১৩১, মুসলিম ১১৫৯।

থাকতেন, উঠে যেতেন। নিজের শরীরে পানি ঢেলে নিতেন। আর অপবিত্র অবস্থায় না থাকলে ফাজ্‌রের সলাতের জন্যে উযূ করতেন। (ফাজ্‌রের) দু' রাক্‌'আত (সলাত) আদায় করে নিতেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৬৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথমাংশে ঘুমাতেন, এর অর্থ হলো প্রথম অর্ধাংশের পূর্বে, তবে 'ইশার সলাতের পূর্বে তিনি ঘুমাতেন না। কেননা 'ইশার পূর্বে ঘুমানো তিনি পছন্দ করতেন না। রাত্রি জাগরণকে হায়াতের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে সাদৃশ্য দেয়ার কারণে। কেননা নিদ্রা হলো জাগরণের বিপরীত।

অতঃপর যদি তার স্ত্রীদের প্রতি প্রয়োজন হতো। অর্থাৎ রাত্রিকালীন সলাত এবং আল্লাহর গুণগান মহিমা পেশ করার পর তার জৈবিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজন হলে তিনি তা পূরণ করতেন। এখানে একটি কথা গ্রহণীয় যে, নাবী ﷺ রাতে উঠে আগে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন তার পর তার স্ত্রীদের নিকট গিয়ে নিজের চাহিদা পূরণ করতেন। শিক্ষণীয় বিষয় হলো আল্লাহর 'ইবাদাতকে নিজের প্রবৃত্তি পূরণের পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে। হাফিয ইবনু হাজার আল আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, শেষ রাতের দিকে বিলম্ব করে স্ত্রী গমন উত্তম। কেননা রাতের প্রথমাংশে পেট ভরা থাকে, আর ভরা পেটে এ কাজ সর্বসম্মতভাবে ক্ষতিকর। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্রতার আবশ্যকতা দেখা দিলে তিনি কখনে অলসতা করতেন না, দ্রুত গোসল করে নিতেন। সুতরাং শিক্ষণীয় বিষয় হলো আল্লাহর 'ইবাদাতকে অতীব গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে অলসতা করা যাবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٢٧ -[٩] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهٗ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১২২৭-[৯] আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের জন্যে ক্বিয়ামুল লায়ল (তাহাজ্জুদের সলাত) আদায় করা আবশ্যক। কারণ এটা তোমাদের পূর্বের নেক লোকদের অভ্যাস। (তাছাড়াও এ) ক্বিয়ামুল লায়ল আল্লাহর নৈকট্য লাভ আর পাপের কাফ্‌ফারাহ্। তোমাদেরকে পাপ থেকেও (এ ক্বিয়ামুল লায়ল) ফিরিয়ে রাখে। (তিরমিযী)[২৬৯]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামুল লায়ল দ্বারা সলাতুত্ তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য। এ সলাত নাবী রসূল, নেককার সালিহীন ও আল্লাহর ওলীদের আদত, শান এবং ধারাবাহিক 'আমাল। একে আদতে কাদীমাহ্-ও বলা হয়। এ বিশেষ 'আমাল গুনাহ মিটিয়ে দেয় বা গুনাহের কাফফারাহ হয়। তাকে অন্যায় ও পাপ থেকেও ফিরিয়ে রাখে, যেমন আল্লাহর বাণী : 'নিশ্চয় সলাত (মানুষকে) অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।' সর্বোপরি এটা একটা রোগ প্রতিরোধক স্বাস্থ্যসম্মত বিধানও বটে। সুতরাং হাদীসের অর্থ হলো : ক্বিয়ামুল লায়লের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, এটা অশ্লীল গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং মানব দেহকে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে।

---

[২৬৮] **সহীহ :** বুখারী ১১৪৬, মুসলিম ৭৩৯, নাসায়ী ১৬৮০।

[২৬৯] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ৩৫৪৯, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৩৫, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩১৭, সহীহ আত্ তারগীব ৬২৪, সহীহ আল জামি' ৪০৭৯।

١٢٢٨ - [١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللهُ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১২২৮-[১০] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকার লোকদের প্রতি নজর করে আল্লাহ তা'আলা হাসেন (অর্থাৎ তাদের ওপর খুশী হন)। ঐ লোক, যে রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) সলাত আদায় করেন। (দ্বিতীয়) ঐ লোক, যারা সলাতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। (তৃতীয়) ঐ লোকজন, যারা (দীনের) দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[২৭০]

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহর হাসি অর্থ হলো তার সন্তুষ্টি এবং কল্যাণের ইচ্ছা। কেউ বলেছেন, তার প্রশস্ত দয়া ও অনুগ্রহ নিয়ে বান্দার দিকে এগিয়ে আসা বা নিকট হওয়া। অথবা আল্লাহ তার মালায়িকাহকে খুশি ও হাসির নির্দেশ প্রদান করা। ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেছেন, এটা (আল্লাহর) নির্দেশকে তার কর্মের দিকে সম্পর্ক করা, 'আরাবী ভাষার কথপকথনে এটা অধিকহারে ব্যবহার হয়ে থাকে। আরব্য পরিভাষায় বলা হয় হাসি বা অনুরূপ কার্য যদি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হয় তখন সেটা অপরের দ্বারা সম্পাদনের অর্থ দেয়। মুহাক্কিক 'উলামাদের মাযহাব হলো এটা সিফাতে সিমাইয়া, সাদৃশ্যবিহীন তার সত্যতা ও যথার্থতা স্বীকৃত। যেমন ইমাম মালিক (রহঃ)-কে 'ইস্তাওয়া' অর্থাৎ আল্লাহ 'আরশে সমাসীন' এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, 'ইস্তাওয়া' এটাতো জানা, কিন্তু তার ধরণ ও প্রকৃতি অজানা বিষয়,' তবে তার উপর ঈমান গ্রহণ ওয়াজিব। আর এতদ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ্'আত। সুতরাং আল্লাহর হাসির ধরণ প্রকৃতি ও অর্থ তার জন্য যেভাবে প্রযোজ্য ও শোভন সেভাবেই।

١٢٢٩ - [١١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

১২২৯-[১১] 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা শেষ রাত্রেই বান্দার বেশী নিকটতম হন। তাই সে সময় তোমরা আল্লাহর যিক্‌রকারীদের মাঝে শামিল হওয়ার চেষ্টা করতে যদি পারো অবশ্যই করো। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হিসেবে হাসান সহীহ, সানাদগত দিক থেকে গরীব)[২৭১]

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ার আসমানে অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যা যেভাবে হয়ে গেছে, রাত গভীরে সলাত আদায়কারীর নিকটে হওয়া সংক্রান্ত অত্র হাদীসটির ব্যাখ্যাও ঠিক একইরূপ। এখানে আল্লাহর নিকটে হওয়া মানে তার রহমাত, মাগফিরাত ইত্যাদি নিকটে হওয়া। এ কথার প্রমাণ

---

[২৭০] য'ঈফ : ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৩৮, আহমাদ ১১৭৬২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৯২৯, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩৪৫৩, ইবনু মাজাহ্ ২০০, য'ঈফ আল জামি' ২৬১১। কারণ এর সানাদে "মুজালিদ" একজন দুর্বল রাবী এবং "হুশায়ম" মুদাল্লিস রাবী যিনি عنعن সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তদুপরি তিনি মুজালিদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি যেমনটি ইমাম আহমাদ তার «عِلَلٌ» গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[২৭১] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৩৫৭৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৪৭, মুস্তাদরাক লিল হাকিম ১১৬২, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৬৬৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৫৪, সহীহ আল জামি' ১১৭৩।

বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়, যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ 'সাজদাহ্ কর এবং নৈকট্য অর্জন কর'– (সূরাহ্ আল 'আলাক্ব ৯৬ : ১৯)। এতে আরো জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর দয়া এবং তাওফীক বান্দার 'আমালের উপর অগ্রগামী এবং 'আমালের কারণও এটাই। আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফীক না হলে বান্দার দ্বারা কখনো কোন কল্যাণ সম্পাদিত হতো না।

١٢٣٠ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১২৩০-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকের ওপর রহমাত নাযিল করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করে। আবার নিজের স্ত্রীকেও সলাতের জন্যে জাগায়। যদি স্ত্রী না উঠে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ মহিলার প্রতিও রহমাত করেন যে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করে। আবার তার স্বামীকেও তাহাজ্জুদের সলাত আদায়ের জন্যে উঠায়। যদি স্বামী ঘুম থেকে না উঠে তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটে দেয়। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[২৭২]

ব্যাখ্যা : এখানেও সলাত দ্বারা তাহাজ্জুদের সলাত উদ্দেশ্য। এ হাদীসে স্ত্রীকে জাগানোর কথা বলা হয়েছে কিন্তু সামনে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'আহল' বা পরিবারের কথা বলা হয়েছে, সে মোতাবেক সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য নিকটতম ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা মূলত এই কথা যে, যার কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছেছে তার উচিত সে কল্যাণ অপরের নিকটেও পৌঁছানো। নিজে যা পছন্দ করে অপরের জন্য তাই পছন্দ করা উচিত। সুতরাং রাত্রিকালীন সলাত আদায়ের মহা পুরস্কার আপনজনদের যেন পৌঁছে এটা সেই প্রয়াস। মুখে পানি পিছানোর কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, এটা শ্রেষ্ঠ এবং অতীব সম্মানিত অঙ্গ। সাথে সাথে এর দ্বারা তন্দ্রা ও নিদ্রাও দূরীভূত হয়। উযূ-গোসলের জন্য ফারয হিসেবে ধৌত করার এটি প্রথম অঙ্গ, এতে দু'টি চোখ রয়েছে যা নিদ্রার যন্ত্র বিশেষ। মহিলা ও তার স্বামী এবং পরিবারের লোকদের জাগানোর এ ব্যবস্থা বরবে। তবে এতে ইশারা পাওয়া যায় যে, রাতের ক্বিয়ামুল লায়ল করা, অপরকে জাগিয়ে তোলা ইত্যাদি কাজে পুরুষ অগ্রণী এবং অধিক হাক্বদার। এ হাদীসে সলাতুল লায়ল-এর ফাযীলাত, তার জন্য অন্যকে জাগানোর ফাযীলাত, জাগানোর ক্ষেত্রে সুন্দর সহনশীল আচরণ এবং পূর্ণ হৃদ্যতা ইত্যাদির কথা তুলে ধরা হয়েছে। আরো বিধৃত হয়েছে যে, আল্লাহ অনুগ্রহ কারো জন্য খাস নয় বরং তা সর্বজনীন।

١٢٣١ -[١٣] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১২৩১-[১৩] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সময়ের দু'আ আল্লাহর নিকট বেশী কবূল হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, মাঝরাতের শেষ ভাগের দু'আ। আর ফারয সলাতের পরের দু'আ। (তিরমিযী)[২৭৩]

---

[২৭২] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ১৩০৮, নাসায়ী ১৬১০, ইবনু মাজাহ্ ১৩৩৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৪৮, ইবনু হিব্বান ২৫৬৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৬৪, সুনান আল কুবরা ৪৩১৪, সহীহ আত্ তারগীব ৬২৫, সহীহ আল জামি' ৩৪৯৪।

[২৭৩] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৩৪৯৯, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১১৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪৮।

ব্যাখ্যা : কোন্ দু'আ অধিক শোনা হয়? এর অর্থ হলো আল্লাহ কবূল করার জন্য অধিক শুনে থাকেন কোন্ সময়ের দু'আ? এরই উত্তর হলো 'মধ্যরাত' বা শেষ রাতের দু'আ। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, এর অর্থ হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশের দু'আ।

١٢٣٢ -[١٤] وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১২৩২-[১৪] আবূ মালিক আল আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে এমন সবকক্ষ আছে যার বাইরের জিনিস ভেতর থেকে আর ভেতরের জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায়। আর এ বালাখানা আল্লাহ তা'আলা ঐসব ব্যক্তির জন্যে তৈরি করে রেখেছেন, যারা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নরম কথা বলে। (গরীব-মিসকীনকে) খাবার দেয়। প্রায়ই (নাফ্ল) সওম পালন করে। রাত্রে এমন সময় (তাহাজ্জুদের) সলাত আদায় করে যখন অনেক মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। (বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান)[২৭৪]

ব্যাখ্যা : জান্নাতের নির্মাণ সামগ্রী অথবা তার নির্মাণশৈলী এমন আলোকভেদী হবে যে, তার অভ্যন্তর থেকে বাইরের বস্তুসমূহ দেখা যাবে, আবার বাইরে থেকেও তার ভিতরের সব কিছু দেখা যাবে। এমন বর্ণনার জান্নাত লাভের জন্য শর্ত হলো :

১। মিষ্টভাষী হওয়া, নরম কথা বলা, মানুষের সাথে সহনশীল হওয়া, আর জাহিল ব্যক্তিরা তার সাথে খরাপ কথা বলতে চেষ্টা করলে তাদের সালাম দিয়ে বিদায় নেয়া ইত্যাদি।

২। যারা অভুক্তকে খাদ্য খাওয়ায়, অর্থাৎ অভাব অনটনের সময় দরিদ্র ফকীর মানুষকে খাদ্য দান করে।

৩। যারা ধারাবাহিক সওম পালন করেন। এই সওম দ্বারা উদ্দেশ্য ফার্য সওম ছাড়া অন্য সাওম। আর ধারাবাহিক বলতে একের পর এক। ইবনু মালিক বলেন, সেটা হলো ইবনু 'উমার, আবূ হুরায়রাহ্ ও অন্যান্যদের সওমের ন্যায় সওম। যেমন প্রতি মাসে তিনটি সাওম, মাসের প্রথম মধ্য ও শেষ তারিখের সওম। এ ছাড়াও সোম ও বৃহস্পতিবারের সওম, 'আরাফার সওম, 'আশূরার সওম ইত্যাদি। সর্বোপরি উদ্দেশ্য হলো অধিকহারে সওম পালন করা। তবে সওমে বিসাল ও সওমুদ্ দাহ্‌র নয়।

৪। জান্নাতের ঐ কক্ষের বাসিন্দার আরো গুণাবলী হবে এই যে, দুনিয়ার মানুষ যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন থাকবে তখন তারা আরামের ঐ ঘুমকে বর্জন করে রাতের তাহাজ্জুদ সলাতে নিমগ্ন হবে।

١٢٣٣ -[١٥] وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَتِهِ: «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ».

১২৩৩-[১৫] ইমাম তিরমিযীও এ ধরনের বর্ণনা 'আলী (রাঃ) হতে নকল করেছেন। কিন্তু এদের সূত্রে 'কোমল কথা বলে'-এর স্থানে 'মধুর কথা বলে' উদ্ধৃত হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ একই।[২৭৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ভাষা এবং ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ন্যায়।

---

[২৭৪] **হাসান লিগায়রিহী :** ইবনু হিব্বান ৫০৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৭০, শু'আবুল ঈমান ২৮২৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬১৮, সহীহ আল জামি' ২১২৩।

[২৭৫] **হাসান :** আত্ ১৯৮৪, ২৫২৭, আহমাদ ১৩৩৮, মুসনাদ আল বায্যার ৭০২, ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৩৬।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٣٤ - [١٦] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১২৩৪-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে 'আবদুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মতো হয়ো না। সে রাত্রে (সজাগ হয়ে) তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করত, পরে তা ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)[২৭৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা যে, 'তুমি অমুকের মত হয়ো না' এর অর্থ হলো তার স্বভাত ও বৈশিষ্ট্য যেন তোমার মধ্যে না হয়। অর্থাৎ ক্বিয়ামুল লায়ল কিছুদিন করার পর বিনা ওযরে তা বর্জন করা যেন না হয়। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন 'আমাল সদা-সর্বদা করা ভাল, তবে বেশি বাড়াবাড়ী করে নয়। আরো জানা যায় যে, ক্বিয়ামুল লায়ল ওয়াজিব নয়। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি বা দোষ থাকলে তার কর্ম থেকে ফিরানোর লক্ষ্যে তার নাম আলোচনায় বা দৃষ্টান্তে আনা জায়িয।

١٢٣٥ - [١٧] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هٰذِهٖ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১২৩৫-[১৭] 'উসমান ইবনু আবুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম-এর জন্যে রাত্রের (শেষাংশের একটি) সময় নির্ধারিত ছিল। যে সময়ে তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদেরকে উঠাতেন। তিনি বলতেন, হে দাউদের পরিবারের লোকেরা! (ঘুম থেকে) জাগো এবং সলাত আদায় কর। কারণ এটা এমন এক মুহূর্ত, যে সময় আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবূল করেন। কিন্তু জাদুকর ও ছিনতাইকারীর দু'আ কবূল হয় না। (আহ্‌মাদ)[২৭৭]

ব্যাখ্যা : দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম রাতের কোন সময়টিতে তার পরিবারের লোকদের জাগিয়ে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন তা অস্পষ্ট। কিন্তু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস-এর হাদীসে পাওয়া যায় যে, তিনি অর্ধরাত্রি ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ সলাত আদায় করতেন। সুতরাং তিনি যে সময় সলাত আদায় করতেন সেই সময়ই লোকজনকে জাগাতেন। এ সময়টি দু'আ কবূলের একটি মোক্ষম সময়, এই দু'আ বলতে আলাদা কোন দু'আর মুনাজাতও হতে পারে আবার মুখ্য সলাতও হতে পারে। কেননা বান্দার পুরো সালতটাই তো দু'আ। কারণ সানা পাঠ এটা একটি দু'আ, ক্বিয়ামটা মাওলার দরবারে কিছু পাওয়ার জন্য ধর্ণা ধরা ও আরজী পেশ করা। রসূলের ওপর সলাত বা দরূদটা দু'আ এবং সর্বশেষে দু'আ মাসূরাসমূহ

---

[২৭৬] সহীহ : বুখারী ১১৫২, মুসলিম ১১৫৯।

[২৭৭] য'ঈফ : আহমাদ ১৬২৪১, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৯৬২, য'ঈফ আল জামি' ১৭৮০। দু'টি কারণে : প্রথমতঃ 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ্'আন দুর্বল রাবী। দ্বিতীয়তঃ হাসান আল বাসারী এবং 'উসমান ইবনু আবিল 'আস-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ হাসান আল বাসরী 'উসমান থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি।

দ্বারাই তার পরিসমাপ্তি। এরপর সালামান্তে দু'আ তো আছেই। আশ্‌শার বলা হয় জাহিলী যুগের রীতি পদ্বতিতে মানুষের সম্পদ থেকে ওশর গ্রহণকারী। তারা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পরিত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন সম্পদের উপর ধার্য করত এবং প্রজাসাধারণ থেকে তা ছিনিয়ে নিত। কিন্তু আল্লাহর বিধান মতো ওশর আদায়কারী এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সে যদি বাড়াবাড়ী বা সীমালঙ্ঘন না করে তবে সেটা বরং উত্তম কাজ, অনেক সহাবী নাবী ﷺ-এর নিকট খলীফাগণের নিকট ওশর আদায় করে প্রেরণ করতেন। হাদীসে এ নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে যেহেতু ওশর সংশ্লিষ্ট অংশ তারা বিধি বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করত। এতে তারা কখনো এক চতুর্থাংশ কখনো অর্ধাংশ ওশর গ্রহণ করত। আবার যিম্মীদের নিকট থেকেও ওশর উত্তোলন করত। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো ব্যবসায়িক মালের অংশগ্রহণ করা। কেউ বলেছেন : এটা নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রীর উপর রাষ্ট্রীয় ভ্যাটের ন্যায় এক প্রকার কর বিশেষ।

١٢٣٦ ـ[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلَاةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১২৩৬-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফারয সলাতের পর অধিক উত্তম সলাত হলো মাঝ রাত্রের সলাত। (আহ্‌মাদ)[২৭৮]

ব্যাখ্যা : এই উত্তম হলো সময়ের ভিত্তিতে, অন্যথায় স্থানের ভিত্তিতে হলো বাড়ীতে সলাত উত্তম। এ হাদীসে আরো প্রমাণিত যে, দিনের নাফ্‌ল সলাত থেকে রাতের সাধারণ নাফ্‌ল উত্তম, এটা 'উলামাদের সর্বসম্মত মত। কেননা রাতের সলাতে পরিপূর্ণ খুশু অর্জিত হয় এবং এতে নাফ্‌সের কষ্টও বেশি হয়। কিন্তু কেউ কেউ সলাতুর রাতিবাকে উত্তম মনে করেন, কেননা এটা ফারয এর সাথে সাদৃশ্যশীল সলাত। আল্লামা নাবাবী বলেন, প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী এবং যুক্তিসঙ্গত। তাহাজ্জুদ বা রাতের নাফ্‌ল সলাতের ফাযীলাত সম্পর্ক কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াত রয়েছে, যেমন আল্লাহর বাণী : *'ওয়া মিনাল লায়লি ফাতাহাজ্জাদ বিহী নাফিলাতাল লাক ....'*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, *'তাতাজাফা জনুবুহুম আনিল মাযাজিয়ে......'*।

١٢٣٧ ـ[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ: إِنَّهٗ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

১২৩৭-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো এবং তাঁকে বলল, অমুক লোক রাত্রে সলাত আদায় করে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খুব তাড়াতাড়ি তার সলাত তাকে এ 'আমাল থেকে বাধা দিবে, তার যে 'আমালের কথা তুমি বলছ। (আহমাদ, বায়হাক্বী'র শু'আবুল 'ঈমান)[২৭৯]

ব্যাখ্যা : আগন্তুক ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। যে রাতে সলাত আদায় করে, আর দিনে চুরি করে তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা ত্বীবী বলেন, হাদীসের ভাষা প্রমাণ করে যে, সে সলাত আদায়কারী। যে রাতের সলাত আদায়কারী হয় সে দিনের সলাত বর্জন করতে পারে না। সুতরাং তার জন্য এ দৃষ্টান্ত যে, ঐ সলাত তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, অতঃপর সে তার চৌর্য

[২৭৮] **সহীহ :** আহমাদ ১০৯১৫, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪২১, শু'আবুল ঈমান ২৮২৬।

[২৭৯] **সহীহ :** আহমাদ ৯৭৭৮, ইবনু হিব্বান ২৫৬০, শু'আবুল ঈমান ২৯৯১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৩৪৮২।

বৃত্তি থেকে তাওবাহ্ করবেই। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো : তার ঐ রাতের সলাতই নিশ্চিত তাকে চৌর্যবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং সত্তর তাওবাহ্ করবে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা (سَيَنْهَاهُ) শব্দের মধ্যে (س) অক্ষরটি 'তানফীস' মূলে সময়সাপেক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বলা হবে যে, সলাত যে তাকে পাপ থেকে বিরত রাখবে তার জন্য সময়ের প্রয়োজন, সময়ের আবহে তার অন্তরের মধ্যে এমন একটি ভাবের উদয় হবে যা তাকে পাপ (বা ঐ চৌর্যবৃত্তি) থেকে বিরত রাখবে। যেমন পবিত্র কুরআনের আয়াত : "নিশ্চয় সলাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে"– (সূরাহ্ আল 'আনকাবূত ২৯ : ৪৫)। এর ব্যাখ্যা হলো : নিশ্চয় নিয়মিত সলাত আদায় তাকে অশ্লীল গর্হিত কাজ বর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং এক সময় তাকে বিরত করেই ফেলবে।

١٢٣٨ - [٢٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ

১২৩৮-[২০] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী ও আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে উঠায় ও উভয়ে এক সাথে সলাত আদায় করে অথবা তিনি এ কথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেকে দু' রাক্'আত করে সলাত এক সাথে পড়ে, তাহলে এ দুই (স্বামী-স্ত্রী) লোকের নাম আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও নারীদের দলের মাঝে লিপিবদ্ধ করা হয়। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[২৮০]

ব্যাখ্যা : এই অর্থের ও বিষয়ের হাদীস দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাসহ অতিবাহিত হয়েছে নারী পুরুষ যে কেউই একে অপরকে অথবা পরিবারের অন্য কাউকে জাগাবে এবং সলাত আদায় করবে তাদের উভয়কে আল্লাহর যিক্রকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তাদের মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহর বাণী : "অধিক হারে আল্লাহর যিক্রকারী পুরুষ এবং নারীর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৩৫)। অত্র হাদীসটি যেন কুরআনুল কারীমের এ আয়াতেরই তাফসীর।

١٢٣٩ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْرَافُ أُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১২৩৯-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মাতের মাঝে বেশী সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ উন্নত মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি তারাই, যারা কুরআন বহনকারী ও সলাত আদায়ের মাধ্যমে রাত জাগরণকারী। (বায়হাক্বী– শু'আবুল ঈমান)[২৮১]

ব্যাখ্যা : কুরআন বহন অর্থ ধারণ করা, কুরআন মুখস্থ করা এবং সদাসর্বদা তা তিলাওয়াত ও তার হুকুম আহকাম মেনে চলা। আল্লামা ত্বীবী বলেন, এর অর্থ হলো কুরআনের চাহিদা ও দাবি মোতাবেক 'আমাল করা। 'আসহাবুল লায়ল' এর দ্বারা রাতের 'ইবাদাতকারী উদ্দেশ্য। তা সলাত, যিক্র আযকার, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি দ্বারা হতে পারে। তবে এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো রাতে অধিক হারে সলাত আদায় করা।

---

[২৮০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৩০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৩৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬২৬।

[২৮১] **মাওযূ' :** শু'আবুল ঈমান ২৯৭৭, য'ঈফাহ্ ২৪১৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৬৬, য'ঈফ আল জামি' ৮৭২। এর সানাদে রাবী সা'দ ইবনু সা'ঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, «لا يصح حديثة» তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। আর তার শিক্ষক নাহশাল «هَالِكٌ»।

١٢٤٠ - [٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمْ: اَلصَّلَاةُ ثُمَّ يَتْلُو هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى﴾ [طه٢٠:١٣٢] رَوَاهُ مَالِكٌ

১২৪০-[২২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রাত্রে আল্লাহর ইচ্ছা মতো সলাত আদায় করতেন। রাত্রের শেষভাগে নিজ পরিবারকে সলাত আদায়ের জন্যে উঠিয়ে দিতেন। তিনি তাদের বলতেন, সলাত আদায় কর। তারপর এ আয়াত পাঠ করতেন : *"ওয়া'মুর আহ্‌লাকা বিস্‌সলা-তি ওয়াস্‌ত্বাবির 'আলায়হা- লা- নাস্‌আলুকা রিয্‌ক্বান। নাহ্‌নু নারযুকুকা ওয়াল 'আ-ক্বিবাতু লিত্ তাক্বওয়া-"*। অর্থাৎ "তোমার পরিবারের লোকজনদেরকে সলাতের আদেশ করতে থাকো। নিজেও (এ কষ্টের) জন্যে ধৈর্য ধারণ করতে থাকো। আমি তোমার নিকট রিয্‌ক্ব চাই না। রিয্‌ক্ব তো আমিই তোমাকে দান করি। আখিরাতের সফলতা তো মুত্তাক্বী লোকদের জন্য"– (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১৩২)। (মালিক)[২৮২]

ব্যাখ্যা : উমার (রাঃ) রাতে পরিবারের লোকদের যে সলাতের জন্য জাগাতেন সেটা হলো তাহাজ্জুদের সলাত। কেউ কেউ অবশ্য ফাজ্‌রের সলাতের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন, তবে প্রথম মতটিই অধিক প্রকাশ বরং এটাই নির্দিষ্ট। কেননা তিনি এ সলাতের জন্য পরিবারের কাউকে উঠতে বাধ্য করেননি।

এরপর নাবী (ﷺ) আল-কুরআনের যে আয়াত পাঠ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে : 'তুমি তোমার আহলে পরিবারকে সলাতের নির্দেশ কর....।' এখানে সলাত বলতে সকল প্রকার সলাতই এর অন্তর্ভুক্ত চাই ফারয হোক চাই নাফ্‌ল, চাই দিনের সলাত হোক চাই রাতের। উক্ত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'আমিই তোমাকে রিয্‌ক্ব দান করি....।' এর ব্যাখ্যা হলো : রিয্‌ক্ব সন্ধানের ব্যস্ততা সলাত পরিহার করো না অথবা তা অসময়ে অনিয়মে আদায় করো না। ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, তুমি যদি যথাযথভাবে সলাত কায়িম করতে পার তাহলে আল্লাহ এমনভাবে রিয্‌ক্ব দান করবেন যা তুমি কল্পনাও করতে পারনি, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন, আর তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রিয্‌ক্ব দান করবেন......."– (সূরাহ্ আত্ ত্বলাক্ব ৯ : ২-৩)।

ইবনুন নাজ্জার, ইবনু 'আসাকির, ইবনু মারদূবিয়াহ প্রমুখ আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এ আয়াত যখন নাযিল হলো তখন নাবী (ﷺ) প্রায় আট মাস পর্যন্ত ফাজ্‌রের সলাতের সময় দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'হে কক্ষবাসীগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের গুনাহের নাপাকী দূরীভূত করে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চাচ্ছেন।' সম্ভবত 'উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর এই কর্মের অনুসরণ করে তিনিও তার পরিবারের লোকদেরকে ডাকতেন। অথবা 'উমার (রাঃ) ডাকার জন্য পরিবারের লোকজনের বিরক্তি বা কষ্ট ক্লেশের অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষের দলীল উপস্থাপনের জন্য উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

---

[২৮২] **সহীহ :** মালিক ৩৮৯, সুনান আস্ সুগরা লিল বায়হাক্বী ৮০২।

(٣٤) بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ

অধ্যায়-৩৪ : 'আমালে ভারসাম্য বজায় রাখা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٤١ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى يُظَنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتّٰى يُظَنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২৪১-[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন মাসে রোযাহীন কাটাতেন। এমনকি আমরা মনে করতাম, তিনি হয়তো এ মাসে সওম পালন করবেন না। আবার তিনি সওম পালন করতে থাকতেন। আমরা ধারণা করতাম, তিনি বুঝি এ মাসে সওম পালন করা ছাড়বেন না। তুমি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রে সলাত আদায় করা অবস্থায় দেখতে চাও, তাহলে দেখতে পাবে তিনি সলাত আদায় করেছেন। আবার তুমি যদি ঘুম অবস্থায় দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে তিনি ঘুমাচ্ছেন। (বুখারী)[২৮৩]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের অর্থ হলো আল্লাহর রসূলকে তুমি যদি তাহাজ্জুদ পড়া অবস্থায় দেখতে চাইতে দেখতে পেতে আবার রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে চাইলেও দেখতে পারতে। তার সকল কর্মকাণ্ড ও 'ইবাদাত ছিল ভারসাম্যপূর্ণ এবং মাধ্যম পন্থার। কোন 'ইবাদাতেই তিনি সীমালঙ্ঘন কিংবা বাড়াবাড়ী করতেন না। রাতের প্রথমার্ধে তিনি ঘুমাতেন দ্বিতীয়ার্ধে সলাত আদায় করতেন, রমাযান ছাড়া কোন মাসেই তিনি পূর্ণ এক মাস সওম পালন করতেন না।

١٢٤٢ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৪২-[২] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর নিকট বান্দার সবচেয়ে প্রিয় 'আমাল হলো সর্বদা তা করা যদি (পরিমাণে) কমও হয়। (বুখারী, মুসলিম)[২৮৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি একটি প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী এবং মুসলিম গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আল্লাহর কাছে প্রিয় 'আমাল কোন্‌টি? রসূলুল্লাহ ﷺ তারই প্রেক্ষিতে বলেন, 'আল্লাহর কাছে প্রিয় 'আমাল হলো যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয়।'

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে 'আমাল ক্ষুদ্র হলেও তা সদা-সর্বদা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সদা সর্বদা কৃত ক্ষুদ্র 'আমাল বিচ্ছিন্ন বা ঘটাক্রমে আদায়কৃত বৃহৎ 'আমালের চেয়ে উত্তম।

---

[২৮৩] **সহীহ :** বুখারী ১১৪১।

[২৮৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৪৬৪, মুসলিম ৭৮২।

١٢٤٣ -[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُوْنَ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৪৩-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যত পরিমাণ তোমরা সমর্থ রাখো তত পরিমাণ 'আমাল করো। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সাওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ তোমরা ক্লান্ত না হবে। (বুখারী, মুসলিম)[২৮৫]

ব্যাখ্যা : সলাতসহ সকল প্রকার নেক 'আমাল সাধ্য মোতাবেক করতে হবে। পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত, হাওলা নাম্নী এক মহিলা 'আয়িশার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এ সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর নিকটেই ছিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি তখন বললাম এই যে হাওলা, লোকেরা মনে করে সে রাতে ঘুমায় না, সলাত আদায় করে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রাতে ঘুমায় না! অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তারই শানে এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি শুধু রাতের 'ইবাদাত সলাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হলেও সকল 'ইবাদাতেই এর বিধান ও হুকুম প্রযোজ্য। এতে নারী পুরুষেরও কোন ভেদাভেদ নেই।

'ইবাদাত কম হলেও সেটি প্রফুল্লচিত্তে এবং সাধ্যের মধ্যে থেকে করতে হবে। সর্বোপরি তা সর্বদা করতে হবে। কষ্ট ক্লেশ করে বিরক্তির সাথে 'ইবাদাত করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা তো বেশি বেশি 'ইবাদাতকারীর সাওয়াব দিতে ক্লান্তও হবেন না বিরক্তও হবেন না, কিন্তু এমনটি যেন না হয় যে, বান্দাই শেষে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে 'ইবাদাত ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পড়ে।

١٢٤٤ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৪৪-[৪] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কারো উচিত ততক্ষণ পর্যন্ত সলাত আদায় করা যতক্ষণ সে প্রফুল্ল বা সতেজ থাকে। ক্লান্ত হয়ে গেলে সে যেন বসে যায় (অর্থাৎ সলাত আদায় না করে)। (বুখারী, মুসলিম)[২৮৬]

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে, 'ইবাদাত প্রফুল্লচিত্তে সম্পাদন করতে হবে। 'ইবাদাতের মধ্যে বিশেষ করে সলাতের মধ্যে অলসতা, দুর্বলতা অথবা ক্লেশ ক্লান্তি আসলে ঐ অবস্থায় সলাত সম্পাদন করা মোটেও উচিত নয়। দাঁড়িয়ে সলাত আদায় রত অবস্থায় যদি এরূপ দুর্বলতা এসে যায় তবে বাকী সলাতটুকু বসে আদায় করবে। আর যদি সালাম ফিরানোর পর এ অবস্থা দেখা দেয় তাহলে বাকী রাক্'আতগুলোর জন্য আর দাঁড়াবে না। পারলে বসেই আদায় করবে, না পারলে বিরত থাকবে। সলাত শুরু করার পর মাঝ সলাতে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে এ নাফ্ল সলাতের ক্ষেত্রে বাকী সলাতটুকু ছেড়ে দিবে। ইমাম মালিক (রহঃ) অবশ্য এই ছেড়ে দেয়ার পক্ষপাতি নন।

١٢٤٥ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّه يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَه». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[২৮৫] **সহীহ :** বুখারী ১৯৭০, মুসলিম ৭৮২।

[২৮৬] **সহীহ :** বুখারী ১১৫০, মুসলিম ৭৮৪।

১২৪৫-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যদি সলাত আদায় করা অবস্থায় ঝিমাতে শুরু করে তবে সে যেন ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম দূর না হওয়া পর্যন্ত। কারণ তোমাদের কেউ যখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সলাত আদায় করে (ঘুমের কারণে) সে জানতে পারে না (সে কি পড়ছে)। হতে পারে সে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করতে গিয়ে (ঝিমানীর কারণে নিজে) নিজেকে গালি দিচ্ছে। (বুখারী, মুসলিম)[২৮৭]

ব্যাখ্যা : পূর্বে এ জাতীয় অবস্থার ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হয়েছে। সলাত অবস্থায় তন্দ্রা অথবা ঝিমুনী আসলে সলাত ত্যাগ করে নিদ্রা দূর না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকবে। কেননা ঝিমুনী, তন্দ্রা ইত্যাদি অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। এ অবস্থায় সলাত আদায় করতে হয়তো সে নিজের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে কিন্তু নিজের অজান্তে সেটা তার মুখ থেকে বদ্‌দু'আর শব্দ বেরিয়ে আসছে। এ বিধান কি সকল সলাতের জন্যই প্রযোজ্য নাকি রাতের নাফ্‌ল বা তাহাজ্জুদ সলাতের জন্য? এ প্রশ্নে ইমাম মালিকসহ একদল 'আলিমের মতে এটা রাতের নাফ্‌ল সলাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু জমহূরের মত তার বিপরীত। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ সলাতকে কেন্দ্র করে এসেছে কিন্তু এর শিক্ষা ও হুকুম সর্বজনীন। সুতরাং এটা ফারয এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তবে সময়ের মধ্যেই তা আদায় করে নিতে হবে। এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত যে, তন্দ্রা ও ঝিমুনীর দ্বারা উযূ ও সলাত কোন কিছুই ভেঙ্গে যায় না।

١٢٤٦ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২৪৬-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই দীন সহজ। কিন্তু যে লোক দীনকে কঠিন করে তুলে, দীন তাকে পরাভূত করে দেয়। অতএব দীনের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও সাধ্য অনুযায়ী 'আমাল কর (নিজকে ও অন্যকে) শুভ সংবাদ দাও, আর সকাল-সন্ধ্যা এবং রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। (বুখারী)[২৮৮]

ব্যাখ্যা : 'ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন উচিত নয় বরং এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দীনের কাজ প্রতিপালনের জন্য কঠোর সিদ্ধান্ত দেয়ার মাধ্যমে দীন থেকে মানুষকে দূরে রাখা যাবে না বরং তা সহজ করে তুলে ধরা এবং মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করা উচিত। সকাল-সন্ধ্যা এবং শেষ রাতের 'ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা উচিত।

١٢٤٧ - [٧] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৪৭-[৭] 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : কোন লোক রাতের বেলা তার নিয়মিত 'ইবাদাত অথবা তার আংশিক না করে শুয়ে গেল। তারপর সে ফাজ্‌র ও যুহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা করে নিলে যেন সে রাতেই তা পড়েছে বলে লিখে নেয়া হয়। (মুসলিম)[২৮৯]

---

[২৮৭] **সহীহ :** বুখারী ২১২, মুসলিম ৭৮৬।
[২৮৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৯।
[২৮৯] **সহীহ :** মুসলিম ৭৪৭।

ব্যাখ্যা : রাতের নির্দিষ্ট ওয়াযীফা অথবা কুরআন তিলাওয়াতের চলমান অভ্যাস বা 'আমাল রেখে কেউ যদি ঘুমিয়ে যায় তাহলে সে ফাজ্‌র ও যুহরের সলাতের মাঝ সময়ের মধ্যে তা পূর্ণ করে নিবে। তার এ কর্ম রাত্রিতে পাঠের ফাযীলাতের ন্যায়ই হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। আর তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, নিয়্যাত করেছিল রাত্রিতে উঠে সলাত আদায় করবে। কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং অন্যান্য ওয়াযীফা করবে কিন্তু হঠাৎ নিদ্রার কারণে তা করতে পারেনি। এর জন্য সে অনুশোচনা করে, আল্লাহ তাকেই রাতের ফাযীলাত দান করেন।

١٢٤٨ -[٨] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২৪৮-[৮] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সলাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। যদি তাতে সক্ষম না হও তাহলে বসে আদায় করবে। যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে (শুয়ে) কাত হয়ে আদায় করবে। (বুখারী)[২৯০]

ব্যাখ্যা : এটা ফারয সলাতের কথা বলা হয়েছে, অন্যথায় নাফ্‌ল সলাত এমনিতেই বসে আদায় করা বৈধ। মূলত 'ইমরান ইবনু হুসায়ন বাউশী রোগে আক্রান্ত হওয়ায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় কষ্টকর হয়ে পড়ে, এ জন্য তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন, তার-ই-প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে প্রমাণিত যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য সলাতের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়াটা ওয়াজিব। এজন্য জমহূরের মতে নৌকায় আরোহীদের সাধ্য হলে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করা ওয়াজিব। দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে, তাও না পারলে শুয়ে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহ্‌মাদসহ আরো কতিপয় ইমাম বলেন, সক্ষমতা শর্ত নয় বরং দাঁড়াতে কষ্ট অনুভব হলেই বসে পড়বে।

ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তাদের এ দাবির পক্ষে প্রামাণ্য দলীল। নাবী ﷺ বলেন, 'অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে তার যদি কষ্ট হয় তবে বসে, তাও যদি কষ্ট হয় তবে শুয়ে ইশারার সাথে সলাত আদায় করবে।

বসে সলাত আদায় করলে কিভাবে বসবে এ নিয়ে নানা কথা; হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'মুসল্লীর জন্য যেভাবে বসলে সুবিধা হয় সেভাবেই বসবে। আর শুয়ে সলাত আদায় করতে হলে ক্বিবলাহ্ সামনে নিয়ে ডান কাতে শুবে। তবে কতিপয় শাফি'ঈ এবং হানাফী চিৎ হয়ে শুয়ে ক্বিবলার দিকে পা রাখার পক্ষপাতি।

١٢٤٩ -[٩] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا. قَالَ: «إِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২৪৯-[৯] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি কোন লোকের বসে বসে (নাফ্‌ল) সলাত আদায় করার ব্যাপারে নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, যদি দাঁড়িয়ে পড়ত ভাল হতো। যে লোক বসে বসে নাফ্‌ল সলাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে পড়া লোকের **অর্ধেক**

---

[২৯০] **সহীহ :** বুখারী ১১১৭।

সাওয়াব পাবে। আর যে লোক শুয়ে সলাত আদায় করবে সে বসে পড়া ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব পাবে। (বুখারী)[২৯১]

ব্যাখ্যা : 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ)-এর পূর্ব বর্ণিত হাদীসের ভিন্ন হাদীস এটি। তিনি বসে সলাত আদায়কারী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার উত্তরে বলেন, তুমি যদি দাঁড়িয়ে আদায় করা সেটাই উত্তম। বসে আদায় করলে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব পাবে। ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, এ হুকুম নাফ্ল সলাতের জন্য প্রযোজ্য ফার্যের বেলায় নয়। কেননা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ফার্য সলাত বসে আদায় করা বৈধ নয়। ইমাম নাবাবী বলেন : 'উলামাদের ইজমা বা সর্ববাদী সম্মত মতে এ হুকুম নাফ্লের বেলায়, ফার্যের বেলায় নয়। ফার্য সলাত দাঁড়িয়ে আদায় করতে যদি অক্ষম হয় তাহলে বসে আদায় করাবে আর এ সময় বসে আদায় করলে সাওয়াব কম হবে না। অনুরূপ দাঁড়িয়ে অথবা বসে সলাত আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি যদি শুয়েই নাফ্ল সলাত আদায় করে তার জন্যও বসা ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব মিলবে। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বিনা ওযরে নাফ্ল সলাত শুয়ে আদায় করা বৈধ। ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, শায়িতাবস্থায় যারা নাফ্ল সলাত আদায় জায়িয মনে করেন না তাদের বিরুদ্ধে এ হাদীস সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ প্রামাণ্য দলীল। শাফি'ঈগণ বলেন, এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্যই বিশেষত্ব ছিল, অন্যের জন্য বৈধ নয়। সুতরাং এ নিয়ে 'আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ বিদ্যমান রয়েছে। জমহূরের মত হলো, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শুয়ে সলাত আদায়ের বৈধতা কেবল নাফ্লের জন্যই প্রযোজ্য ফার্যের জন্য নয়। অন্য এক শ্রেণীর 'আলিমের মতে এটা ফার্যের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। ইমাম খাত্ত্বাবী এ মত পোষণ করেন। খাত্ত্বাবীর সিদ্ধান্ত হলো দাঁড়াতে সক্ষম তবে কষ্টসাধ্যে বসে ফার্য সলাত আদায় করা, বসতে সক্ষম তবে কষ্টসাধ্যে শুয়ে ফার্য সলাত আদায় করা বৈধ এবং এতে সে অর্ধেক সাওয়াব পাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٥٠ - [١٠] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهٖ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللّٰهَ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا خَيْرًا مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ

১২৫০-[১০] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : যে লোক পাক-পবিত্র হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত থাকে, রাতে যতবার সে পাশ বদলাবে এবং আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে কোন কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে কল্যাণ অবশ্যই দান করবেন। (ইবনুস্ সুন্নীর বরাতে ইমাম নাবাবীর কিতাবুল আযকার)[২৯২]

ব্যাখ্যা : বিছানা বলতে নিদ্রাস্থল উদ্দেশ্য। পবিত্র অবস্থায় বলতে উযূ অবস্থায়, আর আল্লাহর যিক্র বলতে যে কোন প্রকার যিক্র হতে পারে, তবে শয়নকালে পঠিতব্য সুন্নাতি যিক্রই মূল উদ্দেশ্য, কুরআন তিলাওয়াতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যক্তি মাঝ রাতে উঠে আল্লাহর কাছে নিজের কল্যাণে যা চাইবে তাই পাবে।

---

[২৯১] **সহীহ :** বুখারী ১১১৫।

[২৯২] **সহীহ :** তবে «ذَكَرَ اللّٰهَ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ» এ অংশটুকু ব্যতীত; আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৪৪।

١٢٥١ - [١١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلٰى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلٰى عَبْدِيْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلٰى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِيْ وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْإِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتّٰى هُرِيقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِيْ حَتّٰى هُرِيقَ دَمُهُ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

১২৫১-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : দু' লোকের ওপর আল্লাহ তা'আলা খুব সন্তুষ্ট হন। এক লোক, যে নিজের নরম তুলতুলে বিছানা ও প্রিয় স্ত্রী হতে আলাদা হয়ে তাহাজ্জুদ সলাতের জন্যে উঠে যায়। আল্লাহ এ সময় তার মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাদের)-কে বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকাও। সে আমার নিকট থাকা জিনিস পাওয়ার আগ্রহে (সাওয়াব, জান্নাত) এবং আমার নিকট থাকা জিনিসকে ভয় করে (জাহান্নাম ও 'আযাব) নিজের নরম তুলতুলে বিছানা ও স্ত্রীর মধুর নৈকট্য ত্যাগ করে সলাত (তাহাজ্জুদ) আদায়ের জন্যে উঠে পড়েছে। আর দ্বিতীয় হলো ঐ লোক, যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে। (কোন ওযর ছাড়া) যুদ্ধের ময়দান হতে সঙ্গী-সাথী নিয়ে ভেগে এসেছে। কিন্তু এভাবে ভেগে আসায় আল্লাহর শাস্তি ও ফেরত আসায় গুনাহর কথা মনে পড়ায় আবার যুদ্ধের মাঠে ফিরে আসছে। আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছে। আল্লাহ তার মালায়িকাহ্-কে বলেন, আমার বান্দার দিকে লক্ষ্য করে দেখো, যারা আমার কাছে থাকা জিনিস (জান্নাত) পাওয়ার জন্যে ও আমার কাছে থাকা জিনিস (জাহান্নাম) থেকে বাঁচার জন্যে যুদ্ধের মাঠে ফিরে এসেছে, জীবনও দিয়ে দিয়েছে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[২৯৩]

ব্যাখ্যা : আশ্চর্য হওয়াটা মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার চলে, আল্লাহর ক্ষেত্রে তা কেমন করে হয়? আল্লামা ত্বীবী বলেন, এখানে এর অর্থ হলো আল্লাহ এটাকে বড় করে দেখেন। কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো তিনি এতে সন্তুষ্ট হন এবং সাওয়াব দেন। এ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ গর্ব করেন এবং মালায়িকার (ফেরেশতাদের) গর্বভরে বলেন, তোমরা আমার বান্দার দিকে লক্ষ্য কর। 'লক্ষ্য কর' এর অর্থ হলো : রহমাত এর দৃষ্টিদান, তার জন্য ইস্তিগফার ও শাফা'আত করা। 'আল্লাহর কাছে যা আছে তা পাওয়ার আশায়' সেটি হলো তার জান্নাত ও সাওয়াব অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার সাক্ষাৎ বা দীদার। 'আর তার আরেকটি বস্তু থেকে ভয় করে'; সেটি হলো : জাহান্নাম এবং তার বিভিন্ন শাস্তি অথবা তার অসন্তুষ্টি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٥٢ - [١٢] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلٰى رَأْسِه فَقَالَ: «مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

[২৯৩] **হাসান লিগায়রিহী :** ইবনু হিব্বান ২৫৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ৬৩০, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৫২৪, সহীহাহ্ ৩৪৭৮।

عَمْرٍو؟» قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلَاةِ» وَأَنْتَ تُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ: «أَجَلْ وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৪২-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : বসে (নাফ্ল) সলাত আদায় করলে, দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের অর্ধেক সাওয়াব পাওয়া যায়। তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হলাম। সে সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসে বসে সলাত আদায় করছিলেন। (সলাত শেষ হবার পর) আমি রসূলের মাথায় হাত রাখলাম। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র! কি হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে তো বলা হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : বসে সলাত আদায়কারীর সলাতে অর্ধেক সাওয়াব হয়। অথচ আপনি বসে বসে সলাত আদায় করছেন। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ তা-ই। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো নই। (মুসলিম)[২৯৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়ে গেছে। বসে সলাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব পাবে। এ সলাত বলতে নাফ্ল সলাত উদ্দেশ্য, কারণ দাঁড়াতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বসে ফারয সলাত আদায় সহীহ হবে না, বরং এতে সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে ফারয সলাত আদায় করলে এর সাওয়াবে কোন কমতি হবে না এটাই জমহূরের মত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলা হলো, বসে সলাত আদায়কারীর সাওয়াব অর্ধেক অথচ আপনি তো বসে সলাত আদায় করছেন? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমাদের কারো মতো নই' এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারীগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো এ হুকুম অন্য উম্মাতের জন্য, আমাদের জন্য বসে সলাত পূর্ণ সাওয়াবই মিলবে। অথবা এর অর্থ হলো এটা আমার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম নবাবীও এ কথাই বলেছেন। অথবা আমার পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ ও তাকার্রুবের কারণে সাওয়াব পূর্ণই মিলবে, যা অর্জন অন্যের পক্ষ সম্ভব নয়।

١٢٥٣ ـ[١٣] وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنِيْ صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِهَا» . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১২৫৩-[১৩] সালিম ইবনুল আবী জা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুযা'আহ্ গোত্রের এক লোক বলল, হায় আমি যদি সলাত আদায় করতাম, আরাম পেতাম। লোকেরা তার কথা শুনে মন খারাপ করল। তখন লোকটি বলল, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : হে বিলাল! সলাতের জন্যে ইক্বামাত দাও। এর দ্বারা আমাকে আরাম দাও। (আবূ দাউদ)[২৯৫]

ব্যাখ্যা : আরাম পাওয়ার কারণ হলো আল্লাহর সাথে মুনাজাত বা কানে কানে কথা বলার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করা অথবা সলাত শেষ করে নিজের যিম্মাহ থেকে মুক্ত হওয়া বা অবসর গ্রহণ করা। অথবা এ বাক্যের অর্থ হলো হায় আমি যদি সলাত আদায় করে ঘুমের আরামে যেতে পারতাম! আমি তো তার জন্য প্রতিক্ষা করা সহ্য করতে পারছি না। উপস্থিত লোকেরা এটাকে দোষণীয় মনে করলে তিনি তার প্রতিউত্তরে

---

[২৯৪] **সহীহ :** মুসলিম ৭৩৫।

[২৯৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৯৮৫।

দলীল হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি নির্দেশসূচক হাদীস পেশ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ একদা বিলালকে নির্দেশ দিলেন : বিলাল ! তুমি ইক্বামাত দাও এবং সলাত শেষ করে আমাদের আরাম দাও। সুতরাং খুযা'আহ্ গোত্রের ঐ ব্যক্তির কথাটি লোকেরা যে দোষণীয় মনে করেছিলেন সেটা মূলত কোন দোষণীয় কথা নয়।

(٣٥) بَابُ الْوِتْرِ

অধ্যায়- ৩৫ : বিত্‌রের সলাত

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٥٤ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهٗ مَا قَدْ صَلّٰى». (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১২৫৪-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রাত্রের (নাফ্‌ল) সলাত দু' রাক্'আত দু' রাক্'আত করে (আদায় করতে হয়)। কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকাবোধ হলে সে যেন (দু' রাক্'আতের) সাথে সাথে আরো এক রাক্'আত আদায় করে নেয়। তাহলে এ রাক্'আত পূর্বে আদায় করা সলাতকে বেজোড় করে দেবে। (বুখারী, মুসলিম)[২৯৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন যে, চার চার রাক্'আতে সলাত আদায় করাই উত্তম। তবে আমি এমন কোন সহীহ এবং সরীহ (স্পষ্ট) হাদীস দেখতে পারিনি যা রাত কিংবা দিনের সলাত চার চার রাক্'আত উত্তম হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। তবে তাদের (হানাফীদের) কেউ কেউ বলেছেন যে, রাতের সলাত দু' দু' রাক্'আত করে এবং দিনের সলাত চার চার রাক্'আত করে পড়া উত্তম। সাওর, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক্ব, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ প্রমুখগণ এ মতের প্রবক্তা এবং তারা ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, তারা বলেন : যেহেতু রাতের সলাত দু' দু' রাক্'আত করে পড়া উত্তম, কাজেই দিনের সলাত চার চার রাক্'আত করে পড়াই উত্তম। তাঁরা আবূ আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত মারফূ' হাদীস দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করেছেন যে, أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم

অর্থাৎ যুহরের পূর্বের চার রাক্'আতে কোন সালাম নেই। জবাবে আমরা বলতে পারি যে, রাতের সলাত দু' দু' রাক্'আত করে আদায় করা উত্তম আর দিনের সলাত দু' কিংবা চার উভয় পন্থায় আদায় করা বৈধ।

হাদীসের আলোচ্যাংশটুকু ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) মতামতের পক্ষের স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁর কথা এক রাক্'আত বিত্‌র সুন্নাত সম্মত এবং সহীহুল বুখারীতে রয়েছে যে, রাতের সলাত দু' দু' রাক্'আতে আদায় করবে এবং যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এক রাক্'আত সলাত আদায় করে নিবে এবং তা তোমার জন্য বিত্‌র হবে।

---

[২৯৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৭৩, মুসলিম ৭৪৯।

উক্ত হাদীস দ্বারা হানাফীদের সে দাবী (এক রাক্'আত বিত্‌র যে ব্যক্তি ফাজ্‌রে জাগ্রত না হওয়ার আশংকা করে তার জন্য খাস) প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। কেননা উল্লেখিত হাদীস সলাত শেষ করে ফিরে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা ফাজ্‌রে জাগ্রত হওয়ার আশংকা থাকুক বা না থাকুক সর্বক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। এছাড়াও বহু সহীহ হাদীস ও আসার রয়েছে যা দ্বারা এক রাক্'আত বিত্‌র প্রমাণিত। পক্ষান্তরে وَتَيْرَةٌ (ছোট বিত্‌র) অর্থাৎ এক রাক্'আত বিত্‌র নিষেধ সংক্রান্ত যে হাদীসটি পেশ করা হয় তা য'ঈফ।

١٢٥٥ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৫৫-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, আর বিত্‌র এক রাক্'আত শেষ রাতে। (মুসলিম)[২৯৭]

ব্যাখ্যা : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ) এক রাক্'আত বিত্‌র সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে এ বাক্যটি একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য। আর বিত্‌রের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো এক রাক্'আত। (مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাতের শেষ ভাগ এটা (বিত্‌রের সলাতের) শেষ সময়। অথবা বিত্‌রের উত্তম সময় হলো রাতের শেষাংশ।

١٢٥٦ -[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ اٰخِرِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৬-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রে (তাহাজ্জুদের সময়) তের রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। তের রাক্'আতের মাঝে পাঁচ রাক্'আত বিত্‌র। আর এর মাঝে (পাঁচ রাক্'আতের) শেষ রাক্'আত ব্যতীত কোন রাক্'আতে 'তাশাহ্হুদ' পড়ার জন্যে বসতেন না। (বুখারী, মুসলিম)[২৯৮]

ব্যাখ্যা : (لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ اٰخِرِهَا) এটা পাঁচ রাক্'আত বিত্‌র একই বৈঠকে আদায় করার শার'ঈ দলীল। অতএব বিত্‌র সলাতে প্রতি দু' রাক্'আতের শেষে বৈঠক দেয়া ওয়াজিব নয়। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে যারা বলেন যে, বিত্‌র সলাত তিন রাক্'আতে সীমাবদ্ধ এবং প্রতি দু' রাক্'আতে বৈঠক ওয়াজিব। তিরমিযী (রহঃ) বলেন, নাবী (ﷺ)-এর সহাবায়ে কিরামদের বিদ্বানগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বিত্‌র পাঁচ রাক্'আত বিধান সম্মত এবং শেষ রাক্'আত ছাড়া কোন বৈঠক হবে না। এ ব্যাপারে কিতাবুল উম্ম ৭ম খণ্ডের ১৮৯ পৃষ্ঠায় রাবী ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণিত, তিনি এক রাক্'আত বিত্‌র সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যার পূর্বে কোন সলাত নেই? অতঃপর ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, হ্যাঁ। তবে আমি ১০ রাক্'আত সলাত আদায় করে, তারপর এক রাক্'আত বিত্‌র আদায় করাকে পছন্দ করি। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে তার থেকে দলীল বর্ণনা করেন। আবার তিনি (রাবী ইবনু সুলায়মান) বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন : আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আবদুল মাজীদ ..... 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) পাঁচ রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন এবং শেষ রাক্'আত ব্যতীত কোন বৈঠকে বসতেন না।

আলোচ্য হাদীসটি হানাফী মাযহাবধারীদের উপর বড়ই জটিল। কেননা তারা বলেন যে, ফারয নাফ্‌ল প্রত্যেক সলাতের প্রতি দু' রাক্'আতে বৈঠক ও তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।

---

[২৯৭] **সহীহ :** মুসলিম ৭৫২।
[২৯৮] **সহীহ :** মুসলিম ৭৪৭।

আরো স্পষ্ট যে, বিত্‌র সলাত পাঁচ রাক্‘আত সহীহ হাদীসে আছে; এটি ছাড়াও পাঁচ রাক্‘আত বিত্‌রের অনেক হাদীস রয়েছে, যা ইমাম আত্‌ তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও বায়হাক্বী (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭, ২৮) সহ অনেক হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাওকানী তা নায়লুল আওতারে উল্লেখ করেছেন।

١٢٥٧-[٤] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْبِئِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ؟ قُلْتُ: بَلٰى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْاٰنَ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهٗ سِوَاكَهٗ وَطَهُوْرَهٗ فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهٗ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهٗ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهٗ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهٖ فِي الْأُوْلٰى فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهٗ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهٗ فِيْ لَيْلَةٍ وَلَا صَلّٰى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ. رَوَاهُ مُسْلِم

১২৫৭-[৪] সা‘দ ইবনু হিশাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তাঁর কাছে বললাম, হে উম্মুল মু’মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ‘খুলুক’ (স্বভাব-চরিত্র) ব্যাপারে কিছু বলুন। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? আমি বললাম, হ্যাঁ পড়ি। এবার তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নৈতিকতা ছিল আল-কুরআন। আমি বললাম, হে উম্মুল মু’মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌র ব্যাপারে বলুন। তিনি বললেন, (রাতের বিত্‌র সলাতের জন্যে) আমি পূর্বে থেকেই রসূলুল্লাহর মিসওয়াক ও উযূর পানির ব্যবস্থা করে রাখতাম। আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁকে ঘুম হতে সজাগ করতে চাইতেন, উঠাতেন। তিনি (ﷺ) প্রথমে মিসওয়াক করতেন, তারপর উযূ করতেন ও নয় রাক্‘আত সলাত আদায় করতেন। অষ্টম রাক্‘আত ব্যতীত কোন রাক্‘আতে তিনি বসতেন না। আট রাক্‘আত পড়া শেষ হলে (‘তাশাহহুদে’) বসতেন। আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর নিকট দু‘আ করতেন অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতেন। তারপর সালাম ফিরানো ব্যতীত নবম রাক্‘আতের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতেন। নবম রাক্‘আত শেষ করে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করার জন্যে বসতেন। আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর নিকট দু‘আ করতেন (অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদ পড়তেন)। এরপর আমাদেরকে শুনিয়ে সশব্দে সালাম ফিরাতেন। তারপর বসে বসে দু’ রাক্‘আত আদায় করতেন। হে বৎস! এ মোট এগার রাক্‘আত হলো। এরপর যখন তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন বিত্‌রসহ সাত রাক্‘আত সলাত আদায় করতেন। আর পূর্বের মতোই দু’ রাক্‘আত বসে বসে আদায় করতেন। প্রিয় বৎস! এ মোট নয় রাক্‘আত হলো। আল্লাহর নাবী ﷺ কোন সলাত আদায় করলে, তা

নিয়মিত আদায় করতে পছন্দ করতেন। কোন দিন যদি ঘুম বেশী হয়ে যেত অথবা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিত, যাতে তাঁর জন্যে রাত্রে দাঁড়ানো সম্ভব হত না, তখন তিনি দুপুরে বারো রাক্'আত সলাত আদায় করে নিতেন। আমার জানা মতে, আল্লাহর নাবী ﷺ কখনো এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন পড়েননি। অথবা ভোর পর্যন্ত সারা রাত্র ধরে সলাত আদায় করেননি এবং রমাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে গোটা মাস সওম পালন করেননি। (মুসলিম)[২৯৯]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ) "নাবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল আল কুরআন" এর অর্থ হলো আল কুরআনের আদেশ, নিষেধ, ভদ্রতা ইত্যাদি ধারণ করা; আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, কুরআনুল কারীমে উত্তম চরিত্র ও উত্তম আদর্শ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ সম্পর্কে যা বলেছেন তা-ই উত্তম নৈতিকতা। আর এসব গুণাবলী তার মধ্যে ছিল।

এ ব্যাপারে ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, কুরআনুল কারীমের প্রতি 'আমাল করা, তার সীমালঙ্ঘন না করা, সে অনুযায়ী আদর্শবান হওয়া, সুন্দর তিলাওয়াত ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি এবং উক্ত বাক্যে আল্লাহ তা'আলার সে কথা "নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী"– (সূরাহ্ আল ক্বলাম ৬৮ : ৪)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(عن وتر رسول الله) বলতে বিত্‌র সলাতের সময় পদ্ধতি ও রাক্'আতের সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। নাবী ﷺ ৯ রাক্'আত আদায় করতেন এবং ৮ম রাক্'আত ব্যতীত কোন বৈঠকে বসতেন না। এখান থেকে যে শার'ঈ বিধান হবে ধারাবাহিকভাবে। শেষ রাক্'আত ব্যতীত কোন সালাম হবে না এবং ৮ম রাক্'আতে শুধু বৈঠক হবে সালাম ফিরানো যাবে না। আর এ বৈঠকে নাবী ﷺ যে তাশাহ্হুদ পড়তেন তা সাধারণ হাম্‌দ ও সানা (আল্লাহর প্রশংসা) পড়তেন। প্রকৃত আত্তাহিয়্যাতু নয় কারণ তাশাহ্হুদের মাঝে আল্লাহর প্রশংসা শব্দের উল্লেখ নেই এবং আরো পরিচিত দু'আ পড়তেন এরপর দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ৯ম রাক্'আতের শেষে উচ্চ আওয়াজে সালাম ফিরাতেন।

এখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিত্‌র সলাতে প্রতি দু' রাক্'আতে বৈঠক ওয়াজিব নয়, কেননা নাবী ﷺ লাগাতার ৮ রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন কোন বৈঠক ছাড়াই। তবে হানাফী মাযহাবধারীরা সম্পূর্ণ এর বিপরীত, তারা বলে প্রতি দু' রাক্'আতে তাশাহ্হুদের জন্য বৈঠক ওয়াজিব। তারা জবাব হিসেবে বলেন যে, দু' রাক্'আতের মাঝে বৈঠকের নিষেধাজ্ঞা বলতে সালাম ফিরানো নিষেধ এ কথা বুঝানো হয়েছে।

তারা আরো বলেন যে, ৯ রাক্'আতের তিন রাক্'আত বিত্‌র এবং তার পূর্বের ৬ রাক্'আত নাফ্‌ল।

তবে এটা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, বৈঠকের নিষেধাজ্ঞা বলতে সালাম ফিরানো নিষেধ বুঝানো হয়েছে মর্মে যা বলা হয় তার কোন প্রমাণ নেই। কারণ হাদীসটি খুবই স্পষ্ট বরং তা একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য। অষ্টম রাক্'আতের পূর্বে বৈঠক নিষেধ হওয়ার ক্ষেত্রে, আর ৯ম রাক্'আতের পূর্বে সালাম ফিরানো নিষিদ্ধ হওয়াটা মুত্বলাক্ব। কাজেই পূর্ণ সলাতটি দু' বৈঠকে এবং সালামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব এটাও নাবী ﷺ এক শ্রেণীর বিত্‌র।

(ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ...) এরপর নাবী ﷺ বসে বসে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন।

ইমাম নাবাবী বলেন যে, নাবী ﷺ এরূপ করেছেন বিত্‌রের পরেও নাফ্‌ল সলাত আদায় করা বৈধ এটা বর্ণনার জন্য এবং বসা অবস্থায় নাফ্‌ল সলাত আদায় করা বৈধ এটা বর্ণনার জন্য।

---

[২৯৯] **সহীহ :** মুসলিম ৭৪৬।

নাবী ﷺ যখন ঘুম কিংবা অসুস্থতাজনিত কারণে রাতের সলাত আদায় করতে না পারতেন তখন তিনি উক্ত সলাত সূর্য উদিত হওয়া এবং ঢলে পড়ার মাঝামাঝি সময়ে বারো রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। তবে বলা হয় যে, ৮ রাক্'আত ক্বিয়ামুল লায়ল রাতের সলাত বা তাহাজ্জুদ ও ৪ রাক্'আত সলাতুয্ যুহা।

١٢٥٨ـ[٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». رَوَاهُ مُسلم

১২৫৮-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা বিত্‌রকে তোমাদের রাতের শেষ সলাত করো। (মুসলিম)[৩০০]

ব্যাখ্যা : তোমাদের শেষ সলাত হিসেবে বিত্‌রের সলাত আদায় করো। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের শেষাংশে বিত্‌র পড়)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিত্‌রের পর কোন সলাত আদায় করা শুদ্ধ নয়। তবে এ ব্যাপারে মুহাক্কিকদের দু'টি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। (১) বিত্‌রের পর বসা অবস্থায় দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা শারী'আত সম্মত, (২) যে ব্যক্তি বিত্‌র রাতের প্রথমভাগে আদায় করে নিবে এবং গভীর রাতে নাফ্‌ল সলাতের ইচ্ছা করবে, তাহলে রাতের প্রথমভাগে আদায়কৃত বিত্‌র কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? নাকি এক রাক্'আত সলাত আদায় করার মাধ্যমে তার রাতের প্রথমভাগের আদায়কৃত বিত্‌র ভেঙ্গে দিতে হবে? অতঃপর নাফ্‌ল সলাত আদায় করার পর আবার কি বিত্‌র আদায় করা প্রয়োজন? নাকি প্রয়োজন নয়। এ ব্যাপারে অধিকাংশ 'উলামাগণ যথাক্রমে চার ইমাম, সাওরী ও ইবনু মুবারাকসহ অনেকেই বলেছেন যে, দু' দু' রাক্'আত করে ইচ্ছামত সলাত আদায় করবে বিত্‌র ভাঙ্গার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ নাবী ﷺ বলেছেন যে, এক রাত্রিতে দু'বার বিত্‌র পড়া বৈধ নয়। (আহমাদ, আত্ তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, সহীহ ইবনু হিব্বান, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্-এর রিওয়ায়াতে হাদীসটি রয়েছে)

তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, বিত্‌র ভাঙ্গা জায়িয। তারা বলেন যে, বিত্‌রের উপর (দু' বার) বিত্‌র পরে তা ভেঙ্গে দিয়ে ইচ্ছামাফিক নাফ্‌ল সলাত আদায় করার পর পুনরায় বিত্‌র আদায় করতে হবে।

তবে প্রথম মতই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বাধিক সহীহ; কেননা অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ বিত্‌রের পরেও সলাত আদায় করেছেন এবং তুহফা প্রণেতা এ মাসআলার ব্যাপারে দৃঢ় মতামত দিয়েছেন যে, বিত্‌র না ভাঙ্গাটাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় মত এবং তিনি এও বলেছেন যে, বিত্‌র ভাঙ্গার সপক্ষে সহীহ হাদীস দ্বারা কোন প্রমাণ আমি পাইনি।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, اجْعَلُوا শব্দটি أمر আর أمر -এর মৌলিকত্বটা ওয়াজিবের জন্য। কাজেই বিত্‌র ওয়াজিব। তার জবাব তিনভাবে দেয়া যায়।

(১) أمر যদিও وجوب বা আবশ্যকতার জন্য, কিন্তু যখন কোন قرينة বা আলামত পাওয়া যায় তবে তা وجوب বা আবশ্যকতা থেকে غير وجوب বা অনাবশ্যকতার দিকে স্থানান্তরিত হয়। তাছাড়া হানাফী 'উলামাগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এ হাদীসে اجْعَلُوا শব্দটি أمر বা আবশ্যকতার জন্য নয়। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে اجْعَلُوا শব্দটি বৈধতার জন্য ব্যবহার হয়েছে।

(২) নিশ্চয়ই রাতের সলাত ওয়াজিব নয়। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন যে, রাতের সলাত ওয়াজিব নয় কাজেই রাতের শেষটাও (অর্থাৎ বিত্‌র) অনুরূপ, তথা

---

[৩০০] **সহীহ :** মুসলিম ৯৯৮।

ওয়াজিব নয়। আর মৌলিক বিষয় সর্বদাই অনাবশ্যক থাকবে যতক্ষণ না আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যাবে।

(৩) নিশ্চয়ই যদি এ হাদীস দ্বারা বিত্‌র ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তাহলে ইবনু 'উমার রাঃ অবশ্যই তা বলতেন এবং কোন ধরনের ছাড় দেয়া ছাড়াই তিনি ফাতাওয়া দিতেন। কিন্তু তিনি শুধু এতটুকুই বলতেন, "নাবী ﷺ বিত্‌র আদায় করেছেন এবং মুসলিমগণ বিত্‌র আদায় করেছেন"। (সহীহ মুসলিম)

١٢٥٩ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৫৯-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা (ভোরের লক্ষণ ফুটে উঠার আগে) বিত্‌রের সলাত আদায় করতে দ্রুত করো। (মুসলিম)[৩০১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি ফাজ্‌রের পূর্বে বিত্‌র আদায় করার উপরে দলীল। যখন ফাজ্‌র উদয় হবে তখন বিত্‌রের সময় শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য উক্ত হাদীস দ্বারা (হানাফীগণ) বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে (মিরকাতে) বলেছেন, ফাজ্‌রের পূর্বেই বিত্‌র দ্রুত আদায় করে নাও। তিনি বলেন যে, এখানে أمر-টি আমাদের নিকট (হানাফীদের নিকট) وجوب বা আবশ্যকতার জন্য। তার জবাবে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসটি ফাজ্‌র উদয় হওয়ার পূর্বেই বিত্‌র সলাত আদায় করা আবশ্যক হওয়া প্রমাণ করে, কিন্তু বিত্‌র (মৌলিকভাবে) ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করবে না। মূল উদ্দেশ্য এটাই অন্য কিছু নয়। অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা বিত্‌র সলাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

١٢٦٠ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهٗ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ اٰخِرَهٗ فَلْيُوتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৬০-[৭] জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে লোক আশংকা করে যে, শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে যেন প্রথম রাতেই বিত্‌রের সলাত আদায় করে নেয়। আর যে লোক শেষ রাত্রে উঠতে পারবে বলে মনে করে, সে যেন শেষ রাতেই বিত্‌রের সলাত আদায় করে। এজন্য যে, শেষ রাতের সলাতে ফেরেশ্‌তাগণ উপস্থিত হন। আর এটা অনেক ভাল। (মুসলিম)[৩০২]

ব্যাখ্যা : এখানে مَشْهُوْدَةٌ শব্দটি مَحْضُوْرَةٌ-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ রাতের শেষ ভাগে রহমাতের মালাক (ফেরেশ্‌তা) আগমন করে। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, এ সময় রাত ও দিনের মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) উপস্থিত হয়। আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতের শেষভাগেই বিত্‌র আদায় করা উত্তম, কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত না হওয়ার আশংকা করবে সে প্রথমাংশে বিত্‌র আদায় করে নিবে। মুহাদ্দিসীন কিরামের একটি দল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, উল্লেখিত হাদীসে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, নিশ্চয়ই রাতের শেষভাগে বিত্‌র সলাত আদায় করা ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম, যে শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী বা সক্ষম, আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় আশাবাদী বা সক্ষম নয় তার জন্য রাতের প্রথমভাগে

---

[৩০১] **সহীহ :** মুসলিম ৭৫০।

[৩০২] **সহীহ :** মুসলিম ৭৫৫।

বিত্‌র আদায় করাটাই উত্তম এবং এটাই সঠিক। তবে অনেকেই এ হাদীস দ্বারা বিত্‌র সলাত ওয়াজিব হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, বিত্‌র সলাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় রাতের প্রথমাংশে তা আদায় করার নির্দেশটা তার (বিত্‌র) ওয়াজিব হওয়ার উপরই প্রমাণ বহন করে।

তার জবাবে বলা যায় যে, বিত্‌র সলাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় রাতের প্রথমাংশে তা আদায় করার নির্দেশ বা أمر বিত্‌র সলাতের গুরুত্ব বহন করারই সম্ভাবনা রাখে, ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়। আর যখন أمر -এর ব্যাপারে সংশয় আসে। তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল হবে। অতএব উক্ত أمر দ্বারা বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয়।

١٢٦١ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهٖ وَاٰخِرِهٖ وَانْتَهٰى وِتْرُهٗ إِلَى السَّحَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬১-[৮] 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রাত্রের প্রতি অংশেই বিত্‌রের সলাত আদায় করেছেন– প্রথম রাতেও ('ইশার সলাতের পরপর), মধ্য রাতেও এবং শেষ রাতেও। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি () বিত্‌রের সলাতের জন্যে রাতের সাহরীর সময় (শেষভাগ) নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩০৩]

ব্যাখ্যা : وَانْتَهٰى وَتْرُهٗ إِلَى السَّحَرِ দ্বারা ফাজ্‌রের পূর্ববর্তী সময়কে বুঝানো হয়। ইমাম নাবাবী বলেন যে, এর অর্থ বিত্‌রের শেষ সময় আর তা হলো সাহরীর সময়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাতের শেষ ভাগ, যেমন তিনি ('আয়িশাহ্) অন্য রিওয়ায়াতগুলোতে বর্ণনা করেছেন সেখানেও রয়েছে যে, শেষ রাতে বিত্‌র সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। অবশ্য একাধিক সহীহ হাদীস এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তাতে বিত্‌রের ওয়াক্ত আসার পর থেকে সমস্ত রাত্রি বিত্‌র সলাত আদায় করা বৈধতার বিবরণ রয়েছে। জাবির এবং ইবনু 'উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং ইবনু মাজায় বর্ণিত 'আলী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 'আয়িশাহ্ -এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও আহমাদ ও ত্ববারানীতে ইবনু মাস্'উদ-এর বর্ণিত হাদীস রয়েছে যে, নাবী রাতের প্রথম, মধ্যম ও শেষাংশে বিত্‌রের সলাত আদায় করতেন। আল্লামা ইরাক্বী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আল্লামা হায়সামী বলেছেন এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। এছাড়াও ত্ববারানীতে 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির বর্ণিত হাদীসসহ আরো অনেকের বর্ণিত হাদীস পাওয়া যায়। এ সবগুলোতে সারারাত্রি বিত্‌র সলাতের ওয়াক্ত এ কথারই বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তা الشفق বা লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পরে 'ইশার সলাতের পর থেকে শুরু হবে, কারণ নাবী 'ইশার সলাতের পূর্বে বিত্‌র আদায় করেছেন মর্মে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এক্ষেত্রে খারিজাহ্ ইবনু হুযাফাহ্ বর্ণিত হাদীসটি তার স্পষ্ট প্রমাণ, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিত্‌র সলাত নির্ধারণ করেছেন 'ইশার সলাত এবং ফাজ্‌র উদয় হওয়ার মাঝামাঝি সময়ে"। আল্লামা শাওকানী বলেন, এ অধ্যায়ের হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, 'ইশার সলাতের পূর্ব সময় ব্যতীত সারারাত্রিই বিত্‌রের ওয়াক্ত। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি, তবে ইমাম শাফি'ঈর অনুসারীদের মত অনুযায়ী 'ইশার সলাতের পূর্বে ও বিত্‌র সলাত বৈধ, তবে এ মতটি নিতান্তই দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ)

---

[৩০৩] **সহীহ :** বুখারী ৯৯৬, মুসলিম ৭৪৫; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

বলেন যে, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, বিত্‌রের ওয়াক্ত শুরু হবে লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর 'ইশার সলাতের পর থেকে, এবং ইবনুল মুনযির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মির্'আত প্রণেতা বলেন : আমার নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো, বিত্‌র সলাতের ওয়াক্ত হলো লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর 'ইশার সলাতের পর থেকে শুরু, তবে সলাত একত্রিত করে লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বেই 'ইশার সলাত আদায় করলে লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বেই বিত্‌র সলাত বৈধ। আর বিত্‌র সলাতের শেষ সময় হলো ফাজ্‌র উদয় হওয়া পর্যন্ত।

١٢٦٢ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيلِيْ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬২-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (রসূলুল্লাহ) আমাকে তিনটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করেছেন : প্রতি মাসে তিনটি করে সওম পালন করতে, যুহা'র দু' রাক্'আত সলাত (ইশরাক অথবা চাশ্‌ত) পড়তে এবং ঘুমাবার পূর্বে বিত্‌রের সলাত আদায় করতে। (বুখারী, মুসলিম)[৩০৪]

ব্যাখ্যা : .....أَوْصَانِيْ আমাকে ওয়াসিয়্যাত করলেন, এর অর্থ হলো অঙ্গীকারে আবদ্ধ করলেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের আদেশ করলেন।

এখানে প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম পালন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, যা আইয়্যামে বীজ নামে পরিচিত।

رَكْعَتَيِ الضُّحٰى অর্থাৎ প্রতি দিনে দু' রাক্'আত সলাতুয্ যুহা আদায় করা। যেমন- ইমাম আহমাদ বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন যে, দু' রাক্'আত সলাতুয্ যুহার সর্বনিম্ন রাক্'আত সংখ্যা, আর দু' রাক্'আতই মানব দেহের ৩৬০টি জোড়ার সদাক্বাহ্ দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। যে জোড়াগুলোর উপর সে প্রতিদিন সকাল করে। যেমন- সহীহ মুসলিমে আবূ যার থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, তার পক্ষ থেকে দু' রাক্'আত সলাতুয্ যুহাই যথেষ্ট হবে এবং উল্লেখিত হাদীসে সলাতুয্ যুহা মুস্তাহাব, এ বিবরণই রয়েছে- যদিও তার সর্বনিম্ন সংখ্যা দু' রাক্'আত।

أَنْ أُوْتِرَ قبل أن أنام অর্থাৎ ঘুমানোর পূর্বে বিত্‌র আদায় করার অর্থ হলো বিত্‌রের পরে ঘুমাতে হবে পূর্বে নয়। তবে বিত্‌রের পর ঘুমানো আবশ্যকও নয়। তবে তার (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর) প্রতি নাবী ﷺ-এর ঘুমানোর পূর্বেই বিত্‌র আদায় করার নির্দেশটি এমনও হতে পারে যে, ঘুমের কারণে তার বিত্‌র ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বিত্‌র ছুটে যাওয়ার আশংকা করবে তার জন্য পূর্বেই বিত্‌র আদায় করা উত্তম, আর যার এমন আশংকা নেই তার জন্য দেরিতে যথাসময়ে (রাতের শেষাংশে) আদায় করাই উত্তম। হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আবূ হুরায়রার প্রতি ঘুমানোর পূর্বে বিত্‌র আদায়ের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর নির্দেশ এবং 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কথা, বিত্‌রের শেষ সময় হলো সাহরী পর্যন্ত। এ হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা প্রথম হাদীসটি (আবূ হুরায়রার বর্ণিত) বিত্‌র ছুটে যাওয়ার আশংকা বা জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সংশয়ের ক্ষেত্রে আর ২য় হাদীসটি ('আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণিত) যে আন্তরিকভাবে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

---

[৩০৪] সহীহ : বুখারী ১৯৮১, মুসলিম ৭২১।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٦٣ -[١٠] عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي اٰخِرِهٖ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِيْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِيْ اٰخِرِهٖ قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِيْ اٰخِرِهٖ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ فِيْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي اٰخِرِهٖ قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفُتُ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهٖ وَرُبَّمَا خَفَتَ قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ

১২৬৩-[১০] গুযায়ফ ইবনু হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-কে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ফার্‌য গোসল রাতে প্রথম অংশে না শেষ অংশে করতেন? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, কোন কোন সময় তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এবং কোন কোন সময় রাতের শেষ প্রহরে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা অনেক বড়। সব প্রশংসাই আল্লাহ তা'আলার জন্যে। যিনি দীনের 'আমালের ব্যাপারে সহজ (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বিত্‌রের সলাত রাতের প্রথম ভাগে আদায় করে নিতেন না শেষ ভাগে আদায় করতেন? 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, তিনি (ﷺ) কখনো রাতের প্রথম ভাগেই আদায় করতেন, আবার কখনো শেষ রাতে আদায় করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা অনেক বড়। সব প্রশংসা তাঁর যিনি দীনের কাজ সহজ (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনি (ﷺ) কি তাহাজ্জুদের সলাতে অথবা অন্য কোন সলাতে শব্দ করে ক্বিরাআত পড়তেন, না আস্তে আস্তে? তিনি বললেন, কখনো তো শব্দ করে ক্বিরাআত পড়তেন, আবার কখনো নিচু স্বরে। আমি বললাম, আল্লাহ অনেক বড় ও সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, যিনি দীনের কাজ সহজ ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ! ইবনু মাজাহ এ সূত্রে শুধু শেষ অংশ [যাতে ক্বিরাআতের উল্লেখ হয়েছে] নকল করেছেন)[৩০৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) সঙ্গম করতেন রাতের প্রথমাংশে এবং গোসল করতেন রাতের শেষাংশে এটি তিনি করতেন উম্মাতের উপর সহজের জন্য এবং তা বৈধতার বর্ণনার জন্য।

গোসলের ক্ষেত্রে নাবী (ﷺ) সহজ বিধান দিয়েছেন যে, রাতের যে কোন সময় গোসল করা যাবে। সহবাসের সাথে সাথেই গোসল করতে হবে এমন কোন সংকীর্ণতা বা জটিলতা আরোপ করেননি বরং উভয় বিধানই আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নাবী (ﷺ)-এর আগে এবং পরে (রাতের প্রথমাংশে এবং শেষাংশে) গোসল করার মাধ্যমে।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, গোসলের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ হতে এ সহজতা দান করাটা একটি নি'আমাত। আর নি'আমাতকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা তিনি (ﷺ) ভালবাসেন।

---

[৩০৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২২৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৬৭৯, আহমাদ ২৪২০২, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৩।

কখনো তিনি (ﷺ) বিত্‌র রাতের প্রথমাংশে আদায় করেছেন এটা অধিক সহজের জন্য এবং কখনো রাতের শেষাংশে আদায় করেছেন, আর রাতের শেষাংশেই তিনি বেশি আদায় করেছেন এবং এটাই উত্তম। তবে বিত্‌র ব্যাপারে ১২৭৬, ১২৭৭, ১২৭৮ নং হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

দু' কিংবা একই রাত্রিতে তিনি অবস্থাভেদে স্বরবে কিংবা নীরবে ক্বিরাআত পড়তেন। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, রাতের সলাতে (তাহাজ্জুদ বা কিরামে রমাযান) স্বরবে কিংবা নীরবে ক্বিরাআত মুসল্লীর জন্য ঐচ্ছিক।

١٢٦٤ -[١١] وَعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২৬৪-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়স (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কত রাক্'আত বিত্‌রের সলাত আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো চার ও তিন (অর্থাৎ সাত), আবার কখনো ছয় ও তিন (অর্থাৎ নয়), কখনো আট ও তিন (অর্থাৎ এগার) আবার কখনো দশ ও তিন (অর্থাৎ তের) রাক্'আত বিত্‌রের সলাত আদায় করতেন। তিনি সাত-এর কম ও তের-এর বেশী বিত্‌রের সলাত আদায় করতেন না। (আবূ দাউদ)[৩০৬]

ব্যাখ্যা : জেনে রাখতে হবে যে, নিশ্চয় মা 'আয়িশাহ্ (রাঃ) এ বর্ণনায় নাবী ﷺ-এর রাতের পূর্ণ সলাত যার মধ্য বিত্‌র সলাতও রয়েছে। এসবগুলোকে তিনি মুত্বলাক্বভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া ও আরো অনেকেই নাবী ﷺ-এর রাতের সলাত মুত্বলাক্বভাবে বর্ণনা করেছেন।

আত্ তিরমিযী অভিন্ন শব্দে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস, নাবী ﷺ ১৩ রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন তিনি ৭ রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন, ভিন্ন শব্দে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, বিত্‌রের সলাত তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন ও এক রাক্'আত। এরপর ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, ইসহাক্ব ইবনু ইব্‌রাহীম (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ তের রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন, এর অর্থ হলো নাবী ﷺ বিত্‌রসহ রাতের সলাত তের রাক্'আত আদায় করতেন। সুতরাং রাতের সলাতকে বিত্‌রের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

রাতের সলাতের উপর বিত্‌র সহ মুত্বলাক্বভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব বিত্‌র সহ তিনি তের রাক্'আত আদায় করেছেন। মির'আত প্রণেতা বলেন : 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় প্রতিটি সংখ্যায় তিনের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ রিওয়ায়াত প্রকৃতপক্ষে বিত্‌র তিন রাক্'আত, আর তার পূর্বে যা উল্লেখ রয়েছে তা রাতের সলাত বা তাহাজ্জুদ। অতএব এখানে বিত্‌র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ রাতের সলাত। তার কথারই সমর্থক ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর হাদীস, বিত্‌রকে তোমরা রাতের সলাতের শেষ সলাত করো। সেখানে তিনি বিত্‌র বলেননি অর্থাৎ বিত্‌রসহ রাতের সলাত আদায় করবে।

আর সাত-এর কম ও তের রাক্'আতের বেশি তিনি (ﷺ) বিত্‌র আদায় করতেন না, এটি অধিকাংশ সময়। কারণ অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (ﷺ) পনের রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন। এ ইখতিলাফ বা বৈপরীত্য যা পাওয়া যায় তা সময়ের আধিক্য কিংবা স্বল্পতার কারণে। যেমন- 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন যে,

---

[৩০৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৩৬২, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮০৪।

যখন নাবী ﷺ-এর বয়স বেশি হয়েছিল (বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন) তখন তিনি চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন, কাজেই প্রমাণিত হয় যে, অবস্থা বা সময় ভেদে তিনি ক্বিয়ামুল লায়ল কম বেশি করতেন (বৈধতার বর্ণনার জন্য)।

١٢٦٥ - [١٢] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১২৬৫-[১২] আবূ আইয়ূব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিত্‌রের সলাত প্রত্যেক মুসলিমের আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তাই যে লোক বিত্‌রের সলাত পাঁচ রাক্'আত আদায় করতে চায় সে যেন পাঁচ রাক্'আত আদায় করে। যে লোক তিন রাক্'আত আদায় করতে চায় সে যেন তিন রাক্'আত আদায় করে। আর যে লোক এক রাক্'আত আদায় করতে চায় সে যেন এক রাক্'আত আদায় করে। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৩০৭]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, الْحَقُّ শব্দের অর্থ সাব্যস্ত ও ওয়াজিব হওয়া। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ২য় অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) ১ম অর্থ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তা শার'ঈভাবে সাব্যস্ত এবং সুন্নাত। ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) মুনতাকি নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু মুনযির বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত হাদীসে حَقٌّ শব্দটি ওয়াজিবের জন্য নয়। এটা স্পষ্ট যে, حَقٌّ শব্দটি শার'ঈভাবে সাব্যস্ত হওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়েছে ওয়াজিবের জন্য নয়। জমহূর 'উলামাবৃন্দ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিত্‌র সলাত ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) তার বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ তার নিকট বিত্‌র সলাত ওয়াজিব। অবশ্য তার দুই শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) জমহূরের মতানুপাতেই মতামত দিয়েছেন এবং তারা বলেছেন যে, বিত্‌র ওয়াজিব নয়। মির'আত প্রণেতা বলেন যে, সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো জমহূর 'উলামাবৃন্দ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ২য় খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, বিত্‌রের সলাত সুন্নাত এটাই সঠিক।

"যে পাঁচ রাক্'আত বিত্‌রের ইচ্ছা করে সে যেন তাই আদায় করে।" এ পাঁচ রাক্'আতের শেষে ছাড়া কোন বৈঠক দেয়া যাবে না যেমন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর হাদীস আমরা পূর্বেই অধ্যয়ন করেছি।

যে ব্যক্তি তিন রাক্'আত বিত্‌র আদায়ের ইচ্ছা করবে সে তা এক সালামে ও এক তাশাহ্‌হুদে তা আদায় করবে। কাজেই শেষ রাক্'আত ব্যতীত বৈঠক দিবে না এটাই স্পষ্ট দলীল হিসেবে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর বর্ণিত হাদীস। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস :

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ. وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

---

[৩০৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৪২২, নাসায়ী ১৭১০, ইবনু মাজাহ্ ১১৯০, সহীহ আল জামি' ৭১৪৭, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৭৭৩।

অর্থাৎ- মাগরিবের সাথে সাদৃশ্যশীল তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করো না বরং পাঁচ, সাত, নয় অথবা এগার কিংবা তার চেয়ে বেশী বিত্র আদায় কর; কিন্তু নাবী ﷺ তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করেছেন, তবে শেষ রাক্'আত ব্যতীত বৈঠকে বসতেন না। (বায়হাক্বী)

এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিত্র তিন রাক্'আত লাগাতার আদায় করতে হবে কোন বৈঠক ছাড়া। এ হাদীস আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত, "তোমরা তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করো না যা মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য রাখে....." উভয় হাদীস এর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয়ের মাঝে সমাধান করা যায় এভাবে যে, তিন রাক্'আত বিত্রের নিষেধাজ্ঞাটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন তিন রাক্'আতের মাঝে তাশাহ্হুদের জন্য বৈঠক দেয়া হবে। কারণ তা মাগরিবের সলাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আর যদি তিন রাক্'আত বিত্রের মাঝে কোন বৈঠক দেয়া না হয় তবে মাগরিবের সলাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

আল 'আমির আল ইয়ামানী (রহঃ) বলেন যে, এ সমাধানই উত্তম সমাধান। (সুবুলুস সালাম ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯)

হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, তিন রাক্'আতের নিষেধাজ্ঞা বলতে দু' বৈঠকে তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করা নিষিদ্ধ, সালফে সালিহীনগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করতে হবে এক বৈঠকে। মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ বর্ণনা করেন যে, 'উমার (রাঃ) তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করেছেন শেষ রাক্'আত ব্যতীত কোন বৈঠক দিতেন না। প্রখ্যাত তাবি'ঈ তাঊস বর্ণনা করেছেন তার বাবা থেকে, তিনি তিন রাক্'আত বিত্র আদায় করেছেন মাঝে কোন বৈঠক দেননি।

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ অর্থাৎ যে এক রাক্'আত বিত্র আদায় করতে চায় সে তাই আদায় করবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, এখানে দলীল রয়েছে যে, বিত্রের সর্বনিম্ন রাক্'আত সংখ্যা এক এবং এক রাক্'আত বিত্র আদায় করা সঠিক বা শারী'আত সম্মত; এটাই আমাদের মাযহাব ও জমহূর 'উলামাগণের মাযহাব। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন যে, এক রাক্'আত বিত্র সঠিক নয় এবং এক রাক্'আত কোন সলাত নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর এ মত একাধিক সহীহ হাদীস বিরোধী মত।

١٢٦٦ - [١٣] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْاٰنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১২৬৬-[১৩] 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা বিত্র (বিজোড়)। তিনি বিজোড়কে ভালোবাসেন। অতএব, হে কুরআনের বাহকগণ! তোমরা বিত্র সলাত আদায় কর। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৩০৮]

ব্যাখ্যা : فَأَوْتِرُوْا এখানে বিত্র সলাতের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু' দু' রাক্'আত আলাদাভাবে আদায় করা, অতঃপর তার শেষে এক রাক্'আত আলাদাভাবে বিত্র আদায় করা অথবা তার পূর্ববর্তী রাক্'আতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করা।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে বিত্র দ্বারা রাতের সলাত উদ্দেশ্য আর বিত্রটা তাতে (ক্বিয়ামুল লায়ল) মুত্বলাক্ব করে দেয়া হয়েছে। একাধিক হাদীস থেকে যা উপলব্ধি করা যায়।

আল্লামা খাত্ত্বাবী (রহঃ) معالم "মা'আ-লিম" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, উল্লেখিত হাদীসে বিত্রের নির্দেশটা 'আহলুল কুরআন'-দের খাস করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে,

---

[৩০৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৪১৬, আত্ তিরমিযী ৪৫৩, নাসায়ী ১৬৭৫, আহমাদ ১২২৫, সহীহ আত্ তারগীব ৫৯২।

বিত্‌রের সলাত ওয়াজিব নয়, যদি ওয়াজিব হত তবে তা 'আমভাবে সকলকেই নির্দেশ করা হত। আর 'আহ্‌লুল কুরআন' হচ্ছে মানুষদের মাঝে সুপরিচিতজনেরা তারা ক্বারী এবং হাফিযবৃন্দ, সর্বসাধারণ নয়। এ ব্যাপারে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসও স্পষ্ট দলীল তা হলো– ফার্‌যের উপর তিনটি 'আমাল রয়েছে, যা তোমাদের জন্য নাফ্‌ল, (১) কুরবানী করা, (২) বিত্‌র সলাত আদায় করা, (৩) ফাজ্‌রের ফার্‌যের পূর্বে দু' রাক্'আত সলাত। (আহমাদ, দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী, ত্ববারানী)

এছাড়াও 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, বিত্‌র সলাত উত্তম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটার (বিত্‌র) প্রতি 'আমাল করেছেন এবং তার পরবর্তীগণও 'আমাল করেছেন। তবে তা ওয়াজিব নয়। (বায়হাক্বী সানাদ শক্তিশালী)

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটের উপর সওয়ার অবস্থায় বিত্‌র সলাত আদায় করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিত্‌র সলাত ওয়াজিব নয়। যদি হত তবে তিনি সওয়ারীর উপর তা আদায় করতেন না। হানাফীদের পক্ষ থেকে তার জবাব দেয়া হয় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সওয়ারীর উপর বিত্‌র সলাত আদায় করেছেন এটি বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের ঘটনা। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'আমালটি বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের ঘটনা এ মর্মে দাবীটি প্রামাণ্য ও ভিত্তিহীন।

١٢٦٧ - [١٤] وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلٰى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১২৬৭-[১৪] খারিজাহ্ ইবনু হুযাফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা এমন এক সলাত দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করেছেন (পাঞ্জেগানা সলাত ছাড়া) যা তোমাদের জন্যে লাল উটের চেয়েও অনেক উত্তম। তা হলো বিত্‌রের সলাত। আল্লাহ তা'আলা এ সলাত তোমাদের জন্য 'ইশার সলাতের পর থেকে ফাজ্‌রের সলাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে আদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[৩০৯]

ব্যাখ্যা : খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, «أمدكم بصلاة» বাক্যটি প্রমাণ করে যে, বিত্‌র সলাত ওয়াজিব নয়। যদি ওয়াজিব হত তবে أمدكم ব্যবহার না হয়ে الإلزام ব্যবহার হত। অর্থাৎ তিনি ألزمكم অর্থাৎ فرض عليكم বলতেন অথবা অনুরূপ কোন বাক্য বলতেন।

هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ..... অর্থাৎ সেটা (বিত্‌র) তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম, এখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাল উটের দ্বারা বিত্‌র সলাতের উপমা দিয়েছেন আরবদের উৎসাহ দেয়ার জন্য। কারণ লাল উট আরবদের নিকট অধিক মূল্যবান ও মর্যাদাশীল, এ উপমার মধ্যে একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়ার সবকিছুর তুলনায় সেটা (বিত্‌র সলাত) উত্তম।

فِيمَا بَيْنَ..... অর্থাৎ বিত্‌র সলাতের ওয়াক্ত 'ইশা এবং ফাজ্‌র উদয় হওয়ার মাঝের পূর্ণ সময়। এর দ্বারা দলীল হলো বিত্‌রের ওয়াক্ত শুরু হয় 'ইশার সলাতের পর থেকে এবং তা বিস্তৃত থাকে ফাজ্‌র উদয় হওয়া পর্যন্ত। যেমন- 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীস «وانتهى وتره إلى السحر» অর্থাৎ বিত্‌রের শেষ সময়

---

[৩০৯] **সহীহ :** তবে «هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» অংশটুকু ব্যতীত। আবূ দাঊদ ১৪১৮, আত্ তিরমিযী ৪৫২, ইবনু মাজাহ্ ১১৬৮, দারাকুত্বনী ১৬৫৬।

সাহ্‌রী পর্যন্ত যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন : উক্ত হাদীসের দলীল হলো 'ইশার সলাতের পুরো সময় কোন অবস্থাতে বিত্‌রের ওয়াক্ত হিসেবে গণ্য হবে না।

١٢٦٨ - [١٥] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

১২৬৮-[১৫] যায়দ ইবনু আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক বিত্‌রের সলাত আদায় না করে শুয়ে পড়েছে (আর উঠতে পারেনি), সে যেন (ফাজ্‌রের সলাতের পূর্বে) ভোর হয়ে গেলেও তা পড়ে নেয়। (তিরমিযী মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন)[৩১০]

ব্যাখ্যা : فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ অর্থাৎ ফাজ্‌রে সে যেন বিত্‌র আদায় করে নেয় যখন সে তার বিত্‌র আদায় না করার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি বিত্‌র সলাত আদায় করতে ভুলে যাবে। যখনই তার স্মরণে আসবে তখনই তা আদায় করবে। এটা হলো যে ব্যক্তি ফার্‌য সলাত থেকে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা তা ভুলে যাবে, তার হুকুমের মতই যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হবে কিংবা তার স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নিবে। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিত্‌র সলাত ক্বাযা করা শারী'আত সম্মত।

এ ব্যাপারে 'উলামাদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে,

(১) ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে বিত্‌রের ওয়াক্ত ফাজ্‌র পর্যন্ত ফাজ্‌রের পর তা ক্বাযা করা যাবে না। (২) ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে রাত-দিনের যে কোন সময় বিত্‌র ক্বাযা করা যাবে এবং তা সুন্নাত। (৩) ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও তার সহচরবৃন্দর মতে বিত্‌র ছুটে গেলে তা ক্বাযা করা ওয়াজিব। তবে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মত। অর্থাৎ রাত-দিনের যে কোন সময় বিত্‌র ক্বাযা করা বৈধ। তা ওয়াজিব নয়।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি ব্যাপক যা ফার্‌য, নাফ্‌ল সকল সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফার্‌য ছুটে গেলে তা ক্বাযা করা ফার্‌য আর নাফ্‌ল ছুটে গেলে তা ক্বাযা করা বৈধ।

١٢٦٩ - [١٦] وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولٰى بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى ٨٧ : ١] وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ [الكافرون ١٠٩ : ١]، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص ١١٢ : ١] وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ» وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১২৬৯-[১৬] 'আবদুল 'আযীয ইবনু জুরায়জ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌রের সলাতে কোন্ কোন্ সূরাহ্ পড়তেন? 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তিনি প্রথম রাক্'আতে *'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা-'*, দ্বিতীয় রাক্'আতে *'কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন'* এবং তৃতীয় রাক্'আতে *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'*, *'কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব'* ও *'কুল আ'উযু বিরব্বিন্ না-স'* পড়তেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৩১১]

---

[৩১০] **সহীহ** : আত্ তিরমিযী ৪৬৬, সহীহ আল জামি' ৬৫৬৩।

[৩১১] **সহীহ** : আবূ দাউদ ১৪২৪, আত্ তিরমিযী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১১৭৩, আহমাদ ২৫৯০৬।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ তিন রাক্‘আতের ১ম রাক্‘আতে সূরাহ্ আল ফাতিহার পর সূরাহ্ আল ‘আলা- পড়তেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিন রাক্‘আত বিত্‌র আদায় করতে হবে এক সালামে। আল্লামা যায়লা‘ঈ (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় তৃতীয় রাক্‘আত পূর্ব দু’ রাক্‘আতের সাথে সংযুক্ত, আলাদা কোন সলাত (বিত্‌রের দু’ রাক্‘আতের পর বৈঠকের মাধ্যমে) নয়। যদি আলাদাই হতো তবে তিনি অবশ্যই বলতেন (وفي ركعة الوتر أو الركعة المفردة.....) বিত্‌র সলাতের রাক্‘আতে কিংবা আলাদা রাক্‘আত কিংবা আরো অনুরূপ কথা বলতেন- (আন্ নাসবুর রায়াহ্- ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫) এবং আলোচ্য হাদীসে এও দলীল রয়েছে যে, বিত্‌রের তৃতীয় রাক্‘আতে তিনটি সূরাহ্ যথাক্রমে সূরাহ্ ইখলাস, আন্ নাস ও আল ফালাক্ব একসঙ্গে পড়াটা শারী‘আত সম্মত বা সুন্নাত। তবে অধিকাংশ বিদ্বানগণ শুধু সূরাহ্ আল ইখলাস পড়া পছন্দনীয় মনে করেন।

কেননা ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে এবং উবাই ইবনু কা‘ব এবং ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে সূরাহ্ আন্ নাস ও ফালাক্ব-এর কথা উল্লেখ নেই, যা অধিক সহীহ। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, আহমাদ এবং ইবনুল মু‘ঈন সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্ নাস বৃদ্ধি করা অপছন্দ করতেন।

١٢٧٠ـ[١٧] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى.

১২৭০-[১৭] এ বর্ণনাটিকে ইমাম নাসায়ী ‘আবদুর রহ্‌মান ইবনু আব্‌যা হতে বর্ণনা করেছেন।[৩১২]

ব্যাখ্যা : এখানে ‘আবদুর রহমান ইবনু আব্‌যা (রাঃ) সহাবী ছিলেন নাকি তাবি‘ঈ ছিলেন এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাকে নির্ভরযোগ্য তাবি‘ঈনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন : তিনি নাবী ﷺ-এর সহচার্য পেয়েছেন এবং একাধিক বিদ্বানগণ তাকে সহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। আবূ হাতিম (রহঃ) বলেন : তিনি নাবী ﷺ-কে পেয়েছেন এবং তাঁর পিছে সলাতও আদায় করেছেন। আর ইবনু ‘আবদুল বার (রহঃ) বলেন, ‘আলী (রাঃ) তাকে খোরাসানের আমিল নিযুক্ত করেছিলেন, আর ইবনু সা‘দ (রাঃ) বলেন, যখন নাবী ﷺ ইন্তিকাল করেছেন : তখন তিনি নবযুবকদের একজন ছিলেন। মির‘আত প্রণেতা বলেন যে, সঠিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সহাবী ছিলেন। তার ব্যাপারে ইবনু সা‘দ, তাহাবী, আবূ দাঊদ ও আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছেন। যা হোক সর্বজনবিদিত ও গ্রহণযোগ্য প্রসিদ্ধ কথা হলো তিনি (‘আবদুর রহমান ইবনু আব্‌যা) সহাবী ছিলেন।

١٢٧١ـ[١٨] وَرَوَاهُ الْأَحْمَدُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

১২৭১-[১৮] আর ইমাম আহ্‌মাদ উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।।

ব্যাখ্যা : উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-এর বর্ণনায় আহমাদে রয়েছে যে, নাবী ﷺ বিত্‌রের সলাতের শেষ ছাড়া কোন বৈঠক দিতেন না।

١٢٧٢ـ[١٩] وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

১২৭২-[১৯] আর দারিমী ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে নকল করেছেন। কিন্তু ইমাম আহ্‌মাদ ও দারিমী নিজেদের বর্ণনায় “মু‘আব্বিযাতায়ন” উল্লেখ করেননি।[৩১৩]

---

[৩১২] **সহীহ :** নাসায়ী ১৬৯৯।

ব্যাখ্যা : দারিমীতে যে হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত রয়েছে আহমাদে তা উবাই ইবনু কা'ব রাঃ থেকে বর্ণিত রয়েছে, সেখানে বিত্‌রের শেষ রাক্'আতে শুধু ইখলাস তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে, معوذتين বা সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও আন্ নাস তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ নেই। আর এ হাদীসটি সানাদগত দিক থেকে অধিক বিশুদ্ধ তাই মুহাদ্দিসীনগণ এ হাদীসকেই 'আমালের জন্য নির্বাচিত করেছেন।

١٢٧٣ -[٢٠] وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اَللّٰهُمَّ اهدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَإِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

১২৭৩-[২০] হাসান ইবনু 'আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের দু'আ কুনূত পাঠ করার জন্য আমাকে কিছু ক্বালিমাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন। সে ক্বালিমাগুলো হলো, *"আল্ল-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়াতা ওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়াবা-রিক লী ফীমা- আ'ত্বায়তা, ওয়াক্বিনী শাররা মা- ক্বযায়তা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা- ইউক্বযা- 'আলায়কা, ওয়া ইন্নাহূ লা- ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়ালায়তা, তাবা-রাক্‌তা রব্বানা- ওয়াতা'আ-লায়তা।"* অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো সে সব মানুষের সঙ্গে যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছ (নাবী রসূলগণ)। তুমি আমাকে দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে হিফাযাত করো ওসব লোকের সঙ্গে যাদেরকে তুমি হিফাযাত করেছ। যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছো, তাদের মাঝে আমারও অভিভাবক হও। তুমি আমাকে যা দান করেছ (জীবন, জ্ঞান সম্পদ, ধন, নেক 'আমাল), এতে বারাকাত দান করো। আর আমাকে তুমি রক্ষা করো ওসব অনিষ্ট হতে যা আমার তাকদীরে লিখা হয়ে গেছে। নিশ্চয় তুমি যা চাও তাই আদেশ করো। তোমাকে কেউ আদেশ করতে পারে না। তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে কেউ অপমানিত করতে পারে না। হে আমার রব! তুমি বারাকাতে পরিপূর্ণ। তুমি খুব উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন"। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৩১৪]

ব্যাখ্যা : أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ অর্থাৎ আমি রসূল ﷺ-এর শেখানো শব্দগুলো দ্বারা দু'আ করতাম। বিত্‌রের কুনূতে আর قُنُوْتِ শব্দটি কয়েকটি অর্থের উপর মুত্বলাক্ব অর্থাৎ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। এখানে قُنُوْتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিত্‌র সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় নির্ধারিত স্থানে দু'আ করা বা প্রার্থনা করা। আর এর সমর্থনে আহমাদে এবং নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ এ কালিমাগুলো বিত্‌রের ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছেন। এ হাদীস পূর্ণ বছরের জন্য প্রযোজ্য। যেমন হানাফী ও হাম্বালী মাযহাবের মত এবং এটি শাফি'ঈদেরও মত, তবে তাদের নিকট প্রসিদ্ধ অপর একটি মত হলো বিত্‌র রমাযান মাসের শেষ দশকের জন্য খাস। তবে আমাদের নিকট প্রাধান্য মত হলো, সারা বছরই বিত্‌রে কুনূত পড়া মুস্তাহাব। কেননা তা একটি যিক্‌র, বিত্‌রে তা শারী'আত সম্মত হলে তা পূর্ণ বছরের জন্য শারী'আত সম্মত হবে অন্য সকল যিক্‌রের মতোই।

---

[৩১৩] দারিমী।

[৩১৪] সহীহ : আবূ দাউদ ১৪২৫, আত্ তিরমিযী ৪৬৪, নাসায়ী ১৭৪৫, ইবনু মাজাহ্ ১১৭৮, আহমাদ ১৭১৮, দারিমী ১৬৩৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১০৯৫, ইরওয়া ৪২৯।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দু'আর মাধ্যমে কুনূত পড়া শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত এবং এটাই ইমাম শাফি'ঈ ও হাম্বালী মাযহাব অবলম্বীদের নিকট উত্তম। তবে হানাফী মাযহাব অবলম্বীদের নিকট বিত্‌রের কুনূত সূরাহ্ আল আনফাল ও সূরাহ্ আল হা-ক্বক্বাহ্ এর দ্বারা অর্থাৎ (اللهم إنا نستعينك ..... بالكفار ملحق) পড়াই উত্তম। এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন মারাসিল নামক গ্রন্থে, বায়হাক্বী বর্ণনা করেছে সুনান গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় মুরসাল সানাদে, আবী শায়বাহ্ বর্ণনা করেছেন মাওকূফভাবে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : এটি 'উবাইয়ের মাসহাফের কুরআনের ২টি সূরাহ্। অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন আল্লামা সুয়ূতী দুররুল মানসূর নামক গ্রন্থে এবং ইবনু কুদামাহ্ বর্ণনা করেছেন মুগনী নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায়। মির্'আত প্রণেতা বলেন : আমার নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ মত হলো বিত্‌রের কুনূতে হাসান ইবনু 'আলী رضي الله عنه-এর বর্ণিত দু'আ (اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ) পড়াই উত্তম, কারণ তা সহীহ কিংবা হাসান, মারফূ' ও মুত্তাসিল সানাদে বর্ণিত। এমনকি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : বিত্‌রের কুনূত সম্পর্কে নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত এ দু'আর চেয়ে উত্তম দু'আ আমার জানা নেই।

(আবূ দাঊদ, আহমাদ- ১ম খণ্ড, ১৯৯, ২০০ পৃঃ)

তবে যদি হানাফীদের পছন্দনীয় দু'আ কেউ পড়ে তবে তা সন্দেহাতীতভাবে বৈধ হবে মর্মে মির'আত প্রণেতা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিত্‌র সলাতের কুনূত রুকূ'র পূর্বে হবে না পরে পড়তে হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীদের নিকট প্রথমটি উত্তম (অর্থাৎ রুকূ'র আগে পড়া)।

ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব ইবনু রাহিয়্যাহ্-এর নিকট দ্বিতীয়টি (রুকূ'র পরে পড়া) উত্তম। তাদের পক্ষ হতে দলীল (যারা রুকূ'র পড়ে কুনূত পড়ার পক্ষে) উপস্থাপন করা হয় আনাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। নাবী ﷺ রুকূ'র পড়ে কুনূত পড়তেন এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার এমনকি 'উসমান رضي الله عنه পর্যন্ত, আর নাবী ﷺ রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়েছেন মুসলিম মিল্লাতকে (রুকূ'র পূর্বে পড়া) বৈধতা জানানোর জন্য। ইরাক্বী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসের সানাদ জাইয়্যিদ ('আমালযোগ্য), এছাড়াও মুস্তাদরাকে হাকিমে হাসান ইবনু 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত।

"যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাবে এবং সাজদাহ্ ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না তখন কুনূত পড়বে।" এছাড়াও তাদের জন্য সহাবায়ে কিরামদের একাধিক আসার রয়েছে এবং ফাজ্‌র সলাতের উপর কিয়াস রয়েছে, (অর্থাৎ নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাতে রুকূ'র পরে কুনূত পড়েছেন) যা রুকূ'র পরে কুনূত পড়ারই প্রমাণ বহন করে। আর হানাফীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন বুখারীর বর্ণনানুযায়ী নাবী ﷺ রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়েছেন। (সহীহুল বুখারী- ১ম খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ)

হাফিয আসক্বালানী উক্ত হাদীস আত্ তালখীস-এর ৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه-এর বর্ণনায় বায়হাক্বীতে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯, ৪০ পৃঃ) রয়েছে যে, নাবী ﷺ রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে মির'আত প্রণেতা (রহঃ) বলেন : বিত্‌র সলাতে রুকূ'র পূর্বে এবং পরে কুনূত পড়া বৈধ। তবে রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়াটাই উত্তম, কারণ এ ব্যাপারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। আর এ ব্যাপারে বিত্‌রের কুনূত ফাজ্‌রের সলাতের কুনূতের উপর কিয়াস করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা বিত্‌রের ব্যাপারে অধিক হাদীস রয়েছে যেগুলো নির্ভরযোগ্য সানাদে বর্ণিত এবং তা রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়াই স্পষ্ট করে দেয়। আর বিত্‌রের কুনূতকে ফাজ্‌রের কুনূতের সাথে কিয়াস করা সম্ভব নয়, কারণ উভয়ের মাঝে অর্থগত কোন সামঞ্জস্যতা নেই (একটি বদদু'আ অপরটি সাধারণ দু'আ বা প্রার্থনা) যা উভয়ের মাঝে সমন্বয়ে সহায়ক হয়।

١٢٧٤ -[٢١] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَكَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ

১২৭৪-[২১] উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের সলাতের সালাম ফিরাবার পর বলতেন, *"সুব্‌হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস"* অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র বাদশাহ খুবই পবিত্র'। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী; তিনি [নাসায়ী] বৃদ্ধি করেছেন যে, তিনবার দু'আটি পড়তেন, শেষের বারে দীর্ঘায়িত করতেন)[৩১৫]

ব্যাখ্যা : যাবতীয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ যার সাধারণত কোন পূর্ণতার চূড়ান্ত নেই। (অর্থাৎ সর্ববিষয়ে অসীম যিনি)। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, যাবতীয় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণ থেকে তিনি পবিত্র।

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিত্‌রের পড়ে তাসবীহ পড়া শারী'আত সম্মত বা সুন্নাত। তবে আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় হাদীসটি সংক্ষিপ্ত।

নাসায়ীর বর্ণনায় সহীহ সানাদে রয়েছে যে, নাবী ﷺ তিন রাক্'আত বিত্‌র পড়তেন এবং প্রথম রাক্'আতে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (সূরাহ্ আ'লা-) দ্বিতীয় রাক্'আতে ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ (সূরাহ্ আল কা-ফিরূন) এবং তৃতীয় রাক্'আতে ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ (সূরাহ্ আল ইখলাস) পড়তেন এবং রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়তেন এবং বিত্‌র সলাত শেষে (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) তিনবার পড়তেন এবং শেষবারে উচ্চ আওয়াজে পড়তেন।

١٢٧٥ -[٢٢] وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ.

১২৭৫-[২২] নাসায়ীর একটি বর্ণনা 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু আব্‌যা তার পিতা হতে নকল করেছেন : তিনি (ﷺ) যখন সালাম ফিরাতেন, তিনবার বলতেন *"সুব্‌হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস"*, তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।[৩১৬]

ব্যাখ্যা : শেষবারে তিনি উচ্চ আওয়াজে দু'আ পড়তেন। এ হাদীসটি ইমাম তাহাবীও বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদ বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ- ৩য় খণ্ড, ৪০৬, ৪০৭ পৃঃ)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত যিক্‌র তৃতীয়বারে উচ্চ আওয়াজে পড়া সুন্নাত। আল মাজহার (রহঃ) বলেন, যিক্‌র উচ্চৈঃস্বরে বৈধ, এ হাদীসই তার দলীল। (এ যিক্‌র দ্বারা তথাকথিত পীর-ফকীরদের যিক্‌র উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদীসে বর্ণিত কোন শব্দ বা বাক্য)

দীন প্রকাশ করার জন্য, শ্রোতাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং উদাসি ব্যক্তিকে জাগ্রত করার জন্য উচ্চ আওয়াজে বলা মুস্তাহাব, যদি তাতে রিয়া বা লোক দেখানো যিক্‌র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। (অর্থাৎ লোক দেখানো 'ইবাদাত হতে বেঁচে থাকতে হবে)।

---

[৩১৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৪৩০, নাসায়ী ১৬৯৯, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৩৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮৭০।
[৩১৬] **সহীহ :** নাসায়ী ১৭৩২।

١٢٧٦ - [٢٣] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي اٰخِرِ وِتْرِهِ: «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

১২৭৬-[২৩] 'আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁর বিত্‌রের সলাত শেষে এ দু'আ পড়তেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিযা-কা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমু'আ-ফা-তিকা মিন 'উক্বাতিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা, লা- উহ্‌সী সানা-য়ান 'আলায়কা, আনতা কামা- আস্‌নায়তা 'আলা- নাফ্‌সিকা"* (অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার গজব থেকে, তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার 'আযাব থেকে। আমি পানাহ চাই তোমার নিকট তোমার [অসন্তোষ] থেকে। তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে আমি শেষ করতে পারবো না। তুমি তেমন, যেমন তুমি তোমার বিবরণ দিয়েছ।)। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৩১৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বিত্‌রের পর যিক্‌র করা শারী'আত সম্মত সুন্নাত এ বিবরণ রয়েছে। আল্লামা মীরাক (রহঃ) বলেন : নাসায়ীর এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তিনি (ﷺ) সলাত শেষে উক্ত স্থানে বসা অবস্থায় এ দু'আ পড়তেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ) যাদুল মা'আদ- ১ম খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায় ও শাওকানী (রহঃ) তুহফাতুয্ যাকিরীন-এর ১২৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যা সানাদী (রহঃ)-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করছে। তিনি বলেন যে, নাবী ﷺ বিত্‌রের ক্বিয়ামের পর কুনূত হিসেবে পড়েছেন। তবে 'আয়িশাহ্ রাঃ-এর বর্ণিত হাদীস باب السجود "সাজদার অধ্যায়ে" চলে গেছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে, নাবী ﷺ সাজদাতে উক্ত দু'আ পড়েছেন। হাফিয ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ) বলেন : উক্ত দু'আ সলাতে এবং সলাতের পরেও পড়া যেতে পারে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٧٧ - [٢٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১২৭৭-[২৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়াহ্ রাঃ-এর ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে? তিনি বিত্‌রের সলাত এক রাক্'আত আদায় করেন। (এ কথা শুনে) ইবনু 'আব্বাস বললেন, তিনি একজন 'ফকীহ', যা করেন ঠিক করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ বলেন, মু'আবিয়াহ্ 'ইশার সলাতের পর বিত্‌রের সলাত এক রাক্'আত আদায় করেছেন। তার কাছে ছিলেন ইবনু 'আব্বাস-এর আযাদ করা গোলাম। তিনি তা

---

[৩১৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪২৭, আত্ তিরমিযী ৩৫৬৬, নাসায়ী ১৭৪৭, ইবনু মাজাহ্ ১১৭৯, আহমাদ ৭৫১, মুসতাদরাক **লিল** হাকিম ১১৫০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৩৭, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮৭১।

দেখে ইবনু 'আব্বাসকে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। ইবনু 'আব্বাস বললেন, তার সম্পর্কে কিছু বলো না। তিনি নাবী ﷺ-এর সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছেন। (বুখারী)[৩১৮]

ব্যাখ্যা : মু'আবিয়াহ্ একজন ফিক্‌হবিদ ও শারী'আত সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। শারী'আত বিষয়ে তিনি ভাল জানতেন, অর্থাৎ সানাদগত দিক থেকে যা প্রমাণিত নয় তা তিনি করেননি। এ ব্যাপারে ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তিনি যা জানেন না তা তিনি করবেন না। মু'আবিয়াহ্ -এর কর্মের (এক রাক্'আত বিত্‌র পড়ার) মাধ্যমে ইবনু 'আব্বাস এক রাক্'আত বিত্‌র শারী'আত সম্মত সুন্নাত, এ বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে তার (এক রাক্'আত বিত্‌র পড়ার) পূর্বে কোন নাফ্‌ল সলাত বিত্‌রের সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব নয়, আর এ ব্যাপারে (শুধু এক রাক্'আত বিত্‌র সলাত আদায় করার ব্যাপারে) অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং অসংখ্য সহাবী এক রাক্'আত বিত্‌র পড়তেন। তাদের মধ্য সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস , ইমাম বুখারী তা দা'ওয়াতুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন এবং 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান, 'উমার ইবনু খাত্ত্বাব, আবূ দারদাহ্, ফুজালাহ্ ইবনু 'উবায়দ, মু'আয ইবনু জাবাল, আবূ 'উমামাহ্ প্রমুখগণ, তাঁদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যথাক্রমে, ত্বহাবী, দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী, তার মারেফা ও সুনান গ্রন্থে, এর প্রত্যেকটি হাদীসে তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছে, যারা মনে করেন যে, এক রাক্'আত বিত্‌র শারী'আত সম্মত নয় এবং মনে করেন যে, এক রাক্'আত বিত্‌রের সাথে জোর সংখ্যক নাফ্‌ল সলাত যুক্ত করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে বিধায় এখানে ছেড়ে দেয়া হলো।

١٢٧٨ ـ [٢٥] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১২৭৮-[২৫] বুরায়দাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : 'বিত্‌রের সলাত আবশ্যক (অর্থাৎ ওয়াজিব)। তাই যে লোক বিত্‌রের সলাত আদায় করল না, সে আমার উম্মাতের মাঝে গণ্য নয়। 'বিত্‌রের সলাত সত্য', যে বিত্‌রের সলাত আদায় করল না সে আমার উম্মাতের মাঝে গণ্য হবে না। 'বিত্‌রের সলাত সত্য', যে লোক বিত্‌রের সলাত আদায় করল না সে আমার উম্মাতের মাঝে গণ্য হবে না। বিত্‌রের সলাত সত্য, যে ব্যক্তি বিত্‌রের সলাত আদায় করল না সে আমার উম্মাতের মাঝে গণ্য না। (আবূ দাউদ)[৩১৯]

ব্যাখ্যা : বিত্‌র সলাত শার'ঈভাবে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত এবং অতীব ও গুরুত্বপূর্ণ। যে বিত্‌র পড়ে না সে আমার (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) সুন্নাতের উপর এবং আমার নির্দেশিত পন্থা বা পদ্ধতির উপর নেই।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا-এর مِنْ বর্ণনাটি মিলিতকরণ বা সংযোগমূলক বর্ণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলার কথা :

﴿الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾

অর্থাৎ "মুনাফিক্ব নারী পুরুষ উভয় একে অপরের বন্ধু।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৭)

---

[৩১৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৭৬৪, ৩৭৬৫।

[৩১৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৪১৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৪০, য'ঈফ আল জামি' ৬১৫০। কারণ এর সানাদে 'আতাকী একজন দুর্বল রাবী।

এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর কথা, 'আমি তোমার অন্তর্ভুক্ত নই এবং তুমি আমার অন্তর্ভুক্ত নও'। অতএব এখানে (لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا) -এর অর্থ হবে যে বিত্‌র পড়ে না সে আমার সাথে ও আমার নির্দেশিত পথ ও পন্থার সাথে সংযুক্ত নয়। অর্থাৎ বিত্‌র সলাত শার'ঈভাবে সাব্যস্ত বা প্রমাণিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আর (لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا) বাক্যটিকে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে বিত্‌রের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। এ হাদীস দ্বারা হানাফীগণ বিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। তথা মৌলিকভাবেই বিত্‌র ওয়াজিব (হানাফীদের নিকট) তাদের মতে الحق শব্দটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহার হয়েছে যা দায়িত্বের উপর দৃঢ়কারী এবং সেটার সমর্থনে বিত্‌র পরিত্যাগকারীর উপর ধমক প্রদর্শনের দলীল। তার জবাবে বলা যায় যে, الحق শব্দটির অর্থ হলো الثابت في الشرع অর্থাৎ শার'ঈভাবে সাব্যস্ত সুন্নাত। যেমন- পূর্বে তা অতিবাহিত হয়েছে। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ)-এর কথায় لَيْسَ مِنَّا এর অর্থ হলো সে আমার সুন্নায় বা আমার নির্দেশিত পন্থায় নেই, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে অবজ্ঞা ভরে বিত্‌র পড়ল না সে আমার দলভুক্ত নয়। সুতরাং হাদীসটি বিত্‌র সলাত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এটাই প্রমাণ করে এবং এটাই উক্ত হাদীস এবং যে সকল হাদীসগুলো বিত্‌র ওয়াজিব নয়, এমন প্রমাণ বহন করে সেগুলোর মাঝের সমাধান।

١٢٧٩ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذَا اسْتَيْقَظَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১২৭৯-[২৬] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে লোক বিত্‌রের সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হয় বা ঘুম হতে সজাগ হয়ে আদায় করে নেয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৩২০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, বিত্‌র সলাত কখনো ছুটে গেলে তা ক্বাযা আদায় করা শারী'আত সম্মত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

١٢٨٠ - [٢٧] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ: أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ

১২৮০-[২৭] ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, এক লোক 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর নিকট বিত্‌রের সলাত ওয়াজিব কি-না তা প্রশ্ন করল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বললেন, বিত্‌রের সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ আদায় করেছেন এবং মুসলিমরাও (সহাবীগণ) আদায় করেছেন। ঐ লোক বারবার একই বিষয় জিজ্ঞেস করতে থাকেন। ইবনু 'উমারও একই উত্তর দিতে থাকেন যে, বিত্‌রের সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ আদায় করেছেন এবং মুসলিমরাও আদায় করেছেন। (মুয়াত্ত্বা)[৩২১]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'উমার এক ব্যক্তির জবাবে বললেন, নাবী ﷺ বিত্‌র সলাত আদায় করেছেন এবং সকল মুসলিমগণ। এ ব্যাপারে মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, ইবনু 'উমার প্রমাণিত বিষয় থেকে দলীল

---

[৩২০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪৩১, আত্ তিরমিযী ৪৬৫, ইবনু মাজাহ্ ১১৮৮, আহমাদ ১১২৬৪।

[৩২১] **য'ঈফ :** মালিক ৪০৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৬৮৫০, আহমাদ ৪৮৩৪।

গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। যেন তিনি (ক্বারী) বুঝাতে চাচ্ছেন বিত্‌র ওয়াজিব, নাবী ﷺ-এর তার উপর অবিচল থাকা ও আহ্‌লুল ইসলামদের ঐকমত্যই তার দলীল।.....

জবাবে মির্‌'আত প্রণেতা বলেন, নাবী ﷺ-এর কোন কর্মে সর্বদা অবিচল থাকাটা তখনই ওয়াজিব হিসেবে পরিগণিত হবে, যখন তা মানদূব বা মুস্তাহাবে স্থানান্তরিত হওয়ার কোন বর্ণনা না পাওয়া যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তো সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, বিত্‌র ওয়াজিব নয়। কাজেই ইবনু 'উমার (রাঃ) জানতেন যে, বিত্‌র সলাত সুন্নাত এবং তার উপরই 'আমাল রয়েছে এবং তার নির্ধারিত পথ ও পন্থা সম্পর্কেও জানতেন। যদি তা ওয়াজিবই হত তবে তিনি স্পষ্টভাবে তার আবশ্যকতা সম্পর্কে বলতেন।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, বিত্‌র ওয়াজিব কি ওয়াজিব নয় কোনটি ফেলে দেবার মত নয়, কেননা যখন আমি নাবী ﷺ-ও তাঁর সহাবীগণের তার (বিত্‌র) উপর অবিচল থাকার দিকে লক্ষ্য করি তখন আমি মনে করি যে, বিত্‌র ওয়াজিব, আর যখন পূর্ণ নস্ বা মূল বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করি তখন আমি বিত্‌রের আবশ্যক থেকে পিছু হটি বা ফিরে আসি।

তবে মির্‌'আত প্রণেতা বলেন– বিত্‌র ওয়াজিবের ব্যাপারে যে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই এতে কোন সন্দেহ নেই। বরং নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, বিত্‌র মুস্তাহাব; এর এটাই স্পষ্ট আলামাত যে, বিত্‌র সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, তবে তা সকল সুন্নাত থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর নাবী ﷺ ও তাঁর পরবর্তী সহাবীগণের তার (বিত্‌রের) উপর অবিচল থাকাটা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার মতই।

١٢٨١ -[٢٨] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص ١١٢: ١] رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১২৮১-[২৮] 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের সলাত তিন রাক্'আত আদায় করতেন এবং তাতে মুফাস্‌সালের নয়টি সূরাহ্ পাঠ করতেন। প্রতি রাক্'আতে তিনটি সূরাহ্ এবং এগুলোর শেষ সূরাহ্ ছিল *"কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ"* (সূরাহ্ আল ইখলা-স)। (তিরমিযী)[৩২২]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বিত্‌রের তিন রাক্'আত সলাতে ঐ সূরাগুলো পড়তেন, প্রথম রাক্'আতে সূরাহ্ তাকাসুর, সূরাহ্ ক্বদ্‌র এবং সূরাহ্ যিলযাল এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরাহ্ 'আস্‌র, সূরাহ্ নাস্‌র ও সূরাহ্ কাওসার এবং তৃতীয় রাক্'আতে সূরাহ্ কাফিরূন, সূরাহ্ লাহাব ও সূরাহ্ ইখলাস পড়তেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিত্‌রের সলাতে এ সকল সূরাহ্ পড়া শারী'আত সম্মত। কিন্তু হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। মির'আত প্রণেতা বলেন, আমার নিকট উত্তম হলো তিন রাক্'আত বিত্‌রের ১ম রাক্'আতে সূরাহ্ আ'লা-, দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরাহ্ কা-ফিরূন ও তৃতীয় রাক্'আতে সূরাহ্ আল ইখলাস পড়াই উত্তম। কারণ এ ব্যাপারে উবাই ইবনু কা'ব ও ইবনু 'আব্বাস-এর বর্ণনায় বিশুদ্ধ ও মারফূ' হাদীস রয়েছে এবং এটাই অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট পছন্দনীয় বা উত্তম।

١٢٨٢ -[٢٩] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ

---

[৩২২] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ৪৬০।

১২৮২-[২৯] নাফি' (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার-এর সঙ্গে মাক্কায় ছিলাম। আসমান মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ইবনু 'উমার সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করলেন। তখন তিনি এক রাক্'আত বিত্‌রের সলাত আদায় করে নিলেন। তারপর আসমান পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখলেন, এখনো অনেক রাত অবশিষ্ট আছে। তা তিনি আরো এক রাক্'আত আদায় করে জোড়া করে নিলেন। এরপর দু' দু' রাক্'আত করে (নাফ্‌ল) আদায় করতেন। তারপর যখন আবার সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করলেন তিনি বিত্‌রের এক রাক্'আত আদায় করতেন। (মালিক)[৩২৩]

ব্যাখ্যা : যখন ইবনু 'উমার ফাজ্‌র উদয় হওয়ার আশংকা করতেন তখন তিনি শুধুমাত্র এক রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন তার পূর্বে কোন জোর সংখ্যক সলাত যোগ করতেন না। মুয়াত্ত্বার বর্ণনায় যখন মেঘ দূরীভূত হত, তখন তিনি তার বিত্‌র সলাত এক রাক্'আতের মাধ্যমে জোড়া করতেন (বিত্‌র সলাত ভাঙ্গতেন)। কারণ ইবনু 'উমার বিত্‌র সলাত ভিন্ন এক রাক্'আত সলাত আদায়ের মাধ্যমে ভাঙ্গার প্রবক্তা। এ প্রসঙ্গে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বিত্‌র সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যখন আমি ঘুমানোর পূর্বে বিত্‌র পড়ে নেই, অতঃপর রাতে সলাত আদায়ের ইচ্ছা করি তখন এক রাক্'আত সলাতের মাধ্যমে উক্ত বিত্‌রকে জোড়ায় পরিণত করি, এরপর দু' দু' রাক্'আত করে সলাত আদায় করি। সলাত শেষে আমি আবার এক রাক্'আত বিত্‌র আদায় করি। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সলাতের শেষ সলাত হিসেবে বিত্‌র আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মির'আত প্রণেতা বলেন : ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বিত্‌র সলাত ভাঙ্গার যে 'আমাল করেছেন তা তার ব্যক্তিগত মত ও ইজতিহাদ। এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন বর্ণনা তার নিকট নেই।

١٢٨٣ ـ[٣٠] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৮৩-[৩০] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ বয়সে) বসে বসে ক্বিরাআত পড়তেন। ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে যেতেন। বাকী (আয়াত) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারপর রুকূ' করতেন ও সাজদায় যেতেন। এভাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বিতীয় রাক্'আতও আদায় করতেন। (মুসলিম)[৩২৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, যে দাঁড়িয়ে পূর্ণ সলাত আদায় করতে সক্ষম নয় তার জন্য সলাতের যতটুকু সে দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম তার জন্য ততটুকুই দাঁড়িয়ে আদায় করা জরুরী। আল্লামা বাজী (রহঃ) বলেন, নাফ্‌লের ক্ষেত্রে এটা জায়িয এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, বসাবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে কিছু ক্বিরাআত পড়ার পর রুকূ' করা উত্তম, যাতে করে সলাত সুন্নাহ অনুযায়ী হয়। তবে যদি ক্বিরাআত নাও পড়া হয় কিন্তু সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর রুকূ' করলেও তা বৈধ হবে এবং এ দলীলও রয়েছে যে ব্যক্তি বসা অবস্থায় ক্বিরা'আত পড়বে তার জন্য দাঁড়িয়ে রুকূ' করা জরুরী। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘ সময় বসে সলাত আদায় করতেন। এখানে এ হাদীস এবং উপরে উল্লেখিত হাদীসের মাঝে একটি বৈপরীত্য লক্ষ্য

---

[৩২৩] **সহীহ :** মালিক ৪০৫।

[৩২৪] **সহীহ :** বুখারী ১১১৯, মুসলিম ৭৩১।

করা যাচ্ছে, কারণ এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পড়বে তার দাঁড়িয়ে রুকূ' ও সাজদাহ্ করাই শারী'আত সম্মত এবং যে বসা অবস্থায় ক্বিরাআত পড়বে তার বসা অবস্থায় রুকূ'-সাজদাহ্ করা শারী'আত সম্মত, উভয় রিওয়ায়াতের সমাধানে বলা যায় যে, নাবী ﷺ উভয় পন্থা অবলম্বন করছেন শারীরিক সক্ষমতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ শারীরিক সক্ষমতা থাকলে পূর্ণ ক্বিরাআত রুকূ' ও সাজদাহ্ দাঁড়িয়ে করতেন, সক্ষমতা না থাকলে কিছু ক্বিরাআত দাঁড়িয়ে আর কিছু বসে কিংবা ক্বিরাআত দাঁড়িয়ে, রুকূ'-সাজদাহ্ বসে করতেন, কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন : এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, সলাতে কিছু অংশ দাঁড়িয়ে ও কিছু অংশ বসে আদায় করা বৈধ; ফায়েজ, 'ইরাক্বীও অনুরূপ মত দিয়েছেন।

١٢٨٤ -[٣١] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ: خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

১২৮৪-[৩১] উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বিত্‌রের পরে দু' রাক্'আত (সলাত) আদায় করতেন। (তিরমিযী; কিন্তু ইবনু মাজাহ আরো বলেছেন, সংক্ষেপে ও বসে বসে।)[৩২৫]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ বসা অবস্থায় বিত্‌রের পর দু' রাক্'আত আদায় করতেন। এ বিষয়ে বর্ণনা সামনে আসবে।

١٢٨٥ -[٣٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১২৮৫-[৩২] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের এক রাক্'আত আদায় করতেন। তারপর দু' রাক্'আত (নাফ্‌ল) আদায় করতেন। এতে তিনি বসে বসে ক্বিরাআত পড়তেন। রুকূ' করার সময় হলে তিনি (ﷺ) দাঁড়িয়ে যেতেন ও রুকূ' করতেন। (ইবনু মাজাহ)[৩২৬]

ব্যাখ্যা : বসে সলাতরত অবস্থায় রুকূ' করার সময় নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীস পূর্বে (১২৮৩ নং হাদীসে) বর্ণিত হাদীসের বিরোধী নয়। কারণ নাবী ﷺ কখনো দাঁড়ানো ব্যতীতই পূর্ণ সলাত বসে আদায় করতেন আবার কখনো রুকূ' করার সময় দাঁড়িয়ে যেতেন।.....

মির্'আত প্রণেতা বলেন যে, মূল হাদীসটি মুসলিমে রয়েছে। উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন যে, তিনি ১৩ রাক্'আত আদায় করতেন, অতঃপর তিনি বিত্‌র পড়তেন, এরপর তিনি দু' রাক্'আত সলাত বসে আদায় করতেন, যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং রুকূ' করতেন।

١٢٨٦ -[٣٣] وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا السَّهَرَ جُهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

---

[৩২৫] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪৭১, ইবনু মাজাহ্ ১১৯৫, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮২২।

[৩২৬] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ১১৯৬।

১২৮৬-[৩৩] সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তাহাজ্জুদের সলাতের জন্যে রাত্রে জেগে উঠা কষ্টকর ও কঠিন কাজ। তাই তোমাদের যে লোক রাতের শেষাংশে জাগরিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, সে ঘুমাবার পূর্বে 'ইশার সলাতের পর বিত্‌র আদায় করতে চাইলে যেন দু' রাক্‌'আত আদায় করে নেয়। যদি তাহাজ্জুদের সলাতের জন্যে রাত্রে উঠে যায় তবে তো ভাল, উঠতে না পারলে ঐ দু' রাক্‌'আত যথেষ্ট। (দারিমী)[৩২৭]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ هٰذَا السَّهَرَ.....) এখানে السَّهَرَ শব্দটি س ও ه বর্ণে যবর যোগে, অর্থাৎ السَّهَرُ অর্থ হলো নির্ঘুম বা জাগ্রত থাকা। দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বীর (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩) বর্ণনায় রয়েছে যে, أن هذا السفر অর্থাৎ ه -এর পরিবর্তে ف (سهر-এর পরিবর্তে سفر) রয়েছে, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন হায়সামী তার মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ-এর ২য় খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় মু'আয আত্ ত্ববারানীর বর্ণনায়। কাজেই নিশ্চয় السهر শব্দটি দারামীর নিজস্ব কথা এবং سفر শব্দটি সঠিক কারণ সংঘটিত ঘটনাটি ঘটেছে সফর অবস্থায়। সুতরাং দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী ও ত্ববারানী রিওয়ায়াতে সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসটি এই হাদীস (তোমরা বিত্‌রকে করো রাতের শেষ সলাত)-এর বিরোধিতা করছে না।'

কারণ আলোচ্য হাদীসে أَوْتَرَ -এর অর্থ হচ্ছে أَرَادَ অর্থাৎ যখন তোমরা বিত্‌র আদায়ের ইচ্ছা করবে তখন সে যেন দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করে, (বিত্‌র আদায়ের পূর্বে) অতঃপর সে যেন এক কিংবা তিন রাক্‌'আত বিত্‌র আদায় করে নেয়, আর বিত্‌রের পূর্বের দু' রাক্‌'আত নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য হবে, যা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অথবা এখানে দু' রাক্‌'আতের নির্দেশটি বৈধতার জন্য। নাবী ﷺ-এর 'আমালের মাধ্যমে যার ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ বিত্‌রের পরে দু' রাক্‌'আত সলাত (বসে থেকে) আদায় করতেন।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন দারিমী ও বায়হাক্বী (রহঃ), তারা উভয়ই তা বর্ণনা করেছেন তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে "বিত্‌রের পরে দু' রাক্‌'আত সলাত" অধ্যায়ে।

কিন্তু আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। ১ম ব্যাখ্যাটিই সঠিক।

١٢٨٧ ـ[٣٤] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ رَوَاهُ أَحْمدُ

১২৮৭-[৩৪] আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বিত্‌রের পরে দু' রাক্‌'আত সলাত বসে বসে আদায় করতেন। আর এ দু' রাক্‌'আতে *'ইযা- যুল্‌যিলাতি'* এবং *'কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন'* পড়তেন। (আহমাদ)[৩২৮]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ বিত্‌রের পর যে দু' রাক্‌'আত সলাত আদায় করতেন, তার প্রথম রাক্‌'আতে সূরাহ্ আল যিলযাল এবং দ্বিতীয় রাক্‌'আতে সূরাহ্ আল কা-ফিরূন পড়তেন। হাদীসটি ইমাম ত্বহাবী ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩)।

---

[৩২৭] **সহীহ :** দারিমী ১৬৩৫।

[৩২৮] **হাসান :** আহমাদ ২২২৪৭, আওসাতুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮০৬৫।

(٣٦) بَابُ الْقُنُوْتِ

অধ্যায়-৩৬ : দু'আ কুনূত

আরবী (قنوت) 'কুনূত' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) আত্ তিরমিযীর ব্যাখ্যায় এ শব্দের ১০টি অর্থ উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে قنوت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সলাতে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আ করা।

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, এখানে কয়েকটি বিরোধপূর্ণ মাসআলাহ্ রয়েছে।

প্রথম : বিত্রের সলাতে কুনূত পড়বে কি-না।

দ্বিতীয় : যখন বিত্র সলাতে কুনূত পড়বে, তখন কুনূত রুকূ'র আগে পড়বে না-কি পরে?

তৃতীয় : বিত্র সলাতে কুনূত পুরা বছরেই পড়তে হবে নাকি। শুধু রমাযান মাসের শেষার্ধেক।

চতুর্থ : কুনূতের শব্দগুলো (অর্থাৎ মূল দু'আ) তবে এ মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা অতিবাহিত হয়। উল্লেখ্য যে, বিত্র সলাতে কুনূত পড়ার সময় তাকবীর দেয়া (*'আল্ল-হু আকবার'* বলা) ও তাকবীর দেয়ার সময় তাকবীরে তাহরীমার মতো দু' হাত উত্তোলন করার মাসআলাটি, যেমনভাবে হানাফীগণ করে থাকেন। তবে এ দু'টোর ব্যাপারে (অর্থাৎ তাকবীর দেয়া এবং দু' হাত উত্তোলন করা) নাবী ﷺ থেকে কোন ধরনের সহীহ বর্ণনা নেই। হ্যাঁ এ দু' বিষয়ে (তাকবীর ও দু' হাত উত্তোলন) কতিপয় সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর আসার রয়েছে। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনু নাস্র আল মারুযী (রহঃ) কিতাবুল বিত্রে 'উমার, 'আলী, ইবনু মাস'উদ এবং বারা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা সকলেই বিত্র সলাতে রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়ার সময় তাকবীর দিয়েছেন। তবে শায়খ ইবনুল 'আরাবী আত্ তিরমিযীর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কুনূতের সময় তাকবীর দেয়ার কোন মারফূ' হাদীস কিংবা সহাবীদের নির্ভরযোগ্য কোন আসারও আমি পাইনি এবং তাকবীরে তাহরীমার মতো রফ্'উল ইয়াদায়ন বিষয়েও কোন মারফূ' হাদীস এ ব্যাপারে পাইনি।

তবে ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর 'আমাল যে তারা (হানাফীরা) উল্লেখ করেছে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর "জুয্উ রফ্'উল ইয়াদায়ন" ও আল মারুযী (রহঃ)-এর "কিতাবুল বিত্র" থেকে। এছাড়াও 'উমার, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ ক্বিলাবাহ্ ও মাকহূল (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-গণের আসার উল্লেখ করেছেন এবং এর দ্বারা কুনূতের সময় দু'হাত উত্তোলনের দলীল গ্রহণ করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তা এ ব্যাপারে কোন দলীল নয়, বরং তা দু'আর সময় যে হাত উঠানো হয় অনুরূপ হাত উঠানোর প্রমাণ বহন করে। মির'আত প্রণেতা বলেন যে, উল্লেখিত আসারগুলো তাদের (হানাফীদের) চাহিদার উপরে কোন দলীল নয় বরং তা দু'আ অবস্থায় কুনূতে হাত উঠানোর দলীল, যেমন একজন দু'আকারী হাত উঠায়। সুতরাং বিত্র সলাতে দু'আয়ে কুনূত অবস্থায় হাত উঠানো জায়িয। যা প্রমাণিত হয় ইবনু মাস্'উদ, 'উমার, আবূ হুরায়রাহ্ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর 'আমালের মাধ্যমে।

হাফিয আস্ক্বালানী তাঁর 'তালখিস' নামক গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চম মাসআলাহ্ : বিত্র ব্যতীত অন্য সলাতে বিনা কারণে কুনূত পড়া শারী'আত সম্মত কিনা? একদল 'আলিম তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা, আহমাদ (রহঃ) তা শারী'আত সম্মত নয় বলে মত দিয়েছেন। তারা বলেন, ফাজ্র সলাতেও বিনা কারণে কুনূত পড়া সুন্নাহ মুতাবেক নয়। অপর একদল তার মধ্য ইমাম শাফি'ঈ ও মালিক (রহঃ)-এর মতে ফাজ্রের সলাতে কুনূত পড়া সর্বদাই শারী'আত সম্মত। তবে অন্যান্য চার ওয়াক্ত সলাতে যথাক্রমে যুহর, 'আস্র, মাগরিব ও 'ইশার সলাতে বিনা কারণে কুনূত না পড়ার

বিষয়ে তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা মতবিরোধ করেছেন ফাজ্‌রের ব্যাপারে, ইমাম শাফি'ঈ ও মালিক (রহঃ)-এর মতে ফাজ্‌রে সর্বদাই কুনূত বৈধ। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে বিনা কারণে ফাজ্‌রে কুনূত বৈধ না।

ফাজ্‌রের কুনূত পড়ার পক্ষের 'উলামাগণের দলীল দারাকুত্বনী (২য় খণ্ড, ১১৮ পৃঃ), আহমাদ (৩য় খণ্ড, ১৬২ পৃঃ), ত্বহাবী (১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ)..... আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত ফাজ্‌র সলাতে কুনূত পড়তেন। আত্ তানক্বিহ প্রণেতা বলেন, এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা কুনূতে নাযিলাহ্ পড়তেন। অথবা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদাই সলাত দীর্ঘ করে আদায় করতেন। কেননা (قنوت) শব্দটি আনুগত্য, সলাত, দীর্ঘ ক্বিয়াম, সলাতে নম্রতা ও নীরবতা ইত্যাদিকে সম্পৃক্ত করে। ইবনুল ক্বইয়্যুম (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত হাদীস সহীহ হলেও তা এ নির্দিষ্ট কুনূতের দলীল নয় কারণ সেখানে এমন কথা উল্লেখ নেই যে, এটাই দু'আ কুনুত। বরং তা সলাতে ক্বিয়াম, নীরবতা, সর্বদাই 'ইবাদাত, দু'আ, তাসবীহ ইত্যাদি বুঝায়। মির'আত প্রণেতা বলেন, আমাদের নিকট ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মত অধিক বিশুদ্ধ। কেননা বিত্‌র ছাড়া বিনা কারণে কুনূত পড়া ফাজ্‌র কিংবা অন্যান্য সলাতে শারী'আত সম্মত নয়। ফাজ্‌রে কুনূত পড়াটা কুনূতে নাযিলাহ্ এর সাথে নির্দিষ্ট। কেননা বিত্‌র ব্যতীত অন্য সলাতে কুনূত পড়াটা বিশুদ্ধ মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৬ষ্ঠ মাসআলাহ্ : যখন মুসলিমগণ কোন বিপদ মুসীবাত বা শত্রুর কিংবা অনুরূপ কোন বিপদের কারণে কুনূতে নাযিলার প্রয়োজন মনে করবে। তখন বিত্‌র ছাড়া অন্য সলাতে কুনূত পড়া কি বৈধ? যদি বৈধ হয় তবে কি তা ফাজ্‌র কিংবা উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত বিশিষ্ট সলাতের মধ্য সীমিত থাকবে নাকি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতেও তা বৈধ হবে। এ ব্যাপারে জমহূর হাদীস বিশারদগণ ও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে কুনূতে নাযিলাহ্ পড়া শারী'আত সম্মত। তবে হানাফী ও হাম্বালীদের মতে তা ফাজ্‌রের সলাতের সাথে খাস।

মির্'আত প্রণেতা বলেন যে, অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো জমহূর হাদীস বিশারদ ও শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মত। অর্থাৎ কুনূতে নাযিলাহ্ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতেই বৈধ। কারণ এ ব্যাপারে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। কিন্তু কুনূতে নাযিলাহ্ ফাজ্‌র কিংবা জিহরী ক্বিরাআত বিশিষ্ট সলাতের সাথে নির্দিষ্ট এ মর্মে কোন কোন সহীহ কিংবা য'ঈফ হাদীসও নেই।

সপ্তম মাসআলাহ্ : কুনূতে নাযিলাটি রুকূ'র আগে পড়তে হবে, নাকি রুকূ'র পড়ে। ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে কুনূতে নাযিলাহ্ রুকূ'র পরে পড়তে হবে। তবে আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) তার বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। মির্'আত প্রণেতা বলেন যে, কুনূতে নাযিলা রুকূ'র পড়ে পড়তে হবে এটাই সর্বপছন্দনীয় মত। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর বিকল্প কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়নি। তবে রুকূ'র পূর্বে কুনূতে নাযিলা পড়লে তা জায়িয হবে কারণ এ ব্যাপারে সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম)-দের কারো কারো 'আমাল রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٨٨ - [١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلٰى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ

وَسَلَمَةَ ابْنِ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنِ رَبِيعَةَ اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيْ يُوسُفَ» يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ: «اللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [سورة آل عمران ٣:١٢٨] الْآيَةَ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১২৮৮-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন লোককে বদ্দু'আ অথবা কোন লোককে দু'আ করতে চাইলে রুকূ'র পরে কুনূত পড়তেন। তাই কোন কোন সময় তিনি, *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ, রব্বানা- লাকাল হাম্‌দু'* বলার পর এ দু'আ করতেন, *'আল্ল-হুম্মা আন্‌জিল ওয়ালীদ ইবনিল ওয়ালীদ। ওয়া সালামাতাব্‌নি হিশা-ম, ওয়া 'আইয়্যা-শাব্‌নি রবী'আহ্, আল্ল-হুম্মাশ্‌দুদ ওয়াত্ব আতাকা 'আলা- মুযারা ওয়াজ্'আল্‌হা- সিনীনা কাসিনী ইউসুফা'*। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে, সালমাহ্ ইবনু হিশামকে, 'আইয়্যাশ ইবনু আবূ রবী'আকে তুমি মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ! 'মুযার জাতির' ওপরে তুমি কঠিন 'আযাব নাযিল করো। আর এ 'আযাবকে তাদের ওপর ইউসুফ (আলায়হিস সালাম)-এর বছরগুলোর ন্যায় দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করে দাও।' তিনি উচ্চৈঃস্বরে এ দু'আ পড়তেন। কোন কোন সলাতে তিনি (সাঃ) 'আরাবে এসব গোত্রের জন্যে এভাবে দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক অমুকের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করো।' তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন, *'লাইসা লাকা মিনাল আম্‌রি শাইয়ুন'* অর্থাৎ "এ ব্যাপারে আপনার কোন দখল নেই"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১২৮)। (বুখারী, মুসলিম)[৩২৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কারো জন্য বা কারো বিরুদ্ধে দু'আ করতেন তখন তিনি (সাঃ) রুকূ'র পড়ে কুনূত পড়তেন। এ ব্যাপারে ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, সেটা কুনূতকে ফাজ্‌রের সাথে খাস করবে অথবা সকল সলাতের জন্য তা 'আম হবে। মির'আত প্রণেতা (রহঃ) বলেন : কুনূত ফাজ্‌রের সাথে নির্দিষ্ট করণের কোন দলীল নেই। বরং সামনে আসছে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস যা ক্বারী (রহঃ)-এর কথা বাতিল করবে এবং আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, ফার্‌য সলাতে ও কুনূত পড়া শারী'আত সম্মত এবং নিশ্চয় এটা কোন ক্বওমের বিরুদ্ধে বা কোন ক্বওমের সমর্থনে দু'আর ইচ্ছার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এর সমর্থনে আনাস, আবূ হুরায়রাহ্..... জমহূর হাদীস বিশারদের সিদ্ধান্ত সকল ফার্‌য সলাতের শেষ রাক্'আতে কুনূত নাযিলাহ্ পড়া সুন্নাহ সম্মত। যা ইমাম ত্বহাবী (রহঃ)-এর কথাকে (যে, যুদ্ধ কিংবা অন্যান্য দুর্যোগ অবস্থায় ফাজ্‌রে কুনূত পড়া উচিত নয়) সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছে।

(اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ.....) এখানে ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদ। তিনি ছিলেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ আল মাখযূমী আল ক্বারশী (রাঃ)-এর ভাই, তিনি বাদ্‌রের যুদ্ধে মুশ্‌রিক সৈন্যদলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ (রাঃ) তাকে বন্দী করেছিলেন, এ বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর সালামাহ্ হলো সালামাহ্ ইবনু হিশাম ইবনু মুগীরাহ্ আল মাখযূমী আল্ ক্বারশী (রাঃ)। তিনি হাবশায় হিজরতকারীদের একজন ছিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ সহাবীগণেরও একজন ছিলেন, আবূ জাহ্‌ল ইবনু হিশাম-এর ভাই ও খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রহঃ)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। ইসলাম সূচনা পূর্বে তিনি মাক্কায় বন্দী হয়েছিলেন তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল ও মাদীনাহ্ হিজরত থেকে জোরপূর্বক বিরত রাখা হয়েছিল। এ কারণে তিনি বাদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। নাবী (সাঃ) তার মুক্তি কামনায় কুনূতে দু'আ করেছিলেন।

---

[৩২৯] সহীহ : বুখারী ৪৫৬০, মুসলিম ৬৭৭; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

আর 'আইয়্যাশ (রাঃ) ছিলেন আবূ জাহ্‌ল-এর বৈপিত্রেয় ভাই নাবী ﷺ-এর দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্ব সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুহাজিরদের সাথে মাদীনায় হিজরত করেছিলেন কিন্তু আবূ জাহ্‌ল ও হারিস (হিশাম-এর দু' পুত্র) মিথ্যা ধোঁকা দিয়ে তাকে মাক্কায় ফিরে আনলে নাবী ﷺ তার জন্য কুনূতের মাধ্যমে দু'আ করছিলেন। ফলে তিনি তার উল্লেখিত বন্ধুদের সাথে পলায়ন করে মাদীনায় গমন করেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিত্‌র সলাত ছাড়াও অন্যান্য সলাতে মুসলিমের মুক্তির জন্য কুনূতের মাধ্যমে দু'আ করা জায়িয।

١٢٨٩ -[٢] وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ أُنَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأُصِيبُوا فَقَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৮৯-[২] 'আসিম আল আহ্‌ওয়াল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে "দু'আয়ে কুনূত" ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি যে, এটা সলাতে রুকূ'র পূর্বে পড়া হয়, না পরে? আনাস বললেন, রুকূ'র পূর্বে। তিনি আরো বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (ফাজ্‌রের সলাতে অথবা সকল সলাতে রুকূ'র পরে দু'আয়ে) কুনূত পড়েছেন শুধু একবার। (তারও কারণে ছিল) রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে, যাদেরকে ক্বারী বলা হত, তাদের সংখ্যা ছিল সত্তরজন (তাবলীগের জন্য) কোথাও পাঠিয়েছিলেন। ওখানকার লোকেরা তাদেরকে শাহীদ করে দিয়েছিল। সেজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত রুকূ'র পরে দু'আয়ে কুনূত পড়ে হত্যাকারীদের জন্যে বদদু'আ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৩০]

ব্যাখ্যা : বিত্‌র সলাতে কুনূতের স্থানই রুকূ'র পূর্বে এবং বুখারীতে এ হাদীসের সমর্থনে হাদীস রয়েছে যে, 'আসিম আনাস ইবনু মালিককে জিজ্ঞেস করলে কুনূত বিষয়, কুনূত কি রুকূ'র আগে না পরে? জবাবে তিনি বললেন, পূর্বে। 'আসিম (রাঃ) বলেন যে, আমাকে জানানো হয়েছে যে, আপনি নাকি রুকূ'র পরে কুনূত পড়তে বলেছেন? তিনি (আনাস (রাঃ)) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, নিশ্চয় নাবী ﷺ রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়তেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, এক ব্যক্তি আনাস (রাঃ)-কে কুনূত ব্যাপারে তা (কুনূত) রুকূর পরে পড়তে হবে না-কি ক্বিরাআতের শেষে? তিনি (ﷺ) বললেন : না, বরং কুনূত ক্বিরাআতের শেষে পড়তে হবে।

নাবী ﷺ ফারয সলাতে কুনূতে নাযিলাহ্ পড়েছেন রুকূ'র পরে মাত্র এক মাস আর ফারয সলাত ছাড়া সাধারণ বিত্‌র সলাতে সর্বদা রুকূ'র পূর্বে পড়তেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলবে যে, কুনূত সর্বদাই রুকূ'র পরে পড়তে হবে সে অবশ্যই ভুল বলবে কারণ নাবী ﷺ রুকূ'র পরে কুনূত পড়েছেন এক মাস মাত্র। অতএব উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুনূতে নাযিলা (কারো বিরুদ্ধে বদদু'আ এবং কারো মুক্তি কামনায় বিশেষ দু'আ করা) শারী'আত সম্মত এবং তা রুকূ'র পরে পড়তে হবে। আর ফারয সলাত নাবী ﷺ-এর কুনূতে নাযিলাহটি রুকূর পরে এক মাসের মধ্য সীমাবদ্ধ ছিল।

এর পরবর্তী মাসে তিনি আর কুনূত পড়েননি এবং তিনি ফারয সলাতে রুকূর আগে কিংবা পরে কুনূতে নাযিলাহ্ ছাড়া কোন কুনূত পড়তেন না। যেমন- আনাস (রাঃ)-এর হাদীস সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ (রহঃ) বর্ণনায়, সহীহ ইবনু হিব্বানে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

---

[৩৩০] **সহীহ :** বুখারী ৪০৯৬, মুসলিম ৬৭৭।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٩٠ -[٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ: عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهٗ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১২৯০-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাতের শেষ রাক্‌'আতে *'সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ'* বলার পর দু'আ কুনূত পড়তেন। এতে তিনি (ﷺ) বানী সুলায়ম-এর কয়েকটি গোত্র, রি'ল, যাকওয়ান, 'উসাইয়্যাহ্ এর জীবিতদের জন্যে বদ্‌দু'আ করতেন। পেছনের লোকেরা 'আমীন' 'আমীন' বলতেন। (আবূ দাঊদ)[৩৩১]

ব্যাখ্যা : ধারাবাহিকভাবে এক মাসের প্রতিটি দিনেই কুনূত পড়তেন কোন সময়ই রসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্জন করতেন না। যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌র সব ওয়াক্তেই তিনি (ﷺ) কুনূত পড়তেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুনূতে নাযিলাটা কতিপয় সলাতের সাথে নির্দিষ্ট নয় এবং হাদীসে যারা কুনূতে নাযিলাহ্ পড়া উচ্চ আওয়াজে পঠিত ক্বিরাআত বিশিষ্ট সলাত কিংবা ফাজ্‌রের সলাতের সাথে নির্দিষ্ট করেন, তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

বিঃ দ্রঃ আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত বানী সুলায়ম একটি গোত্র আর এ গোত্রের তিনটি শাখা রয়েছে।
(১) রি'ল ইবনু খালিদ ইবনু 'আওফ ইবনু 'ইমরুল ক্বায়স ইবনু বাহসাহ্ ইবনু সুলায়ম (রি'ল)
(২) যাক্‌ওয়ান ইবনু সা'লাবাহ্ ইবনু বাহসাহ্ ইবনু সুলায়ম (যাক্‌ওয়ান)
(৩) 'আসিয়্যাহ্ ইবনু খাফ্‌ফাফ ইবনু 'ইমরুল ক্বায়স ইবনু বাহসাহ্ ইবনু সুলায়ম ('আসিয়্যাহ্)।
এ তিনটি গোত্র সুলায়ম গোত্রেরই শাখা।

١٢٩١ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهٗ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১২৯১-[৪] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ একাধারে এক মাস পর্যন্ত (রুকূ'র পরে) 'দু'আ কুনূত' পাঠ করেছেন। তারপর তিনি (ﷺ) তা ত্যাগ করেছেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৩৩২]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ ফারয সলাতে রুকূ'র পরে কুনূতে নাযিলাহ্ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন যে, নাবী ﷺ চার ওয়াক্ত সলাতে (যুহর 'আস্‌র, মাগরিব ও 'ইশার সলাত) কুনূতে নাযিলাহ্ বর্জন করেছেন কিন্তু ফাজ্‌রে বর্জন করেননি। অথবা তিনি গোত্রগুলোর উপরে অভিসম্পাত করা বর্জন করেছিলেন।

١٢٩٢ -[٥] وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هٰهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ أَكَانُوا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[৩৩১] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১৪৪৩।
[৩৩২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৪৪৫, নাসায়ী ১০৭৯, আহমাদ ১২৯৯০, ১৩৬০১, ১৩৬৪১।

১২৯২-[৫] আবূ মালিক আল আশ্‌জা'ঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, হে পিতা! আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান, আর 'আলী (রাঃ)-এর পেছনে কুফায় প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত সলাত আদায় করেছেন। এসব মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ কি "দু'আ কুনূত" পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, হে আমার পুত্র! (দু'আ কুনূত পড়া) বিদ'আত। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৩৩৩]

ব্যাখ্যা : ফারয অথবা ফাজ্‌র সলাতে, কুনূতে নাযিলাহ্‌-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বদাই কুনূতে নাযিলার উপর অবিচল থাকা, সাধারণ বিত্‌রের কুনূত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, কুনূতে নাযিলাহ্‌ ছিল নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য, এটি সর্বদা 'আমাল নয়। বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন যে, ত্বারিক্ব ইবনু আশ্‌ইয়াম (মালিক আল আশ্‌জা'ঈ (রাঃ)-এর বাবা) কুনূত মুখস্থ করেননি বিধায় এটি তার নিকট নতুন মনে হয়েছে। কাজেই কুনূত পড়ার হুকুম হলো যার মুখস্থ রয়েছে সে পড়বে যার মুখস্থ নেই সে পড়বে না। (বায়হাক্বী- ২য় খণ্ড, ২১৩ পৃঃ)

তিনি ছাড়া অন্য মুহাক্কিক্বগণ বলেছেন যে, এটা এ বিষয়ে দলীল নয় যে, সহাবীগণ কুনূত পড়েননি। বরং ত্বারিক্ব ইবনু আশ্‌ইয়াম (রাঃ) সহাবায়ে কিরামগণের সাথে নাবী ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায় করেছেন যতটুকু তিনি দেখেছেন, ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। (হয়ত তিনি নাবী ﷺ-কে কুনূত পড়তে দেখেননি)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٩٣ -[٦] عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِيْ بَيْتِه فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: أَبَقَ أُبَيٌّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১২৯৩-[৬] হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) (রমাযান মাসের তারাবীহের জন্যে) লোকজনকে একত্র করলেন। তিনি ('উমার) উবাই ইবনু কা'বকে ইমাম নিযুক্ত করলেন। উবাই ইবনু কা'ব তাদের নিয়ে বিশ রাত সলাত আদায় করালেন। তিনি (উবাই) রমাযানের শেষ পনের দিন ছাড়া আর কোন দিন লোকদেরকে নিয়ে দু'আ কুনূত পড়েননি। শেষ দশ দিন উবাই ইবনু কা'ব মাসজিদে আসেননি। বরং তিনি বাড়িতেই সলাত আদায় করতে লাগলেন। লোকেরা বলতে লাগল, উবাই ইবনু কা'ব ভেগে গেছেন। (আবূ দাউদ)[৩৩৪]

ব্যাখ্যা : উবাই ইবনু কা'ব তাদের সাথে তারাবীহ আদায়ের জন্য আর মাসজিদে প্রবেশ করতেন না। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, তাদের أَبَقَ শব্দটি বলা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর তারাবীহের জামা'আত থেকে পিছে যেয়ে আর না আসার প্রতি অপছন্দনীয়তা প্রকাশ। তার ফিরে না আসাকে তারা হারানো দাসের সাথে তুলনা করেছেন।

---

[৩৩৩] **সহীহ :** নাসায়ী ১০৮০, আত্‌ তিরমিযী ৪০২, ইবনু মাজাহ্‌ ১২৪১, ইরওয়া ৪৩৫, আহমাদ ১৫৮৭৯, শারহুস্‌ সুন্নাহ্‌ ৬৩৮।

[৩৩৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৪২৯, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩০০। হাদীসের সানাদটি বিচ্ছিন্ন, কারণ হাসান **আল বাসরী** (রহঃ) 'উমার (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

এ হাদীস দ্বারা শাফি'ঈ মাযহাবধারীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, বিত্‌রে কুনূত পড়াটা রমাযানের শেষোর্ধেকের সাথে নির্দিষ্ট? কিন্তু হাদীসটি য'ঈফ, কেননা তা মুনক্বাতি' কারণ হাসান 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাননি। তাছাড়া 'উমার বিন খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতের ছয় বছর অবশিষ্ট থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিঃ দ্রঃ এখানে হাসান বলতে হাসান আল বাসরী উদ্দেশ্য।

١٢٩٤ -[٧] وَسُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ. فَقَالَ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهٗ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১২৯৪-[৭] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ'র পর দু'আ কুনূত পড়তেন। আর এক সূত্রে আছে, তিনি (ﷺ) দু'আ কুনূত পড়তেন কখনো রুকূ'র পূর্বে, আর কখনো রুকূ'র পরে। (ইবনু মাজাহ)[৩৩৫]

ব্যাখ্যা : এক মাস নাবী ﷺ রুকূ'র পরে ফার্‌য সলাতে কুনূত পড়েছেন, অথবা ফাজ্‌রের সলাতে পড়েছেন, যখন রি'ল, যাক্‌ওয়ান এবং 'আসিয়্যাহ্‌ গোত্রগুলোর উপর বদ্‌দু'আ করতেন যেমন 'আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। তবে এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় রুকূ'র পড়ে কুনূত পড়তেন। অপর বর্ণনা রয়েছে যে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কুনূতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রুকূ'র আগে ও পরে কুনূত পড়তাম।

ইবনু মুনযির (রহঃ) বলেন যে, নিশ্চয় কতিপয় সহাবায়ে কিরাম ফাজ্‌রের সলাতে রুকূ'র আগে কুনূত পড়তেন, আবার কতিপয় রুকূ'র পরে পড়তেন। কিন্তু নাবী ﷺ থেকে কুনূতে নাযিলাহ্‌ ব্যতীত ফার্‌য সলাতে কোন কুনূত পড়াটা প্রমাণিত নয় এবং তিনি (ﷺ) কুনূতে নাযিলাহ্‌ রুকূ'র পরে ছাড়া পড়তেন না। (আল্লাহ ভাল জানেন)

তাছাড়া হাসান আল বাসরী পুরো বছরই কুনূত পড়তেন, যেমন মুহাম্মাদ বিন নাস্‌র খান মারুযী কিতাবুল বিত্‌র নামক গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করেছেন এবং বিত্‌রের কুনূত পড়াটা শুধু রমাযানের জন্য প্রযোজ্য– এই মর্মে কোন সহীহ কিংবা হাসান হাদীসও বর্ণিত হয়নি।

(٣٧) بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অধ্যায়-৩৭ : রমাযান মাসের ক্বিয়াম (তারাবীহ সলাত)

ক্বিয়ামে রমাযান হলো রমাযানের রাত্রিগুলোতে ক্বিয়াম করা এবং সলাতুত্‌ তারাবীহ ও কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতি 'ইবাদাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করা।

- ইমাম নাবাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, ক্বিয়ামে রমাযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারাবীহের সলাত।
- হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন : সেটা (তারাবীহ) দ্বারা রমাযানের ক্বিয়াম-এর উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

তবে বিষয়টি এরূপ নয় যে, তারাবীহ ব্যতীত কিয়ামে রমাযান হবে না।

---

[৩৩৫] **সহীহ :** বুখারী ১০০২, ৪০৯৬, ইবনু মাজাহ্‌ ১১৮৪, দারাকুত্বনী ১৬৬৬।

আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন যে, সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, কিয়ামে রমাযান দ্বারা তারাবীহের সলাতই উদ্দেশ্য تراويح শব্দটি ترويحة-এর বহুবচন যার অর্থ একবার বিশ্রাম নেয়া। রমাযানের রাত্রিগুলোর জামা'আতবদ্ধ সলাতের নামকরণ করা হয়েছে তারাবীহ। কেননা যারা ক্বিয়ামে রমাযানের ১ম জামা'আত করেছেন তারা প্রতি দু' সালামের মাঝে বিশ্রাম নিতেন। ফাতহুল বারীতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আল ক্বামূস-এ রয়েছে যে, প্রতি চার রাক্'আতের পর বিশ্রামের কারণে রমাযানের ক্বিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে তারাবীহ। 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাতের চার রাক্'আত সলাত আদায়ের পর বিশ্রাম নিতেন..... । (বায়হাক্বী- ২য় খণ্ড, ৪৯৭ পৃঃ)

তবে জেনে রাখতে হবে যে, রমাযানে তারাবীহ, ক্বিয়ামে রমাযান, সলাতুল লায়ল, তাহাজ্জুদের সলাত এগুলো একই জাতীয় 'ইবাদাত এবং একই সলাতের ভিন্ন নাম। রমাযানে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ ভিন্ন সলাত নয়। কেননা নাবী ﷺ থেকে সহীহ অথবা য'ঈফ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, নাবী ﷺ রমাযানের রাত্রে দু'টি সলাত আদায় করেছেন যার একটি তারাবীহ ও অপরটি তাহাজ্জুদ। সুতরাং রমাযান ছাড়া অন্য মাসে যা তাহাজ্জুদ, রমাযানে তা তারাবীহ। যেমন- আবূ যার ও অন্যান্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তার দলীল এবং হানাফী মাযহায অবলম্বী ফায়জুল বারী গ্রন্থ প্রণেতা (রহঃ) বলেন আমার নিকট পছন্দনীয় মত হলো তারাবীহ এবং রাতের সলাত একই যদিও উভয়ের গুণাবলী ভিন্ন, যাই হোক আমি বলব (মির্'আত প্রণেতা) যে, তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ একই সলাত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহাজ্জুদটি শেষ রাতের সাথে নির্দিষ্ট। তবে আমার নিকট উত্তম কথা হলো যে, নাবী ﷺ-এর অধিকাংশ রাতের সলাত ছিল রাতের শেষাংশে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٩٥ -[١] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلّٰى فِيهَا لَيَالِيَ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهٗ لَيْلَةً وَظَنُّوا أَنَّهٗ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتّٰى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهٖ. فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهٖ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৯৫-[১] যায়দ ইবনু সাবিত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (রমাযান) মাসে মাসজিদের ভিতর চাটাই দিয়ে একটি কামরা তৈরি করলেন। তিনি (ﷺ) এখানে কয়েক রাত (তারাবীহ) সলাত আদায় করলেন। আস্তে আস্তে তাঁর নিকট লোকজনের ভিড় জমে গেল। এক রাতে তাঁর কণ্ঠস্বর না শুনতে পেয়ে লোকেরা মনে করেছে তিনি (ﷺ) ঘুমিয়ে গেছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাকারী দিলো, যাতে তিনি (ﷺ) তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমাদের যে অনুরাগ আমি দেখছি তাতে আমার আশংকা হচ্ছে এ সলাত না আবার তোমাদের ওপর ফারয হয়ে যায়। তোমাদের ওপর ফারয হলে

গেলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। অতএব হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের বাড়ীতে সলাত আদায় কর। এজন্য ফার্‌য সলাত ব্যতীত যে সলাত ঘরে পড়া হয় তা উত্তম সলাত। (বুখারী, মুসলিম)[৩৩৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাবী ﷺ-এর কথা, আমি তোমাদের ওপর ক্বিয়ামে রমাযান (তারাবীহ) ফার্‌য হওয়ার ভয় পাচ্ছি। অর্থাৎ যদি সর্বদা আদায় করা হয় তবে তা তোমাদের ওপর ফার্‌য হয়ে যেতে পারে। আর ফার্‌য হয়ে গেলে তোমরা তা পালনে অক্ষম হবে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, এখানে দলীল রয়েছে যে, নিশ্চয় তারাবীহ জামা'আত এবং এককভাবে আদায় করা সুন্নাত, তবে আমাদের যামানায় তা জামা'আতের সাথে আদায় করা উত্তম; কারণ মানুষ এখন অলস, (অর্থাৎ যদি জামা'আতের সাথে তারাবীহ না আদায় করা হয় তবে মানুষ অলসতাবশতঃ ক্বিয়ামে রমাযান থেকে সম্পূর্ণ গাফেল থাকবে।)

(فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ) অর্থাৎ এখানে ঐ সকল নাফ্‌ল সলাতের কথা বলা হয়েছে যেগুলো জামা'আতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে শার'ঈ কোন নির্দেশ নেই এবং যা মাসজিদের সাথে নির্দিষ্টও নয়। এখানে উল্লেখিত 'আম্‌র (فَصَلُّوا) টি মুস্তাহাব বুঝাতে ব্যবহার হয়েছে।

(فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ) এখানে এ বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক যা সকল নাফ্‌ল ও সুন্নাত সলাতকে নির্দেশ করে। তবে যে সকল সলাত ইসলামের নিদর্শন যেমন ঈদের সলাত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সলাত ও সলাতুল ইস্তিসক্বা বা পানি প্রার্থনার সলাত এগুলো ছাড়া সকল নাফ্‌ল ও সুন্নাত বাড়িতে পড়া উত্তম। তবে ফার্‌য সলাত ব্যতীত ফার্‌য সলাত মাসজিদেই আদায় করতে হবে।

আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, এখানে বাড়ীতে নাফ্‌ল সলাত আদায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ তা অধিক গোপন ও রিয়া (লোক দেখানো) 'ইবাদাত হতে সংরক্ষিত এবং এ নাফ্‌ল সলাতের ফলে বাড়ীতে আল্লাহর রহমাত নাযিল হয় ও শায়ত্বন পলায়ন করে। আমি বলব (মির'আত প্রণেতা) যে, এ হাদীস প্রমাণ করে তারাবীহের সলাত বাড়ীতে আদায় করাই উত্তম। কেননা তিনি রমাযানের সলাতের যে বিবরণ দিয়েছেন তা মাসজিদে নাবাবীর ক্ষেত্রে। সুতরাং রমাযানের সলাত যখন মাসজিদে নাবাবীর চেয়ে বাড়ীতে আদায় করাই উত্তম তখন মাসজিদে নাবাবী ছাড়া সেটা অন্যান্য মাসজিদে আদায় করার হুকুম কি হবে? এ ব্যাপারে অধিকাংশ 'উলামাগণ বলেছেন যে, নিশ্চয় রমাযানের সলাত (তারাবীহ) মাসজিদে পড়াই উত্তম। যা আলোচ্য হাদীসের বিপরীত, কেননা উক্ত হাদীসের মূল বিষয় হচ্ছে সলাতুর রমাযান বা তারাবীহ সংক্রান্ত এবং তাদের পক্ষ থেকে এ মর্মে জবাব দেয়া হয়েছে যে, নাবী ﷺ এটা (ফার্‌য ছাড়া সব সলাত বাড়ীতে পড়া উত্তম) বলেছেন ফার্‌য হওয়ার ভয়ে। কাজেই নাবী ﷺ ইনতিকালের মাধ্যমে যখন ভয় দূরীভূত হয় তখন তো তা মাসজিদে আদায়ের নিষেধের কারণটিও রহিত হয়ে যায়। অতএব তা মাসজিদে আদায় করাই উত্তম অন্যান্য রাত্রিতে নাবী ﷺ-এর মাসজিদে সলাত আদায় করার মতই। অতঃপর 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব رضي الله عنه তা চালু করেছেন এবং আজ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের 'আমাল তার উপর বলবৎ রয়েছে।

١٢٩٦ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ

---

[৩৩৬] সহীহ : বুখারী ৭২৯০, মুসলিম ৭৮১।

اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِم

১২৯৬-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে ক্বিয়ামুল লায়লের উৎসাহ দিতেন (তারাবীহ্ সলাত), কিন্তু তাকিদ করে কোন নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, যে লোক ঈমানের সঙ্গে ও পুণ্যের জন্যে রমাযান মাসে রাত জেগে 'ইবাদাত করে তার পূর্বের সব সগীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে গেল। (অর্থাৎ তারাবীহের জন্যে জামা'আত নির্দিষ্ট ছিল না, বরং যে চাইতো সাওয়াব অর্জনের জন্যে আদায় করে নিত)। আবূ বাক্‌রের খিলাফাতকালেও এ অবস্থা ছিল। 'উমারের খিলাফাতের প্রথম দিকেও এ অবস্থা ছিল। শেষের দিকে 'উমার তারাবীহের সলাতের জন্যে জামা'আতের ব্যবস্থা করেন এবং তখন থেকে লাগাতার তারাবীহের জামা'আত চলতে থাকল। (মুসলিম)[৩৩৭]

ব্যাখ্যা : (غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ) অর্থাৎ তার পূর্বে সগীরাহ্ গুনাহ যেগুলো আল্লাহ তা'আলার হাক্ব সেগুলো ক্ষমা করা হবে। এ ব্যাপারে ইবনুল মুনযির (রহঃ) নীরব থেকেছেন। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, ফিক্বহবিদদের নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো নিশ্চয় সেটা সগীরাহ্ গুনাহর সাথে নির্দিষ্ট। হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন : আগে ও পরে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে যা আমি কিতাবুল মুফরাদে উল্লেখ করেছি।

(فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ والمر عَلٰى ذٰلِكَ) অর্থাৎ নাবী ﷺ ইন্তিকাল করলেন তখনও তারাবীহের সলাত একক জামা'আতে চালু ছিল না। কেউ কেউ একাই আবার কেউ এক ব্যক্তির সাথে, আবার কেউ তিন কিংবা ততাধিক ব্যক্তির সাথে সলাত আদায় করতেন এবং তাদের কেউ কেউ রাতের প্রথমভাগে আবার কেউ কেউ রাতের শেষাংশে, কেউ বাড়ীতে আবার কেউ মাসজিদে সলাত আদায় করতেন।

(ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ) অর্থাৎ তারাবীহের সলাতের বিষয়টি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে অপরিবর্তিত থাকল। নাবী ﷺ-এর সময় যেমন চলছিল তেমনই থাকল। কিন্তু 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফাতের প্রাথমিক অবস্থায় একজন ক্বারীর অধীনে এক জামা'আতে তারাবীহ প্রচলন হলো।

তবে কেউ কেউ বলেন যে, 'উমার (রাঃ) খিলাফাতের প্রাথমিক তথা (صَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ) বলতে খিলাফাতের ১ম বছর উদ্দেশ্য কারণ তিনি খিলাফাত লাভ করেছেন ১৩ হিজরীর জুমাদিউল উলার মাসে এবং তিনি তারাবীহ চালু করেছেন ১৪ হিজরী মোতাবেক তার খিলাফাতের দ্বিতীয় বছরে। যেমনটি উল্লেখ করেছেন, আল্লামা সুয়ূতী, ইবনুল আসির ও ইবনু সা'দ (রহঃ)-সহ প্রমুখগণ।

আলোচ্য হাদীস ক্বিয়ামে রমাযানের ফাযীলাত ও তা মুস্তাহাব হওয়ার গুরুত্বের উপরই প্রমাণ করে এবং এ হাদীস দ্বারা এ দলীলও গৃহীত হচ্ছে যে, তারাবীহের সলাত মুস্তাহাব, কারণ হাদীসে উল্লেখিত ক্বিয়াম দ্বারা তারাবীহের সলাত উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে নাবাবী ও কিরমানী (রহঃ)-এর কথা অতিবাহিত হয়েছে। নাবাবী (রহঃ) বলেন : সকল 'উলামাগণ ঐকমত্য যে, তারাবীহের সলাত মুস্তাহাব। তবে তা মাসজিদে জামা'আতের সাথে পড়া উত্তম নাকি বাড়ীতে পড়া উত্তম এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জমহূর সহাবীগণ, ইমাম শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্, আহমাদ (রহঃ) ও মালিকীদের একাংশ এবং অন্যান্যগণ বলেছেন যে, তারাবীহের সলাত মাসজিদে জামা'আতের সাথে পড়া উত্তম। যেমন- তা 'উমার (রাঃ) ও সহাবায়ে কিরামগণ পালন করেছেন

---

[৩৩৭] **সহীহ :** বুখারী ২০০৯, মুসলিম ৮৫৯; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

এবং মুসলিম মিল্লাতের 'আমাল রয়েছে। তবে ত্বহাবী (রহঃ) বলেন : তারাবীহের সলাত মাসজিদে জামা'আতের সাথে পড়া ওয়াজিব কিফায়াহ্।

হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন : এ মাস্‌আলার ব্যাপারে শাফি'ঈদের নিকট তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে তার মধ্য তৃতীয়টি হলো, যে ব্যক্তি কুরআন হিফ্‌য করবে এবং তারাবীহ থেকে উদাসিন হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং সে জামা'আত থেকে পিছে থাকলে জামা'আতের কোন বিঘ্নতা ঘটাবে না এ ব্যক্তির জন্য বাড়ী বা মাসজিদ উভয়েই সমান। এর ব্যতিক্রম হলে তার জন্য মাসজিদে জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়াই উত্তম। মির'আত প্রণেতা বলেন : এটাই আমার নিকট সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মত। (আল্লাহ ভাল জানেন)

١٢٩٧ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهٖ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهٖ مِنْ صِلَاتِهٖ خَيْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১২৯৭-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কোন লোক যখন নিজের ফার্‌য সলাত মাসজিদে আদায় করে, সে যেন তার সলাতের কিছু অংশ বাড়ীতে আদায়ের জন্য জন্য রেখে দেয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার সলাতের দ্বারা ঘরের মাঝে কল্যাণ সৃষ্টি করে দেন।" (মুসলিম)[৩৩৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত সলাত দ্বারা মুত্বলাক্ব (সকল সলাত) সলাত উদ্দেশ্য হতে পারে। 'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন : এখানে সলাত দ্বারা ফার্‌য ও নাফ্‌ল সলাতের যেগুলো মাসজিদে আদায় করার ইচ্ছা করবে এ সমস্ত সলাত উদ্দেশ্য হতে পারে। এর অর্থ হলো যখন ঐ সলাতগুলো মাসজিদে আদায় কিংবা ক্বাযা করার ইচ্ছা করবে তখন সে যেন সলাতের কিছু অংশ বাড়ীতে আদায় করে। অর্থাৎ যখন মাসজিদে ফার্‌য সলাত আদায় করবে তখন সুন্নাত ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সলাতগুলো বাড়িতে আদায় করবে। আর বাড়িতে সলাত আদায়ে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্‌ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, নাফ্‌ল সলাতের কারণে বাড়ীতে যে কল্যাণ নিহিত থাকে তা হলো আল্লাহর যিক্‌রে তার আনুগত্য, মালায়িকাহ্-এর (ফেরেশ্‌তাদের) উপস্থিতি, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আর মাধ্যমে কল্যাণ সুদৃঢ় হবে এবং তার পরিবার পরিজনদের জন্য সাওয়ার ও বারাকাত হাসিল হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٩٨ -[٤] عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلّٰى مَعَ الْإِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهٗ قِيَامُ اللَّيْلَةِ». قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهٗ وَنِسَاءَهٗ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ. قَالَ قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السَّحُورُ. ثُمَّ

---

[৩৩৮] সহীহ : মুসলিম ৭৮৭।

لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ

১২৯৮-[৪] আবূ যার গিফারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে (রমাযান মাসের) সওম পালন করেছি। তিনি () মাসের অনেক দিন আমাদের সঙ্গে ক্বিয়াম করেননি (অর্থাৎ তারাবীহের সলাত আদায় করেননি)। যখন রমাযান মাসের সাতদিন অবশিষ্ট থাকল তখন তিনি () আমাদের সঙ্গে এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত ক্বিয়াম করলেন অর্থাৎ তারাবীহের সলাত আদায় করালেন। যখন ছয় রাত বাকী থাকল (অর্থাৎ চব্বিশতম রাত এলো) তিনি () আমাদের সঙ্গে ক্বিয়াম করলেন না। আবার পাঁচ রাত অবশিষ্ট থাকতে অর্থাৎ পঁচিশতম রাতে তিনি () আমাদের সঙ্গে আধা রাত পর্যন্ত ক্বিয়াম করলেন। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আজ রাত যদি আরো অনেক সময় আমাদের সঙ্গে ক্বিয়াম করতেন (তাহলে কতই না ভাল হত)। রসূলুল্লাহ বললেন, যখন কোন লোক ফারয সলাত ইমামের সঙ্গে আদায় করে। সলাত শেষে ফিরে চলে যায়, তার জন্যে গোটা রাত্রের 'ইবাদাতের সাওয়াব লেখা হয়ে যায়। এরপর যখন চার রাত বাকী থাকে অর্থাৎ ছাব্বিশতম রাত আসে তখন তিনি () আমাদের সঙ্গে ক্বিয়াম করতেন না। এমনকি আমরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এক তৃতীয়াংশ রাত বাকী থাকল। যখন তিনরাত বাকী থাকল অর্থাৎ সাতাশতম রাত আসলো। তিনি () পরিবারের নিজের বিবিগণের সকলকে একত্র করলেন এবং আমাদের সঙ্গে ক্বিয়াম করালেন (অর্থাৎ গোটা রাত আমাদেরকে সলাত আদায় করালেন)। এমনকি আমাদের আশংকা হলো যে, আবার না 'ফালাহ' ছুটে যায়। বর্ণনাকারী বললেন, আমি প্রশ্ন করলাম *'ফালা-হ'* কি? 'আবূ যার' বললেন। *'ফালা-হ'* হলো সাহরী খাওয়া। এরপর তিনি () আমাদের সঙ্গে মাসের বাকী দিনগুলো (অর্থাৎ আটাশ ও উনত্রিশতম দিন) ক্বিয়াম করেননি। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইবনু মাজাহও এভাবে বর্ণনা নকল করেছেন। তিরমিযীও নিজের বর্ণনায় "এরপর আমাদের তিনি () সঙ্গে মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে ক্বিয়াম করেননি" শব্দগুলো উল্লেখ করেনি।)[৩৩৯]

ব্যাখ্যা : এখানে সতর্কবাণী হলো, মনে রাখতে হবে যে, আবূ যার -এর হাদীসে নাবী যে রাতের সলাত আদায় করেছেন তার রাক্'আত সংখ্যা আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়নি। কিন্তু জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ -এর হাদীসে তার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে যে, জাবির বলেন : নাবী আমাদের সাথে রমাযান মাসে আট রাক্'আত সলাত আদায় করতেন এবং বিত্‌র আদায় করেতেন। হাদীসটি ত্ববারানী (রহঃ) তার সগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাদের নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীতে 'আয়িশাহ্ -এর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটি তার নিকট সহীহ। জাবির -এর হাদীসের স্বপক্ষে আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান-এর হাদীস রয়েছে যে,

أنه سأل عائشة: كيف كان صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثاً.

---

[৩৩৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৩৭৫, আত্ তিরমিযী ৮০৬, নাসায়ী ১৬০৫, ইবনু মাজাহ্ ১৩২৭, দারিমী ১৭৭৭, মুসনাদ আল বাযযার ৪০৪৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ২২০৬, ইবনু হিব্বান ২৫৪৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৯৯১।

আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান (রাঃ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন যে, রমাযান কিংবা রমাযানের বাইরে নাবী ﷺ এগার রাক্'আতের অতিরিক্ত সলাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক্'আত আদায় করতেন এবং প্রশ্নাতীতভাবে তা সুন্দর দীর্ঘ করতেন, এরপর চার রাক্'আত আদায় করতেন এবং প্রশ্নাতীতভাবে তা সুন্দর ও দীর্ঘ করতেন। তারপর তিনি (ﷺ) তিন রাক্'আত বিত্‌র আদায় করতেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য হাদীসটি একটি পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য যে, নিশ্চয়ই রমাযানের তারাবীহ্ মাত্র আট রাক্'আত, এর বেশী আদায় করা যাবে না। হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) আল আরফু আশ্‌শাজ গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, এ বর্ণনাটি বুখারী মুসলিম (রহঃ)-এর রিওয়ায়াত এবং বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, নাবী ﷺ-এর তারাবীহের সলাত ছিল আট রাক্'আত। অন্যদিকে ইবনু আবী শায়বাহ্ তার মুসান্নাহ গ্রন্থে, ত্ববারানী (রহঃ) তার কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে এবং বায়হাক্বীর ২য় খণ্ডের ৪৯৬ পৃষ্ঠায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ রমাযান মাসে বিত্‌র ছাড়াই ২০ রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। তবে হাদীসটি য'ঈফ জিদ্দান বা নিতান্তই দুর্বল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ সঠিক নয়।

এ হাদীসের সানাদে আবী শায়বাহ্ ইব্‌রাহীম ইবনু 'উসমান মাতরূক রাবী, যায়লা'ঈ নাসবুর্ রায়াহ-এর ২য় খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, সকলের ঐকমত্যে তিনি য'ঈফ, এছাড়াও তা পূর্বে উল্লেখিত আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী।

তারপরও সার্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর (২০ রাক্'আত সংক্রান্ত হাদীস) হানাফী, শাফি'ঈ, মালিকীসহ অন্যান্য মাযহাব অবলম্বী সকল 'উলামাগণের নিকট অত্যন্ত দুর্বল। এরপরও বর্তমানের হানাফীদের একাংশ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। (তাদের দাবী) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস একাধিক সহাবী (রাঃ)-গণের 'আমাল দ্বারা শক্তিশালী যা (পূর্বেল্লিখিত) জাবির (রাঃ)-এর হাদীসের চেয়েও অগ্রগণ্য যদিও তার মাঝে সানাদ গত দুর্বলতা রয়েছে, কারণ জমহূর সহাবায়ে কিরামগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, তারাবীহের সলাত ২০ রাক্'আত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর ২০ রাক্'আত সংক্রান্ত হাদীসে জমহূর সহাবী (রাঃ)-গণের 'আমাল রয়েছে মর্মে যে বর্তমান হানাফীদের দাবী তা সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত।

সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামিম আদ্ দারী (রাঃ)-কে লোকেদের নিয়ে ১১ রাক্'আত তারাবীহের সলাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও সা'ঈদ ইবনু মানসূর তার সুনান গ্রন্থে সায়িব ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে রাতের ক্বিয়ামে ১১ রাক্'আত সলাত আদায় করতাম। আল্লামা সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন : এ আসারের সানাদ সহীহের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অতএব নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতের সাথে রমাযানের রাতের সলাত বিত্‌রসহ এগার রাক্'আত এবং এটাই সুন্নাত, ২০ রাক্'আত নয়।

١٢٩٩ ـ[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ «أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ». رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ رَزِيْنٌ: «مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يُضَعِّفُ هٰذَا الْحَدِيثَ

১২৯৯-[৫] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাত্রে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিছানায় খুঁজে না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ জান্নাতুল বাকীতে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ তোমার ওপর অবিচার করবে? আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি মনে করেছিলাম আপনি আপনার কোন বিবির নিকট গিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ('আয়িশাহ্!) আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখের রাত্রে প্রথম আকাশে নেমে আসেন। বানূ কাল্ব গোত্রের (বকরীর) দলের পশমের সংখ্যার চেয়েও বেশী পরিমাণ গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; রযীন অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন "যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে"। আর তিরমিযী বলেছেন, আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীসটি দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করতে শুনেছি)[৩৪০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে بَقِيعٌ (বাক্বী') দ্বারা উদ্দেশ্য হলো بقيع الغرقد (বাক্বী'উল গারক্বাদ), গারক্বাদ এক প্রকার গাছের নাম। সুতরাং بقيع الغرقد-এর অর্থ হলো গারক্বাদ গাছ বিশিষ্ট সুপরিসর স্থান। এটি মাদীনার উপকণ্ঠের একটি স্থানের নাম এবং সেখানে মাদীনাবাসীদের ক্ববর রয়েছে। আর সেখানে গারক্বাদ গাছ থাকার কারণে তার নাম بقيع الغرقد (বাক্বী'উল গারক্বাদ) রাখা হয়েছিল। (পরবর্তীতে তা জান্নাতুল বাক্বী নাম ধারণ করে।)

(فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ) এখানে غَنَمِ كَلْبٍ এর كَلْبٍ বলতে বানী কাল্ব গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে বানী কাল্বকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো সমস্ত আরবের মধ্য বানূ কাল্ব গোত্রে উট বকরী প্রতিপালন বেশী হত।

١٣٠٠ - [٦] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هٰذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৩০০-[৬] যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : মানুষ তার ঘরে ফার্‌য সলাত ব্যতীত যে সলাত আদায় করবে তা এ মাসজিদে সলাত আদায়ের চেয়ে ভাল। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)[৩৪১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, নাফ্‌ল সলাতগুলো বাড়ীতে আদায় করাই মুস্তাহাব। নাফ্‌ল সলাত মাসজিদে আদায় করার চেয়ে বাড়ীতে আদায় করাই উত্তম, যদিও মাসজিদগুলোর মাঝে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, যেমন মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন্ নাবাবী ও মাসজিদুল আক্বসা। যদি কেউ মাসজিদে মাদীনায় নাফ্‌ল সলাত আদায় করে, তবে হাজার সলাতের সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি বাড়ীতে আদায় করে তখন হাজার সলাতের চেয়ে তা উত্তম হবে। অনুরূপভাবে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে আক্বসা। তবে এ অধ্যায়ে যে সকল হাদীসে নাফ্‌ল সলাত 'আমভাবে আলোচিত হয়েছে তার মধ্য থেকে কতকগুলো নাফ্‌ল

---

[৩৪০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৭৩৯, ইবনু মাজাহ্ ১৩৮৯, দারাকুত্বনী ৮৯, শু'আবুল ঈমান ৩৮২৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৯৯২। এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু আনবী কাসীর 'উরওয়াহ্ থেকে শুনেননি।

[৩৪১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১০৪৪, আত্ তিরমিযী ৪৫০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৯৯৫, সহীহ আল জামি' ৩৮১৪।

সলাত আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো জামা'আতে আদায় করার ব্যাপারে শার'ঈ বিধান রয়েছে, যেমন দু' ঈদের সলাত, ইস্তিস্ক্বার সলাত, সলাতুল কুসূফ বা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সলাত, তারাবীহের সলাত এবং যেগুলো মাসজিদের সাথে খাস যেমন ভ্রমণ থেকে আগমনের সলাত, তাহ্ইয়্যাতুল মাসজিদ।

তবে ফারয সলাত ব্যতীত এবং তা পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পুরুষদের ওপর ফারয সলাতগুলো মাসজিদে জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা ওয়াজিব। আর মহিলাদের জন্য তা বাড়ীতে পড়াই উত্তম, তা ফারয কিংবা নাফ্ল যাই হোক না কেন। তবে যদি তাদের জন্য মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি থাকে তবে তা অবশ্যই বৈধ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٠١ -[٧] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِيْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهٖ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّيْ أَرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهٗ لَيْلَةً أُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ. قَالَ عُمَرُ ﷺ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ وَالَّتِيْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ تَقُوْمُوْنَ. يُرِيْدُ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩০১-[৭] 'আবদুর রহ্মান ইবনু 'আবদুল ক্বারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রমাযান মাসের রাত্রে 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সঙ্গে আমি মাসজিদে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম মানুষ অমীমাংসিত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। কেউ একা একা নিজের সলাত আদায় করছে। আর কারো পেছনে ছোট একদল সলাত আদায় করছে এ অবস্থা দেখে 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি যদি সকলকে একজন ইমামের পেছনে জমা করে দেই তাহলেই চমৎকার হবে। তাই তিনি এ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে ফেললেন এবং সকলকে উবাই ইবনু কা'ব-এর পেছনে জমা করে তাকে তারাবীহ সলাতের জন্যে লোকের ইমাম বানিয়ে দিলেন। 'আবদুর রহ্মান বলেন, এরপর আমি একদিন 'উমারের সঙ্গে মাসজিদে গেলাম। সকল লোককে দেখলাম তারা তাদের ইমামের পেছনে (তারাবীহের) সলাত আদায় করছে। 'উমার তা দেখে বললেন, "উত্তম বিদ্'আত"। আর তারাবীহের এ সময়ের সলাত তোমাদের ঘুমিয়ে থাকার সময়ের সলাতের চেয়ে ভাল। এ কথার দ্বারা 'উমার বুঝাতে চেয়েছেন শেষ রাতকে। অর্থাৎ তারাবীহের রাতের প্রথমাংশের চেয়ে শেষাংশে আদায় করাই উত্তম। ঐ সময়ের লোকেরা তারাবীহের সলাত প্রথম ভাগে আদায় করে ফেলতেন। (বুখারী)[৩৪২]

ব্যাখ্যা : 'উমার বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) তাদের পুরুষগণকে ১৪ হিজরীতে তারাবীহের এক জামা'আত প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রিত করলেন এবং উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে মুসল্লীদের সাথে তারাবীহের সলাত আদায়ের ইমাম নিযুক্ত করলেন যেন তিনি নাবী (ﷺ)-এর এই কথা (কুরআনুল কারীম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কওমের ইমাম নিযুক্ত হবে) উপরেই 'আমাল করলেন।

[৩৪২] সহীহ : বুখারী ২০১০।

'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমাদের ক্বারী হলেন উবাই রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(نعمت البدعة) বুখারীর অপর বর্ণনায় (نعم البدعة) অর্থাৎ ت ছাড়া। হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) কোন কোন রিওয়ায়াতে (نعمت البدعة) তথা ت বৃদ্ধি করেছেন। هذه এর দ্বারা বড় জামা'আত উদ্দেশ্য বৃহৎ জামা'আত, মূল তারাবীহ কিংবা তারাবীহের জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ দু'টিই (জামা'আত ও তারাবীহ) নাবী ﷺ-এর কর্ম থেকেই সাব্যস্ত রয়েছে। ইমাম তাক্বীউদ্দীন ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) মিনহাজু সুন্নাহয় বলেছেন যে, এ কথা প্রমাণিত রয়েছে যে, মানুষগণ রমাযানের রাতের সলাত নাবী ﷺ-এর সাথে জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করতেন এবং এটাও প্রমাণিত রয়েছে, নাবী ﷺ নিজে দু'দিন কিংবা তিনদিন রমাযানের রাতের সলাত আদায় করেছেন।

শাতুবী (রহঃ) আল ই'তিসাম গ্রন্থে বলেন, রমাযান মাসে নাবী ﷺ-এর মাসজিদে তারাবীহের সলাত আদায় করা ও মুসল্লীদের তাঁর পিছনে জমায়েত হওয়ার দ্বারা তারাবীহের জামা'আতের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে । সহীহ হাদীসে রয়েছে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد. فصلى بصلاته ناس.

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ কোন এক রাতে মাসজিদে সলাত আদায় করলেন। এ সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রমাযানে জামা'আতের সাথে রাতের সলাত আদায় করা সুন্নাত। কেননা রমাযান মাসে রাতের সলাতে মাসজিদে জামা'আত করার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর ক্বিয়ামই সর্বোত্তম দলীল। আর ফারয হওয়ার আশংকায় নাবী ﷺ-এর জামা'আতে অংশগ্রহণ না করাটা মুত্বলাক্বভাবে তারাবীহ নিষেধের দলীল নয়। কারণ নাবী ﷺ-এর জামানা ছিল ওয়াহী নাযিল হওয়ার যামানা, শার'ঈ বিধান নাযিলের যামানা। কাজেই লোকজন যখন নাবী ﷺ-এর সাথে সংঘবদ্ধভাবে কোন 'আমাল করবে তখন তা ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আবশ্যক হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যখন নাবী ﷺ-এর ইন্তিকালের মধ্য দিয়ে শার'ঈ বিধান নাযিলের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল, তখন বিষয়টি মূলের দিকেই ফিরে যাবে এবং তার বৈধতাই অটুট থাকবে।

যদি কেউ বলেন যে, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তারাবীহের সলাতকে বিদ্'আত বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাকে উত্তম বলেছেন (نعمت البدعة هذه) বলার মাধ্যমে। কাজেই শারী'আতে মধ্যে বিদ্'আতে হাসানাহ্ মুত্বলাক্বভাবেই সাব্যস্ত হচ্ছে।

তার উত্তরে বলব যে, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব বিদ্'আত (بدعة) শব্দটি উচ্চারণ করেছেন বাহ্যিক অবস্থার দিক লক্ষ্য করে, কারণ নাবী ﷺ তা (তারাবীহের সলাত) খণ্ড জামা'আতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায় তা (বড় জামা'আত) চালু হয়নি এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি (بدعة) বিদ'আত বলেছেন, অবশ্যই তা অর্থগত বিদ'আত নয়। কাজেই এর ভিত্তিতে বিদ'আতে হাসানাহ নামকরণের কোন যুক্তিকতা নেই।

ইবনু রজব তার শারহু আল খামসিন গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, 'উলামাগণ বিদ্'আতের কতকগুলোকে যে হাসানাহ্ বলে সম্বোধন করেছেন তা মূলত বিদ্'আত আল লাগবিয়াহ্ (بدعة اللغوية), তা শারী'আত নয়, ("বিদ্'আতে হাসানাহ্" শার'ঈ কোন পরিভাষা নয়) ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যে (بدعة) শব্দটি উচ্চারণ করেছেন তা শব্দগত উচ্চারণ, অবশ্যই তা শার'ঈ কোন বিদ'আত (بدعة) নয়। কারণ শার'ঈ বিদ'আত হলো গোমরাহী, যা শার'ঈ কোন প্রমাণ ছাড়াই করা হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলা যা ভালবাসেন না তা ভালবাসা বা মুস্তাহাব মনে করা, আল্লাহ তা'আলা যা ওয়াজিব করেননি তা ওয়াজিব হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেননি তা হারাম করা।

হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রকাশ্য ঘোষণা যে, রাতের সলাত শেষ রাতে আদায় করাটা রাতের প্রথমাংশে আদায়ের চাইতে উত্তম। তবে এটার দ্বারা এ দলীল সাব্যস্ত হচ্ছে না যে, একক সলাত তথা রাত্রের সলাত একাকী আদায় করা জামা'আতের চেয়ে উত্তম আল্লামা তৃীবী (রহঃ) বলেন যে, এটা এ মর্মে সতর্কবাণী যে, নিশ্চয় তারাবীহের সলাত শেষ রাত্রে আদায় করা উত্তম।

١٣٠٢ -[٨] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِإِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِيْنَ حَتّٰى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِيْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

১৩০২-[৮] সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ্‌ দারী-কে আদেশ করলেন যেন তারা লোকেদেরকে নিয়ে রমাযান মাসের রাতের এগার রাক্'আত তারাবীহের সলাত আদায় করে। এ সময় ইমাম তারাবীহের সলাতে এ সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিল। বস্তুতঃ ক্বিয়াম বেশী লম্বা হওয়ার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফাজ্‌রের নিকটবর্তী সময়ে সলাত শেষ করতাম। (মালিক)[৩৪৩]

ব্যাখ্যা : (إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً) এটি একটি বক্তব্য যে, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্বিয়ামে রমাযানের উপর মানুষ একত্রিত করেছিলেন এবং তাদেরকে বিত্‌রসহ এগার রাক্'আত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার যামানায় সহাবী এ তাবি'ঈনগণ পূর্বে আলোচিত 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস অনুপাতে এগার রাক্'আত তারাবীহের সলাত আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাযান কিংবা অন্য মাসে এগার রাক্'আতের বেশী রাতের সলাত আদায় করতেন না এবং জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সাথে রমাযান মাসে আট রাক্'আত (সলাতুল লায়ল) আদায় করতেন।

আল্লামা 'আয়নী (রহঃ) 'শারহুল বুখারী' গ্রন্থের ১১ খণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, রমাযানের ক্বিয়াম বা তারাবীহ মুস্তাহাব, রাক্'আত সংখ্যা সম্পর্কে 'উলামাদের মাঝে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। (১) কেউ বলেছেন তারাবীহের রাক্'আত সংখ্যা ৪১ রাক্'আত, আল্লামা 'আয়নী (রহঃ) বলেন : ইবনু 'আবদুল বার আল ইস্তিযকার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) ৪০ রাক্'আত তারাবীহ ও ৭ রাক্'আত বিত্‌র পড়তেন, (২) কারো কারো মতে ক্বিয়ামে রমাযান ৩৮ রাক্'আত, (৩) কারো কারো মতে ৩৬ রাক্'আত, (৪) কারো মতে ৩৪ রাক্'আত, (৫) কারো মতে ২৮ রাক্'আত, (৬) কারো মতে ২৪ রাক্'আত, (৭) কারো মতে ২০ রাক্'আত, ইমাম আত্ তিরমিযী অধিকাংশ বিদ্বানদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই হানাফীদের কথা, (৮) কারো মতে ক্বিয়ামে রমাযান বা তারাবীহের সলাত বিত্‌রসহ এগারো রাক্'আত এবং এ মতই ইমাম মালিক (রহঃ) তার নিজের জন্য পছন্দ করেছেন, ইবনু আরাবী ও এ মতকেই পছন্দ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তার 'আল মাসাবীহ ফী সলাতিত্ তারাবীহ' নামকগ্রন্থে বলেছেন যে, ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন : আমাদের সাথী ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১১ রাক্'আতের জামা'আত চালু করেছিলেন। এটাই আমার নিকট পছন্দনীয় অভিমত এবং এটাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সলাত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বিত্‌র সহ কি ১১ রাক্'আত? তিনি বললেন :

---

[৩৪৩] **সহীহ :** মালিক ২৫৩।

হ্যাঁ! এবং তিনি বলেন যে, এই যে রাক্‘আতের আধিক্য (১১, ৩৮, ...) কথায় হতে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমি জানি না।

তিরমিযীর ব্যাখ্যায় আল্লামী ‘ইরাক্বী (রহঃ) বলেন, সর্ব প্রসিদ্ধ প্রাধান্য ও পছন্দনীয় এবং দলীলগত দিক দিয়ে অধিক মজবুত মত হলো সর্বশেষ মত যা ইমাম মালিক (রহঃ) নিজের জন্য পছন্দ করছেন তা হলো ১১ রাক্‘আত এবং এটাই নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সেটার প্রতি (১১ রাক্‘আত তারাবীহ) ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট মতগুলোর একটিও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং খুলাফায়ে রাশিদীনদের পক্ষ থেকে এ মর্মে বিশুদ্ধ আসারেও কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয়নি। এরপর তিনি (ইরাকী) ‘আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ১১ রাক্‘আত সংক্রান্ত হাদীসদ্বয় উল্লেখ করেছেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

কতিপয় লোকদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, তারাবীহের সলাত ২০ রাক্‘আতের ক্ষেত্রে ইজমা তথা ‘উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে এবং বিভিন্ন শহরে এটারই বাস্তবায়ন রয়েছে।

জবাবে আমাদের শাইখ আল্লামা ইরাকী (রহঃ) বলেন, কিয়ামে রমাযান বা তারাবীহ ২০ রাক্‘আত এবং তা বিভিন্ন শহরে বাস্তবায়িত হওয়ার দাবি করাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এটা কিভাবে সম্ভব? অথচ আমরা আল্লামা ‘আয়নী (রহঃ)-এর কথায় জেনেছি। এ ব্যাপারে অনেক বক্তব্য বা মতামত রয়েছে, নিশ্চয় ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন যে, এ ‘আমাল অর্থাৎ ৩৮ রাক্‘আত ক্বিয়ামে রমাযান ও এক রাক্‘আত বিত্‌রের উপর ‘আমাল শতাধিক বছর পূর্ব হতে আজ অবধি মাদীনায় প্রচলিত ছিল এবং তিনি নিজ শহরের জন্য বিত্‌র সহ ১১ রাক্‘আত মনোনীত করেছেন এবং আস্‌ওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ আন নাখ‘ঈর মত শ্রেষ্ঠ ফক্বিহ, ৪০ রাক্‘আত তারাবীহ ও ৭ রাক্‘আত বিত্‌র আদায় করেছেন,আরো অবশিষ্ট মত যা ‘আয়নী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন (৩৮, ৩৬, ৩৪, ২৮, ২৪ ..... রাক্‘আত) তাহলে ২০ রাক্‘আত ক্বিয়ামে রমাযান বা তারাবীহের অস্তিত্ব থাকল কথায় বিভিন্ন শহরে এর (২০ রাক্‘আত তারাবীহ) বাস্তবায়নই বা থাকল কথায়?

١٣٠٣ -[٩] وَعَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِيْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَإِذَا قَامَ بِهَا فِيْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

১৩০৩-[৯] আ‘রাজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সব সময় লোকদেরকে (সহাবীদেরকে) পেয়েছি তারা রমাযান মাসে কাফিরদের ওপর লা‘নাত বর্ষণ করতেন। সে সময় ক্বারী অর্থাৎ তারাবীহের সলাতের ইমামগণ সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্-কে আট রাক্‘আতে পড়তেন। যদি কখনো সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্-কে বারো রাক্‘আতে পড়ত, তাহলে লোকেরা মনে করত ইমাম সলাত সংক্ষেপ করে ফেলেছেন। (মালিক)[৩৪৪]

ব্যাখ্যা : রমাযানের বিত্‌র সলাতে সহাবী ও তাবি‘ঈনগণ কাফিরদেরকে অভিসম্পাত **করতেন।** আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে সম্ভবত এখানে লা‘নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেহেতু কাফিররা আল্লাহ **তা‘আলা** যে মাসকে সম্মান দিয়েছেন সে মাসকে তারা সম্মান করেনি এবং যে মাসে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ **হয়েছে**

---

[৩৪৪] **সহীহ :** মালিক ৩৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪২৯৬, শু‘আবুল ঈমান ৩০০১।

সে মাসে তারা (কাফিররা) হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি বা হিদায়াতের পথে আসেনি বিধায় তারা তাদের ওপর লা'নাত পাওয়ার মাধ্যমেই তার জবাব পেয়েছে।

আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, সম্ভবত এ অভিসম্পাতটি রমাযানের শেষোর্ধেকের সাথে খাস 'উমার থেকে সহীহ সানাদে বর্ণিত রয়েছে যে,

السنة إذا انتصف رمضان أن يلعن الكفرة في آخر ركعة من الوتر بعد ما يقول القاري: سمع الله لمن حمده، ثم يقول اللهم العن الكفرة.

অর্থাৎ, সুন্নাত হলো রমাযানের অর্ধেক অতিবাহিত হলে বিত্‌রের শেষ রাক্'আতে কাফিরদেরকে অভিসম্পাত করা। ইমাম سمع الله لمن حمده (*সামি'আল্ল-হু লিমান হামিদাহ*) বলার পর বলবে اللهم العن الكفرة (আল্ল-হুম্মাল 'আনিল কাফারাহ্) অর্থাৎ হে আল্লাহ! কাফিরদের ধ্বংস করো। (আবূ দাউদ)

আর যখন 'উমার 'উবাই ইবনু কা'ব-এর নেতৃত্বে লোকজনকে তারাবীহের জন্য জমায়েত করলেন তখন 'উবাই ইবনু কা'ব রমাযানের দ্বিতীয়ার্ধেক ছাড়া কুনূত পড়তেন না।

(ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) এখানে এ দলীল সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সহাবায়ে কিরামগণের একটি দল আট রাক্'আতের বেশী সলাত আদায় করেছেন রমাযান মাসে। তবে এতে কোন অসুবিধা নেই, কেননা তা নাফ্ল; আর নাফ্ল সলাতের কোন সীমা নেই, কাজেই তাতে রুকূ'-সাজদাহ্ বৃদ্ধি করা (বেশী বেশী নাফ্ল সলাত আদায় করা) বৈধ।

কারণ সালফে সালিহীনদের একদল ৪১ রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন..... তবে নাবী-এর সুন্নাতী 'আমাল হলো ১১ রাক্'আত, যা (নাবী থেকে) সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

١٣٠٤ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِيْ رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ فَوْتِ السَّحُورِ. وَفِيْ أُخْرٰى مَخَافَةَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

১৩০৪-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাইকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রমাযান মাসে 'ক্বিয়াম' অর্থাৎ তারাবীহের সলাত শেষ করে ফিরতাম রাত শেষ হয়ে সাহরীর সময় থাকবে না ভয়ে খাদিমদেরকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলতাম। অন্য এক সূত্রের ভাষ্য হলো, ফাজ্‌রের সময় হয়ে যাবার ভয়ে (খাদিমদেরকে দ্রুত খাবার দিতে বলতাম)। (মালিক)[৩৪৫]

ব্যাখ্যা : তারাবীহের সলাতের ক্ষেত্রে, আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, এটাকে قِيَامِ رَمَضَانَ (ক্বিয়ামে রমাযান) নামকরণের কারণ হলো সহাবায়ে কিরামগণ দীর্ঘ ক্বিয়াম করতেন।

ফাজ্‌র উদয় হলে সাহ্‌রীর সময় শেষ হয়ে যাবে। এ মর্মে আল্লামা বাজী (রহঃ) বলেন যে, এটা (অর্থাৎ সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আশংকা) যারা শেষ রাত্রিতে সর্বদা রাত্রি জাগরণ করেন তাদের জন্য অথবা যারা রাতের ক্বিয়ামকে রাতের শেষাংশের সাথে খাস মনে করেন তাদের জন্য। অতএব যারা বলেন, (তাদের মধ্যে 'উমার রয়েছেন) রাতের প্রথমাংশে জাগরণ থেকে ঘুমানোই উত্তম, এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এটা রাতে ক্বিয়ামের ক্ষেত্রে মানুষদের বিভিন্ন অবস্থারই দলীল প্রদান করছে। তাদের কেউ কেউ (সহাবী ও তাবি'ঈগণ) রাতের প্রথমাংশে ক্বিয়াম করতেন, কেউ কেউ শেষাংশে, আবার কেউ কেউ সর্বদাই শেষ রাত্রে ক্বিয়াম করতেন।

---

[৩৪৫] মালিক ৩৮২, শু'আবুল ঈমান ৩০০২।

١٣٠٥ -[١١] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَدْرِيْنَ مَا هٰذِهِ اللَّيْلُ؟» يَعْنِيْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ: مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: «فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ». فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى». ثَلَاثًا. قُلْتُ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى هَامَتِهٖ فَقَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهٖ». يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ

১৩০৫-[১১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন : তুমি কি জানো এ রাতে অর্থাৎ শা'বান মাসের পনের তারিখে কি ঘটে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো জানি না। আপনিই বলে দিন এ রাতে কি ঘটে? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : বানী আদামের প্রতিটি লোক যারা এ বছর জন্মগ্রহণ করবে এ রাতে তাদের নাম লেখা হয়। আদাম সন্তানের যারা এ বছর মৃত্যুবরণ করবে এ রাতে তা ঠিক করা হয়। এ রাতে বান্দাদের 'আমাল উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। এ রাতে বান্দাদের রিয্‌ক্ব আসমান থেকে নাযিল করা হয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন লোকই আল্লাহর রহ্‌মাত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন : হ্যাঁ! কোন মানুষই আল্লাহর রহ্‌মাত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) আবেদন করলেন, এমনকি আপনিও নয়! এবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন মাথায় হাত রেখে বললেন, আমিও না, তবে আল্লাহ তার রহমাত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেবেন। এ বাক্যটিও তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। (বায়হাক্বী এ বর্ণনাটি দা'ওয়াতুল কাবীর নামক গ্রন্থে নকল করেছে)[৩৪৬]

ব্যাখ্যা : এ রাতে আদাম সন্তানের 'আমালনামা উঠানো হবে। আর এ জন্যই 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছেন "কোন লোকই আল্লাহ্‌র রহ্‌মাত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না?" এ ব্যাপারে ইবনু হাজার (রহঃ) বলেনে যে, تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ ('আমালনামা উঠানো হবে) এর অর্থ হলো تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى অর্থাৎ 'আমালনামাগুলো উর্ধ্বতন মালায়িকাহ্‌-এর (ফেরেশ্‌তাগণের) নিকট উঠানো হবে এবং প্রতিদিনের 'আমাল, তথা রাত্রের 'আমাল ফাজ্‌রের সলাতের পর, দিনের 'আমাল 'আস্‌র সলাতের পর ও প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের 'আমালনামা উঠানো সংক্রান্ত হাদীস আলোচ্য হাদীসের বিরোধী নয়। কেননা প্রথমটি পূর্ণ বছরের 'আমাল উঠানো সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি প্রতি দিন-রাতের সাথে নির্দিষ্ট এবং তৃতীয়টি পূর্ণ সপ্তাহের 'আমালনামা সংক্রান্ত। আর এ 'আমালনামা উঠানোর বারংবার উল্লেখ (দিন, সপ্তাহ, বছর) আনুগত্যশীলদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও নাফরমানদের ধমকের জন্য। মিরকাতেও অনুরূপ আলোচনা রয়েছে।

আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন যে, দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থে (বুখারী ও মুসলিম) প্রমাণিত হয় যে, **আল্লাহ** সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার নিকট রাতের 'আমাল দিনের 'আমালের পূর্বে ও দিনের 'আমাল রাতের **'আমালের** পূর্বেই পৌছানো হয়। সুতরাং হতে পারে যে, বান্দাদের 'ইবাদাত বা 'আমাল প্রতিদিন আল্লাহ **তা'আলার**

---

[৩৪৬] **য'ঈফ :** শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি কোন গ্রন্থে রয়েছে, এর সানাদটি এবং সানাদের ব্যাপারে **সমালোচনা** করেছেন এসব কোন বিষয়েই আমি অবগত হয়নি। তবে «مَا مِنْ أَحَدٍ» -এর পরের অংশটুকু সহীহ হাদীসে **রয়েছে।**

নিকট পৌঁছানো হয়, এরপর প্রতি সপ্তাহের 'আমাল প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে তাঁর নিকট পৌঁছানো হয় এবং বছরের 'আমাল তাঁর নিকট পৌঁছানো হয় শা'বান মাসের অর্ধ রাত্রিতে।

(وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ) অর্থাৎ তাদের জীবিকার কারণসমূহ অথবা সেটার পরিমাণ এ রাত্রিতে অবতীর্ণ করা হয়। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন যে, এখানে 'অবতীর্ণ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জীবিকাপ্রাপ্তদের তাকদীরে নির্ধারিত বিষয় কিংবা তার উপকরণ যেমন দুনিয়ার আসমানে বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়া অথবা দুনিয়ার আসমান থেকে আসমানে ও জমিনের মধ্যবর্তী অবস্থিত মেঘমালায়ে অবতীর্ণ হওয়া। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ প্রতিটি আল্লাহর কথা ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ "প্রতিটি নির্ধারিতি বিষয় এ রাত্রিতে আলাদা করা হয়"– (সূরাহ্ আদ্ দুখান ৪৪ : ৪)। অর্থাৎ বান্দার জীবিকা, মৃত্যু এবং আগামী বছরের সকল বিষয় এ রাত্রিতে আলাদা করা হয়।

হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতে কারীমায় এ রাত্রি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'লায়লাতুল ক্বদ্‌র'। সাল্‌ফ ওয়াস সালিহীনদের একদল বলেছেন যে, কুরআনুল কারীমের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ এবং আয়াতে কারীমার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নিশ্চয় সেটা রমাযানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যত্র রয়েছে সেটা (কুরআন) নাযিল হয়েছে ক্বদরের রাত্রিতে। এখানে উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই কারণ লায়লাতুল ক্বদ্‌র তো রমাযানেরই অংশ।

আর এখানে 'অবতীর্ণ হওয়া' বলতে লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে বায়তুল ইয্‌যাহ্ বুঝানো হয়েছে এবং তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী তা নাবী ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা যখন লায়লাতুল ক্বদ্‌রে প্রমাণিত হবে। তখন ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ এ আয়াতে উল্লেখিত রাত্রিটিও নিশ্চয়ই লায়লাতুল ক্বদ্‌র হবে। অবশ্যই তা অর্ধ শা'বানের রাত্রি নয়। জমহূর 'উলামাগণ বলেছেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

এ আয়াতে لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ দ্বারা লায়লাতুল ক্বদ্‌র উদ্দেশ্য অর্ধ শা'বানের রাত্রি উদ্দেশ্য নয় এবং তাদের কথাই সঠিক।

হাফিয ইবনু কাসির (রহঃ) বলেন যে, যে বলে, এটা নিশ্চয়ই অর্ধ শা'বানের রাত্রি সে সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত। কেননা কুরআনের পূর্ণ বক্তব্য হলো নিশ্চয়ই সেটা (ঐ রাত্রি) রমাযান মাসে।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) ফাতহুল কাদীর ৪র্থ খণ্ডের ৫৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, জমহূরের কথাই সঠিক, لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ দ্বারা لَيْلَةِ الْقَدْرِ উদ্দেশ্য অর্ধ শা'বানের রাত্রি নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে তার ব্যাপক ব্যাখ্যা করেছেন ও সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ১৮৫ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

এবং সূরাহ্ আল ক্বদ্‌র-এ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ও বর্ণনা করেছেন।

অতএব এ স্পষ্ট বিবরণের পরে আর কোন মতানৈক্যের সুযোগ নেই।

١٣٠٦ -[١٢] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهٖ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

১৩০৬-[১২] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা‘আলা শা‘বান মাসের পনের তারিখ রাত্রে অর্থাৎ ‘শবে বরাতে’ দুনিয়াবাসীর প্রতি ফিরেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া তাঁর সৃষ্টির সকলের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (ইবনু মাজাহ্)[৩৪৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস এ মর্মে প্রমাণ বহন করে যে, অর্ধ শা‘বানের রাত্রিটি একটি সম্মানিত রাত, নিশ্চয় এ রাতটি অন্যান্য রাতের মতো নয়। সুতরাং তা থেকে উদাসীন থাকা উচিত নয়। বরং ‘ইবাদাত, দু‘আ ও যিক্‌রের মাধ্যমে উক্ত রাতে জাগ্রত থাকা মুস্তাহাব। কিন্তু এ রাত্রির সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা, পাঁচ ওয়াক্ত ফারয সলাত কিংবা সকল ফারয ‘ইবাদাত বর্জন করে এবং অন্যান্য ওয়াজিবগুলোর কোন গুরুত্ব না দিয়ে (যেমন বর্তমান সময়ে সকল মুসলিমদের যে অবস্থা) শুধু নির্দিষ্ট করে এ রাত্রি জাগ্রত থাকা নিঃসন্দেহে তা একটি ঘৃণিত কাজ। ফারয ছেড়ে মুস্তাহাব নিয়ে ব্যস্ত থাকা কখনো দীন হতে পারে না। অনুরূপভাবে সকল সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে এ রাত্রিতে কবর যিয়ারাতের গুরুত্ব প্রদান করা কোন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ রাত্রিকে উপলক্ষ করে দরিদ্রদের মাঝে বিভিন্ন রকমের খাবার বিতরণ করার ব্যাপারে মারফূ‘, মাওকূফ, সহীহ কিংবা য‘ঈফ কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি এবং এ রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির আত্মার উপস্থিতি বিশ্বাস করা ঘর-বাড়ী পরিচ্ছন্ন করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাতি জ্বালানো ইত্যাদি এসবগুলোই নিঃসন্দেহে বিদ্‘আত ও গোমরাহী।

١٣٠٧ -[١٣] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ: «إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِنٌ وَقَاتِلُ نَفْسٍ»

১৩০৭-[১৩] ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) এ হাদীসটি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের এক বর্ণনায় এ বাক্যটি আছে যে, কিন্তু দু’ লোক : ‘হিংসা পোষণকারী ও আত্মহত্যাকারী ব্যতীত আল্লাহ তার সকল সৃষ্টিকে মাফ করে দেন)।[৩৪৮]

ব্যাখ্যা : আহমাদ-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, (إِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ)। এ সম্পর্কে ‘আল্লামাহ্ আওযা‘ঈ (রহঃ) বলেন : মুশাহিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিদ্‘আতী এবং জামা‘আত বিচ্ছিন্নকারী। অর্থাৎ এ রাত্রিতে সকলকে ক্ষমা করা হবে শুধু দু’ব্যক্তি ব্যতীত। (১) মুশাহিন বা বিদ্‘আতী, (২) অন্যায়ভাবে নিজকে হত্যাকারী (আত্মহত্যাকারী)।

١٣٠٨ -[١٤] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهٗ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهٗ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهٗ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৩০৮-[১৪] ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : শা‘বান মাসের পনের তারিখ রাত হলে তোমরা সে রাত্রে সলাত আদায় কর ও দিনে রোযা রাখো। কেননা, আল্লাহ

---

[৩৪৭] **হাসান :** ইবনু মাজাহ্ ১৩৯০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৫৬৩, সহীহুল জামি‘ ১৮১৯। যদিও এ সানাদে ইবনু লাহইয়া **এবং** তার উসতায যহ্হাক ইবনু আয়মান-এর দুর্বলতার কারণে হাদীসের সানাদটি য‘ঈফ। কিন্তু এর অনেক শাহিদমূলক **হাদীস** থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৩৪৮] **হাসান :** আহমাদ ৬৬৪২, যদিও সানাদে বর্ণনাকারী ‘আবদুল্লাহ ইবনু লিহ্ইয়া এবং হাই ইবনু ‘আবদুল্লাহ দুর্বল হওয়ায় এর সানাদটি দুর্বল, কিন্তু এর শাহিদমূলক বর্ণনা থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

তা'আলা এ রাত্রে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং (দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে) **বলেন**, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোন রিয্‌ক্বপ্রার্থী আছে কি, আমি তাকে রিয্‌ক্ব দান করব? কোন বিপদগ্রস্ত কি আছে, আমি তাকে বিপদ মুক্ত করে দেব? এভাবে আল্লাহ মানুষের প্রতিটি দরকার ও প্রতিটি বিপদের নাম উল্লেখ করে তাঁর বান্দাদেরকে সকাল হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। (ইবনু মাজাহ)[৩৪৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব– এ মর্মে দলীল কিন্তু হাদীসটি জাল এবং এ হাদীস দ্বারা (হানাফীদের পক্ষ হতে) দলীল গ্রহণ করা হয় আইয়্যামে বীয-এর সিয়াম মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তা যে বাতিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মাত্র একদিন সিয়াম পালন মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ তা হলো শা'বানের ১৫ তারিখ। প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম পালনের দলীল এ হাদীসে কোথায়?

(আইয়্যামে বীয বা প্রতি মাসে তিন দিন ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করা অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)

সারকথা হলো অর্ধ শা'বান তথা শা'বানের ১৫ তারিখে সিয়াম পালন প্রসঙ্গে কোন মারফূ', সহীহ অথবা হাসান, অথবা স্বল্প দুর্বলতা সম্পূর্ণ য'ঈফ হাদীস এবং মজবুত কোন আসার অথবা য'ঈফ আসারও নেই।

(٣٨) بَابُ صَلَاةِ الضُّحٰى

অধ্যায়-৩৮ : ইশরাক ও চাশ্‌তের সলাত

আল্লামা 'আয়নী (রহঃ) 'শারহুল বুখারী'তে বলেন যে, الضُّحٰى এটি পেশ যোগে মাদহীনভাবে যার অর্থ হলো দিনের প্রথমাংশের সূর্য উপরে উঠা, আর الضَّحَاءُ যবর যোগে এবং মাদসহ হলে তার অর্থ হবে সূর্য আসমানের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠা অতঃপর তার পরবর্তী সময়। কেউ বলেছেন : সলাতুয্ যুহা এর সময় হলো দিনের একচতুর্থাংশ থেকে সূর্যে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

'আল্লামাহ্ ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন যে, সলাতুয্ যুহা এটি নাবী ﷺ-এর পূর্ববর্তী নাবীগণের সলাত ছিল, আল্লাহ তা'আলা দাউদ আলায়হিস সালাম-এর পক্ষ থেকে সে সম্পর্কে বলেন,

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾

"আমি পর্বতসমূহকে নির্দেশ দিয়েছি তার সাথে তারাও যেন সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করে।"

(সূরাহ্ আস্ সোয়াদ ৩৮ : ১৮)

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো সলাতুয্ যুহা সম্পর্কে; তিনি বললেন : নিশ্চয় তা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে..... অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ﴾

---

[৩৪৯] **মাওযূ'** : ইবনু মাজাহ্ ১৩৮৮, য'ঈফাহ্ ২১৩২, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬২৩। কারণ এর সানাদের বর্ণনাকারী ইবনু আবী সাবরাহ্ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ এবং ইবনু মা'ঈন (রহঃ) বলেছেন, সে হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করে।

অর্থাৎ ঘরসমূহের (মাসজিদের) মর্যাদা সমুন্নত এবং তাতে যিক্‌র করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, তার সম্মানার্থে সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় লোকজন তাসবীহ্ পাঠ করেন। (সূরাহ্ আন্ নূর- ২৪ : ৩৬)

সলাতুয্ যুহার হুকুম সম্পর্কে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, হাফিয ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ) তা যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ডের ৯৬, ৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এবং তার রাক্'আত সংখ্যা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, সর্বনিম্ন রাক্'আত সংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ ও উত্তম হলো ৮ রাক্'আত এবং হাম্বালী, শাফি'ঈ ও মালিকী মাযহাবের নিকট নির্ভরযোগ্য মত এটাই। আবার কেউ বলেছেন, সর্বোচ্চ ১২ রাক্'আত ও মাধ্যম হলো আট রাক্'আত এবং ৮ রাক্'আতই উত্তম এবং এটাই হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবের মত। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, উত্তম হলো ৮ রাক্'আত আর সর্বোচ্চ ১২ রাক্'আত।

সলাতুয্ যুহার হুকুম সম্পর্কে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও প্রসিদ্ধ ও প্রাধান্য মত অনুযায়ী সলাতুয্ যুহা মুস্তাহাব এবং চার ইমাম ও তাদের অনুসারীগণের মত এটাই। কেননা তার মুস্তাহাব সাব্যস্ত করণে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তন্মধ্যে সহীহ এবং হাসান হাদীস রয়েছে।

ইমাম হাকিম (রহঃ) এ ব্যাপারে জুয্'ই আল মুফরাদে অনেক হাদীস প্রায় ২০ জন সহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) আল আহাদীস আল ওয়ারিদে সলাতুয্ যুহা মুস্তাহাব প্রমাণে একটি অধ্যায় সাজিয়েছেন সেখানে তিনি একদল সহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তারা সকলেই সলাতুয্ যুহা আদায় করতেন। শারহুল আহ্‌ইয়া গ্রন্থে আল্লামা যুবায়দী (রহঃ) বলেন যে, এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ, মাশহুর হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 'আল্লামাহ্ ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, তা মুতাওয়াতির সমপরিমাণ "শারহুশ্ শামায়িল" গ্রন্থে আল্লামা বায়যূরী (রহঃ) বলেন, সলাতুয্ যুহা মুস্তাহাব হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٠٩ -[١] عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرٰى: وَذٰلِكَ ضُحًى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩০৯-[১] ('আলী (রাঃ)-এর বোন) উম্মু হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন যখন আমার ঘরে আসলেন, প্রথমে তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) আট রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। এর আগে আমি কোন দিন তাঁকে এত সংক্ষেপে সলাত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি রুকূ' সাজদাহ্ ঠিক মতো করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, এটা ছিল চাশ্‌তের সলাত। (বুখারী, মুসলিম)[৩৫০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে সলাতুয্ যুহা ৮ রাক্'আত হওয়ার উপরই প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এটাই নাবী ﷺ-এর কথা ও কর্ম থেকে অধিক বর্ণিত হয়েছে এবং নাবী ﷺ-এর কর্ম থেকে সলাতুয্ যুহার সর্বনিম্ন ২ রাক্'আত, ৪ রাক্'আত ও ৬ রাক্'আত ও বর্ণিত রয়েছে। আর নাবী ﷺ-এর কথায় ৮

---

[৩৫০] **সহীহ :** বুখারী ১১৭৬, মুসলিম, আত্ তিরমিযী ৪৭৪, আহমাদ ২৬৯০০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৯০২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০০০, শামায়েল ২৪৬।

রাক্'আতের বেশীও বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে আবূ যার (রাঃ) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত হাদীস রয়েছে যে, যদি তুমি সলাতুয্ যুহা ১০ রাক্'আত আদায় করো তবে ঐদিনে তোমার জন্য কোন গুনাহ লিখা হবে না এবং যদি ১২ রাক্'আত আদায় কর তবে তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর আল্লাহ তা'আলা নির্মাণ করবেন।

١٣١٠ -[٢] وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلَاةَ الضُّحٰى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩১০-[২] মু'আযাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহার সলাত কত রাক্'আত করে আদায় করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি চার রাক্'আত আদায় করতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কখনো এর চেয়ে বেশীও আদায় করতেন। (মুসলিম)[৩৫১]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ সলাতুয্ যুহা কয় রাক্'আত আদায় করতেন। এ মর্মে ইবনু মাজার বর্ণনায় রয়েছে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নাবী ﷺ কি সলাতুয্ যুহা আদায় করতেন? তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন : হ্যাঁ। ইমাম হাকিম (রহঃ) আবুল খায়র (রহঃ)-এর সূত্রে 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) আমাদেরকে সূরাহ্ আশ্ শাম্স, সূরাহ্ আয্ যুহা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সূরাগুলোর দ্বারা সলাতুয্ যুহা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল মাযহার (রহঃ) বলেন, চার রাক্'আতের বেশীর কোন সীমা নেই। কিন্তু ১২ রাক্'আতের বেশী সলাত আদায় সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন : একদল হাদীস বিশারদ, তার মধ্যে আবূ জা'ফার তাবারী (রহঃ) মত দিয়েছেন যে, ব্যক্তির জন্য তার আধিক্যের চাহিদা অনুযায়ী হবে (অর্থাৎ চাহিদানুযায়ী ৪, ৬, ১২ রাক্'আত আদায় করবে) তবে শাফি'ঈ মাযহাবের হুলায়মী ও রুযানী দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তিনি (হাফিয) ইব্রাহীম আন্ নাখ্'ঈ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কয় রাক্'আত সলাতুয্ যুহা আদায় করব? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা কয় রাক্'আত? (ইচ্ছানুযায়ী আদায় করবে)। অতঃপর আস্ক্বালানী (রহঃ) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করে বললেন, এটি মুত্বলাক্ব বা ব্যাপক অর্থবোধক তবে কখনো তা নির্দিষ্ট করণের অর্থে ব্যবহার হয়, যা সলাতুয্ যুহা সর্বোচ্চ রাক্'আত সংখ্যা ১২ হওয়াকেই সুদৃঢ় করে।

١٣١١ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩১১-[৩] আবূ যার গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সকাল হতেই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটা গ্রন্থির জন্যে 'সদাক্বাহ্' দেয়া অবশ্য দায়িত্ব। অতএব প্রতিটা 'তাসবীহ'ই অর্থাৎ *'সুবহা-নাল্ল-হ'* বলা 'সদাক্বাহ্'। প্রতিটি 'তাহমীদ'ই অর্থাৎ *'আলহাম্দুলিল্লা-হ'* পড়া সদাক্বাহ্। প্রতিটি 'তাহলীল' অর্থাৎ *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* বলা সদাক্বাহ্। প্রতিটি 'তাকবীর' অর্থাৎ *'আল্ল-হু আকবার'* বলা সদাক্বাহ্। 'নেক কাজের নির্দেশ' করা সদাক্বাহ্। মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সদাক্বাহ্। আর এ সবের পরিবর্তে 'যুহার দু' রাক্'আত সলাত' আদায় করে নেয়া যথেষ্ট। (মুসলিম)[৩৫২]

---

[৩৫১] **সহীহ** : মুসলিম ৭১৯, আহমাদ ২৫৩৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮৯৯, ইরওয়া ৪৬২।

[৩৫২] **সহীহ** : মুসলিম ৭২০, আহমাদ ২১৪৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৮৯৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০০৭, সহীহ আত্ তারগীব ৬৬৫, সহীহ আল জামি' ৮০৯৭।

ব্যাখ্যা : (يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) এখানে سُلَامٰى শব্দের ব্যাপারে অঙ্গুলিগুলোর হাঁড় এবং সমগ্র তালু, অতঃপর এটি ব্যবহার হয় সমস্ত শরীরের হাড় ও তার জোড়া বুঝাতে এবং এ শব্দের উপর প্রমাণ বহন করে সহীহ মুসলিমের হাদীস 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ৩৬০টি জোড়ার উপর এবং প্রতিটি জোড়ায় রয়েছে সদাক্বাহ্।

অনুরূপ সকল যিক্‌র-আযকার এবং অন্যান্য 'ইবাদাতগুলোও স্বয়ং যিক্‌রকারীর ওপর সদাক্বাহ্ হিসেবে পরিগণিত হবে। দু' রাক্'আত সলাত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদাক্বার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ সলাত শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 'আমাল, প্রতিটি অঙ্গ তার কৃতজ্ঞতায় দাঁড়িয়ে যায় এবং সলাত উল্লেখিত সদাক্বাগুলোসহ অন্যান্য সদাক্বাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা তার মধ্যে নিজের জন্য ভাল কর্মের নির্দেশ রয়েছে এবং কৃতজ্ঞতা বর্জনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং নিশ্চয়ই সলাত অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

আলোচ্য হাদীস সলাতুয্ যুহার ফাযীলাত ও তার দৃঢ় অবস্থান এবং শার'ঈভাবে তার গুরুত্বের উপর প্রমাণ করে এবং সেটার দু' রাক্'আত সলাত শরীরের ৩৬০টি জোড়ার সদাক্বাহ্ হিসেবে যথেষ্ট হবে। বিষয়টি যখন এরূপই বুঝায় কাজেই তা সর্বদা বা চলমান 'আমাল হওয়াই তার প্রকৃত রূপ বা চাহিদা এবং হাদীসটি এ মর্মেও দলীল যে, বেশী বেশী তাসবীহ পড়া, বেশী বেশী তাহমীদ (*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলা), তাহলীল (*'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* বলা) সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করা এবং আল্লাহর যাবতীয় আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জন শার'ঈ সুন্নাত, যাতে করে প্রতিদিনে মানুষের ওপর যে আবশ্যকীয় সদাক্বাহ্ রয়েছে তা আলোচ্য 'আমালগুলোর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

١٣١٢ -[٤] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩১২-[৪] যায়দ ইবনু আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একটি দলকে 'যুহার' সময় সলাত আদায় করতে দেখে বললেন, এসব লোকে জানে না, এ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সলাত আদায় করা অনেক ভাল। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ নিবিষ্টচিত্তে লোকদের সলাতের সময় হলো উষ্ট্রীর দুধ দোহনের সময়ে। (মুসলিম)[৩৫৩]

ব্যাখ্যা : (رَأٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ) অর্থাৎ যায়দ ইবনু আরক্বাম লোকদেরকে মাসজিদে কুবায় সলাত আদায় করতে দেখেছিলেন, যেমনটি বায়হাক্বীর বর্ণনায় রয়েছে। তিনি সলাতুয্ যুহার সময়ের কিছু অংশে সলাত শুরু করাটা অপছন্দ করলেন অর্থাৎ প্রথমাংশে। তারা উত্তম সময়ের প্রতি ধৈর্য ধারণ করেনি। তারা যখন সলাত আদায় করছিল তা উত্তম সময় নয়, বরং (পরবর্তী সময়ে) সলাত আদায় করা উত্তম।

আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, সলাতুয্ যুহা উক্ত সময়ে আদায় করা উত্তম। তবে যায়দ ইবনু আরক্বাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথায় বিলম্ব করে (গরমের সময়ে সূর্য পূর্ণ আলো ছড়ানোর পর) আদায় করা উত্তম।

মির'আত প্রণেতা বলেন, বর্ণিত হাদীসগুলো 'যুহা' এর মধ্য দু'টি সলাত অন্তর্ভুক্ত করে। (১) যা সূর্য উদিত হওয়ার পরে করা হয়, যখন মাকরূহ ওয়াক্ত দূরীভূত হয়। এ সময়ের সলাতকে বলা হয় ইশরাকের সলাত এবং সলাতুয্ যুহা সুগরা বলা হয়। (২) অর্ধ দিবসের পূর্ব মুহূর্ত প্রচণ্ড গরমের সময়, এর নামকরণ করা হয়েছে সলাতুয্ যুহা কুব্‌রা এবং এটাই আলোচ্য হাদীসের মূল উদ্দেশ্য।

---

[৩৫৩] **সহীহ :** মুসলিম ৭৪৮, আহমাদ ১৯৩১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৯০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৫৩৯, সহীহ আল জামি' ৩৮১৫, সহীহাহ্ ১১৬৮, ইরওয়া ৪৬৬।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣١٣ - [٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ اٰدَمَ ارْكَعْ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ: أَكْفِكَ اٰخِرَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩১৩-[৫] আবুদ্ দারদা ও আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে বানী আদাম! তুমি আমার জন্যে চার রাক্'আত সলাত আদায় কর দিনের প্রথমে। আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হবো দিনের শেষে। (তিরমিযী)[৩৫৪]

ব্যাখ্যা : এখানে (ارکع) বলতে صَلِّ "সলাত আদায় কর" উদ্দেশ্য অর্থাৎ খাস করে আমার সন্তুষ্টির জন্য। (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সলাতুয্ যুহা উদ্দেশ্য, কেউ বলেছেন এর দ্বারা সলাতুল ইশরাক্ব উদ্দেশ্য, আবার কেউ বলেছেন ফাজ্রের সুন্নাত এবং ফারয। কেননা শার'ঈভাবে দিনের প্রথম ফারয সলাত হলো ফাজ্রের সলাত।

আমি বলব যে, ইমাম আত্ তিরমিযী ও আবূ দাউদ (রহঃ) এ চার রাক্'আত সলাতুয্ যুহা এর অর্থ গ্রহণ করেছেন, আর এ কারণেই তারা উভয়েই এ হাদীসটিকে সলাতুয্ যুহা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এ মতপার্থক্য আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, দিনের সূচনাটা ফাজ্র উদয় থেকে শুরু হবে? না-কি সূর্য উদয় থেকে শুরু হবে।

জমহূর ভাষাবিদ ও শার'ঈ 'উলামাগণের প্রসিদ্ধ বক্তব্য এ মর্মে প্রমাণ বহন করে যে, দিনের সূচনা ফাজ্র উদয় থেকে শুরু হয়। দিন ফাজ্র উদয় থেকে শুরু হয় এটাই নির্ধারিত। তারা বলেন, আলোচ্য চার রাক্'আত দ্বারা সূর্য উদয়ের পরের সলাত উদ্দেশ্য এতে কোন বাধা নেই, কেননা ঐ সময়টি দিনের সূচনা থেকে বের হয়নি এবং এটাই আলোচ্য হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানুষের 'আমাল। অতএব এ চার রাক্'আত দ্বারা সলাতুয্ যুহা-ই উদ্দেশ্য।

١٣١٤ - [٦] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ وَأَحْمَدُ عَنْهُمْ.

১৩১৪-[৬] এ হাদীসটি নু'আয়ম ইবনু হাম্মার আল গাত্বাফানী থেকে আবূ দাউদ ও দারিমী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন তাদের নিকট থেকে।[৩৫৫]

ব্যাখ্যা : অনুরূপ হাদীস আহমাদ (২য় খণ্ডের ২৮৬, ২৮৭ পৃঃ) এবং বায়হাক্বীর (৩য় খণ্ডের ৪৮ পৃঃ) নু'আয়ম থেকে বর্ণিত রয়েছে এবং তিনি সহাবী ছিলেন।

এখানে গাত্বাফানী বলতে গাত্বফান গোত্রকে বুঝানো হয়েছে।

١٣١٥ - [٧] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ؟ قَالَ:

---

[৩৫৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬৭২।

[৩৫৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১২৮৯, আহমাদ ২২৪৭০, দারিমী ১৪৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৯০১, ইবনু হিব্বান ২৫৩৩, ইরওয়া ৪৬৫, সহীহ আল জামি' ৪৩৪২।

«النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحٰى تُجْزِئُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩১৫-[৭] বুরায়দাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক লোকের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্যে সদাক্বাহ্ করা। সহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কার সাধ্য আছে এ কাজ করতে? তিনি বললেন, মাসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি সদাক্বাহ্। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি সদাক্বাহ্। তিনশত ষাট জোড়ার সদাক্বাহ্ দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে 'যুহার (চাশ্‌ত) দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে নেয়া তোমার জন্যে যথেষ্ট। (আবূ দাঊদ)[৩৫৬]

ব্যাখ্যা : মানুষের উপর প্রতিটি হাড়ের জোড়ার জন্য সদাক্বাহ্ করা উচিত। এখানে (عَلٰى) শব্দটি সদাক্বাহ্ প্রদান করা মুস্তাহাব বুঝানোর জন্য, এটি শার'ঈ ওয়াজিব সাব্যস্তকরণের জন্য নয়।

কারণ সলাতুয্ যুহা দু' রাক্'আত আদায় করা ওয়াজিব এবং উল্লেখিত সদাক্বাহ্ প্রদান করা ওয়াজিব এটা কেউ বলেননি, যদিও আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতের উপর কৃতজ্ঞতা করাটা স্বাভাবিকভাবে ওয়াজিব।

١٣١٦ ـ[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مَنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ

১৩১৬-[৮] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক যুহার বারো রাক্'আত সলাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে সোনার বালাখানা তৈরি করবেন। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এজন্য এ সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে এ বর্ণনা পাওয়া যায়নি।)[৩৫৭]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাঃ)-এর কথা থেকে সলাতুয্ যুহার যে সংখ্যা বর্ণিত রয়েছে এটি তার (১২ রাক্'আত) সর্বাধিক সংখ্যা। আল্লামা 'আয়নী (রহঃ) ও অন্যান্যজন বলেন যে, সলাতুয্ যুহার রাক্'আত সংখ্যা এর বেশী আর বর্ণিত হয়নি।

١٣١٧ ـ[٩] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩১৭-[৯] মু'আয ইবনু আনাস আল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : ফাজ্‌রের সলাত সমাপ্তির পর যে লোক তার মুসাল্লায় সূর্য উপরে উঠে আসা পর্যন্ত বসে থাকে, তারপর যুহার দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে এবং এ সময়ে ভাল কথা ছাড়া আর কোন কথা না বলে,

---

[৩৫৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫২৪২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১২২৬, শু'আবুল ঈমান ১০৬৫০, ইরওয়া ৮৬০, আহমাদ ২২৯৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ৬৬৬, ২৯৭১, সহীহ আল জামি' ৪২৩৯।

[৩৫৭] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৪৭৩, ইবনু মাজাহ্ ১৩৮০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০০৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৬৫৮।

তাহলে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সে গুনাহ যদি সাগরের ফেনারাশির চেয়েও অনেক হয়ে থাকে। (আবূ দাঊদ)[৩৫৮]

ব্যাখ্যা : ঐ সময়ের আল্লাহর যিক্‌রে সর্বদা ব্যস্ত থাকবে, কোন খারাপ কথা বলবে না। 'আমালটি করলে সগীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং কাবীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা হতে পারে। আলোচ্য হাদীস সলাতুল ইশরাক্বের ফাযীলাতের দলীল, কেননা ফাজ্‌রের সলাতের পর অধিক নিকবর্তী সলাত হলো ইশরাক্ব। অবশ্য পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, সলাতুল ইশরাক্ব সলাতুয্ যুহারই অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣١٨ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوبُهٗ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৩১৮-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : যে লোক 'যুহার' (চাশ্‌ত) দু' রাক্'আত সলাতের যত্ন নিবে, তার সকল (সগীরাহ্) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমমানের হয়। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্)[৩৫৯]

ব্যাখ্যা : সলাতুয্ যুহার উপর অটল থাকবে অথবা যদি একবারও তা আদায় করে, তা যথাযথভাবে আদায় করবে। এখানে شُفْعَةِ الضُّحٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সলাতুয্ যুহার দু' রাক্'আত। আল্লামা জাযূরী আন্ নিহায়া (রহঃ) বলেন : এখানে شُفْعٌ দ্বারা জোড়া বস্তু উদ্দেশ্য। শব্দটি যবর এবং পেশ উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিশ্চয় সলাতুয্ যুহা একের অধিক হওয়ার কারণে তাকে জোড় হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

١٣١٩ - [١١] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ: «لَوْ نُشِرَ لِيْ أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ

১৩১৯-[১১] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি চাশ্‌তের আট রাক্'আত করে সলাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, আমার জন্যে যদি আমার মাতা-পিতাকেও জীবিত করে দেয়া হয় তাহলেও আমি এ সলাত ছাড়ব না। (মালিক)[৩৬০]

ব্যাখ্যা : আল্লামা বাজী (রহঃ) বলেন যে, হতে পারে তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত কোন হাদীসের ভিত্তিতে এরূপ 'আমাল করতেন, যেমন উম্মু হানী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস। এজন্য তিনি এ সংখ্যার উপরই সলাতুয্ যুহা সংক্ষেপ করতেন এবং এটাও হতে পারে যে, এ সংখ্যার উপর তিনি সর্বদা 'আমাল করেছেন। তিনি বলেন, সলাতুয্ যুহা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ সলাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তা বৃদ্ধি বা কম করা যাবে না বরং তা উৎসাহমূলক 'আমাল, মানুষ তা সাধ্য অনুযায়ী পালন করবে। আল্লামা যুরক্বানী (রহঃ) বলেন যে, এটা বাজী

---

[৩৫৮] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১২৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৯০৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ২৪২, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৯৫। কারণ এর সানাদে বর্ণনাকারী যুব্বান ইবনু ফায়দ দুর্বল যেমনটি ইবনু হাজার (রহঃ) তাক্বরীবে বলেছেন।

[৩৫৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৪৭৬, ইবনু মাজাহ্ ১৩৮২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭৭৮৪, আহমাদ ৯৭১৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪০২, য'ঈফ আল জামি' ৫৫৪৯। কারণ এর সানাদে বর্ণনাকারী নাহ্হাস ইবনু ক্বহ্‌ম আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেননি।

[৩৬০] **সহীহ :** মালিক ৫২০।

(রহঃ)-এর নিজ পছন্দ, কিন্তু আমাদের মত হলো তার সর্বোচ্চ সংখ্যক রাক্‘আত হলো ৮, কারণ এটি নাবী ﷺ-এর অধিক কর্ম দ্বারা প্রমাণিত।

‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, আমার বাবা আবূ বাক্র ও মা উম্মু রুমান জীবিত থাকত তবুও আমি তাদের জীবিত থাকার বিনিময়ে সলাতুয্ যুহা পরিত্যাগ করতাম না। এর সমর্থনে মুয়াত্ত্বার অপর বর্ণনায় রয়েছে।

সলাতুয্ যুহার রাক্‘আতগুলো পরিত্যাগ করতাম না কারণ এর স্বাদ তাদের জীবিত থাকার স্বাদের তুলনায় অধিক।

١٣٢٠ - [١٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى حَتّٰى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩২০-[১২] আবূ সা‘ঈদ আল্ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে চাশ্‌তের সলাত আদায় করতে থাকতেন। আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এ সলাত আর ছাড়বেন না। আর যখন ছেড়ে দিতেন অর্থাৎ বন্ধ করতেন, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি হয়ত এ সলাত আর কখনো আদায় করবেন না। (তিরমিযী)[৩৬১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দু’টি কথার উপর দলীল এ মর্মে যে, সলাতুয্ যুহা কখনো আদায় করা, কখনো বর্জন করাই মুস্তাহাব হবে এ দিক দিয়ে যে, নাবী ﷺ তার উপর অনড় থাকেননি বা সর্বদাই তা পালন করেননি বরং কখনো তা বর্জন করেছেন। যেমন নাবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল কোন ‘আমাল থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করা এবং গুরুত্বের সাথে তা গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে আলোচনা সামনের হাদীসের ব্যাখ্যায় আসবে। (ইন্‌শা-আল্ল-হ)

আর সলাতুয্ যুহা তার উপর ওয়াজিব মর্মে যে রিওয়ায়াত তার থেকে রয়েছে, তা য‘ঈফ। হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন : এ মর্মে (ওয়াজিব ব্যাপারে) কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

١٣٢١ - [١٣] وَعَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: تُصَلِّي الضُّحٰى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩২১-[১৩] মুওয়ার্‌রিক্ব আল ‘ইজ্‌লী (রহঃ) বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি যুহার সলাত আদায় করেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, ‘উমার رضي الله عنه আদায় করতেন? তিনি বললেন, না। আবার আমি প্রশ্ন করলাম, আবূ বাক্র رضي الله عنه কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, না। পুনরায় আমি প্রশ্ন করলাম, তাহলে নাবী ﷺ কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমার জানা মতে তিনিও আদায় করতেন না। (বুখারী)[৩৬২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে সহীহুল বুখারীতে ‘উমরাহ্’ অধ্যায়ের প্রথমে অন্যভাবে রয়েছে যে,

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ جَالِسٌ إِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ. وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ الضُّحٰى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ

[৩৬১] **য‘ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৪৭৭, আহমাদ ১১১৫৫, শামায়েল ২৮৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০০২, ইরওয়া ৪৬০। কারণ এর সানাদে ‘আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী এবং ফুযায়ল ইবনু মারযূক্ব দুর্বল রাবী।

[৩৬২] **সহীহ :** বুখারী ১১৭৫, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭৭৭৩, আহমাদ ৪৭৫৮।

অর্থাৎ মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করলাম, দেখি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হুজরায় বসে আছেন আর লোকজন সলাতুয্ যুহা আদায় করছে, আমরা তাকে তাদের সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, (সলাতুয্ যুহা) বিদ্'আত।

এখানে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসগুলোতে শার'ঈভাবে প্রতিষ্ঠিত সলাতুয্ যুহা প্রত্যাখ্যান করছে না। কারণ তার নিষেধাজ্ঞাটা তার না দেখার উপর প্রমাণ করছে উক্ত 'আমালে পতিত না হওয়ার উপর নয়। অথবা তিনি সলাতুয্ যুহার নির্দিষ্ট পদ্ধতি নিষেধ করছেন।

'আয়ায (রহঃ) ও অন্যান্যগণ বলেছেন, ইবনু 'উমার তার (সলাতুয্ যুহা) আবশ্যকতা, মাসজিদে আদায়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা এবং জামা'আতের সাথে আদায় করতে অপছন্দ করতেন। নিশ্চয় তার ঘৃণাটি সুন্নাতের বিরোধী নয় (সলাতুয্ যুহা বিরোধী নয়)। আবার কেউ বলেছেন ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট সলাতুয্ যুহার প্রতি নাবী ﷺ-এর 'আমাল ও এ মর্মে তাঁর নির্দেশ পৌঁছেনি।

(٣٩) بَابُ التَّطَوُّعِ
অধ্যায়-৩৯ : নাফ্ল সলাত

সকল প্রকার নাফ্ল সলাত, যেগুলো নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, যথাক্রমে সলাতুল তাহ্ইয়্যাতুল উযূ, সলাতুন ইস্তিখারাহ্, তাওবাহ্, সলাতুল হাজাত এবং সলাতুত্ তাসবীহ।

التَّطَوُّعِ শব্দটি الطاعة ,والطوع শব্দ হতে গৃহীত অর্থ মান্য করা, বাস্তবায়ন করা, মেনে নেয়া ইত্যাদি এবং (التَّطَوُّعِ) শব্দটি ফারয ও ওয়াজিব ব্যতীত সকল নাফ্লের উপর মুত্বলাক্ব (সকল নাফ্লের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রযোজ্য) আর যে বা যারা ফারয কিংবা ওয়াজিবের উপর অতিরিক্ত 'আমালুস্ সালিহ বা সৎকর্ম সম্পাদন করে তাকে (مُتَطَوِّعٌ) বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٢٢ - [١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَقَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجٰى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩২২-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে ফাজ্রের সলাতের সময়ে ইরশাদ করলেন : হে বিলাল! ইসলাম কবূল করার পর তুমি এমনকি 'আমাল করেছ যার থেকে অনেক সাওয়াব হাসিলের আশা করতে পার। কেননা, আমি আমার সম্মুখে জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। (এ কথা শুনে) বিলাল বললেন, আমি তো অনেক আশা করার মতো কোন 'আমাল করিনি। তবে রাত্রে বা দিনে যখনই আমি উযূ করেছি, আমার সাধ্যমতো সে উযূ দিয়ে আমি (তাহ্ইয়্যাতুল উযূর) সলাত আদায় করেছি। (বুখারী, মুসলিম)[৩৬৩]

---

[৩৬৩] **সহীহ :** বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ২৪৫৮, ইরওয়া ৪৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ২২৬, আহমাদ ৮৪০৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ১২০৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসে বিলাল বলতে বিলাল ইবনু রাবাহ, যিনি মুয়ায্‌যিন ছিলেন। ফাজ্‌র সলাতের সময় তথা যে সময়ে নাবী ﷺ তাঁর নিজ দেখা স্বপ্নের বর্ণনা দিতেন এবং সহাবায়ে কিরামগণের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর এই কথা তথা 'ফাজ্‌র সলাতের সময়' ইঙ্গিত করে যে, নিশ্চয় আলোচ্য ঘটনাটি স্বপ্নে ঘটেছে, কেননা নাবী ﷺ অভ্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর দেখা স্বপ্ন বর্ণনা করতেন ও সহাবায়ে কিরামগণের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন ফাজ্‌র সলাতের পর।

(فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَقَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ রাত্রিতে এখানে ও ঐ ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঘটনাটি স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছে এবং এর উপর এটাও প্রমাণ করে যে, জান্নাতে নাবীগণ ছাড়া মৃত্যুর পূর্বে কেউ প্রবেশ করেনি, যদিও নাবী ﷺ মি'রাজের রাত্রিতে জাগ্রত অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু বিলাল رضي الله عنه তো নিশ্চয়ই প্রবেশ করেননি এবং এ মর্মে জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস বুখারীতে মানাকিব বা মর্যাদার পর্বে 'উমার رضي الله عنه-এর অধ্যায়ের প্রথম হাদীস- 'নাবী ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম, বলা হলো ইনি বিলাল رضي الله عنه এবং একটি প্রাসাদ দেখলাম যার আঙ্গিনায় ঝর্ণাধারা। অতঃপর বলা হলো এটা 'উমার رضي الله عنه-এর জন্য।' এছাড়াও আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে মারফূ'ভাবে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন : আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে আমি নিজকে জান্নাতে দেখলাম, তাতে দেখি এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে উযূ করছে, অতঃপর বলা হলো যে, এটি 'উমার رضي الله عنه-এর জন্য।

সুতরাং জানা গেল যে, আলোচ্য ঘটনা স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছে, আর নাবীগণের স্বপ্ন সর্বদাই ওয়াহী আর এজন্য নাবী ﷺ এ ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন, (دَقَّ نَعْلَيْكَ) এ ব্যাপারে হুমায়দী (রহঃ) বলেন : دَقَّ হলো হালকা নড়াচড়া। খলীল (রহঃ) বলেন, পাখি পায়ের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় বাহুদ্বয় নড়াচড়া করতে যে আওয়াজ হয় তাকে (دَقَّ) বলা হয়। আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, এ সলাত (তাহ্‌ইয়্যাতুল উযূ) মাকরূহ সময়েও আদায় করা জায়িয। আত্ তিরমিযীতে বুরায়দাহ্ এবং ইবনু খুযায়মাহ্ رضي الله عنهما-এর অনুরূপ ঘটনা সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে যে,

বিলাল رضي الله عنه বলেন, যখন উযূ ভঙ্গ হত তখনই আমি উযূ করতাম। আহমাদে রয়েছে, উযূ করে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতাম। প্রমাণিত হয় যে, তিনি যে কোন সময়ে উযূ ভঙ্গ হলেই উযূ করে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন।

١٣٢٣ - [٢] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْقَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهٖ». قَالَ: «وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩২৩-[২] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে (আল্লাহ্‌র নিকট) 'ইস্তিখারাহ্' করার নিয়ম ও দু'আ এ রকম শিখাতেন, যেভাবে আমাদেরকে তিনি কুরআনের সূরাহ্ শিখাতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কোন লোক কোন কাজ করার সংকল্প করলে সে যেন ফার্‌য সলাত ব্যতীত দু' রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় করে। তারপর এ দু'আ পড়ে– *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি'ইল্‌মিকা ওয়া আস্‌তাক্বদিরুকা বিক্বদ্‌রাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন ফায্‌লিকাল 'আযীমি ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা- আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা- আ'লামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব, আল্ল-হুম্মা ইন্না কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্‌রা খয়রুল লী ফী দীনী ওয়ামা 'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আম্‌রী আও ক্বা-লা ফী 'আ-জিলি আম্‌রী ওয়া আ-জিলিহী ফাক্বদুর্‌হু লী ওয়া ইয়াস্‌সির্‌হু লী সুম্মা বা-রিক লী ফীহি ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্‌রা শার্‌রুল লী ফী দীনী ওয়ামা 'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আম্‌রী আও ক্বা-লা ফী 'আ-জিলি আম্‌রী ওয়া আ-জিলিহী ফাস্‌রিফ্‌হু 'আন্নী ওয়াস্‌রিফ্‌নী 'আন্‌হু ওয়াক্ব দুর্‌লিয়াল খয়রা হায়সু কা-না সুম্মা আর্‌যিনী বিহী"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জানার ভিত্তিতে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের দ্বারা তোমার নিকট নেক 'আমাল করার শক্তি প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট তোমার মহা ফজল চাই। এজন্য তুমিই সকল কাজের শক্তি দাও। আমি তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ করতে পারব না। তুমি সব কিছুই জানো। আমি কিছুই জানি না। সব গোপন কথা তোমার জানা। হে আল্লাহ! তুমি যদি ইচ্ছা করো এ কাজটি (উদ্দেশ্য) আমার জন্যে আমার দীনে, দুনিয়ায়, আমার জীবনে, আমার পরকালে অথবা বলেছেন, এ দুনিয়ায় ঐ দুনিয়ার ভাল হবে, তাহলে তা আমার জন্যে ব্যবস্থা করে দাও। আমার জন্য তা সহজ করে দাও। তারপর আমার জন্য বারাকাত দান করো। আর তুমি যদি এ কাজকে আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন, আমার পরকাল অথবা বলেছেন, আমার ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর মনে করো, তাহলে আমাকে তার থেকে, আর তাকে আমার থেকে ফিরিয়ে রাখো। আর আমার জন্যে যা কল্যাণকর তা করে দাও। অতঃপর এর সঙ্গে আমাকে রাজী করো।)। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, 'এ কাজটি' বলার সময় দরকারের ব্যাপারটি স্মরণ করতে হবে। (বুখারী)[৩৬৪]

ব্যাখ্যা : ইস্তিখারাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্য সম্পাদন ও বর্জনের দিক দিয়ে দু'টি বিষয়ের কল্যাণকরটি অনুসন্ধান করা, যে দু'টির একটির দিকে বান্দা মুখাপেক্ষী। (فِي الْأُمُورِ) এর দ্বারা সামনে আগন্তুক কতকগুলো বিষয় যথা, বাড়ী স্থানান্তর, বিবাহ, ভিত্তি স্থাপন ইত্যাদি। তবে এর দ্বারা খাওয়া বা পান করার বিষয়গুলো উদ্দেশ্য নয়।

ইবনু আবী জামারাহ্ (রহঃ) বলেন : সেটা 'আম, কিন্তু এর দ্বারা খাস উদ্দেশ্য। সুতরাং ওয়াজিব, মুস্ত াহাব কাজ করার ব্যাপারে কোন ইস্তিখারাহ্ নেই, অনুরূপ হারাম মাকরূহ বর্জনের ক্ষেত্রে কোন ইস্তিখারাহ্ নেই। কাজেই ইস্তিখারার বিষয়টি বৈধ বস্তুর মধ্যই সীমাবদ্ধ।

তবে মুস্তাহাব বিষয়ের ক্ষেত্রে যখন দু'টি বিষয় সাংঘর্ষিক হবে তখন যে কোন একটি প্রথমে শুরু করবে এবং তার উপরই দৃঢ় তা পোষণ করবে। হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, যে সকল ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়ের সময়ের প্রশস্ততা রয়েছে, (হাজ্জ, 'উমরাহ্) সে সব ওয়াজিব ও মুস্তাহাবে কল্যাণ অনুসন্ধান তথা ইস্তিখারার অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

[৩৬৪] **সহীহ :** বুখারী ১১৬২, ৬৩৮২, ৭৩৯০, আবূ দাউদ ১৫৩৮, আত্ তিরমিযী ৪৮০, ইবনু মাজাহ্ ১৩৮৩, নাসায়ী ৩২৫২, আহমাদ ১৪৭০৭, ইবনু হিব্বান ৮৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৯২১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০১৬, সহীহ আত্ তারগীব ৬৮২, সহীহ আল জামি' ৮৭৭।

(مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ) এখান থেকে দলীল হলো ফারয সলাতের পর ইস্তিখারার দু'আ পড়ার মাধ্যমে ইস্তিখারাহ্ সলাতের সুন্নাত আদায় হবে না। কেননা আলোচ্য বক্তব্যে (بِغَيْرِ الْفَرِيْضَةِ) দ্বারা তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তবে আল্লামা ইরাক্বী (রহঃ) বলেছেন যে, যদি কেউ সুন্নাত কিংবা নাফ্‌ল সলাত ইস্তিখারার নিয়্যাত ছাড়াই শুরু করে এবং সলাতের শেষে ইস্তিখারার দু'আ পড়ার মাধ্যমে তার নিয়্যাত পরিবর্তন করে তবে ইস্তিখারাহ্ আদায় হবে।

নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, ইস্তিখারার পর অন্তরে যা বিকশিত হবে বা প্রাধান্য পাবে তাই করবে– (আল আযকার- ৯৩ পৃঃ)। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) নাবাবী (রহঃ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, ইস্তিখারার পূর্বে যার উপর আন্তরিক প্রাধান্য ছিল ইস্তিখারার পর তার উপর নির্ভর করা সমুচীন নয়, বরং ইস্তিখারাকারীকে ইস্তিখারার সময় অবশ্যই প্রাধান্য বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে, তা না হলে ইস্তিখারাহ্ আল্লাহর জন্য হবে না, তা হবে প্রবৃত্তির ইস্তিখারাহ্। (যা সম্পূর্ণ শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত)

মির্'আত প্রণেতা বলেন : আমার নিকট গ্রহণীয় ও প্রাধান্য মত হলো ইস্তিখারাহ্ সলাত আদায়কারী ইস্তিখারার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং যে ব্যাপারে দৃঢ় হবে তাই করবে। কারণ আমার নিকট বিষয়টি আন্তরিক বিকাশ বা স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা হাদীসে আন্তরিক প্রাধান্য, সলাতের পর ঘুম ও স্বপ্নের মাধ্যমে কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া মর্মে কোন শর্ত নেই। (আল্লাহই ভাল জানেন)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٢٤ -[٣] وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ﴾ [آل عمران٣: ١٣٥]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرِ الْآيَةَ

১৩২৪-[৩] 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন এবং তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে কোন লোক অন্যায় করার পর (লজ্জিত হয়ে) উঠে গিয়ে উযূ করে ও সলাত আদায় করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি এ আয়াত পড়লেন (মূল আয়াত হাদীসে আছে) : "এবং যেসব লোক এমন কোন কাজ করে বসে যা বাড়াবাড়ি ও নিজেদের ওপর যুল্‌ম, এরপর আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, তখন নিজেদের গুনাহের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৩৫)। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; কিন্তু ইবনু মাজাহ উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করেননি।)[৩৬৫]

ব্যাখ্যা : (صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ) এ বাক্যটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তা দ্বারা আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বড়ত্ব বর্ণনা করেছেন এবং সত্যবাদিতায় তিনি পরিপূর্ণ, এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রেখেছেন সিদ্দীক্ব।

[৩৬৫] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৪০৬, ইবনু মাজাহ্ ১৩৯৫, আহমাদ ২, সহীহ আত্ তারগীব ৬৮০।

এখানে إِسْتِغْفَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনুশোচনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করা এবং পাপ কাজে না ফেরার দৃঢ় প্রত্যয় বা অঙ্গীকার করা।

١٣٢٥ـ[٤] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلّٰى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩২৫-[৪] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন সম্পর্কে নাবী ﷺ-কে চিন্তিত করে তুললে তিনি নাফ্ল সলাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে যেতেন। (আবূ দাঊদ)[৩৬৬]

ব্যাখ্যা : যখন রসূলুল্লাহ ﷺ কোন অস্পষ্ট বিষয়ে দুর্বোধ্য কাজে অবতরণ করতেন, অথবা চিন্তাগ্রস্ত হতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন তিনি (ﷺ) কোন দুঃচিন্তায় নিপতিত হতেন তখন সলাত আদায় করতেন আল্লাহ তা'আলার এ আয়াত ("তোমরা সলাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাও"– সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪৫) বাস্তবায়নকল্পে। সুতরাং চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির সলাতে মাশগুল হওয়া উচিত, আল্লাহ তা'আলা সলাতের বারাকাতে তার পক্ষ থেকে সব মুসীবাত দূর করে দিবেন। আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ সলাতকে সলাতুল হাজাত হিসেবে নামকরণ করা উচিত। কারণ সেটা পদ্ধতিগত দিক দিয়ে নির্দিষ্ট নয় (সকল সলাতের মতই) এবং কোন ওয়াক্তের সাথে নির্দিষ্টও নয়।

١٣٢٦ـ[٥] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ: «بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلّٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِهِمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩২৬-[৫] বুরায়দাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের সময় বিলালকে ডাকলেন। তাকে তিনি বললেন, কি 'আমাল দ্বারা তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে চলে গেছ। আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি, তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। বিলাল আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আযান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু' রাক্'আত সলাত অবশ্যই আদায় করি। আর আমার উযূ নষ্ট হয়ে গেলে তখনই আমি উযূ করে আল্লাহর জন্যে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা জরুরী মনে করেছি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, এ কারণেই তুমি এত বিশাল মর্যাদায় পৌঁছে গেছ। (তিরমিযী)[৩৬৭]

ব্যাখ্যা : "আল্লাহর জন্যে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা" অর্থাৎ অপবিত্রতা দূর করার উপর এবং পবিত্রতা অর্জনের সক্ষমতার উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উভয়টির উপর তিনি সর্বদাই 'আমাল করতেন। (بِهِمَا) এ ব্যাপারে আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে তাসনিয়া বা দ্বিবচনের সর্বনাম (هُمَا) টি নিকটবর্তী দু'টো বিষয়কে নির্দেশ করে, তা হলো সর্বদা পবিত্র থাকা এবং পবিত্রতার কৃতজ্ঞতায় দু' রাক্'আত সলাতের মাধ্যমে তার পূর্ণতা দান করা।

---

[৩৬৬] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১৩১৯, আহমাদ ২৩২৯৯, শু'আবুল ঈমান ২৯১২, সহীহ আল জামি' ৪৭০৩।

[৩৬৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৩৮৯, আহমাদ ২২৯৯৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০১২, সহীহ আল জামি' ৭৮৯৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১২০৯, ইবনু হিব্বান ৭০৮৬, ৭০৮৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৭৯, শু'আবুল ঈমান ২৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ২০১।

আলোচ্য হাদীসে দলীল পাওয়া যায় যে, সবসময় পবিত্র থাকা মুস্তাহাব ও তার পুনঃপ্রতিদান হলো জান্নাতে প্রবেশ করা। কেননা পবিত্র অবস্থায় রাত যাপনের জন্য যে সর্বদা পবিত্রতা আবশ্যক করে এবং পবিত্র অবস্থায় রাত যাপন করে, তার আত্মা 'আর্শের নিচে সাজদায়রত থাকে যেমন বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 'আর্শ হলো জান্নাতের সা'দ। আর আলোচ্য হাদীসের বাহ্যিক রূপ হলো যে, নিশ্চয় এ সাওয়াবটি ঐ 'আমালের কারণেই পাওয়া যায়। তবে সেটার মাঝে ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, 'আমাল তোমাদের কাউকেই জান্নাত প্রবেশ করাবে না এর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই, কারণ এখানে হাদীস এবং আল্লাহ তা'আলা কথা "তোমাদের 'আমাল এর মাধ্যমেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৩২)-এর সমাধানে বলা যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করাটা আল্লাহর রহমাতের হবে এবং জান্নাতে বিভিন্ন মর্যাদা 'আমাল অনুপাতেই হবে।

আর আলোচ্য হাদীসে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত এখনো বিদ্যমান রয়েছে, আর জান্নাতের বর্তমান বিদ্যমান থাকা অস্বীকার করে মু'তাযিলা সম্প্রদায়।

١٣٢٧ -[٦] وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৩২৭-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর নিকট বা কোন লোকের নিকট কারো কোন দরকার হয়ে পড়লে সে যেন ভাল করে উযূ করে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে। তারপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পড়ে, এ দু'আ পড়ে (দু'আর বাংলা অর্থ) : "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি বড়ই ধৈর্যশীল ও অনুগ্রহশীল। আল্লাহ মহাপবিত্র, তিনি 'আর্শে আযীমের অধিপতি। সব প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐসব জিনিস চাই যার উপর তোমার রহ্মাত বর্ষিত হয় এবং যা তোমার ক্ষমা পাওয়ার উপায় হয়। আর আমি আমার ভাল কাজের অংশ চাই। সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার কোন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া ব্যতীত, আমার কোন দুঃখ দূর করে দেয়া ব্যতীত, আমার কোন দরকার যা তোমার নিকট পছন্দনীয়, পূরণ করা ব্যতীত রেখে দিও না, হে আর্হামার রহিমীন"। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)[৩৬৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, সলাতুল হাজাত আদায় করা শারী'আত সম্মত তবে এ শর্তে যে, তা বৈধ হবে। (ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব নয়)।

---

[৩৬৮] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ৪৭৯, ইবনু মাজাহ্ ১৩৮৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৯৯, শু'আবুল ঈমান ২৯৯৫, **য'ঈফ** আল জামি' ৫৮০৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪১৬। কারণ এর সানাদে ফায়দ ইবনু 'আবদুর রহমান দুর্বল রাবী। তার **সম্পর্কে** ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, সে মাতরূকুল হাদীস।

(٤٠) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

অধ্যায়-৪০ : সলাতুত্ তাসবীহ

সলাতুত্ তাসবীহ-এর বর্ণনা, এ সলাতে অধিক তাসবীহ পাঠ করা হয় বিধায় একে সলাতুত্ তাসবীহ বলা হয়।

١٣٢٨ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلا أحبوك؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تصليها في كل يَوْم فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ

১৩২৮-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিবকে বললেন, হে 'আব্বাস! হে আমার চাচাজান! আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে বলে দেব না? আপনাকে কি দশটি অভ্যাসের অধিপতি বানিয়ে দেব না? আপনি যদি এগুলো 'আমাল করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে পূর্বের, পরের, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমের, ছোট কি বড়, প্রকাশ্য কি গোপন, সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর সেটা হলো আপনি চার রাক্'আত সলাত আদায় করবেন। প্রতি রাক্'আতে ফাতিহাতুল কিতাব ও সঙ্গে একটি সূরাহ্। প্রথম রাক্'আতের ক্বিরাআত পড়া শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় পনের বার এ তাসবীহ পড়বেন : *"সুবহা-নাল্ল-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু আল্ল-হু আকবার"*। তারপর রুকূ'তে যাবেন। রুকূ'তে এ তাসবীহটি দশবার পড়বেন। তারপর রুকূ' হতে মাথা উঠিয়ে এ তাসবীহ আবার দশবার পড়বেন। তারপর সাজদাহ্ করবেন। সাজদায় এ তাসবীহ দশবার পড়বেন। তারপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাবেন। সেখানেও এ তাসবীহ দশবার পড়বেন। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন। এ তাসবীহ দশবার এখানেও পড়বেন। তারপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে এ তাসবীহ দশবার পড়বেন। সর্বমোট এ তাসবীহ এক রাক্'আতে পঁচাত্তর বার হবে। চার রাক্'আতে এ রকম পড়ে যেতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিন এ সলাত এ রকম পড়তে পারেন তাহলে প্রতিদিনই পড়বেন। প্রতিদিন পড়তে না পারলে সপ্তাহে একদিন পড়বেন। সপ্তাহে একদিন পড়তে না পারলে প্রতিমাসে একদিন পড়বেন। যদি প্রতি মাসে একদিন পড়তে না

পারেন, বছরে একবার পড়বেন। যদি বছরেও একবার পড়তে না পারেন, জীবনে একবার অবশ্যই পড়বেন। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী'র দা'ওয়াতুল কাবীর)[৩৬৯]

ব্যাখ্যা : কেউ বলেছেন, দিনে কিংবা রাতে হোক সলাতুত্ তাসবীহ্ চার রাক্'আত এক সালামে আদায় করতে হবে। কেউ বলেছেন, দিনের বেলায় এক সালামে ও রাতের বেলায় দু' সালামে আদায় করতে হবে। কেউ বলেছেন, একবার এক সালামে ও অন্যবার দু' সালামে আদায় করতে হবে।

তবে সলাতুত্ তাসবীহ্ সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহরের পূর্বে আদায় করতে হবে, যা আবূ দাঊদ তার সুনান গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহু মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন দিন গড়ে যায় তখন দাঁড়াও এবং চার রাক্'আত সলাত আদায় করো। কেউ বলেছেন সলাতুত তাসবীহতে কখনো সূরাহ্ যিলযাল, আল 'আ-দিয়া-ত, আল্ ফাত্হ, আল্ ইখলাস পড়বে। আবার কেউ বলেছেন সলাতুত তাসবীহের চার রাক্'আতে সূরাহ্ আল হাদীদ, আল হাশ্‌র, আস্ সাফ্ ও আত্ তাগা-বুন পড়া উত্তম। (আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন)

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, সলাতুত তাসবীহ-এর হাদীসের ব্যাপারে 'উলামাদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, একদল 'উলামাহ্ সেটাকে য'ঈফ বলেছেন, তাদের মধ্য আল 'উক্বায়লী, ইবনুল 'আরাবী, নাবাবী ইবনু তাইমিয়্যাহ্ ইবনু 'আকিল হাদী, আল মাজী, হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) আত তালখিসে য'ঈফ বলেছেন এবং ইবনুল জাওযী এ হাদীসকে জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেছেন : (আত্ তালখিস গ্রন্থে) প্রকৃত সত্য হলো আলোচ্য হাদীসের প্রতি সূত্রই য'ঈফ।

যদিও ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি হাসান স্তরের কাছাকাছি, তারপরও তা শায বা বিরল এবং তার মুতাবা' এবং অন্য সূত্রে তার কোন শাহীদ বা সাক্ষী হাদীসও নেই এবং সলাতুত্ তাসবীহ পদ্ধতিটি অন্যান্য সলাতের পরিপন্থী।

١٣٢٩ـ[٢] وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ.

১৩২৯-[২] ইমাম তিরমিযী এ ধরনের বর্ণনা আবূ রাফি' হতে নকল করেছেন।[৩৭০]

ব্যাখ্যা : আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) قوت المغتذي গ্রন্থে বলেছেন যে, ইবনুল জাওযী এটিকে মাওযূ'আত্ বা জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

١٣٣٠ـ[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: نظرُوا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ حَسْبَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৩৬৯] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ১২৯৭, ইবনু মাজাহ্ ১৩৮৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১২১৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৯২, সহীহ আত্ তারগীব ৬৭৭, সহীহ আল জামি' ৭৯৩৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৪৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৯১৬। যদিও এর সানাদে মূসা ইবনু 'আবদুল 'আযীয দুর্বল রাবী থাকায় এ সানাদটি দুর্বল কিন্তু এর একাধিক শাহিদমূলক বর্ণনা রয়েছে যা হাদীসটিকে সহীহ লিগায়রিহী এর স্তরে উন্নীত করেছে।

[৩৭০] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ৪৮২।

১৩৩০-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সব জিনিসের পূর্বে লোকের যে 'আমালের হিসাব হবে, তা হলো সলাত। যদি তার সলাত সঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সলাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফারয সলাতে কিছু ভুল হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশ্তাগণকে) বলবেন, দেখো! আমার বান্দার নিকট সুন্নাত ও নাফ্ল সলাত আছে কি-না? তাহলে সেখান থেকে এনে বান্দার ফারয সলাতের ত্রুটি পূরণ করে দেয়া হবে। এরপর এ রকম বান্দার অন্যান্য হিসাব নেয়া হবে। অন্য এক বিবরণ এসেছে, তারপর এ রকম যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর অবশিষ্ট সব 'আমালের হিসাব একের পর এক এ রকম নেয়া হবে। (আবূ দাউদ)[৩৭১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে সলাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফারয সলাত। আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) 'শারহুত্ তিরমিযী'-তে বলেছেন যে, আলোচ্য হাদীস এবং অপর সহীহ হাদীস (ক্বিয়ামাত দিবসে প্রথম রক্তের বিচার করা হবে) এর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই, এ হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার হাক্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আর অপর সহীহ হাদীসটি মানাবীয় হাক্ব বা মানুষের অধিকারের উপর বর্তাবে।

কেউ বলেছেন এ হাদীস 'ইবাদাত বর্জনের ক্ষেত্রে আর অপর সহীহ হাদীস খারাপ কর্মের ক্ষেত্রে, কেউ বলেছেন হিসাব গ্রহণটা বিচার নয়, প্রথমে সলাত বিষয়ে হিসাব নেয়া হবে এবং প্রথম বিচার হবে রক্তের।

١٣٣١ -[٤] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ.

১৩৩১-[৪] ইমাম আহ্মাদ এ হাদীস আর এক লোক হতে নকল করেছেন।[৩৭২]

١٣٣٢ -[٥] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ» يَعْنِي الْقُرْآنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৩৩২-[৫] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোন 'আমালের প্রতি তাঁর করুণার সঙ্গে এত বেশী লক্ষ্য করেন না, যতটা তার পড়া দু' রাক্'আত সলাতের প্রতি করেন। বান্দা যতক্ষণ সলাতে লিপ্ত থাকে তার মাথার উপর নেক ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া হয়। আর বান্দা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সম্পর্কে যেভাবে তার থেকে বের হয়ে আসা হিদায়াতের উৎস অর্থাৎ আল-কুরআন হতে উপকৃত হয়, আর কোন জিনিস হতে এমন উপকৃত হয় না। (আহ্মাদ, তিরমিযী)[৩৭৩]

ব্যাখ্যা : (مَا أَذِنَ اللهُ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পক্ষ হতে রহমাত ও দয়া বান্দার ওপর গ্রহণ করা, আর বান্দা যখন সলাতে মশগুল হয় এবং যাবতীয় দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে মাওলার দিকে একনিষ্ঠতার সাথে মনোনিবেশ করে অন্তর ও জবানে তার জন্য ধ্যানে মগ্ন হয়, আল্লাহ তা'আলা দয়া ও ইহসানের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন, তাছাড়া অন্য 'ইবাদাত গ্রহণ করে না।

---

[৩৭১] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৪১৩, নাসায়ী ৪৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ৫৪০, সহীহ আল জামি' ২০২০; আবূ দাউদ ৮৬৪, ৮৬৬।

[৩৭২] সহীহ : মুসনাদ (৫/৭২, ৩৭৭), হাকিম (১/২৬৩)। (যদিও আহমাদের সানাদটি ত্রুটিযুক্ত নয়)

[৩৭৩] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ২৯১১, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৯৫৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৬২, আহমাদ ২২৩০৬। কারণ এর সানাদের বর্ণনাকারী বাকর ইবনু খুনায়স-কে ইবনুল মুবারাক সমালোচিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তার শেষ সময়ের হাদীসগুলো তিনি পরিত্যাগ করেছেন।

আর সলাতে কুরআনের বাণী, তাসবীহ ও তাকবীর থাকায় তা একটি সমষ্টিগত কর্ম। 'ইবাদাতগুলোর মধ্য হতে এমন কোন 'ইবাদাত নেই যা দু' রাক্'আত সলাতের চেয়েও উত্তম।

[মুসনাদে আহমাদ, জামি' আত তিরমিযী, সুয়ূতী (রহঃ)-এর জামিউস্ সগীর, মুনযির (রহঃ)-এর আত্ তারগীব]

উত্তম 'ইবাদাত হলো সলাত যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা তার নৈকট্য হাসিলের জন্য বান্দার জন্য যা দিয়েছেন সলাত তার মধ্য উত্তম।'

(٤١) بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ
অধ্যায়-৪১ : সফরের সলাত

নাবী ﷺ মুসাফির ব্যক্তির জন্য কতকগুলো বিষয়ে অব্যাহতির নির্দেশ দিয়েছেন, তন্মধ্য হতে সলাত ক্বস্‌র করা যুহর, 'আস্‌র এবং মাগরিব, 'ইশার সলাতের মাঝে সমন্বয় করা, সুন্নাত সলাত ছেড়ে দেয়া, সওয়ারীর উপর ইশারায় সলাত আদায় করা, সেটা যেদিকে মুখ করে থাকুক না কেন এবং এ বিষয়গুলো নাফ্‌ল, ফাজ্‌রের সুন্নাত ও বিত্‌র সলাতের ব্যাপারে, ফার্‌য সলাতের ক্ষেত্রে নয়। ইবনুর রাশীদ বলেন, সফরে মুসাফিরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ক্বস্‌রের গুরুত্ব রয়েছে এবং 'উলামাগণ মুসাফিরের সলাত ক্বস্‌র করার বৈধতার উপর একমত। তবে একটি শায বা বিরল মত রয়েছে যে, সফরে ভয়ের আশংকা না থাকলে ক্বস্‌র বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা "যদি তোমরা ভয় পাও...."– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০১), যা হোক ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন, সফরে সলাত ক্বস্‌র করাই অগ্রগণ্য ও উত্তম।

ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন যে, আহমাদ থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে যে, মুসাফির ঐচ্ছিকের উপর থাকবে যদি চায় দু' রাক্'আত আদায় করবে এবং যদি ইচ্ছা করে সলাত পূর্ণ করতেও পারবে, তবে ক্বস্‌র করাই উত্তম ও অগ্রগণ্য।

সফরে দূরত্বের পরিমাণ

মুসাফির ব্যক্তি কতদূর পরিমাণ পথ পারি দিলে সলাত ক্বস্‌র করতে হবে, এ দূরত্বের পরিমাণ সম্পর্কে 'উলামাগণের মাঝে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনুল মুনযির ও অন্যান্যদের বর্ণনায় এতে প্রায় ২০টি মত রয়েছে।

একেবারে স্বল্প দূরত্ব সম্পর্কে যা বলা হয় তা হলো এক মাইল পরিমাণ, যেমন ইবনু আবী শায়বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু হায্‌ম আয্ যাহিরী (রহঃ) এ মত ব্যক্ত করেছেন এবং তিনি কিতাবুল্লাহ ও নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে মুত্বলাক্ব সফরের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। কারণ আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ কোন সফরকে নির্দিষ্ট করেননি।

তবে আহ্‌লু জাহিরিয়্যাহ্‌গণ মতামত দিয়েছেন, যেমন- ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : ক্বস্‌রের সর্বনিম্ন সীমা হলো ৩ মাইল, তারা দলীল পেশ করেছেন সহীহ মুসলিম ও আবূ দাউদে বর্ণিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস, নাবী ﷺ ৩ মাইল অথবা ৩ ফারসাখ পরিমাণ দূরত্বে বের হতেন তখন সলাত ক্বস্‌র করতেন। হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : এ বিষয়ে সেটাই অধিক বিশুদ্ধ হাদীস।

আর যারা এ মতের বিরোধী তারা বলেন যে, আলোচ্য হাদীস দ্বারা ক্বস্‌র শুরু উদ্দেশ্য, সফরের শেষ গন্তব্য নয়। অর্থাৎ যখন সে দীর্ঘ সফরের ইচ্ছা করবে এবং তিন মাইল দূরত্বে পৌছার পর থেকে সে ক্বস্‌র করবে, যেমন- অন্য শব্দে তিনি বলেন : (إن النبي ﷺ صلى بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين)

অর্থাৎ নাবী ﷺ মাদীনায় চার রাক্'আত সলাত আদায় করলেন এবং যুল হুলায়ফায় দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন।

ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহমাদ ও ফিক্বহবিদ (রহঃ)-গণ বলেন : পূর্ণ একদিন সফরের দূরত্বের কমে সলাত ক্বস্র করা যাবে না। আর তা হলো চার বারদ, আর চার বারদ হলো ১৬ ফারসাখ অর্থাৎ ৪৮ মাইল। কারণ এক বারদ হলো চার ফারসাখ, আর এক ফারসাখ সমান তিন মাইল।

তবে অধিকাংশ 'উলামাগণ এবং বর্তমানের হাদীসবিশারদ (আহলুল হাদীসগণ) তিন ফারসাখ দূরত্বে ক্বস্রের মতামত দিয়েছেন এবং তারা পূর্বে উল্লেখিত আনাস رضي الله عنه-এর বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন

গন্তব্যে অবস্থানের সময়ের পরিমাণ

মুসাফির যখন সফরের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, তখন কতদিন অবস্থান করলে সে সলাত ক্বস্র করবে এ ব্যাপারে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ মত চারটি। যেমন-

প্রথম মত : শাফি'ঈ ও মালিকী মাযহাবীদের মত হলো, যখন চার দিনের অতিরিক্ত অবস্থান করবে তখন সলাত পূর্ণ করবে।

দ্বিতীয় মত : আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী যখন ১৫ দিনের বেশী অবস্থান করবে, তখন পূর্ণ সলাত আদায় করবে।

তৃতীয় মত : ইমাম আহমাদ ও দাঊদ (রহঃ)-এর মত অনুযায়ী যখন চার দিনের অধিক অবস্থান করবে তখন পূর্ণ সলাত আদায় করবে।

চতুর্থ মত : ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইয়াহ্ (রহঃ)-এর মত অনুযায়ী যখন ১৯ দিনের অধিক অবস্থান করবে তখন পূর্ণ সলাত আদায় করবে।

ইমাম শাফি'ঈ ও মালিক (রহঃ)-দ্বয়ের মতে সলাত ক্বস্রের সীমা হলো গন্তব্যে প্রবেশ এবং গন্তব্য থেকে বের হওয়ার দিন ব্যতীত তিন দিন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর নিকট ১৪ দিন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নিকট ৪ দিন, ইসহাক্ব (রহঃ)-এর নিকট ১৯ দিন।

মির্'আত প্রণেতা বলেন : আমার নিকট অগ্রগণ্য বা প্রাধান্য মত হলো ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মত। (আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٣٣ـ[١] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৩৩৩-[১] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় যুহরের সলাত চার রাক্'আত আদায় করেছেন। তবে যুল হুলায়ফায় 'আস্রের সলাত দু' রাক্'আত আদায় করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭৪]

---

[৩৭৪] সহীহ : বুখারী ১৫৪৭, মুসলিম ৬৯০, নাসায়ী ৪৭৭, আহমাদ ১২৯৩৪, ইবনু হিব্বান ২৭৪৭, ইরওয়া ৫৭০, আবূ দাউদ ১২০২।

ব্যাখ্যা : যেদিন নাবী ﷺ মাক্কায় হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ পালনের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, সেদিন মাদীনায় যুহরের সলাত চার রাক্'আত আদায় করতেন।

এখানে যুল হুলায়ফাহ্ হলো বিশুদ্ধ মতে মাদীনাহ্ হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান এবং এটাই মাদীনাবাসীদের মিক্বাত, সেখানে তিনি 'আস্‌র সলাত দু' রাক্'আত ক্বস্‌র হিসেবে আদায় করলেন।

আলোচ্য হাদীসে দলীল হলো যে, নিজ শহর ত্যাগ না করা পর্যন্ত সলাত ক্বস্‌র করা যাবে না। কারণ নাবী ﷺ মাদীনাহ্ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত ক্বস্‌র করতেন না এবং এ হাদীস থেকে এ দলীলও গৃহীত হয় যে, সংক্ষিপ্ত সফরেও ক্বস্‌র করা মুস্তাহাব। কারণ মাদীনাহ্ ও যুল হুলায়ফার মাঝে মাত্র তিন মাইলের দূরত্ব।

١٣٣٤ - [٢] وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৩৪-[২] হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্‌ব আল খুযা'ঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাথে নিয়ে 'মিনায়' দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এত বেশী ছিলাম যা এর আগে কখনো ছিলাম না এবং নিরাপদ ছিলাম। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে সফরে ভয়ের আশংকা ছাড়া ও সলাত ক্বস্‌র করার দলীল রয়েছে, এ বর্ণনাটি তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে যারা মনে করেন যে, ক্বস্‌র করা ভয়ের সাথে নির্দিষ্ট এবং এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস-এর বর্ণিত হাদীসের সাক্ষী, ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাদীনাহ্ হতে মাক্কার দিকে রওনা হলেন, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ভয় ছিল না, তিনি (ﷺ) সেখানে দু' রাক্'আত ক্বস্‌র হিসেবে আদায় করলেন। আর যারা বলেন যে, নিশ্চয় ক্বস্‌র ভয়ের সাথে নির্দিষ্ট তারা দলীল গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তা'আলার এ কথা দ্বারা

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾

"যখন তোমরা দেশে-বিদেশে সফর কর, তখন সলাত ক্বস্‌র করাতে তোমাদের কিছুমাত্র দোষ নেই, যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০)। তবে তাদের এ উপলব্ধি জমহূর 'উলামাগণ গ্রহণ করেনি।

١٣٣٥ - [٣] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ [النساء: ١٠١] . فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. قَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ. فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৩৫-[৩] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমারের কাছে নিবেদন করলাম, আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো, "তোমরা সলাত কম আদায় করো, অর্থাৎ ক্বস্‌র করো, যদি অমুসলিমরা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে বলে আশংকা করো"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০১)। এখন তো লোকেরা নিরাপদ। তাহলে ক্বস্‌রের সলাত আদায়ের প্রয়োজনটা কি? 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি এ

[৩৭৫] **সহীহ :** বুখারী ১৬৫৬, মুসলিম ৬৯৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২৬।

ব্যাপারে যেমন বিস্মিত হচ্ছো, আমিও এরূপ আশ্চর্য হয়েছিলাম। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, সলাতে ক্বস্‌র করাটা আল্লাহ্‌র একটা সদাক্বাহ্ বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর এ দান গ্রহণ করো। (মুসলিম)[৩৭৬]

ব্যাখ্যা : (فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهٗ) অর্থাৎ ভয় থাকুক বা না থাকুক তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া গ্রহণ করো, আর নিশ্চয় তিনি আয়াতে কারীমায় বলেছেন : ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ কেননা নাবী ﷺ ও সহাবায়ে কিরামগণের অধিকাংশ সফর যুদ্ধের আধিক্যের কারণে শত্রুর ভয় থেকে মুক্ত ছিল না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতটি ভয় না থাকলে ক্বস্‌র করা যাবে না এ প্রমাণ বহন করছে না। কারণ তা তখনকার সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা, কাজেই তার দ্বারা এ উদ্দেশ্য মুখ্য নয়। ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ) বলেন : এ আয়াতটি 'উমার ও অন্যান্যদের উপর জটিল মনে হচ্ছিল বিধায় তারা সে ব্যাপারে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বললেন– নিশ্চয় সেটা আল্লাহর দান এবং উম্মাতের জন্য শার'ঈ বিধান। আর উল্লেখিত আয়াতে "ক্বস্‌র" দ্বারা ক্বস্‌র (সলাত) উদ্দেশ্য নয়। সংখ্যার কমের দিক দিয়ে একে (صلاة مقصورة) 'সংক্ষিপ্ত সলাত' বলে নামকরণ করা হয় এবং আরকানের পূর্ণতায় তাকে (صلاة تامة) 'পূর্ণ সলাত' বলে নামকরণ করা হয় এবং নিশ্চয় ক্বস্‌র সলাতটি আয়াতে কারীমায় উল্লেখিত ক্বস্‌র-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। প্রথমটি অধিকাংশ ফিক্বহবিদদের পরিভাষা এবং দ্বিতীয়টির উপর সহাবীদের বক্তব্য প্রমাণ করে। যেমন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্যদের কথা– 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : প্রথমতঃ সলাত ফারয করা হয়েছে দু' রাক্'আত। নাবী ﷺ যখন মাদীনায় হিজরত করলেন তখন মুক্বীমের জন্য দু' রাক্'আত বৃদ্ধি করা হলো আর মুসাফিরের জন্য পূর্বেরটাই (দু' রাক্'আত) নির্ধারিত থাকল। এটাই প্রমাণ করে যে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট সফরের সলাত চার থেকে কমানো হয়নি বরং তা অনুরূপই ফারয এবং মুসাফিরের জন্য ফারয দু' রাক্'আত।

ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবী ﷺ-এর জবানে মুক্বীম অবস্থায় চার রাক্'আত সলাত ফারয করেছেন, সফরে দু' রাক্'আত ও ভয়ের সলাত এক রাক্'আত ফারয করেছেন। 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : সফরের সলাত দু' রাক্'আত, জুমু'আহ্ দু' রাক্'আত এবং ঈদের সলাত দু' রাক্'আত পরিপূর্ণ নাবী ﷺ-এর জবানে তা ক্বস্‌র নয়। 'উমার থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন- আমাদের সলাত ক্বস্‌রের কি হলো? আমরা তো নিরাপদে আছি। জবাবে নাবী ﷺ বলেন : সলাতে ক্বস্‌র করাটা আল্লাহ্‌র একটা সদাক্বাহ্ বা দান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর এ দান গ্রহণ করো। সুতরাং অতীব সহজ, অতএব আয়াত দ্বারা সলাতের রাক্'আত সংখ্যার কমতি উদ্দেশ্য নয় এবং এটাই অধিকাংশ 'উলামাবৃন্দ বুঝেছেন। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٣٦ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَهٗ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ: «أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৩৬-[৪] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বিদায় হাজ্জের সময়) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাদীনাহ্ হতে মাক্কায় গমন করেছিলাম। সেখানে তিনি মাদীনায় ফেরত না আসা পর্যন্ত চার রাক্'আত ফারয সলাতের স্থলে দু' রাক্'আত আদায় করেছেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনারা কি

---

[৩৭৬] **সহীহ** : মুসলিম ৬৮৬, আবূ দাউদ ১১৯৯, আত্ তিরমিযী ৩০৩৪, নাসায়ী ১৪৩৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৬৫, আহমাদ ১৭৪, দারিমী ১৫৪৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ৯৪৫, ইবনু হিব্বান ২৭৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৩৭৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২৪।

মাক্কায় কয়েক দিন অবস্থান করেছিলেন? জবাবে আনাস বললেন, হ্যাঁ, আমরা মাক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন : আনাস (রাঃ)-এর হাদীসে তিনি মাক্কাহ্ এবং মিনায় অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন এছাড়া অন্য কোন বিষয় নেই এবং তিনি জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করছেন, নাবী ﷺ যিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ ভোরে মাক্কায় আগমন করলেন (রবিবার) এবং সেখানে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং অষ্টম তারিখ বৃহস্পতিবারে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে মিনায় গমন করলেন এবং মাক্কাহ্ থেকে মাদীনার উদ্দেশে রওনা দিলেন আইয়্যামে তাশরীক্বের পর। আর বুখারীতেও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় অনুরূপ হাদীস রয়েছে।

আলোচ্য হাদীসটি শাফি'ঈর মাযহাবীদের উপর অত্যন্ত জটিলতার বিষয়, কারণ তাদের নিকট স্বীকৃত বিষয় হলো যদি মুসাফির ব্যক্তি নির্ধারিত স্থানে চার দিন অবস্থানের নিয়্যাত করে তবে চার দিন পূর্ণ হওয়ার পর তার সফর ভেঙ্গে যাবে। (অর্থাৎ তখন পূর্ণ সলাত আদায় করতে হবে)।

তবে উক্ত স্থানে যদি চার দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়্যাত করে যদিও তার বেশী অবস্থান করে তবে সফরের হুকুম ঠিক থাকবে। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, নাবী ﷺ-এর মাক্কায় ১০ দিন অবস্থানটি ছিল বিদায় হাজ্জ।

জবাবে বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন : আনাস (রাঃ) তার কথা فَأَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا 'আমরা সেখানে ১০ দিন অবস্থান করলাম' দ্বারা মাক্কাহ্, মিনা ও 'আরাফাহ্ উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ একাধিক হাদীস দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জে যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখে মাক্কায় আগমন করেছিলেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন ও সলাত ক্বস্‌র করেছিলেন এবং তিনি আগমনের দিন ভ্রমণ অবস্থায় থাকার কারণ হিসেবে গণ্য করেননি এবং তারবিয়ার দিনও গণ্য করেননি। কারণ সেদিন তিনি মিনার উদ্দেশে গমন করেছিলেন এবং সেখানে যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌র সলাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর সূর্য উদিত হলে তিনি 'আরাফায় গমন করলেন। এরপর সূর্য অস্ত গেলে 'আরাফাহ্ থেকে মুজদালিফায় গেলেন, সেখানে রাত যাপনের পর ফাজ্‌রের সলাত আদায় শেষে মিনায় গমন করলেন এবং কুরবানীর কাজ সমাধা করলেন। এরপর মাক্কায় গিয়ে তাওয়াফ শেষ করে মিনায় ফিরে গেলেন, সেখানে অবস্থানের পর মাদীনার উদ্দেশে রওনা করলেন। সুতরাং তিনি একই স্থানে চারদিন অবস্থান করত সলাত ক্বস্‌র করেননি। (আস সুনান আল্ কুবরা- ২য় খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ)

আমি বলব (মির'আত প্রণেতা) যে, নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জ মাক্কায় চারদিন অবস্থান করেছিলেন। কারণ তিনি যিলহাজ্জের চার তারিখে ভোরে সেখানে গমন করেছেন এবং সেখান থেকে মিনায় গমন করেছিলেন আট তারিখ ফাজ্‌রের পর। আর অবস্থানরত সময়ে তিনি সলাত ক্বস্‌র করেছেন। সুতরাং এটা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মাযহাবের উপর প্রমাণ করছে এবং মারফূ' ক্বাওলী কিংবা ফে'লী হাদীস থেকে প্রমাণ হয় না যে, নাবী ﷺ চারদিনের বেশী কোথাও অবস্থান করেছেন এবং সলাত ক্বস্‌র করেছেন।

١٣٣٧ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَفَرًا فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৩৭৭] **সহীহ :** বুখারী ১০৮১, মুসলিম ৬৯৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৯৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৩৮৯।

১৩৩৭-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) এক ভ্রমণে গিয়ে ঊনিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি দু' রাক্'আত করে ফারয সলাত আদায় করেন। ইবনু 'আব্বাস বলেন, আমরাও মাক্কাহ্ মাদীনার মধ্যে কোথাও গেলে সেখানে ঊনিশ দিন অবস্থান করলে, আমরা দু' রাক্'আত করে সলাত আদায় করতাম। এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করলে চার রাক্'আত করে সলাত ক্বায়িম করতাম। (বুখারী)[৩৭৮]

ব্যাখ্যা : মাক্কাহ্ বিজয়ের সময় বুখারীর বর্ণনায় কিতাবুল মাগাযীতে রয়েছে যে, "নাবী (সাঃ) মাক্কায় ১৯ দিন অবস্থান করলেন এবং সলাত ক্বস্র করে দু' রাক্'আত আদায় করলেন" এবং ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) তা উল্লেখ করছেন আল মুনতাক্বা' গ্রন্থে যে, মাক্কাহ্ বিজয় হলে নাবী (সাঃ) সেখানে ১৯ দিন অবস্থান করেছেন এবং দু' রাক্'আত করে সলাত আদায় করেছেন।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এ হাদীস থেকে মাস্আলাহ্ ইস্তিম্বাত স্বরূপ বললেন :

(فَنَحْنُ نُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ)

অর্থাৎ ১৯ দিন, তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা আমাদের ও ১৯ দিনের মাঝে দু' রাক্'আত করে সলাত আদায় করতাম।

বুখারীতে রয়েছে, আমরা ১৯ দিনের মধ্য সলাত ক্বস্র করতাম। বায়হাক্বীতে রয়েছে, যখন আমরা সফর করতাম অতঃপর ১৯ দিন স্থায়ী হতাম তখন দু' রাক্'আত করে সলাত আদায় করতাম।

আর যখন আমরা ১৯-এর অধিক অবস্থান করতাম তখন আমরা চার রাক্'আত সলাত আদায় করতাম এবং এটাই ইসহাক্ব (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। যেমন- হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ)-এর বক্তব্য অতিবাহিত হয়েছে যে, ইবনু 'আব্বাস ও ইসহাক্ব-এর নিকট সলাত ক্বস্রের সীমা হলো ১৯ দিন।

বরং সারকথা হলো নাবী (সাঃ) মাক্কায় এ নির্ধারিত সময়ই (১৯ দিন) অবস্থান করেছেন এবং তিনি জানতেন না যে, তার অবস্থান কখন পর্যন্ত, কারণ প্রয়োজন শেষ হলেই তাকে ফিরে আসতে হবে। আর এরূপ অবস্থার স্বীকার যে হবে তাকে সর্বদাই ক্বস্র করতে হবে।

কেননা সে তো স্থায়ী অবস্থানের নিয়্যাতই করেনি, কাজে সে মূলত সফরেই থাকবে। এ জন্য ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসাফির তার অবস্থানের দিন বা স্থান নির্ধারণ না করবে ততক্ষণ তাকে সলাত ক্বস্র করতেই হবে, যদি সে এক বছরও অতিবাহিত করে।

ইবনুল মুনযির (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। কিন্তু ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা যে ব্যক্তি নির্ধারিত এ সময়ের (১৯ দিন) বেশী অবস্থান করবে সে পূর্ণ সলাত আদায় করবে।

যেমন- ইবনু 'আব্বাস ও ইসহাক্ব (রাঃ) বলেন যে, এটাই অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তার (অর্থাৎ সফর থেকে আজ ফিরব, কি কাল, না কি পরশু কিংবা তারপর দিন.....) শেষ চূড়ান্ত।

ইমাম তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) এ জটিলতার সমাধান দিয়েছেন আহকাম আস সফরের ৮১ পৃষ্ঠায়। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, নিশ্চয় তিনি (ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)) অবহিত ছিলেন যে, মাক্কায় এবং তাবূকে কি করতে ছিলেন, তিন কিংবা চার দিনে মাক্কাহ্ কিংবা তাবূক যুদ্ধের কাজ সমাধা করতে পারেননি, এমনকি বলা হত যে, নিশ্চয় তিনি (রসূলুল্লাহ (সাঃ)) বলতেন যে, আজ সফর থেকে ফিরব, কাল সফর থেকে ফিরব..... কিন্তু তিনি মাক্কাহ্ বিজয় করলেন এবং তার (মাক্কার) চারপাশে কাফির যুদ্ধারা। আর এ শহর ছিল বিজিত

---

[৩৭৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৩০০, আত্ তিরমিযী ৫৪৯, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৫, আহমাদ ১৯৫৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ৯৫৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২৮।

শহরগুলোর মধ্যে বৃহৎ ও মর্যাদা সম্পন্ন এবং এ বিজয়টি ছিল শত্রুদের জন্য বড়ই লাঞ্ছনা এবং আরববাসীর ইসলাম কবূল করল এই সফরেই। উদাহরণস্বরূপ এ বৃহৎ কাজগুলো তিনি ৪ দিনে শেষ করতে পারেননি বিধায় এ কাজগুলোর সমাধা পর্যন্ত তিনি মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। (আর এভাবে তার সফর দীর্ঘায়িত হয়ে ১৯ দিন পর্যন্ত গড়ায়) অনুরূপ ঘটনা তাবূকেও ঘটেছিল।

١٣٣٨ ـ[٦] وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهٗ وَجَلَسَ فَرَأٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُوْنَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ. صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৩৩৮-[৬] হাফ্‌স ইবনু ‘আসিম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মাক্কাহ্-মাদীনার পথে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারের সাথে থাকার আমার সৌভাগ্য ঘটেছে। (যুহরের সলাতের সময় হলে) তিনি আমাদেরকে দু’ রাক্‘আত সলাত (জামা‘আতে) আদায় করালেন। এখান থেকে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা এটা কি করছে? আমি বললাম, তারা নাফ্‌ল সলাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমাকে যদি নাফ্‌ল সলাতই আদায় করতে হয়, তাহলে ফারয সলাতই তো পরিপূর্ণভাবে আদায় করা বেশী ভাল ছিল। কিন্তু যখন সহজ করার জন্য ফারয সলাত ক্বস্‌র আদায়ের হুকুম হয়েছে, তখন তো নাফ্‌ল সলাত ছেড়ে দেয়াই উত্তম। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর থাকার সৌভাগ্যও পেয়েছি। তিনি সফরের অবস্থায় দু’ রাক্‘আতের বেশী (ফারয) সলাত আদায় করতেন না। আবূ বাক্‌র, ‘উমার, ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর সাথে চলারও সুযোগ আমার হয়েছে। তারাও এভাবে দু’ রাক্‘আতের বেশী আদায় করতেন না। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭৯]

ব্যাখ্যা : এখানে তাসবীহ পড়া দ্বারা নাফ্‌ল সলাত বুঝানো হয়েছে।

(لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ) অর্থাৎ যদি নাফ্‌ল সলাত সফরে পড়তেই হতো তবে ফারয সলাত পূর্ণ করে আদায় করতাম। ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) বলেন যে, নাবী ﷺ-এর নির্দেশিত পথ হলো সফরে ফারয সলাত সংক্ষেপ করা। আর নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি (ﷺ) সফরে ফারয সলাতের পূর্বে কিংবা পরে সুন্নাত সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু বিত্‌র ও ফাজ্‌রের দু’ রাক্‘আত সুন্নাত আদায় করেছেন। কারণ তিনি এ দু’টো সফর কিংবা মুক্বীম কোন অবস্থাতেই ছেড়ে দেননি এবং ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সফরে ফারযের আগে কিংবা পরে কোন নাফ্‌ল সলাত আদায় করতেন না। তবে রাতের সলাত বিত্‌রসহ আদায় করতেন এবং এ বিধানকে আরো মজবুত করে যে, নিশ্চয়ই চার রাক্‘আত বিশিষ্ট ফারয সলাত দু’ রাক্‘আত করা হয়েছে মুসাফিরের ওপর সহজের জন্য সেখানে নিয়মিত সুন্নাত কিভাবে তার ওপর আবশ্যক হতে পারে? যেখানে ফারয সলাত হালকা করে দু’ রাক্‘আত করা হয়েছে মুসাফিরের ওপর সহজের জন্য সেখানে নিয়মিত সুন্নাত কিভাবে তার উপর আবশ্যক হতে পারে? যেখানে ফারয সলাত হালকা করে দু’ রাক্‘আত করা হয়েছে, যদি মুসাফিরের ওপর সহজ করাই উদ্দেশ্য না হতো তবে ফারয সলাত পূর্ণ আদায় করাই উত্তম হত। (আল হাদী- ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ)

ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর পর বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন, কতিপয় সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সফরে পুরুষের নাফ্‌ল সলাত আদায়ের ব্যাপারে মত দিয়েছেন, আহমাদ, ইসহাক্ব

[৩৭৯] **সহীহ :** বুখারী ১১০২, মুসলিম ৬৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫০৭, আবূ দাউদ ১২২৩।

(রহঃ) এ কথাই বলেছেন। আবার একদল সহাবী মনে করেন যে, সফরে ফার্যের আগে বা পরে নাফ্ল আদায় না করাই ভাল। তবে মূলকথা হলো যে ব্যক্তি সফরে নাফ্ল সলাত আদায় না করবে সে অব্যাহতি গ্রহণ করল। আর যে আদায় করবে তার জন্য এ ব্যাপারে অধিক ফাযীলাত রয়েছে এবং এটাই অধিকাংশ বিদ্বানদের কথা এবং তারা নাফ্ল সলাত সফরে ঐচ্ছিক রেখেছেন।

١٣٣٩ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৩৯-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরে গেলে যুহর ও 'আস্রের সলাত এক সাথে আদায় করতেন। (ঠিক এমনিভাবে) মাগরিব ও 'ইশার সলাত একসাথে আদায় করতেন। (বুখারী)[৩৮০]

ব্যাখ্যা : বিলম্বে একত্রিকরণ, আর সেটা হলো 'আস্রের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত যুহরের সলাত বিলম্ব করা এবং যুহর ও 'আস্র এক সঙ্গে 'আস্রের সময়ে আদায় করা। সফরে দু' ওয়াক্ত সলাত একত্রিত করে আদায়ের ক্ষেত্রে সাতটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো– যুহর-'আস্র ও মাগরিব-'ইশার সলাতের মাঝে সফরে দু' ওয়াক্তের যে কোন ওয়াক্তে পূর্বের সলাত পরের সলাতের ওয়াক্তের সাথে ও পরের সলাত পূর্বের সলাতের ওয়াক্তের সাথে একত্রিত করা বৈধ। তা সওয়ারী অবস্থায় হোক বা সাধারণ অবস্থায় হোক এবং এ কথাই বলেছেন অধিকাংশ সহাবীগণ, তাবি'ঈনগণ এবং ফিক্হবিদগণের মধ্য সাওর, ইমাম শাফি'ঈ, আবূ সাওর, ইবনুল মুনযির এবং আশহাব সকলেই এবং ইবনু কুদামাহ্ মালিক (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যুরকানী (রহঃ) বলেন : মালিক (রহঃ) প্রসিদ্ধ বর্ণনায় এটাই রয়েছে। মির'আত প্রণেতা বলেন, এটাই মালিকী মাযহাবের নিকট পছন্দনীয় মত এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)-এর নিকট এ মত পছন্দনীয়। যেমন- তিনি হুজ্জতিল্লাহ আল বালিগাহ ২য় খণ্ডে ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, সফরে যুহর-'আস্র ও মাগরিব-'ইশার মাঝে একত্রিতকরণ রুখসাহ্ বা অব্যাহতির অন্তর্ভুক্ত।

١٣٤٠ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ يُوْمِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪০-[৮] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ভ্রমণে গেলে রাতের বেলায় ফার্য সলাত ছাড়া (অন্য সলাত) সওয়ারীর উপর বসেই ইশারা করে আদায় করতেন। সওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকত তাঁর মুখও সে দিকে থাকত। এমনিভাবে বিত্রের সলাত তিনি (ﷺ) তার সওয়ারীর উপরই আদায় করেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৮১]

ব্যাখ্যা : সওয়ারী ক্বিবলাহ্ ছাড়া অন্যদিকে হলেও রসূলুল্লাহ (ﷺ) সলাতে রত থাকতেন। এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারীতে 'আমির বিন রবী'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি যে, তিনি সওয়ারী অবস্থায় মাথা দ্বারা ইশারা করে সলাত আদায় করতেন, সওয়ারী যে দিকে হয়ে রয়েছে সে দিকে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-

كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة. ثم صلى حيث وجهت ركابه

---

[৩৮০] **সহীহ :** বুখারী ১১০৭।

[৩৮১] **সহীহ :** বুখারী ১০০০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৩৬, মুসলিম ৭০০।

অর্থাৎ নাবী ﷺ যখন সফর অবস্থায় নাফ্‌ল সলাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন উটনীকে ক্বিবলামুখী করতেন, অতঃপর তিনি সলাত আদায় করতেন, এরপর সওয়ারী যেদিকেই ফিরুক না কেন। (আবূ দাউদ, আহমাদ, দারাকুত্বনী)

রাতের সলাত শেষে তিনি সওয়ারীর উপরই বিত্‌র আদায় করতেন। ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন যে, এটা বিত্‌র সলাত ওয়াজিব না হওয়ার উপর প্রমাণ করে। অর্থাৎ যদি তা (বিত্‌র সলাত) ওয়াজিব হত তবে তা অবশ্যই সওয়ারীর উপর আদায় করা জায়িয হত না।

আমি বলব যে, সফরে বিত্‌র সওয়ারীর উপর আদায়ের বৈধতার ক্ষেত্রে আলোচ্য হাদীসটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাস বা বক্তব্য এবং এটাই বিত্‌র ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলামত।

এ ব্যাপারে আহলুল 'ইল্‌মদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ) বৈধতার কথা বলেছেন, (অর্থাৎ সওয়ারীতে বিত্‌র বৈধ) এবং সেটা 'আলী ইবনু 'উমার, 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ, হাসান বাস্‌রী থেকে বর্ণিত এবং তাদের কথাই সঠিক। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও তাঁর সহচরদ্বয় বলেন, ফার্‌যের মতই মাটির উপর ব্যতীত বিত্‌র সলাত আদায় করা বৈধ নয়। যা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ পরিপন্থী।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٤١ ـ [٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১৩৪১-[৯] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরকালে রসূলুল্লাহ ﷺ সব রকমই করেছেন। তিনি (সফর অবস্থায়) ক্বস্‌রও আদায় করতেন, আবার পূর্ণ সলাতও আদায় করতেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৮২]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ সফরে চার রাক্'আত বিশিষ্ট সলাত ক্বস্‌র করতেন এবং পূর্ণও করতেন। এ হাদীস দ্বারা এক শ্রেণীর কথকগণ দলীল পেশ করছেন যে, সফরে ক্বস্‌র করা আবশ্যক নয়। কিন্তু হাদীসটি নিতান্তই য'ঈফ কারণ এ হাদীসের সানাদে ত্বলহাহ্ ইবনু 'আম্‌র ইবনু 'উসমান আল হাজরামী আল মাক্কী রয়েছেন তিনি মাতরূক (বর্জিত রাবী) ইবনু ক্বইয়্যম (রহঃ) আল হাদী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় এ হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন যে, আমি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন যে, সেটা নাবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ করা। আর তারা আরো দলীল পেশ করেছেন নাসায়ী, দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বীতে 'আয়িশাহ্-এর হাদীস দ্বারা। 'আয়িশাহ্ বলেন, আমি রমাযানে নাবী ﷺ-এর সাথে 'উমরাহ্ করতে বের হয়েছিলাম..... তিনি সলাত ক্বস্‌রও করেছেন এবং পূর্ণ সলাতও আদায় করেছেন। এর জবাবে বলা যায় যে, উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ বিশুদ্ধ নয়। দারাকুত্বনী তাঁর "আল বাদরুল মুনীর"-এ বলেন যে, আলোচ্য হাদীসের মাতানে অস্বীকৃতি রয়েছে আর তা হলো 'আয়িশাহ্-এর নাবী ﷺ-এর সাথে 'উমরাহ্ করতে রমাযানে বের হওয়া। কারণ সর্বপ্রসিদ্ধ কথা হলো নাবী ﷺ চারবারের বেশী 'উমরাহ্ করেননি এবং প্রতিটি 'উমরাহ্ ছিল যিলক্বদ-যিলহাজ্জ-এর মধ্য অর্থাৎ ইহরাম বাঁধতেন যিলক্বদে আর হাজ্জ সমাধা করতেন যিলহাজ্জে এবং এটাই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় সুপ্রসিদ্ধ।

---

[৩৮২] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২৩। কারণ এর সানাদে ত্বলহাহ্ ইবনু 'আম্‌র য'ঈফ রাবী।

ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) আল হাদী গ্রন্থের (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩) এ হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন যে, আমি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, এটা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর উপর মিথ্যারোপ করা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও সকল সহাবায়ে কিরামগণের বিপরীত কোন 'আমাল করতে পারেন না।

١٣٤٢ - [١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৪২-[১০] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। মাক্কাহ্ বিজয়ের সময়ও তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময়ে তিনি আঠার দিন মাক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) চার রাক্'আতবিশিষ্ট সলাত দু' রাক্'আত আদায় করছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে শহরবাসীরা! তোমরা চার রাক্'আত করেই সলাত আদায় কর। আমি মুসাফির (তাই দু' রাক্'আত আদায় করছি)। (আবূ দাঊদ)[৩৮৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল হলো যে, মুসাফির ব্যক্তি যখন মুক্বীমদের ইমাম হবে এবং চার রাক্'আত বিশিষ্ট সলাতে দু' রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরবে তখন মুক্বীমরা মাক্কাবাসীদের ন্যায় সলাতপূর্ণ করবে এবং এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। আর সালাম ফেরার পর মুক্তাদীদের উদ্দেশে।

"তোমরা সলাত পূর্ণ করো" এমন কথা বলা মুস্তাহাব। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন যে, মুসাফির যখন মুক্বীমদের সাথে সলাত আদায় করবে এবং দু' রাক্'আত শেষে সালাম ফিরবে তখন মুক্তাদীগণ সলাত পূর্ণ করবে, এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, মুসাফিরদের সাথে মুক্বীমদের সলাত পূর্ণ করা বৈধ এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। তবে এর বিপরীতে মত-পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ মুক্বীম ইমামের মুসাফির ব্যক্তি সলাত আদায় করলে তার জন্য ক্বস্‌র করা সঠিক হবে কি-না। এ ব্যাপারে তাউস, দাঊদ, শা'বী এবং অন্যান্যদের মতে তা সঠিক হবে না। কারণ নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের ইমামের বিপরীত করো না। তবে হানাফী ও শাফি'ঈ মাযহাবীদের নিকট তা সঠিক। কারণ মুসাফিরের জামা'আতে সলাতের দলীল জড়ালো নয়।

তবে মুসাফির ব্যক্তির মুক্বীমদের সাথে জামা'আতবদ্ধভাবে সলাত আদায় করার প্রমাণ রয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত,

ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة

অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তারা এককভাবে দু' রাক্'আত আদায় করে এবং মুক্বীমের সাথে পূর্ণ সলাত চার রাক্'আত আদায় করে কেন? তিনি বললেন : তা সুন্নাত।

অন্য শব্দে রয়েছে যে, মূসা ইবনু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাকে বললেন, যখন আমরা আপনাদের সাথে সলাত আদায় করি তখন চার রাক্'আত আদায় করি, আর যখন আমরা ফিরে যাই (একাকী আদায় করি) তখন দু' রাক্'আত সলাত আদায় করি। তিনি বললেন, সেটা আবুল ক্বাসিম (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত।

---

[৩৮৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১২২৯। কারণ এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ'আন একজন সমালোচিত রাবী। অধিকন্তু এ বর্ণনার «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ» অংশটুকু মুনকার।

١٣٤٣-[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩৪৩-[১১] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম (ﷺ)-এর সাথে সফরে দু’ রাক্‘আত যুহর এবং এরপর দু’ রাক্‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। আর এক বর্ণনায় আছে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার বলেন, আবাসে ও সফরে আমি নাবী কারীম (ﷺ)-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। আবাসে তাঁর সাথে যুহর সলাত চার রাক্‘আত আদায় করেছি এবং সফরে দু’ রাক্‘আত ও ‘আস্‌র দু’ রাক্‘আত আদায় করেছি। এরপর নাবী আর কোন সলাত আদায় করেননি। মাগরিবের সলাত আদায় করেছেন আবাসে ও সফরে সমানভাবে তিন রাক্‘আত। আবাসে ও সফরে কোন অবস্থাতেই মাগরিবের বেশ কম হয় না। এটা হলো দিনের বিত্‌রের সলাত। এরপর তিনি আদায় করেছেন দু’ রাক্‘আত (সুন্নাত)। (তিরমিযী)[৩৮৪]

ব্যাখ্যা : নাবী (ﷺ) সফর কিংবা মুক্বীম অবস্থায় মাগরিবের সলাতের বেশ-কম করতেন না। থাকে না কেন। কারণ ক্বস্‌র শুধু চার রাক্‘আত বিশিষ্ট সলাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যা হোক, আলোচ্য বর্ণনা দু’টি প্রমাণ করে যে, সফরে নিয়মিত সুন্নাত (দৈনিক ১২ রাক্‘আত সুন্নাত) পড়া জায়িয। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

١٣٤٤-[١٢] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذٰلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

১৩৪৪-[১২] মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাবূকের যুদ্ধ চলাকালে যুহরের সময় সূর্য ঢলে গেলে যুহর ও ‘আস্‌রের সলাত দেরী করতেন এবং ‘আস্‌রের সলাতের জন্য মঞ্জীলে নামতেন। অর্থাৎ যুহর ও ‘আস্‌রের সলাত একসাথে আদায় করতেন। মাগরিবের সলাতের সময়ও তিনি এরূপ করতেন। সূর্য তাঁর ফিরে আসার আগে ডুবে গেলে তিনি (ﷺ) মাগরিব ও ‘ইশার সলাত একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য অস্ত যাবার আগে চলে এলে তিনি মাগরিবের সলাতে দেরী করতেন। ‘ইশার সলাতের জন্য নামতেন, তখন দু’সলাতকে একত্রে আদায় করতেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)[৩৮৫]

---

[৩৮৪] **য‘ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৫৫২, শারহুস্ সুন্নাহ ১০৩৫। ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইবনু আবী লায়লা এর চেয়ে আশ্চর্যজনক হাদীস আর বর্ণনা করেনি।

[৩৮৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১২০৮, দারাকুত্বনী ১৪৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫২৭, আত্ তিরমিযী ৫৫৩, ইরওয়া ৫৭৮।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস ইমাম শাফি'ঈ ও অন্যান্যদের মতেরই দলীল, তাদের মত হলো মৌলিকভাবে সলাত পূর্ব বা পরের ওয়াক্তের সাথে (পূর্বের সলাত পরের সলাতের সময়ে ও পরের সলাত পূর্বের সলাতের সময়ে) একত্রিত করে আদায় করা বৈধ। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং এটি সমষ্টিগত হাদীসগুলোর একটি যা পূর্ণাঙ্গ একটি বক্তব্য এবং যা পূর্ব এবং পরের ওয়াক্তের সলাত এগিয়ে নিয়ে বা বিলম্ব করে দু' সলাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধতার ক্ষেত্রে কোন রকমের সংশয়ের সম্ভাবনা রাখে না।

١٣٤٥ ـ[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهٖ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلّٰى حَيْثُ وَجَّهَهٗ رِكَابُهٗ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৪৫-[১৩] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে (অর্থাৎ শহরের বাইরে) যেতেন (মুসাফির অবস্থায় হোক অথবা মুক্বীম), নাফ্‌ল সলাত আদায় করতে চাইতেন, তখন উটের মুখ ক্বিবলার দিকে করে নিতেন এবং তাকবীরে তাহরীমাহ্ বলে যেদিকে সওয়ারীর মুখ করতেন সেদিকে মুখ করে তিনি সলাত আদায় করতেন। (আবূ দাউদ)[৩৮৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে শার'ঈ দলীল হলো সফরে সওয়ারীর উপর সলাতের শুরুতে তাকবীরের সময় ক্বিবলামুখী হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বে হয়েছে। ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ) এ হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদীসে যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ যারা নাবী ﷺ সওয়ারীর উপর আদায়কৃত সলাতের বর্ণনা দিয়েছেন তারা সকলেই মুত্বলাক্বভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ সওয়ারীর যে কোন দিক থাকা অবস্থায় সলাত আদায় করেছেন, তাতে তাকবীরে তাহরীমা ও অন্য বিষয়ের কোনটি তারা আলাদাভাবে উল্লেখ করেননি বা আলাদা হুকুম বর্ণনা করেনি। যেমন- 'আমির ইবনু রবী'আহ্, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ।

আমি (মির্'আত প্রণেতা) বলব, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি সওয়ারীর উপর নাফ্‌ল সলাত তাকবীরে তাহরীমার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া ওয়াজিবের দলীল নয়, বরং তা বৈধতা বা উত্তম হওয়ার দলীল।

١٣٤٦ ـ[١٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِىْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৪৬-[১৪] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন। আমি প্রত্যাবর্তন করে এসে দেখি তিনি (ﷺ) তাঁর বাহনের উপর পূর্ব দিকে মুখ ফিরে সলাত ক্বায়িম করছেন। তবে তিনি রুকূ' হতে সাজদায় একটু বেশী নীচু হতেন। (আবূ দাউদ)[৩৮৭]

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ يُصَلِّىْ) বাক্যটি অবস্থাবাচক, (نَحْوَ الْمَشْرِقِ) এটি স্থানবাচক, অর্থাৎ তিনি পূর্বের প্রান্তের দিকে (কোনাকোনিভাবে) সলাত আদায় করলেন। অথবা এটি অবস্থাবাচকও হতে পারে, অর্থাৎ পূর্বদিকে মুখ করে কিংবা পূর্বের এক প্রান্তের দিকে মুখ ফিরানো অবস্থায় সলাত আদায় করলেন। হাফিয আসক্বালানী

---

[৩৮৬] **হাসান :** আবূ দাউদ ১২২৫, দারাকুত্বনী ১৪৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২২০৮।

[৩৮৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১২২৭, আত্ তিরমিযী ৩৫১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৫০৭, আহমাদ ১৪৫৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২২১১, শারহুস্ সুন্নাহ ১০৩৮।

(রহঃ) ফাতহুল বারীতে মাগাযী অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, এটি আন্‌মার যুদ্ধের ঘটনা, আর তাদের ভূখণ্ডটি ছিল পূর্বদিকে, যারা মাদীনাহ্ থেকে (মাদীনাহ্ শহর) বের হবেন ক্বিবলাহ্ তাদের বাম প্রান্তে পড়বে।

(أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ) অর্থাৎ সাজদার ইশারাটা রুকূ'র ইশারা হতে অনেক নিচু। আলোচ্য হাদীসে শার'ঈ দলীল হলো যে, সফরে সওয়ারীর উপর নাফ্‌ল সলাত আদায় করা, সওয়ারীর উপর রুকূ'-সাজদার ইশারা করা এবং সাজদার ইশারাটা রুকূ' হতে অধিক নিচু হওয়া (যাতে রুকূ'-সাজদার মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়) শারী'আত সম্মত, আর এটাই জমহূর 'উলামাগণের কথা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٤٧ - [١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهٗ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهٖ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى بَعْدُ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلّٰى مَعَ الْإِمَامِ صَلّٰى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهٗ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৩৪৭-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মিনায় (চার রাক্'আত বিশিষ্ট সলাত) দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন। তাঁরপর আবূ বাক্‌রও দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর 'উমারও দু' রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন। 'উসমান তার খিলাফাতকালের প্রথম দিকে দু' রাক্'আতই সলাত আদায় করতেন। কিন্তু পরে তিনি চার রাক্'আত আদায় করতে শুরু করেন। ইবনু 'উমার-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ইমামের ('উসমান-এর) সাথে সলাত আদায় করতেন, তখন চার রাক্'আত আদায় করতেন। আর একাকী হলে (সফরে) দু' রাক্'আত আদায় করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৮৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, 'উসমান তাঁর খিলাফাতের ছয় বছর পর মিনায় পূর্ণ সলাত আদায় করেছেন এটাই প্রসিদ্ধ।

এখানে 'উসমান-এর মিনায় সলাত পূর্ণ করে আদায়ের কারণ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রথম মত : কারণ 'উসমান মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। আহমাদের (১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২) রয়েছে যে, 'উসমান মিনায় চার রাক্'আত সলাত আদায় করলেন, লোকজন তা অপছন্দ করলে তিনি বললেন : হে লোক সকল! আমি আমি মাক্কায় আসা থেকে এখানে অবস্থান করছি, আমি নাবী-কে বলতে শুনেছি, যে কোন নগরীতে অবস্থান করবে সে যেন মুক্বীমের সলাত আদায় করে। (তবে হাদীসটির সানাদ য'ঈফ)

দ্বিতীয় মত : 'উসমান-এর সলাত ক্বস্‌র করা ও পূর্ণ করা উভয় জায়িয মনে করতেন আর তিনি জায়িয দু'টি বিষয়ে একটি গ্রহণ করেছেন এবং কঠিন হওয়ায় তিনি পূর্ণ সলাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

তৃতীয় মত : তিনি মনে করতেন যে, সলাত ক্বস্‌র করাটা সফর অবস্থায় চলমান ব্যক্তির জন্য খাস। আর যে ব্যক্তি তার পূর্ণ সফর কোন স্থানে অবস্থান করবে তার জন্য মুক্বীম ব্যক্তির হুকুম প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে আহমাদে 'আব্বাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র হতে হাসান সানাদে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি ('আব্বাদ) বলেন, মু'আবিয়াহ্ মাক্কায় হাজ্জে এসে আমাদের সাথে যুহরের সলাত দু' রাক্'আত

---

[৩৮৮] **সহীহ :** বুখারী ১৬৫৫, মুসলিম ৬৯৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩৯৭৮; শব্দবিন্যাস মুসলিমের।

আদায়ের পর দারুন্ নাদ্ওয়াহ্-এ ফিরে গেলেন, সেখানে মারওয়ান ও 'আম্র ইবনু 'উসমান 'উসমান -এর সলাত পূর্ণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে মু'আবিয়াহ্ বললেন : ..... যখন 'উসমান হাজ্জ শেষ করতেন এবং মিনায় অবস্থান করতেন তখন তিনি সলাত পূর্ণ করতেন। (হাজ্জের সফরে মিনায় ও 'আরাফায় ক্বস্‌র করতেন)।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ পন্থাই উত্তম।

চতুর্থ মত : 'উসমান মিনায় চার রাক্'আত সলাত আদায় করতেন, কারণ সে বছরে আরবীগণ অনেক বেশী ছিল বিধায় তিনি তাদেরকে মৌলিক সলাত চার রাক্'আত শিক্ষা দেয়াই বেশী পছন্দ করলেন বিধায় তিনি চার রাক্'আত আদায় করেছেন।

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ পন্থাগুলো একে অপরকে শক্তিশালী এবং কোন মত অন্য মতকে সলাত পূর্ণ আদায়ের ক্ষেত্রে নিষেধ করছে না বরং একে অপরকে শক্তিশালী করছে।

١٣٤٨ـ[١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولٰى. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تَتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৮-[১৬] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ইসলামের প্রথম দিকে) দু' রাক্'আতই সলাত ফারয ছিল। এরপর রসূলুল্লাহ হিজরাত করলে মুক্বীমের জন্য চার রাক্'আত সলাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর সফর অবস্থায় প্রথম থেকেই দু' রাক্'আত ফারয ছিল। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, আমি 'উরওয়ার নিকট আরয করলাম, 'আয়িশার কি হলো যে, তিনি সফর অবস্থায়ও পুরো চার রাক্'আত সলাত আদায় করেন। (উত্তরে) তিনি বললেন, তিনিও 'উসমান-এর মতো ব্যাখ্যা করেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৮৯]

ব্যাখ্যা : (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ) অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রিতে মাক্কায় দু' রাক্'আত সলাত ফারয করা হয়েছে। অপর বর্ণনায় (رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ) এখানে দ্বিবচনে অধিক উপকারিতার জন্য শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্বীম ও মুসাফিরের জন্য দু' রাক্'আত সলাত ফারয করা হয়েছে, তবে আহমাদ (রহঃ) মুসনাদে বৃদ্ধি করেছেন যে, 'মাগরিব ব্যতীত, কেননা তা তিন রাক্'আত'। অতঃপর নাবী মাদীনায় হিজরত করলে মুক্বীম অবস্থায় ফাজ্র (ও মাগরিব) ব্যতীত সকল সলাত চার রাক্'আত ফারয করা হলো।

আদ্ দাওলাবী (রহঃ) বলেন যে, মুক্বীম অবস্থায় যুহরের সলাত পূর্ণ আদায়ের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে নাবী -এর মাদীনায় হিজরাতের পরবর্তী মাসে, অর্থাৎ রবিউস্ সানী মাসের ১৭/১৮ তারিখ মঙ্গলবার। 'আয়নী (রহঃ) অনুরূপ কথা বলেছেন। সুহায়লী (রহঃ) বলেন যে, হিজরাতের এক বছর পর মুক্বীমের সলাত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সফরের সলাত প্রথম ফারযিয়্যাতের উপর দু' রাক্'আতই অবশিষ্ট রয়েছে, তবে বুখারীর বর্ণনায় (الْفَرِيضَةِ) শব্দটি নেই। সহীহ মুসলিমে জননী 'আয়িশাহ্ -এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন সলাত ফারয করেছেন তখন দু' রাক্'আত ফারয করেছেন। অতঃপর তা মুক্বীমের ক্ষেত্রে (চার রাক্'আতে) পূর্ণ করেছেন এবং সফরের সলাতপূর্ব ফারযের উপরই রেখেছেন, (অর্থাৎ দু' রাক্'আত)।

---

[৩৮৯] **সহীহ** : বুখারী ৩৯৩৫, ১০৯০, মুসলিমের ৬৮৫, মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৫১৭।

١٣٤٩ - [١٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسلم

১৩৪৯-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবী ﷺ-এর জবানিতে মুক্বীম অবস্থায় চার রাক্'আত আর সফরকালে দু' রাক্'আত সলাত ফারয করেছেন। (মুসলিম)[৩৯০]

ব্যাখ্যা : ভয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এক রাক্'আত সলাত ফারয করেছেন। এখানে দলীল হলো ভয়ের সলাত এক রাক্'আত আবশ্যক, যদি একের উপরই সংক্ষেপ করা হয়, অর্থাৎ শুধু এক রাক্'আত আদায় করলেই বৈধ হবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসের প্রতি একদল সালফ্ সালিহীনগণ 'আমাল করেছেন। তাদের মধ্য হাসান বাসরী, জিহাক, ইসহাক্ব, 'আত্বা, ত্বাউস, মুজাহিদ, হাকাম ইবনু 'উত্বাহ্, ক্বাতাদাহ্, সাওর প্রমুখ তাবি'ঈনগণ এবং সহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখগণ।

অপরদিকে ইমাম শাফি'ঈ, মালিক (রহঃ) ও জমহূর 'উলামাগণ, [তাদের মধ্য ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ (রহঃ)] বলেন যে, নিশ্চয় ভয়ের সলাত রাক্'আত সংখ্যার ক্ষেত্রে নিরাপদ সলাতের মতই। কারণ যদি মুক্বীমের সলাত চার রাক্'আত ওয়াজিব হয় এবং সফরে দু' রাক্'আত ওয়াজিব হয় তবে ভয়ের সলাত কোন অবস্থাতেই এক রাক্'আতের উপর সংক্ষিপ্ত করা (এক রাক্'আত আদায় করা) বৈধ নয়। তারা ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে এক রাক্'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইমামের সাথে এক রাক্'আত আদায় করতে হবে, আর অন্য এক রাক্'আত একাকী আদায় করে নিতে হবে। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٥٠ - [١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: سَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৩৫০-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফরের অবস্থায় সলাত দু' রাক্'আত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর এ দু' রাক্'আতই হলো (সফরের) পূর্ণ সলাত, ক্বস্‌র নয়। আর সফরে বিত্‌রের সলাত আদায় করা সুন্নাত। (ইবনু মাজাহ)[৩৯১]

ব্যাখ্যা : "সাওয়াবের ক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণ হয়।" অথবা উদ্দেশ্য হলো : নিশ্চয় দু' রাক্'আত সলাতই সফরের জন্য শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, তা পূর্ণ ফারযিয়্যাত এবং মৌলিক ফারয থেকে অসম্পূর্ণ নয়। কাজেই আয়াতে কারীমায় ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ উল্লেখিত মুত্বলাক্ব ক্বস্‌রটি মাজায বা রূপক অর্থে।

١٣٥١ - [١٩] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِي الصَّلَاةِ فِي مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ والطائف وَفِي مثل مَا يَكُوْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ مَالِكٌ: وَذٰلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ

---

[৩৯০] **সহীহ :** মুসলিম ৬৮৭, নাসায়ী ১৫৩২, আহমাদ ২২৯৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০৪, ১৩৪৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০২১।

[৩৯১] **খুবই দুর্বল :** ইবনু মাজাহ্ ১১৯৪। কারণ এর সানাদে জাবির আল জু'ফী একজন দুর্বল রাবী।

১৩৫১-[১৯] ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস মাক্কাহ্ ও ত্বায়িফ, মাক্কাহ্ ও 'উসফান, মাক্কাহ্ ও জিদ্দার দূরত্বের মাঝে ক্বস্রের সলাত আদায় করতেন। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, এসবের দূরত্ব ছিল চার বারীদ অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল। (মুয়াত্ত্বা)[৩৯২]

ব্যাখ্যা : (أَرْبَعَةُ بُرُدٍ) এখানে بُرُدٍ শব্দটি بَرِيْدٌ-এর বহুবচন। আর প্রত্যেক بَرِيْدٌ সমান চার ফারসাখ। আর প্রত্যেক ফারসাখ সমান তিন মাইল, অর্থাৎ ৪৮ মাইল। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, এটাই সলাত ক্বস্র করার ক্ষেত্রে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় মত। এ ব্যাপারে 'উলামাগণের মত-পার্থক্যসহ আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রাধান্যযোগ্য মতও নির্দেশ করা হয়েছে।

ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, ইবনু 'উমার মাদীনায় জাতুন নাসাবে গমন করে সলাত ক্বস্র করলেন।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, মাদীনাহ্ ও জাতুন নাসাব-এর দূরত্ব চার বারীদ বা ৪৮ মাইল। (মহান আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٥٢ -[٢٠] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৩৫২-[২০] বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আঠারোটি সফরে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলাম, এ সময় আমি তাঁকে সূর্য ঢলে পড়ার পরে আর যুহরের সলাতের আগে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা ছেড়ে দিতে কখনো দেখেনি। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব।)[৩৯৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি তাদের জন্য দলীল, যারা সফরেও নিয়মিত সুন্নাত বৈধ মনে করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

١٣٥٣ -[٢١] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

১৩৫৩-[২১] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার তাঁর পুত্র 'উবায়দুল্লাহকে সফর অবস্থায় নাফ্ল সলাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁকে তা করতে নিষেধ করতেন না। (মালিক)[৩৯৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টত জটিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, পূর্বে হাফস্ ইবনু 'আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, সফরে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাফ্ল সলাতের প্রতি অনীহা সংক্রান্ত হাদীস অতিবাহিত হয়েছে।

---

[৩৯২] য'ঈফ : মুয়াত্ত্বা ৪৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৩৯৫।

[৩৯৩] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ১২২২, আত্ তিরমিযী ৫৫০, আহমাদ ১৮৫৮৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ১২৫৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১৮৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৩৪, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১২০৯। কারণ এর সানাদে আবূ বুসরা একজন অপরিচিত রাবী। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, তিনি অপরিচিত, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, তিনি অপরিচিত, তার কাছ থেকে শুধুমাত্র সফ্ওয়ান ইবনু সুলায়ম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৩৯৪] য'ঈফ : মুয়াত্ত্বা মালিক ৫১২। কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

সমাধানে বলা যায় যে, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে নিয়মিত সুন্নাত (দৈনিক ১২ রাক্'আত সুন্নাত) ও মুত্বলাক্ব বা সাধারণ নাফ্ল যেমন তাহাজ্জুদ, বিত্র এবং সলাতুয্ যুহা ইত্যাদির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং পূর্বে আলোচিত হাদীসে তার অনীহা দ্বারা প্রথমটি (নিয়মিত সুন্নাত) উদ্দেশ্য এবং এ হাদীসে তার নীরবতা দ্বারা দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ, বিত্র, যুহা ও অন্যান্য সলাত) উদ্দেশ্য। অতএব সম্ভবত ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্র 'উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়মিত দৈনিক ১২ রাক্'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য নাফ্ল সলাত আদায় করতে দেখেছেন বিধায় তিনি নীরব ছিলেন। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

(٤٢) بَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়-৪২ : জুমু'আর সলাত

এখানে بَابُ الْجُمُعَةِ (জুমু'আহ্ অধ্যায়) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুমু'আর দিনের ফাযীলাত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, الْجُمُعَةِ শব্দের ج এবং م বর্ণদ্বয়ে পেশ যোগে পড়া যাবে এবং م এ সাকিন এবং যবর যোগেও পড়া যাবে। এ দিনে মানুষ সলাত আদায়ের জন্য একত্রিত হয় বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে (يَوْمُ الْجُمُعَةِ) বা একত্রিত হওয়ার দিন। আর জাহিলী যামানায় জুমু'আর দিনকে বলা হত "আরুবাহ্"।

ইবনু হায্ম (রহঃ) বলেন : (يَوْمُ الْجُمُعَةِ) জুমু'আর দিনটা ইসলামী নাম, এটি জাহিলীতে ছিল না। নিশ্চয় জাহিলী যুগে এর নাম ছিল "আরবাহ্"। ইসলামী যুগে লোকজন এ দিনে সলাতে একত্রিত হওয়ার কারণে الْجُمُعَةِ (আল জুমু'আহ্) বলে নামকরণ করা হয়। এরই সমর্থনে 'আব্দ ইবনু হুমায়দ তাঁর তাফসীরে ইবনু সীরীন থেকে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণনা করেছেন সে ঘটনা, যাতে আস্'আদ ইবনু যুরারার সাথে আনসারগণ একত্রিত হয়েছিল। আর তারা জুমু'আর দিনকে "আরুবাহ্" বলত, অতঃপর তিনি তাদের সাথে সলাত আদায় করলেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করলেন। অতঃপর তারা যখন এ দিনে জমায়েত হয়েছিল তখন এ দিনের নামকরণ করল "জুমু'আর দিন"। কেউ বলেছেন, এ দিনে সকল সৃষ্টিকুলকে একত্রিত করা হবে বিধায় এ দিনের নাম الْجُمُعَةِ (আল জুমু'আহ্) রাখা হয়েছে। কেউ বলেছেন এ দিনে আদাম আলায়হিস সালাম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনে একত্রিত করা হয়েছে বিধায় এর নাম الْجُمُعَةِ (আল জুমু'আহ্) রাখা হয়েছে। যেমন- এ মতের সমর্থনে সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ্ সংকলন করেছেন এবং আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণিত এর সমর্থনে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণনা রয়েছে এবং হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) এ মতকে অধিক বিশুদ্ধ বলেছেন।

কেউ বলেছেন : যেহেতু এ দিনে কা'ব ইবনু লুয়াই তার ক্বওমের লোকদেরকে একত্রিত করত ও হারাম মাসগুলোর সম্মান রক্ষার নির্দেশ দিত বিধায় এর নাম الْجُمُعَةِ (আল জুমু'আহ্) রাখা হয়েছে।

যা হোক ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ) তার "আল হুদা" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০২-১১৮ পৃষ্ঠায় জুমু'আর দিনের ৩৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যার কতক হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٥٤ -[١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِم يَعْنِيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوْا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اَلْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ». وَذَكَرَ نَحْوَهٗ إِلٰى اٰخِرِهٖ

১৩৫৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আমরা দুনিয়ার শেষের দিকে এসেছি। তবে ক্বিয়ামাতের দিন মর্যাদার দিক থেকে আমরা সবার আগে থাকব। তাছাড়া ইয়াহূদী নাসারাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। অতঃপর এ 'জুমু'আর দিন' তাদের উপর ফার্‌য করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ নিয়ে মতভেদ করলে আল্লাহ তা'আলা ওই দিনটির ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন। এ লোকেরা আমাদের অনুসরণকারী। ইয়াহূদীরা আগামীকালকে অর্থাৎ 'শনিবারকে' গ্রহণ করেছে। আর নাসারারা গ্রহণ করেছে পরশুকে অর্থাৎ 'রবিবারকে'। (বুখারী, মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে সেই আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আমরাই (পরবর্তীরাই) প্রথম হব। অর্থাৎ যারা জান্নাতে গমন করবে তাদের মধ্যে আমরা প্রথম হব। অতঃপর (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর) পার্থক্য এই যে, বাক্য হতে শেষ পর্যন্ত পূর্ববৎ বর্ণনা করেন।[৩৯৫]

ব্যাখ্যা : হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, আমরা যামানাগত দিক সর্বশেষ এবং ক্বিয়ামাতে মর্যাদার দিক দিয়ে আমরাই প্রথম। এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো : এ উম্মাতগণ দুনিয়াতে তাদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে অতীতের সকল উম্মাতের শেষে, কিন্তু আখিরাতে সবার অগ্রবর্তী হবে। কারণ সর্বপ্রথম যারা হাশ্‌র, হিসাব, বিচার এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে তারাই হলো এ উম্মাত বা নাবী (ﷺ)-এর উম্মাত। আর সে দিনটি হলো জুমু'আর দিন। (يومهم الَّذِي فرض) ইবনু হাজার বলেন এখানে يوم দ্বারা (يوم الجمعة) বা জুমু'আর দিন উদ্দেশ্য আর فرض দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ দিনের সম্মান, যেমন সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরবর্তীদের জুমু'আর দিন থেকে পথভ্রষ্ট করেছেন।"

আল্লামা ক্বাসত্বালানী (রহঃ) বলেন : আবূ হাতিম (রহঃ) সানাদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ ইয়াহূদীদের ওপর জুমু'আহ্ (শুক্রবারে) ফার্‌য করলেন অতঃপর তারা তা অস্বীকার করল এবং তারা বলল,

---

[৩৯৫] **সহীহ :** বুখারী ৮৭৬, ৩৪৪৬, মুসলিম ৮৫৫, আহমাদ ৭৭০৭, দারিমী ১৫৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৪৫, সহীহ আল জামি' ৬৭৫২।

হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা তো শনিবারে কিছুই সৃষ্টি করেননি কাজেই সে দিনটি আমাদের নির্ধারণ করে দাও। অতঃপর তিনি তাদের ওপর তা নির্ধারণ করলেন।

কুসত্বালানী (রহঃ) বলেন : তাদের ওপর জুমু'আর দিন নির্ধারণ হওয়ার পর এবং উক্ত দিবসের সম্মান করার নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার পর তারা তা পরিত্যাগ করল এবং তারা তাদের ক্বিয়াসকেই প্রাধান্য দিলো। অতঃপর তারা শনিবারকে সম্মান করা শুরু করল, এ দিনে (শনিবার) সৃষ্টি থেকে অবসর গ্রহণের কারণে এবং তারা (ইয়াহূদীরা) ধারণা করল যে, এ দিন বড় ফাযীলাতের দিন, এ দিনকে সম্মান করা তাদের ওপর ওয়াজিব এবং তারা বলে যে, এ দিনে আমরা 'আমালের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করি ও 'ইবাদাতে ব্যস্ত থাকি। আর নাসারাগণ রবিবারের দিনকে সম্মান করত, কারণ এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করেছেন, কাজেই (তাদের যুক্তি) এ দিন সম্মানের সর্বাধিক হাক্বদার।

এ দিনের (জুমু'আর দিন শুক্রবার) সম্মানের ক্ষেত্রে ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের পথ দেখিয়েছে যেমন- 'আবদুর রায্যাক্ব (রহঃ) বিশুদ্ধ সানাদে ইবনু সীরীন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, মাদীনাহ্বাসীগণ একত্রিত হলেন নাবী ﷺ-এর মাদীনায় আগমন ও জুমু'আর দিন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। অতঃপর আনসারগণ বললেন যে, ইয়াহূদীদের একটি দিন রয়েছে প্রতি সপ্তাহে তারা সেদিনে একত্রিত হয় এবং নাসারাদেরও অনুরূপ দিন রয়েছে, তবে আমরা কি একটি দিন নির্ধারণ করতে পারি না? যেদিনে আমরা একত্রিত হব, আল্লাহর যিক্র করব, সলাত আদায় করব ও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। অতঃপর তারা 'আরুবাহ্ দিবস গ্রহণ করল এবং এ দিনে তারা আস্'আদ ইবনু যুরারাহ্ (রাঃ)-এর নিকট একত্রিত হলে তিনি তাদের সাথে উক্ত দিনে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "জুমু'আর দিনে যখন ডাকা হবে তখন তোমরা আল্লাহর ডাকে দ্রুত সাড়া দাও..... ।" (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ৯)

١٣٥٥ -[٢] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي اٰخِرِ الْحَدِيثِ: «نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ».

১৩৫৫-[২] মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে আবূ হুরায়রাহ্ ও হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দু'জনই বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের শেষ দিকে বলেছেন : দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে আমরা সকলের পেছনে। কিন্তু ক্বিয়ামাতের দিন আমরা সকলের আগে থাকব। সকলের আগে আমাদের হিসাব নেয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হবে।[৩৯৬]

ব্যাখ্যা : (الْمَقْضِي لَهُم قَبْلَ الْخَلَائِقِ) এ বাক্যটি الْاٰخِرُوْنَ-এর সিফাত অর্থাৎ প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাদের ফায়সালা সবার আগেই করা হবে।

এ বর্ণনাটি নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٦ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ لَا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৩৯৬] **সহীহ :** মুসলিম ৮৫৬, ইবনু মাজাহ্ ১০৮৩।

১৩৫৬-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। এ দিনে আদাম 'আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে (দুনিয়ায় পাঠিয়ে) দেয়া হয়েছে। আর ক্বিয়ামাতও এ জুমু'আর দিনেই ক্বায়িম হবে। (মুসলিম)[৩৯৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে (خَيْرُ) শব্দটি আধিক্য অর্থের জন্য ব্যবহার হয়েছে, অর্থ হলো নিশ্চয় জুমু'আর দিনটি, প্রতিটি দিন (যাতে সূর্য উদিত হয়) অপেক্ষা উত্তম।

(يَوْمُ الْجُمُعَةِ) দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো নিশ্চয় দিনগুলোর শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমু'আর দিন (শুক্রবার)। অতএব তা 'আরাফার দিনের চেয়েও উত্তম। তবে ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) এর বিরোধিতা করেছেন এবং সহীহ ইবনু হিব্বানে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত মারফূ' হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট 'আরাফার দিন অপেক্ষা উত্তম দিন আর নেই।

এ বৈপরীত্যের সমাধানে আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) বলেন : জুমু'আর দিনের শ্রেষ্ঠত্বটা সপ্তাহের দিনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত, আর 'আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠত্বটা বছরের দিনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। তবে জুমু'আর দিনের শ্রেষ্ঠত্বের হাদীস অধিক বিশুদ্ধ।

(فِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ) এখানে দলীল হলো যে, আদাম 'আলায়হিস্ সালাম-কে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং বাহিরে সৃষ্টি করার পর তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, তাঁর সৃষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশ এক দিনে হয়েছে। সুতরাং হয়ত বা তাকে এক জুমু'আয় সৃষ্টি করা হয়েছে ও অন্য জুমু'আয় জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। তাকে বের করার বিষয়টাও অনুরূপ হতে পারে।

ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন যে, যদি তার সৃষ্টি ও জান্নাত থেকে বের করাটা একই দিনে হয় তবে বলব যে, দিন হলো ৬টি; যেমন আজকে পৃথিবীর দিন। সুতরাং দুনিয়ার কয়েকটি দিন তিনি (আদাম 'আলায়হিস্ সালাম) জান্নাতে অবস্থান করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যদি তাকে বের করাটা সৃষ্টির দিন ছাড়া অন্যদিন হয় তবে বলব যে, নিশ্চয় প্রতিটি দিন হাজার বছরের সমান যেমন ইবনু 'আব্বাস, যাহ্হাক (রাঃ) বলেছেন এবং ইবনু জারীর তা পছন্দ করেছেন এবং এখানে তিনি লম্বা সময় বা দীর্ঘকাল উদ্দেশ্য নিয়েছেন। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٥٧-[٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

১৩৫৭-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, সে মুহূর্তটি যদি কোন মু'মিন বান্দা পায় আর আল্লাহ্র নিকট কোন কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। মুসলিম; অন্য এক বর্ণনায় ইমাম মুসলিম এ শব্দগুলোও নকল করেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সে সময়টা খুবই ক্ষণিক হয়। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এ শব্দগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : নিঃসন্দেহে জুমু'আর দিনে এমন একটি ক্ষণ আসে যে ক্ষণে

---

[৩৯৭] **সহীহ** : মুসলিম ৮৫৪, আত্ তিরমিযী ৪৮৮, আহমাদ ৯৪০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০০৪, সহীহ আত্ তারগীব ৬৯৫, সহীহ আল জামি' ৩৩৩৩।

যদি কোন মু'মিন বান্দা সলাতের জন্য দাঁড়াতে পারে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণের জন্য দু'আ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সে কল্যাণ দান করেন।[৩৯৮]

ব্যাখ্যা : জুমু'আর দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ে যার চাওয়াটা উক্ত সময়ানুযায়ী হবে, খাস করে ওই মুসলিমকে কল্যাণ দান করা হবে। তার প্রার্থনা অনুযায়ী এবং তা শীঘ্রই কিংবা বিলম্বে দেয়া হতে পারে। যেমন- আবূ লুবাবাহ্ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, যতক্ষণ হারাম বস্তু না চাইবে। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যতক্ষণ পাপের বিষয় অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কের ছিন্নতা না চাইবে, ততক্ষণ তার চাওয়া অনুযায়ী দেয়া হবে।

(وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ) অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ও মহত্ত্বপূর্ণ সময়। তাদের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী হাত দ্বারা ইশারা করলেন যেন সেটা অতি সামান্য সময়। প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, এ আবশ্যকীয় সময় নির্ধারণে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তার পরবর্তী সহাবী, তাবি'ঈ ও তাদের পরবর্তীদের মাঝেও মতপার্থক্য রয়েছে এবং তা ৪০-এরও অধিক, হাফিয আসক্বালানী তার মধ্য হতে দু'টি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন : কোন সন্দেহ নেই যে, আমি উল্লেখিত মতামতগুলো থেকে আবূ মূসা-এর হাদীসকেই প্রাধান্য দেই, অর্থাৎ ইমামের মিম্বারে বসা থেকে সলাত শেষ করা পর্যন্ত সময়টুকু এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম-এর হাদীস তিনি আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণিত হাদীস উদ্দেশ্য করেছেন। আর তা হলো "নিশ্চয় সেটার শেষ সময় হলো জুমু'আর দিনের 'আস্‌র পর পর্যন্ত।" আল্লামা ত্ববারানী (রহঃ) বলেন : অধিক বিশুদ্ধ হাদীস হলো আবূ মূসা বর্ণিত হাদীস। আর অধিক প্রসিদ্ধ মত হলো 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম-এর মত। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٥٨ ـ[٥] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسٰى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلٰى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৫৮-[৫] আবূ বুরদাহ্ ইবনু আবূ মূসা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি রসূলুল্লাহ-কে জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের সময় সম্পর্কে বলতে শুনেছেন : সে সময়টা হলো ইমামের মিম্বারের উপর বসার পর সলাত পড়াবার আগের মধ্যবর্তী সময়টুকু। (মুসলিম)[৩৯৯]

ব্যাখ্যা : আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসে ইমামের বসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খুতবার জন্য মিম্বারে আরোহণ করা। আর আলোচ্য সংক্ষিপ্ত মহামূল্যবান সময়টা খুতবার জন্য ইমামের মিম্বারে আরোহণ করা থেকে সলাত শেষ হওয়ার মাঝামাঝি সময়, তবে এর দ্বারা পূর্ণ এ সময় উদ্দেশ্য নয়। বরং তা নাবী-এর কথার আলোকেই যে স্বল্প সময়ের কথা অতিবাহিত হয়েছে তাই, আর তা হলো অতি সামান্য সময়। এখানে সময়টা উল্লেখ করার দ্বারা উপকারিতা হলো নিশ্চয় সেটা আলোচ্য সময়ের মধ্য সীমাবদ্ধ থাকবে। সেটার শুরু হবে খুতবার শুরু থেকে এবং সেটার শেষ হবে সলাতের শেষ পর্যন্ত।

(অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যেই উক্ত সংক্ষিপ্ত সময়টুকু অতিবাহিত হবে।)

---

[৩৯৮] **সহীহ :** বুখারী ৫২৯৪, মুসলিম ৮৫২, আত্ তিরমিযী ৪৯১, নাসায়ী ১৪৩১, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৫৫৭২, আহমাদ ৭১৫১, ৯৮৯২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৩৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৮, শু'আবুল ঈমান ২৭১১, সহীহ আত্ তারগীব ৭০০, সহীহ আল জামে ২১২০।

[৩৯৯] **সহীহ :** মুসলিম ৮৫৩, আবূ দাউদ ১০৪৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৩৯, দা'ওয়াতুল কাবীর ৫২৩, সুনানুল বায়হাক্বী ৫৯৯৯, শু'আবুল ঈমান ২৭২৯, রিয়াযুস সালিহীন ১১৬৪, তবে শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদসিটিকে শায বলে এটি আবূ মূসা (রা)-এর পর্যন্ত মাওকূফ হওয়াকে সহীহ বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٥٩ -[٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهٗ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهٗ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهٗ أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا من دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وفيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ يسأَل اللّٰهَ شَيْئًا إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاهَا. قَالَ كَعْبٌ: ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. فَقُلْتُ: بَلْ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ. فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهٗ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْب وَمَا حَدَّثْتُهٗ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهٗ: قَالَ كَعْب: ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ. فَقُلْتُ لَهٗ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ. فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَقلت لَهٗ: فَأَخْبِرْنِيْ بِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ اٰخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ اٰخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّيْ فِيهَا؟» فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتّٰى يُصَلِّيَ؟» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بلٰى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوٰى أَحْمَدُ إِلٰى قَوْلِهٖ: صَدَقَ كَعْبٌ

১৩৫৯-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তূর (বর্তমান ফিলিস্তীনের সিনাই) পর্বতের দিকে গেলাম। সেখানে কা'ব আহবার-এর সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি তার কাছে বসে গেলাম। তিনি আমাকে তাওরাতের কিছু কথা বলতে লাগলেন। আমি তার সামনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিছু হাদীস বর্ণনা করলাম। আমি যেসব হাদীস বর্ণনা করলাম তার একটি হলো, আমি তাঁকে বললাম, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যেসব দিনে সূর্য উদিত হয় তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। জুমু'আর দিনে আদামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই দিন তাঁকে জান্নাত থেকে জমিনে বের করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর তাওবাহ্ কবূল করা হয়। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ দিনেই ক্বিয়ামাত হবে। আর জিন্ ইনসান ছাড়া এমন কোন চতুষ্পদ জন্তু নেই যারা এ জুমু'আর দিনে সূর্য উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত ক্বিয়ামাত হবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে। জুমু'আর দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে, যে সময় যদি কোন মুসলিম সলাত আদায় করে এবং আল্লাহ্র নিকট কিছু চায়, আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দান করেন। কা'ব আহবার এ কথা শুনে বললেন, এ রকম দিন বা সময় বছরে একবার আসে। আমি বললাম, বরং প্রতিটি জুমু'আর দিনে আসে।

তখন কা'ব তাওরাত পাঠ করতে লাগলেন, এরপর বললেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন।" আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেখা করলাম। অতঃপর কা'ব-এর কাছে আমি যে হাদীসের উল্লেখ করেছি তা তাঁকেও বললাম। এরপর আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ কথাও বললাম যে, কা'ব বলছেন, 'এ দিন' বছরে একবারই আসে। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "কা'ব ভুল কথা বলেছে।" তারপর আমি বললাম, কিন্তু কা'ব এরপর তাওরাত পড়ে বলেছে যে, এ সময়টা প্রত্যেক জুমু'আর দিনই আসে। ইবনু সালাম বললেন, কা'ব এ কথা ঠিক বলেছে। এরপর বলতে লাগলেন, আমি জানি সে কোন সময়? আবূ হুরায়রাহ্ বলেন, আমি বললাম, পুনরায় আমাকে বলুন। গোপন করবেন না। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, সেটা জুমু'আর দিনের শেষ প্রহর কি করে হয়, যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মু'মিন বান্দা এ ক্ষণটি পাবে ও সে এ সময়ে সলাত আদায় করে থাকে.....? (আর আপনি বলছেন সে সময়টি জুমু'আর দিনের শেষ প্রহর। সে সময় তো সলাত আদায় করা হয় না। সেটা মাকরূহ সময়)। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, (এটা তো সত্য কথা কিন্তু) এটা কি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয় যে, যে ব্যক্তি সলাতের অপেক্ষায় নিজের স্থানে বসে থাকে সে সলাত অবস্থায়ই আছে, আবার সলাত পড়া পর্যন্ত। আবূ হুরায়রাহ্ বলেন, আমি এ কথা শুনে বললাম, হ্যাঁ! রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছেন। 'আবদুল্লাহ বলেন, তাহলে সলাত অর্থ হলো, সলাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর দিনের শেষাংশে সলাতের জন্য বসে থাকা নিষেধ নয়। সে সময় যদি কেউ দু'আ করে, তা কবূল হবে। (মালিক, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইমাম আহ্‌মাদও এ বর্ণনাটি صَدَقَ كَعْبٌ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[৪০০]

ব্যাখ্যা : আত্ তিরমিযীর শব্দে রয়েছে যে, সেটা 'আস্‌রের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনু জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নিশ্চয় সেটা জুমু'আর দিন 'আস্‌র পর সেটার শেষ সময়। আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও হাকিম (রহঃ) হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মারফূ'ভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, তোমরা জুমু'আর দিনের উক্ত সময়টি অনুসন্ধান করো 'আস্‌রের পর শেষ সময়ে। আহমাদের ২য় খণ্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায় আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত রয়েছে যে, জুমু'আর দিনে একটি সংক্ষিপ্ত সময় রয়েছে যা চাওয়াটা সে অনুযায়ী হবে তাকে চাওয়া অনুযায়ী দেয়া হবে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, তা হলো 'আস্‌র পর।

١٣٦٠ - [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجٰى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلٰى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৩৬০-[৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন দু'আ কবূল হবার সময়টির আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন 'আস্‌রের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় খোঁজে। (তিরমিযী)[৪০১]

ব্যাখ্যা : (بَعْدَ الْعَصْرِ إِلٰى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ) এটি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথাই সুদৃঢ় করছে, আর তা প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই উক্ত সময় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'আস্‌রের পর শেষ সময়।

আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, তোমরা তা 'আস্‌রের পর অনুসন্ধান করো।

---

[৪০০] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১০৪৬, আত্ তিরমিযী ৪৯১, নাসায়ী ১৪৩০, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৪, আহমাদ ১০৩০৩, ইবনু হিব্বান ২৭৭২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৩০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০০২, শু'আবুল ঈমান ২৭১৪।

[৪০১] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ৪৮৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৫৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ৭০১, সহীহ আল জামি' ১২৩৭।

١٣٦١ -[٨] وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: بَلِيْتَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

১৩৬১-[৮] আওস ইবনু আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জুমু'আর দিন হলো তোমাদের সর্বোত্তম দিন। এ দিনে আদামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনে তাঁর রূহ কবয করা হয়েছে। এ দিনে প্রথম শিঙ্গা ফুঁৎকার হবে। এ দিন দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁৎকার দেয়া হবে। কাজেই এ দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করবে। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হবে। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে। অথচ আপনার হাড়গুলো পচে গলে যাবে? বর্ণনাকারী বলেন, أَرَمْتَ (আরামৃতা) শব্দ দ্বারা সহাবীগণ بَلِيْتَ (বালীতা) অর্থ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার পবিত্র দেহ পঁচে গলে মাটিতে মিশে যাবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাটি তাদের দেহ নষ্ট করতে পারবে না)। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী ও বায়হাক্বী'র দা'ওয়াতুল কাবীর)[৪০২]

ব্যাখ্যা : (فِيْهِ النَّفْخَةُ) আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, এখানে النَّفْخَةُ বা ফুঁৎকার বলতে ইসরাফীল আলায়হিস সালাম-এর প্রথম ফুঁৎকার, সুতরাং নিশ্চয় সেটা ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার শুরু।

(وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ) অর্থাৎ চিৎকার এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই বিকট আওয়াজ যার কারণে মানুষ স্ব স্ব স্থানে মৃত্যুবরণ করবে এবং এটাই প্রথম ফুঁৎকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ﴾

"আর (ক্বিয়ামাত দিবসে) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ হতজ্ঞান হয়ে পড়বে; কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, (সে রক্ষা পাবে)।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৬৮)

আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ النَّفْخَةُ বা ফুঁৎকার দ্বারা ২য় ফুঁৎকার উদ্দেশ্য, আর الصَّعْقَةُ বা আওয়াজ দ্বারা প্রথম ফুঁৎকার উদ্দেশ্য। (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জমিনকে নাবীদের দেহ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

কারণ নাবীগণ তাদের ক্ববরে জীবিত রয়েছেন কিন্তু এ জীবন বলতে বারযাখী জীবন, দুনিয়ার দৃশ্যমান জীবন নয় এবং তা শাহীদদের জীবনের চেয়ে অধিক দৃঢ় ও পরিপূর্ণ জীবন এবং এ হাদীস প্রমাণ করে যে, জুমু'আর দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অধিক দরূদ পড়া শারী'আত সম্মত এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পরও তা তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়।

---

[৪০২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১০৪৭, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ্ ১০৮৫, ১৬৩৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৬৯৭, আহমাদ ১৬১৬২, দারিমী ১৬১৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৩৩, ইবনু হিব্বান ৯১০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০২৯, দা'ওয়াতুল কাবীর ৫২৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৩, ইরওয়া ৪, সহীহ আত্ তারগীব ৬৯৬, ১৬৭৪, সহীহ আল জামি' ২২১২।

١٣٦٢ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلٰى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهٗ وَلَا يَسْتَعِيْذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهٗ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَهُوَ يُضَعَّفُ

১৩৬২-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : (কুরআনে বর্ণিত) "ইয়াওমুল মাও'উদ" হলো ক্বিয়ামাতের দিন। 'ইয়াওমুল মাশ্‌হূদ' হলো 'আরাফাতের দিন। আর 'শাহিদ' হলো জুমু'আর দিন। যেসব দিনে সূর্য উদয় ও অস্ত যায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো "জুমু'আর দিন"। এ দিনে এমন একটি সময় আছে সে সময়টুকু যদি কোন মু'মিন বান্দা পেয়ে যায়, আর ওই সময়ে সে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে সে কল্যাণ প্রদান করবেন। যে জিনিস থেকে সে আশ্রয় চাইবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেবেন। [আহমাদ, তিরমিযী; তিনি (তিরমিযী) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ মূসা ইবনু 'উবায়দার সূত্র ছাড়া এ হাদীস জানা যায় না। আর মূসা মুহাদ্দিসীনের কাছে দুর্বল রাবী।][৪০৩]

ব্যাখ্যা : (اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ) অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ আল বুরূজ-এ উল্লেখ করেছেন, কেননা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অথবা তিনি উপস্থিতির পর জান্নাতুন না'ঈমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

উপস্থিতির দিন হলো 'আরাফার দিন। কেননা মু'মিনগণ তাতে উপস্থিত হয় এবং একত্রিত হয়। কারণ যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হয়। 'আরাফার দিনকে (اَلْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ) এবং জুমু'আর দিনকে (الشَّاهِدُ) নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষেরা 'আরাফার দিকে গমন করে এবং তাতে উপস্থিত হয় বিধায় তা اَلْمَشْهُوْدُ বা উপস্থিতকৃত। আর জুমু'আর ক্ষেত্রে তারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করে। আর জুমু'আর দিন তাদের নিকট আসে ও উপস্থিত হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, (اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ) দ্বারা ক্বিয়ামাত দিবস উদ্দেশ্য। তবে الشَّاهِدُ ও اَلْمَشْهُوْدُ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ ও প্রাধান্য মত হলো জমহূর সহাবী ও তাবি'ঈনগণ যে মত দিয়েছেন। (اَلْمَشْهُوْدُ হলো 'আরাফাহ্ যার الشَّاهِدُ হলো জুমু'আহ্)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٦٣ - [١٠] عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ اٰدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ اٰدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ اٰدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ

[৪০৩] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৩৩৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫৬৪, সহীহ আল জামি' ৮২০১।

يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৩৬৩-[১০] লুবাবাহ্ ইবনু 'আবদুল মুনযির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, "জুমু'আর দিন" সকল দিনের সর্দার, সব দিনের চেয়ে বড় ও আল্লাহ্র নিকট বড় মর্যাদাবান। এ দিনটি আল্লাহ্র কাছে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের চেয়ে অধিক উত্তম। এ দিনটির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) আল্লাহ তা'আলা এ দিনে আদামকে সৃষ্টি করেছেন। (২) এ দিনে তিনি আদামকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এ দিনেই আদাম মৃত্যুবরণ করেছেন। (৪) এ দিনে এমন একটা ক্ষণ আছে সে ক্ষণে বান্দারা আল্লাহ্র কাছে হারাম জিনিস ছাড়া আর যা কিছু চায় তা তিনি তাদেরকে দান করেন। (৫) এ দিনেই ক্বিয়ামাত হবে। আল্লাহ্র নিকটবর্তী মালাক (ফেরেশ্তা), আসমান, জমিন, বাতাস, পাহাড়, সাগর সবই এ জুমু'আর দিনকে ভয় করে। (ইবনু মাজাহ)[৪০৪]

ব্যাখ্যা : সকল প্রাণীই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আতঙ্কে ভীত অবস্থায় থাকবে। আর তারা সে ব্যাপারে অবগত, আর এটাও জানে যে, ক্বিয়ামাত জুমু'আর দিনেই সংঘটিত হবে, তবে তার মাঝে ও ক্বিয়ামাতের মাঝের ব্যবধান সম্পর্কে মাখলূক অবগত নয়। কিন্তু তারপরও উর্ধ্বতন মালায়িকাহ্ এ ভয় বা ক্বিয়ামাতের ভয় থেকে মুক্ত নয়।

١٣٦٤ -[١١] وَرَوٰى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ؟ قَالَ: «فِيهِ خَمْسُ خلال» وسَاق إلى آخر الحَدِيث

১৩৬৪-[১১] ইমাম আহমাদ সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ থেকে এভাবে নকল করেছেন যে, আনসারদের এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে জুমু'আর দিন সম্পর্কে বলুন। এতে কি আছে? তিনি (সাঃ) বলেন : এতে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (বাকী হাদীস বর্ণনা পূর্ববৎ)[৪০৫]

ব্যাখ্যা : (وَرَوٰى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ) মিরকাতসহ অন্যান্য গ্রন্থের মাতানেও অনুরূপ রয়েছে এবং কোন কোন নুসখাতে سعيد بن معاذ (সা'ঈদ ইবনু মু'আয) রয়েছে। তবে উভয় নুসখাতে ভুল রয়েছে, কারণ বর্ণনায় এমন কেউ নেই যার নাম سعيد بن معاذ (সা'ঈদ ইবনু মু'আয), আর এ হাদীসেও سَعْدِ بْنِ مُعَاذ (সা'দ ইবনু মু'আয) নামক কোন রাবী নেই। বরং সানাদে যিনি রয়েছেন, তিনি সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্। সুতরাং সঠিক হলো সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্। যেমন- মুসনাদে আহমাদ (৫ম খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা), মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ (২য় খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ), আত্ তারগীব (১ম খণ্ড, ২১৪ পৃঃ), ফাতহুল বারী (৪র্থ খণ্ড, ৫০৩ পৃঃ)-এ উল্লেখ রয়েছে। মুনযির (রহঃ) আবী লুবাবাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করার পর সানাদ সম্পর্কে বলেন, সুনান ইবনু মাজাহ্ ও আহমাদ-এ বর্ণিত রয়েছে এবং বায্যার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'উক্বায়ল (রহঃ)-এর সূত্রে সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস। আর অবশিষ্ট রাবীগুলো শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) ও প্রসিদ্ধ।

(مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ) আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন যে, এটি প্রমাণ করে যে, এ বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত মর্যাদাকর যা জুমু'আর দিনের ফাযীলাতকে আবশ্যক করে।.....

---

[৪০৪] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ১০৮৪, ইবনু শায়বাহ্ ৫৫১৬, সহীহ আল জামি' ২২৭৯।

[৪০৫] **য'ঈফ :** আহমাদ ২২৪৫৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩৭২৬।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে পাঁচ বৈশিষ্ট্য দ্বারা পাঁচে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইবনুল ক্বইয়্যম (রহঃ)-এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, يَوْمَ الْجُمُعَةِ বা জুমু'আর দিনের ৩৩টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

١٣٦٥ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيهَا الْبَطْشَةُ وَفِيْ آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৩৬৫-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : "জুমু'আর দিন" জুমু'আহ্ নাম কি কারণে রাখা হলো? তিনি বললেন, যেহেতু এ দিনে (১) তোমাদের পিতা আদামের মাটি একত্র করে খামির করা হয়েছে। (২) এ দিনে প্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। (৩) এ দিনে দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। (৪) এ দিনেই কঠিন পাকড়াও হবে। তাছাড়া (৫) এ দিনের শেষ তিন প্রহরে এমন একটি সময় আছে যে কেউ আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলে তা কবূল করা হয়। (আহমাদ)[৪০৬]

ব্যাখ্যা : (وَفِيهَا الصَّعْقَةُ) প্রথম চিৎকার বা আওয়াজ যাতে দুনিয়াবাসী সবাই মৃত্যুবরণ করবে। (وَالْبَعْثَةُ) এখানে بَا-তে যের ও যাবার উভয় পন্থায় পড়া যায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় ফুঁৎকার যাতে সমস্ত মৃত দেহ জীবিত হবে।

(وَفِيهَا الْبَطْشَةُ) অর্থাৎ ক্বিয়ামাত দিবসের শক্ত পাকড়াও। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর পর পূর্ণ জীবন ও হাশ্‌রের পরের পাকড়াও। আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন : সম্ভবত এ কথায় তার সমাধা হতে পারে যে, সেটার শেষে একটি সময় (في اخرها ساعة) এ কথাটি তার পূর্ববর্তী দু'টি সময়ের প্রতি যত্নমান হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে, তার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এবং এটার উপর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে, যা এ বিষয়ে প্রমাণিত হাদীসগুলোর সমর্থক তা হলো (بأنها آخر ساعة بعد العصر) নিশ্চয় সেটার সর্বশেষ সময় হলো 'আস্‌রের পর।

١٣٦٦ -[١٣] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৩৬৬-[১৩] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা জুমু'আর দিন আমার ওপর বেশী পরিমাণ করে দরূদ পড়ো। কেননা এ দিনটি হাজিরার দিন। এ দিনে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) হাজির হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করে তার দরূদ আমার কাছে পেশ করা হতে থাকে, যে পর্যন্ত সে এর থেকে অবসর না হয়। আবুদ্ দারদা বলেন, আমি বললাম,

---

[৪০৬] **য'ঈফ :** আহমাদ ৮১০২, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৩০। কারণ এর সানাদে ফারাজ ইবনু ফুযালাহ্ দুর্বল রাবী এবং 'আলী ইবনু আবী তুলহাহ্ আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। ফলে হাদীসটি মুনক্বতি'ও বটে।

মৃত্যুর পরও কি? তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা নাবীদের শরীর ভক্ষণ করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। অতএব নাবীরা ক্ববরে জীবিত এবং তাদেরকে রিয্‌ক্ব দেয়া হয়। (ইবনু মাজাহ্)[৪০৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে শার'ঈ বিধান রয়েছে যে, নাবী ﷺ-এর ওপর জুমু'আর দিনে বেশী বেশী দরূদ পড়া শারী'আত সম্মত এবং তা নাবী ﷺ-এর নিকট পৌছানো হয় এবং তিনি তাঁর ক্ববরে জীবিত রয়েছেন। অবশ্য 'উলামাদের একটি দল এটাই গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্য বায়হাক্বী ও সুয়ূতী (রহঃ) রয়েছেন, তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, নাবী ﷺ মৃত্যুর পরও জীবিত রয়েছেন। এমনকি তিনি (ﷺ) উম্মাতের আনুগত্যে আনন্দিত হন। কিন্তু আমাদের (জমহূর 'উলামাহ্, মুহাদ্দিসগণ, চার ইমামগণসহ সকলেই) নিকট তাঁর (ﷺ) জীবিত থাকাটা হায়াতে বারযাখিয়্যাহ্ বা বারযাখী জীবন, এটি দৃশ্যমান দুনিয়ার জীবন নয়। কেননা তাঁর (ﷺ) আত্মা ইল্লীয়্যিনে সুউচ্চ-সুমহান বন্ধুর নিকট রয়েছে এবং তাঁর (ﷺ) দেহ মুবারাকের সাথে অতীবও পবিত্রতার সম্পৃক্ততা শাহীদ ব্যক্তির দেহের সাথে আত্মার সম্পৃক্ততার তুলনায় অধিক মজবুত-দৃঢ় উন্নত। সহীহ হাদীসগুলোতে যা রয়েছে তা ব্যতীত দুনিয়ার জীবনের কোন হুকুম তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়।

١٣٦٧ - [١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

১৩৬৭-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন মুসলিম জুমু'আর দিন অথবা জুমু'আর রাতে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ববরের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (আহমাদ, তিরমিযী; তিনি [ইমাম তিরমিযী] বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সানাদ মুত্তাসিল নয়।)[৪০৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে আবূ নু'আয়ম তাঁর হুল্‌ইয়াহ্ গ্রন্থে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন কিংবা রাতে মারা যাবে তাকে ক্ববরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে এবং সে ক্বিয়ামাতের দিন শাহীদি ঝাণ্ডা নিয়ে আসবে। হুমায়দী (রহঃ) তার তারগিব গ্রন্থে আইয়্যাস ইবনু বাকির হতে বর্ণনা করেছেন যে,

যে জুমু'আর দিনে মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য শাহীদের সাওয়াব লেখা হবে এবং ক্ববরের ফিতনাহ্ থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। ইবনু ক্বইয়্যুম জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'উমার ইবনু মূসা আল ওয়াজিহী এটি এককভাবে বর্ণনা করেছে, "সে য'ঈফ"।

١٣٦٨ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ [المائدة ٥ : ٣] الْآيَةَ. وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

[৪০৭] **হাসান লিগায়রিহী :** ইবনু মাজাহ্ ১৬৩৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৭২।

[৪০৮] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ১০৭৪, আহমাদ ৬৫৮২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৬২। তবে আহমাদের সানাদটি দুর্বল।

১৩৬৮-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন-বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার সকল নি'আমাত পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩)। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ইয়াহূদী বসা ছিল। সে ইবনু 'আব্বাসকে বলল, যদি এ আয়াত আমাদের ওপর নাযিল হত তাহলে আমরা এ দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে খুশীর উদযাপন করতাম। ইবনু 'আব্বাস বললেন, এ আয়াতটি দু'ঈদের দিন, বিদায় হাজ্জ ও 'আরাফার জুমু'আর দিন নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব)[৪০৯]

ব্যাখ্যা : ﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ অর্থাৎ "আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম" এর অর্থ হলো হালাল-হারাম জানার ব্যাপারে এবং 'আক্বাইদের নীতিমালা, ক্বিয়াসের নিয়ম-কানুন এবং ইজতিহাদের মৌলিক নীতিমালা জানার ক্ষেত্রে যার দিকে মুসলিম মাত্র সকলেই মুখাপেক্ষী হবে। কেউ বলেছেন, সেটার বিধি-বিধানগুলো, ফার্‌যগুলো ও শার'ঈ নীতিমালা– সেটার পর আর হালাল-হারাম অবতীর্ণ হবে না।

এখানে (الْاٰيَةَ) আয়াত বলতে আল্লাহ তা'আলার কথা ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ অর্থাৎ হিদায়াত ও তাওফীক বা সক্ষমতা, অথবা দিনের পরিপূর্ণতা, অথবা মাক্কাহ্ বিজয় ও তাতে নিরাপদে প্রবেশ করা। কেউ বলেছেন, তোমাদের দুনিয়াবী সকল বিষয়। ﴿ورضيت﴾ অর্থাৎ আমি নির্বাচিত করেছি, ﴿لكم الإسلام ديناً﴾ বাক্যটি حال বা অবস্থাবাচক, অর্থাৎ সকল দীনের মাঝে সেটাকে তোমাদের জন্য নির্বাচিত করেছি এবং ঘোষণা দিয়েছি যে, সেটাই একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ইয়াহূদী লোক হলো কা'ব আল আহবার। সেটাই মুসাদ্দাদ তার মুসনাদে, তাবারী তাঁর তাফসীরে, ত্ববারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(فِي يوم جمعة يوم عرفة) মিশকাতের অন্য নুসখা ও আত্ তিরমিযীতে রয়েছে– (فِي يوم جمعة) অর্থাৎ আলিফ-লাম যোগে, এটি পূর্ববর্তী বাক্যের বদল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে কারীমা এমন দিনে অবতীর্ণ করেছেন, যা আমাদের নিজের জন্য ঈদ না হলেও তা মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের নিকট ঈদ। কেননা তা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিল হয়েছে জুমু'আর দিন 'আরাফায়। তাবারীতে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে,

(فِي يوم جمعة يوم عرفة) অর্থাৎ তা নাযিল হয়েছে জুমু'আর দিন 'আরাফায়। *"আল হাম্‌দুলিল্লা-হ"* উভয়টি আমাদের জন্য ঈদ। ত্ববারানীতে রয়েছে يَوْم عيدين "উভয়টি আমাদের জন্য ঈদ"। আলোচ্য হাদীসটি জুমু'আর দিনের শ্রেষ্ঠত্বের দলীল, কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নাবী এবং মু'মিনদেরকে সংবাদ দিলেন নিশ্চয় তিনি তাদের জন্য দীন পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং তারা এর অতিরিক্ত কোন বিষয়ের মুখাপেক্ষী হবে না, সুতরাং দীন তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ এবং নি'আমাত পরিপূর্ণ। আর যেদিনে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তার জন্য তো মহান শ্রেষ্ঠত্ব থাকবেই।

١٣٦٩ -[١٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ» قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَغَرُّ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

---

[৪০৯] **সহীহুল ইসনাদ :** আত্ তিরমিযী ৩০৪৪।

১৩৬৯-[১৬] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজব মাস আসলে এ দু'আ পড়তেন, "হে আল্লাহ! রজব ও শা'বান মাসের ('ইবাদাতে) আমাদেরকে বারাকাত দান করো। আর আমাদেরকে রমাযান মাস পর্যন্ত পৌছাও। বর্ণনাকারী আনাস আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, "জুমু'আর রাত আলোকিত রাত। জুমু'আর দিন আলোকিত দিন।" (বায়হাক্বী'র দা'ওয়াতুল কাবীর)[৪১০]

ব্যাখ্যা : (إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ) অর্থাৎ এখানে রজব বলতে সে মাস যা হারাম মাসগুলোর একটি। কেউ বলেছেন, এটি গায়র মুন সারিফ। (اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا.....) অর্থাৎ আমাদের আনুগত্যে ও 'ইবাদাতে, বারাকাত দান করুন। এ দু' মাসে বেশী বেশী 'আমালুস্ সালিহ করার তাওফীক্ব দান করুন। পূর্ণ রমাযানকে পাইয়ে দিন এবং তাতে সিয়াম ও ক্বিয়ামের সক্ষমতা দান করুন।

(٤٣) بَابُ وُجُوْبِهَا

অধ্যায়-৪৩ : জুমু'আর সলাত ফারয

بَابُ وُجُوْبِهَا একাধিক হাদীস জুমু'আর সলাতের আবশ্যকতার উপর ও তার ফারযিয়্যাতের উপর প্রমাণ করে। শারহে আস্ সুন্নাহয় রয়েছে যে, অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট জুমু'আর সলাত ফারযে আইনের একটি। কেউ বলেছেন, সেটা ফারযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল হাম্মাম (রহঃ) বলেন, জুমু'আর সলাত ফারয যা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা নির্দেশিত এবং আমার সাথীবর্গ মনে করেন যে, নিশ্চয় সেটা ফারয যা যুহরের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা অস্বীকারকারী কাফির।

জুমু'আর ফারযে আইন এ ব্যাপারে 'উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে এবং যে একে ফারযে কিফায়াহ্ বলেছে তাকে তারা ভ্রান্ত বলেছেন। আল্লামা ইরাকী (রহঃ) বলেন যে, ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবে ঐকমত্য রয়েছে যে, জুমু'আহ্ ফারযে আইন, তবে তারা নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী শর্তারোপ করেছেন। ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেছেন, সেটা ফারযে আইন এ ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমা রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বলেছেন :

بَابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"জুমু'আহ্ ফারয" অধ্যায় আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যখন জুমু'আর দিনে সলাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহর স্মরণে দ্রুত সারা দাও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো এবং সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে"। (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ৯)। অতঃপর জুমু'আহ্ অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন : ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত দ্বারা জুমু'আর ফারযিয়্যাতের দলীল গ্রহণ করেছেন।

জুমু'আহ্ ফারয হওয়ার সময়ের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। তবে অধিকাংশ 'উলামাগণের মতে তা মাদীনায় ফারয করা হয়েছে এবং এটাই জুমু'আও ফারযের উক্ত আয়াতের চাহিদা। উক্ত আয়াতে কারীমাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

---

[৪১০] য'ঈফ : দা'ওয়াতুল কাবীর ৫২৯, শু'আবুল ঈমান ৩৫৩৪। কারণ এর সানাদের বর্ণনাকারী যিয়াদ আন্ নুমায়রী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٧٠ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلٰى أَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭০-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : লোকেরা যেন জুমু'আর সলাত ছেড়ে না দেয়। (যদি ছেড়ে দেয়) আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহে মুহর মেরে দেবেন। অতঃপর সে ব্যক্তি অমনোযোগীদের মধ্যে গণ্য হবে। (মুসলিম)[৪১১]

ব্যাখ্যা : আমীরুল ইয়ামানী (রহঃ) বলেন, মিম্বার বলতে কাঠ দ্বারা নির্মিত মিম্বার, ইট সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত মিম্বার ছিল না। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতা, বক্রতা ও অহমিকাবশতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মুহর মেরে দেবেন। আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) বলেন : অন্তরে মুহর মারা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার অন্তরটা মুনাফিক্বী অন্তরে পরিণত হবে। যেমন ত্ববারানী 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আর আযান শুনেও তাতে গমন করে না। এমনকি তিন দিন জুমু'আয় আসলো না, ফলে তার অন্তরে মরিচিকা পড়ে। অতঃপর মুনাফিক্বী অন্তরে পরিণত হয়।"

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٧١ -[٢] عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضُّمَيْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلٰى قَلْبِهٖ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

১৩৭১-[২] আবুল জা'দ আয্ যুমায়রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি অলসতা ও অবহেলা করে পরপর তিন জুমু'আর সলাত ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার দিলে মুহর লাগিয়ে দেবেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৪১২]

ব্যাখ্যা : আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আহ্ পরিত্যাগ দ্বারা মুত্বলাক্ব বর্জন উদ্দেশ্য হতে পারে, সেটা ধারাবাহিক হোক কিংবা আলাদাভাবেই হোক, এমনকি যদি প্রতি বছরেই জুমু'আয় তরক হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় জুমু'আর পর মুহর মেরে দিবেন এবং এটাই হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিয়মান হয়, আর এর দ্বারা তিন জুমু'আহ্ লাগাতার উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন- দায়লামী কর্তৃক প্রণীত

---

[৪১১] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬৫, ইবনু মাজাহ্ ৭৯৪, দারিমী ১৬১১, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫৭১, শু'আবুল ঈমান ১২৪৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৯৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ৭২৫, সহীহ আল জামি' ৫৪৮০।

[৪১২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১০৫২, আত্ তিরমিযী ৫০০, নাসায়ী ১৩৬৯, আহমাদ ১৫৪৯৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ্ ১১২৬, ইবনু হিব্বান ২৭৮৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৭২৭, সহীহ আল জামি' ৬১৪৩, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৩৮২, দারিমী ১৬১২, সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী ৫৫৭৬।

মুসনাদ আল ফিরদাওস গ্রন্থে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এবং এ হাদীসের সমর্থনে আবূ ইয়া'লা (রহঃ) বিশুদ্ধ সানাদে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,

من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তিন জুমু'আহ্ লাগাতার বর্জন করল সে ইসলাম থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দিলো।

কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন কারণ ছাড়াই বর্জন করা।

"আল লুম্'আত" গ্রন্থে রয়েছে যে, تَهَاوُنٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : অলসতা করা, সেটা আদায়ে চেষ্টা না করা সেটার প্রতি গুরুত্ব কম দেয়া। তবে تَهَاوُنٌ দ্বারা অবজ্ঞা করা ও তুচ্ছ মনে করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার কোন ফার্যকে তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করাটা কুফরী।

١٣٧٢ - [٣] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ.

১৩৭২-[৩] ইমাম মালিক (রহঃ) সফ্ওয়ান ইবনু সুলায়ম (রাঃ) থেকে।[৪১৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, আমি জানি না এটি নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত কি-না। নিশ্চয় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়াই তিন জুমু'আহ্ বর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মহর মেরে দিবেন। আর সফ্ওয়ান ইবনু সুলায়ম-এর পূর্ণ নাম হলো সফ্ওয়ান ইবনু সুলায়ম আল মাদানী আবূ 'আবদুল্লাহ আল ক্বারশী আয যুহরী (রহঃ), তিনি ১৩২ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন।

١٣٧٣ - [٤] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.

১৩৭৩-[৪] আর আহমাদ (রহঃ) আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।[৪১৪]

ব্যাখ্যা : আহমাদ ৫ম খণ্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায়, ক্বাতাদাহ্ থেকে মারফূ' সানাদে বর্ণিত, যে ব্যক্তি বিনা কারণে তিন জুমু'আহ্ বর্জন করবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মুহর মেরে দিবেন। হাদীসটির সানাদ-হাসান। যেমন- মুনযির (রহঃ) আত তারগীবে, হায়সাম মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ-এর ২য় খণ্ডের ১৯২ পৃষ্ঠায়, দারাকুত্বনী ইলাল গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

١٣٧٤ - [٥] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১৩৭৪-[৫] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে লোক কোন কারণ ব্যতীত জুমু'আর সলাত ছেড়ে দেবে সে যেন এক দীনার সদাক্বাহ্ করে। যদি এক দীনার পরিমাণ সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে অর্ধেক দীনার সদাক্বাহ্ করবে। (আহমাদ, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[৪১৫]

---

[৪১৩] মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৭২।

[৪১৪] আহমাদ, মুসনাদ (৪/৩০০), হাকিম (২/৪৮৮), ইবনু মাজাহ (১১২৬)।

[৪১৫] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১০৫৩, নাসায়ী ১৩৭২, ইবনু মাজাহ্ ১১২৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৫৩৫, আহমাদ ২০০৮৭, ২০১৫৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৬১, ইবনু হিব্বান ২৭৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৮৯, শু'আবুল ঈমান ২৭৫৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৫২০। কারণ এর সানাদে কুদামাহ্ ইবনু ওয়াবরাহ্ একজন মাজহূল রাবী, তিনি ক্বাতাদাহ্ ছাড়া অন্য কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, সে অপরিচিত।

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন যে, এ সদাক্বাহ্ জুমু'আহ্ বর্জনের পূর্ণ পাপ মিটিয়ে দিবে না, যা ওই হাদীসের বিরোধী হবে যে, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমু'আহ্ বর্জন করবে তার জন্য ক্বিয়ামাত দিবস ছাড়া কোন কাফ্‌ফারাহ্ নেই এবং এখানে সদাক্বাহ্ দ্বারা পাপ হালকা হওয়ার আশা করা যেতে পারে। আর এখানে ১ দীনার ও অর্ধ দীনার উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ণ বিবরণের জন্য। সুতরাং তা দিরহাম বা অর্ধ দিরহাম উল্লেখের বিরোধী নয় এবং আবূ দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী এক সা' বা অর্ধ সা' গোশ্‌ত দেয়া যেতে পারে।

١٣٧٥ -[٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৭৫-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর আযান শুনতে পাবে, তার ওপর জুমু'আর সলাত ফার্‌য হয়ে যায়। (আবূ দাউদ)[৪১৬]

ব্যাখ্যা : যারা আযান শুনবে তাদের প্রত্যেকের ওপর জুমু'আহ্ আবশ্যক। দারাকুত্বনী বর্ণনা করেছেন ও বায়হাক্বীর সূত্রে রয়েছে, 'যে জুমু'আহ্ আযান শুনে তার উপরই আবশ্যক।' আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেছেন যে, এ হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা আযান শুনতে পারে না তাদের ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব নয়, চাই জুমু'আহ্ সংঘটিত হওয়ার শহরেই থাকুক কিংবা বাইরে থাকুক না কেন এবং আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) শারহু আত্ তিরমিযীতে ইমাম শাফি'ঈ, মালিক ও আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় তাঁরা (ইমামত্রয়) বলেছেন যে, আযান না শুনলেও শহরবাসীর ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব। তবে জুমু'আহ্ সংঘটিত হওয়ার শহর থেকে যারা বাইরে অবস্থান করছেন তাদের ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। (এখান থেকে বুঝা যায় যে, যেখানে জুমু'আহ্ সংঘটিত হয় উক্ত স্থানই শহর)।

١٣٧٦ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ إِلٰى أَهْلِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ

১৩৭৬-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : জুমু'আর সলাত তার ওপরই ফার্‌য যে তার ঘরে রাত কাটায়। (তিরমিযী, তার মতে হাদীসের সানাদ দুর্বল)[৪১৭]

ব্যাখ্যা : আল মাজহার (রহঃ) বলেন যে, জুমু'আহ্ ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব যার বাসস্থান এবং যে স্থানে জুমু'আর সলাত আদায় করা হয় তার মাঝে এমন দূরত্ব যে, সে জুমু'আহ্ আদায় করার পর তার বাসস্থানে রাতের পূর্বেই ফিরতে পারবে তার ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব। হাফিয (রহঃ) ফাতহুল বারীতে এ হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, এর অর্থ হলো : যে জুমু'আহ্ পড়ে রাত হওয়ার পূর্বেই তার পরিবারে ফিরতে পারবে তার ওপরই জুমু'আহ্ ওয়াজিব।

"প্রিয় পাঠক, জেনে রাখতে হবে যে, 'উলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জুমু'আর জন্য জামা'আত, সময়, খুতবাহ্, বালেগ বিবেকবান বা জ্ঞান সম্পন্ন, পুরুষ, স্বাধীন, সুস্থ এবং মুক্বীম হওয়া শর্ত। তবে জুমু'আর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত কি-না এ ব্যাপারে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে এবং তাতে

---

[৪১৬] **হাসান :** আবূ দাউদ ১০৫৬, ইরওয়া ৫৯৩, সহীহ আল জামি' ৩১১২, দারাকুত্বনী ১৫৯০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫৮১।

[৪১৭] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ৫০২, য'ঈফ আল জামি' ২৬৬১। কারণ এর সানাদে হাজ্জাজ ইবনু মুসায়ব একজন দুর্বল রাবী এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ আল মুক্ববিরী-কে ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ খুবই দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেছেন।

অনেক মত রয়েছেন, যা ইবনু হাজার (রহঃ) উল্লেখ করেছেন ফাতহুল বারীতে (৪র্থ খণ্ড, ৫০৭ পৃঃ), ইবনু হায্‌ম উল্লেখ করেছেন আল মাহল্লীতে (৫ম খণ্ড, ৪৬-৪৯ পৃঃ), শাওকানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন আন নায়লুল আওতারে (৩য় খণ্ড, ১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা)।

তন্মধ্যে একটি মত হলো : দু'জন, যেমন জামা'আতের জন্য দু'জন শর্ত। এটাই আন্ নাখ্'ঈ ও আহলুয্ যাহিরদের মত। দ্বিতীয় মত হলো, দু'জন ইমামের সাথে এবং এটা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মত। তৃতীয়তঃ ইমামের সাথে তিনজন, আর এটাই হানাফী মাযহাবের মত। চতুর্থতঃ ১২ জন, পঞ্চমতঃ ইমামের সাথে ৪ জন, এটা ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মত এবং এ দু'টো মতের যে কোন একটি গ্রহণ করার পক্ষে ইমাম আহমাদ (রহঃ) মত দিয়েছেন।

মির'আত প্রণেতা (রহঃ) বলেন : আমার নিকট অধিক অগ্রগণ্য মত হলো আহলুয্ যাহিরদের মত, তা হলো : দু'জনের সাথেই জুমু'আহ্ বিশুদ্ধ হবে। কেননা সংখ্যার শর্তের কোন দলীল নেই, আর সকল সলাতে দু'জনেই জামা'আত বিশুদ্ধ হয়। আর জুমু'আহ্ ও জামা'আত-এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। নাবী ﷺ থেকে কোন বক্তব্য নেই যে, এ সংখ্যা ছাড়া জুমু'আহ্ সংঘটিত হবে না। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

জুমু'আহ্ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্থান নিয়েও 'উলামাদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও তার সহচরবৃন্দ বলেছেন, শহর ব্যতীত জুমু'আহ্ সঠিক হবে না। ইমামত্রয় বলেছেন, শহর ও গ্রামে সবখানেই জুমু'আহ্ বৈধ। হানাফীগণ 'আলী رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত "জামে' শহর ব্যতীত জুমু'আহ্ হবে না" হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আহমাদ এটিকে য'ঈফ বলেছেন, তবে আমাদের নিকট ইমামত্রয়ের মতই গ্রহণযোগ্য ও অগ্রগণ্য যে, জুমু'আর জন্য শহরবাসী হওয়া শর্ত নয় বরং তা গ্রামবাসীর জন্যও বৈধ, কারণ সূরাহ্ আল জুমু'আর ৯নং আয়াতটি 'আম এবং মুত্বলাক্ব। গ্রামে জুমু'আহ্ পড়া শারী'আত সম্মত, এর উপর ইমাম বুখারী (রহঃ) ও অন্যান্যের বর্ণনায় ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত (মাসজীদে নাববীতে সংঘটিত জুমু'আর পর প্রথম জুমু'আহ্ হয়েছিল যাওয়াই গ্রামের 'আবদুল ক্বায়স গোত্রের মাসজিদ যা ছিল বাহরাইনের একটি গ্রাম [যাওয়াই]) হাদীস প্রমাণ করে। আর বায়হাক্বীর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ মাদীনায় আগমনের সময় মাদীনাহ্ এবং কুবা-এর মধ্যবর্তী গ্রামে প্রথম জুমু'আহ্ আদায় করেছেন।

١٣٧٧ - [٨] وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلٰى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيْضٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ وَائِلٍ

১৩৭৭-[৮] ত্বারিক্ব ইবনু শিহাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমু'আর সলাত অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। জুমু'আর সলাত চার ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। ওই চার ব্যক্তি হলো (১) গোলাম যে কারো মালিকানায় আছে, (২) নারী, (৩) বাচ্চা, (৪) রুগ্ন ব্যক্তি। (আবূ দাউদ; শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে মাসাবীহ কিতাবের মূল পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা ওয়ায়িল গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত।)[৪১৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে কয়েকটি বিষয়ের দলীল রয়েছে,

(১) সলাতুল জুমু'আহ্ ফারযে আইন, যারা বলেন তা ফার্‌যে কিফায়াহ্– তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত।

---

[৪১৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১০৬৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৫৭৮, সহীহ আল জামি' ৩১১১।

(২) আর জুমু'আহ্ জামা'আত ব্যতীত সঠিক নয় এর উপর ইজমা রয়েছে।

(৩) এতে জুমু'আহ্ ওয়াজিব হওয়ার জন্য স্বাধীন হওয়া শর্ত, আর দাসের ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব নয় এবং এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে।

(৪) জুমু'আহ্ ফারয হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত, নারীর ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : নারীদের জন্য স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে জুমু'আয় উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব।

(৫) জুমু'আহ্ ওয়াজিব হওয়ার জন্য বালেগ হওয়া শর্ত, শিশুর ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে 'উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে।

(৬) পাগলও এ অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এমন অসুস্থতা যে, জুমু'আয় আসা তার জন্য দুঃসাধ্য। তার উপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব নয়।

(৭) জুমু'আহ্ ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুস্থ দেহ হওয়া শর্ত।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মাসাবীহের শব্দে এরূপ রয়েছে,

تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا أو مريضا

অর্থাৎ মহিলা, শিশু-দাস ও অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত সবার ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব। আর শারহুস সুন্নাহর শব্দে রয়েছে, যা উল্লেখ করেছেন আল্লামা ক্বারী (রহঃ)

تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك.

অর্থাৎ মহিলা, শিশু কিংবা দাস ব্যতীত প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জুমু'আর সলাত ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٧٨ -[٩] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৭৮-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এমন লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হয় না, তাদের সম্পর্কে আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, আমি কাউকে আদেশ করব, সে আমার স্থানে লোকদের ইমামাত করবে। আর আমি গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। (মুসলিম)[৪১৯]

ব্যাখ্যা : (بُيُوتَهُم) এটি أُحَرِّقَ-এর মাফ্'উল। এর অর্থ হলো আমার ইচ্ছা জাগে যে, কাউকে ইমামতি দিয়ে, যারা বিনা কারণে জুমু'আয় উপস্থিত হয়নি, আমি তাদের বাড়ী যেন পুড়িয়ে দেই। অর্থাৎ তাদের ঘরে নিজেদের যে আসবাবপত্র রয়েছে তা সবই। আলোচ্য হাদীস জুমু'আর ফারযিয়্যাতের উপর দলীল।

١٣٧٩ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ». وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشَّافِعِي

---

[৪১৯] সহীহ : মুসলিম ৬৫২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৫৩৯, আহমাদ ৩৮১৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৫৩, সুনানুল বায়হাক্বী আল কুবরা ৪৯৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ৭২৪।

১৩৭৯-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত জুমু'আর সলাত ছেড়ে দেয়, তার নাম এমন কিতাবে মুনাফিক্ব হিসেবে লিখা হয় যা কখনো মুছে ফেলা যায় না, না পরিবর্তন করা যায়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিন জুমু'আহ্ পরিত্যাগ করার কথা আছে (তার জন্য এ শাস্তি)। (ইমাম শাফি'ঈ)[৪২০]

١٣٨٠ -[١١] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

১৩৮০-[১১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ওপর ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য জুমু'আর দিনে জুমু'আর সলাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তবে অসুস্থ, মুসাফির, নারী, নাবালেগ ও গোলামের ওপর ফারয নয়। সুতরাং যারা খেল-তামাসা বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে জুমু'আর সলাত হতে উদাসীন থাকবে, আল্লাহ তা'আলাও তার দিক থেকে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি সুউচ্চ, প্রশংসিত। (দারাকুত্বনী)[৪২১]

ব্যাখ্যা : মুসাফিরের ওপর জুমু'আয় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়, সেটার দ্বারা সরাসরি সফর অর্থাৎ সওয়ারী অবস্থা উদ্দেশ্য হতে পারে, আর সওয়ারী থেকে নামলে তার জন্য জুমু'আহ্ ওয়াজিব। যদিও শুধু সলাত আদায়ের সময় নিয়ে নেমে থাকে।

একদল 'উলামাগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন, তাদের মধ্য যুহরী ও নাখ্'ঈ রয়েছেন। কেউ বলেছেন, তার ওপর জুমু'আহ্ ওয়াজিব নয়, কেননা সে مُسَافِر (মুসাফির) শব্দের মধ্যই রয়েছে এবং এটাই জমহূর 'উলামাগণের মত। এমনকি এটাই অধিক নিকটবর্তী ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কেননা সফরের হুকুমে তার জন্য ক্বস্‌র বলবৎ রয়েছে।

(٤٤) بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيرِ

অধ্যায়-৪৪ : পবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মাসজিদে গমন

এ অধ্যায়ে পোশাক ও শরীর ময়লা থেকে পরিষ্কার করা এবং তার পূর্ণতা হলো তৈল ও সুগন্ধি লাগানো– এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

'আন্ নিহায়া' গ্রন্থে التَّبْكِير শব্দটি বাবে তাফ্'ঈল থেকে এসেছে, অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে সলাত আদায় করা। প্রত্যেক বিষয় যা দ্রুত করা হয় তাই التَّبْكِير।

---

[৪২০] য'ঈফ : মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৩৮১, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৬৫৭। এর সানাদে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ একজন মাতরূক রাবী এবং ইবরাহীম ও 'আবদুল্লাহ পিতা-পুত্র উভয়েই অপরিচিত রাবী।

[৪২১] য'ঈফ : দারাকুত্বনী ১৫৭৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫১৪৯, সুনানুল বায়হাক্বী আল কুবরা ৫৬৩৪, শু'আবুল ঈমান ২৭৫৩। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্ইয়া এবং মা'আয ইবনু মুহাম্মাদ দু'জনই দুর্বল রাবী। আর আবুয্ যুবায়র মুদ্দালিস রাবী।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٨١ -[١] عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهٖ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهٖ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهٗ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৩৮১-[১] সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে, যতটুকু সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর নিজের তেল হতে তার শরীরে কিছু তেল মাখাবে, অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মাসজিদের দিকে রওনা হবে। দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করবে না। যতটুকু সম্ভব সলাত (নাফ্ল) আদায় করবে। চুপচাপ বসে ইমামের খুতবাহ্ শুনবে। নিশ্চয় তার জুমু'আহ্ ও আগের জুমু'আর মাঝখানের সব (সগীরাহ্) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী)[৪২২]

ব্যাখ্যা : এক জুমু'আহ্ ও অপর জুমু'আর মাঝের গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার মাঝে ও অপর জুমু'আর মাঝের পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে। এখানে সেটা দ্বারা অতীত জুমু'আহ্ উদ্দেশ্য, আবূ যার (রাঃ)-এর বর্ণনায় ইবনু খুযায়মাতে রয়েছে যে, غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها অর্থাৎ তার মাঝে ও পূর্ববর্তী জুমু'আর মাঝের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তবে এখানে ক্ষমা দ্বারা صغيرة বা ছোট গুনাহ উদ্দেশ্য যেমন ইবনু মাজায় আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'যতক্ষণ সে কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।' যেমন- কুরআনুল কারীমে রয়েছে যে,

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

অর্থাৎ "আমি তোমাদের সগীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করব..... ।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩১)

١٣٨٢ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৮২-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি গোসল করে জুমু'আর সলাত আদায় করতে এসেছে ও যতটুকু সম্ভব হয়েছে সলাত আদায় করেছে, ইমামের খুত্‌বাহ্ শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রয়েছে। এরপর ইমামের সাথে সলাত (ফার্‌য) আদায় করেছে। তাহলে তার এ জুমু'আহ্ থেকে বিগত জুমু'আর মাঝখানে, বরং এর চেয়েও তিন দিন আগের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম)[৪২৩]

---

[৪২২] **সহীহ :** বুখারী ৮৮৩, শারহুস সুন্নাত ১০৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ৬৮৯, সহীহ আল জামি' ৭৭৩৬।
[৪২৩] **সহীহ :** মুসলিম ৮৫৭।

ব্যাখ্যা : এখানে দলীল হলো যে, জুমু'আর পূর্বে সুন্নাত আদায় করাটা শারী'আত সম্মত এবং নিশ্চয়ই তার কোন সীমারেখা নেই। হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) তা উল্লেখ করেছেন ফাতহুল বারীতে (৪র্থ খণ্ড, ৫০৯ পৃঃ) এবং যায়লা'ঈ উল্লেখ করেছেন আন্ নাসবুর রায়াহ (২য় খণ্ড, ২০৬, ২০৭ পৃষ্ঠায়)।

এমনকি তার জন্য এক সপ্তাহের সাথে অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যাতে নেকী ১০ গুণ হয়। আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন, এখানে দু' জুমু'আর মধ্যবর্তী দিন ও অতিরিক্ত তিন দিনের মাগফিরাতের অর্থ হলো, নিশ্চয় নেকী ১০ গুণ প্রদান করা হবে।

١٣٨٣ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৩৮৩-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করবে এবং উত্তমভাবে উযূ করবে, তারপর জুমু'আর সলাতে যাবে। চুপচাপ খুত্বাহ্ শুনবে। তাহলে তার এ জুমু'আহ্ হতে ওই জুমু'আহ্ পর্যন্ত সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে, অধিকন্তু আরো তিন দিনের। আর যে ব্যক্তি খুত্বার সময় ধূলা বালি নাড়ল সে অর্থহীন কাজ করল। (মুসলিম)[৪২৪]

ব্যাখ্যা : সুন্দরভাবে উযূ করার অর্থ হল পরিপূর্ণভাবে তার সুন্নাত ও মুস্তাহাবগুলো আদায় করা। আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন : উযূর সৌন্দর্য বলতে তিন তিনবার ধৌত করা এবং ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উজ্জ্বলতা দীর্ঘায়িত করা, পূর্ণভাবে পানি পৌছানো ও প্রসিদ্ধ সুন্নাতগুলো পূর্ণরূপে আদায় করা এবং নিরবতার সাথে খুত্বাহ্ শ্রবণ করা।

আল্লামা সানাদী (রহঃ) বলেন যে, আল্লামা রাজী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন : (الإنصات) হলো খুতবাহ্ শ্রবণসহ চুপ থাকা।

(وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى) অর্থাৎ খুতবাহ্ অবস্থায় খেলনাবশতঃ সলাতে কিংবা তার পূর্বে কঙ্কর বা পাথর নাড়াচারা করা। فَقَدْ لَغَا অর্থাৎ সে প্রত্যাখ্যাত হবে, তার জুমু'আর সলাত হবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিশ্চয় সে অতিরিক্ত সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে।

١٣٨٤ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৮৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জুমু'আর দিন মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তারা) মাসজিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রথমে আসে তার নাম লিখেন। এরপর তার পরের ব্যক্তির নাম লিখেন। (অতঃপর তিনি বলেন,) যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রথমে যান তার দৃষ্টান্ত হলো, যে মাক্কায় কুরবানী দেবার জন্য একটি উট পাঠায়। তারপর যে

[৪২৪] সহীহ : মুসলিম ৮৫৭, আবূ দাউদ ১০৫০, আত্ তিরমিযী ৪৯৮, ইবনু মাজাহ্ ১০৯০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫০২৭, আহমাদ ৯৪৮৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৫৬, ১৮১৮, ইবনু হিব্বান ২৭৭৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৮৪৯, শু'আবুল ঈমান ২৭২৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ৬৮৩, সহীহ আল জামি' ৬১৭৯।

ব্যক্তি জুমু'আর সলাতে আসে তার দৃষ্টান্ত হলো, যে একটি গরু পাঠায়। তারপর যে লোক জুমু'আর জন্য মাসজিদে আসে তার উপমা হলো, যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্য মাক্কায় একটি দুম্বা পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাত আদায় করার জন্য মাসজিদে আসে তার উদাহরণ হলো, যে কুরবানী করার জন্য মাক্কায় একটি মুরগী পাঠায়। তারপর যে ব্যক্তি জুমু'আর জন্য মাসজিদে আসে তার উপমা হলো, যে একটি ডিম পাঠায়। আর ইমাম খুতবাহ্ দেবার জন্য বের হলে তারা তাদের দপ্তর গুটিয়ে খুতবাহ্ শোনেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪২৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ) তারা ক্রোধান্বিত বা বিদ্বেষী নয়, যেমন এটার উপর فضل التبكير বা জুমু'আর দিনে মাসজিদে সকাল সকাল আগমনের ফাযীলাতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে এবং এর অর্থ হলো নিশ্চয় তারা (ফেরেশ্‌তাগণ) ফাজ্‌র উদিত হওয়া থেকে অবস্থান করে এবং তা শার'ঈভাবে দিনের প্রথম, অথবা সূর্য উদিত হওয়া থেকে অবস্থান করে এবং সেটা বাস্তবিকভাবে দিনের প্রথম, অথবা দিনের আলো উজ্জ্বল হওয়া (সলাতুয্ যুহার সময়) থেকে অবস্থান করে। মুল্লা ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, এটাই অধিক নিকটবর্তী এবং এ মতকেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) প্রাধান্য দিয়েছেন এবং প্রথমটি (ফেরেশ্‌তাগণ ফাজ্‌র উদিত হওয়া থেকে জুমু'আর দিনে অবস্থান করে) ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বক্তব্য। ইমাম নাবাবী ও রাফি'ঈ (রহঃ) এবং অন্যান্য জন এ মতকে সঠিক বলেছেন এবং দ্বিতীয়টিতেও (সূর্য উদিত হওয়া থেকে অবস্থান করে) শাফি'ঈ মাযহাবীদের মত রয়েছে। মির'আত প্রণেতার মতে তৃতীয়টিই উত্তম। সহীহ ইবনু খুযায়মায় রয়েছে যে, মাসজিদের প্রতিটি দরজায় দু'জন করে মালাক (ফেরেশ্‌তা) থাকে তারা প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে লিখে, অতঃপর প্রথম। বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, "জুমু'আর দিনে মাসজিদের প্রতিটি দরজায় মালায়িকাহ্ অবস্থান করে।"

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, মাসজিদের প্রতিটি দরজা মালাক (ফেরেশ্‌তা) অবস্থান করে এবং লিখে।

যখন ইমাম খুতবাহ্ দানের উদ্দেশে মিম্বারে উঠেন তখন মালায়িক্হ সেই সহীফাহ্সমূহ বন্ধ করে দেন যাতে তারা অগ্রগামীদের মর্যাদা লিপিবদ্ধ করেছে। হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন : ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে সহীফাহ্ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। আবূ নু'আয়ম তার 'হিল্ইয়াহ্' নামক গ্রন্থে মারফূ' সানাদে বর্ণনা করেছেন, জুমু'আর দিনে আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্-কে নূরের সহীফাহ্ ও নূরের কলম দিয়ে পাঠান। এখানে সহীফাহ্ বন্ধ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুমু'আর দিনে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তাদের সহীফাহ্গুলো বন্ধ করা হওয়া খুতবাহ্ শ্রবণের নিমিত্তে, অন্যদের নয়।

সুতরাং জুমু'আর সলাত পাওয়া, যিক্‌র, দু'আ ও সলাতে বিনয়-নম্রতা আরও অনুরূপ 'আমালগুলো দু'জন সংরক্ষক তা লিপিবদ্ধ করবে।

(يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ) এ বাক্যে যিক্‌র বলতে খুতবাহ্ উদ্দেশ্য। আল্লামা 'আয়নী ও হাফিয (রহঃ) বলেন যে, যিক্‌র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খুতবায় যে নাসীহাত করা হয় তাই।

আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন : নিশ্চয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবহিত করেছেন যে, নিশ্চয় মালায়িকাহ্ যে, প্রথম সময়ে আসে তাকে লিপিবদ্ধ করে এবং সে উট কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপরে দ্বিতীয়জনকে লিপিবদ্ধ করে। তারপর তৃতীয়, তারপর চতুর্থ, তারপর পঞ্চমে যে আসে তাকে লিপিবদ্ধ করেন এবং যখন ইমাম খুতবার জন্য বের হন তখন সহীফাহ্ বন্ধ করে। এরপর আর কাউকেই লিপিবদ্ধ করেন না।

---

[৪২৫] **সহীহ** : বুখারী ৯২৯, মুসলিম ৮৫০, আহমাদ ১০৫৬৮, শারহু মা'আনির আসার ৬২৪১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৮৬২।

উল্লেখ্য যে, নাবী ﷺ জুমু'আয় বের হতেন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর। সুতরাং প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি সূর্য ঢোলার পর জুমু'আয় আসতে পারবে তার জন্য কোন কুরবানী ও শ্রেষ্ঠত্বের ফাযীলাত নেই।

١٣٨٥ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৮৫-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম খুতবাহ্ পাঠ করার সময় যদি তুমি তোমার কাছে বসা লোকটিকে বলো যে, 'চুপ থাকো' তাহলে তোমার এ কথাটিও অর্থহীন। (বুখারী, মুসলিম)[৪২৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের দলীল হলো জুমু'আহ্ ছাড়া অন্য খুতবাটি জুমু'আর মতো নয় যে, তাতে কথা বলা নিষিদ্ধ। হাফিয (রহঃ) বলেন : তার কথায় (يَوْمُ الْجُمُعَةِ) সেটার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : জুমু'আহ্ ছাড়া অন্যদিনের খুতবাটা সেটার বিপরীত। অন্যদিনের খুতবায় কথা বলা নিষিদ্ধ নয়। (أَنْصِتْ) অর্থাৎ খুতবাহ্ শ্রবণের জন্য সাধারণ কথা বলা থেকে নীরব থাকো।

ইবনু খুযায়মাহ্ (রহঃ) বলেন যে, (الإنْصَاتُ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া মানুষের সঙ্গে কথা বলা থেকে নিশ্চুপ থাকা। আলোচ্য হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, খুতবাহ্ চলা অবস্থায় সকল প্রকার কথা বলা নিষিদ্ধ। কেননা তার কথা (أَنْصِتْ)-এর মাধ্যমে সৎকাজের আদেশও যখন অনর্থক পাপের কাজ ও প্রতিদান নষ্টকারী হয়।

তখন অন্য কথা বলা তো অনর্থক হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী। খুতবাহ্ চলা অবস্থায়, সালামের জবাব, হাঁচির জবাবে *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলা যাবে কিনা এ ব্যাপারে 'উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আহমাদ, শাফি'ঈ ও ইসহাক্ব (রহঃ) এ ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জুমু'আর দিন (খুতবাহ্ চলা অবস্থায়) সালাম দেয় তবে আমি তা অপছন্দ করি এবং এটাও মনে করি যে, কারো তার জবাব দেয়া উচিত কেননা সালামের জবাব দেয়া ফারয। অনুরূপভাবে হাঁচির জবাব দেয়াও বৈধ কারণ হাঁচির জবাব দেয়া সুন্নাত।

মির্‌'আত প্রণেতা বলেন : আমার নিকট এ মাসআলাগুলোর ব্যাপারে প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধ মত হলো : খুতবাহ্ চলা অবস্থায় নীরব থাকা ওয়াজিব এবং কথা বলা হারাম এটি যে ইমামের কাছাকাছি থাকবে এবং খুতবাহ্ শুনবে তার জন্য। আর যে দূরে থাকবে এবং খুতবাহ্ শুনতে পাবে না তার ক্ষেত্রে নীরব থাকা উত্তম। আর খুতবাহ্ চলা অবস্থায় হাঁচির জবাব দেয়া, সালামের উত্তর প্রদান মনে মনে দেয়া জায়িয। অনুরূপ হাঁচির জবাবে *আলহাম্‌দুলিল্লাহ* বলা, নাবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়া বৈধ। তবে মাথা, হাত, চক্ষু দ্বারা ইশারা করার মাঝে অপছন্দতার কিছু নেই। কোন খারাপী দূর করা কিংবা প্রশ্নকারীর জবাবে ইশারা করাতে কোন দোষ নেই। আর চুপ থাকার সময় হলো খুতবার শুরু থেকে, ইমাম খুতবার জন্য বের হওয়া থেকে নয়। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٨٦ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلٰكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৪২৬] **সহীহ :** বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১, আবূ দাঊদ ১১১২, নাসায়ী ১৪০২, ইবনু মাজাহ্ ১১১০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৫৪১৬, ইবনু হিব্বান ২৭৯৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৮০, ইরওয়া ৬১৯, সহীহ আত্ তারগীব ৭১৬।

১৩৮৬-[৬] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমু'আর দিনে মাসজিদে গমন করে কোন মুসলিম ভাইকে যেন তার জায়গা হতে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং সে বলতে পারে ভাই! একটু জায়গা করে দিন। (মুসলিম)[৪২৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞাটা জুমু'আর দিনের জন্য নির্ধারিত এবং এ ব্যাপারে 'আম বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে বর্ণিত রয়েছে, যেমন ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস যা তৃতীয় অনুচ্ছেদে আসবে। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন : জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে (يَوْمُ الْجُمُعَةِ) উল্লেখ করা হয়েছে 'আম বা মূল বর্ণনার কতকগুলো অংশ বিশেষের উপর নস বা হুকুম থেকে, মুত্বলাক্ব হাদীসগুলোর জন্য মুকাইয়াদ থেকে নয় এবং 'আমগুলোর জন্য খাস থেকে নয়। সুতরাং মাসজিদ কিংবা অন্যস্থান, জুমু'আর দিন বা অন্যদিনে যে তার নিজ অবস্থান থেকে সলাত কিংবা অন্য কোন বাধ্যবাধকতায় উঠে যাবে, সে উক্ত স্থানের প্রতি বেশি হাক্বদার এবং অন্যের জন্য উক্ত স্থানে দাঁড়ানো ও বসা বৈধ হবে না। তবে সে যদি উক্ত স্থান হতে আলাদা কোন স্থানে বসে তবে অন্য ব্যক্তি সেখানে বসতে পারে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস হল, 'যখন কেউ তার বৈঠক থেকে উঠে যাবে, অতঃপর ফিরে আসবে সে উক্ত স্থানের জন্য বেশী হাক্বদার।'

তবে সে বলতে পারে ভাই! একটু জায়গা করে দিন। ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, বসার স্থান সম্প্রসারণ করো ও প্রসার করো। (চেপে বসার মাধ্যমে অন্যকে বসার, জায়গা করে দেয়া)..... যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾

অর্থাৎ "যখন তোমাদের বৈঠকগুলো সম্প্রসারণ করতে বলা হয় তখন তোমরা সম্প্রসারণ করো। আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের জন্য সম্প্রসারণ করবেন।" (সূরাহ্ আল মুজা-দালাহ্ ৫৮ : ১১)

কিন্তু সামনের স্থান যখন প্রশস্ত হবে তখন এটি প্রযোজ্য, নয়ত কারো স্থান সংকোচন করা যাবে না। বরং মাসজিদের দরজার উপর হলে সেখানেই সলাত আদায় করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٨٧-[٧] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهٖ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهٗ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلّٰى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهٖ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِيْ قَبْلَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৩৮৭-[৭] আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে। উত্তম পোশাক পড়বে। তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে। তারপর মাসজিদে গমন করবে। কিন্তু মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে আসার চেষ্টা করবে না। এরপর যথাসাধ্য সলাত আদায় করবে। ইমাম খুতবার জন্য হুজরা হতে বের হবার পর থেকে সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ

[৪২৭] সহীহ : মুসলিম ২১৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৮৯৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৩০২।

থাকবে। তাহলে এ জুমু'আহ্ হতে পূর্বের জুমু'আহ্ পর্যন্ত তার যত গুনাহ হয়েছে তা তার কাফফারাহ্ হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ)[৪২৮]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উত্তম পোশাক পরিধানের দ্বারা সাদা পোশাক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ রঙের দিক থেকে উত্তম পোশাক হলো সাদা পোশাক। কেননা সহীহ হাদীসে রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা তা তোমাদের উত্তম পোশাক এবং তাতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দাও।

অপর সহীহ বর্ণনায় রয়েছে : নিশ্চয়ই তা অধিক পূত ও পবিত্র। এখানে দলীল হলো : সুন্দর পোশাক পড়া শারী'আত সম্মত এবং জুমু'আর দিনে সৌন্দর্য অবলম্বন করা মুস্তাহাব, যা মুসলিমদের (সাপ্তাহিক) ঈদ এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

(وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهٗ) অর্থাৎ বাড়িতে কিংবা স্ত্রীর নিকট সুগন্ধি থাকায় তার জন্য তা অর্জনে সহজ হয় তবে অবশ্যই সুগন্ধি লাগাবে এবং জুমু'আর দিনে সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব এতে কারো দ্বিমত নেই। আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে সহীহ সানাদে বর্ণিত রয়েছে, যেমন- হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীতে বলেছেন, নিশ্চয় জুমু'আর দিনে সুগন্ধি লাগানো ওয়াজিব এবং আহলুয্ যাহিরগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন। (ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُ) মিম্বারের উপর আরোহণের জন্য বের হওয়া। এখান থেকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, জুমু'আর দিনের চুপ থাকার সময় হলো ইমামের বের হওয়া থেকে (খুতবার জন্য দাঁড়ানো)। তবে আবুদ্ দারদা রাঃ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যখন তুমি ইমামের কথা শুনবে তখন চুপ থাকবে সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত। (সুতরাং চুপ থাকার সময় হলে ইমামের খুতবার শুরু থেকে)। (আহমাদ, ত্ববারানী)

আর খতীব খুতবাহ্ শেষ করার পর। কেউ বলেছেন সলাতের শুরুতে কথা বলার ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তা মাকরূহ। মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে খুতবাহ্ শেষে বা সলাতের শুরুতে কথা বলাতে কোন দোষ নেই। ইবনু 'আরাবী (রহঃ) চুপ থাকাই প্রাধান্য দিয়েছেন। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

এমনকি তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে মিম্বার থেকে নামা ও সলাত আরম্ভ করার মাঝে কথা বলা প্রসঙ্গে দু'টি রিওয়ায়াত এসেছে, তার নিকট অধিক বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত হলো খুতবার পর জুমু'আর সলাতের আগে কথা না বলা ইমাম শাওকানী (রহঃ) এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকার ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, যেমন নাসায়ীতে জাইয়্যিদ সানাদে সালমান রাঃ হতে বর্ণিত হাদীস :

(يُنْصِتُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهٖ) সলাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকবে। অপরদিকে মুসনাদে আহমাদে সহীহ সানাদে নুবায়শাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীস রয়েছে যে,

فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه.

শুনো ও চুপ থাকো যতক্ষণ না ইমাম তার জুমু'আহ্ ও খুতবাহ্ শেষ না করেন।

এ উভয় হাদীসের সমন্বয় হলো যে, খুতবার পর কথা বলা জায়িয। আর তা হলো ইমামের প্রয়োজনীয় কথা বলা।

---

[৪২৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩৪৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৯৭, আহমাদ ১১৭৬৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৬২, শারহু মা'আনির আসার ২১৬৪, ইবনু হিব্বান ২৭৭৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৬০, সহীহ আল জামি' ৬০৬৭।

١٣٨٨ ـ[٨] وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৩৮৮-[৮] আওস ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে পোশাক-পরিচ্ছদ ধুইবে ও নিজে গোসল করবে। এরপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে। সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে আগে মাসজিদে যাবে। ইমামের নিকট গিয়ে বসবে। চুপচাপ ইমামের খুতবাহ্ শুনবে। বেহুদা কাজ করবে না। তার প্রতি কদমে এক বছরের 'আমালের সাওয়াব হবে। অর্থাৎ এক বছরের দিনের সিয়াম ও রাতের সলাতের 'আমালের পরিমাণ সাওয়াব হবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৪২৯]

ব্যাখ্যা : (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ) এখানে নাবী (ﷺ)-এর কথা (غَسَّلَ) শব্দটি তাশদীদ যোগে (غَسَّلَ) ও তাশদীদ ছাড়াও (غَسَلَ) পড়া যায়।

আর তাশদীদ যোগে পড়লে তার অর্থ হবে সলাতে গমন করার পূর্বে স্ত্রী কিংবা দাসীর সাথে সঙ্গম করা যাতে নিজ আত্মাকে আয়ত্ব ও চলার পথে দৃষ্টিশক্তিকে কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারে। (من غسّل امرأته إذا جامعها) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে গোসল করালো যখন তার সাথে সঙ্গম করল এবং এ কথার সমর্থনে হাদীস রয়েছে যে, তোমাদের কেউ কি জুমু'আর দিনে তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম? কারণ তার জন্য দু'টি প্রতিদান। ১টি গোসলের ও ২য়টি তার স্ত্রীর। বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ বলেছেন : (غسل) -এর অর্থ হলো মাথা ধৌত করা এবং (اغْتَسَلَ)-এর অর্থ পূর্ণ শরীর ধৌত করা এবং এর সমর্থনে আহমাদ ও আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে : যে জুমু'আর দিনে তার মাথা ধৌত করবে এবং নিজে গোসল করবে..... এবং বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, আহমাদ ও ইবনু খুযায়মায় বিশুদ্ধ সানাদে রয়েছে যে, তাউস (রহঃ) বলেন : আমি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম :

زعموا أن رسول الله ﷺ قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم وإن لم تكونوا جنبا.

তারা ধারণা করে যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা জুমু'আর দিনে গোসল করো ও মাথা ধৌত করো যদিও তোমরা নাপাকী না হয়ে থাকো। (وبكر) প্রসিদ্ধ বর্ণনায় শব্দটি তাশদীদ যুক্ত তবে তাশদীদ ছাড়াও পড়া জায়িয রয়েছে। অর্থ হলো প্রথম সময়ে গমন করা। (وابتكر) কেউ বলেছেন, উভয় শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। তবে এটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে দৃঢ়তা ও আধিক্য অর্থ বুঝানোর জন্য, কাজে শব্দদ্বয়ের মধ্য কোন বৈপরীত্য নেই। তবে অগ্রগণ্য কথা হলো আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) যা বলেছেন। অর্থাৎ (بكر) অর্থ হলো প্রথম সময়ে গমন করা, আর (ابتكر) অর্থ হলো খুতবার শুরু পাওয়া।

١٣٨٩ ـ[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهٖ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

[৪২৯] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৪৫, ইবনু মাজাহ্ ১০৮৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৪৯৯০, ইবনুর হিব্বান ২৭৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৮৭৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬৯০, সহীহ আল জামি' ৬৪০৫, নাসায়ী ১৩৮১, ১৩৮৪, আহমাদ ১৬১৭৩, আত্ তিরমিযী ৪৯৬।

Contents

১৩৮৯-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকলে, সে যেন তার কাজ-কর্মের পোশাক ছাড়া জুমু'আর দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক রাখে। (ইবনু মাজাহ্)[৪৩০]

ব্যাখ্যা : (مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ) এখানে (مَا) না বোধক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ দুনিয়াবী বিষয়ে তোমাদের ওপর কোন দোষ নেই, তিনি ইচ্ছা করেছেন তাতে উৎসাহ প্রদান করতে, এটি এমন বিষয় যে তাতে দোষের কিছু নেই। এটি কর্তার ওপর দায়িত্ব, এবং এটাই উত্তম যাতে মানুষ তা পরিত্যাগ না করে।

আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, জুমু'আর দিনে সুন্দর পোশাক পরিধান করাটা মুস্তাহাব এবং অন্যান্য দিনে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া নতুন পোশাক পরিধান করাটা সুন্দর পোশাকের বিশেষত্ব। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন যে, এখানে বৈধতা রয়েছে যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তি জুমু'আর দিন বা ঈদের দিনে সুন্দর পোশাক পরিধান করবে। নাবী তা করতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন ও সাধ্যানুযায়ী সুন্দর পোশাক পড়তেন জুমু'আহ্ এবং ঈদের দিনে এবং তার মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ এবং তিনি সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক করা ও তৈল লাগাতে নির্দেশ দিতেন।

١٣٩٠ـ[١٠] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

১৩৯০-[১০] ইমাম মালিক ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল আনসারী হতে।[৪৩১]

ব্যাখ্যা : (وَرَوَاهُ مَالِكٌ) মুয়াত্তায় এবং অনুরূপ আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী এবং অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ থেকে, নিশ্চয় তার [মালিক (রহঃ)-এর] নিকট পৌঁছেছে যে, নাবী বলেছেন : "তোমাদের ওপর কোন দোষ নেই..... ।"

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীর ৪র্থ খণ্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন : ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) আত্ তামহীদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল আনসারী (রহঃ) থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন 'উমার থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন : 'আয়িশাহ্ থেকে।

١٣٩١ ـ[١١] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتّٰى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৩৯১-[১১] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা জুমু'আর দিন খুতবার সময় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছাকাছি বসবে। কারণ কোন ব্যক্তি পেছনে থাকতে থাকতে (অর্থাৎ প্রথম সারিতে না গিয়ে পেছনের সারিতে থাকে) অবশেষে জান্নাতে প্রবেশেও পেছনে পড়ে যাবে। (আবূ দাউদ)[৪৩২]

ব্যাখ্যা : শাওকানী (রহঃ) বলেন, জুমু'আর দিনে ইমাম থেকে দূরে থাকাই জান্নাতে প্রবেশে বিলম্বের কারণ, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রগামী করেছেন হাদীসটি মুনযির (রহঃ) আত্ তারগিবের প্রথম খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন : সামুরাহ্ হতে

---

[৪৩০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১০৭৮, ইবনু মাজাহ্ ১০৯৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৬৫, সুনানুল বায়হাক্বী আল কুবরা ৫৯৫২, সহীহুল জামি' ৫৬৩৫।

[৪৩১] **য'ঈফ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৬। কারণ হাদীসটি মু'যাল।

[৪৩২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১১০৮, আহমাদ ২০১১৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯২৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৩৬৫, সহীহুল জামি' ২০০।

বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা জুমু'আয় উপস্থিত হও ও ইমামের নিকটবর্তী হও। কেননা নিশ্চয় ব্যক্তি জান্নাতী হবে, জুমু'আতে পিছে পড়ায় সে জান্নাতেও পিছে পড়বে (অর্থাৎ পড়ে প্রবেশ করবে।) যদিও সে জান্নাতের অধিবাসী হয়।

١٣٩٢ - [١٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৩৯২-[১২] সাহ্‌ল ইবনু মু'আয ইবনু আনাস আল জুহানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমু'আর দিনের জামা'আতে যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাবার চেষ্টা করবে, ক্বিয়ামাতের দিন তাকে জাহান্নামের 'পুল' বানানো হবে। (তিরমিযী; তিনি বলেন হাদীসটি গরীব)[৪৩৩]

ব্যাখ্যা : (يوم الجمعة) মানুষের ঘাঁড় ফেরে সামলে অতিক্রম করাটা জুমু'আর দিনের সাথে নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় কারাহিয়্যাত বা ঘৃণ্যতা সেটার (জুমু'আর) সাথে নির্দিষ্ট। আর বিষয়টা এমনও হতে পারে যে, জুমু'আর দিনের সাথে মুকাইয়্যাদ বা নির্দিষ্ট করার প্রধান কারণ মানুষের সংখ্যাধিক্য। যা অন্য সকল সলাতের বিপরীত (অন্য সলাতে মানুষের সংখ্যার আধিক্য থাকে না)। সুতরাং তা জুমু'আর সাথে নির্দিষ্ট নয়। (অর্থাৎ জুমু'আহ্ ছাড়া অন্য সলাতে লোকসংখ্যা বেশী থাকলে এ কারাহিয়্যাতটা সেক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।) বরং হুকুমটা সকল সলাতের বেলায় প্রযোজ্য। আল্লামা 'আয়নী (রহঃ) বলেন, কাতারবদ্ধ মানুষের গর্দান ফেরে সামনে যাওয়া। এটি জুমু'আর দিনের সাথে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একাধিক হাদীস উল্লেখ রয়েছে, যেমন অনুরূপ মুকাইয়্যাদ করেছেন ইমাম আত্ তিরমিযী, শাফি'ঈ মাযহাবীগণ সেটা জুমু'আর সাথে নির্দিষ্ট করেছেন তাদের ফিক্বহির কিতাবের জুমু'আহ্ অধ্যায়ে, অনুরূপ আল উম্মু কিতাবেও তার বক্তব্য রয়েছে এবং তিনি বলেন : আমি জুমু'আর দিনে মানুষের গর্দান চিরে সামনে যাওয়া ঘৃণা করি তাতে বিরক্তিকর ও অভদ্রতা থাকার কারণে। কিন্তু এ কারণটা জুমু'আহ্ এবং জুমু'আহ্ ছাড়া অন্য সকল সলাত মাসজিদে কিংবা মাসজিদ ছাড়াও সকল বৈঠকখানা, দীন শিক্ষার বৈঠক, হাদীস শ্রবণের বৈঠক এবং ওয়াজ-নাসীহাতের বৈঠকগুলোকেও সম্পৃক্ত করে।

অতঃপর তিনি বলেন : ইমাম যখন মিম্বার ও মিহরাবের দিকে যাওয়ার জন্য মানুষের গর্দান ফেরে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা না পাবে, তখন তা মাকরূহ হবে না। কেননা তা একান্ত প্রয়োজন এবং ইমাম শাফি'ঈ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং 'উক্ববাহ্ ইবনু হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস সহীহুল বুখারী ও নাসায়ীতে রয়েছে। তিনি বলেন : আমি নাবী ﷺ-এর সাথে মাদীনায় 'আস্‌র সলাত আদায় করছিলাম। অতঃপর তিনি দ্রুত দাঁড়ালেন এবং কাতারে উপবিষ্ট মানুষের গর্দান ফেঁড়ে তার কোন এক স্ত্রীর কামড়ায় গেলেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, জুমু'আহ্ ছাড়াও অন্য কোন প্রয়োজনে কাতার ভেঙ্গে গমন করা জায়িয।

١٣٩٣ - [١٣] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

---

[৪৩৩] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ৫১৩, ইবনু মাজাহ্ ১১১৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৮৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৩১২৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৩৭, য'ঈফ আল জামি' ৫৫১৬।

১৩৯৩-[১৩] মু'আয ইবনু আনাস আল জুহানী (রাযিঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর দিন ইমামের খুতবার সময় হাঁটু উচিয়ে দু'হাত দিয়ে তা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[৪৩৪]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা (نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ) এখানে (الْحُبْوَةِ) শব্দটি (الاحتباء) 'আল ইহ্‌তিবা' থেকে ইসম, কাজী আয়ায আল মাশারিক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন : 'আল ইহ্‌তিবা' হলো পায়ের গোড়ালিদ্বয় খাড়া করে এবং উভয় গোড়ালির উপর কাপড় জড়িয়ে বসা, কিংবা দু' হাতে হাঁটুদ্বয় শক্তভাবে ধারণ করা।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন : ইহ্‌তিবা সম্পর্কে (نَهْى) বা নিষেধাজ্ঞাটা মুত্বলাক্ব, জুমু'আর খুত্‌বাহ্ চলা অবস্থা বা জুমু'আর দিনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কেননা তাতে এক কাপড় পরিহিত ব্যক্তি সতর উন্মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে ইহ্‌তিবা করে বসার ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বিদ্বানগণ বলেন যে, জুমু'আর দিনে ইহ্‌তিবা করা মাকরূহ। যেমন আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেন, তাদের মধ্য 'উবাদাহ্ ইবনু নাসিয়ী আত্ তাবি'ঈ। আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) বলেন : মাকহূল, 'আত্বা ও হাসান থেকে বর্ণিত রয়েছে। তারা জুমু'আর দিনে খুতবাহ্ চলা অবস্থায় ইহ্‌তিবা করা মাকরূহ বলতেন এবং তারা মু'আয ইবনু আনাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তবে বর্ণিত হাদীসের সানাদে বাক্বিয়্যাহ্ ইবনু ওয়ালীদ, তিনি মুদাল্লিস এবং অধিকাংশ বিদ্বানগণ মতামত দিয়েছেন যে, তা (ইহ্‌তিবা) মাকরূহ নয়। যেমন আল্লামা 'ইরাক্বী (রহঃ) এ মতের সমর্থক।

আবূ দাঊদ ও ত্বাহাবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাক্বীর ৩য় খণ্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায় ইয়া'লা ইবনু শাদ্দাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বায়তুল মাকদাস বিজয়ে মু'আবিয়াহ্ (রাযিঃ)-এর সাথে ছিলাম, তিনি আমাদের সাথে জুমু'আহ্ আদায় করলেন, অতঃপর মাসজিদের মধ্যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সকল সহাবীগণ বসে ছিলেন। আমি তাদেরকে ইহ্‌তিবা অবস্থায় দেখলাম এবং সে সময় খুতবাহ্ চলছিল এবং তাহাবী (রহঃ) বর্ণনা করেন এবং ইবনু আবী শায়বাহ্ বর্ণনা করেছেন, ইবনু 'উমার (রাযিঃ) জুমু'আর দিনে খুতবাহ্ চলা অবস্থায় ইহ্‌তিবা করে বসতেন।

তবে চার ইমামগণ তা মাকরূহ না হওয়ার দিকেই মত দিয়েছেন এবং মাকরূহ হওয়ার হাদীসগুলোর কারণও উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রথমটি হলো মাকরূহাতের সকল হাদীস য'ঈফ। 'ইরাক্বী (রহঃ) বলেন : এ সম্পর্কে সকল হাদীস যদিও য'ঈফ তথাপিও তা একে অপরকে শক্তিশালী করে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইহ্‌তিবা ঘুম আনয়নকারী। (অর্থাৎ ইহ্‌তিবা করে বসলে ঘুম বেশী ধরে)

সুতরাং জুমু'আর দিনে খুতবাহ্ চলা অবস্থায় ইহ্‌তিবা না করাই উত্তম। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٣٩٤ -[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِه ذٰلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[৪৩৪] হাসান : আবূ দাঊদ ১১১০, আত্ তিরমিযী ৫১৪, আহমাদ ১৫৬৩০, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮১৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯১২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৮২, সহীহ আল জামি' ৬৮৭৬। তবে ইবনু খুযাইমার সানাদটি দুর্বল।

১৩৯৪-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : জুমু'আর সলাতের সময় কারো যদি তন্দ্রা পেয়ে বসে তাহলে সে যেন স্থান পরিবর্তন করে বসে। (তিরমিযী)[৪৩৫]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাঃ)-এর কথা (إِذَا نَعَسَ) আইন কালিমায় যাবার যোগে বাব نصر থেকে, অর্থ হলো : তন্দ্রা ও ঘুমের প্রাথমিক পর্যায় এবং সেটা অতি কোমল হাওয়া, যা মস্তিষ্কে দিক থেকে বয়ে চোখের উপর আবরণ সৃষ্টি করে বা চক্ষু ঢেকে ফেলে এবং এটি অন্তরে পৌছে না, যদি অন্তরে পৌছে যায় তবে তা ঘুম হয়ে যাবে। যেমন আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় ও আহমাদের (২য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায়) বর্ণনায় রয়েছে।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন : এখানে জুমু'আর দিনের উল্লেখ দ্বারা পূর্ণ দিন উদ্দেশ্য নয় বরং সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যখন মাসজিদে জুমু'আর জন্য অপেক্ষা করবে। যেমন- মুসনাদে আহমাদে (২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) এ শব্দে রয়েছে-

(إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর দিন মাসজিদে তন্দ্রাগ্রস্ত হবে। চাই তাতে খুতবাহ্ অবস্থায় হোক বা তার পূর্বে হোক, তবে খুতবাহ্ অবস্থায় হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٩٥ - [١٥] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهٖ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قِيْلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৫-[১৫] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (সলাতের সময়) কাউকে অপরজনকে তার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে বসতে নিষেধ করেছেন। নাফি'কে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কি শুধু জুমু'আর সলাতের জন্য। উত্তরে তিনি বললেন, জুমু'আর সলাত ও অন্যান্য সলাতেও। (বুখারী, মুসলিম)[৪৩৬]

ব্যাখ্যা : নাফি' (রহঃ) ছিলেন ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর দাস, তিনি ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু জুরায়জ নাফি (রহঃ)-কে জুমু'আর একজনের স্থানে অন্যজনের বসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস সরে বললেন যে, এ নিষেধাজ্ঞাটা কি শুধু জুম'আর জন্যই প্রযোজ্য নাকি তা অন্যান্য দিনের সলাতের স্থানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? জবাবে তিনি বললেন তা অন্যান্য দিনের সলাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে জুমু'আর দিনের সাথে নির্দিষ্ট করণের বর্ণনাও রয়েছে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে।

আর এ ব্যাপারে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু 'উমার (রাঃ) মুত্বলাক্ব হাদীসের উপর অধ্যায় বেঁধেছেন,

---

[৪৩৫] সহীহ : আত্ তিরমিযী ৫২৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫২৫৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৭৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৮৭, সহীহ আল জামি' ৮১২।

[৪৩৬] সহীহ : বুখারী ৯১১, মুসলিম ২১৭৭।

بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِيْ مَكَانِهِ

অর্থাৎ এটি অধ্যায় হলো কোন লোক তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে উক্ত স্থানে বসবে না এবং উল্লেখিত 'আম হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইবনু জুরায়জ-এর জবাবে নাফি' জুমু'আহ্ সম্পর্কে দলীল পেশ করেছেন।

١٣٩٦ -[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ. وَرَجُلٌ حَضَرَهُ بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام٦:١٦٠] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১৩৯৬-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : তিন প্রকারের লোক জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হয়। এক প্রকার হলো, যারা বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে হাজির হয়। জুমু'আর দ্বারা তাদের এটাই হয় লাভ। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো, আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাইতে চাইতে হাজির হয়। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। আল্লাহ চাইলে তাদের তা দান করতে পারেন। আর ইচ্ছা না করলে নাও দিতে পারেন। তৃতীয় প্রকারের লোক হলো, শুধু জুমু'আর সলাতের উদ্দেশে নিরবতার সাথে মাসজিদে উপস্থিত হয়। সামনে যাবার জন্য কারো ঘাড় টপকায় না। কাউকে কোন কষ্ট দেয় না। এ ধরনের লোকদের এ জুমু'আহ্ থেকে পরবর্তী জুমু'আহ্ পর্যন্ত সময়ে (সগীরাহ্) গুনাহের কাফফারাহ্ হয়ে যায়। তাছাড়া আরো অতিরিক্ত তিন দিনের কাফফারাহ্ হবে এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোন উত্তম কাজ করবে তার জন্য এর দশ গুণ প্রতিদান রয়েছে"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৬০)। (আবূ দাউদ)[৪৩৭]

ব্যাখ্যা : জুমু'আর দিনের উপস্থিতি তিন শ্রেণীর :

(১) যে অনর্থক কথা বলবে এবং মানুষের গর্দান ফেঁড়ে সামনে অতিক্রম করার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দিবে সে তথায় উপস্থিতির মধ্য হতে অনর্থক কথা বলা ও মানুষকে কষ্ট দেয়ারই অংশ পাবে।

(২) মানুষকে কষ্ট না দিয়ে নিজ অংশ অনুসন্ধানকারী, তার ওপর বা তার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নেই। সুতরাং সে তার উদ্দেশ্য বা অংশ পেতে পারে।

(৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী আর তার জুমু'আই হবে দু' জুমু'আর মাঝের সাত দিনের গুনাহ মাফের কারণ এবং সাতের সাথে তিন দিন বৃদ্ধি করে ক্ষমা করা হবে।

١٣٩٧ -[١٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[৪৩৭] **হাসান :** আবূ দাউদ ১১১৩, সুনানুল বায়হাক্বী আল কুবরা ৫৮৩১, শু'আবুল ঈমান ২৭৪২, সহীহ আত্ তারগীব ৭২৩, সহীহ আল জামি' ৮০৪৫।

১৩৯৭-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুতবার সময় কথা বলে, সে ভারবাহী গাধার মতো (বোঝা বহন করে, ফল ভোগ করতে পারে না)। আর যে ব্যক্তি অন্যকে চুপ করতে বলে তারও জুমু'আহ্ নেই। (আহ্‌মাদ)[৪৩৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা জানা যায় তা হলো : প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথার মাঝে কোন পার্থক্য করা ব্যতীতই সকল প্রকার কথা বলা নিষিদ্ধ এবং সকল কথা বলা হারাম মর্মে মত দিয়েছেন জমহূর 'উলামাগণ।

কিন্তু কেউ কেউ সেটা খুতবাহ্ শ্রবণকারীর সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে অধিকাংশ 'উলামাগণ নির্দিষ্ট করেননি, তারা বলেন যদি কেউ জুমু'আয় ভাল্ কাজের নির্দেশ দিতে ইচ্ছা করে, সে যেন ইশারার মাধ্যমে তা করে।

কেননা (لَيْسَ لَهٗ جُمُعَةٌ) অর্থাৎ তার কোন জুমু'আহ্ নেই। এখানে দলীল হলো যে, তার কোন সলাতই হবে না (কথা বললে)। এখানে জুমু'আহ্ দ্বারা সলাত উদ্দেশ্য, কিন্তু ইজমার ভিত্তিতে তা যথেষ্ট হবে (অর্থাৎ সলাত আদায় হবে)। কেননা এখানে (نَفْي) নাফী-টা ফাযীলাতের জন্য, যা সে চুপ থাকার জন্য পাবে। যেমন- 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'যে অনর্থক কথা বলবে মানুষের গর্দান চিড়ে সামনে যাবে তার যুহর আদায় হবে।' ইবনু ওয়াহ্‌ব তার এক বর্ণনায় বলেন : তার অর্থ হলো তার সলাত হবে তবে সে জুমু'আর ফাযীলাত থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন : কথা বলার কারণে জুমু'আহ্ বাতিল হবে না এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। যদিও আমরা তা হারাম বলে থাকি তবে অগ্রগণ্য মত হলো : (فلا جمعة له) এখানে 'নাফী' বা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জুমু'আর পূর্ণ সাওয়াব না পাওয়া তার মৌলিকত্বকে (জুমু'আর মৌলিকত্ব) নিষেধ করছে না।

١٣٩٨ ـ[١٨] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طِيْبٌ فَلَا يَضُرُّهٗ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ

১৩৯৮-[১৮] 'উবায়দ ইবনু সাব্বাক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক জুমু'আর দিন বলেছেন : হে মুসলিমগণ! এ দিন, যে দিনকে আল্লাহ তা'আলা ঈদ হিসেবে গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা এ দিন গোসল করবে। যার কাছে সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতি নেই। তোমরা অবশ্য অবশ্যই মিসওয়াক করবে। (মালিক, ইবনু মাজাহ তাঁর ['উবায়দাহ্ হতে])[৪৩৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত জুমু'আর দিনটা মুসলিমদের জন্য খাস, ইবনু মাজাহ্‌র বর্ণনায় রয়েছে : নিশ্চয় এটা ঈদের দিন আল্লাহ তা'আলা সেটা মুসলিমদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

---

[৪৩৮] **য'ঈফ :** আহমাদ ২০৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৪০। কারণ এর সানাদে রাবী মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ আল হামদানী-কে ইয়াহ্‌ইয়া আল ক্বত্ত্বান, 'আবদুর রহমান বিন মাহদী, আহমাদ, ইবনু মা'ঈন এবং নাসায়ী (রহঃ)-সহ আরো অনেকে দুর্বল বলেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়, জীবনের শেষ সময়ে তার স্মৃতিশক্তিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

[৪৩৯] **হাসান :** ইবনু মাজাহ্ ১০৯৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ২১৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৫৩০১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫০১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৫৯।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ঈদের দিনের জন্য মুস্তাহাব। আর মুয়াত্তার শব্দে প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় গোসল করাটা যে জুমু'আয় উপস্থিত হবে তার জন্য খাস নয়। ইবনু মাজায় রয়েছে, (فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل) অর্থাৎ যে জুমু'আয় আসবে সে যেন গোসল করে। এই বর্ণনাটা ইঙ্গিত করছে, যে ব্যক্তি জুমু'আয় উপস্থিত হবে, তার জন্য গোসলটা খাস। 'উলামাগণের মাঝে এ মর্মে মতপার্থক্য রয়েছে যে, গোসল শুধু জুমু'আর সলাতের জন্য, নাকি জুমু'আর দিনের জন্য। ইমাম মুহাম্মাদ ও দাউদ (রহঃ) যে মত ব্যক্ত করেছেন তা আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নিশ্চয় তা (গোসল) জুমু'আর দিনের জন্য। সুতরাং তা শিশু, নারী, পুরুষ ও দাস সবাইকে সম্পৃক্ত করে এবং যে সলাতে উপস্থিত হবে এটা তার জন্য খাস নয়।

জমহূর 'উলামাগণ মতামত দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তা সলাতের জন্য, দিনের জন্য নয়। সুতরাং গোসলটি তার জন্য খাস যে সলাতুল জুমু'আয় উপস্থিত হবে।

সারকথা হলো ! এখানে গোসল দু'টি, (১) দিনের জন্য (২) সলাতের জন্য এবং উভয় বিষয়ে হাদীস বর্ণিত রয়েছে, প্রথমটি মুস্তাহাব এবং দ্বিতীয়টি ওয়াজিব।

সুতরা যে ব্যক্তি জুমু'আর পূর্বে গোসল করবে তার জন্য দু'টি গোসলের ফাযীলাত অর্জন হবে। আর যে ব্যক্তি জুমু'আর পর করবে তার জন্য শুধু দিনের গোসলের ফাযীলাত অর্জন হবে, সলাতের গোসলের ফাযীলাত অর্জন হবে না।

(وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) অর্থাৎ (الزموه) তোমরা তা আবশ্যক করো। এখানে أمر-টি খাস করে জুমু'আর দিনে উযূ এবং গোসলের সময় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পূর্ণতার জন্য মিসওয়াক করা যে মুস্তাহাব এর গুরুত্ব বা দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য।

١٣٩٩ - [١٩] وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا.

১৩৯৯-[১৯] এবং হাদীসটি 'আব্বাস رضي الله عنه হতে মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখানে ইবনু মাজার বর্ণনাটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে শু'আয়ব (রহঃ)-এর সূত্রে যুহরী থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার পরিপন্থী। তাউস (রহঃ) বলেন : আমি ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه-কে বললাম যে, তারা উল্লেখ করেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন :

اِغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوْا رُؤُسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا. وَأَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ.

অর্থাৎ তোমরা জুমু'আর দিনে গোসল করো এবং তোমাদের মাথা ধৌত করো যদিও তোমরা নাপাক না হও এবং সুগন্ধি ব্যবহার করো। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন : গোসলের ব্যাপারে বলব, হ্যাঁ, আর সুগন্ধির লাগানো ব্যাপারে বলব আমি জানি না।

এর জবাবে বলা যায় যে, ইবনু মাজার বর্ণনার সানাদে সালিহ ইবনু আবিল আখযার, যিনি যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর যুহরী আবিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এখানে সালিহ য'ঈফ রাবী।

١٤٠٠ - [٢٠] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

১৪০০-[২০] বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জুমু'আর দিন মুসলিমরা যেন অবশ্যই গোসল করে। তার পরিবারে সুগন্ধি থাকলে যেন তা ব্যবহার করে। যদি সুগন্ধি না থাকে, তাহলে গোসলের পানিই তার জন্য সুগন্ধি। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী; তিনি [তিরমিযী (রহঃ)] বলেন, হাদীসটি হাসান।)[৪৪০]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তার উচিত হবে পানি এবং সুগন্ধির মাঝে একত্র করা। আর সুগন্ধি না পাওয়া গেলে পানি যথেষ্ট হবে। কেননা মূল উদ্দেশ্য হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং দুর্গন্ধ দূর করা।

(٤٥) بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

অধ্যায়-৪৫ : খুতবাহ্ ও সলাত

(بَاب الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ) জুমু'আর খুতবাহ্ ও সলাত এবং উভয়ের গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। যেমন- উভয়ের পূর্ণতা ও ওয়াক্তের বিবরণ। اَلْخُطْبَةُ শব্দটি মাসদার خَطَبَ يَخْطُبُ خِطَابَةً وَخُطْبَةً শাব্দিক অর্থ : ওয়াজ করা বা নাসীহাত করা। পরিভাষায় খুতবাহ্ এমন একটি ইবারত বা বক্তব্য যা যিক্‌র, তাশাহ্‌হুদ, দরূদ ও নাসীহাতের উপর সম্পৃক্ত। 'উলামাগণের মাঝে এ মর্মে মতপার্থক্য রয়েছে যে, খুতবাহ্ জুমু'আর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এবং সেটা জুমু'আর রুকনগুলোর কোন একটি রুকন? নাকি। জমহূর 'উলামাগণ বলেছেন যে, নিশ্চয় সেটা (খুতবাহ্) শর্ত ও রুকন।

কতকগুলো বিদ্বানগণ বলেন যে, খুতবাহ্ ফারয নয়। ইমাম মালিক (রহঃ) জমহূর অনুসারীগণ বলেন : সেটা ফারয, কিন্তু তা অগ্নিপূজকদের ওপর নয়। মির্'আত প্রণেতা বলেন : আমি বলব যে, দাউদ আয যাহিরী, ইবনু হায্‌ম, হাসান আল বাসরী এবং ত্বাওবাসী (রহঃ) মত ব্যক্ত করেছেন যে, জুমু'আর খুতবাহ্ ফারয নয় বরং মুস্তাহাব এবং সেটাই সঠিক। কেননা জুমু'আর দিনের খুতবার আবশ্যকতার উপর কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোন দলীল প্রমাণিত হয়নি এবং আল্লাহ তা'আলার কথা : ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ "তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও"- (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ৯)। এখানে সেটার উপর কোন দলীল নেই। কেননা আদিষ্টিত "যিক্‌র" দ্বারা সলাতের দিকে দ্রুত যাওয়া উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٠١ -[١] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪০১-[১] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) সূর্য ঢলে পড়লে জুমু'আর সলাত আদায় করতেন। (বুখারী)[৪৪১]

---

[৪৪০] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ৫২৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৪৯৮৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৩৪, য'ঈফ আল জামি' ২৭০৭। এর সানাদে ইসমা'ঈল ইবনু ইবরাহীম আত্ তায়মী একজন দুর্বল রাবী।

[৪৪১] সহীহ : বুখারী ৯০৪, আত্ তিরমিযী ৫০৩, আহমাদ ১৩৩৮৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৬৬৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৬৬।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে জমহূর 'উলামাগণ যে মত ব্যক্ত করেছেন তার দলীল রয়েছে, নিশ্চয় জুমু'আর সলাতের প্রথম ওয়াক্ত হলো : যখন সূর্য ঢলে পড়বে, যেমন যুহরের সলাত এবং সূর্য ঢলা সলাত হবে না এবং সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় সালামাহ্ ইবনু আকওয়াহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসও এটার উপর প্রমাণ করে।

তিনি বলেন : (كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ)

অর্থাৎ আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করতাম, যখন সূর্য হেলে যেত। অতঃপর আমরা ছায়ার পিছে পিছে ফিরতাম।

আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন : ইমাম মালিক, আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ এবং সহাবী ও তাবি'ঈনদের মধ্য হতে জমহূর 'উলামাগণ এবং তাদের পরবর্তী মুহাক্কিকগণ বলেছেন যে, সূর্য না ঢলা পর্যন্ত জুমু'আর সলাত বৈধ হবে না। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইসহাক্ব (রহঃ) ব্যতীত কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি, তারা জুমু'আর সলাত সূর্য ঢলার পূর্বে আদায় করা বৈধ বলেছেন। তবে ইবনুল কুদামাহ্ (রহঃ) আল মুগনীর ২য় খণ্ডর ৩৫৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, প্রথম মত উত্তম ও বিশুদ্ধ এবং তাদের মতে সূর্য ঢলা ব্যতীত সলাত হবে না।

١٤٠٢ -[٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نُقِيْلُ وَلَا نَتَغَدّٰى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪০২-[২] সাহ্ল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিন জুমু'আর সলাত আদায় করার পূর্বে খাবারও গ্রহণ করতাম না, বিশ্রামও করতাম না। (বুখারী, মুসলিম)[৪৪২]

ব্যাখ্যা : আন্ নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে যে, ক্বায়লুলাহ্ হলো অর্ধ দিবসে বিশ্রাম গ্রহণ করা, যদিও তার সাথে ঘুম না থাকে।

(اَلْغَدَاء) ঐ খাদ্য, যা দিনের প্রথম ভাগে খাওয়া হয়। বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে : আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে জুমু'আহ্ আদায় করতাম, অতঃপর ক্বায়লুলাহ্ করতাম। এ হাদীস থেকে ইমাম আহমাদ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, জুমু'আর সলাত সূর্য ঢলার পূর্বে আদায় করা বৈধ, কেননা ক্বায়লুলাহ্ ও গাদা (সকালের খাবার/দুপুরের খাবার) উভয়ের স্থান হলো সূর্য ঢলার পূর্বে। তিনি ক্বাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, সূর্য ঢলার পর ক্বায়লুলাহ্ এবং গাদা অবশিষ্ট থাকে না। জবাবে 'আমির আল ইয়ামানী (রহঃ) বলেন : সাহ্ল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস জুমু'আর সলাত সূর্য ঢলার পূর্বে আদায়ের দলীল নয়। কেননা তারা (সহাবায়ে কিরামগণ) মাক্কাহ্ এবং মাদীনায় যুহরের পর ছাড়া ক্বায়লুলাহ্ ও দুপুরের খাবার খেতেন না। যেমন- আল্লাহ তা'আলার কথা :

﴿وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ﴾

"দুপুরের যখন তোমরা বস্ত্র রেখে দাও (বিশ্রামের জন্য)।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৫৮)

তবে হ্যাঁ নাবী ﷺ সর্বদাই সূর্য ঢলার প্রথম সময়ে জুমু'আর সলাত আদায় করতেন, যা যুহরে করতেন না।

١٤٠٣ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي الْجُمُعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

[৪৪২] সহীহ : বুখারী ৯৩৯, মুসলিম ৮৫৯, ইবনু মাজাহ্ ১০৯৯।

১৪০৩-[৩] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী প্রচণ্ড শীতের সময় জুমু'আর সলাত সকাল সকাল (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন, আর প্রচণ্ড গরমের সময় দেরী করে আদায় করতেন। (বুখারী)[৪৪৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে যা পাওয়া যায় তা হলো : নিশ্চয় এ বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, আনাস -এর নিকট জুমু'আর সলাতও বিলম্বে আদায় করা যায়। আর এটা যুহরের সলাতের উপর ক্বিয়াস বা অনুমান, এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ কোন নস বা দলীল নেই। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস যুহর সলাত জুমু'আহ্ থেকে ভিন্নতার উপর প্রমাণ করে এবং জুমু'আর সলাত শীঘ্রই আদায় করার উপর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইবনু ক্বাতাদাহ্ আল মুগনীর (২য় খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ) উল্লেখ করেছেন যে, সূর্য ঢলার পর পরই গরমের তীব্রতা থাকা ও না থাকার মাঝে জুমু'আর সলাত আদায় মুস্তাহাব হওয়ার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং যদি তারা গরমের তীব্রতা হ্রাসের জন্য অপেক্ষা করে, এটাই তাদের ওপর কষ্টকর হবে। এজন্য নাবী যখনই সূর্য ঢলে যেত তখনই জুমু'আহ্ আদায় করতেন, শীত কিংবা গ্রীষ্মকালে তিনি একই সময়ে সলাত আদায় করতেন। আর তিনি (ইবনু কুদামাহ্) মুগনীর ১ম খণ্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন : সূর্য ঢলে পড়ার পর বিলম্ব না করে দ্রুততার সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করাটাই সুন্নাত। কেননা সালামাহ্ ইবনু আকওয়াহ্ বলেন : আমরা নাবী -এর সাথে জুমু'আহ্ আদায় করেছি যখন সূর্য ঢলে যেত তখন। (বুখারী, মুসলিম)

١٤٠٤ -[٤] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪০৪-[৪] সায়িব ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ , আবূ বাক্‌র ও 'উমার -এর খিলাফাতকালে জুমু'আর প্রথম আযান দেয়া হত ইমাম মিম্বারে বসলে। 'উসমান খলীফা হবার পর, লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি যাওরা-এর উপর তৃতীয় আযান বাড়িয়ে দিলেন। (বুখারী)[৪৪৪]

ব্যাখ্যা : যাওরা হলো মাদীনার নিকটবর্তী একটি বাজার। ইমাম বুখারী তার জামিউস্ সহীহ-তে উল্লেখ করেছে। ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু মাজার বর্ণনায় রয়েছে,

زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلٰى دَارٍ فِي السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ.

অর্থাৎ তিনি তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করলেন বাজারের প্রবেশ পথে, সেটাকে বলা হয় আয্ যাওরা, বুখারী ও অন্যান্য বর্ণনায় অনুরূপ রয়েছে। হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, বর্তমান মানুষ 'উসমান -এর কর্মই গ্রহণ করেছে সকল শহরে। কেননা এটি আনুগত্যশীল খলীফার কর্ম। কিন্তু আল ফা-কিহা-নী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম আযান (জুমু'আর দিনের ডাক আযান) মাক্কায় আবিস্কার করেছেন হাজ্জাজ, এ বাসরাতে যিয়াদ চালু করেছেন। ইবনু আবী শায়বাহ্ ইবনু 'উমারের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইবনু 'উমার) বলেন : জুমু'আর দিনের প্রথম আযান (ডাক আযান) বিদ'আত। হতে পারে এটা তিনি অনিহাবশতঃ

---

[৪৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৯০৬, শারহু মা'আনিল আসার ১১২৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৬৭৮, সহীহ আল জামি' ৪৬৭০।

[৪৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৯১২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৭১, আত্ তিরমিযী ৫১৬, ইবনু মাজাহ্ ১১৩৫।

বলেছেন এবং এমনও হতে পারে যে, তিনি উদ্দেশ্য করেছেন, নিশ্চয় সেটা (ডাক আযান) নাবী ﷺ-এর যামানায় ছিল না। আর প্রত্যেক বিষয় যা নাবী ﷺ-এর সময় ছিল না তাই 'বিদ'আত।

সর্বোপরি কথা হলো : মির'আত প্রণেতা বলেন, আজকের দিনে যখন কোন শহরে 'উসমান (রাঃ)-এর চালুকৃত আযানের প্রয়োজন হবে, যেমন 'উসমান (রাঃ)-এর সময় মাদীনায় প্রয়োজন হয়েছিল তবে মাসজিদের বাইরে কোন উঁচু স্থান যেমন মিনার কিংবা বাড়ীর ছাদ ইত্যাদিতে ইমাম খুতবার জন্য বের হওয়ার পূর্বেই আযান (ডাক আযান) দেয়ায় কোন দোষ নেই। যেমন 'উসমান (রাঃ) দিয়েছিলেন। আর যদি কোন প্রয়োজন বা দরকার না থাকে তবে শুধু খুতবার আযানেই ক্ষ্যান্ত দিতে হবে। আর এ আযান খতীবের সামনে মিম্বারের নিকটে দেয়া সুন্নাহ সম্মত নয়। বরং মাসজিদের দরজায় আযান দেয়াই সুন্নাত, যাতে যারা মাসজিদে উপস্থিত হয়নি তারা উপকৃত হতে পারে। মাসজিদের ভিতর মিম্বারের নিকট নয়। আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ যখন মিম্বারে বসতেন তখন তার সামনে মাসজিদের দরজার উপর আযান দেয়া হত।

١٤٠٥ -[٥] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০৫-[৫] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (জুমু'আর দিন) দু'টি খুতবাহ্ (ভাষণ) দিতেন। উভয় খুতবার মধ্যখানে তিনি কিছু সময় বসতেন। তিনি (খুতবায়) কিছু কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ শুনাতেন। সুতরাং তাঁর সলাত ও খুতবাহ্ উভয়ই ছিল নাতিদীর্ঘ। (মুসলিম)[৪৪৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে যিক্‌র বলতে উপদেশ ও নাসীহাত উদ্দেশ্য। আর যা ভয়, আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা আবশ্যক করে তাই যিক্‌র। সেটার দ্বারা (আলোচ্য হাদীস) দলীল গ্রহণ করা যায় যে, খুতবায় উপদেশমূলক বক্তৃতা ও কুরআন তিলাওয়াত শারী'আত সম্মত, এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই, তবে আবশ্যকতা নিয়ে 'উলামাগণের মাঝে মত-বিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে খুতবায় তিলাওয়াত ও ওয়াজ বা নাসীহাত শর্ত। আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : আল্লাহর প্রশংসা ও নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ এবং ওয়াজ বা নাসীহাত ছাড়া জুমু'আর দু' খুতবাহ্ বিশুদ্ধ হবে না। এ তিনটি জুমু'আর দু' খুতবার জন্য আবশ্যক এবং দু'য়ের একটিতে কুরআন তিলাওয়াত সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী আবশ্যক। আর দ্বিতীয় খুতবায় বিশ্ব মু'মিনদের জন্য দু'আ করাও আবশ্যক। ইমাম মালিক, আবূ হানীফাহ্ ও জমহূরগণ বলেন : যতটুকু বিষয় খুতবাহ্ হিসেবে নামকরণ করা যায় তাই খুতবাহ্ হিসেবে যথেষ্ট হবে। আবূ হানীফাহ্, ইউসুফ ও মালিক (রহঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে : হাম্‌দ, তাসবীহ ও তাহলীল (*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*)-ই খুতবার জন্য যথেষ্ট। তবে এটা নিতান্তই দুর্বল মত। কেননা এটাকে খুতবাহ্ বলা যায় না এবং এর দ্বারা খুতবার চাহিদাও পূরণ হবে না। তবে মির'আত প্রণেতার মত অনুযায়ী অধিক বিশুদ্ধ মত হলো জুমু'আর ক্ষেত্রে হাম্‌দ ও নাসীহাত ছাড়া কোন কিছুই ওয়াজিব নয়, কেননা সেটাকে খুতবাহ্ হিসেবে গণ্য করা যায় এবং খুতবার উদ্দেশ্য অর্জন হয়। এছাড়া নাবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত ও মানুষদের জন্য দু'আ করা খুতবার জন্য শর্ত ও ওয়াজিব কোনটি নয়।

---

[৪৪৫] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬৬, আবূ দাউদ ১১০১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৫২৫৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৪৬৫৫, আহমাদ ২০৮৮৫, আত্ তিরমিযী ৫০৭, দারিমী ১৫৯৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৭৭।

কেননা নাবী ﷺ খুতবায় তিলাওয়াত করতেন, তা ওয়াজিব করেননি, কিন্তু তিলাওয়াত মুস্তাহাব হবে। যেমন উম্মু হিশাম رضي الله عنها বর্ণনা করেন : আমি সূরাহ্ আল ক্বাফ নাবী ﷺ-এর মুখ থেকে (শ্রবণ করার মাধ্যমে) মুখস্থ করেছি। সেটার দ্বারা নাবী ﷺ প্রতি জুমু'আয় খুতবাহ্ দিতেন।

١٤٠٦ -[٦] وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০৬-[৬] 'আম্মার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তির দীর্ঘ সলাত ও সংক্ষিপ্ত খুত্‌বাহ্ তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই তোমরা সলাতকে লম্বা করবে, খুতবাকে খাটো করবে। নিশ্চয় কোন কোন ভাষণ যাদু স্বরূপ। (মুসলিম)[৪৪৬]

ব্যাখ্যা : (فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ) আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন : أَقْصِرُوْا শব্দে হামযাহ্‌টি ওয়াসাল (যা বাক্যের মাঝে অনুচ্চারিত থাকে) এ হাদীসটি পূর্বে উল্লেখিত মাশহুর হাদীসগুলোর বিরোধী নয়, (সলাত সংক্ষেপকরণের ব্যাপারে আগত হাদীস) তার কথায় পূর্ণ বর্ণনায় রয়েছে :

কেননা 'আম্মার (রহঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : নিশ্চয় সলাত খুতবাহ্ অনুযায়ী দৈর্ঘ্য হবে (খুতবাহ্ দীর্ঘায়িত হলে সলাত সংক্ষিপ্ত ও খুতবাহ্ সংক্ষেপ হলে সলাত দীর্ঘায়িত) এমন দীর্ঘায়িত হবে না যাতে মুক্তাদীদের ওপর দুঃসাধ্য হয় এবং সেটা হবে মধ্যম পন্থা অবলম্বন (বেশী দীর্ঘ নয়, বেশী সংক্ষিপ্তও নয়)। ক্বারী (রহঃ) বলেন : উভয় হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস উভয়টির ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের উপর প্রমাণ করে। আর 'আম্মার رضي الله عنه-এর হাদীস দ্বিতীয়টি সংক্ষেপের উপর প্রমাণ করে। এরপর এ হাদীস মুসলিমে বর্ণিত আবূ যায়দ-এর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী নয়। অর্থাৎ নাবী ﷺ আমাদের সাথে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন এবং মিম্বারে আরোহণ করলেন। অতঃপর তিনি যুহর পর্যন্ত খুতবাহ্ দিলেন, অতঃপর মিম্বার হতে নেমে সলাত আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বারে আরোহণ করে 'আস্‌র পর্যন্ত খুতবাহ্ দিলেন। এরপর নেমে সলাত আদায় করলেন তারপর আবার মিম্বারে আরোহণ করে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খুতবাহ্ দিলেন। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٤٠٧ -[٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০৭-[৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবাহ্ (ভাষণ) দিতেন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর হত সুউচ্চ, রাগ বেড়ে যেত। মনে হত তিনি কোন সামরিক বাহিনীকে এ বলে শত্রু হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন : সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর শত্রু বাহিনী হানা দিতে পারে। তিনি খুতবায় বলতেন, আমাকে ও ক্বিয়ামাতকে এভাবে পাঠানো হয়েছে। এ কথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্র করে মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)[৪৪৭]

---

[৪৪৬] সহীহ : মুসলিম ৮৬৯, আহমাদ ১৮৩১৭, দারিমী ১৫৫৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৬৩, শু'আবুল ঈমান ৪৬৩৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৭৭, সহীহ আল জামি' ২১০০।

[৪৪৭] সহীহ : মুসলিম ৮৬৭, ইবনু মাজাহ্ ৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৫৩, ইবনু হিব্বান ১০, ইরওয়া ৬১১, সহীহ আত্ তারগীব ৫০, সহীহ আল জামি' ৪৭১১।

Contents

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ এটা করতেন মানুষদের অন্তর থেকে উদাসীনতা দূর করার জন্য। যাতে তাঁর (ﷺ-এর) কথাগুলো যথাযথভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করতে পারে, অথবা নাসীহাতের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খুতবার বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা মুস্ত াহাব এবং খুতবাহ্ বুলন্দ আওয়াজে দেয়া মুস্তাহাব।

(كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ) সে ব্যক্তি যে তার সম্প্রদায়কে আগত শত্রুর ভয় দেখায়, কিংবা যে তার সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করে যে, শত্রু অতি নিকটে এবং তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেমন- একজন ভীতি প্রদর্শনকারী তার আওয়াজ উচ্চ করে, চক্ষু তার লাল হয়, স্বজাতির উদাসীনতায় প্রচণ্ড রাগ করে, নাবী ﷺ-এর অবস্থা ঠিক তেমনি, তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত : নিশ্চয় যখন ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ অর্থাৎ "আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের"– (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ২১৪)– এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে তার স্বজাতির গোত্রদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন : হে ফিহ্র-এর বংশধর, হে 'আদ-এর সন্তানেরা.....।

١٤٠٨ - [٨] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف ٤٣: ٧٧]. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪০৮-[৮] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে মিম্বারে উঠে কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি : "জাহান্নামীরা (জাহান্নামের দারোগাকে) ডেকে বলবে, হে মালিক! (তুমি বলো) তোমার রব যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন"– (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৭৭)। অর্থাৎ তিনি খুত্বায় জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৪৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত আয়াতে কারীমার অর্থ হলো কাফিররা জাহান্নামে দাড়োয়ানকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আমাদের ওপর নির্ধারিত ফায়সালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তারা বলবে এটা অধিক কষ্টের..... তাদের জবাবে বলা হবে, তোমরা চিরস্থায়ী। এখানে তাদের প্রতি এক ধরনের বিদ্রূপ প্রমাণ আলোচ্য হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে।

١٤٠٩ - [٩] وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ﴿قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [قٓ ٥٠: ١] إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪০৯-[৯] উম্মু হিশাম বিনতু হারিসাহ্ ইবনুল নু'মান رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মাজীদের "সূরাহ্ ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে শুনেই মুখস্থ করেছি। প্রত্যেক জুমু'আয় তিনি মিম্বারে উঠে খুতবার প্রাক্কালে এ সূরাহ্ পাঠ করতেন। (মুসলিম)[৪৪৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে দলীল হলো : প্রতিটি জুমু'আর খুতবায় সূরাহ্ ক্বাফ তিলাওয়াত করা শারী'আত সম্মত। 'উলামাগণ বলেন : নাবী ﷺ-এর এ সূরাহ্ খুতবায় তিলাওয়াত জন্য পছন্দ করার কারণ হলো : এ সূরায় পুনরুত্থান, মৃত্যু, উপদেশ ও ধমক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে এবং এখানে খুতবায় কুরআন তিলাওয়াতের প্রমাণ রয়েছে। তবে ইজমা রয়েছে যে, খুতবায় উল্লেখিত সূরাহ্ কিংবা তার কোন অংশ তিলাওয়াত করা ওয়াজিব নয়। তবে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই।

---

[৪৪৮] **সহীহ :** বুখারী ৩২৩০, মুসলিম ৮৭১, আত্ তিরমিযী ৫০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৮০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৭৮।
[৪৪৯] **সহীহ :** মুসলিম ৮৭৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৭৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫২০২।

١٤١٠-[١٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১০-[১০] 'আম্‌র ইবনু হুরায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আর দিনে খুতবাহ্ দিলেন। তখন তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ী। পাগড়ীর দু'মাথা তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। (মুসলিম)[৪৫০]

ব্যাখ্যা : এখানে খুতবায় কালো পোশাক পরিধান করার বৈধতা রয়েছে, যদি সাদা পোশাক কালো পোশাক অপেক্ষা উত্তম। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, তোমাদের উত্তম পোশাক হলো সাদা পোশাক। তবে খতীবগণ খুতবায় কালো পোশাক পড়লে তা বৈধ। কিন্তু সাদা পোশাক উত্তম। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। এ হাদীসে কালো পাগড়ী পরিধানের বর্ণনাটি বৈধতার ক্ষেত্রে।

١٤١١-[١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১১-[১১] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খুতবাহ্ দেয়ার সময় বলেছেন : তোমাদের কেউ জুমু'আর দিন ইমামের খুতবাহ্ চলাকালে মাসজিদে উপস্থিত হলে সে যেন সংক্ষেপে দু' রাক্'আত (নাফ্ল) সলাত আদায় করে নেয়। (মুসলিম)[৪৫১]

ব্যাখ্যা : এখানে আদেশটি মুস্তাহাবের জন্য। এ হাদীসের দলীল হলো যে, জুমু'আর দিনে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ শারী'আত সম্মত এবং ইমামের খুতবাহ্ চলা অবস্থায় ও তা আদায় করা মুস্তাহাব এবং হাসান, ইবনু 'উয়াইনাহ্, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, মাকহূল। আবূ সাওর ও ইবনুল মুনযির (রহঃ) প্রমুখগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন, ইমাম নাবাবী ফকীহ মুহাদ্দিসীনদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

এখানে দলীল হলো : খুতবাহ্ চলা অবস্থায় তাহিয়্যাতুল মাসজিদ খুতবাহ্ শ্রবণের সাথে সংক্ষেপ হওয়া উচিত। তবে তা খুতবাহ্ চলা অবস্থায় আদায় করা শারী'আত যে সম্মত এতে কোন দ্বিমত নেই। এ হাদীস ইমাম মালিক ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর বিরুদ্ধ দলীল; তাদের মত হলো খুতবাহ্ চলা অবস্থায় তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করা নিষিদ্ধ এবং তাদের অনুসারীগণ এ হাদীসের জবাবও দিয়েছেন যে,

আলোচ্য হাদীস আল্লাহ তা'আলার কথার "যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা তা শোন এবং নীরব থাকো"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ২০৪) সাথে সাংঘর্ষিক এবং ত্ববারানীর বর্ণনায় ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, ইমামের খুতবাহ্ চলা অবস্থায় যদি তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে তবে ইমামের খুতবাহ্ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন সলাত ও কথা বলা যাবে না।

তার জবাবে বলা যায় যে, প্রথমতঃ আয়াতের ক্ষেত্রে : সমস্ত খুত্‌বাটি কুরআন নয়, তাতে যা রয়েছে তা কুরআনের কিছু অংশ, সুতরাং তার জবাব হাদীসের জবাবের অনুরূপ আর তা হলো মাসজিদে প্রবেশের সাথে খাস। দ্বিতীয়তঃ হাদীসের ক্ষেত্র : ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস য'ঈফ, তাতে আইয়ূব ইবনু

---

[৪৫০] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৫৯, আবী দাউদ ৪০৭৭, নাসায়ী ৫৩৪৬, ইবনু মাজাহ্ ১১০৪, আহমাদ ১৮৭৩৪, সুনানুল কুবরা লিল্ বায়হাক্বী ৫৯৭৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৭৫, সহীহাহ্ ৭১৮।

[৪৫১] **সহীহ :** মুসলিম ৮৭৫, আবূ দাউদ ১১১৬, ইবনু মাজাহ্ ১১১৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৩৫, ইবনু হিব্বান ২৫০০, আহমাদ ১৪৪০৫।

নাহীক তিনি মুনকার। তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। অনুরূপ বিবরণ ফাতহুল বারীতেও রয়েছে।

١٤١٢ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪১২-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সলাতের এক রাক্'আত পেল, সে যেন পূর্ণ সলাত পেল। (বুখারী, মুসলিম)[৪৫২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ) ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত সলাত দ্বারা সলাতুল জুমু'আহ্ উদ্দেশ্য। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এটি জুমু'আর সাথে খাস এবং এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল বাগাবী (রহঃ) এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য হাদীস তিনি সলাতুল জুমু'আহ্ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তবে মা'মার (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসের صلاة (সলাত) শব্দটি মুত্বলাক্ব, তাতে জুমু'আহ্ ও অন্যান্য সলাত সম্পৃক্ত। মির্'আত প্রণেতা বলেন : হাকিম (রহঃ) আওযা'ঈ এবং 'উসামাহ্ ইবনু যায়দ আল লায়সী, মালিক ইবনু আনাস, সালিহ ইবনু আবিল আখযার থেকে, তারা প্রত্যেকে যুহরী থেকে জুমু'আর সলাতের ব্যাপারে পূর্ণ নাস (বক্তব্য) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে আলোচ্য হাদীসের মুত্বলাক্ব শব্দটি "সলাতুল জুমু'আহ্"-কেই নির্দেশ করছে যে, ইমামের সাথে জুমু'আর এক রাক্'আত পাওয়া পূর্ণ জুমু'আহ্ পাওয়া। অতঃপর তা (বাকী অংশ) আদায় করা আবশ্যক এবং এটাই অধিকাংশ বিদ্বানদের মত যথাক্রমে ইবনু মাস'উদ, ইবনু 'উমার, আনাস (রাঃ), ইবনুল মুসাইয়্যাবী হাসান, যুহ্রী, নাখ্'ঈ, মালিক, সাওর, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আবী আস্ সাওর ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) প্রমুখগণ। তবে 'আত্বা, তাউস, মুজাহিদ ও মাকহূল (রহঃ) বলেন : যে খুতবাহ্ না পাবে সে যুহরের চার রাক্'আত আদায় করবে। কেননা জুমু'আর জন্য খুতবাহ্ শর্ত। তবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা খুতবাহ্ শর্তের উপর কোন প্রমাণ নেই। ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, মালিক ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন : যে ইমামের সাথে পূর্ণ রাক্'আত পাবে না বরং সাজদাহ্ কিংবা তাশাহ্হুদ পাবে সে জুমু'আহ্ পাবে না, তাকে চার রাক্'আত যুহর আদায় করতে হবে। তিনি বলেন : ইমামের সালাম ফিরানোর পর যুহর আদায় করতে হবে এবং ইমামের পিছনে তার আনুগত্যের জন্য জুমু'আর নিয়্যাত করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসটি মুত্বলাক্ব, যা সকল সলাতের হুকুমের ফায়দা দিবে। আর অন্য সকল সলাতের হুকুম হলো : ইমামের সাথে সলাতে কিছু অংশ যখন পাবে, এমনকি যদি তাশাহ্হুদও পাওয়া যায় তবে ততটুকু ইমামের সাথে আদায় করতে হবে এবং অবশিষ্ট সলাত আদায় করে নিতে হবে।

মির'আত প্রণেতা বলেন, প্রাধান্য ও গ্রহণযোগ্য মত হলো : আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মত : যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমু'আর সলাতের কিছু অংশ পাবে, যদি তাশাহ্হুদও পেয়ে থাকে তবে ইমামের সাথে তাই আদায় করতে হবে। বাকী সলাত সালামের পর আদায় করতে হবে, যুহর আদায় করা যাবে না। কেননা (তোমরা যতটুকু পাবে তা আদায় করে নাও, আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নাও) হাদীসটি মুত্বলাক্ব অর্থাৎ যতটুকু ইমামের সাথে পাওয়া যায় এমনকি যদি শুধু সালামও পাওয়া যায় তবুও জুমু'আহ্ আদায় হবে।

---

[৪৫২] **সহীহ** : বুখারী ৫৮০, মুসলিম ৬০৭, আবূ দাউদ ১২২১, নাসায়ী ৫৫৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ২০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৩৩৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮১৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪০০, ইবনু হিব্বান ১৪৮৩, সহীহ আল জামি' ৫৯৯৪, ইরওয়া ৬২৩।

আর ইমাম শাফি'ঈ যে মত ব্যক্ত করেছেন সে ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাইনি, যা তার কথার উপর দলীল হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤١٣ -[١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ أُرَاهُ الْمُؤَذِّنَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪১৩-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) দু'টি খুতবাহ্ (ভাষণ) দিতেন। তিনি মিম্বারে উঠে বসতেন। যে পর্যন্ত মুয়ায্‌যিন আযান শেষ না করতেন। এরপর তিনি দাঁড়াতেন ও খুতবাহ্ শুরু করে দিতেন। তারপর আবার বসতেন। এ সময় তিনি কোন কথা বলতেন না। অতঃপর তিনি আবার দাঁড়াতেন ও (দ্বিতীয়) খুতবাহ্ দিতেন। (আবূ দাউদ)[৪৫৩]

ব্যাখ্যা : (يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ) অর্থাৎ জুমু'আর দিনে, যেমন- সহীহ মুসলিমে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। (كَانَ يَجْلِسُ) অর্থাৎ মিম্বারের উপর বসতেন, (إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ) 'উলামাগণ বলেন : মিম্বারে খুতবাহ্ দেয়া মুস্তাহাব।

(وَلَا يَتَكَلَّمُ) সুনানে আবী দাউদে রয়েছে, (فَلَا يَتَكَلَّمُ) তিনি কোন কথা বলতেন না। আল্লামা জাযূরী (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন : অর্থাৎ উক্ত বৈঠকে (দু' খুতবার মাঝে) তিনি মনে মনে যিক্‌র, দু'আ ও তিলাওয়াত ছাড়া কোন কথা বলতে না। ইবনু হিব্বানে রয়েছে যে, এ বৈঠকে নাবী (সাঃ) কিতাবুল্লাহ তিলাওয়াত করতেন। আর প্রথম ক্বিরাআত হলো সূরাহ্ আল ইখলাস।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : (فَلَا يَتَكَلَّمُ) দ্বারা বুঝা যায় যে, দু' খুতবার মাঝের বৈঠক অবস্থায় কোন কথা বলা যাবে না। তবে মনে মনে আল্লাহর যিক্‌র ও দু'আ পড়তে কোন বাধা নেই। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٤١٤ -[١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

১৪১৪-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন, আমরা তাঁর মুখোমুখী হয়ে বসতাম। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসটি শুধু মুহাম্মাদ ইবনু ফায্‌ল-এর মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তিনি ছিলেন য'ঈফ [দুর্বল]। তার স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[৪৫৪]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাঃ)-এর কথা (اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا) সম্পর্কে ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : আমরা তার মুখোমুখী হতাম, সুতরাং সুন্নাত হলো : ক্বওমের লোকেরা খতীবের মুখোমুখী হবে এবং খতীব ক্বওমের মুখোমুখী হবে। আবূ আইয়ূব আল মাদানী (রহঃ) আত্ তিরমিযী'র ব্যাখ্যায় বলেন : অর্থাৎ আমরা

---

[৪৫৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১০৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৪৭, সহীহ আল জামি' ৪৯১৩।
[৪৫৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৫০৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৮১।

(সহাবীগণ) মিম্বারের চতুষ্পার্শ্বে গোল হয়ে বসতাম না, কেননা জুমু'আর দিনে এটা নিষিদ্ধ ছিল বরং আমরা কাতারবন্দী হয়ে তার মুখামুখী হয়ে বসতাম। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মানুষের জুমু'আর দিন খতীবের সামনা-সামনি হয়ে বসা সুন্নাত এবং ইবনু মাজার বর্ণনাও সেটার উপর প্রমাণ করে। 'আদী ইবনুস্ সাবিত (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন তখন সহাবায়ে কিরামগণ তার ﷺ দিকে মুখ করে তার সামনে বসতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤١٥ ـ[١٥] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৫-[১৫] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দিতেন। এরপর তিনি বসতেন। আবার তিনি দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবাহ্ দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে, তিনি বসা অবস্থায় খুতবাহ্ দিয়েছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি! আমি তাঁর সাথে দু'হাজারেরও বেশী সলাত আদায় করেছি (তাঁকে বসে বসে খুতবাহ্ দিতে কোন দিন দেখিনি)। (মুসলিম)[৪৫৫]

ব্যাখ্যা : (صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ) অর্থাৎ জুমু'আহ্ এবং জুমু'আহ্ ছাড়া, অথবা এর দ্বারা আধিক্য উদ্দেশ্য, নির্ধারিত সীমা উদ্দেশ্য নয়। কেননা নাবী ﷺ মাদীনায় মাত্র ১০ বছর অবস্থান করেছেন, আর মাদীনায় আগমনের প্রথম জুমু'আহ্ থেকে তিনি ২ হাজার জুমু'আহ্ আদায় করেননি বরং মোটামোটি ৫০০ জুমু'আর মতো আদায় করেছেন। (অর্থাৎ ১ বছর = ৫২ জুমু'আহ্, আর ১০ বছর = ৫২ × ১০ = ৫২০ জুমু'আহ্)।

আলোচ্য হাদীস নাবী ﷺ-এর সর্বদা দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দেয়ার উপর প্রমাণ করে। আর এর দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ ও মালিক (রহঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন। কেননা তাদের মতে দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দেয়া ওয়াজিব।

١٤١٦ ـ[١٦] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ: انْظُرُوا إِلٰى هٰذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ٦٢ : ١١]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৬-[১৬] কা'ব ইবনু উজ্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মাসজিদে হাজির হলেন। তখন 'আবদুর রহ্মান ইবনু উম্মুল হাকাম বসে বসে খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন। কা'ব বললেন, এ খবীসের দিকে তাকাও। সে বসে বসে খুতবাহ্ দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেল-তামাশা দেখে, তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে চলে যায়"– (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ১১)। (মুসলিম)[৪৫৬]

---

[৪৫৫] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬২, আহমাদ ২০৮৫১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭০১।

[৪৫৬] **সহীহ :** মুসলিম ৮৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭০৪।

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন : রাবীর কথা (وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى) "অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন" অস্বীকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারিত অবস্থা; অর্থাৎ কিভাবে বসে খুতবাহ্ দিবে? অথচ নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দিয়েছেন, তার দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার কথা : "তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে দিলো"– (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ১১)।

বিষয়টা হলো যে, মাদীনাহ্বাসীদের অভাব অনটন ও ক্ষুধা পৌঁছে যায়। অতঃপর সিরিয়া থেকে একদল বণিক মাদীনায় আগমন করে, আর তখন নাবী ﷺ জুমু'আর খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন, অতঃপর তারা নাবী ﷺ-কে খুতবায় দাঁড়ানো অবস্থায় রেখেই বণিকদের নিকট কেনাকাটার জন্য গেল। অপরদিকে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তার সাথে অবশিষ্ট ছিল। তারা ছিলেন মাত্র ১২ জন তার মধ্যে আবূ বাক্র ও 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন। সহীহ মুসলিমেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে : এ আয়াত দ্বারা তার দলীল গ্রহণ করার দিক হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দিতেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "নাবী ﷺ-এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ"– (সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ২১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : "রসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো"– (সূরাহ্ আল হাশ্র ৫৯ : ৭) এবং নাবী ﷺ-এর কথা– "সলাত আদায় করো যেরূপ আমাকে সলাত আদায় করতে দেখেছ।" সুতরাং খুত্বাহ্ পড়িয়েই দিতে হবে।

١٤١٧ - [١٧] وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: أَنَّهٗ رَأٰى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلٰى أَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪১৭-[১৭] 'উমারাহ্ ইবনু রুওয়াইবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বিশ্র ইবনু মারওয়ান-কে মিম্বরের উপরে দু'হাত উঠিয়ে জুমু'আর খুতবাহ্ দিতে দেখে বললেন, আল্লাহ তার এ হাত দু'টিকে ধ্বংস করুন। আমি রসূলুল্লাহকে ভাষণ পেশ করার সময় দেখেছি, তিনি তাঁর হাত এর অধিক উঁচুতে উঠাতেন না। এ কথা বলে 'উমারাহ্ তর্জনী উঠিয়ে (রসূলের হাত উঁচুতে উঠাবার) পরিমাণের দিকে ইঙ্গিত দিলেন। (মুসলিম)[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : আহমাদের (৪র্থ খণ্ড, ১৩৬ পৃঃ) বর্ণনায় রয়েছে, হুসায়ন বলেন : আমি 'উমারাহ্ ও বিশ্র-এর পাশেই ছিলাম তিনি আমাদের খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন, যখন দু'আ করলেন, তখন দু'হাত উত্তোলন করলেন। আত্ তিরমিযী'র শব্দে রয়েছে– (فرفع يديه في الدعاء) অর্থাৎ দু'আ করতে তিনি দু'হাত উত্তোলন করলেন। বায়হাক্বীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আবূ দাউদের শব্দে রয়েছে : 'উমারাহ্ ইবনু রুওয়াইবাহ্ বিশ্র ইবনু মারওয়ান (রহঃ)-কে জুমু'আয় দু'আ করা অবস্থায় দেখেছেন। উল্লেখিত দু'হাত উত্তোলনের উদ্দেশ্য নিয়ে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। বায়হাক্বী, নাবাবী ও শাওকানী "রফ্'উল ইয়াদায়ন" বলতে দু'আ করার সময়কে বুঝিয়েছেন : নাবাবী তার ব্যাখ্যায় বলেছেন খুত্বায় দু'আর সময় হাত উত্তোলন না করাই সুন্নাত এবং এটাই ইমাম মালিক (রহঃ) ও অন্যান্যদের মত। তবে কতিপয় মালিকীগণ এটাকে বৈধ মনে করেন, কেননা নাবী ﷺ খুতবায় যখন পানি প্রার্থনার দু'আ করতেন তখন দু'হাত উত্তোলন করতেন। এর জবাবে ১ম মতের অনুসারীগণ বলেন : এ হাত উত্তোলন ছিল বিশেষ কারণবশতঃ (তা হলো বৃষ্টি চাওয়া)।

---

[৪৫৭] **সহীহ :** মুসলিম ৮৭৪, আবূ দাউদ ১১০৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৪৯৭, দারিমী ১৬০১, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪৫১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৭৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৭৯, ইবনু হিব্বান ৮৮২।

Contents

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) ‘উমারাহ্ বর্ণিত এ হাদীস ও সাহ্ল ইবনু সা‘দ বর্ণিত হাদীস, তিনি (সাহ্ল ইবনু সা‘দ) বলেন : আমি নাবী -কে মিম্বার কিংবা অন্য কথাও কখনো দু‘আ করার সময় হাত উত্তোলন করতে দেখিনি। কিন্তু আমি তাকে অনুরূপ দেখেছি। তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন এবং মধ্যমা অঙ্গুলি বৃদ্ধা অঙ্গুলি দ্বারা গুটিয়ে নিলেন। এখান থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, নাবী খুতবায় দু‘আ করতেন।

বায়হাক্বী (রহঃ) এ দু’টি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন : উভয় হাদীসের উদ্দেশ্য খুতবায় দু‘আ সাব্যস্ত করা। তবে খুতবায় দু‘আ অবস্থায় হাত না উঠানোই সুন্নাত। শুধু শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারাই যথেষ্ট। আনাস থেকে বর্ণিত নাবী দু’হাত প্রসারিত করলেন ও দু‘আ করলেন, এটি ছিল জুমু‘আর খুতবায় পানি চাওয়ার ক্ষেত্রে।

আনাস হতে বর্ণিত, নাবী বৃষ্টির প্রার্থনা ছাড়া কথাও কোন দু‘আতে হাত উঠতেন না। আর যুহ্রীর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী জুমু‘আর দিনে যখন খুতবাহ্ দিতেন তখন দু‘আ করতেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন এবং লোকজন ‘আমীন’ বলতেন।

١٤١٨ -[١٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «اجْلِسُوا» فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «تَعَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪১৮-[১৮] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু‘আর সলাতের দিন রসূলুল্লাহ মিম্বারে উঠে বসে বললেন, তোমরা বসো। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ এ নির্দেশ শুনে মাসজিদের দরজায় বসে পড়লেন। রসূলুল্লাহ তা দেখলেন এবং বললেন, হে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ! এগিয়ে এসো। (আবূ দাঊদ)[৪৫৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস খতীবের মিম্বারের উপর প্রয়োজনীয় কথা বলার বৈধতার দলীল। আবূ দাঊদ (রহঃ) অধ্যায় সাজিয়েছেন : (اَلْإِمَامُ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِيْ خُطْبَتِه) ইমাম তার খুতবায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। বায়হাক্বী তার সুনানের ৩য় খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এটাকেই শক্তিশালী করছে মাসজিদে প্রবেশকারী লোকটির ঘটনা। নাবী তাকে তাহ্ইয়্যাতুল মাসজিদ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : মৌলিক বিষয় হলো নাবী উপস্থিত উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজনকে সলাতের জন্য দাঁড়াতে দেখলেন এবং তাকে বসার নির্দেশ দিলেন। কারণ ইমাম মিম্বারে উপর বসার পর (মাসজিদে) উপবিষ্ট ব্যক্তির উপর সর্বসম্মতিক্রমে (নাফ্ল সলাত আদায় করা) হারাম।

١٤١٩ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرٰى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أَوْ قَالَ: «الظُّهْرَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

১৪১৯-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) জুমু‘আর (সলাতের) এক রাক্‘আত পেয়েছে, সে যেন এর সাথে দ্বিতীয় রাক্‘আত যোগ

---

[৪৫৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১০৯১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৪৯।

করে। আর যার দু' রাক্'আতই ছুটে গেছে, সে যেন চার রাক্'আত আদায় করে; অথবা বলেছেন, সে যেন যুহরের সলাত আদায় করে নেয়। (দারাকুত্বনী)[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : কেউ বলেছেন অত্র হাদীসে রাক্'আত দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : সলাত (ফউত) ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো : দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূ'র পরে ইমামকে পাওয়া। জুমু'আর দু' রাক্'আত অন্য সকল সলাতের মধ্যে পার্থক্য হলো : জুমু'আর সলাতটা ২ রাক্'আতে পরিপূর্ণ এবং তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জামা'আত শর্ত। কাজেই পূর্ণ রাক্'আত না পাওয়া গেলে জুমু'আহ্ পাওয়া যাবে না। এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তাদের মত অনুযায়ী দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যার জুমু'আর সলাতে দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূ' ছুটে যাবে এবং সাজদাহ্ কিংবা তাশাহ্হুদে প্রবেশ করবে অর্থাৎ ইমামের সাথে সাজদাহ্ কিংবা তাশাহ্হুদ পেলে, যুহরের চার রাক্'আত আদায় করতে হবে। তার জন্য জুমু'আর দু' রাক্'আতের উপর সংক্ষেপ করা যাবে না। কিন্তু এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা মাওকূফ এ কারণে যে, হাদীসে রাক্'আত দ্বারা রুকূ' উদ্দেশ্য এবং দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বীর বর্ণনা দ্বারাও তার জন্য দলীল গ্রহণ করা যায়।

(مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً) অর্থাৎ যে জুমু'আর এক রাক্'আত ইমামের সাথে পাবে সে অন্য রাক্'আত আদায় করবে। আর যদি তাদেরকে (জামা'আত) বসাবস্থায় পায় তবে চার রাক্'আত যুহর আদায় করে নিবে। কিন্তু এ হাদীসের সানাদে সালিহ ইবনু আবী আল আখজার আল বাস্‌রী নামক রাবী রয়েছে, ইবনু মা'ঈন, আহমাদ, বুখারী, নাসায়ী, ইয়াহ্ইয়া ইবনু আল ক্বাত্তান, আবূ যুর'আহ্, আবূ হাতিম, ইবনু 'আদী এবং আল-আজলী (রহঃ) প্রমুখগণ তাকে য'ঈফ বলেছেন।

(٤٦) بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

অধ্যায়-৪৬ : ভয়কালীন সলাত

কাফির হতে ভয়ভীতিকালীন সলাতের নিয়ম কানুনের বিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনাও রয়েছে তন্মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব।

১। ভয়ভীতির সলাত কত হিজরীতে শুরু হয় এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে জমহূর 'উলামারা বলেছেন প্রথম সলাত যাতুর রিক্বা' যুদ্ধে পড়া হয়েছিল। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত ইমাম বুখারীর ভাষ্যমতে ৭ম হিজরীর খায়বার যুদ্ধের পরে যা ইমাম ইবনু ক্বইয়্যিম ও ইববে হাজার শক্তিশালী মত হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

২। সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন, এ সলাত রসূল ﷺ খন্দাকের যুদ্ধে পড়েননি। মতানৈক্যের কারণ হল ভয়ভীতিকালীন সলাত সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত খন্দাক যুদ্ধের পূর্বে না পরে অবতীর্ণ হয়েছে। জমহূর 'উলামাদের অভিমত বেশি গ্রহণযোগ্য যেমন ইবনু রুশ্‌দ ইবনু ক্বাইয়্যিম হাফিয ইবনু হাজার আর কুরতুবী মুসলিমের জরাহতে, ইয়াজি, আল্লামা যায়লা'ঈ বলেছেন আমাদের নিকট খন্দাক যুদ্ধের পরে ভয়ভীতিকালীন সলাত সম্পকির্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

---

[৪৫৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ১১২১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৩৩৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৫১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৭৪০।

৩। জমহূর 'উলামাদের অভিমত এ হুকুমের কার্যকারিতা (ভয়ভীতিকালীন সলাতের হুকুম) রসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পরেও বলবৎ আছে। তবে ইমাম শাফি'ঈ বলেন, এর হুকুম রহিত হয়েছে আর আবূ ইউসুফ বলেন, এটা রসূল ﷺ-এর সাথেই খাস।

৪। ভয়ভীতিকালীন সলাত নগরবাসীর জন্য বৈধ যখন শত্রুরা প্রয়োজন দেখা দিবে যেমন শত্রুদের দ্বারা নগরবাসী আক্রান্ত হলে এ মতে গেছেন জমহূর শাফি'ঈ আহমাদ আবূ হানীফাহ্ ও মালিক-এর প্রসিদ্ধ মতে। আর এ মতই সঠিক।

৫। এই ভয়কালীন পরিবেশে সলাতের রাক্'আতের সংখ্যার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না কি ইমাম ও মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে। অধিকাংশ 'উলামাদের অভিমত যেমন ইবনু 'উমার নাখ্'ঈ, মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ ও আবূ হানীফা ও সকল শহরবাসী 'উলামা তাদের মতে এক রাক্'আত বৈধ না তবে ইবনু 'আব্বাস, হাসান বসরী, আত্বা তাউস মুজাহিদ আরও অন্যান্যদের নিকট যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় এক রাক্'আত ও ইঙ্গিতে সলাত বৈধ দলীল আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী যা বর্ণনা করেন- হুযায়ফাহ্ রضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল ﷺ ভয়কালীন সলাত একদল নিয়ে এক রাক্'আত অপর দলকে নিয়ে অন্য আর এক রাক্'আত পড়িয়েছেন এবং সহাবীরা (বাকি রাক্'আত) পূর্ণ করেননি।

অপর এক হাদীস যা আহমাদ ও মুসলিমে এসেছে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীর জিহ্বার মাধ্যমে নগরে অবস্থানকালীন সময়ে চার রাক্'আত, সফরে দু' রাক্'আত আর ভয়কালীন অবস্থায় এক রাক্'আত ফার্‌য করেছেন।

আমি ভাষ্যকার বলি, জমহূর 'উলামারা ইমামের সাথে এক রাক্'আত পড়া মনে করেছে আর দ্বিতীয় রাক্'আত পড়াকে অস্বীকার করেননি।

অথবা এক রাক্'আত আদায়ের বিষয়টি বৈধ ও প্রাধান্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর হাদীসের لم يقضوا বাক্য দ্বারা তারা পরে বাকি সলাত আদায় করেনি এ ব্যাখ্যা অনেক অগ্রহণযোগ্য।

৬। ইমাম আবূ দাউদ ভয়কালীন সলাতের পদ্ধতি আটভাবে বর্ণনা করেছেন আবার কেউ বলেন নয় ভাবে আর এগুলো পরস্পর বিরোধী না কেননা রসূল ﷺ অসংখ্যবার ভয়কালীন সলাত আদায় করেছেন সুতরাং ব্যক্তির জন্য বৈধ প্রকারভেদগুলোর মধ্যে যেভাবে সলাত আদায় করতে চায় আদায় করবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٢٠ ـ[١] عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهٗ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهٗ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوٰى نَافِعٌ نَحْوَهٗ وَزَادَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرٰى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪২০-[১] সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে তার পিতার সানাদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নাজ্‌দের দিকে যুদ্ধে গেলাম। আমরা শত্রু সেনাদের মুখোমুখী হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সলাত আদায় করাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের একদল লোক তাঁর সাথে সলাতে দাঁড়ালেন। অন্য দল শত্রু সেনার সামনে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথের লোকজনসহ একটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ করলেন। এরপর এরা, যারা সলাত আদায় করেনি তাদের জায়গায় চলে গেলেন। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। এদেরে নিয়ে তিনি একটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ করলেন। তারপর তিনি একাই সালাম ফিরালেন। তাদের প্রত্যেক দল পর পর উঠে নিজেদের জন্য একটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ করলেন। এ নিয়মে সকলে সলাত শেষ করলেন। 'আবদুল্লাহর আরেকজন ছাত্র নাফি'ও এ ধরনের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরো বেশী বর্ণনা করেছেন। ভয় যদি আরো বেশী হয় তাহলে তারা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবেন। অথবা সওয়ারীর উপর বসে ক্বিবলার দিকে অথবা উল্টা দিকে, যে দিকে ফিরতে সমর্থ হয় সেদিকে ফিরে সলাত আদায় করবেন। এরপর নাফি' বলেন, আমার মনে হয় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এ কথাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী)[৪৬০]

ব্যাখ্যা : যুদ্ধটি ছিল যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ। (فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين) ইবনু হাজার বলেন, হাদীসে স্পষ্টতা হল তারা (সহাবীরা) নিজেরাই একই অবস্থায় সলাত পূর্ণ করেছেন অথবা পরে আদায় করে নিয়েছেন। মুগনীর ভাষ্যমতে এটাই প্রাধান্য।

আর ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন যা আবূ দাউদ প্রাধান্য দিয়েছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস। রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সালাম দিলেন, অতঃপর এরা তথা দ্বিতীয় দল দাঁড়ালেন তারা নিজেরাই (বাকি) রাক্‌'আত আদায় করলেন, অতঃপর সালাম দিলেন তারপর ফিরে গেলেন এবং প্রথম দল তাদের স্থানে ফিরে আসলেন। আর তারা নিজেরই বাকী রাক্‌'আত আদায় করলেন, অতঃপর সালাম দিলেন। এ হাদীসের ভাষ্য সুস্পষ্ট যে, দ্বিতীয় দল ধারাবাহিকভাবে দু' রাক্‌'আত আদায় করেছেন। অতঃপর প্রথম দল এদের পরে বাকী রাক্‌'আত আদায় করে নিয়েছেন।

নাফি'ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ধিত বর্ণনা করেছেন যে, ভয় যদি এর চেয়ে বেশি হয় তবে তারা আপন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। ইবনু হাজার বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে অপারগ অবস্থায় রুকূ' ও সাজদাহ্ ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ইঙ্গিতে সলাত আদায় বৈধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ বক্তব্য (قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ) পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মুদ্দা কথা ভয় যখন প্রকট হবে, যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলবে অথবা যুদ্ধের দামামা ও বীভিষিকা ছাড়াই শুধুমাত্র পরিবেশই প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় যেভাবে হোক তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমরা সলাত আদায় করে নিবে চাই দাঁড়িয়ে হোক বা শোয়া অবস্থায় হোক। ক্বিবলামুখী হোক বা না হোক রুকূ' এবং সাজদাহ্ ইঙ্গিতের মাধ্যমে হোক, তথাপিও সলাতের সময়কে অতিক্রম করবেন না।

١٤٢١ -[٢] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهٗ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِيْ مَعَهٗ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا

[৪৬০] **সহীহ :** বুখারী ৯৪২, নাসায়ী ১৫৩৯, আহমাদ ৬৩৭৮, দারিমী ১৫৬২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৭৯৯।

وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِطَرِيقٍ اٰخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৪২১-[২] ইয়াযীদ ইবনু রূমান (রহঃ) সালিহ ইবনু খাও্ওয়াত (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যা-তুর রিক্বা' যুদ্ধে 'সলাতুল খাওফ' আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, (এ যুদ্ধে সলাতের সময়) একদল লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সারি বেঁধে ছিলেন। অন্যদল (তখন) শত্রুদের মুখোমুখী ছিলেন। তিনি (ﷺ) প্রথম দল নিয়ে এক রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুসল্লীরা নিজেদের সলাত পূর্ণ করলেন, অতঃপর শত্রু সেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাতে যোগ দিলেন। যে রাক্'আত বাকী ছিল তিনি (ﷺ) এদের সাথে নিয়ে আদায় করলেন। তারপর তিনি বসে থাকলেন। এ দল তাদের বাকী রাক্'আত পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। (বুখারী, মুসলিম)

কিন্তু ইমাম বুখারী হাদীসটি অন্য সূত্রে ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি সালিহ ইবনু খাও্ওয়াত হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু আবূ হাসমাহ্ হতে এবং তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।[৪৬১]

ব্যাখ্যা : ذَاتُ الرِّقَاعِ (যা-তুর রিক্বা') নামে নামকরণের কয়েকটি কারণ রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১। এ যুদ্ধে মুসলিমদের বোঝা বহনকারী সওয়ারসমূহ স্বল্প ছিল আর তারা খালি পায়ে ছিলেন তাদের পায়ে কোন জুতা ছিল না, ফলে তাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম সৈনিকগণ ক্ষত স্থানে কাপড়ের পট্টি বেঁধেছিল। উল্লেখ্য যে 'রিক্বা' কাপড়ের টুকরাকে বলা হয়। এ কাপড়ের টুকরা দিয়ে পট্টি বাঁধার কারণে এ যুদ্ধকে যাতুর রিক্বা' বা পট্টি বিশিষ্ট যুদ্ধ বলা হয়।

২। যুদ্ধের স্পটে একটি গাছ ছিল যে গাছটিকে বলা হত যাতুর রিক্বা' এজন্য এ নামকরণ।

৩। যে স্থানে এ যুদ্ধ বা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এ স্থানটির মাটি ছিল বিভিন্ন ধরনের। এক স্থানের মাটির রং আরেক স্থানের রং এর সাথে কোন মিল ছিল না কোন অংশের বর্ণ ছিল সাদা আবার কোন অংশের বর্ণ ছিল লাল আর কোন অংশের বর্ণ ছিল কালো। এ বিচিত্র বর্ণের টুকরার জন্য একে যাতুর রিক্বা' হয়েছে।

৪। আবার কারো মতে এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিচিত্র বর্ণের ঝাণ্ডা ছিল। এজন্য এই নামকরণ করা হয়েছে।

৫। ইমাম দাঊদ বলেন, এ যুদ্ধে ভয়-ভীতির দরুন মুসলিমরা 'সলাতুল খাওফ' আদায় করেছিলেন তাই যাতুর রিক্বা' নামে নামকরণ করা হয়েছে ইত্যাদি। তবে প্রথম কারণটিকেই অনেকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম আবূ মূসা আল আশ্'আরী হতে বর্ণনা করেন।

আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ প্রাধান্যযোগ্য মত হল যা ইমাম বুখারীর মত দিয়েছেন। খায়বার যুদ্ধের পরে ৭ম হিজরীতে। এ হাদীসের ভাষ্য মতে ভয়কালীন সলাতে এ পদ্ধতিকে ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ উত্তম বলে মনে করেন। আর ইমাম মালিক বলেন, দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে তাশাহ্হুদ তথা বৈঠক করবে

---

[৪৬১] **সহীহ :** বুখারী ৪১৩০, মুসরিম ৮৪২, আবূ দাঊদ ১২৩৮, নাসায়ী ১৫৩৭, আহমাদ ২৩১৩৬, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৩২, শারহু মা'আনির আসার ১৮৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০০৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৯৪, ইরওয়া ৫১৪।

আর ইমাম যখন সালাম দিবেন তারা দাঁড়াবে এবং বাকী নামায আদায় করে নিবে যা ছুটে গেছে মাসবূকের মতো। আর ইবনু কুদামাহ্ বলেন, প্রথম পদ্ধতিই উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾

"এবং অন্য দল যেন আসে, যারা সলাত আদায় করেনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে সাথে সলাত আদায় করে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০২)। আর এটা প্রমাণ করে তাদের প্রত্যেকের সলাত রসূল ﷺ-এর সাথে ছিল। কেননা বর্ণিত হয়েছে, তিনি (ﷺ) সলাত শেষে সালাম দিয়েছেন দ্বিতীয় দলকে নিয়ে। আর প্রথম দল তাঁর সাথে তাকবীরে তাহরীমার ফাযীলাত অর্জন করেছে।

١٤٢٢ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى إِذْ كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهٗ فَقَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: أَتَخَافُنِيْ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ: «اللّٰهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْكَ». قَالَ: فَتَهَدَّدَهٗ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهٗ قَالَ: فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২২-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এগিয়ে যেতে যেতে যাতুর রিক্বা' পর্যন্ত পৌঁছলাম। এখানে একটি ছায়াবিশিষ্ট গাছের নিকট গেলে, তা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিলাম। তিনি বলেন, এ সময় মুশরিকদের একজন এখানে এসে দেখলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারিখানা গাছের সাথে লটকানো আছে। সে তখন তরিত গতিতে তাঁর তরবারিখানা হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় পাও না? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কখনো না। সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। বর্ণনাকারী (জাবির (রাঃ)) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ সে মুশারিককে ভয় দেখালে সে তরবারিখানা কোষবদ্ধ করে আবার ঝুলিয়ে রাখল। তিনি (জাবির (রাঃ)) আবার বললেন, এ সময় সলাতের আযান দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। এরপর এ দল পেছনে সরে গেলে তিনি অবশিষ্টদের নিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। তিনি (জাবির (রাঃ)) বলেন, এত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত চার রাক্'আত হলো। অন্যান্য লোকের হলো দু' রাক্'আত। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬২]

ব্যাখ্যা : (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) এ সময় মুশরিকদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি আসল। ব্যক্তির নাম : গাওরাস বিন হারিস। কারো মতে : দা'সূর। কারো মতে গুওয়াইরিস।

(فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ) তোমাকে আমা হতে কে বাধা দিবে। বুখারীর বর্ণনায় এ কথাটি তিনবার এসেছে।

---

[৪৬২] সহীহ : বুখারী ২৯১০, মুসলিম ৮৪৩, আহমাদ ১৪৯২৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬০৩৩।

«اللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ» :قَالَ রসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বলেন, আল্লাহ আমাকে তোমা হতে বাধা দিবেন। এ কথা বলার মাধ্যমে রসূল ﷺ আল্লাহর প্রতি ভরসা করেছেন এবং তাকে রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

"আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষ হতে।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৭)

আর এ বিষয়টি অন্যতম বড় মু'জিযা যে, তিনি (ﷺ) শত্রুর কবলে আর তার হাতে উন্মুক্ত তরবারি, তারপরেও সে রসূল ﷺ-কে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : ঘটনাটিতে রসূল ﷺ-এর সাহসিকতা, শক্তিমত্তা, দৃঢ়তা ও কষ্টের সময় ধৈর্যতা ফুটে উঠে এবং অজ্ঞদের হতে তাঁর বিচক্ষণতাও প্রকাশ পায়।

(فَتَهَدَّدَهُ) জাবির رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ-এর সহাবীগণ তাকে ভয় দেখালেন তবে বুখারীতে এ শব্দ ব্যবহার হয়নি। বুখারীর বর্ণনা রসূল ﷺ তাঁর তরবারি ঝুলালেন। জাবির বলেন, আমরা সকলই ঘুমালাম হঠাৎ করে রসূল ﷺ আমাদেরকে ডাকলেন আমরা তাঁর নিকট আসলাম তাঁর নিকট একজন বেদুঈন ব্যক্তি বসা। রসূল ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় আমার তরবারি কোষমুক্ত করেছে, অতঃপর আমি জেগে উঠি এবং সে আমাকে বলে আমা হতে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এমতাবস্থায় সে বসে পড়ল আর রসূল ﷺ তাকে শাস্তি দিলেন না।

(قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ) জাবির رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ-এর জন্য হল চার রাক্'আত। দুই সালামে ফারয ও নাফল হিসেবে আর লোকদের জন্য হল দু' রাক্'আত। আর এ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় ফারয সলাত আদায়কারীর জন্য নাফল সলাত আদায়কারী ইমামের পেছনে ইকতেদা করা বৈধ। অনুরূপ নাবাবী স্থির সিদ্ধান্ত দিয়েছে মুসলিমের শরাহতে।

আর আবূ বাকরাহ্ رضي الله عنه তার হাদীসে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ভয়কালীন সময়ে যুহরের সলাত আদায় করলেন। সহাবীদের কতক তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলেন (সলাত আদায়ের জন্য)। আবার কত সহাবী শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়ালেন। রসূল ﷺ দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন আর যারা রসূল ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায় করলেন তারা ঐ অবস্থান নিলেন ঐ সকল সহাবীদের স্থানে যারা শত্রুর মোকাবেলাতে রয়েছেন। অতঃপর ঐ সকল সহাবীরা রসূল ﷺ-এর পেছনে দাঁড়ালেন এবং রসূল ﷺ তাদেরকে নিয়ে দু' রাক্'আত সালত আদায় করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর যায়লা'ঈ নাসবুর রায়াতে বলেন যে, আবূ বাক্রাহ্-এর হাদীস সুস্পষ্ট যে, রসূল ﷺ দু' সালামে চার রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন আর জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস তেমন সুস্পষ্ট না। সুতরাং অনেকের মতে আবূ বাকরার হাদীস জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

١٤٢٣ -[٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ

وَتَأَخَّرَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِىْ كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪২৩-[৪] জাবির (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে 'সলাতুল খাওফ' আদায় করলেন। আমরা তাঁর পেছনে দু'টি সারি বানালাম। শত্রুপক্ষ তখন আমাদের ও ক্বিবলার মাঝখানে ছিল। তাই নাবী (ﷺ) তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। আমরা তার সাথে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলাম। এরপর তিনি (ﷺ) রুকূ' করলেন। আমরাও তাঁর সাথে রুকূ' করলাম। অতঃপর তিনি রুকূ' হতে মাথা উঠালেন। আমরাও মাথা উঠালাম। তারপর তিনি (ﷺ) ও যে সারি তাঁর নিকটবর্তী ছিল, তারা সাজদায় চলে গেলেন। আর পেছনের সারি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইল। নাবী (ﷺ) সাজদাহ্ শেষ করলে তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদাহ্ হতে উঠে দাঁড়ালে পেছনের সারি সাজদায় গেল। তারপর তারা উঠে দাঁড়াল। এরপর পেছনের সারি সামনে আসলো। সামনের সারি পেছনে সরে গেল। এরপর নাবী (ﷺ) রুকূ' করলেন। আমরা সবাই তাঁর সাথে রুকূ' করলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) রুকূ' হতে মাথা উঠালেন। আমরা সবাই মাথা উঠালাম। এরপর তিনি (ﷺ) ও তাঁর নিকটবর্তী সারি অর্থাৎ প্রথম রাক্'আতে যারা পেছনে ছিল সাজদায় গেলেন। আর পরবর্তী সারি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন নাবী (ﷺ) ও তাঁর নিকটবর্তী সারি সাজদাহ্ শেষ করলে পরবর্তী সারি সাজদায় গেলেন। এরপর নাবী (ﷺ) সালাম ফিরালেন। আমরা সবাই সালাম ফিরালাম। (মুসলিম)[৪৬৩]

ব্যাখ্যা : (فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ) আমরা রসূল (ﷺ)-এর পেছনে দু'টি ছফ করলাম। শত্রুরা তখন আমাদের এবং ক্বিবলার মধ্যস্থলে ছিল। মুসলিমরা কাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন তা আবূ আইয়্যাশ এর হাদীস তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যা আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাক্বী ও ইবনু হিব্বানে এসেছে। তিনি বলেন, আমরা রসূল (ﷺ)-এর সাথে জুহায়নাহ্ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম তারা আমাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছিল। যখন যুহরের সলাত পড়ছিলাম মুশরিকরা বলছিল, এ অবস্থায় যদি তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) আক্রমণ করি তাহলে আমরা তাদেরকে কেটে টুকরা টুকরা করতে পারব তখন জিবরীল রসূল (ﷺ)-কে সংবাদ দিলেন আর রসূল (ﷺ)-ও আমাদেরকে এটা জানালেন। রাবী বলেন, সহাবীরা জবাব দিলেন তাদের সামনে সলাত আসবে আর এটা তাদের সন্তানের চেয়েও বেশি প্রিয় যখন 'আস্রের সলাত উপস্থিত হল। আমরা দু'সারিতে সারিবদ্ধ হলাম মুশরিকরা আমাদের ও ক্বিবলার মধ্যখানে।

হাদীস প্রমাণ করে শত্রু যদি ক্বিবলার দিকে অবস্থান করে তাহলে সকলেই সলাতে অংশগ্রহণ করেও তাদের বিরুদ্ধে প্রটোকল বা পাহারা দিতে পারবে। তবে সমস্যা হচ্ছে শুধুমাত্র সাজদাহ্নত অবস্থায় রুকূ'তে না এমতাবস্থায়ও শত্রুর বিপক্ষে পাহারা দেয়া যায়, ফলে সকলেই ক্বিয়াম ও রুকূ'তে ইমামের অনুসরণ করে আর প্রথম দু' সাজদাতে পেছনের সারি পাহারারত থাকে ইমামের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে অতঃপর প্রথম সারি দাঁড়ানো অবস্থায় তারা সাজদাহ্ দেয় আর পেছনের সারি প্রথম সারির স্থানে চলে আসে আর প্রথম সারি দ্বিতীয় সারির স্থানে চলে আসে যাতে করে পিছনের সারি ইমামের অনুসরণ করে শেষ দু' সাজদায়। এভাবে প্রত্যেক দু' দলই দু' সাজদাহ্ দিয়ে ইমামের অনুসরণ করে।

---

[৪৬৩] **সহীহ :** মুসলিম ৮৪০, আহমাদ ১৪৪৩৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৬৩১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৯৭।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٢٤ -[٥] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

১৪২৪-[৫] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'বাতনে নাখ্‌ল' যুদ্ধে লোকজন নিয়ে ভীতি অবস্থায় যুহরের সলাত আদায় করলেন। তিনি একদল নিয়ে দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দ্বিতীয় দল আসলো। তিনি তাদেরকে নিয়েও দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৬৪]

ব্যাখ্যা : بِبَطْنِ نَخْلٍ (বাত্বনে নাখ্‌ল) স্থান যা মাদীনাহ্ হতে দু'দিনের বস্তার সমপরিমাণ দূরে। আর এটা একটি উপত্যকা যার নাম 'সাদখ' যেখানে অনেক গোত্র রয়েছে যেমন ক্বায়স। বানী ফাযারাহ্, আশাজ, ও আন্‌মার গোত্র। আর ইবনু হাজার বলেন, এটা মাক্কাহ্ ও ত্বায়িফের মধ্যবর্তী স্থান। হাদীস প্রমাণ করে নগরীতেও ভয়কালীন সলাত শারী'আত সম্মত।

(فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) তিনি এক দলকে নিয়ে দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে দু' রাক্‌'আতে সালাম ফিরাতেন অনুরূপ হাদীস ইতিপূর্বে গেছে আবূ বাকরাহ্-এর হাদীস যা আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে এসেছে।

(ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ) অতঃপর দ্বিতীয় দল আসলো এবং তিনি তাদের নিয়ে দু' রাক্‌'আত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। সুতরাং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য চার রাক্‌'আত ছিল দু'সালামের ফারয ও নাফ্‌ল হিসেবে আর প্রত্যেক দলের জন্য ছিল দু' দু' রাক্‌'আত করে ফারয। এটা হাসান বাস্‌রী, শাফি'ঈ ও আহ্‌মাদ-এর অভিমত। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, শাফি'ঈ মাযহাবের দাবি অনুযায়ী হাদীসের ভাষ্যে কোন দ্বন্দ্ব না। আর ইমাম ত্বহাবী বলেন, সে সময় একই ফারয সলাত একাধিক বার পড়া জায়িয ছিল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٢٥ -[٦] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: لِهٰؤُلَاءِ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَهِيَ الْعَصْرُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمِيلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ وَتَقُوْمَ طَائِفَةٌ أُخْرٰى وَرَاءَهُمْ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُوْنَ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৪৬৪] য'ঈফ : মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৫০৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১০৯৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৩৫৩। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদ হাসান আল বাসরী (রহঃ)-এর "আন্‌আনা" রয়েছে, সাথে সাথে সানাদটি মতভেদপূর্ণ বটে।

১৪২৫-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার (জিহাদ করার লক্ষ্যে) যাজ্‌নান ও 'উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হলেন। মুশরিকরা তখন বলাবলি করল। এ মুসলিম সম্প্রদায়ের এক সলাত আছে, যে সলাত তাদের নিকট তাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি হতেও অধিক প্রিয়। আর সে সলাতটা হলো 'আস্‌রের সলাত। তাই তোমরা দলবদ্ধ হও। এ 'আস্‌রের সলাত আদায়ের সময় তাদের ওপর আক্রমণ করো। ঠিক এ সময় নাবী ﷺ-এর নিকট জিবরীল আলায়হিস্ সালাম আসলেন। তাকে হুকুম দিলেন। তিনি যেন তার সাথীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একদলকে নিয়ে সলাত আদায় করবেন। আর অপর দলটি তাঁদের অপর দিকে শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকবেন অটুটভাবে। এমনকি সলাতেও যেন তারা সম্ভাব্য সতর্কতা ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এতে তাদের সলাতও এক রাক্'আত হয়ে যাবে। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হবে দু' রাক্'আত। (তিরমিযী, নাসায়ী)[৪৬৫]

ব্যাখ্যা : (نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ) রসূল ﷺ (জিহাদের উদ্দেশে) যাজ্‌নান ও 'উসফান নামক স্থানের মধ্যবর্তী স্থলে উপস্থিত হলেন। যাজনান হল মাক্কাহ্ ও মাদীনার মধ্যবর্তী স্থান বা পাহাড়ের নাম। 'উসফান হল মাক্কাহ্ হতে দু' মনযীল দূরে।

(فَتَكُوْنَ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَانِ) এতে তাদের এক রাক্'আত হবে আর রসূল ﷺ-এর দু' রাক্'আত হবে। তিরমীযী ও নাসায়ীতে এভাবে এসেছে, নাবী ﷺ-এর সাথে তাদের এক রাক্'আত হবে। আর অবশিষ্ট রাক্'আত তারা একা একা আদায় করে নেবে। অথবা তাদের সর্বসাকুল্যে এক রাক্'আতই হবে। কেননা এটা ভয়কালীন সলাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(٤٧) بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ
অধ্যায়-৪৭ : দু'ঈদের সলাত

(بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ) তথা ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। اَلْعِيْدُ শব্দটি اَلْعَوْدُ হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ اَلرُّجُوْعُ তথা প্রত্যাবর্তন করা।

দু'ঈদকে 'ঈদ' হিসেবে নামকরণ করার কারণ :

১। ঈদের দিনে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ অবতীর্ণ হতে থাকে। ২। অথবা এ দিনের মধ্যে লোকেরা একের পর এক পরস্পরে মিলিত হয় বলে। ৩। প্রতি বছর পুনরায় আগমন করে বলে। ৪। বার বার আনন্দ ফিরে আসে। ৫। কারও মতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর ক্ষমা ও রহমাত পুনরাবৃত্তি করেন। ৬। কারও মতে ঈদের সলাতে বারবার তাকবীর বলতে হয় বিধায় একে ঈদ (عَيْدٌ) নামে আখ্যায়িত করেছে।

আর ঈদের সলাত প্রবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহি বালিগাহ্ কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় চমৎকার তথ্য উপস্থাপন করেছেন আপনি তা দেখে নিবেন। সবাই ঐকমত্য হয়েছেন রসূল ﷺ-এর প্রথম ঈদুল ফিত্‌র শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে, অতঃপর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এর উপর অটুট ছিলেন।

---

[৪৬৫] সানাদটি হাসান : আত্ তিরমিযী ৩০৩৫, নাসায়ী ১৫৪৪, ইবনু হিব্বান ২৮৭২, আহমাদ ১০৭৬৫।

আবার কারও মতে ঈদুল আযহাও দ্বিতীয় হিজরীতে শুরু হয়েছিল। দু'ঈদের সলাতের হুকুম নিয়ে 'উলামাদের নিকট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার সহীহ মতে তাঁর নিকট ওয়াজিব। যাদের ওপর জুমু'আর সলাত ওয়াজিব। ইমাম মালিক ও শাফি'ঈর মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। আর আহমাদের মতে ফারযে কিফায়াহ্ সলাতুল জানাযার মতো যদি কেউ পড়ে তাহলে অন্যদের ওপর ফারয রহিত হয়ে যাবে। আর আমার (ভাষ্যকারের) নিকট আবূ হানীফার মতই 'ওয়াজিব' অধিক বরণীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ "তুমি তোমার রবের উদ্দেশে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর"– (সূরাহ্ আল কাওসার ১০৮ : ২) এখানে 'আম্র তথা আদেশ আবশ্যক কামনা করে। আর রসূল ﷺ-এর সারা জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন আদায় ওয়াজিব। প্রমাণ করে বিশেষ করে দীনের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও ওয়াজিবের দিকে নিয়ে যায়।

শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফার মত জুমু'আর যা শর্ত ঈদেরও তা শর্ত, তবে খুত্বাহ্ শর্ত না বরং তা সুন্নাত সলাতের পরে। আর ইমাম মালিক শাফি'ঈর মতে পুরুষ, মহিলা, দাস, মুসাফিরদের মধ্যে যারা চায় একাকী সলাত আদায় করতে তা বৈধ।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٢٦ -[١] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى إِلَى الْمُصَلّٰى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهٗ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهٖ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৬-[১] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন (ঘর থেকে) বের হয়ে ঈদগাহের ময়দানে গমন করতেন। প্রথমে তিনি (ﷺ) সেখানে গিয়ে সলাত আদায় করাতেন। এরপর তিনি (ﷺ) মানুষের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াতেন। মানুষরা সে সময় নিজ নিজ সারিতে বসে থাকতেন। তিনি (ﷺ) তাঁদেরকে ভাষণ শুনাতেন, উপদেশ দিতেন। আর যদি কোন দিকে কোন সেনাবাহিনী পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে নির্বাচন করতেন। অথবা কাউকে কোন নির্দেশ দেয়ার থাকলে তা দিতেন। তারপর তিনি (ﷺ) [ঈদগাহ] হতে ফিরে প্রত্যাবর্তন করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬৬]

ব্যাখ্যা : (يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى إِلَى الْمُصَلّٰى) নাবী ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন। আর নির্ধারিত একটি পরিচিত জায়গা মাদীনার দরজার বাইরে। মাদীনার মাসজিদ ও স্থানটির মাঝে দূরত্ব হল এক হাজার গজ। আর এটা মুস্তাহাব হিসেবে প্রমাণ করে ঈদের সলাত প্রশস্ত ময়দানে আদায়ের জন্য বের হওয়া যদিও সলাতের জন্য মাসজিদ উত্তম এবং মাসজিদে প্রশস্ত জায়গা থাকে। এটা আবূ হানীফা। আহমাদ বিন হাম্বাল ও মালিকীর মাযহাব। আর শাফি'ঈর মতে মাসজিদে পড়া উত্তম, কেননা মাসজিদ হচ্ছে উত্তম স্থান ও পবিত্র। ভাষ্যকার বলেন, আমার নিকট অধিক বরণীয় মত আবূ

---

[৪৬৬] সহীহ : বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৮৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৩৪, ইরওয়া ৬৩০।

হানীফাহ্ যে মতে গেছেন যে, ময়দানের উদ্দেশে বের হওয়া উত্তম যদিও মাসজিদের স্থান প্রশস্ত হোক না কেন। কেননা রসূল ﷺ নিয়মিত মাসজিদকে ছেড়ে ময়দানে যেতেন অনুরূপ খোলাফায়ে রাশিদীনরা। আর রসূল ﷺ হতে এমন কোন দলীল বর্ণিত হয়নি যে, তিনি ওযর ছাড়া মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করেছেন। আর মুসলিমদের ইজমা এ বিষয়ে। প্রত্যেক যুগের মুসলিমরা মাসজিদ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও ঈদগাহে সলাত আদায় করতেন। আর নাবী ﷺ মাসজিদের ফাযীলাত থাকা সত্ত্বেও ঈদগাহে সলাত আদায় করতেন।

(فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ) তিনি জনতার সম্মুখে দাঁড়াতেন, সুতরাং সুন্নাত হল ঈদগাহে দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ প্রদান করা।

(فَيَعِظُهُمْ) তাদেরকে উপদেশ দিতেন তথা তিনি পরকালের প্রতিদানের সুসংবাদ দিতেন আবার ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখাতেন যাতে তারা এ দিনে শুধুমাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে না থাকে, অতঃপর আল্লাহর আনুগত্য হতে উদাসীন থাকে এবং পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

(وَيُوصِيهِمْ) তিনি তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন, যেমন আল্লাহর বাণী :

﴿وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ﴾

"বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অনুসারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহকে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩১)

কারও মতে : অন্যের অধিকার আদায়ে উপদেশ করতেন। আবার কেউ বলেন : অনুগত্যের প্রতি অবিচল। সকল প্রকার পাপ কাজ হতে বিরত থাকা আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকারের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার উপদেশ দিতেন। (يَأْمُرُهُمْ) সময়ের প্রেক্ষাপটের আলোকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বিরত থাকার দিক নির্দেশনা দিতেন।

١٤٢٧ - [٢] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪২৭-[২] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দু'ঈদের সলাত একবার নয়, দু'বার নয়, আযান ও ইক্বামাত ছাড়া ..... (বহুবার) আদায় করেছি। (মুসলিম)[৪৬৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে দু' ঈদের সলাতে আযান ও ইক্বামাত নেই। আর ইমাম তিরমিযী বলেন, নাবী ﷺ-এর সাথী ও অন্যান্যদের হতে আহলে 'আলিমরা 'আমাল করে আসছেন যে দু'ঈদে এবং কোন নাফ্ল সলাতে আযান ও ইক্বামাত দিতেন না। 'ইরাক্বীও বলেন : সকল 'উলামাদের 'আমাল অনুরূপ।

١٤٢٨ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৪৬৭] সহীহ : মুসলিম ৮৮৭, আবূ দাঊদ ১১৪৮, আত্ তিরমিযী ৫৩২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৬৫৬, আহমাদ ২০৮৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৬৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১০০, ইবনু হিব্বান ২৮১৯।

১৪২৮-[৩] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দু' ঈদের সলাত খুতবার পূর্বেই আদায় করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬৮]

ব্যাখ্যা : আমি (ভাষ্যকার) বলি, তিরমিযী ব্যতিরেকে সকল গ্রন্থকার ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ঈদের সলাত আদায় করেছি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমানের সাথে; তারা সকলেই খুত্‌বার পূর্বে সলাত আদায় করেছেন। হাদীস দু'টিতে প্রমাণ পাওয়া যায়, খুত্‌বার পূর্বেই ঈদের সলাত আর এর উপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশিদীনরা 'আমাল করেছেন এবং বর্তমান পর্যন্ত চলছে। ইমাম তিরমিযী বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথী ও অন্যান্যদের হতে আহলে 'ইল্‌মরা এর উপর 'আমাল করে আসছেন যে, খুত্‌বার পূর্বেই সলাত। কারও মতে : সর্বপ্রথম মারওয়ান বিন হাকাম সলাতের পূর্বে খুতবাহ্ চালু করেন। কেউ যদি সলাতের পূর্বে খুত্‌বাহ্ প্রদান করে তাহলে সে যেন খুতবাহ্ প্রদান করেনি কারণ সে অস্থানে খুতবাহ্ প্রদান করেছে। সুতরাং সলাত শেষে পুনরায় যেন খুত্‌বাহ্ দেয়। মালিক ও আহ্‌মাদ এ মন্তব্য করেছেন। আর বাজী বলেন : আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অস্বীকার মারওয়ান-এর ঈদের সলাতের পূর্বে খুতবাহ্ প্রদানের বিষয়টিতে ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গিতে, কারণ তিনি তাঁর (মারওয়ান-এর) সাথে ঈদের সলাত আদায় করেছেন যদি হারাম বা শর্ত হত তাহলে তিনি তার পিছনে সলাত আদায় করতেন না।

আর মুল্লা 'আলী ক্বারী ইবনু হুমাম হতে বলেন, যদি সলাতের পূর্বে খুত্‌বাহ্ প্রদান করে তাহলে সুন্নাহর বিপরীত করল আর খুত্‌বাহ্ পুনারাবৃত্তি করবে না। ইবনু মুনযির বলেন : 'উলামারা ঐকমত্য হয়েছেন খুতবাহ্ সলাতের পরে পূর্বে বৈধ হবে না আর সলাত বিশুদ্ধ হবে যদিও পূর্বে খুতবাহ্ পূর্বে প্রদান করে।

١٤٢٩ -[٤] وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيدَ؟ قَالَ: نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يُهْوِينَ إِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلٰى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلٰى بَيْتِه. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৪২৯-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ঈদের সলাতে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিলাম। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের সলাতের জন্য ঈদগাহে এসেছেন। (প্রথমে) সলাত আদায় করেছেন, তারপর খুত্‌বাহ্ প্রদান করেছেন। তবে তিনি আযান ও ইক্বামাতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের নিকট এসেছেন। তাদের ওয়াজ নাসীহাত করেছেন। দান সদাক্বাহ্ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। অতঃপর আমি দেখলাম মহিলাগণ নিজ নিজ কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। গহনা খুলে খুলে বিলালের নিকট দিতে লাগলেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬৯]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ خَطَبَ) অতঃপর খুত্‌বাহ্ দান করলেন। এতে প্রমাণ করে যে, ঈদের খুতবাহ্ একটি শারী'আত সম্মত আর সেখানে দু'টি খুতবাহ্ নেই জুমু'আর মতো। আর নির্ভরযোগ্য সূত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্ম প্রমাণটি প্রমাণিত হয়নি আর দু'টি খুত্‌বাহ্ সমর্থন করেন জুমু'আর উপর কিয়াস করে ও দুর্বল হাদীসের উপর।

---

[৪৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৯৬৩, মুসলিম ৮৮৮, নাসায়ী ১৫৬৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫৬৭৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১১১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২০১, ইরওয়া ৬৪৫।

[৪৬৯] **সহীহ :** বুখারী ২৫৪৯, মুসলিম ৮৮৪।

(وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ) তাদেরকে ওয়াজ ও নাসীহাত করলেন এবং দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিলেন। এটা প্রমাণ করে মহিলাদেরকে ওয়াজ নাসীহাত করা ও ইসলামের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেয়া, বিশেষ করে আবশ্যক বিষয়গুলো স্মরণ করে দেয়া ভাল এবং তাদেরকে দানের দিকে উৎসাহ প্রদান করাও মুস্তাহাব। আর বিশেষ করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র বৈঠকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যা সকল প্রকার ফিৎনাহ্ ফাসাদমুক্ত হবে। হাদীসটি প্রমাণ করে মহিলাদের জন্য দান সদাক্বাহ্ করা বৈধ নিজেদের সম্পদ হতে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে। এবং এক তৃতীয়াংশ হয়, এর বেশি যেন না হয়। হাদীসটি আরও দাবি জানায় মহিলা ও শিশুরা ঈদের দিনে ঈদগাহর উদ্দেশে যাবে যদিও তারা ঈদের সলাত আদায় না করে।

١٤٣٠ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৩০-[৫] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিত্‌রের দিন মাত্র দু’ রাক্‘আত সলাত আদায় করেছেন। এর পূর্বেও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন সলাত আদায় করেননি, পরেও পড়েননি। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭০]

ব্যাখ্যা : (صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিত্‌রের দিনে দু’ রাক্‘আত আদায় করেছেন। এটা প্রমাণ করে ঈদের সলাত দু’ রাক্‘আত যে ইমামের সাথে সলাত আদায় করে। আর যে ইমামের সাথে আদায় করতে পারেনি সে একা আদায় করলেও অধিকাংশের মতে দু’ রাক্‘আতেই আদায় করবে। আর আহমাদ ও সাওরীর মতে চার রাক্‘আত আদায় করবে।

সা‘ঈদ ইবনু মানসূর বর্ণনা করেছেন সহীহ সানাদে ইবনু মাস্‘উদ হতে বর্ণিত যার ঈদের সলাত ইমামের সাথে ছুটে যাব সে যেন চার রাক্‘আত আদায় করে। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলে যে, ঈদের সলাত ক্বাযা আদায় করবে তার ইচ্ছাধীন। দু’ রাক্‘আতের আদায় করতে পারে বা চার রাক্‘আতের।

(وَلَا بَعْدَهُمَا) পরেও ঈদগাহে আদায় করেননি তবে বাড়ী যেয়ে দু’ রাক্‘আত আদায় করবে। আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের সলাতের পূর্বে কোন সলাত আদায় করতেন না আর বাড়ীতে ফিরে দু’ রাক্‘আত আদায় করতেন। আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকিম; হাফিয, ফাতহুল বারী ও বুলূগুল মারামে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। ‘উলামারা মতানৈক্য করেছেন ঈদের সলাতের পূর্বে ও পরে নাফ্‌ল সলাতের ব্যাপারে। ইমাম আহমাদ এ মতে গেছেন, ইমাম মুক্তাদী কারও জন্য ঈদগাহে অথবা মাসজিদে কোথাও সলাতের পূর্বে ও পরে সলাত বৈধ না। আর এটা ইবনু ‘আব্বাস ও ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আরও অনেক সহাবীর অভিমত। আর ইমাম মালিক-এর মতে ঈদগাহে বৈধ না ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য আর মাসজিদ হলে দু’টি মত একটি বৈধ না, অপরটি বৈধ। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন : মুদ্দা কথা হল ঈদের সলাতের পূর্বে বা পরে কোন সলাত আদায় করা সুন্নাহ হতে সাব্যস্ত নেই। আর যারা বলেন, জুমু‘আর উপর কিয়াস করে। আমি ভাষ্যকার বলি, আমার নিকট আহমাদ-এর মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য।

١٤٣١ - [٦] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৪৭০] সহীহ : বুখারী ৯৬৪, মুসলিম ৮৮৪, আবূ দাউদ ১১৫৯, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ৫৬১৭, ইরওয়া ৬৩১।

১৪৩১-[৬] উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ঈদের দিনে ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে মুসলিমদের জামা'আতে ও দু'আয় অংশ নিতে বের করে নেবার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো। তবে ঋতুবতীগণ যেন সলাতের জায়গা হতে একপাশে সরে বসেন। একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের কারো কারো (শরীর ঢাকার জন্য) বড় চাদর নেই। তিনি বললেন, তাঁর সাথী-বান্ধবী তাঁকে আপন চাদর প্রদান করবে। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭১]

ব্যাখ্যা : (فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ) তারা যেন মুসলিমদের জামা'আতে হাজির হতে পারে এবং দু'আয় অংশগ্রহণ করতে পারে। অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে (يشهدن الخير ودعوة المسلمين) তারা কল্যাণে হাজির হতে পারে এবং মুসলিম দু'আয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

(دعوة المسلمين) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে যে, ঈদের সলাতের পরে দু'আ করা শারী'আত সম্মত যেমনটি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পরে দু'আ করা হয়। এ বক্তব্যটি চিন্তা সাপেক্ষ বা আপত্তিকর, কেননা নাবী (সাঃ) হতে দু'ঈদের সলাতের দু'আ সাব্যস্ত হয়নি। আর কেউ নির্ধারিত দু'আ বর্ণনা করেনি সলাতের পরে, বরং প্রমাণিত রসূল (সাঃ) সলাতের পর সরাসরি খুতবাহ্ দিয়েছেন। সুতরাং এ অর্থ গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না। আর (دعوة المسلمين) দ্বারা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হল, দু'আসমূহ যেগুলো খুত্বায় পাঠ করা হয় ওয়াজ ও কল্যাণের শব্দসমূহে।

(وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ) আর যেন ঋতুবতী মহিলাদের সলাতের স্থান হতে এক পাশে সরে বসে। সরে বসার হিকমাত প্রসঙ্গে ইবনু মুনীর বলেন, লজ্জাষ্কর পরিবেশ প্রকাশ হওয়ায় তারা সলাত আদায় করবে না অন্য সলাত আদায়কারী মহিলার সাথে। এজন্য পৃথকভাবে অবস্থান করা তাদের জন্য পছন্দনীয়।

অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে : আমরা আদেশপ্রাপ্ত হতাম ঈদের দিনে ঈদগাহের উদ্দেশে বের হব। এমন কি পর্দানশীল যুবতীরা ও ঋতুবতীগণ তারা জনগণের পিছনে থাকবে আর তারা তাদের সাথে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে এবং তাদের সাথে দু'আও করবে আর সেই দিনের বারাকাত তথা কল্যাণ ও পবিত্রতা কামনা করবে। হাদীসের ভাষ্যমতে ঋতুবতীগণ আল্লাহর যিক্র ও কল্যাণকর স্থান ছাড়বে না বা ত্যাগ করবে না। যে জ্ঞান ও যিক্রের মাজলিস মাসজিদ ব্যতিরেকে।

হাদীসের শিক্ষণীয় বক্তব্য :

১। পর্দানশীল ও যুবতী মহিলাদের প্রকাশ হওয়া বা বেপর্দা হওয়া অবৈধ তবে মুহরিমের নিকট ব্যতিরেকে।

২। মহিলাদের জন্য জিলবাব তথা বোরকা তৈরি করা প্রয়োজন।

৩। অন্যকে কাপড় ধার দেয়া শারী'আত সম্মত।

৪। জিলবাব ব্যতিরেকে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

৫। দুই ঈদে উপস্থিত হওয়ার জন্য মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব চাই যুবতী হোক বা না হোক আত্মমর্যাদাশীল হোক বা না হোক।

৬। শাওকানীর বক্তব্য : উম্মু 'আতিয়্যার হাদীসের ভাষ্যমতে কোন প্রকার বিভেদ ছাড়াই মহিলাদের জন্য ঈদের মাঠের উদ্দেশে বের হওয়া শারী'আত অনুমোদিত বিষয় চাই যুবতী হোক, বিধবা হোক আর বৃদ্ধা হোক আর ঋতুবতী হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ আপত্তিকর বা ফিত্নাহ্ ও কোন ওযর না হয়।

---

[৪৭১] **সহীহ :** বুখারী ৩৫১, মুসলিম ৮৯০।

ঈদগাহে রমণীদের গমন সম্পর্কে মতানৈক্য :

১। রমণীদের গমন ভাল হাদীসের ভাষ্য আদেশসূচক শব্দটা ভাল এর উপর দাবী করে। আর এতে যুবতী ও বৃদ্ধার মাঝে কোন পার্থক্য নেই

২। পার্থক্য যুবতী ও বৃদ্ধার মাঝে তথা বৃদ্ধারা গমন করতে পারবে আর যুবতীরা পারবে না। শাফি'ঈরা এ মত দিয়েছেন।

৩। বৈধ তবে ভাল না।

৪। এটা অপছন্দনীয় বা ঘৃণিত।

৫। ঈদগাহে রমণীদের গমনটি তাদের অধিকার।

ক্বাযী 'আয়ায, আবূ বাক্‌র ও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন যা ইবনু আবী শায়বাতে তাঁরা দু'জন বলেন, (حَقٌّ عَلٰى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوْجُ إِلَى الْعِيْدَيْنِ) প্রত্যেক যুবতীর অধিকার দু'ঈদের উদ্দেশে ঈদগাহে গমন করা। ইবনু হাজার বলেন, এ হাদীসটি মারফূ' সূত্রে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা শাওকানী বলেন, রমণীদের ঈদগাহে গমন ঘৃণিত– এ মতটি বাতিল এবং বিকৃত মন্তব্য, কেননা তা সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী। তারা দলীল পেশ করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উক্তি যদি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্তমানে মহিলাদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে এটি পেতেন তাহলে তিনি অবশ্যই বের হওয়াটাকে নিষেধ করতেন। এটি অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ইবনু হায্‌ম-এর আটটি জবাব দিয়েছেন। আর ইমাম ত্বহাবী বলেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অমুসলিমদের সম্মুখে সংখ্যা বেশি করে দেখানোর উদ্দেশে মহিলাদেরকে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে আর এর প্রয়োজন নেই। এটিও অগ্রহণযোগ্য মন্তব্য কেননা।

ইবনু হাজার বলেন, ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মহিলাদের গমন ঈদগাহের উদ্দেশে তখন তিনি ছোট আর এটা মাক্কাহ্ বিজয়ের পরে। সুতরাং প্রয়োজন পড়ে না ইসলামের শক্তি প্রকাশের তাই ত্বহাবীর মন্তব্য এ উদ্দেশে পূর্ণ হয় না।

١٤٣٢ -[٧] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهٖ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهٖ فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৩২-[৭] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হাজ্জে) মিনায় অবস্থানকালে আবূ বাক্‌র তাঁর নিকট গেলেন। সে সময় আনসারদের দু'জন বালিকা সেখানে গান গাচ্ছিল ও দফ্ বাজাচ্ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা বু'আস যুদ্ধে আনসার গোত্রের লোকেরা যে সব গান গেয়ে গর্ব করেছিল সে সব গান আবৃত্তি করছিল। এ সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাদর মুড়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন। এ অবস্থা দেখে আবূ বাক্‌র বালিকা দু'টিকে ধমক দিলেন। এ সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাপড় হতে মুখ খুলে বললেন, হে আবূ বাক্‌র ওদেরকে ছেড়ে দাও। এটা ঈদের দিন। অন্য বর্ণনায় আছে, হে আবূ বাক্‌র! প্রত্যেক জাতির একটা ঈদের দিন আছে। আর এটা হলো আমাদের ঈদের দিন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭২]

---

[৪৭২] **সহীহ :** বুখারী ৯৮৭, ৩৫২৯, মুসলিম ৮৯২, নাসায়ী ১৫৯৩, ইবনু হিব্বান ৫৮৭৬।

ব্যাখ্যা : جَارِيَتَانِ তার বাণীতে উম্মু সালামার হাদীসে জানা যায় বালিকা দু'জনের একজন হাস্‌সান সাবিত-এর অথবা অন্য হাদীসের মাধ্যমে দু'জনই 'আবদুল্লাহ বিন সালাম-এর।

বু'আস মাদীনাহ্ হতে আনুমানিক দু'মাইল দূরে একটি স্থানের নাম। নিহায়াহ্ গ্রন্থের ভাষ্যকার বলেন, এটা 'আওস' সম্প্রদায়ের একটি কিল্লা বা দুর্গের নাম। কারও মতে : বানী কুরায়যার বসতবাড়ীর স্থানের নাম। খাত্ত্বাবী বলেন : ইসলামের পূর্বে মাদীনার বিশেষ শক্তিশালী 'আওস ও খাযরাজ' এই দু'গোত্রের মধ্যে সেখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ফলে তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১২০ (একশত বিশ) বৎসর পর্যন্ত শত্রুতা ও যুদ্ধ চলতে থাকে এমনকি ইসলাম আসলো আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-এর কল্যাণের মাধ্যমে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন।

ইমাম নাবাবী বলেন, গানের বিষয় নিয়ে 'উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আহলে হিজাযের একটি দল বৈধ বলেছেন দলীল হিসেবে এ হাদীসটি পেশ করেছেন। আর আবূ হানীফাহ্ ও ইরাকবাসীরা হারাম বলেছেন, এ হাদীসটির জবাবে বলেছেন উল্লেখিত হাদীসে বালিকাদ্বয়ের গানের বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য ছিল যুদ্ধে তাদের সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিগাঁথার শ্লোক। যা অশ্লীলতা ও চরিত্র বিধ্বংসের দিকে উদ্বুদ্ধ করেনি। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : সূফীবাদীরা এ হাদীসটিকে গান বাজনা ও তবলা বাজানোর পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে এটি প্রত্যাখ্যানযুক্ত। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা সুস্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে বলেছেন : (وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ) বালিকা দু'জন গায়িকা ছিল না।

হাদীসটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে : ১। ঈদের দিনগুলোতে দায়িত্বশীলগণ তাদের পরিবারের ওপর উদারতা প্রকাশ করবেন যাতে পরিবারে সদস্যরা চিত্তবিনোদন ও আনন্দোৎসব করতে পারে।

২। ঈদের দিনগুলো আনন্দ প্রকাশ করা দীনেরই প্রতীক।

৩। লোকদের জন্য বৈধ তার মেয়ের কাছে যাওয়া স্বামীর নিকট থাকা অবস্থায় এবং স্বামীর উপস্থিতিতে মেয়েকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারবে। স্বামী এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে পিতার ওপরই বর্তাবে।

৪। স্বামীরা স্ত্রীর ওপর দয়ার্দ্র হবে।

৫। কল্যাণকামীরা অনর্থক কথাবার্তা কাজ কর্ম হতে বাধা দিবে আর যদি পাপের কাজ না হয় তাহলে অনুমোদন দিবে।

৬। যদি ছাত্র শিক্ষকের সামনে কাউকে অনৈতিক কাজ করতে দেখে তাহলে দ্রুত বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে এবং শিক্ষকের নিকট ফাতাওয়া চাওয়ার অপেক্ষা করবে না বরং এ সময় শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল করবে।

৭। শিক্ষকের সামনে ছাত্রের ফাতাওয়া দেয়া যেমনটি প্রমাণ করে, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ধারণা করেছেন নাবী ﷺ ঘুমিয়ে আছেন। তিনি তাকে জাগ্রত করতে ভয় করলেন। ফলে নিজেই তাঁর মেয়ের প্রতি রাগ করলেন এবং (অন্যায়ের) এ পথ বন্ধ করতে সচেষ্ট হলেন।

৮। বালিকাদের গানের আওয়াজ শ্রবণ বৈধ যদিও তারা দাসী না হয়। কেননা রসূল ﷺ আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শ্রবণকে অস্বীকার করেননি।

١٤٢٣ -[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৩৩-[৮] আনাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। আর খেজুরও খেতেন তিনি বেজোড়। (বুখারী)[৪৭৩]

ব্যাখ্যা : (لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ) রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিনে ঈদগাহের উদ্দেশে বের হতেন না যতক্ষণ না তিনি কয়েকটি খেজুর খেতেন। ইবনু হিব্বান ও হাকিমে এসেছে তিনটি, পাঁচটি, সাতটি বা এর চেয়ে কম বা বেশি বেজোড় সংখ্যা খেতেন। আর এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি (ﷺ) নিয়মিত এমনটি করতেন।

মুহলিব বলেন : সলাতের পূর্বে খাওয়ার হিকমাত হল কোন অভিযোগকারী যেন ধারণা করতে না পারে যে, তিনি ঈদের সলাত পর্যন্ত সওম অবস্থায় রয়েছেন মনে হয় এ পথকে বন্ধ করার জন্য ইচ্ছে করেছেন।

আর খেজুর খাওয়ার হিকমাত হল : তাতে মিষ্টি রয়েছে যা চক্ষুকে শক্তিশালী করে তোলে যাকে সওম দুর্বল করে দিয়েছিল। আর সুস্বাদু ঈমানের অনুকূলে হয় এবং এটা দ্বারা হৃদয়কে নরম করে আর এটা অন্য কিছুর চেয়ে সহজলব্ধ। আর বেজোড় সংখ্যা দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ইঙ্গিত করা অনুরূপ সকল কাজে রসূল ﷺ বেজোড়ের মাধ্যমে বারাকাত নিতেন।

١٤٣٤ -[٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৩৪-[৯] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঈদের দিন (ঈদের মাঠে) যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করতেন। (বুখারী)[৪৭৪]

ব্যাখ্যা : রাস্তা পরিবর্তনের হিকমাত : রসূল ﷺ ঈদগাহে যে রাস্তায় গমন করতেন সে রাস্তায় প্রত্যাবর্তন না করে অপর রাস্তায় আসতেন এরূপ করার পেছনে অনেক হিকমাত রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বিশটির মত একত্রিত করেছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি :

১। যাতে উভয় রাস্তা তার জন্য সাক্ষ্য দিবে।

২। উভয় রাস্তার বাসিন্দাগণ জিন্ হোক বা মানুষ হোক তারা সাক্ষী থাকবে।

৩। রসূল ﷺ চলার কারণে রাস্তাটি যে মর্যাদা লাভ করল এতে উভয় রাস্তাই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান হল।

৪। জীবিত আত্মীয়-স্বজন যারা উভয় রাস্তায় বসবাস করছেন তাদের ঈদ উপলক্ষে সাক্ষাত দান করতেন এবং যারা মৃত তাদেরও সাথে সাক্ষাৎ করতেন সালাম প্রদান ও যিয়ারতের মাধ্যমে।

৫। ইসলামের প্রতীক প্রকাশের জন্য।

৬। আল্লাহর যিক্‌র প্রকাশের জন্য।

৭। মুনাফিক্ব ও ইয়াহূদীদেরকে রাগান্বিত করার জন্য ও তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য যে, তাঁর জনশক্তি বন্ধবহুল।

৮। উভয় রাস্তায় মুসলিমদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য। মুসলিমদের মাঝে আনন্দের ব্যাপকতা প্রচারের জন্য ইত্যাদি।

---

[৪৭৩] **সহীহ :** বুখারী ৯৫৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪২৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৫২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১০৫, মুসনাদে বাযযার ৭৪৫৭।

[৪৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৯৮৬, ইরওয়া ৬৩৭, সহীহ আল জামি' ৪৭৭৭।

١٤٣٥ ـ[١٠] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهٗ لِأَهْلِهٖ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৩৫-[১০] বারা ইবনু 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কুরবানীর ঈদের দিন আমাদের সামনে এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, এ ঈদের দিন প্রথমে আমাদেরকে সলাত আদায় করতে হবে। এরপর আমরা বাড়ী গিয়ে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে কাজ করল সে আমাদের পথে চলল। আর যে ব্যক্তি আমাদের সলাত আদায় করার পূর্বে কুরবানী করল সে তার পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি যাবাহ করে নিশ্চয়ই তা গোশত ভক্ষণের ব্যবস্থা করল তা কুরবানীর কিছুই নয়। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭৫]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) ফলে কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না তথা এটি আর 'ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না বরং এমন গোশ্‌ত হবে যা পরিবারের জন্য (খাদ্য হিসেবে) উপকার হবে। হাদীসটি প্রমাণ করে যাবাহ করার সময় হবে ইমামের সাথে সলাত আদায়ের পর। আর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়নি যে, ইমামের কুরবানীর দিকে। আর যে সলাতের পূর্বে যাবাহ করবে তার কুরবানী বৈধ হবে না।

١٤٣٦ ـ[١١] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرٰى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৩৬-[১১] জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ আল বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সলাতের আগে যাবাহ করেছে সে যেন এর পরিবর্তে (সলাতের পরে) আর একটি যাবাহ করে। আর যে ব্যক্তি আমাদের সলাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত যাবাহ করেনি সে যেন (সলাতের পর) আল্লাহ্‌র নামে যাবাহ করে (এটাই প্রকৃত কুরবানী)। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭৬]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَذْبَحْ على اسم الله) আল্লাহর নামে যেন যাবাহ করে। আর বুখারীতে এসেছে আনাস হতে وسمى وكبر যাবাহর সময় *'বিস্‌মিল্লা-হ'* ও *'আল্ল-হু আকবার'* বলেছেন। ক্বাযী 'আয়ায বলেন : 'আল্লাহর নামে শুরু' চার ধরনের অর্থ হবে।

১। আল্লাহর জন্য যাবাহ করছে।

২। আল্লাহর সুন্নাতে বা নীতিতে যাবাহ করছে।

৩। তার যাবাহটা আল্লাহর নামে প্রকাশ করা ইসলামের উদ্দেশে এবং তার বিরোধিতা করা যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যাবাহ করে এবং শায়ত্বনকে অপমানিত করার জন্য।

৪। আল্লাহর নামের মাধ্যমে বারাকাত কামনা করা হাফিয ইবনু হাজার ৫ম অর্থ বলেছেন *বিস্‌মিল্লা-হ* বলার মাধ্যমে যাবাহের অনুমোদন চাওয়া।

(فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرٰى) সে যেন এর স্থলে অন্য একটি পশু যাবাহ করে। এটি প্রমাণ করে কুরবানী ওয়াজিব আর যারা ওয়াজিব বলেন না তারা এটি দ্বারা উদ্দেশ্য 'সুন্নাহ' মনে করেন।

---

[৪৭৫] **সহীহ :** বুখারী ৯৬৮, মুসলিম ১৯৬১, আহমাদ ১৮৬৯৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৫৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১১৪, সহীহ আল জামি' ২০১৯।

[৪৭৬] **সহীহ :** বুখারী ৫৫০০, মুসলিম ১৯৬০, নাসায়ী ৪৩৯৮, ইবনু হিব্বান ৫৯১৩, সহীহ আল জামি' ৬৪৮২।

١٤٣٧ ـ[١٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهٗ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৩৭-[১২] বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি (ঈদের) সলাতের আগে যাবাহ করল সে নিজের (খাবার) জন্যই যাবাহ করল। আর যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের পর যাবাহ করল তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো। সে মুসলিমদের নিয়ম অনুসরণ করল। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এবং পূর্বের হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যাবাহের সময় শুরু হয় সলাতের পরে। আর অপেক্ষা করা হয়নি ইমামের কুরবানী পর্যন্ত।

١٤٣٨ ـ[١٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৩৮-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাবাহ করতেন এবং নহর করতেন ঈদগাহের ময়দানে। (বুখারী)[৪৭৮]

ব্যাখ্যা : কুরবানী ঈদগাহের মাঠে করা মুস্তাহাব বা ভাল আর হিকমাত হল : দরিদ্র ও ফকীররা যেতে পারে এবং কুরবানীর গোশ্‌ত গ্রহণে অংশীদার হতে পারে। কারও মতে কুরবানী হল সাধারণ নৈকট্য। সুতরাং প্রকাশ করাই উত্তম। কেননা সেখানে সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٣٩ ـ[١٤] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: «مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪৩৯-[১৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাদীনায় আগমন করার পর তাদের দু'টি দিন ছিল। এ দিন দু'টিতে তারা খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করত। (এ দেখে) তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিন কি? তারা বলল ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়্যাতের সময় এ দিন দু'টিতে আমরা খেলাধূলা করতাম। (এ কথা শ্রবণে) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ দু'দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য আরো উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। এর একটি হলো ঈদুল আযহার দিন ও অপরটি ঈদুল ফিত্‌রের দিন। (আবূ দাউদ)[৪৭৯]

ব্যাখ্যা : (يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا) এমন দু'টি দিন নির্ধারিত ছিল যে দিনগুলোতে খেলাধূলা ও রং তামাশা করত আর দিন দু'টি 'নিরোজ' ও 'মেহেরজান' হাদীসটিতে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, কাফিরদের ঈদোৎসব সমূহকে যেমন নিরোজ ও মেহেরজানকে সম্মান করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন, মুশরিকদের উৎসবসমূহে আনন্দ প্রকাশ করা ও তাদের সাদৃশ্য হওয়া ঘৃণা হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

---

[৪৭৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৫৬, মুসলিম ১৯৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১১৩, সহীহ আল জামি' ৬২৪২।

[৪৭৮] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১১৯।

[৪৭৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১১৩৪, আহমাদ ১৩৬২২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৯১।

হানাফী সম্প্রদায়ের শায়খ আবূ হাফস্ আল আন্ নাসাফী কড়া সমালোচনা করে বলেন, মুশরিকদের ঐ দিনে একটি ডিমও উপহার দেয় তাদের উৎসবকে সম্মান করে তাহলে সে আল্লাহর সাথে কুফ্‌রী করল। আর ক্বাযী মানসূর হানাফী বলেন : ঐ দিনে কেউ যদি কোন কিছু ক্রয় করে তার ক্রয় অন্য কোন উদ্দেশ্য না অথবা অন্য কাউকে উপহার দেয় ঐ উৎসবকে সম্মানের উদ্দেশে যেমন কাফিরকে সম্মান করে তাহলে সে কাফির হল। আর যদি ভোগের উদ্দেশে ক্রয় করে আর স্বাভাবিক ভালবাসার বন্ধুত্ব চালু রাখার জন্য উপহার দেয় তাহলে কাফির হবে না তবে কাজটি ঘৃণিত এর থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। ইবনু হাজার বলেন, এ কুসংস্কৃতি চালু করেছে মিসর বাসীরা তাদের অধিকাংশরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের উৎসব ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছিল তাদেরকে সম্মান করতে যেয়ে। যেমন খাওয়া-দাওয়ায় পোশাকে-আষাকে মিশে গিয়েছিল। ইবনু হাজার মালিকী-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন এবং মুসলিমদের সংস্কৃতিগুলো তুলে ধরেন।

আমি (ভাষ্যকার) বলি : অনুরূপ প্রচুর সংখ্যক ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিম কাফিরদের সাথে বিশেষ করে হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহূদী অগ্নিপূজকে তাদের উৎসবের সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। তারা যা করে মুসলিমরাও তা করে।

١٤٤٠ -[١٥] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

১৪৪০-[১৫] বুরায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ও ঈদুল আযহার দিন কিছু খেয়ে সলাতের জন্য বের হতেন না। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৪৮০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সুন্নাহ হল ঈদুল ফিত্‌রে সলাতের পূর্বে খাওয়া আর কুরবানী ঈদে সলাতের পরে খাওয়া। ঈদুল আযহায় দেরী করে খাওয়ার হিকমাত হল, কেননা ঐদিনে কুরবানী শুরু করবে আর কুরবানীর গোশ্‌ত দিয়ে ইফত্বার করবে। যায়ন ইবনু মুনীর বলেছেন : দু'ঈদের নির্দিষ্ট সদাক্বাহ্ রয়েছে ঈদুল ফিত্‌রের সদাক্বাহ্ ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আর ঈদুল আযহার সদাক্বাহ্ পশু যাবাহের পর। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, যার কুরবানী রয়েছে সে ফিরে আসার পর খাবে কেননা রসূল (ﷺ) যাবাহকৃত গোশ্‌ত খেয়েছেন ফিরে আসার পর। আর যার কুরবানী নেই তার খাওয়াতে বাধা নেই।

١٤٤١ -[١٦] وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

১৪৪১-[১৬] কাসীর তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ হতে, তিনি তাঁর পিতা 'আম্‌র ইবনু 'আওফ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) দু'ঈদের প্রথম রাক্'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাতবার ও দ্বিতীয় রাক্'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৪৮১]

ব্যাখ্যা : অন্য স্থানে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস দারাকুত্বনীতে এসেছে, তাতে বলা হয়েছে রসূল (ﷺ) শুরুর তাকবীর ব্যতিরেকে বারোটি তাকবীর দিয়েছেন। আর 'আম্‌র ইবনু 'আস-এর হাদীস তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিরেকে। আর হাদীসটি সাব্যস্ত করে দলীল হিসেবে যে, দু'ঈদে ক্বিরাআতের পূর্বে প্রথম

---

[৪৮০] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৫৪২, ইবনু মাজাহ্ ১৭৫৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪২৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৫৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১০৪, ইবনু হিব্বান ২৮১২, সহীহ আল জামি' ৪৮৪৫।

[৪৮১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৫৩৬, ইবনু মাজাহ্ ১২৭৯।

রাক্‘আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্‘আতে পাঁচ তাকবীর আর এমতটি সহাবীদের বিশাল সংখ্যক দলের। তাদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশিদীনের এবং তাবি‘ঈন ও পরবর্তী ইমামদের। আর ইমাম আবূ হানীফার মত প্রথম রাক্‘আতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্‘আতে ক্বিরাআতের পরে রুকূ‘ তাকবীর ব্যতিরেকে তিন তাকবীর। আমি (ভাষ্যকার) বলি : আমাদের ‘আমাল এবং উত্তম ক্বিরাআতের পূর্বে প্রথম রাক্‘আতে বার তাকবীর সাত দ্বিতীয় রাক্‘আতে পাঁচ তাকবীর।

দু'টি দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথমতঃ প্রচুর সংখ্যক মারফূ‘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এ বিষয়ে তার মধ্যে কতকগুলো সহীহ অথবা হাসান আর বাকী হাদীসগুলো তার সমর্থন করেছে। পক্ষান্তরে আবূ হানীফার মতের স্বপক্ষে একটি মাত্র মারফূ‘ হাদীস আবূ মূসা আল আশ্‘আরীর হাদীস যা সামনে আসছে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য না আর বাকী হাদীসগুলো মাওকূফ এবং দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের ‘আমাল। তথা ১২ তাকবীর।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত কিছু মাস্‌আলাহ্ :

১। তাকবীর সুন্নাহ, ওয়াজিব না ভুলে ক্বিরাআত শুরু করলে তাকবীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

২। শুরুর দু‘আ তথা সানা পড়ার স্থান : ইবনু কুদামাহ্ বলেন, প্রথম তাকবীরের পরে সানা পড়বে। অতঃপর ঈদের তাকবীর দিবে। তারপর *আ‘উযুবিল্লা-হ* পড়ে ক্বিরাআত শুরু করবে। আবার কারো মতে তাকবীর পড়ে সানা পড়বে তবে যেটি করুক বৈধ হবে।

৩। প্রত্যেক তাকবীরের সময় দু'হাত উঠানো : প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব আহমাদে বর্ণিত হাদীস নাবী ﷺ তাকবীরের সময় হাত উঠাতেন আর ‘উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি জানাযার সময় প্রত্যেক তাকবীরে দু'হাত উঠাতেন এটিই গ্রহণযোগ্য মত।

৪। তাকবীরে ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, না মধ্যখানে বিরতি দিয়ে তাসবীহ তাহলীল পড়বে সঠিক মত হল তাকবীরের মাঝে স্বতন্ত্র কোন দু‘আ নেই।

١٤٤٢ -[١٧] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوْا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوْا بِالْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৪৪২-[১৭] জা‘ফার সাদিক্ব ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) মুরসাল হিসেবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ ও আবূ বাক্র, ‘উমার দু' ঈদে ও ইস্তিস্ক্বার সলাতে সাতবার ও পাঁচবার করে তাকবীর বলেছেন। তাঁরা সলাত আদায় করেছেন খুতবার পূর্বে। সলাতে ক্বিরাআত পড়েছেন উচ্চৈঃস্বরে। (শাফি‘ঈ)[৪৮২]

ব্যাখ্যা : (وَجَهَرُوْا بِالْقِرَاءَةِ) তারা সশব্দে ক্বিরাআত পাঠ করেছেন। এ ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য হয়েছেন এবং আহলে ‘ইল্‌মদের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই যে, ঈদের সলাতের ক্বিরাআত সশব্দে তথা বড় আওয়াজ করে।

١٤٤٣ -[١٨] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسٰى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسٰى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهٗ عَلَى الْجَنَازَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৪৮২] **খুবই দুর্বল** : মুসনাদ আশ্ শাফি‘ঈ ৪৫৭। কারণ এর সানাদে রাবী ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ যার প্রকৃত নাম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া আল আসলামী তিনি একজন মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী।

১৪৪৩-[১৮] সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আল আশ্'আরী ও হুযায়ফাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রের সলাতে কতবার তাকবীর বলতেন? তখন আবূ মূসা আল আশ্'আরী বললেন, তিনি (ﷺ) জানাযার তাকবীরের মতো চার তাকবীর বলতেন। এ জবাব শুনে হুযায়ফাহ্ (রাঃ) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন। (আবূ দাঊদ)[৪৮৩]

ব্যাখ্যা : আমি (ভাষ্যকার) বলি, এ হাদীসের সানাদে আবূ 'আয়িশাহ্ আল উমাবী অজ্ঞাত রাবী। আর ইবনু হায্‌ম বলেন, তিনি অজ্ঞাত রাবী, কেউ তাকে চেনে না আর তার হতে কোন হাদীস বর্ণনা করা শুদ্ধ হবে না। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়েছে এ হাদীস দলীল গ্রহণে সহীহ হবে না।

١٤٤٤ -[١٩] وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৪৪৪-[১৯] বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে ঈদের দিনে একটি ক্বাওস দেয়া হলো। তিনি এ ক্বাওসের উপর ভর করে (ঈদের) খুতবাহ্ দান করলেন। (আবূ দাঊদ)[৪৮৪]

١٤٤٥ -[٢٠] وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৪৪৫-[২০] 'আত্বা (রহঃ) হতে মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) খুতবাহ্ প্রদান করার সময় নিজের লাঠির উপর ঠেস দিয়ে (খুতবাহ্) দিতেন। (শাফি'ঈ)[৪৮৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে খুত্‌বাহ্ দানের সময় ধনুক বা লাঠির উপর ভর করার অনুমোদন পাওয়া যায়। আর হিকমাত হল : অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা বা উত্তেজনাকে সংযত রাখা।

١٤٤٦ -[٢١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَته ثُمَّ قَالَ: وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৪৪৬-[২১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সাথে ঈদের সলাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগেই আযান ও ইক্বামাত ছাড়া সলাত শুরু করে দিলেন। সলাত শেষ করার পর তিনি বিলালের গায়ে ভর করে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও গুণ গরীমা বর্ণনা করলেন। লোকদেরকে উপদেশ বাণী শুনালেন। তাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ অনুসরণ করার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগালেন। তারপর তিনি মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। তাদেরকে তিনি আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতির কথা বললেন, ওয়াজ করলেন। পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। (নাসায়ী)[৪৮৬]

---

[৪৮৩] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ১১৫৩, শারহু মা'আনির আসার ৭২৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৮৩, সহীহাহ্ ২৯৯৭।

[৪৮৪] হাসান : আবূ দাঊদ ১১৪৫।

[৪৮৫] য'ঈফ : মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৪২২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৯৬৪, য'ঈফ আল জামি' ৪৩৮৫। এর সানাদেও ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ রয়েছেন যিনি একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী।

[৪৮৬] সহীহ : নাসায়ী ১৫৭৫, আহমাদ ১৪৪২০, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪৬০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৯৮।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে প্রমাণিত হয়, খতীব সাহেবের উচিত ধনুক নেয়া ও লাঠির উপর ভর দিবে বা কোন মানুষের উপর। আর প্রমাণ করে হাদীস মহিলাদের জন্য ঈদগাহে পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে পুরুষদের সাথে মেলামেশার সুযোগ না থাকে।

‘ওয়াজ করতেন’ মুসলিমের রিওয়ায়াতে এসেছে যে, রসূল ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর উৎসাহ প্রদান করলেন তার অনুগতদের আর বললেন, হে মহিলা সকল! তোমরা দান কর কেননা তোমরা জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হবে। অতঃপর বংশের মর্যাদায় তত উচ্চ না এবং দু'গাল ঝলসানো একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রসূল! কারণ কী? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিযোগ কর এবং আপনজন তথা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অতঃপর তারা মহিলারা তাদের গলার হার কানের দুল এবং আংটি খুলে বিলালের কাপড়ে জমা করতে লাগলেন দানের উদ্দেশে।

١٤٤٧ ـ[٢٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৪৪৭-[২২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঈদের দিন এক পথ দিয়ে (ঈদগাহে) আসতেন। আবার অন্য পথ দিয়ে (বাড়ীতে) ফিরতেন। (তিরমিযী, দারিমী)[৪৮৭]

ব্যাখ্যা : ঈদ হতে ফেরার পথে অন্য রাস্তা দিয়ে আসবে।

١٤٤٨ ـ[٢٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৪৪৮-[২৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন তাঁদের সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই নাবী ﷺ তাদের সবাইকে নিয়ে মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করলেন। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৪৮৮]

ব্যাখ্যা : আমি (ভাষ্যকার) বলি, হাদীস প্রমাণ করে ওযর ব্যতিরেকে ময়দান ছেড়ে মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করা মাকরূহ বা ঘৃণিত।

‘উলামারা মতভেদ করেছেন : মাসজিদ প্রশস্ত হলে মাসজিদে পড়া উত্তম, না মাঠে পড়া উত্তম? ইমাম শাফি‘ঈর মতে মাসজিদে পড়াই উত্তম, কেননা এর উদ্দেশ্য হল একত্রিত হওয়া। আর এটি মাসজিদে একত্রিত সম্ভব হচ্ছে তাই মাসজিদই উত্তম। আর মাক্কাবাসীরা মাসজিদ প্রশস্ত হওয়ার কারণে তারা মাসজিদে ঈদের সলাত আদায় করেন। তবে উত্তম মত হল ওযর ব্যতিরেকে মাঠে সলাত আদায় করা।

١٤٤٩ ـ[٢٤] وَعَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلٰى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ عَجِّلِ الْأَضْحٰى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

---

[৪৮৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৫৪১, সহীহ আল জামি‘ ৪৭১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৫১।

[৪৮৮] **য‘ঈফ :** আবূ দাউদ ১১৬০, ইবনু মাজাহ্ ১৩১৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৫৭। কারণ এর সানাদে ‘ঈসা এবং আবূ ইয়াহ্ইয়া আত্ তায়মী দু'জনই দুর্বল রাবী। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, হাদীসের সানাদটি দুর্বল।

১৪৪৯-[২৪] আবুল হুওয়াইরিস (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নাজরানে নিযুক্ত তাঁর প্রশাসক 'আম্র ইবনু হায্‌ম-এর নিকট চিঠি লিখলেন। ঈদুল আযহার সলাত তাড়াতাড়ি আদায় করাবে। আর ঈদুল ফিত্‌রের সলাত বিলম্ব করে আদায় করবে। লোকজনকে ওয়াজ নাসীহাত করবে। (শাফি'ঈ)[৪৮৯]

ব্যাখ্যা : আল্লামা শাওকানী বলেন, হাদীস প্রমাণ করে ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি করে এবং ঈদুল ফিতরের সলাত বিলম্বে পড়া শারী'আত সম্মত। আর এমনটি করার রহস্য হলো ঈদুল আযহার সলাতের পর কুরবানীর পশু যাবাহ করা হয় এবং সলাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হয়। তাই এ সলাত তাড়াতাড়ি আদায় করা আবশ্যক, পক্ষান্তরে সলাতের ফিত্‌রের ক্ষেত্রে এমনটি না বরং সলাতের পূর্বে কিছু আহার করা ও ফিত্‌রাহ্ আদায় করে দিতে হয় তাই এ সলাত তাড়াতাড়ি না করে বিলম্বে আদায় করা হয়।

١٤٥٠ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৪৫০-[২৫] আবূ 'উমায়র ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি তাঁর এক চাচা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন সহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। (তিনি বলেন) একবার একদল আরোহী নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট এসে সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গতকাল (শাওওয়াল মাসের) নতুন চাঁদ দেখেছে। তিনি (ﷺ) তাদের সওম ভেঙ্গে ফেলার ও পরের দিন সকালে ঈদগাহের ময়দানে যেতে নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৪৯০]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) একদল আরোহী নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন তারা গতকাল্য শাওওয়ালের নতুন চাঁদ দেখেছে। অর্থাৎ মাদীনাতে রমাযান মাসের ত্রিশ রাত্রে চাঁদ দেখেনি, সুতরাং ত্রিশ তারিখে সওম পালন করেছেন, অতঃপর একটি দল আসলো এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, ত্রিশ রাত্রিতে চাঁদ দেখেছে। আহমাদ, ইবনু মাজাহ্ এবং দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বীতে এসেছে, শাওওয়ালে চাঁদের ব্যাপারে আমাদের ওপর মেঘাচ্ছন্ন হলো। সুতরাং আমরা সওম পালন করলাম, অতঃপর দিনের শেষ প্রহরে একটি আরোহী দল আসলো এবং তারা সাক্ষ্য দিল, গতকাল তারা দেখেছে। ত্বাহাবী রিওয়ায়াতে সূর্য ঢলার পর তারা সাক্ষ্য দিল। আল্লাম শাওকানী বলেন : হাদীসটি প্রমাণ করে ঈদের সলাত দ্বিতীয় দিন আদায় করা মাঝে সময় অতিবাহিত হবার পর যদি ঈদের সলাত আদায়ের জন্য কোন প্রমাণ না থেকে থাকে আর হাদীসটির সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বিতীয় দিন ঈদের সলাত আদায়যোগ্য ক্বাযা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٥١ -[٢٦] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحٰى ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِيْ عَطَاءً بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَنِيْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ

---

[৪৮৯] **খুবই দুর্বল :** মুসনাদ আশ শাফি'ঈ ৪৪২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৪৯, ইরওয়া ৬৩৩। এর সানাদেও ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ রয়েছে যাকে হাফিয ইবনু হাজার মাতরূক বলেছেন।

[৪৯০] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১১৫৭, নাসায়ী ১৫৫৭, ইবনু মাজাহ্ ১৬৫৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৩৩৯, ইবনু শায়বাহ্ ৯৪৬১, আহমাদ ২০৫৮৪, শারহু মা'আনির আসার ২২৭৪, দারাকুত্বনী ২২০৪, ইরওয়া ৬৩৪।

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৫১-[২৬] ইবনু জুরায়জ (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আত্বা (রহঃ) আমার কাছে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, (রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায়) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার সলাতের জন্য আযান দেয়া হত না। ইবনু জুরায়জ বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবার 'আত্বা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। 'আত্বা (রহঃ) তখন বললেন, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে বলেছেন। ঈদুল ফিত্বরের সলাত আদায়ের জন্য আযানের প্রয়োজন নেই। ইমাম (সলাতের জন্য) বের হবার সময়েও না। বের হয়ে আসার পরেও না। (এভাবে) ইক্বামাত ও কোন আহ্বানও নেই। না অন্য কিছু আছে। এ দিন না কোন আহ্বান আছে। আর কোন ইক্বামাত। (মুসলিম)[৪৯১]

ব্যাখ্যা : (وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ) ইক্বামাত ও ডাকাডাকি কিছুই নেই, এ বক্তব্যটি প্রমাণ করে ঈদের সলাতের বিষয়েও ইমামকে কোন কিছু বলা যাবে না।

١٤٥٢ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلّٰى صَلَاتَهُ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذٰلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا». وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ مَرْوَانُ ابْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتّٰى أَتَيْنَا الْمُصَلّٰى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنٰى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الْاِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৫২-[২৭] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন (ঈদগাহে গিয়ে) প্রথমে সলাত আরম্ভ করতেন। সলাত আদায় করা শেষ হলে (খুতবাহ্ প্রদানের জন্য) মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। তাঁরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকতেন। বস্তুতঃ যদি কোথাও সৈন্য বাহিনী পাঠাবার প্রয়োজন থাকত তাহলে তা মানুষদেরকে বলে (বাহিনী পাঠিয়ে) দিতেন। অথবা জনগণের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কথা থাকলে, সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে দিতেন। তিনি খুতবায় বলতেন, 'তোমরা সদাক্বাহ্ দাও, 'তোমরা সদাক্বাহ্ দাও, 'তোমরা সদাক্বাহ্ দাও'। বস্তুতঃ মহিলারাই অধিক পরিমাণে সদাক্বাহ্ করতেন। এরপর তিনি নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন। এভাবেই (দু'ঈদের সলাত) চলতে থাকল যে পর্যন্ত (মু'আবিয়ার পক্ষ হতে) মারওয়ান ইবনু হাকাম (মাদীনার) শাসক নিযুক্ত না হন। (এ সময় এক ঈদের দিনে) মারওয়ান-এর হাত ধরে আমি ঈদগাহের ময়দানে উপস্থিত হলাম। এসে দেখি কাসির ইবনু সাল্ত মাটি ও কাঁচা ইট দিয়ে একটি মিম্বার তৈরি করেছেন। এ সময় মারওয়ান হাত দিয়ে আমার হাত

---

[৪৯১] **সহীহ :** মুসলিম ৮৮৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬১৬৫। বুখারী ৯৬০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৫৬২৭।

ধরে টানাটানি আরম্ভ করল আমি যেন মিম্বারে উঠে খুতবাহ্ দেই। আর আমি তাকে সলাত আদায়ের জন্য টানতে লাগলাম। আমি তার এ অবস্থা দেখে বললাম, সলাত দিয়ে শুরু করা কোথায় গেল? সে বলল, না, আবূ সা'ঈদ! আপনি যা জানেন না তা এখন নেই। আমি বললাম, কখনো নয়। আমার জান যার হাতে নিবদ্ধ তার শপথ করে বলছি। আমি যা জানি এর চেয়ে ভাল কিছু তোমরা কখনো বের করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা তিনি তিনবার বললেন, তারপর (ঈদগাহ হতে) চলে গেলেন। (মুসলিম)[৪৯২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রসূল ﷺ-এর সময় ঈদগাহে মিম্বার ছিল না সর্বপ্রথম এটি চালু করেন মারওয়ান।

১। মিম্বারের চেয়ে সরাসরি জমিনের উপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ প্রদান করা উত্তম।

২। আর ঈদের ময়দানে পায়ে হেঁটে বের হওয়া উত্তম।

৩। দু'ঈদে তাকবীর পাঠ করা শারী'আত সম্মত কোন কোন 'আলিমদের তার নিকট ওয়াজিব তবে অধিকাংশদের মতে সুন্নাহ।

৪। দু'ঈদের খুত্বায় উপস্থিত থাকা ও শ্রবণ করা সুন্নাহ ওয়াজিব না যেমন: 'আবদুল বিন সায়িব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর সাথে প্রত্যক্ষ ছিলাম ঈদের সলাত শেষে তিনি বললেন, আমি খুতবাহ্ প্রদান করছি আর ভাল লাগে সে খুতবাহ্ শেষ শোনার জন্য যেন সে বসে আর যার পছন্দ লাগে চলে যেতে সে যেন যায়। (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও আবূ দাউদ)

(٤٨) بَابٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ

অধ্যায়-৪৮ : কুরবানী

কুরবানী করা শারী'আত অনুমোদিত যা কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ "(ঈদের) সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর"– (সূরাহ্ আল কাওসার ১০৮ : ২)। যেমনটি অধিকাংশ তাফসীরবিদরা বলেছেন আর মুতাওয়াতিরভাবে সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আর ইজমা হয়েছে এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। আর মুসলিমদের 'আমাল রসূল ﷺ-এর সময়কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুতাওয়াতিরভাবে চলে আসছে। আর এটা ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাহ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ "আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম"– (সূরাহ্ আস্ স-ফ্ফা-ত ৩৭ : ১০৭)। আর অধিকাংশ 'আলিমদের অভিমত এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٥٣ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحّٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ قَالَ: رَأَيْتُهٗ وَاضِعًا قَدَمَهٗ عَلٰى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৪৯২] সহীহ : মুসলিম ৮৮৯, আহমাদ ১১৩১৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪৪৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৯৬৮।

১৪৫৩-[১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক কুরবানীর ঈদে ধূসর রং ও শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। নিজ হাতে তিনি এ দুম্বা দু'টিকে *বিস্‌মিল্লা-হ* ও *আল্ল-হু আকবার* বলে যাবাহ করলেন। আমি তাঁকে (যাবাহ করার সময়) দুম্বা দু'টির পাঁজরের উপর নিজের পা রেখে *'বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল্ল-হু আকবার'* বলতে শুনেছি। (বুখারী, মুসলিম)[৪৯৩]

ব্যাখ্যা : (أَمْلَحَيْنِ) দ্বারা উদ্দেশ্য সাদা মিশ্রিত হয়েছে কালো। কারো মতে : সাদা কালো মিশ্রিত তবে সাদা বেশী এবং এটাই সঠিক। কারো মতে : সম্পূর্ণভাবে সাদা। (أَقْرَنَيْنِ) যার দু'টি সুন্দর শিং রয়েছে, কারও মতে লম্বা শিং, কারো মতে ত্রুটিমুক্ত শিং। আর এটা প্রমাণ করে শিংযুক্ত পশু কুরবানী করা ভাল আর শিংবিহীন হতে। প্রমাণ করে যে, কুরবানীর পশু সুন্দর ও রং ভাল হওয়া শারী'আত সম্মত।

(وَضَاعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا) তিনি যাবাহ করার সময় দু'পা দুম্বাদ্বয়ের পাঁজরের উপর রেখেছেন। ইবনু হাজার বলেন, এটা ভাল যে পা কুরবানী জন্তুর গলার ডান পাঁজরে রাখা আর সবাই ঐকমত্য হয়েছেন যে, জন্তুটিকে বাম পাশে শুয়ে দেয়া যাতে ডান পাশে পা রাখতে পারে এতে যাবাহ করা সহজ হয়। ডান হাতে ছুরি ধরে এবং বাম হাত দিয়ে জন্তুর মাথা মজবুত করে ধরে রাখতে।

١٤٥٤ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحّٰى بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৫৪-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন একটি শিংওয়ালা দুম্বা আনতে বললেন যা কালোতে হাঁটে। কালোতে শোয়। কালোতে দেখে অর্থাৎ যে দুম্বার পা কালো, পেট কালো ও চোখ কালো। কুরবানী করার জন্য ঠিক এমনি একটি দুম্বা আনা হলো। তখন তিনি (সাঃ) 'আয়িশাকে বললেন, হে 'আয়িশাহ্! একটি ছুরি লও। এটিকে পাথরে ধাঁর করাও। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি তাই করলাম। তারপর তিনি (সাঃ) ছুরিটি হাতে নিয়ে দুম্বাটিকে ধরলেন। অতঃপর এটাকে পাঁজরের উপর শোয়ালেন এবং যাবাহ করতে করতে বললেন, "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি এ কুরবানীকে মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার এবং মুহাম্মাদের উম্মাতের পক্ষ হতে গ্রহণ করো।" এরপর তিনি এ কুরবানী দ্বারা লোকদের সকালের খাবার খাইয়ে দিলেন। (মুসলিম)[৪৯৪]

ব্যাখ্যা : (اِشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ) 'একে পাথর দ্বারা ধারালো করা' এটা মুসলিম হাদীসের অনুকূলের শাদ্দাদ বিন আওস-এর হাদীস সেখানে বলা হয়েছে যাবাহ যেন অনুগ্রহের সাথে হয় এবং ছুরি ধারালো করা হয়। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, যাবাহ যেন ভালভাবে হয় কষ্ট না দিয়ে যাতে ছুরিটা ধারালো থাকে। আর হাদীসটি প্রমাণ করে : একটি ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

---

[৪৯৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৬৫, মুসলিম ১৯৬৬, আত্ তিরমিযী ১৪৯৪, নাসায়ী ৪৩৮৭, ইবনু মাজাহ্ ৩১২০, আহমাদ ১৩২০২, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৮৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১৬০, ইরওয়া ১১৩৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫৪৩।

[৪৯৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৯৬৭, আবূ দাঊদ ২৭৯২, আহমাদ ২৪৪৯১, শারহু মা'আনির আসার ৬২২৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৪৬।

আর খাত্ত্বাবী বলেন, (تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ) মুহাম্মাদ ﷺ পরিবার-পরিজন ও উম্মাতগণের পক্ষ হতে গ্রহণ করুন। এটি দলীল হিসেবে প্রমাণ করে একটি ছাগল একজন ব্যক্তি ও তার পরিবার সকলের পক্ষ হতে বৈধ হবে। যদিও তাদের সংখ্যা অধিক হয়।

١٤٥٥ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৫৫-[৩] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্নাহ্ ছাড়া কোন পশু যাবাহ্ করবে না। হ্যাঁ, যদি মুসিন্নাহ্ পাওয়া না যায় তবে দুম্বার জাযা'আহ্ যাবাহ করতে পার। (মুসলিম)[৪৯৫]

ব্যাখ্যা : (مُسِنَّةً) যখন পশুর দাঁত গজায় মানুষের দাঁতের মতো না যখন বড় হয়। আর ইবনু কাসীর বলেন : এ নামে নামকরণের উদ্দেশ্য হল তার বয়স জানা যায় যে কোন এক দাঁতের মাধ্যমে তবে মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি না। আর লিসানুল আরব অভিধান গ্রন্থে রয়েছে গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে যে দুধের দাঁত পড়ে সে নতুন দাঁত উদ্গাত হয়েছে তাকে মুসিন্নাহ বলে। অনুরূপ ইবনু হাজারও বলেছেন। আর শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী মুয়াত্তার শারাহ-তে নাফি'-এর বক্তব্য যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তিনি কুরবানীতে যা মুসিন্নাহ্ নয় তা হতে বেঁচে থাকতেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যার সামনের দু'দাঁত গজায়নি। ইমাম নাবাবী বলেন, 'উলামারা বলেছেন যেকোন পশুর তথা উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির দাঁত বিশিষ্টকে মুসিন্নাহ বলে। আর হাদীসটি উদ্বুদ্ধ করে কুরবানীর পশুর পরিপূর্ণ ও উত্তম যেন হয়। আমি ভাষ্যকার বলি : হাদীসটি প্রমাণ করে দাঁতহীন পশু কুরবানী করা বৈধ না। বিশেষ করে এ দলীলটি যে "কিন্তু যদি মুসিন্নাহ্ সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় তাহলে মেষের মধ্যে জাযা'আগুলো যাবাহ্ করবে।" উল্লেখ্য জাযা'আহ্ বল হয় যার দাঁত গজায়নি। এ হাদীস আরও প্রমাণ করে শুধুমাত্র ভেঁড়ার ক্ষেত্রে জাযা'আহ্ বৈধ তবে জমহূর 'উলামারা বলেছেন অন্য পশুর ক্ষেত্রেও বৈধ। আর জেনে রাখা দরকার যে চতুস্পদ জন্তু ব্যতিরেকে কুরবানী বৈধ না যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

"যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যাবাহ্ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।"

(সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৩৪)

আর চতুস্পদ জন্তু বলতে উট, গরু, ছাগল আর ছাগলের মধ্যে ভেঁড়াও অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলো ব্যতিরেকে অন্য কোন জন্তু যাবাহের বিষয়ে রসূল ﷺ হতে প্রমাণিত হয়নি। মহিষের ব্যাপারে হানাফী মাযহাব ও অন্যান্যদের মতে বৈধ, কেননা তারা বলেন মহিষ গরুরই এক প্রকার, এর সমর্থন করে যে মহিষের যাকাত গরুর মতো। আর একটি হাদীসেও উল্লেখ যা কানযুল হাক্বায়িক্ব-এ এসেছে যে, মহিষও সাত ভাগে কুরবানীতে বৈধ।

আর উল্লেখিত হাদীস যে উদ্দেশে বর্ণিত হয়েছে তার অবস্থা সেরূপ জানা যায় না। আমার ভাষ্যকারের নিকট গ্রহণযোগ্য হল ব্যক্তি সীমাবদ্ধ করবে কুরবানীতে যা সহীহ সুন্নাহ হতে বর্ণিত আর অন্যদিকে ভ্রুক্ষেপ

---

[৪৯৫] **সহীহ** : মুসলিম ১৯৬৩, আবূ দাউদ ২৭৯৭, নাসায়ী ৪৩৭৮, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪১, আহমাদ ১৪৩৪৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৫৩, ইরওয়া ১১৪৫। যদিও শায়খ সুনানের তাহ্ক্বীক্বে হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

করবে না। যা সহীহভাবে প্রমাণিত না রসূল হতে আর না সহাবী ও তাবি'ঈনদের হতে। তবে মাযহাব অনুযায়ী মহিষ কুরবানী দেয় তাহলে তার ওপর কোন ভর্ৎসনা নেই। এটা আমার নিকট আল্লাহ তা'আলাই বেশি ভাল জানেন।

١٤٥٦ -[٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ» وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَصَابَنِيْ جَذَعٌ قَالَ: «ضَحِّ بِهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৫৬-[৪] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার তাঁর সহাবীদের মধ্যে কুরবানী করার জন্য বণ্টন করার সময় 'উক্ববাকে কতগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। বণ্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা ছাগল রয়ে গেল। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তা জানালেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটি তুমি কুরবানী করে দাও। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার ভাগে তো একটি মাত্র বাচ্চা ছাগল রইল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এটাই কুরবানী করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)[৪৯৬]

ব্যাখ্যা : ছাগলের মালিকানা নিজেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন। তিনি সহাবীদের মাঝে বণ্টনের আদেশ দিয়েছিলেন দানের জন্য। আবার হতে পারে ছাগলগুলো মালে ফায় (বিনা যুদ্ধে যে গনীমাত অর্জিত হয় তাকে মালে ফায় বলে) এর ছিল। হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, দায়িত্বশীল তথা রাষ্ট্র প্রধানের জন্য বৈধ হবে যারা বায়তুল মালের হাক্বদার না তাদেরকে কুরবানীর জন্তু দিতে পারবে। (عَتُوْدٌ) খাস করে ছাগলের বাচ্চা যার বয়স এক বৎসর হয়েছে। আর হাদীসে প্রমাণ করে ছাগল দিয়ে কুরবানী বৈধ হবে যার এক বৎসর হবে।

١٤٥٧ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৫৭-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহের ময়দানেই যাবাহ করতেন বা নহর করতেন। (বুখারী)[৪৯৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যাবাহের স্থান চিহ্নিত হয়েছে বিশেষ করে ঈদগাহে যাবাহ করা ভাল যাতে (ইসলামী) সংস্কৃতি প্রকাশ করা হয় ও আল্লাহর যিক্‌র হয়। আর যাতে প্রমাণিত হয় যাবাহের সময়, কেননা যখন ঈদগাহে যাবাহ করা হয় তখন জানা যায় যে, সলাতের পরে হচ্ছে পূর্বে না।

١٤٥٨ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهٗ

১৪৫৮-[৬] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একটি উট সাতজনের পক্ষ হতে (ঠিক একইভাবে) একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে (কুরবানী) করা বৈধ হবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ; ভাষা আবূ দাউদের)[৪৯৮]

---

[৪৯৬] **সহীহ :** বুখারী ২৩০০, মুসলিম ১৯৬৫, আত্ তিরমিযী ১৫০০, নাসায়ী ৪৩৭৯, ইবনু মাজাহ্ ৩১৩৮, ইবনু হিব্বান ৫৮৯৮।

[৪৯৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১১৯।

[৪৯৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৩১৮, আবূ দাউদ ২৮০৮, আত্ তিরমিযী ৯০৪, নাসায়ী ৪৩৯৩, আহমাদ ১৪২৬৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯০, ইবনু হিব্বান ৪০০৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৯৫, সহীহ আল জামি' ২৮৮৯।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ 'উলামাদের ঐকমত্য উটে সাতের বেশী অংশ বৈধ না। তবে কারও মতে দশও বৈধ। দলীল পেশ করেন ইবনু খুযায়মার হাদীস যাতে বলা হয়েছে রসূল ﷺ এক উট সমান দশটি ছাগল নির্ধারণ করেছেন। এ কিয়াসটি অগ্রহণযোগ্য, কেননা উটে সাত ভাগের কথা এসেছে। যেমন আহমাদ ও ইবনু মাজায় বর্ণিত হয়েছে ইবনু 'আব্বাস হতে, নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল আমার উপর উট কুরবানী ছিল কিন্তু তা ক্রয়ে অপারগ হয়েছি তখন রসূল আদেশ দিলেন সাতটি ছাগল ক্রয় করতে এবং সেগুলোকে কুরবানী করতে। যদি একটি উট সমান দশটি ছাগল হত তাহলে দশটি ছাগলের কথা বলতেন আর এ কথা ধ্রুব সত্য প্রয়োজনের সময় বর্ণনা দেরী করা অবৈধ।

জমহূর 'উলামাদের মত হল, কুরবানীতে চাই হাদীতে শারীকানা তথা ভাগাভাগি বৈধ চাই একই পরিবারের হোক বা ভিন্ন ভিন্ন নিকটস্থ পরিবার বা দূরবর্তী পরিবার হোক বৈধ, তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে নিকটস্থ পরিবার বা আত্মীয় হতে হবে।

١٤٥٩ ـ[٧] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৫৯-[৭] উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখলে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক শুরু হয়ে গেলে সে যেন নিজের চুল ও চামড়ার কোন কিছু না ধরে অর্থাৎ না কাটে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে যেন কেশ স্পর্শ না করে ও নখ না কাটে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের নব চাঁদ দেখবে ও কুরবানী করার নিয়্যাত করবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখগুলো কর্তন না করে। (মুসলিম)[৪৯৯]

ব্যাখ্যা : (وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী করতে চায়' এ হাদীসটি প্রমাণ করে কুরবানী ওয়াজিব না কেননা কুরবানীকে ন্যস্ত করা হয়েছে ইচ্ছার উপর। বলা হয়েছে (وَأَرَادَ) যে ইচ্ছা করে। আর যদি ওয়াজিব হত তাহলে ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করত না। আর হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, যিলহাজ্জ মাস প্রবেশের পর যে কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে তার জন্য চুল নখ না কাটা শারী'আত সম্মত আহমাদ, ইসহাক্ব ও দাঊদ-এর মতে কুরবানী পর্যন্ত চুল নখ ইত্যাদি কাটা হারাম দলীল। উম্মু সালামার হাদীস। আর শাফি'ঈর মতে কাটা মাকরূহ তথা ঘৃণিত, হারাম না। আর ইমাম আবূ হানীফার মতে কাটা বৈধ ঘৃণিত না উত্তম না। আর এমনটি করার হিকমাত হল : শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত হতে পারে। আর তুরবিশতী বলেন : কুরবানীদাতা কুরবানীর মাধ্যমে নিজেকে উৎসর্গ করে ক্বিয়ামের দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনা করে।

١٤٦٠ ـ[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৪৯৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৯৭৭, নাসায়ী ৪৩৬৪, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪৯, আহমাদ ২৬৪৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৪৩, শু'আবুল ঈমান ৬৯৪৮, ইরওয়া ১১৬৩, সহীহ আল জামি' ৫২০।

১৪৬০-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর দিনসমূহের মধ্যে এমন কোন দিন নেই, যে দিনের 'আমাল এ দশদিনের 'আমাল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে বের হয়েছে। আর তা হতে কোন কিছু নিয়ে ফিরেনি। (বুখারী)[৫০০]

ব্যাখ্যা : 'উলামারা মতভেদ করেছেন : এই দশদিন উত্তম না রমাযানের দশ দিন উত্তম। কারও মতে হাদীসের ভাষ্য মতে এ দশদিন উত্তম। আবার কারো মতে 'লায়লাতুল ক্বদ্‌র' এর কারণে উত্তম। গ্রহণযোগ্য কথা হল : 'আরাফাহ্ দিবস পাওয়ার কারণে এ দশদিন উত্তম। আর রমাযানের দশ রাত্রি উত্তম ক্বদ্‌রের রাত্রি পাওয়ার কারণে। কেননা বছরের দিনগুলোর মধ্যে 'আরাফার দিন উত্তম আর বছরের রাত্রগুলোর মধ্যে ক্বদ্‌রের রাত্রি উত্তম। এজন্য বলেছেন রসূল (ﷺ) (مَا مِنْ أَيَّامٍ) দিনগুলোর মধ্যে আর রাত্রির কথা বলেননি।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٦١ -[٩] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجَئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِه بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: ذَبَحَ بِيَدِه وَقَالَ: «بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ»

১৪৬১-[৯] জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক কুরবানীর দিনে দু'টি ছাই রঙের শিংওয়ালা খাশী দুম্বা কুরবানী করলেন। ওদের ক্বিবলামুখী করে বললেন *"ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা 'আলা- মিল্লাতি ইব্রা-হীমা হানীফাও ওয়ামা- আনা- মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সলা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, লা-শারীকা লাহূ, ওয়াবিযা-লিকা আমার্তু ওয়া আনা- মিনাল মুস্লিমীন, আল্ল-হুম্মা মিন্কা ওয়ালাকা 'আন্ মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহী, বিস্মিল্লা-হি ওয়াল্ল-হু আকবার"* বলে যাবাহ করতেন। (আহ্মাদ, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু আহ্মাদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, নিজ হাতে যাবাহ করলেন এবং বললেন, *"বিস্মিল্লা-হি ওয়াল্ল-হু আক্বার, আল্ল-হুম্মা হা-যা- 'আন্নী, ওয়া 'আম্মান লাম ইউযাহ্হি মিন*

---

[৫০০] **সহীহ :** বুখারী ৯৬৯, আবূ দাঊদ ২৪৩৮, আত্ তিরমিযী ৭৫৭, ইবনু মাজাহ্ ১৭২৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯৫৪০, আহমাদ ১৯৬৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৮৬৫, ইবনু হিব্বান ৩২৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৯২, ইরওয়া ৮৯০, সহীহ আত্ তারগীব ১২৪৮।

উম্মাতী"' [অর্থাৎ হে আল্লাহ এ কুরবানী আমার পক্ষ থেকে কবূল করো। কবূল করো আমার উম্মাতগণের মধ্য থেকে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে।])[৫০১]

ব্যাখ্যা : (مَوْجُئِيْنِ) যার দু' অণ্ডকোষ বের করে নেয়া হয়েছে। খাত্ত্বাবী বলেন, এটা প্রমাণ করে যে, খাসী কুরবানী করা অপছন্দ না অবশ্য কেউ অপছন্দ করেছে অঙ্গ কম হওয়ার কারণে। আর এই ক্রটি দোষের না, কেননা খাসীতে গোশ্ত বৃদ্ধি পায় আর সুস্বাদু হয় এবং গন্ধকে দূরীভূত করে। আর হাদীস প্রমাণ করে যে, কুরবানীর পশু যাবাহের সময় কুরআনের এ আয়াত ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي...﴾ "আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৭৯) পড়া ভাল। এ হাদীস আরও প্রমাণ করে যে কুরবানী ওয়াজিব না হাদীসের ভাষ্য নাবী ﷺ কুরবানী তার পক্ষ হতে যথেষ্ট যারা কুরবানী দেয়নি চাই তারা কুরবানীর দেয়ার সামর্থ্যবান হোক বা না হোক।

١٤٦٢ -[١٠] وَعَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِيْ أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ

১৪৬২-[১০] হানাশ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। এটাই কি (অর্থাৎ দু'টি কোন)? 'আলী বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পক্ষ হতে কুরবানী করার জন্য ওয়াসীয়াত করে গেছেন। তাই আমি তার পক্ষ হতে একটি দুম্বা কুরবানী করছি। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৫০২]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা বৈধ। তিরমিযী বলেন, কিছু সংখ্যক 'উলামারা অনুমতি দিয়েছেন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী বৈধ তারা বিষয়টিকে তেমন খারাপ চোখে দেখেন না। আর 'আবদুল ইবনু মোবরক বলেন, আমার নিকট বেশী পছন্দ যে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সম্পূর্ণ সদাক্বাহ্ করে দিবে কুরবানী না করে। আর যদি কুরবানী করে সম্পূর্ণটায় সদাক্বাহ্ করে দিবে সেখান হতে কোন কিছু ভক্ষণ করবে না। আর যারা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী বৈধ মনে করে তা দলীল সম্মত আর যারা নিষেধ করেছে তাদের কোন দলীল নেই। আর নাবী ﷺ হতে প্রমাণিত, তিনি দু'টি দুম্বা কুরবানী দিতেন একটি নিজের ও পরিবারের পক্ষ হতে আর অন্যটি তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে যারা তার জন্য তাওহীদ স্বীকৃতি দিয়েছে আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, তাঁর উম্মাতের অনেক লোক মারা গেছেন। তাঁর সময়কালে তিনি তার কুরবানীর পশুতে জীবিত ও মৃত সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর যে দুম্বটি তাঁর উম্মাতের জীবিত মৃত সকলের পক্ষ হতে কুরবানী করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই যে, এই দুম্বাটির গোশত সম্পূর্ণ দান করেছেন অথবা তিনি তা হতে খাননি বা নির্ধারিত অংশ মৃত ব্যক্তির জন্য সদাক্বাহ্ করেছেন। বরং আবূ রাফি' বলেন, নিশ্চয় রসূল ﷺ ঐ দু'টি হতে সকল মিসকীন খাওয়াছেন এবং তিনি নিজেও তাঁর পরিবার খেয়েছেন হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

---

[৫০১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৭৯৫, ইবনু মাজাহ্ ৩১২১, আহমাদ ১৫০২২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫৪৪। সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১৮৪। কারণ এর সানাদে ইসমা'ঈল বিন 'আইয়্যাশ রয়েছে, যার শামীদের থেকে বর্ণিত যার হাদীসগুলো দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি সেগুলোর অন্যতম। তারপরের আংশটুকু সহীহ। আবূ দাউদ ২৮১০, আত্ তিরমিযী ১৫২১, আহমাদ ১৪৮৯৫।

[৫০২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৭৯০। কারণ এর সানাদে শারীক স্মৃতিশক্তিগত কারণে দুর্বল রাবী এবং হানাশ-কে জমহূর একজন দুর্বল রাবী হিসেবে অবহিত করেছেন।

١٤٦٣ -[١١] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَالْأُذُنَ

১৪৬৩-[১১] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানীর (জানোয়ারের) চোখ, নাক ভালভাবে দেখে নেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যে পশুর কানের সম্মুখ ভাগ শেষের ভাগ কাটা গেছে। অথবা যে পশুর কান গোলাকারভাবে ছিদ্রিত হয়ে গেছে বা যার কান পাশের দিকে থেকে কেটে গিয়েছে সেসব পশু যেন কুরবানী না করি। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী; তবে দারিমী «وَالْأُذُنَ» "কান" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[৫০৩]

ব্যাখ্যা : (شَرْقَاءَ) বলতে যার কান লম্বাভাবে কাটা, (خَرْقَاءَ) বলতে যার কান গোলাকারভাবে কাটা। হাদীস প্রমাণ করে যে, এমন পশু কুরবানী নিষেধ যার কান সামনের দিক হতে পেছন দিক হতে লম্বাভাবে গোলাকারভাবে কাটা। জমহূর 'উলামারা মাকরূহ তথা ঘৃণিত বলে মন্তব্য করেছেন। আবার কেউ কেউ এমন পশু দ্বারা কুরবানী বৈধ বলেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল বৈধ হবে না।

١٤٦٤ -[١٢] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُضَحِّيَ بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৪৬৪-[১২] 'আলী (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও রিওয়ায়াতকৃত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) শিং ভাঙ্গা, কান কাটা, পশু দিয়ে কুরবানী করতে বারণ করেছেন। (ইবনু মাজাহ)[৫০৪]

ব্যাখ্যা : আল্লামা শাওকানী বলেন : হাদীস প্রমাণ করে শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু যা অর্ধেকেরও বেশি তা কুরবানী করা বৈধ না। আর জমহূরদের মত হল, স্বাভাবিকভাবে ভাঙ্গা শিং ও কান কাটা পশু কুরবানী দেয়া বৈধ। আমার (ভাষ্যকার) মতে, যদি ভাঙ্গা শিং এর বাইরে হয় তাহলে এমন পশু কুরবানী বৈধ আর যদি ভাঙ্গা ভিতরে বা গোড়ায় হয় তাহলে যেমনটি শাওকানী বলেছেন তাহলে বৈধ না তবে যদি সামান্য ভাঙ্গা হয় তাহলে বৈধ।

١٤٦٥ -[١٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقٰى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهٖ فَقَالَ: «أَرْبَعًا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِيْ لَا تُنْقِيْ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

১৪৬৫-[১৩] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ধরনের জানোয়ার কুরবানী করা হতে বেঁচে থাকা উচিত? তিনি (ﷺ) নিজ হাত দিয়ে

---

[৫০৩] য'ঈফ তবে «أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» অংশটুকু ব্যতীত, কেননা তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। আবূ দাউদ ২৮০৪, আত্ তিরমিযী ১৪৯৮, নাসায়ী ৪৩৭২, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪৩, য'ঈফ আল জামি' ৬৩৫৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১০২।

[৫০৪] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৫০৪, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪৫, আহমাদ ১১৫৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯১৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৭১৯। কারণ এর সানাদে জুরাই ইবনু কালীব রয়েছে যার সম্পর্কে আবূ হাতিম (রহঃ) বলেছেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। আর ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, তার হাদীস দুর্বল।

ইঙ্গিত করে বললেন, চার ধরনের পশু (কুরবানী করা হত) বেঁচে থাকা উচিত। (১) যে পশু স্পষ্ট খোঁড়া। (২) যে পশু স্পষ্ট কানা। (৩) যে পশু সুস্পষ্ট রোগা ও দুর্বল। যে পশুর হাড়ের মজ্জা নেই তথা একেবারেই শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৫০৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে কুরবানীর পশুতে স্বল্প ত্রুটি গ্রহণযোগ্য। আর শাওকানী বলেন, হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, সুস্পষ্ট কানা, লেংড়া অসুস্থতা এমন পশু কুরবানী বৈধ না তবে সামান্যতম হলে তা বৈধ।

١٤٦٦ ـ[١٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৪৬৬-[১৪] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) শিংওয়ালা শক্তিশালী দুম্বা কুরবানী করতেন। যে দুম্বা অন্ধকারে দেখত। অন্ধকারে ভক্ষণ করত এবং অন্ধকারে চলত। অর্থাৎ যে দুম্বার চোখ কালো, মুখ কালো এবং পা কালো ছিল। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৫০৬]

ব্যাখ্যা : আল্লামা শাওকানী বলেন, এ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, নাবী (ﷺ) ষাঁড় কুরবানী করেছেন যেমন খাশী কুরবানী করেছেন। আর উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পশু কুরবানী করা ভাল।

١٤٦٧ ـ[١٥] وَعَنْ مُجَاشِعٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৪৬৭-[১৫] বানী সুলায়ম গোত্রের এক সহাবী মুজাশি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন : ছয় মাস পূর্ণ ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের কাজ পূরণ করে। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৫০৭]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে জাযা'আহ্ (যার বসয় ছয়মাস পূর্ণ হয়েছে) এমন ভেঁড়া কুরবানী করা বৈধ যেমন জমহূর মত দিয়েছেন।

١٤٦٨ ـ[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৪৬৮-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। ছয়মাস বয়স অতিবাহিত ভেড়া বেশ উত্তম কুরবানী। (তিরমিযী)[৫০৮]

ব্যাখ্যা : রসূল (ﷺ) প্রশংসা করেছেন এমন জাযা'আর এবং মানুষকে জানালেন কুরবানীতে এটা বৈধ তবে এটা ব্যতিরেকে ছাগলের ক্ষেত্রে বৈধ না।

---

[৫০৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৮০২, আত্ তিরমিযী ১৪৯৭, নাসায়ী ৪৩৬৯, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৭৫৭, আহমাদ ১৮৫১০, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯১২, শারহু মা'আনির আসার ৬১৮৭, ইবনু হিব্বান ৫৯২১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৭১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০৯৪, ইরওয়া ১১৪৮, সহীহ আল জামি' ৮৮৬।

[৫০৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭৯৬, আত্ তিরমিযী ১৪৯৬, নাসায়ী ৪৩৯০, ইবনু মাজাহ্ ৩১২৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৫৪৮।

[৫০৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭৯৯, নাসায়ী ৪৩৮৩, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৫৩৯, ইরওয়া ১১৪৬।

[৫০৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৪৯৯, ইরওয়া ১১৪৩, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৬৪, য'ঈফ আল জামি' ৫৯৭১, আহমাদ ৯৭৩৯, ইরওয়া ১১৪৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৯৭১। কারণ এর সানাদে কিদাম বিন 'আবদুর রহমান এবং আবূ কিবাশ দু'জনে অপরিচিত রাবী।

١٤٦٩ -[١٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

১৪৬৯-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলো। আমরা তখন এক গরুতে সাতজন ও এক উটে দশজন করে (কুরবানীতে) অংশীদার হলাম। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গারীব।)[৫০৯]

ব্যাখ্যা : আর হাদীসে দলীল বিদ্যমান যে, উটে দশ জন করে অংশগ্রহণ করা বৈধ। কুরবানীতে ইসহাক্ব ও ইবনু খুযায়মাহ্ এ মতে রায় দিয়েছেন। আর সত্য যে, এটা জমহূরের বিপরীত। তারা বলেন, এটি মানসূখ তথা রহিত হয়েছে যা সুস্পষ্ট।

١٤٧٠ -[١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَإِنَّهُ لَيُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৪৭০-[১৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কুরবানীর দিনে আদাম সন্তানগণ এমন কোন কাজ করতে পারে না যা আল্লাহ্‌র নিকট রক্ত প্রবাহিত করার (অর্থাৎ কুরবানী করা) চেয়ে বেশী প্রিয় হতে পারে। কুরবানীর সকল পশুর শিং, পশম, এদের ক্ষুরসহ ক্বিয়ামাতের দিন (কুরবানীকারীর নেকীর পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাকর স্থানে পৌঁছে যায়। তাই তোমরা সানন্দে কুরবানী করবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৫১০]

ব্যাখ্যা : ইবনু হিব্বান-এর হাদীস 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস এভাবে এসেছে, নিশ্চয় (কুরবানী) রক্ত যদি মাটিতে পতিত হয় তাহলে তা আল্লাহর দুর্গে থাকে ক্বিয়ামাতের দিনে তার মালিককে প্রতিদান দেয়া হবে। হাদীস প্রমাণ করে কুরবানীর দিনে কুরবানী করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় 'আমাল।

١٤٧١ -[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

১৪৭১-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অপেক্ষা আর কোন উত্তম দিন নেই। যে দিন আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার জন্য প্রিয়তর হতে পারে। এ দশদিনের প্রতি দিনের সিয়াম এক বছরের সিয়ামের সমমর্যাদার। এর প্রত্যেক

---

[৫০৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৫০১, নাসায়ী ৪৩৯২, ইবনু মাজাহ্ ৩১৩১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯০৮।

[৫১০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৪৯৩, ইবনু মাজাহ্ ৩১২৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৭১, য'ঈফ আল জামি' ৫১১২। এর সানাদে 'আবুল মুসান্না সুলায়মান বিন ইয়াযীদ একজন খুবই দুর্বল রাবী।

রাতের সলাত ক্বদ্‌রের রাতের সলাত সমতুল্য। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটির সানাদ দুর্বল।)[৫১১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٧٢ -[٢٠] عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرٰى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهٖ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرٰى» . وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرٰى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ». (مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)

১৪৭২-[২০] জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরবানীর ঈদে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। (আমি দেখলাম) তিনি সলাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরায়ে সলাত হতে অবসর হওয়া ছাড়া আর কিছু করলেন না। এ সময় তিনি কিছু কুরবানীর গোশ্‌ত দেখলেন, যা সলাত আদায়ের পূর্বেই যাবাহ করা হয়েছিল। তিনি তখন বললেন, যে সলাত আদায়ের আগে অথবা আমার সলাত আদায়ের আগে বর্ণনাকারীর সন্দেহ কুরবানীর পশু যাবাহ করছে সে যেন অন্য একটি কুরবানী করে নেয়। আর এক বর্ণনায় আছে, জুনদুব বলেন, নাবী (ﷺ) কুরবানীর দিন সলাত আদায় করলেন। তারপর ভাষণ প্রদান করলেন। এরপর কুরবানীর পশু যাবাহ করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের আগে কুরবানীর পশু যাবাহ করেছে সে যেন আর একটি পশু যাবাহ করে। আর যে যাবাহ করেনি সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যাবাহ করে। (বুখারী, মুসলিম)[৫১২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে কুরবানীর সময় হল ইমামের সলাত আদায়ের পরে অন্য কারও সলাত আদায়ের পরে না। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা গেছে।

١٤٧٣ -[٢١] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْأَضْحٰى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحٰى. رَوَاهُ مَالِكٌ

১৪৭৩-[২১] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, কুরবানীর দিনের পরেও অর্থাৎ দশই যিলহাজ্জের পরেও দু'দিন কুরবানীর দিন অবশিষ্ট থাকে। (মালিক)[৫১৩]

١٤٧٤ -[٢٢] وَقَالَ: وَبَلَغَنِيْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ مِثْلُهٗ.

১৪৭৪-[২২] তিনি (ইমাম মালিক) আরো বলেন, 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ) হতেও এরূপ একটি উক্তি প্রমাণিত।[৫১৪]

---

[৫১১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৭৫৮, ইবনু মাজাহ্ ১৭২৮, শু'আবুল ঈমান ৩৪৮০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১২৬, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ ৫১৪২, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭৩৪, য'ঈফ আল জামি' ৫১৬১। কারণ এর সানাদে নাহ্‌হাস বিন ক্বহ্‌ম সর্বসম্মতক্রমে একজন দুর্বল রাবী।

[৫১২] **সহীহ :** বুখারী ৯৮৫, ৫৫০০, মুসলিম ১৯৬০।

[৫১৩] **সহীহ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ১৭৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২৫৪।

ব্যাখ্যা : কুরবানীর দিন গণনায় ইমামগণের মতানৈক্য :

১। আবূ হানীফাহ্, মালিক, আহমাদ ও সওরীর অভিমত, ঈদের দিন ও এর পরে আরো দু'দিন ঈদুল আযহা ও কুরবানীর দিন। দলীল উপরোল্লিখিত হাদীস।

২। শাফি'ঈর অভিমত, চারদিন পর্যন্ত কুরবানী বৈধ তথা কুরবানীর দিন, এরপর তাশরীকের দিনগুলো। দলীল : জুবায়র বিন মুত্'ইম তিনি রসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক তাশরীকের দিনগুলো যাবাহ এর দিন।

৩। ইবনু সীরিন ও হুমায়দ বিন 'আবদুর রহমান ও দাউদ জাহিরীর অভিমত, কুরবানী করার জন্য দিন হল মাত্র একদিন। কেননা ঈদের দিনে কুরবানীর কাজ যেমন ঈদুল ফিত্রের দিন কাজ হল ফিত্রাহ্ আদায় করা। আর এ দিনকে এ নামেই খাস করা হয়েছে। আর যদি বৈধ হত তাহলে বলত أَيَّامُ النَّحْرِ। কুরবানীর দিনগুলো যেমন বলা হয় أَيَّامُ مِنًى وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ মিনা ও তাশরীকের দিনগুলো।

৪। সা'ঈদ বিন জুবায়র ও জাবির বিন যায়দ-এর অভিমত নগরবাসীর জন্য শুধুমাত্র একদিন আর মিনায় অবস্থানকারীর জন্য তিনদিন। কেননা সেখানে অনেক কাজ রয়েছে যেমন কুরবানী, পাথর নিক্ষেপ, ত্বাওয়াফ ইত্যাদি।

৫। ইবনু হুমাম-এর অভিমত, মুহাররম পর্যন্ত দলীল হাদীস দারাকুত্নী ইবনু শায়বাহ্ এর আবূ দাউদ তার মারাসিলে যে রসূল ﷺ বলেছেন : কুরবানী মুহাররমের চাঁদ উদয় পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য যে ঐ সময় উপনীত হয় বা বিলম্ব করতে চায়। এই পাঁচ রকম অভিমতের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈর অভিমতই বেশ শক্তিশালী ও প্রাধান্যকর।

١٤٧٥ -[٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৪৭৫-[২৩] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় দশ বছর বসবাস করেছেন। (আর এ দশ বছরই) তিনি একাধারে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন। (তিরমিযী)[৫১৫]

ব্যাখ্যা : অনেকে এ হাদীস দ্বারা কুরবানী করা ওয়াজিব হিসেবে দলীল প্রমাণ করে। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, তার নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করাই প্রমাণ করে ওয়াজিব শুধুমাত্র নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পাদন করলে ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণিত হয় না যা সুস্পষ্ট।

١٤٧٦ -[٢٤] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

১৪৭৬-[২৪] যায়দ ইবনু আরক্বাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! (ﷺ) এ কুরবানীটা কি? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন : এতে কি আমাদের জন্য সাওয়াব আছে, হে

---

[৫১৪] য'ঈফ : মুয়াত্ত্বা মালিক ১৭৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২৫৪। এর সানাদটি মুনক্বাতি'।

[৫১৫] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ১৫০৭, আহমাদ ৪৯৫৫। কারণ এর সানাদে হাজ্জাজ বিন আরত্বত একজন মুদ্দালিস রাবী। তিনি عنعن সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি (ﷺ) বললেন : কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে একটি করে প্রতিদান রয়েছে। সহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের ব্যাপারে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)? তিনি (ﷺ) বললেন : পশমওয়ালা পশুদের প্রতিটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী রয়েছে। (আহ্‌মাদ, ইবনু মাজাহ)[৫১৬]

(٤٩) بَابٌ فِي الْعَتِيْرَةِ

অধ্যায়-৪৯ : রজব মাসে কুরবানী

'আতীরাহ্ বলা হয় ঐ যাবাহকৃত পশু যা রজব মাসের প্রথম দশ দিনে যাবাহ করা হয়। আর তাকে রাজবীয়্যাহ বলে নামকরণ করা হয়। যেমন সামনে হাদীসে আসছে, নাবাবী বলেন : 'আতীরাহ্-এর এ ব্যাখ্যায় সকল 'উলামারা ঐকমত্য হয়েছেন তবে এখানে আপত্তি আছে।

আবূ 'উবায়দ বলেন : 'আতীরাহ্ বলতে ঐ যাবাহকৃত পশু যা জাহিলিয়্যাতের যুগে রজব মাসে যাবাহ করা হয় এর মাধ্যমে তারা মূর্তির নৈকট্য লাভের আশা করে।

আবার কারো মতে, 'আতীরাহ্ হল তারা মানৎ করে যে এত পরিমাণ মাল হলে প্রত্যেক রজব মাসে প্রত্যেক দশে একটি করে পশু কুরবানী দিবে।

আর তিরমিযী বলেন : 'আতীরাহ্ এমন যাবাহকৃত পশু তারা (জাহিলী যুগের লোকেরা) রজব মাসের সম্মানার্থে যাবাহ করত। কেননা সম্মানিত মাসের প্রথম হল রজব মাস। ফারা' হল, প্রাণীর সে প্রথম বাচ্চাকে বলা হয় যা এ নিয়্যাতে যাবাহ করা হয় যেন এর মায়ের মধ্যে বারাকাত হয় এবং অধিক বাচ্চা হয় এ ব্যাখ্যা অধিকাংশ ভাষাবিদরা ও 'উলামারা করেছেন। কারো মতে, প্রথম বাচ্চা তাদের মূর্তিদের উদ্দেশে যাবাহ করে তাকে ফারা' বলা হয় সামনে আবূ হুরায়রার হাদীসে ব্যাখ্যা আসছে। কেউ কেউ বলেন, উট একশ' বাচ্চা দেয়ার পর সর্বশেষ যে বাচ্চটি প্রসব করত জাহিলী যুগের লোকেরা সে বাচ্চটি যাবাহ করত একে তারা ফারা' হিসেবে আখ্যায়িত করত।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٧٧ ـ[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ». قَالَ: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهٗ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيْرَةُ: فِي رَجَبٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৭৭-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : এখন আর ফারা'ও নেই এবং 'আতীরাহ্-ও নেই। বর্ণনাকারী বলেন ফারা' হলো উট বা ছাগল বা

---

[৫১৬] মাওযূ' : ইবনু মাজাহ্ ৩১২৭, আহমাদ ১৯২৮৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৩৪৬৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০১৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৭২। এর সানাদে রাবী 'আয়যুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতিম বলেছেন, যেন মুনকারুল হাদীস। আর বর্ণনাকারী আবূ দাউদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, যে হাদীস রচনা করে।

ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। এ বাচ্চা তারা তাদের দেব-দেবীর জন্য যাবাহ্ তথা উৎসর্গ করত। আর 'আতীরাহ্ হলো রজব মাসে যা করা হত। (বুখারী, মুসলিম)[৫১৭]

ব্যাখ্যা : আবূ হুরায়রাহ্ ও ইবনু 'উমার এর হাদীস প্রমাণ করে ফারা' ও 'আতীরাহ্ নিষেধ আর মিখনাস ও নাবীশাহ্ আল হুযালীর হাদীস প্রমাণ করে ফারা' ও 'আতীরাহ্ বৈধ। দ্বন্দ্ব সমাধানে 'উলামারা বলেছেন বৈধতার হাদীসগুলো মানদূব তথা ভালোর উপর প্রমাণ করে আর নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো আবশ্যকাতে নাফি' করে ইমাম শাফি'ঈ ফারা'-এর এ ব্যাখ্যার পর বলেন, সহাবীরা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এ বিষয়ে সময় সম্পর্কে জাহিলী যুগে তারা যা করেছিল ইসলামে তারা তা অপছন্দ করছে তখন রসূল ﷺ তাদেরকে জানালেন এ ব্যাপারে তাদের জন্য কোন অপছন্দ নেই আর তাদেরকে ইচ্ছাধীনের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। করতে পারে অবার ছেড়ে দিতে পারে করলে তবে আল্লাহর রাস্তায় করতে হবে।

দ্বিতীয় সমাধান : 'উলামাদের একটি দল বৈধতার হাদীসগুলো রহিত হয়েছে আর নিষেধের হাদীসগুলো রহিতকারী। আমি (ভাষ্যকার) বলি, ইনসাফপূর্ণ সমাধান যা শাফি'ঈ উল্লেখ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٧٨ - [٢] عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ

১৪৭৮-[২] মিখনাফ ইবনু সুলায়ম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হাজ্জের সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত ছিলাম। আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, হে লোকেরা! প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রতি বছরই একটি 'কুরবানী' ও একটি 'আতীরাহ্ রয়েছে। তোমরা কি জানো 'আতীরাহ্ কি? তা হলো যাকে তোমরা 'রজাবিয়্যাহ্' বলে থাকো। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ; কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে য'ঈফ ও ইমাম আবূ দাউদ মানসূখ বলেছেন)[৫১৮]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٧٩ - [٣] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحٰى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ». قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُنْثٰى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: «لَا

[৫১৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৪৭৩, মুসলিম ১৯৭৬, আবূ দাউদ ২৮৩১, আত্ তিরমিযী ১৫১২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭৯৯৮, আহমাদ ৭৭৫১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৯৯৮, মুসনাদ আল বায্যার ৭৭৪৩, ইবনু হিব্বান ৫৮৯০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৪৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১২৯, ইরওয়া ১১৮০, সহীহ আল জামি' ৭৫৪৪।

[৫১৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৭৮৮, আত্ তিরমিযী ১৫১৮, নাসায়ী ৪২২৪, ইবনু মাজাহ্ ৩১২৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৪৫।

وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ مِنْ شَارِبِكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৪৭৯-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর দিনকে এ উম্মাতের জন্য 'ঈদ' হিসেবে পরিগণিত করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যদি মাদী 'মানীহাহ্' ছাড়া অন্য কোন পশু না পাই। তবে কি তা দিয়েই কুরবানী করব? তিনি (ﷺ) বললেন : না; তবে তুমি এ দিন তোমার চুল ও নখ কাটবে। তোমার গোঁফ কাটবে। নাভীর নীচের পশম কাটবে। এটাই আল্লাহ্‌র নিকট তোমার পরিপূর্ণ কুরবানী। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৫১৯]

ব্যাখ্যা : 'মানীহাহ্' বল হয় এমন দুধাল গাভী, ছাগল বা মেষকে যা কাউকে এ শর্তে দান করা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধ পান করার পর পুনরায় তা মালিককে ফেরত দেবে।

(٥٠) بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

অধ্যায়-৫০ : সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সলাত

ফুকাহাদের নিকট كُسُوْفٌ শব্দটি ব্যবহার হয় সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে আর خُسُوْفٌ ব্যবহার হয় চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয়ের মতে خُسُوْفٌ ও كُسُوْفٌ শব্দ দু'টি চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। কুসতুলানী এটা সহীহ মত। كُسُوْفٌ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের হাদীস প্রায় সতেরজন সহাবী হতে রসূল (ﷺ) বর্ণিত।

আর জেনে রাখা দরকার كُسُوْفٌ ও خُسُوْفٌ সলাত শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই আর এটা সুন্নাহ ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর তার হুকুম ও বৈশিষ্ট্যের পদ্ধতির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ বলেন : সূর্যগ্রহণের সলাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রসূল (ﷺ) নিজে এ সলাত আদায় করেছেন এবং জনগণকে একত্রিত করেছেন। আর আবূ হানীফার মতে সুন্নাহ তবে মুয়াক্কাদাহ্ না অনুরূপ চন্দ্রগ্রহণের সলাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। শাফি'ঈ ও আহমাদের নিকট আর আবূ হানীফাহ্ ও মালিক-এর নিকট ভাল। প্রাধান্য মত হল শাফি'ঈ ও আহমাদের মত।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٨٠ - [١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا: اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৫১৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২৭৮৯, নাসায়ী ৪৩৬৫, শারহু মা'আনির আসার ৬১৬১, ইবনু হিব্বান ৫৯১৪, দারাকুত্বনী ৪৭৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯০২৮। কারণ এর সানাদে রাবী 'ঈসা বিন হিলাল আস্ সদাফী-কে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তবে ইমাম যাহাবী তার এ তাওসীক্ব করণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৪৮০-[১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি একজন আহ্বানকারীকে, সলাত প্রস্তুত মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন। (লোকজন একত্র হলে) তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দু' দু' রাক্'আত সলাত আদায় করালেন। এতে চারটি রুকূ' ও চারটি সাজদাহ্ করলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এ দিন যত দীর্ঘ রুকূ' সাজদাহ্ আমি করেছি এত দীর্ঘ রুকূ সাজদাহ্ আর কোন দিন করিনি। (বুখারী, মুসলিম)[৫২০]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে সলাতুল কুসূফ এর রুকূ' ও সাজদাহ্ দীর্ঘ হবে আর হাদীস আরও প্রমাণ করে সলাতুল কুসূফ জামা'আতবদ্ধভাবে হবে। আর এটা মালিক, শাফি'ঈ ও জমহূর 'উলামার মত। ইমাম তিরমিযী বলেন, আহলে হাদীস তথা মুহাদ্দিসরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করতেন। আর ইমাম বুখারী অধ্যায় বেঁধেছেন "সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায়"।

এ সলাতের পদ্ধতি :

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সলাতের পদ্ধতির ব্যাপারে বিভিন্নতা এসেছে তন্মধ্যে–

১। দু' রাক্'আত সলাত আর প্রত্যেক রাক্'আতে দু'টি করে রুকূ'।

২। প্রত্যেক রাক্'আতে তিনটি করে রুকূ'।

৩। প্রত্যেক রাক্'আতে চারটি করে রুকূ'।

৪। প্রত্যেক রাক্'আতে পাঁচটি করে রুকূ'।

৫। দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে সালাম দিবে আবার দু' রাক্'আত সলাত করে সালাম দিবে, এভাবে পড়তে থাকবে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত।

৬। নিকটবর্তী সলাতের মতো করে আদায় করবে তথা যদি সূর্যগ্রহণ সূর্য উদিত হওয়া হতে যুহরের সলাত পর্যন্ত হয় তাহলে ফাজ্রের সলাতের মতো করে আদায় করবে আর যদি যুহরের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত হয়। যুহর ও 'আস্রের সলাতের মতো আদায় করবে। আর যদি চন্দ্রগ্রহণ মাগরিব পর হতে 'ইশা পর্যন্ত হয় তাহলে মাগরিবের সলাতের মতো আদায় করবে আর যদি 'ইশার পর হতে সকাল পর্যন্ত হয় তাহলে 'ইশার সলাতের মতো আদায় করবে।

৭। দু' রাক্'আত আদায় করবে আর প্রতি রাক্'আতে একটি রুকূ' হবে। আমরা যা উল্লেখ করেছি এগুলো পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও বেশি গ্রহণযোগ্য প্রতি রাক্'আতে দু'টি করে রুকূ', কেননা বুখারী ও মুসলিম হতে সাব্যস্ত। জমহূর 'উলামাহ্ ও ইমাম ইবনু তায়মিয়্যার মতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনায় শুধু একবার সূর্যগ্রহণের সলাত আদায় করেছেন।

١٤٨١ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৮১-[২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সলাতে খুসূফে তাঁর ক্বিরাআত স্বরবে পড়লেন। (বুখারী, মুসলিম)[৫২১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল যে, সূর্যগ্রহণের সলাতের ক্বিরাআত সশব্দে হতে হবে। নীরবে হবে না। এটা আরও প্রমাণ করে যে, সুন্নাত হল সশব্দে নীরবে না। অনুরূপ হাদীস আসমা হতে বর্ণিত আছে

---

[৫২০] সহীহ : বুখারী ১০৬৬, মুসলিম ৯১০, নাসায়ী ১৪৭৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৩৯।

[৫২১] সহীহ : বুখারী ১০৬৫, মুসলিম ৯০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৪৬।

বুখারীতে। এ সলাত সররে ও নীরবে পড়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে তবে শক্তিশালী মত হল সশব্দে বা স্বরবে পড়া, কারণ এ ব্যাপারে সহীহ ও অধিকাংশ হাদীস বর্ণিত হয়েছে আর এটা হ্যাঁ সূচক যা না বাচকের উপরে প্রাধান্য পাবে।

١٤٨٢ -[٣] عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ؟ قَالَ ﷺ: «إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟. قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৮২-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনগণকে সাথে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সলাতে তিনি সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়ার মতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে এ দাঁড়ানো ছিল প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা স্বল্প সময়ের। এরপর আবার লম্বা রুকূ' করলেন। তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা ছোট ছিল। তারপর রুকূ' হতে মাথা উঠালেন ও সাজদাহ্ করলেন। তারপর আবার দাঁড়ালেন ও দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তবে তা প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা খাটো ছিল। তারপর আবার দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তাও আগের রুকূ' অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে তা আগের দাঁড়ানোর চেয়ে কম। তারপর আবার দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তবে এ রুকূ'ও আগের রুকূ' অপেক্ষা ছোট। তারপর মাথা উঠালেন ও সাজদাহ্ করলেন। এরপর সলাত শেষ করলেন। আর এ সময় সূর্য পূর্ণ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্র অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টো নিদর্শন। তারা কারো জন্ম-মৃত্যুতে গ্রহণযুক্ত হয় না। তোমরা এরূপ 'গ্রহণ' দেখলে আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করবে। সহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনাকে আমরা দেখলাম। আপনি যেন এ স্থানে কিছু গ্রহণ করছেন। তারপর দেখলাম পেছনের দিকে সরে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তখন আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। জান্নাত হতে এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিতে আগ্রহী হলাম। যদি আমি তা গ্রহণ করতাম তাহলে তোমরা দুনিয়ায় বাকী থাকা পর্যন্ত সে আঙ্গুর খেতে পারতে। আর আমি তখন জাহান্নাম দেখতে পেলাম। জাহান্নামের মতো বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য আর কখনো

আমি দেখিনি। আমি আরো দেখলাম যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কি কারণে তা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের কুফরীর কারণে। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী করে থাকে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না; বরং স্বামীর সাথে কুফ্‌রী করে থাকে। তারা (স্বামীর) সদ্ব্যবহার ভুলে যায়। সারা জীবন যদি তুমি তাদের কারো সাথে ইহ্‌সান করো। এরপর (কোন সময়) যদি সে তোমার পক্ষ হতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে বলে উঠে। আমি জীবনেও তোমার কাছে ভাল ব্যবহার পেলাম না। (বুখারী, মুসলিম)[৫২২]

ব্যাখ্যা : দারাকুত্‌নীতে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর হাদীস রসূল ﷺ প্রথম রাক্‌'আতে সূরাহ্ 'আন্‌কাবূত অথবা সূরাহ্ রূম পড়েছেন আর দ্বিতীয় রাক্‌'আতে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়েছে। আর বায়হাক্বীর হাদীসে প্রথম রাক্‌'আতে সূরাহ্ 'আন্‌কাবূত এবং দ্বিতীয় রাক্‌'আতে লুক্বমান অথবা ইয়াসীন পড়েছেন।

(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ) নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম দু'টি নিদর্শন। এ কথাটি ইঙ্গিত করে যে, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাতের হুকুম একই। আর নিদর্শন দ্বারা প্রমাণ করে আল্লাহর একত্ববাদ তার ক্ষমতা ও বড়ত্বের উপর অথবা তার বান্দাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করান কঠিনতা ও দাপটের মাধ্যমে যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾

"ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশেই কেবল আমি নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি।" (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৫৯)

কারও মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না। জাহিলী যুগে এ ধারণা বা বিশ্বাস ছিল স্বনামধন্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রকাশ পায়। যেমন বুখারীর হাদীসে আবূ বাকরাহ্-এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রসূল ﷺ-এর পুত্র ইব্‌রাহীম মারা গেল মানুষেরা বলতে লাগল যে ইব্‌রাহীম এর মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ প্রকাশ পেয়েছে। সামনে নু'মান বিন বাশীর-এর হাদীস আসছে জাহিলিয়্যাতের লোকেরা বলত সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রকাশ পায় কেবল স্বনামধন্য বক্তির মৃত্যুর জন্য আর এ হাদীস জাহিলিয়্যাতে এ চিন্তা চেতনা ও কুসংস্কৃতিকে ব্যতিল করে।

(فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ) আর যখন তোমরা এমনটি (সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ) দেখবে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে সলাত, তাসবীহ, তাকবীর, দু'আ, তাহলীল, ইসতিগফার ও সকল দু'আর মাধ্যমে। আর এটা প্রমাণ করে চন্দ্রগ্রহণের সলাত শারী'আত সম্মত।

(إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ) 'আমি জান্নাত দেখেছি' তাঁর এই দেখাটা বাস্তবে তথা স্বচক্ষে দেখেছেন। আর অন্য বর্ণনায় জানাযায় যুহরের সলাতে এমনটি ঘটেছিল এটি ধর্তব্য বিষয় না। কেননা তিনি দু'বার বা অনেকবার জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন আকৃতিতে। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হল জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবে বিদ্যমান।

(وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ) 'আর জাহান্নামে অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা দেখেছি' এ বক্তব্যটি আবূ হুরায়রার হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব। তাতে বলা হয়েছে সর্বনিম্ন জান্নাতবাসীর অবস্থান দুনিয়াতে যার দু'জন স্ত্রী ছিল। আর এ মোতাবেক মহিলারা দুই তৃতীয়াংশ জান্নাতের অধিবাসী হবে। দ্বন্দ্ব সমাধানে বলা হয় আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর হাদীস তাদের মহিলাদের জাহান্নাম হতে বের হবার পর এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস যেখানে বলা হয়েছে অধিকাংশ মহিলাদের আমি সেখানে দেখেছি যারা যদি

---

[৫২২] **সহীহ :** বুখারী ৫১৯৭, মুসলিম ৯০৭, নাসায়ী ১৪৯৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৪০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৪৯২৫, আহমাদ ২৭১১, দারিমী ১৫২৮, আবূ দাউদ ১১৮৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৩৭৭, ইবনু হিব্বান ২৮৩২, ২৮৫৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩০২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৪০, মুসনাদ আল বায্‌যার ৫২৮৬।

তাদেরকে আমানাত দেয়া হয় তাহলে তা খিয়ানাত করে আর তাদের নিকট কিছু চাইলে কৃপণতা করে আর যখন তারা চায় খুব কাকুতি মিনতি করে আর যদি তাদেরকে দেয়া হয় তাহলে নাশুকর করে। সুতরাং এটা প্রমাণ করে এমন খারাপ গুণে গুণান্বিত মহিলারা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

হাদীসের শিক্ষা :

আল্লাহর পক্ষ হতে ভীতিকর কোন পরিবেশ দেখলে দ্রুত তার আনুগত্যে ফিরে যাওয়া এবং বালা মুসীবাতকে প্রতিহত করা আল্লাহর স্মরণ এবং বিভিন্নভাবে তার আনুগত্য ও পরস্পরের অধিকারকে সন্ধান আর আবশ্যিকভাবে নি'আমাত দানকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ইত্যাদির মাধ্যমে।

١٤٨٣ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوْا» ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهٗ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهٗ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৮৩-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বরাতে বর্ণিত হওয়া এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাজদায় গেলেন। তিনি দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন। তারপর সলাত শেষ করলেন। তখন সূর্য বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। তারপর তিনি জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করলেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্র গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর দু'টো নিদর্শন। কারো মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। আর কারো জন্মের কারণেও হয় না। তোমরা এ অবস্থা দেখতে পেলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করো এবং তার বড়ত্ব ঘোষণা কর। সলাত আদায় কর। দান-সদাক্বাহ্ ও খয়রাত করো। এরপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মাতেরা! আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বেশী ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তাঁর যে বান্দা 'যিনা' তথা ব্যভিচার করবে অথবা তার যে বান্দী 'যিনা' তথা ব্যভিচার করবে তিনি তাদের ঘৃণা করেন। হে মুহাম্মাদের উম্মাতগণ! আল্লাহ্র কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসতে ও বেশী কাঁদতে। (বুখারী, মুসলিম)[৫২৩]

ব্যাখ্যা : (فَخَطَبَ النَّاسَ) 'অতঃপর তিনি জনগণের উদ্দেশে খুতবাহ্ প্রদান করছেন।' এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাতে খুতবাহ্ রয়েছে। এ মতে শাফি'ঈ, ইসহাক্ব ইবনু জারীর ও আহলে হাদীসের ফকীহগণ রায় দিয়েছেন। আর আবূ হানীফাহ্, মালিক ও আহমাদ এর মতে এ সলাতে কোন খুতবাহ্ নেই। আর তারা দলীল হিসেবে বলেন কেননা নাবী (সাঃ) সলাত, তাকবীর এবং সদাক্বার আদেশ দিয়েছেন এবং খুত্বার আদেশ দেননি আর যদি সুন্নাহ হত তাহলে আদেশ দিতেন। এর জবাবে বলা হবে শারী'আত সম্মত ও সুন্নাহ হওয়ার জন্য বলার মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না বরং প্রমাণিত হয় তাঁর কর্মের দ্বারা আর এখানে এবং অনেক হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সলাতের পর খুতবাহ্ প্রদান করেছেন।

[৫২৩] **সহীহ** : বুখারী ১০৪৪, মুসলিম ৯০৩, নাসায়ী ১৪৭৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৩৯, ইবনু হিব্বান ২৮৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৫৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৪২।

(فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا) 'যখন এমনটি দেখবে আল্লাহকে ডাকবে এবং তার বড়ত্ব ঘোষণা করবে আর সলাত আদায় করবে। আর বুখারীতে আবূ মাস্'ঊদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কারও মৃত্যুর কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রকাশ পায় না বরং তা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম দু'টি নিদর্শন যখন তোমরা এমনটি দেখবে তোমরা দাঁড়াবে এবং সলাত আদায় করবে।

হাফিয ইবনু হাজার এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সূর্যগ্রহণের সলাতের নির্ধারিত কোন সময় নেই কেননা সলাতকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে সূর্যগ্রহণের সাথে আর তা দিনের যে কোন সময় হতে পারে।

(تَصَدَّقُوْا) তোমরা সদাক্বাহ্ কর কেননা সদাক্বাহ্ রবের রাগকে মিটিয়ে দেয়। আর হাদীস প্রমাণ করে যে, সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় দ্রুত সলাত ও সকল প্রকার উল্লেখিত দু'আ, তাকবীর ও সদাক্বার প্রতি ধাবিত হওয়া। আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন যখন প্রকাশ পায় তখন আত্মা যে নিদর্শনের প্রতি অনুগত হয় এবং আল্লাহর প্রতি শরণাপন্ন হয় আর দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং ঐ অবস্থাটি মু'মিনদের জন্য গনীমাত তখন যে অনুনয়কারী হবে দু'আ, সলাত ও সকল ভাল কাজে। আর (মনে হবে) দুর্ঘটনাটি বা বিপদের সময়টি অনুরূপ বিশ্বে নিশ্চয় আল্লাহর বিচার কার্যের সময়। সুতরাং এ সময়ে চিন্তাবিদরা আতঙ্ক অনুভব করবে। আর এ জন্য রসূল ﷺ ঐ সময়ে আতঙ্ক অনুভব করেছিলেন। আর এটা পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক সংক্রমণ সময় মুহসিনদের জন্য উপযোগী সময় তারা এ সময়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। যেমন নু'মান-এর হাদীস যখন আল্লাহ তার সৃষ্টি জীবের জন্য কোন নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন তারা তার জন্য ভীত হয়।

(لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ) 'যদি তোমরা জানতে আমি যা জানি'। বাজি বলেন : কিছু জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর জন্য করেছেন যা অন্য কাউকে জানান না।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের হিকমাহ্ :

১। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের বিষয়টি এমন একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে যে, অতি শীঘ্রই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে।

২। আর শাস্তির একটি চিত্র, যে পাপ কাজ করে না আর যে পাপ কাজ করে তার জন্য কিরূপ হবে।

৩। আর সতর্ক করা হয়েছে ভয়ের সাথে যেম আশার নীতি অবলম্বন করে। কেননা সূর্যগ্রহণের পরে তা দীপ্তমান হয়। যেন মু'মিন আশা নিয়ে রবকে ভয় করে।

৪। ভর্ৎসনা করা হয়েছে তাদেরকে যারা সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করে।

١٤٨٤ - [٥] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: «هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللّٰهُ لَا تَكُوْنُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهٗ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلٰى ذِكْرِهٖ وَدُعَائِهٖ وَاسْتِغْفَارِهٖ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৮৪-[৫] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো। এতে নাবী ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। তাঁর উপর 'ক্বিয়ামাত' সংঘটিত হয়ে যাবার মতো ভয়-ভীতি আরোপিত হলো। অতঃপর তিনি মাসজিদে গমন করলেন। দীর্ঘ 'ক্বিয়াম' 'রুকূ' ও 'সাজদাহ্' দিয়ে সলাত আদায় করলেন। সাধারণতঃ (এত দীর্ঘ সলাত আদায় করতে) আমি কখনো তাঁকে দেখেনি। অতঃপর তিনি

বললেন, এসব নিদর্শনাবলী যা আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়ে থাকেন তা না কারো মৃত্যুতে সংঘটিত হয়ে থাকে, আর না কারো জন্মে হয়ে থাকে। বরং এসব দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখন এ নিদর্শনাবলীর কোন একটি অবলোকন করবে, আল্লাহকে ভয় করবে। তাঁর যিক্‌র করবে। তাঁর নিকট দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (বুখারী, মুসলিম)[৫২৪]

ব্যাখ্যা : (أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةَ) 'রসূল ﷺ ঘাবড়ানো অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন।' এতে ক্বিয়ামাত সংঘঠিত হয়ে যায় নাকি এ ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। এ হাদীস বুঝতে সমস্যা সৃষ্টি করে যে, ক্বিয়ামাত সংঘটিত হয়েছে অথবা ক্বিয়ামাতের পূর্বে অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে যেমন, বিভিন্ন দেশ বিজয়। খুলাফায়ে রাশিদীনদের রাষ্ট্র নেতৃত্ব দান। খাওয়ারিজদের আবির্ভাব। সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় দাজ্জালের আগমন ইত্যাদি এগুলোর একটিও হয়নি।

অনেক জবাব দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে–

১। ভয়, আতঙ্ক হঠাৎ করে বড় বিষয়ের আগমনের প্রাধান্যতা মানুষকে নির্বাচক করে দেয় যা সে জানে।

২। আসলে বর্ণনাকারী ধারণা করছেন যে, নাবী ﷺ ভয় পেয়েছেন যে, ক্বিয়ামাত সন্নিকটে। নাবী ﷺ সত্যিকারে এমনটি ভাবেননি বরং তিনি সলাতের উদ্দেশে দ্রুত বের হয়েছেন।

৩। তিনি ভয় পেয়েছেন এজন্য যে, ক্বিয়ামাতের আলামতসমূহের এটা ভূমিকা স্বরূপ যেন সূর্য পশ্চিমে উদিত হওয়া।

(فَأَتَى الْمَسْجِدَ) তিনি মাসজিদে আসলেন হাদীসে এটা প্রমাণিত হয় যে, সূর্যগ্রহণের সলাত মাসজিদে পড়া সুন্নাহ্ আর এটা 'উলামাদের প্রসিদ্ধ মত।

হাদীসে ইঙ্গিত বহন করে যে, দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত হওয়া যা আল্লাহ আদেশ করেছেন আর সতর্ক করা হয়েছে যে বিপদসমূহের সময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেয়ার দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে।

আরও ইঙ্গিত বহন করে যে, গুনাহ হচ্ছে বিপদাপদ ও দ্রুত শাস্তির কারণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবাহ্ এ সকল মুসীবাত দূরীভূত করেন।

١٤٨٥ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৮৫-[৬] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় যেদিন তাঁর ছেলে ইব্‌রাহীমের ইন্তিকাল হলো। এদিন সূর্যগ্রহণ হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ জনগণকে নিয়ে 'ছয় রুকূ' ও চার সাজদায় সলাত আদায় করালেন। (মুসলিম)[৫২৫]

ব্যাখ্যা : (مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলে ইব্‌রাহীম মারা গেছেন। তার মা মারিয়্যাহ্ কিবতিয়্যাহ্ সারিয়্যাহ্ রসূল ﷺ-এর উপপত্নী বা রক্ষিতা ছিলেন যাকে মুক্বাওক্বিস ইসকান্দার ও মিসরের অধিপতি উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর তিনি (ইব্‌রাহীম) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৮ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন ১৬ মাস বয়সে অথবা ১৭/১৮ মাস বয়সে। তবে এ বিষয়ে গবেষণা

---

[৫২৪] **সহীহ :** বুখারী ১০৫৯, মুসলিম ৯১২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৩৬, নাসায়ী ১৫০৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৩৭১, শারহু মা'আনির আসার ১৯৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৬৩।

[৫২৫] **সহীহ :** মুসলিম ৯০৪, ইরওয়া ৬৫৬, ৬৫৯।

করে মরহুম মাহমূদ বাশা আল কুলকী বলেন, সূর্যগ্রহণের দিন মারা গেছে ইব্‌রাহীম যা সংঘটিত হয়েছিল দশম হিজরীর ২৯শে শাওওয়াল সোমবার সকাল ৮টা ৩০মিনিটে। ৬৩২ খৃঃ ২৭ জানুয়ারী মোতাবেক মাদীনাতে। তার জন্ম নবম হিজরীর জামাদিউল উলা মাসে সে হিসেবে মৃত্যু ১৮ মাস অথবা ১৭ মাস বয়সে।

(بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) চার সাজদাহ্ তথা দু' রাক্'আতে। সুতরাং প্রতি রাক্'আতে তিন রুকূ' ও দু' সাজদাহ্। ত্বীবী বলেন, তিনি দু' রাক্'আত আদায় করেছেন প্রতি রাক্'আতে তিনটি করে রুকূ' ছিল।

١٤٨٦ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

১৪৮৬-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় (দু' রাক্'আত) সলাত আট রুকূ' ও চার সাজদায় আদায় করেছেন।[৫২৬]

١٤٨٧ -[٨] وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৮৭-[৮] 'আলী (রাঃ) হতেও ঠিক এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম)[৫২৭]

١٤٨٨ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِيْ بِأَسْهُمٍ لِيْ بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَفِيْ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

১৪৮৮-[৯] 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মাদীনায় আমি আমার তীরগুলো (লক্ষস্থলে) নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম। এ সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। তীরগুলো আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ দেখব সূর্যগ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আজ কি করেন। এরপর আমি তাঁর নিকট এলাম। তখন তিনি (ﷺ) সলাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর হাত দু'টি উঠিয়ে সূর্যগ্রহণ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র তাসবীহ্, তাহ্‌লীল, তাক্‌বীর ও হাম্‌দ করেছেন। আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আয় মশগুল রয়েছেন। সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেলে তিনি দু'টি সূরাহ্ পড়লেন ও দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন– (মুসলিম; শারহে সুন্নাতেও হাদীসটি এভাবে 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু সামুরাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে। আর মাসাবীহ হতেও এ বর্ণনাটি জাবির ইবনু সামুরাহ্ হতে নকল করা হয়েছে।)[৫২৮]

---

[৫২৬] **য'ঈফ :** মুসলিম ৯০৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৩০০, দারিমী ১৫৬৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩২২। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি য'ঈফ, যদিও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি সহীহ মুসলিমে স্থান দিয়েছেন। কারণ এর সানাদে হাবীব বিন আবী সাবিত রয়েছেন, যিনি বিশ্বস্ত হলেও একজন মুদ্দালিস রাবী।

[৫২৭] ইমাম মুসলিম (রহঃ) যদিও 'আলী (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি শব্দাবলী নিয়ে আসেননি।

[৫২৮] **সহীহ :** মুসলিম ৯১৩, ইবনু হিব্বান ২৮৪৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৪৪।

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ) সলাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় দু'হাত উঠাতেন। নাবাবী বলেন, এতে আমাদের সাথীদের জন্য সুস্পষ্ট দলীল যে, কুনূতেও দু'হাত উত্তোলন হবে আর দু'আর সলাতে হাত উত্তোলন করা যাবে না তাদের বিরুদ্ধেও এটা দলীল।

(فَلَمَّا حَسَرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) 'অতঃপর সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল' রসূল ﷺ দু'টি সূরাহ্ পাঠ করলেন এবং দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। এটা সুস্পষ্ট যে, সূর্য দীপ্তমান হবার পরে সলাতরত অবস্থায় ছিলেন এটা সকল রিওয়ায়াতের বিপরীত। অনেকের মন্তব্য যে, এটা স্বতন্ত্র নাফ্ল সলাত ছিল সূর্যগ্রণের সলাত ছিল না। এটা এ কথার বিপরীত যেন (فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ) রাবী বলেন, আমি আসলাম এবং তাঁকে (রসূল ﷺ-কে) সলাত অবস্থায় পেলাম।

লাম্'আত গ্রন্থে বলেন : দু' রাক্'আত সলাত পূর্ণ করেছেন যা তিনি আরম্ভ করেছিলেন, সলাতরত অবস্থায় সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেছে। ত্বীবী বলেন : সলাতে প্রবেশ করেছেন প্রথম কিয়ামে অবস্থান করেছেন আর তাসবীহ, তাহলীল তাকবীর, তাহমীদ করেছেন, ইতোমধ্যে সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেছে। অতঃপর কুরআন পড়লেন, রুকূ' করলেন, সাজদাহ্ করলেন। অনুরূপ দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তিলাওয়াত করলেন, রুকূ' করলেন সাজদাহ্ করলেন তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। আর এ হাদীস প্রমাণ করে তিনি দু' রাক্'আত আদায় করেছেন এবং প্রত্যেক রাক্'আতে একটি করে রুকূ' করেছেন।

١٤٨٩ ـ[١٠] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৮৯-[১০] আসমা বিনতু আবূ বাক্র رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সূর্যগ্রহণ শুরু হলে দাস মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)[৫২৯]

ব্যাখ্যা : সূর্যগ্রহণের সময় দাসমুক্ত করা শারী'আত সম্মত। এ আদেশটি প্রমাণ বহন করে মুস্তাহাব তথা ভালোর উপর ওয়াজিব হিসেবে না, আর দাস মুক্ত ও সকল প্রকার কল্যাণসূচক কাজ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় অনুমোদনযোগ্য, কেননা ভালো কাজসমূহ 'আযাবকে প্রতিহত করে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٩٠ ـ[١١] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৪৯০-[১১] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করেছেন। আমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পাইনি। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৫৩০]

---

[৫২৯] **সহীহ :** বুখারী ১০৫৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪০১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৩২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৪৭।

[৫৩০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১১৮৪, আত্ তিরমিযী ৫৬২, নাসায়ী ১৪৯৫, আহমাদ ২০১৭৮, শারহু মা'আনির আসার ১৯৫৬, ইবনু হিব্বান ২৮৫১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৪২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৪২। কারণ এর সানাদে সা'লাবাহ্ বিন 'ইবাদ আল 'আবদী একজন মাজহূল রাবী যেমনটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে যে, ইমাম সূর্যগ্রহণের সলাত সশব্দে পড়বে না। সিনদী বলেন, সম্ভবত সামুরাহ্ পিছনের কাতারে ছিলেন বলে শুনতে পাননি তিনি সেটিই বর্ণনা করেছেন আর তার না শোনা প্রমাণ করে না যে, তিনি সশব্দে পড়েননি। সঠিক হল সশব্দে পড়া যা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস ইতিপূর্বে গেছে।

١٤٩١ -[١٢] وَعَن عِكْرِمَةَ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهٗ تَسْجُدُ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا» وَأَيُّ اٰيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৪৯১-[১২] 'ইকরামাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসকে বলা হলো, নাবী (ﷺ)-এর অমুক স্ত্রী ইন্তিকাল করেছেন। খবর শুনার সাথে সাথে তিনি সাজদায় লুটে পড়লেন। তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি এ সময় সাজদাহ্ করছেন? (অর্থাৎ এটা কি সাজদাহ্ করার সময়?) তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : তোমরা যখন কোন নিদর্শন দেখবে তখন সাজদাহ্ করবে। আর কোন নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীর দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবার চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে? (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৫৩১]

ব্যাখ্যা : (إِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا) যখন তোমরা কোন নিদর্শন দেখবে সাজদাহ্ করবে। ত্বীবী বলেন, এই সাজদাহ্ 'আম তথা সাধারণ যদি নিদর্শন দ্বারা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় তাহলে সাজদাহ্ দ্বারা সলাত উদ্দেশে হবে। আর যদি অন্য কোন হয় যেমন প্রচণ্ড ঝড় এবং ভূমিকম্পন বা অন্য কোনো বিপদ হয় তাহলে সাজদাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য স্বভাবিক সাজ্দাহ্।

(وَأَيُّ اٰيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ) আর নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীদের ইন্তিকালের চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে। কেননা নাবী (ﷺ) স্ত্রীদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যা অন্য সহাবীদের নেই। বিশেষ করে তাদের ইন্তিকালের মাধ্যমে রসূল (ﷺ)-এর সাথে বিশেষ সংশ্লিষ্ট 'ইল্‌মও চলে যায়।

মুল্লা 'আলী কারী বলেন, নিশ্চয় রসূল (ﷺ)-এর স্ত্রীরা বারাকাতপূর্ণ তাদের জীবিত মানুষ হতে 'আযাবকে মানুষকে প্রতিহত করে আর তাঁদের ইন্তিকালের কারণে 'আযাবের আশঙ্কা হয়। সুতরাং উচিত হবে তাদের বারাকাতের বিচ্ছিন্নের সময় আল্লাহর যিক্র ও সাজদার দিকে ধাবিত হয়ে 'আযাবকে প্রতিহত করতে যিক্র ও সলাতের মাধ্যমে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٩٢ -[١٣] عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৫৩১] **হাসান :** আবূ দাউদ ১১৯৭, আত্ তিরমিযী ৩৮৯১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৭৯, সহীহ আল জামি' ৫৬৫।

১৪৯২-[১৩] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি তাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। তিওয়ালে মুফাস্‌সালের সূরাহ্ দ্বারা ক্বিরাআত পড়লেন। এরপর (প্রথম রাক্'আতে) পাঁচটি রুকূ' করলেন। দু'টি সাজদাহ্ করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য দাঁড়ালেন। তিওয়ালে মুফাস্‌সালের একটি সূরাহ্ দিয়ে ক্বিরাআত পড়লেন। এরপর একটি রুকূ' করলেন। দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে বসলেন। সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (বসে বসে) দু'আ করতে থাকলেন। (আবূ দাঊদ)[৫৩২]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সূর্যগ্রহণের সলাত দু' রাক্'আত আর প্রতিটি রাক্'আতের পাঁচটি করে রুকূ' তবে হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত যা দু'রুকূ'র হাদীসের মোকাবেলায় টিকে না।

١٤٩٣ -[١٤] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ.

وَلَهُ فِيْ أُخْرٰى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتّٰى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْرًا».

১৪৯৩-[১৪] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দু' দু' রাক্'আত সলাত আদায় শুরু করতেন ও মাসজিদে বসে গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। (অর্থাৎ দু' রাক্'আত সলাত আদায়ান্তে দেখতেন 'গ্রহণ' শেষ হয়েছে কি-না? না হলে আবার দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন)। এভাবে 'গ্রহণ' থাকা পর্যন্ত সলাত আদায় করতে থাকতেন। আবূ দাঊদ; নাসায়ীর এক বর্ণনায় আছে, নাবী (সাঃ) সূর্যগ্রহণ লাগলে আমাদের সলাতের মতো সলাত আদায় করতে শুরু করতেন। রুকূ' করতেন, সাজদাহ্ করতেন।

(নাসায়ীর) অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, একদিন সূর্যগ্রহণ শুরু হলে নাবী (সাঃ) তড়িৎগতিতে মাসজিদে চলে গেলেন এবং সলাত আদায় করতে লাগলেন। এ অবস্থায় সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, জাহিলিয়্যাতের সময় মানুষেরা বলাবলি করত পৃথিবীর কোন বড় মানুষ মৃত্যুবরণ করলে 'সূর্যগ্রহণ' ও 'চন্দ্রগ্রহণ' হয়ে থাকে। (ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়) আসলে কোন মানুষের জন্ম বা মৃত্যুতে 'গ্রহণ' হয় না। বরং এ দু'টি জিনিস (চাঁদ, সূর্য) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিসমূহের দু'টি সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টি জগতে যেভাবে চান পরিবর্তন আনেন। অতএব যেটারই 'গ্রহণ' হয় তোমরা সলাত আদায় করবে। যে পর্যন্ত 'গ্রহণ' ছেড়ে না যায়। অথবা আল্লাহ তা'আলা কোন নির্দেশ জারী না করেন (অর্থাৎ 'আযাব অথবা ক্বিয়ামাত শুরু না হয়)।[৫৩৩]

---

[৫৩২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১১৮২, আহমাদ ২১২২৫। কারণ এর সানাদে আবূ জা'ফার আর্ রযী একজন শিথিল রাবী। আর «خَمْسَ رَكَعَاتٍ» অংশটুকু মুনকার যেমনটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন। আর মাহফূয হলো যা বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে «ركوعات وكبرتات»।

[৫৩৩] **মুনকার :** আবূ দাঊদ ১১৯৩।

ব্যাখ্যা : হাফিয বিন হাজার বলেন, যদি হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত হয় তাহলে দু' রাক্'আত দ্বারা উদ্দেশ্য দু'রুকূ' আর হাসান বাসরীর হাদীসের ব্যাখ্যায় রাক্'আত দ্বারা রুকূ' নেয়া হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

যদি সূর্যগ্রহণ দীপ্তমান হওয়ার পূর্বে সলাত শেষ হয় তাহলে পুনরায় সলাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। বরং যিক্‌র ও দু'আয় ব্যস্ত হবে দীপ্তমান হওয়া পর্যন্ত, কেননা রসূল ﷺ দু' রাক্'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। এটা মালিক হাম্বালীদের মাযহাব অনুরূপ হানাফীদের নিকট যদি সলাত আদায় করা অবস্থায় সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যায় তাহলে সলাতের বাকী অংশ পূর্ণ করবে। আর যদি দু'সলাত একত্রিত হয় যেন সূর্যগ্রহণ সলাতের অন্য কোন সলাত যেমন জুমু'আহ্, ফারয সলাত বা বিত্‌র অথবা তারাবীহ। ইবনু কুদামাহ্ বলেন, আমার নিকট বিশুদ্ধ মত হচ্ছে সূর্যগ্রহণ সলাতের পূর্বে ওয়াজিব সলাত আদায় করতে হবে। অনুরূপ তারাবীহ ও বিত্‌রের সাথে একত্রিত হলে তারাবীহ এবং বিত্‌রের পূর্বে আদায় করে নিতে হবে।

(٥١) بَابٌ فِىْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ
অধ্যায়-৫১ : সাজদায়ে শুকর

সলাতের বাইরে স্বতন্ত্র সাজদাহ্ তন্মধ্যে বালা-মুসীবাত দূরীভূত অর্জিত নি'আমাতের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শাফি'ঈ ও আহমাদের নিকট সুন্নাহ এবং এটা মুহাম্মাদ-এর উক্তি আর এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস ও আসার বিদ্যমান। আবূ হানীফাহ্ ও মালিক-এর নিকট সুন্নাহ না, বরং তা মাকরূহ আর তাদের মতে উল্লেখিত সাজদাহ্ দ্বারা সলাত উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে তাতে অংশ বিশেষ উল্লেখ করে গোটা বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরূপ বহু ব্যবহার হয় যে অংশবিশেষকে নিয়ে গোটা বিষয়কে বুঝানো হয়। অথবা সাজদাহ্ শুকুর বিষয়টি রহিত হয়েছে। বা আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য অগণিত নি'আমাতের মধ্যে যদি প্রতিটি নি'আমাতের জন্য সাজদাহ্ করা হয় তাহলে বান্দা তা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অপরাগ হবে। আর মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, বড় কোন নি'আমাতের সুসংবাদের সময় এবং শারীরিক মুসীবাত দূরীভূতীর সময় কৃতজ্ঞতার সাজদাহ্ সুন্নাহ। সিনদী বলেন, এ বিষয়ে হাদীসসমূহের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ শারী'আত সম্মত। আর ইমাম শাওকানী নায়লুল আওতারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখের পর বলেন যে, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ শারী'আত সম্মত।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنْ: اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ.

এ অধ্যায়ে প্রথম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٩٤ - [١] عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُوْرًا أَوْ يُسَرُّ بِه خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

১৪৯৪-[১] আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন আনন্দের ব্যাপার সংঘটিত হলে অথবা কোন ব্যাপার তাঁকে খুশী করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে সাজদায় নুয়ে পড়তেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী; তিনি [ইমাম তিরমিযী] বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৫৩৪]

ব্যাখ্যা : হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ শারী'আত সম্মত। তিরমিযী বলেন, অধিকাংশ 'উলামাদের এরই উপর 'আমাল। আর যারা এ সাজদাকে সলাতের উপর প্রয়োগ করেছেন। তা প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে শুধু অনেক দূরেই নয় বরং বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদায় কি পবিত্রতা শর্ত? কারও মতে শর্ত সলাতের উপর কিয়াস করে, আবার কারও মতে শর্ত না। আমীর ইয়ামানী বলেন, এটাই সঠিক। অধ্যায়ের হাদীসগুলোতে পবিত্রতার শর্ত প্রমাণ করে না। আর সেখানে তাকবীরও প্রমাণ করে না।

١٤٩٥ -[٢] وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا مِنَ النُّغَاشِيِّينَ فَخَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُرْسَلًا وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ

১৪৯৫-[২] আবূ জা'ফার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একদিন একজন বেটে লোককে দেখে সাজদায় পড়ে গেলেন। (দারাকুত্বনী হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর শারহুস্ সুন্নায় মাসাবীহের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।)[৫৩৫]

ব্যাখ্যা : نغاش বলতে খুব খাটো মানুষ যা অধিকাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে হয়। নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয় চলাফেরায় দুর্বল আর অবয়বে ত্রুটিপূর্ণ। হাদীস প্রমাণ করে সুস্থতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ শারী'আত সম্মত যখন সে কাউকে দেখবে খারাপ রোগ নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। মাজহার বলেন, যখন কেউ বিপদাপদ নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এমন ব্যক্তিকে দেখলে আল্লাহ তাকে যে সুস্থ রেখেছেন এজন্য সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাজদাহ্ করে। আর পাপাচারী ব্যক্তি দেখলেও এ সাজদাহ্ যেন প্রকাশ করে যাতে পাপাচারী ব্যক্তি সতর্ক হয় ও তাওবাহ্ করে।

١٤٩٦ -[٣] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَزَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১৪৯৬-[৩] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মাক্কাহ্ হতে মাদীনার উদ্দেশে পথযাত্রা শুরু করলাম। আমরা গায্ওয়াযা নামক স্থানের কাছে পৌঁছলে তিনি (সাঃ) আরোহী হতে নামলেন। দু'হাত উঠালেন। কিছু সময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ

[৫৩৪] **সহীহ** : আবূ দাউদ ২৭৭৪, আত্ তিরমিযী ১৫৮৪, শারহুস্ সুন্নাহ্, ৭৭২।

[৫৩৫] **য'ঈফ** : দারাকুত্বনী ১৫২৮। কারণ এর সানাদে জাবির আল জু'ফী একজন অপবাদপ্রাপ্ত রাবী।

করতে থাকলেন। তারপর সাজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় পড়ে থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন। কিছু সময় পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকলেন। তারপর আবার সাজদায় গেলেন। দীর্ঘক্ষণ সাজদায় থাকলেন। তারপর সাজদাহ্ হতে উঠে দু'হাত তুলে রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার সাজদায় গেলেন। বললেন, আমি আমার রবের কাছে আরয করলাম। আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মাতের তিনভাগের একভাগ দান করলেন। এজন্য আমি আমার রবের শুকর আদায় করার জন্য সাজদায় গেলাম। তারপর আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবার আবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের আর এক অংশ দান করলেন। এজন্য আমি আমার রবের কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য আবার সাজদায় চলে গেলাম। এরপর আবার আমি আমার মাথা উঠালাম। আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য আবেদন জানালাম। এবার তিনি আমাকে আমার উম্মাতের শেষ তৃতীয়াংশ দান করলেন। এ কারণে এবার আমি আমার রবের শুকর আদায়ের জন্য তৃতীয়বার সাজদায় মনোনিবেশ করলাম। (আহমাদ, আবূ দাউদ)[৫৩৬]

(٥٢) بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়-৫২ : বৃষ্টির জন্য সলাত

(الاستسقاء) শাব্দিক অর্থ হল নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য অপর কারও কাছে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি চাওয়া। আর শারী'আতের পরিভাষায় হাদীসসমূহের আলোকে সুস্পষ্ট পন্থায় অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহর নিকট বৃষ্টি অন্বেষণ করা। কুসতুলানী বলেন, ইস্তিস্ক্বা তিনভাবে।

প্রথমতঃ সাধারণ দু'আ সলাত ব্যতিরেকে একাকী অথবা একত্রিতভাবে।

দ্বিতীয়তঃ (প্রথম পদ্ধতির চেয়ে ভাল) সলাত শেষে দু'আ যদিও সে সলাত নাফ্‌ল সলাত হয় তবে ইমাম নাবাবী এটা ফারয সলাত ও জুমু'আর খুত্বার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয়তঃ এটা উত্তম ও পরিপূর্ণ আর তা হবে দু' রাক্'আত সলাত ও দু' খুত্বার মাধ্যমে হবে। আর নাবাবী বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনা সলাতের পূর্বে সদাক্বাহ্ করা। সওম পালন করা, তাওবাহ্ করা। কল্যাণসূচক কাজে অগ্রগামী হওয়া। খারাপ কাজ হতে বিরত হওয়া ও অনুরূপ কাজ করা আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী বলেন, নাবী ﷺ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর উম্মাতের জন্য বেশ কয়েকবার অসংখ্য প্রান্তে। আর তাঁর উম্মাতের জন্য এ পদ্ধতিতে চালু রেখেছেন যে, তিনি বের হতেন জনগণকে নিয়ে ঈদগাহের উদ্দেশে অত্যন্ত বিনয়ী, অনুনয়কারী ও কাতরভাবে। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন সশব্দে ক্বিরাআতে, অতঃপর খুতবাহ্ প্রদান করতেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দু'আ করতেন, দু'হাত তুলতেন এবং তাঁর চাদর উল্টাতেন। কেননা মুসলিমদের একই স্থানে একই উদ্দেশে আগ্রহী হয়ে একত্রিত হওয়া সর্বোচ্চ অভিপ্রায়, ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভাল কাজগুলো দু'আ কবূলে ভূমিকা রাখে। আর সলাতেই বান্দার জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম মাধ্যম আর হাত উত্তোলন পরিপূর্ণ বিনয়ের চিত্র এবং সর্বোচ্চ কাকুতি ব্যক্তিকে ভয়ের সতর্ক করে আর চাদর উল্টানোর বিষয়টি তাদের অবস্থার পরিবর্তন ফুটে উঠে যেমন রাজাদের সামনে আবেদনকারী করে থাকে।

---

[৫৩৬] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২৭৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৯৩৫, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩২৩০, য'ঈফ আল জামি' ২০৮৯। কারণ এর সানাদে ইয়াহ্ইয়া বিন হাসান একজন দুর্বল রাবী। ইমাম যাহাবী এবং হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) তাকে মাজহূল বলেছেন। আর আশ্'আস বিন ইসহাক্ব ও একজন মাজহূল রাবী।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٩٧ - [١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৯৭-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার বৃষ্টির জন্য লোকজন নিয়ে ঈদগাহতে গেলেন। তাদের নিয়ে তিনি দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। উচ্চৈঃস্বরে করে তিনি উভয় রাক্'আতে ক্বিরাআত পড়লেন। এরপর তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। ক্বিবলামুখী হবার সময় তিনি তাঁর চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৫৩৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে বৃষ্টি প্রার্থনার সলাত জামা'আতগতভাবে প্রকাশ্য অবস্থায় করা সুন্নাহ। এ মতে মালিক শাফি'ঈ আহমাদ বক্তব্য দিয়েছেন। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ সুন্নাহ মনে করেন না। ইস্তিস্ক্বা সলাতের হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ-এর নিকট সুন্নাহ, মালিকী, শাফি'ঈ, হাম্বালী মাযহাবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। আর আবূ হানীফাহ্ জামা'আতবদ্ধভাবে এ সলাত আদায় করা অস্বীকার করেছেন তবে ইস্তিসক্বার সলাত শারী'আত সম্মত ও জায়িয তা অস্বীকার করেননি।

(جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ) ইমাম নাবাবী মুসলিমের শরাহতে বলেন, সকল 'উলামাহ্ ঐকমত্য হয়েছেন ইস্তিসক্বার সলাত সশব্দে পড়া মুস্তাহাব।

(وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) 'কখন তিনি ক্বিবলামুখী হতেন' এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তবে আমাদের নিকট সর্বাধিক ও অধিক গ্রহণযোগ্য মত হল একটি খুতবাহ্ দিবে। খুতবাহ্ চলা অবস্থায় ক্বিবলামুখী হবে এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দু'আ করবে। কেননা হাদীসের ভাষ্য এটাই প্রামাণ করে।

(وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ) 'এর তাঁর চাদর উল্টে দিলেন' উল্টানো এমন হবে চাদরের ডান দিকটা বাম দিকে এবং বাম দিকটা ডান দিকে আসবে আর ভিতরেরটা বাইরে আসবে এবং বাইরেরটা ভিতরে যাবে পদ্ধতিটা এভাবে হবে ডান হাত চাদরের বাম দিকের নিচের অংশ ধরবে এবং বাম হাত চাদরের ডান দিকের নিচের অংশ ধরবে এবং দু'হাতই পিঠের পিছনে দিয়ে পরিবর্তন করবে তাতে ডান হাতের ধরা অংশ ডান ঘাড়ের উপর হবে এবং বাম হাতে ধরা অংশ বাম ঘাড়ের উপর হবে। এভাবে করলে ডান বামে এবং বাম ডানে পরিবর্তন হয় আর উপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ উপরে চলে আসে।

আর ওয়াক্বিদী উল্লেখ করেন, রসূল (ﷺ)-এর চাদরের দৈর্ঘ্য ছয় গজ প্রস্থ তিন গজ আর লুঙ্গির দৈর্ঘ্য চার গজ দুই গিরা প্রস্থ দু'গজ এক গিরা ছিল যা তিনি ঈদে ও জুমু'আয় পরিধান করতে। আর হাদীসে প্রমাণিত হয়, সে এ 'ইবাদাতে চাদর উল্টানো মুস্তাহাব।

١٤٩٨ - [٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهٖ إِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهٗ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৫৩৭] **সহীহ :** বুখারী ১০২৫, মুসলিম ৮৯৪, আবূ দাউদ ১১৬১, আত্ তিরমিযী ৫৫৬, নাসায়ী ১৫১৯।

১৪৯৮-[২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। নাবী (সাঃ) ইস্তিস্‌ক্বা (বৃষ্টির জন্য সলাত) ছাড়া আর অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। এ দু'আয় তিনি এত উপরে হাত উঠাতেন যে তাঁর বগলের শুভ্র উজ্জ্বলতা দেখা যেত। (বুখারী, মুসলিম)[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার বলেন, ইস্তিস্‌ক্বা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত তুলতেন না– এ হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য যে ইস্তিস্‌ক্বা ব্যতীত সকল দু'আ হাত উত্তোলনকে নিষেধ করে। আর এ হাদীস অন্য হাদীসসমূহের বিপরীত যেখানে হাত উত্তোলনের কথা বলা হয়েছে। অনেকে হাত উত্তোলনকে উত্তম 'আমাল বলে রায় দিয়েছেন এবং তারা আনাস (রাঃ)-এর উক্ত হাদীসে তাঁর অন্যকে হাত উত্তোলন না দেখা আবশ্যক করে না যে অন্যরা হাত তুলে না আর (কায়েদানুসারী) হ্যাঁ সূচক বর্ণনাগুলো না সূচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য পাবে।

١٤٩٩ ـ[٣] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقٰى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. رَوَاهُ مُسلم

১৪৯৯-[৩] আনাস (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একদিন আল্লাহ্‌র নিকট পানি চাইলেন এবং দু'হাতের পিঠ আসমানের দিকে করে রাখলেন। (মুসলিম)[৫৩৯]

ব্যাখ্যা : হাতের তালুর পিঠ ইস্তিস্‌ক্বার সময় উপরে রাখার তাৎপর্য হল। কাজটি চাদর উল্টানোর মত। মেঘমালার বৃষ্টি যেন নীচের দিকে ধাবিত হয়। আর ইমাম নাবাবী বলেন, 'উলামারা বলেছেন, সুন্নাহ হল বালা মুসীবাত হতে মুক্তি পাওয়ার দু'আর সময় তালুর পিঠকে আকাশের দিকে রাখা আর আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাওয়ার সময় হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা। আর ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত আছে, রসূল (সাঃ) যখন কোন বালা-মুসীবাত হতে মুক্তি চাইতেন তখন তালু উপুড় করে দু'আ করতেন এবং যখন কোন প্রার্থনা করতেন তখন হাতের তালু আকাশের দিকে করে দু'আ করতেন।

١٥٠٠ ـ[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫০০-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আকাশে বৃষ্টি দেখতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি পর্যাপ্ত ও কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করাও। (বুখারী)[৫৪০]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে বৃষ্টি বর্ষণের সময় কল্যাণ ও বারাকাত কামনা করে উল্লেখিত দু'আ পড়া মুস্তাহাব।

١٥٠١ ـ[٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتّٰى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৫৩৮] সহীহ : বুখারী ১০৩১, মুসলিম ৮৯৫, নাসায়ী ৭৪৮, ইবনু মাজাহ্ ১১৮০, মুসনাদ আল বায্‌যার ৬৮৪৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৭৯১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৪৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৬৩।

[৫৩৯] সহীহ : মুসলিম ৮৯৫, আহমাদ ১২৫৫৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৪৮।

[৫৪০] সহীহ : বুখারী ১০৩২, আহমাদ ২৪১৪৪, সহীহ আল জামি' ৪৭২৫।

১৫০১-[৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন তাঁর গায়ে বৃষ্টি পড়ার জন্য নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আপনি এরূপ করলেন কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এ সদ্য বর্ষিত পানি তাঁর রবের নিকট হতে আসলো তাই। (মুসলিম)[৫৪১]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে যে, বৃষ্টির প্রথম সময়ে নিজের শরীরকে উন্মুক্ত রাখা (কাপড় হতে) যাতে করে শরীরে বৃষ্টি পৌঁছা এমনটি করা মুস্তাহাব। মাজহার বলেন, এখানে রসূল (সাঃ)-এর উম্মাতকে তাঁর শিক্ষা দেন তারা যে, নিকটবর্তী ও উৎসাহী হয় যেখানে বারাকাত ও কল্যাণ রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٠٢ -[٦] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللهَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৫০২-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার 'ইস্তিস্কার সলাত (বৃষ্টির জন্য সলাত) আদায়ের জন্য ঈদগাহের দিকে গমন করলেন। তিনি ক্বিবলামুখী হবার সময় তাঁর গায়ের চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। চাদরের ডানদিক তিনি বাম কাঁধের উপর এবং বামদিক ডান কাঁধের উপর রাখলেন। এরপর আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন। (আবূ দাউদ)[৫৪২]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ دَعَا اللهَ) তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন অনাবৃষ্টি দূরীভূত হোক এবং বৃষ্টি বর্ষণ হোক। আর হাদীসে চাদর ঘুরানোর পদ্ধতি বর্ণনা হয়েছে যে চাদরের ডান প্রান্তকে বাম দিকে করবে আর বাম প্রান্তকে ডান দিকে করবে আর এখানে সলাতের কথা উল্লেখ করেননি সম্ভবত রাবী ভুলে গেছেন এজন্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٣ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهٗ قَالَ: اسْتَسْقٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهٗ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهٗ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلٰى عَاتِقَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

১৫০৩-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইস্তিসক্বার সলাত আদায় করলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি চারকোণ বিশিষ্ট কালো চাদর। তিনি এ চাদরটির নীচের দিক উপরের দিকে উঠিয়ে আনতে চাইলেন। কিন্তু কাজটি কষ্টসাধ্য হবার কারণে চাদরটি দু'কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ)[৫৪৩]

---

[৫৪১] **সহীহ :** মুসলিম ৮৯৮, আবূ দাউদ ৫১০০, আহমাদ ১২৩৬৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৫৬, ইরওয়া ৬৭৮।

[৫৪২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১১৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪১৫।

[৫৪৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১১৬৪, আহমাদ ১৬৪৬২, শারহু মা'আনীর আসার ১৯০১, ইবনু হিব্বান ২৮৬৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪১৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৬২, ইরওয়া ৬৭৬।

١٥٠٤ -[٨] وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِيْ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

১৫০৪-[৮] 'উমায়র মাওলা আবূ লাহ্‌ম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি একবার নাবী ﷺ-কে 'আহজা-রুয্ যায়ত' নামক জায়গার কাছে 'যাওরার' নিকটবর্তী স্থানে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে দেখেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে দু'হাত চেহারা পর্যন্ত উত্তোলন করে বৃষ্টির জন্য দু'আ করছিলেন; কিন্তু তাঁর হাত (উপরের দিকে) মাথা পার হয়ে যায়নি। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী একইভাবে বর্ণনা করেছেন)[৫৪৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ হানীফাহ্ এ হাদীস হতে প্রমাণ করেন ইস্তিস্ক্বার সলাত সুন্নাহ না, কেননা এখানে সলাতের কথা উল্লেখ নেই। ইতিপূর্বে এর জবাব আলোচনা হয়েছে।

١٥٠٥ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِيْ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৫০৫-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করে, বিনয়-বিনম্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করতে করতে ইস্তিস্ক্বার সলাতের জন্য বের হয়ে গেলেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৫৪৫]

ব্যাখ্যা : (مُتَبَذِّلًا) সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাক ছেড়ে ইউনিফর্ম জাতীয় পোশাক পরিধান করে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হওয়া এবং প্রয়োজনকে প্রকাশ করা। নিহায়াহ্ গ্রন্থে تَبَذُّل-এর অর্থ বলা হয়েছে সৌন্দর্য ও সৌন্দর্য অবস্থান ছেড়ে বিনয়ীভাব প্রকাশ করা।

(مُتَخَشِّعًا) আল্লামা শাওকানী বলেন, ভয় বিহবল প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট যা আছে তা পাওয়ার একটা মাধ্যমও।

١٥٠٦ -[١٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ: «اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ

১৫০৬-[১০] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন, নাবী ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় বলতেন, *"আল্ল-হুম্মাস্‌ক্বি 'ইবা-দাকা ওয়াবাহী মাতাকা ওয়ান্‌শুর রহ্‌মাতাকা ওয়াআহ্‌য়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে, তোমার পশুদেরকে পানি দান করো। তাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ করো। তোমার মৃত জমিনকে জীবিত করো)। (মালিক, আবূ দাঊদ)[৫৪৬]

---

[৫৪৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১১৬৮, আত্ তিরমিযী ৫৫৭, নাসায়ী ১৫১৪, আহমাদ ২১৯৪৪, ইবনু হিব্বান ৮৭৮।

[৫৪৫] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১১৬৫, আত্ তিরমিযী ৫৫৮, নাসায়ী ১৫২১, ইবনু মাজাহ্ ১২৬৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৪৮৯৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৩৩৬, আহমাদ ২০৩৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৪০৫, দারাকুত্বনী ১৮০৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৮৭, ইরওয়া ৬৬৯।

[৫৪৬] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১১৭৬, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৪৯, আদ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৪১।

ব্যাখ্যা : (وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ) আপনার রহমাতকে বিস্তৃত করুন। রহমাত দ্বারা উদ্দেশ্য কল্যাণকর ও বারাকাতপূর্ণ বৃষ্টি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ﴾

"মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমাত ছড়িয়ে দেন।"
(সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ২৮)

(وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ) 'মৃত জনপদকে সজীব করুন।' যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : "অতএব, তোমরা আল্লাহর রহমাতের ফল দেখে নাও কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর জীবিত করেন"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৫০)। আল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর তা দ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই"– (সূরাহ্ ফা-ত্বির ৩৫ : ৯)। অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন, "আর আমি বৃষ্টি দ্বারা মৃত জমিনকে জীবিত করি"– (সূরাহ্ ক্বাফ ৫০ : ১১)। হাদীস প্রমাণ করে ইস্তিসক্বার সময় সংশ্লিষ্ট দু'আ করা মুস্তাহাব।

١٥٠٧ -[١١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُوَاكِئُ فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مُرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ». قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৫০৭-[১১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ইস্তিসক্বার সলাতে হাত বাড়িয়ে এ কথা বলতে দেখেছি "হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও। যে পানি সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, অনিষ্টকারী নয়। দ্রুত আগমনকারী। বিলম্বকারী নয়।" (বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলতে না বলতেই) তাদের ওপর আকাশ বর্ষণ শুরু করে দিলো। (আবূ দাউদ)[৫৪৭]

ব্যাখ্যা : (مَرِيئًا) তৃপ্তিকর বৃষ্টিকর যার পরিণাম প্রশংসিত আর এমন বৃষ্টি যাতে কোন ক্ষতি নেই যেমন বন্যা ও বিল্ডিং ধ্বস ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٠٨ -[١٢] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِينٍ» ثُمَّ

---

[৫৪৭] সহীহ : আবূ দাউদ ১১৬৯, সহীহ আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫২।

رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأٰى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৫০৮-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনাবৃষ্টির কষ্টের কথা নিবেদন করল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদগাহে মিম্বার আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ মিম্বার আনা হলো। তিনি লোকজনদেরকে একদিন ঈদগাহে আসার জন্য সময় ঠিক করে দিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, নির্দিষ্ট দিনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সূর্যকিরণ দেখা দেবার সাথে সাথে ঈদগাহে চলে গেলেন। মিম্বারে আরোহণ করে তাকবীর দিলেন। আল্লাহ্র গুণকীর্তন বর্ণনা করে বললেন, তোমরা তোমাদের শহরের আকাল, সময় মতো বৃষ্টি না হবার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তা'আলা এখন তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করো। তিনি তোমাদের দু'আ কবূল করবেন বলে ওয়া'দা করেছেন। তারপর তিনি বললেন, *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন, আর্ রহমা-নির রহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ইয়াফ্'আলু মা- ইউরীদুল্ল-হুম্মা আন্তাল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তাল গনিয়্যু ওয়া নাহ্নুল ফুক্বারা-উ, আনযিল 'আলায়নাল গয়সা ওয়াজ্'আল মা- আন্যালতা লানা- ক্যুওয়াতান ওয়াবালা-গান ইলা-হীন"* (অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। তিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা, মেহেরবান ও ক্ষমাকারী। প্রতিদান দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি যা চান তা-ই করেন। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী। আর আমরা কাঙ্গাল, তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের ওপর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করো। আর যে জিনিস (বৃষ্টি) তুমি অবতীর্ণ করবে তা আমাদের শক্তির উপায় ও দীর্ঘকালের পাথেয় করো।)। এরপর তিনি তাঁর দু'হাত উঠালেন। এত উঠালেন যে, তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা দেখা গেল। তারপর তিনি জনগণের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিজের চাদর ঘুরিয়ে নিলেন। তখনো তার দু' হাত ছিল উঠানো। আবার লোকজনের দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বার হতে নেমে গেলেন। দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন মেঘের ব্যবস্থা করলেন। মেঘের গর্জন শুরু হলো। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশে বর্ষণ শুরু হলো। তিনি তাঁর মাসজিদ পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই বৃষ্টির ঢল নেমে গেল। এ সময় তিনি মানুষদেরকে বৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দৌড়াতে দেখে হেসে ফেললেন। এতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো দৃষ্টিগোচর হতে থাকল। তিনি (ﷺ) তখন বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আর আমি এ সাক্ষীও দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা ও রসূল। (আবূ দাউদ)[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ) ইস্তিস্ক্বার খুতবাহ্ প্রদানের জন্য মিম্বারের উপর আরোহণ করা মুস্তাহাব। এ মতে আছে আহমদ। ইবনু কুদামাহ্ বলেন, আবূ বাক্র বলেন, আবূ 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত সবাই একমত যে, ইস্তিস্ক্বারের খুতবাহ্ রয়েছে ও মিম্বারের উপর আরোহণ।

আর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর হাদীসে সুস্পষ্ট দলীল মেম্বার সলাতে ইস্তিস্ক্বার স্থানে নিয়ে যাওয়া এবং তার উপর উঠা।

---

[৫৪৮] হাসান : আবূ দাউদ ১১৭৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪০৯, সহীহ আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫২, শারহু মা'আনীর আসার ১৯০৬, ইবনু হিব্বান ৯৯১, ইরওয়া ৬৬৮।

(بَيَاضُ إِبِطَيْهِ) দু'বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। এটা প্রমাণ করে ইস্তিস্ক্বার দু'আয় দু'হাত অতিরঞ্জিত করে উঠানো মুস্তাহাব।

(ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ) অতঃপর তিনি তাঁর পিঠকে জনগণের দিকে ঘুরাতেন এটা ইঙ্গিত করে যে, সকল কিছু ছিন্ন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

١٥٠٩ -[١٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذْ قُحِطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫০৯-[১৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, লোকেরা অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর ওয়াসীলায় আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার নিকট এতদিন আমরা আমাদের নাবীর মধ্যমতা পেশ করতাম। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে। এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলা পেশ করছি। তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো। (বুখারী)[৫৪৯]

ব্যাখ্যা : (استسقى بالعباس) 'উমার (রাঃ) ইস্তিস্ক্বায় 'আব্বাস (রাঃ)-এর দু'আ ও সুপারিশের মাধ্যমে ওয়াসীলা করেছিলেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, ইস্তিস্ক্বার দু'আ ক্ষমা প্রার্থনার পরে তাঁর মাধ্যমে সুপারিশ করেছিলেন। আর 'আব্বাস (রাঃ) ও নাবী (ﷺ)-এর মাঝে ব্লাড কানেকশন বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং 'উমার (রাঃ) তাঁর মর্যাদা বিবেচনা করে অনুরোধ করলেন তিনি যেন সলাত আদায় করান, বিশেষ করে তার আত্মীয় সম্পর্ক রসূলের সাথে এটি যেন ওয়াসীলা হয় আল্লাহর রহমাত পাওয়ার। অন্য সানাদে হাদীসে এসেছে, 'উমার (রাঃ) যখন 'আব্বাস (রাঃ) ইস্তিস্ক্বার জন্য দু'আ কামনা করলেন তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তিনি শুধু পাপের কারণে বালা-মুসীবাত প্রেরণ করেন আর তা তাওবার মাধ্যমে দূরীভূত করেন আর জাতি আমার (দু'আর) মাধ্যমে আপনার প্রতি অভিমুখী হয়েছে আমার অবস্থান আপনার নাবীর কারণে। আমাদের এ হাতগুলো পাপ নিয়ে আপনার নিকট প্রসারিত করেছে আর আমাদের ভাগ্য আপনার কাছেই। সুতরাং আমাদেরকে সিক্ত করুন বৃষ্টির মাধ্যমে, অতঃপর আসমান পাহাড়ের মতো ঝুলিয়ে পড়ল তথা প্রচুর বৃষ্টি হল এমনকি জমিন প্রচুর উর্বর হল আর মানুষ তৃপ্তি সহকারে জীবন যাপন করল। ইবনু সা'ঈদ আরও অনেকে বলেছেন অনাবৃষ্টির বৎসর ছিল ১৮ হিজরীতে। হাজ্জের শুরুতে আরম্ভ হয়েছিল এবং নয় মাস ধরে এ অনাবৃষ্টি ছিল।

(اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا) হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে চাচ্ছি আপনার নাবীর দু'আর মাধ্যমে।

(نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا) এখন আমরা আমাদের নাবীর চাচার দু'আ ও সুপারিশের মাধ্যমে আপনার কাছে চাচ্ছি।

এ ঘটনাটি ভাল পরিবার ও নাবী (ﷺ)-এর পরিবারের নিকট সুপারিশ কামনা করা বৈধ তা প্রমাণ করে আর প্রমাণ করে 'আব্বাস (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ)-এর মযার্দা বিশেষ করে 'উমার (রাঃ) বিনয়ী ভাব 'উমার (রাঃ)-এর স্বীকৃতি 'আব্বাস (রাঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, কবর

---

[৫৪৯] **সহীহ :** বুখারী ১০১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪২৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৬৫।

পূজারীরা এ হাদীস দ্বারা তাদের বিদ্'আতী ওয়াসীলাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ তা প্রত্যাখ্যানযুক্ত। হাদীসে উল্লেখিত ওয়াসীলা অন্বেষণ করা দ্বারা জীবিত ব্যক্তি সত্ত্বার কাছে বা মৃত ব্যক্তির কাছে বা নাম উল্লেখ করে ওয়াসীলা করা উদ্দেশ্য না বরং ওয়াসীলাটা জীবিত ব্যক্তির দু'আ ও শাফা'আতের মাধ্যমে যা 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছেন। অনুরূপ মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর সাথে সহাবীরা ও তাবি'ঈরা ছিলেন তারা ইয়াযীদ বিন আস্‌ওয়াদ এর দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট চেয়েছিলেন। অনুরূপ ফুকাহারা, শাফি'ঈ, আহমাদ আরও অনেকে বলেন ইস্তিস্ক্বায় ভাল ব্যক্তির দু'আর মাধ্যমে ওয়াসীলা করা বৈধ বিশেষ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আত্মীয় হলে আরও ভাল। আর কোন বিদ্বানরা বলেননি যে, কোন ব্যক্তি বা নাবী বা নাবী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির ওয়াসীলার দ্বারা আল্লাহর কাছে বৈধ।

١٥١٠ ـ[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَرَجَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةً بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدِ اسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ النَّمْلَةِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

১৫১০-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, নাবীদের মধ্যে একজন নাবী ইস্তিস্ক্বার (সলাত) আদায়ের জন্য লোকজন নিয়ে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি পিপীলিকা দেখতে পেলেন। পিঁপড়াটি তাঁর দু'টি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ পিপীলিকাটি বৃষ্টির জন্য দু'আ করছে)। এ দৃশ্য দেখে উক্ত নাবী আলায়হিস সালাম লোকদেরকে বললেন, তোমরা ফিরে চলো। এ পিঁপড়াটির দু'আর কারণে তোমাদের দু'আ কবূল হয়ে গেছে। (দারাকুত্বনী)[৫৫০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে জানা যায় যে, আল্লাহর বড়ত্ব ও তাঁর ক্ষমতা এই তার অমুখাপেক্ষিতা। আরও জানা যায় যে, তাঁর মহানুভবতা, দয়া সকল সৃষ্টিজীবের ওপর এবং তাঁর জ্ঞান বিস্তৃত সকল অস্তিত্বের উপর। আর প্রাণী জগতরা তারাও আল্লাহর নিকট তাদের প্রয়োজন কামনা করে।

(٥٣) بَابٌ فِي الرِّيَاحِ

অধ্যায়-৫৩ : ঝড় তুফানের সময়

ঝড় তুফানের অধ্যায় ইস্তিস্ক্বার অধ্যায়ের পরে আনার কারণ হল ইস্তিস্ক্বা দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণের চাওয়া উদ্দেশ্য আর ঝড় তুফান অধিকাংশ সময় 'আযাব হিসেবে পতিত হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٥١١ ـ[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৫৫০] **য'ঈফ :** দারাকুত্বনী ১৭৯৭, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৮২৩। মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২১৫। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আওন রয়েছে যিনি আমার নিকট একজন অপরিচিত রাবী।

১৫১১-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি পূরবী বাতাস দিয়ে উপকৃত হয়েছি। আর 'আদ জাতি পশ্চিমা বাতাস দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)[৫৫১]

ব্যাখ্যা : খন্দাকের যুদ্ধে আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। হাদীসে হাওয়া দ্বারা বর্ণনার উদ্দেশ্য যে সবকিছু এবং উপাদানসমূহ পরিচালিত হয় আল্লাহর আদেশে এবং ইচ্ছায় এবং প্রকৃতবাদীদের ও ফেলোসোফার ও জ্ঞানীদের বিরুদ্ধে। বাতাস তার আদেশেই পরিচালিত হয় কখনও এ বাতাস তার আদেশ কোন জাতির ওপর সাহায্যে আবার কোন জাতির ওপর 'আযাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাদীসে আরও বর্ণনা করা হয়, ব্যক্তির ওপর আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছেন কৃতজ্ঞতার মন নিয়ে তা অন্যকে সংবাদ দেয়া অহংকারের মানসিকতা নিয়ে না।

١٥١٢ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫১২-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কখনো এতটা হাসতে দেখনি যাতে তাঁর আলা জিহ্বা দেখতে পেরেছি। তিনি মুচকী হাসতেন শুধু। তবে তিনি যখন ঝড়-তুফান দেখতেন তখন তার প্রভাব তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়েছে বলে বুঝা যেত। (বুখারী, মুসলিম)[৫৫২]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন, রসূল (ﷺ)-এর চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল এই ভয়ে যে, এই মেঘমালায় বা বাতাসে মানুষের ক্ষতি হবে। আর প্রমাণ করে যে, রসূল (ﷺ) অধিক হাসতেন না আর তিনি অহংকারী, অমনোযোগী ও অধিক আনন্দকারী ছিলেন না আর তাঁর মুচকী হাসি প্রমাণ করে হাসোজ্জ্বল চেহারা আর মেঘমালা দেখলে তাঁর ভীতির ছাপ অথবা বাতাস দেখলে সৃষ্টির উপর দয়া ও মহানুভবতা উদ্রেক হওয়া প্রমাণ করে যে, তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

١٥١٣ -[٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ» وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهٗ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: «لَعَلَّهٗ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا: هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف ٤٦: ٢٤]». وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيَقُوْلُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ «رَحْمَةً». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫১৩-[৩] উল্লেখিত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলে নাবী (ﷺ) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রহা- ওয়া খয়রা মা- ফীহা- ওয়া খয়রা মা- উর্সিলাত বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্রিহা- ওয়া শার্রি মা- ফীহা- ওয়া শার্রি মা- উর্সিলাত বিহী"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ ঝড়ো হাওয়ার কল্যাণের দিক কামনা করছি। কামনা করছি এর

---

[৫৫১] **সহীহ :** বুখারী ১০৩৫, ৩২০৫, ৩৩৪৩, ৪১০৫, মুসলিম ৯০০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩১৬৪৬, আহমাদ ২০১৩, ইবনু হিব্বান ৬৪২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৮৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৪৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৭৬২।

[৫৫২] **সহীহ :** বুখারী ৪৮২৮, ৪৮২৯, মুসলিম ৮৯৯, আবূ দাউদ ৫০৯৮, আহমাদ ২৪৩৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৬২।

মধ্যে যা কিছু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যে কারণে এ ঝড়ো হাওয়া পাঠানো হয়েছে সে কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট এর ক্ষতির দিক থেকে এবং এতে যা কিছু ক্ষতি নিহিত আছে এবং যে ক্ষতির জন্য তা পাঠানো হয়েছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।)। ('আয়িশাহ্ বলেন) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি বিপদের ভয়ে একবার বের হয়ে যেতেন। আবার প্রবেশ করতেন। কখনো সামনে আসতেন। কখনো পেছনে সরতেন। বৃষ্টি শুরু হলে তার উৎকণ্ঠা কমে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, একবার 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উৎকণ্ঠা অনুভূত হলে তিনি তাঁর নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ্! এ ঝড়ো হাওয়া এমনতো হতে পারে যা 'আদ জাতি ভেবে ছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন, "তারা যখন একে তাদের মাঠের দিকে আসতে দেখল, বললো, এটা তো মেঘ। আমাদের ওপর পানি বর্ষণ করবে"– (সূরাহ্ আল আহ্ক্বাফ ৪৬ : ২৪)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখলে বলতেন, এটা আল্লাহ্র রহ্মাত। (বুখারী, মুসলিম)[৫৫৩]

ব্যাখ্যা : ﴿هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ এটাতো মেঘ এটা আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আল্লাহ তা'আলার তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেন, বরং এটা সে মেঘ যে 'আযাবের ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে তাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوْا لَا يُرٰى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ﴾

"তার পালনকর্তার আদেশ সেসব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।" (সূরাহ্ আল আহ্ক্বাফ ৪৬ : ২৫)

আর হাদীসে ভয়ানক পরিবেশের সময় আল্লাহকে ভয় ও তাঁরই কাছে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে নাবী ﷺ-এর ভয় ছিল কোন পাপকারীর পাপের কারণে 'আযাবের সম্মুখীন হতে পারে। আরও হাদীসে স্মরণ করে দেয়া হয়েছে ইতিপূর্বের জাতিরা পতিত 'আযাবের বিষয়ে বেখেয়াল ছিল।

١٥١٤ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾» الْاٰيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫১৪-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার বললেন : গায়বের চাবি পাঁচটি। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ, যাঁর নিকট রয়েছে ক্বিয়ামাতের জ্ঞান। আর তিনিই পাঠান মেঘমালা-বৃষ্টিধারা"– (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩৪)। (বুখারী)[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : বায়যাবী বলেন : গায়েব তথা অদৃশ্য এমন বিষয় যা ইন্দ্রিয়শক্তি তাকে জানতে পারে না এবং বুদ্ধির স্বাভাবিকতাও অনুভব করতে পারে না। আর এটা দু'প্রকার এক প্রকারের ক্ষেত্রে কোন দলীল নেই আর এটা আল্লাহর তা'আলার এ বক্তব্যের অর্থ-

﴿وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

"তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।"

(সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৫৯)

---

[৫৫৩] **সহীহ :** বুখারী ৪৮২৯, মুসলিম ৮৯৯ (১৫), সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৬৩, সহীহ আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৭৫৩।

[৫৫৪] **সহীহ :** বুখারী ৪৭৭৮, আহমাদ ৪৭৬৬।

আর দ্বিতীয় প্রকার হল যার স্বপক্ষে আকলী ও নাকলী দলীল রয়েছে যেমন প্রস্তুতকারী তার বৈশিষ্ট্য। ক্বিয়ামাত দিবস ও তাঁর চিত্র ইত্যাদি আর এটা এ আয়াত ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩)

١٥١٥ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫১৫-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বৃষ্টি না হওয়া প্রকৃত দুর্ভিক্ষ নয়। বরং প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হলো, তোমরা বৃষ্টির পর বৃষ্টি লাভ করতে থাকবে অথচ মাটি ফসল উৎপাদন করবে না। (মুসলিম)[৫৫৫]

ব্যাখ্যা : (أن تمطروا وتمطروا، ولا تنبت الأرض شيئًا) তোমাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষিত হবে আর তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হবে অথচ জমিন কোন কিছুর উৎপাদান করবে না। তথা তোমরা ধারণা কর না যে রিয্ক্ব ও বারাকাত শুধুমাত্র বৃষ্টিতে বরং রিয্ক্ব আল্লাহর পক্ষ হতে এবং এমন বৃষ্টি রয়েছে যাতে কোন উৎপাদিত হয় না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٥١٦ - [٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

১৫১৬-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি। বাতাস আল্লাহ্র তরফ থেকে আসে। এ বাতাস রহ্মাত নিয়েও আসে। আবার আযাব নিয়েও আসে। তাই একে গাল মন্দ দিও না। বরং আল্লাহ্র কাছে এর কল্যাণের দিক কামনা করো ও মন্দ হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও। (শাফি'ঈ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী'র দা'ওয়াতুল কাবীর)[৫৫৬]

ব্যাখ্যা : মাজহার বলেন, (الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ) আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হল বাতাস আল্লাহর পক্ষ হতে আসে। এখানে (رَوْحِ اللهِ) দ্বারা আল্লাহর রহমাত বুঝানো হয়েছে বাতসের মধ্যে ভয়াবহ শাস্তি ও ক্ষতি নিহিত থাকা সত্ত্বেও বাতাসকে রহমাত হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয় :

১। প্রবাহিত বাতসের মধ্যে রয়েছে কাফিরদের জন্য 'আযাব এবং মু'মিনদের জন্য রহমাত যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ আল আন্'আমে ইরশাদ করেন, "অতঃপর যালিমদের মূল শিকড় কর্তিত হল সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৪৫)।

---

[৫৫৫] সহীহ : মুসলিম ২৯০৪, আহমাদ ৮৭০৩, ইবনু হিব্বান ৯৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৮০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৪৪৭।

[৫৫৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৫০৯৭, মুসনাদে আশ্ শাফি'ঈ ৫০৪, ইবনু মাজাহ্ ৩৭২৭, আহমাদ ৭৬৩১, ইবনু হিব্বান ১০০৭, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৫৬৪, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৬৭।

২। روح অর্থ رحمة নয় বরং رائح, অর্থ অনুগ্রহ প্রদানকারী। অতএব এ পরিসরে হাদীসাংশের অর্থ হবে বাতাস সে বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহর পক্ষ হতে আগমন করে যা কখনো সৃষ্টি জগতের উপর শাস্তি বহন করে আনে আবার কখনো রহমাত তথা অনুগ্রহ নিয়ে আসে। যার জন্য হাদীসে বাতাসকে গালমন্দ না করে এর মন্দ দিক হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর এটা আল্লাহর পক্ষ হতে শিক্ষা আর এ শিক্ষাই বান্দার ওপর রহমাত স্বরূপ।

١٥١٧ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৫১৭-[৭] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর সামনে বাতাসকে অভিসম্পাত করল। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, বাতাসকে অভিসম্পাত করো না। কারণ তারা আজ্ঞাবহ। আর যে ব্যক্তি এমন কোন জিনিসকে অভিশাপ দেয় যে জিনিস অভিশাপ পাবার যোগ্য নয়। এ অভিশাপ তার নিজের ওপর ফিরে আসে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)[৫৫৭]

١٥١٨ -[٨] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৫১৮-[৮] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা বাতাসকে গালি-গালাজ করো না। বরং তোমরা যখন (এতে) মন্দ কিছু দেখবে বলবে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে এ বাতাসের কল্যাণ দিক কামনা করছি। এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এবং যে জন্য তাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তার ভাল দিক চাই। আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই, এ বাতাসের খারাপ দিক হতে। যত খারাপ এতে নিহিত রয়েছে তা হতেও। এ বাতাস যে জন্য নির্দেশিত হয়েছে তার মন্দ দিক হতেও। (তিরমিযী)[৫৫৮]

١٥١٩ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [القمر ٥٤ : ١٩]، و ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات ٥١ : ٤١] ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر ١٥ : ٢٢] و ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ [الروم ٣٠ : ٤٦]. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ».

১৫১৯-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু করলে নাবী (সাঃ) হাঁটু ঠেক দিয়ে বসতেন আর বলতেন, "হে আল্লাহ! এ বাতাসকে তুমি রহ্‌মাতে রূপান্তরিত

---

[৫৫৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৯৭৮, আবূ দাউদ ৪৯০৮, ইবনু হিব্বান ৫৭৪৫।

[৫৫৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২২৫২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২১৯, আহমাদ ২১১৩৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৭৫৬।

করো। 'আযাবে পরিণত করো না। হে আল্লাহ! একে তুমি বাতাসে পরিণত করো। ঝড়-তুফানে পরিণত করো না।" ইবনু 'আব্বাস বলেন, আল্লাহর কিতাবে রয়েছে : আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি"– (সূরাহ্ আল ক্বামার ৫৪ : ১৯)। "আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অকল্যাণকর বাতাস"– (সূরাহ্ আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ৪১)। "আমি বৃষ্টি-সঞ্চারী বাতাস প্রেরণ করি"– (সূরাহ্ আল হিজ্র ১৫ : ২২)। "তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দানের জন্য"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৪৬)। (শাফি'ঈ, বায়হাক্বী'র দা'ওয়াতুল কাবীর)[৫৫৯]

ব্যাখ্যা : খাত্ত্বাবী বলেন, নিশ্চয় যখন মৃদু বাতাস প্রচুর হয় মেঘ টেনে আনে আর প্রচুর বৃষ্টি হয় তখন শস্য ও বৃক্ষরাজি বৃদ্ধি হয় আর যখন মৃদু বাতাস প্রচুর হয় না আর এক ঝড় তুফান হয় তখন এ ঝড় হয় বন্দা। তাই 'আরাবরা বলে এ ঝড় বৃষ্টি বর্ষাবে না।

١٥٢٠ -[١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَبْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ: «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ» فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللهَ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: «اللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ

১৫২০-[১০] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আকাশে মেঘ দেখলে কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে তার দিকেই নিবিষ্টচিত্ত হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা- ফীহি"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। এতে যে মন্দ রয়েছে তা হতে।)। এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করতেন। আর যদি বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হত বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা সাক্বয়ান না-ফি'আনা-"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি কল্যাণকর পানি দান করো)। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, শাফি'ঈ; শব্দাবলী তাঁর)[৫৬০]

١٥٢١ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: «اللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৫২১-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের শব্দ শুনলে বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা লা- তাক্বতুলনা- বিগাযাবিকা ওয়ালা- তুহলিকনা- বি'আযা-বিকা ওয়া 'আ-ফিনা- ক্বলা যা-লিকা"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার গজব দ্বারা মৃত্যু দিও না এবং তোমার 'আযাব দ্বারা ধ্বংস করো না। বরং এ অবস্থার আগেই তুমি আমাদের নিরাপত্তার বিধান করো।)। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, তিনি [ইমাম তিরমিযী] বলেন, হাদীসটি গরীব)[৫৬১]

---

[৫৫৯] **খুবই দুর্বল :** মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৫০২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৬৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৪৬১। শায়খ **আলবানী** (রহঃ) বলেন, হাদীসের সানাদে আল 'আলা বিন রাশিদ একজনে অপরিচিত রাবী এবং তার সাগরেদ ইবরাহীম **বিন আবী** ইয়াহইয়া একজন মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত রাবী।

[৫৬০] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৮৮৯, মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৫০১, আবূ দাউদ ৫০৯৯, নাসায়ী ১৮৩০।

[৫৬১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৪৫০, কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫৯৯, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১০৪২, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৪২১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২১৭, আহমাদ ৫৭৬৩। মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৭৭২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৭০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৭০। শায়খ আলবানী (রহঃ) বরেন, প্রায় প্রত্যেক হাদীসের সানাদেই আবুল মাতর **রয়েছে** যাকে হাফিয ইবনু হাজার তার তাকরীবে মাজহূল বলে অবহিত করেছেন। আর বায়হাক্বীর সানাদে হাজ্জাজ বিন **আরতাত্ব** রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٢٢ - [١٢] عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ. رَوَاهُ مَالِكٌ (لم تتمّ دراسته)

১৫২২-[১২] 'আমির ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে সত্তার যার পবিত্রতা বর্ণনা করে "মেঘের গর্জন, তার প্রশংসাসহ ফেরেশ্‌তাগণও তার ভয়ে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করেন"। (ইমাম মালিক)[৫৬২]

---

[৫৬২] **সহীহুল ইসনাদ :** মুয়াত্তা মালিক ৩৬৪১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৭১, সহীহ আদাবুল মুফারাদ ৭২৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫৭।

(٥) كِتَابُ الْجَنَائِزِ
পর্ব-৫ : জানাযা

অধিকাংশ লেখকবৃন্দ এর মধ্যে মুহাদ্দিসগণ ও ফুকাহারা জানাযাহ্ পর্বকে সলাতের পরে এনেছেন। কেননা মৃত ব্যক্তির সাথে গোসল, কাফন ইত্যাদি ক্রম করা হয় বিশেষ করে তার ওপর সলাত আদায় করা হয় যেখানে তার জন্য ক্ববরের 'আযাব হতে মুক্তি পাওয়ার উপকারিতা বিদ্যমান থাকে। কারো মতে মানুষের দু' অবস্থা একটি জীবিত অপরটি মৃত অবস্থা আর প্রত্যেকটির সাথে সম্পর্ক থাকে 'ইবাদাত ও মু'আমিলাতের হুকুম-আহকাম। আর গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত হচ্ছে সলাত। সুতরাং যখন জীবিতকালীন সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম হতে মুক্ত হল তখন মৃত্যুকালীন সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা করা হল তন্মধ্যে সলাত ও অন্যান্য বিষয়।

কারো মতে, জানাযার সলাত শুরু হয়েছে হিজরীর প্রথম বৎসরে, সুতরাং যারা মাক্কায় মারা গেছে তাদের ওপর সলাত আদায় হয়নি।

(١) بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَثَوَابِ الْمَرَضِ
অধ্যায়-১ : রোগী দেখা ও রোগের সাওয়াব

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٥٢٣ - [١] عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫২৩-[১] আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্ষুধাতুরকে খাবার দিও, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেও, বন্দী ব্যক্তিকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করো। (বুখারী)[৫৬৪]

ব্যাখ্যা : ক্ষুধার্থকে খাদ্য দান করা ভাল অথবা ওয়াজিব যদি ক্ষুধার্থ ব্যক্তি ক্ষুধার জালায় কাতর হয়। কারও মতে সুন্নাহ। কাতর না হলে আর কাতর হলে ফারযে কিফায়াহ্। রুগ্নকে দেখাশোনা বা সেবা-শুশ্রুসা করার লোক থাকে তাহলে দেখতে যাওয়া এবং খোঁজ-খবর নেয়া সুন্নাত আর যদি কেউ না থাকে তাহলে তত্ত্বাবধান করা ওয়াজিব। তবে ইমাম বুখারী আদেশসূচক ভাষ্য দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং অধ্যায় বেঁধেছেন بَابُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ 'রোগী ব্যক্তিকে দেখাশুনা ও খোঁজ-খবর নেয়া ওয়াজিব' অধ্যায়।

---

[৫৬৪] সহীহ : বুখারী ৫৩৭৩, ৫৬৪৯, আবূ দাউদ ৩১০৫, আহমাদ ১৯৫১, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৮৬১৮, ইবনু হিব্বান ৩৩২৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৭৫।

রোগী দেখার আদাব বা বৈশিষ্ট্য :

১। রোগীর পাশে বেশিক্ষণ অবস্থান না করা যাতে সে বিরক্ত হয় অর্থাৎ তার পরিবারের কষ্ট হয় আর যদি অবস্থান করা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে বাধা নেই।

২। রোগীর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিবে এবং নম্রভাবে কথা বলবে ও সান্ত্বনা দিবে হতে পারে এর মাধ্যমে রোগী নিজেকে প্রাণবন্ততা ও নবশক্তি অনুভব করবে।

বন্দীকে মুক্ত কর : মুসলিম বন্দীকে কাফিরের হাত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা অথবা অন্যায়ভাবে আটককৃত বন্দীকে মুক্তির ব্যবস্থা করা। কারো মতে বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করা ফারযে কিফায়াহ্। কারো মতে অর্থ হল দাসমুক্ত করা।

١٥٢٤ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫২৪-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলিমের ওপর আর এক মুসলিমের পাঁচটি হাক্ব বর্তায়। (১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রোগ হলে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় শামিল হওয়া, (৪) দা'ওয়াত গ্রহণ করা ও (৫) হাঁচির জবাব দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)[৫৬৫]

ব্যাখ্যা : সালামের জবাব দেয়া ফার্‌যে আইন একজন হলে আর জামা'আতবদ্ধ হলে ফার্‌যে কিফায়াহ্। জানাযায় অংশগ্রহণ বলতে সলাতুল জানাযাহ্ শেষে দাফনের উদ্দেশে লাশের পেছনে চলা। তবে এটা ফার্‌যে কিফায়াহ্। দা'ওয়াত কবূল করা শারী'আত অনুমোদিত যদি কোন প্রকার শার'ঈ বা অন্য কোন বাধা না থাকে আর এটা ওয়ালীমার চেয়েও ব্যাপক। হাঁচির জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে।

١٥٢٥ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫২৫-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমের ওপর মুসলিমের ছয়টি হাক্ব (অধিকার) আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এ অধিকারগুলো কি কি? জবাবে তিনি বলেন, (১) কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে, সালাম দেবে, (২) তোমাকে কেউ দা'ওয়াত দিলে, তা কবূল করবে, (৩) তোমার কাছে কেউ কল্যাণ কামনা করলে তাকে কল্যাণের পরামর্শ দেবে, (৪) হাঁচি দিলে তার জবাব *ইয়ার্‌হামুকাল্ল-হ* বলবে, (৫) কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাবে, (৬) কারো মৃত্যু ঘটলে তার জানাযায় শারীক হবে। (মুসলিম)[৫৬৬]

---

[৫৬৫] **সহীহ :** বুখারী ১২৪০, মুসরিম ২১৬২, আহমাদ ১০৯৬৬, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৯৯৭৮, আমালুল ইওয়ামে ওয়াল লায়লাহ্ ২২১, ইবনু হিব্বান ২৪১, সহীহ আত্ তারগীব ২১৫৬, সহীহ আল জামি' ৩১৫০।

[৫৬৬] **সহীহ :** মুলিম ২১৬২, আহমাদ ৮৮৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৯০৯, শু'আবুল ঈমান ৮৭৩৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪০৫, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৯৯১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৯৪, সহীহ আল জামি' ৩১৫১।

ব্যাখ্যা : نَصِيْحَةَ 'নাসীহাহ্' এর নাসীহাত কৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা করা তিরমিযী ও নাসায়ীর বর্ণনা এসেছে যে, যখন অনুপস্থিত ও উপস্থিত থাকবে সকল অবস্থায় কল্যাণ কামনা করবে। এ হাদীস পূর্বের হাদীসের বিরোধী নয়, সংখ্যায় অতিরিক্তটি গ্রহণযোগ্য।

١٥٢٦ -[٤] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهٗ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْاٰخِرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫২৬-[৪] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদেরকে সাতটি আদেশ ও সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন– (১) রোগীর খোঁজ-খবর নিতে, (২) জানাযায় শারীক হতে, (৩) হাঁচির *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*'র জবাবে *ইয়ারহামুকাল্ল-হ* বলতে, (৪) সালামের জবাব দিতে, (৫) দা'ওয়াত দিলে তা কবূল করতে, (৬) কসম করলে তা পূর্ণ করতে, (৭) মাযলূমের সাহায্য করতে। এভাবে তিনি আমাদেরকে (১) সোনার আংটি পরতে, (২) রেশমের পোশাক, (৩) ইস্তিবরাক [মোটা রেশম], (৪) দীবাজ [পাতলা রেশম] পরতে, (৫) লাল নরম গদীতে বসতে, (৬) ক্বাস্‌সী ও (৭) রূপার পাত্র ব্যবহার করতে। কোন কোন বর্ণনায়, রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রূপার পাত্রে পান করবে আখিরাতে সে তাতে পান করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৫৬৭]

ব্যাখ্যা : الْقَسِّيِّ 'ক্বাস্‌সী' সহীহুল বুখারীতে পোশাক অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা এসেছে যে এমন কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় যা শাম (সিরিয়া) অথবা মিসর হতে আনা হত। (তৎকালে) জাযারী বলেন : মিসর হতে আমদানীকৃত রেশমযুক্ত কাত্তানী তাঁত কাপড়। রূপার পাত্র হারাম সোনার পাত্র আরও বেশি হারাম। অন্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে তা হারাম করেছে। আর এটা হারাম অপচয় ও অহংকারের জন্য। খাত্ত্বাবী বলেন, এ বিষয়গুলো হুকুমের বিধানের ভিন্নতা রয়েছে। 'আম, খাস এবং ওয়াজিব। সুতরাং সোনার আংটি অনুরূপ যা উল্লেখ্য রেশম ও দিবাজ পরিধান করা খাস করে পুরুষের জন্য হারাম। আর রৌপের পাত্র 'আম্‌ভাবে পুরুষ, মহিলা সকলের জন্য হারাম, কেননা তা অপচয় ও অহংকারের পথ।

١٥٢٧ -[٥] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫২৭-[৫] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোন মুসলিম তার অসুস্থ কোন মুসলিম ভাইকে দেখার জন্য যখন চলতে থাকে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে। (মুসলিম)[৫৬৮]

---

[৫৬৭] **সহীহ** : বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৫০, ৫৮৪৯, ৬২২২, মুসলিম ২০৬৬, আত্ তিরমিযী ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৫৩০৯, আহমাদ ১৮৫০৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৯২৪, সুনানুল কুবরা লিল নাসায়ী ২০৭৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৮৪৬।

[৫৬৮] **সহীহ** : মুসলিম ২৫৬৮, আত্ তিরমিযী ৯৬৭, আহমাদ ২২৪৪৪, ইবনু হিব্বান ২৯৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৭৫, সহীহ আল জামি' ১৯৪৮।

ব্যাখ্যা : (خُرْفَةٌ) এমন ফল যখন তা পাকে বা পরিপক্ক হয়।

এখানে উদ্দেশ্য হল রাস্তা তথা রুগীকে দেখতে যাওয়া ব্যক্তি এমন এক রাস্তায় হাঁটছে যে রাস্তা তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে রোগীকে দেখতে যাওয়া ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে রয়েছে যতক্ষণ না ফিরে।

١٥٢٨ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهٗ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهٗ؟ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهٗ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهٖ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهٗ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫২৮-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন বলবেন, হে বানী আদাম! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমাকে কিভাবে দেখতে যাব? তুমি তো বিশ্বজাহানের রব! আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, আমাকে অবশ্যই তার কাছে পেতে। হে আদাম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি তোমাকে কিভাবে খাবার দিতাম? তুমি তো বিশ্বজাহানের রব। আল্লাহ বললেবন, তুমি কি জানো না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল? তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, সে সময় যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তাহলে তা এখন আমার কাছে পেতে? হে বানী আদাম! আমি তোমার কাছে পিপাসা নিবারণের জন্য পানি চেয়েছিলাম। তুমি পানি দিয়ে তখন আমার পিপাসা নিবারণ করোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে তোমার পিপাসা নিবারণ করতাম? তুমি তো বিশ্বজাহানের রব। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তখন তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি সে সময় তাকে পানি দিতে, তাহলে তা এখন আমার কাছে পেতে। (মুসলিম)[৫৬৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) নিশ্চয় ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মালাকের যবান দ্বারা অথবা সরাসরি আল্লাহ নিজেই আদামের সন্তানদের ভর্ৎসনা করবেন তাঁর বন্ধুদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কারণে।

(يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ) "আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে আসোনি।"

---

[৫৬৯] সহীহ : মুসলিম ২৫৬৯, ইবনু হিব্বান ৯৪৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৫১৭, সহীহ আত্ তারগীব ৯৫২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১৯১৬।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : পীড়িত দ্বারা বান্দার পীড়িত উদ্দেশ্য নিয়েছেন আর আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্বোধনের উদ্দেশ্য হল ঐ বান্দার সম্মানের জন্য, অতঃপর তাকে নিজের মর্যাদার সাথে জড়িত করেছেন। মুদ্দা কথা যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে যেন আল্লাহরই সাক্ষাৎ করে।

(كَيْفَ أَعُوْدُكَ) আপনি কিভাবে অসুস্থ হবেন আর আমি দেখতে যাব। অথচ আপনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক আর প্রতিপালক তো তিনিই যিনি বাদশা, নেতা, ব্যবস্থাপক, প্রতিপালক এবং নি'আমাত দানকারী আর এ গুণাবলীগুলো অসুস্থতা, ক্ষতি, প্রয়োজন হওয়া, ধ্বংস হওয়া ইত্যাদীর বিপরীত।

(أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ) তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয় আমাকে তার নিকট পেতে। তথা তুমি পেতে আমার সন্তুষ্টি, প্রতিদান ও করুণা। অনুরূপ সম্পূর্ণ হাদীসের অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, তুমি যদি খাওয়াতে আমার নিকট প্রতিদান পেতে। ত্বীবী বলেন, হাদীসের এ অংশ ইঙ্গিত করে যে, রোগীকে দেখতে যাওয়া অধিক পুণ্যের কাজ খাওয়া ও পান করানোর চেয়ে।

١٥٢٩ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» فَقَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: كَلَّا بَلْ حُمّٰى تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ. فَقَالَ: «فَنَعَمْ إِذَنْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫২৯-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার একজন অসুস্থ বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর কোন রোগীকে দেখতে গেলে তিনি বলতেন, 'ভয় নেই, আল্লাহ চান তো তুমি খুব শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবে। এ রোগ তোমার পবিত্র হবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি বেদুঈনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, তুমি ভাল হয়ে যাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় এটা তোমার পবিত্র হবার কারণ হয়ে যাবে।' তাঁর কথা শুনে বেদুঈন বলল, কক্ষনো নয়। বরং এটা এমন এক জ্বর, যা একজন বৃদ্ধ লোকের শরীরে ফুঁটছে। এটা তাকে ক্ববরে নিয়ে ছাড়বে। তার কথা শুনে এবার নাবী (ﷺ) বললেন, আচ্ছা, তুমি যদি তাই বুঝে থাক তবে তোমার জন্য তা-ই হবে। (বুখারী)[৫৭০]

ব্যাখ্যা : কারও মতে বেদুঈন ব্যক্তির নাম ক্বায়স বিন আবু হাযিম।

(لَا بَأْسَ) তথা তোমার ওপর এ অসুস্থে কোন আশংকা ও দুর্বলতা নেই। ইবনু হাজার বলেন, নিশ্চয় অসুস্থতা গুনাহকে মিটিয়ে দেয় যদি সুস্থতা অর্জিত হয় তাহলে দু'টি উপকার হয় আর তা না হলে গুনাহ মিটানোর মাত্রা আর বেশী অর্জিত হয়। (طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ) শব্দ দ্বারা দু'আ প্রমাণিত হয় সংবাদ হয় না।

(فقال له) বেদুঈন লোকটি রসূল (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি বলছেন পবিত্রতার কারণে হবে। (كَلَّا) কখনও না তথা পবিত্রতার কারণ হবে না। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, বিষয়টি তেমন যা তুমি বল অথবা তুমি বলবে না যে তার কথা কুফ্‌রী হওয়া ও কুফ্‌রী না হওয়া উভয় সম্ভবনা রয়েছে। এর সমর্থনে বলা যায় যে, গ্রামটি বেদুঈন লোকটি কঠিনপ্রকৃতির ছিল তার ইচ্ছা ছিল না মুরতাদ হওয়া বা মিথ্যা বলার। আর সে হতাশা বা নিরাশার সীমানায় পৌঁছেনি।

(تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ) গরমের তীব্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল তার শরীর যেন টগবগ করছিল যেমন পাতিল টগবগ করে। (إِذًا) হ্যাঁ তবে (তোমার জন্য) তা হবে।

---

[৫৭০] সহীহ : বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ইবনু হিব্বান ২৯৫৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৭১৮।

ত্বীবী বলেন, আমি তোমাকে আমার এ বক্তব্য (لا بأس عليك) (তোমার কোন ভয় বা আশংকা নেই) দ্বারা পথ দেখাচ্ছি যে, তোমার জ্বর তোমাকে তোমার গুনাহ হতে পবিত্র করাবে, সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং এর জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অতঃপর তুমি অস্বীকার করলে কিন্তু নিরাশা ও কুফরী ব্যক্ত করলে তেমনটি হবে যেমনটি তুমি ধারণা করেছ। এটা দ্বারা নিজকে যথেষ্ট মনে করলে না বরং আল্লাহর নি'আমাতকে প্রত্যাখ্যান করলে আর তুমি নি'আমাতের মধ্যে ছিলে তাকে রসূল ﷺ রাগতস্বরে বললেন ইবনু তীন বলেন : সম্ভবত রসূল ﷺ তার বিরুদ্ধে বদ্‌দু'আ স্বরূপ বলেছেন।

আবার কেউ বলেছেন, হতে পারে রসূল ﷺ জানতে পেরেছেন যে, এ অসুখে মারা যাবে, সুতরাং তিনি দু'আ করছিলেন এই জ্বর যেন তার গুনাহ দূরীভূত হওয়ার কারণ হয়; অতঃপর সে মারা গেল। হতে পারে রসূল ﷺ জানতেন যে বেদুঈন লোকটি এমনটি জবাব দিবে। ত্বাবারানীতে অতিরিক্ত শব্দ এসেছে

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَبَيْتَ فَهِيَ كَمَا تَقُوْلُ قَضَاءُ اللهِ كَائِنٌ فَمَا أَمْسٰى مِنَ الْغَدِ إِلَّا مَيِّتًا.

নাবী ﷺ বেদুঈন লোকটিকে বললেন, যখন তুমি প্রত্যাখ্যান করলে তেমনটি হবে যেমনটি তুমি ধারণা করেছ পরের দিন সন্ধ্যায় লোকটি মারা গেছে।

হাদীসের শিক্ষা :

* বাদশার জন্য তার প্রজার কোন ব্যক্তি রুগী হলে তাকে দেখতে যাওয়া সম্মানহানী নয়, 'আলিমের জন্য সম্মানহানী নয়, অজ্ঞ রুগী ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বরং তাকে শিক্ষা দিবে স্মরণ করাবে যা তার উপকার আসবে এবং তাকে ধৈর্যের শিক্ষা দিবে যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ভাগ্যের প্রতি তার রাগ না জন্মে এর জন্য আল্লাহও রাগ না করে তার প্রতি এবং তাকে সান্ত্বনা দিবে ব্যথা হতে। বরং তাকে ঈর্ষা করাবে তার রোগের জন্য অন্যের প্রতি তার এবং তার পরিবারের ওপর মুসীবাত আসাতে।

* আর রুগী ব্যক্তির উচিত হবে সে সাক্ষাৎ প্রার্থীর উপদেশ ভালভাবে গ্রহণ করবে এবং যে এ সমস্ত উপদেশ দিবে চমৎকার জবাব তাকে দিবে।

١٥٣٠ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكٰى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৩০-[৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো অসুখ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত রোগীর গায়ে বুলিয়ে দিয়ে বলতেন, হে মানুষের রব! এ ব্যক্তির রোগ দূর করে দিন। তাকে নিরাময় করে দিন। নিরাময় করার মালিক আপনিই। আপনার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় নেই। এমন নিরাময় যা কোন রোগকে বাকী রাখে না। (বুখারী, মুসলিম)[৫৭১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য মতে ডান হাত দিয়ে রুগী ব্যক্তিকে মাসাহ করা ভাল এবং তার জন্য দু'আ করা। ইমাম নাবাবী বলেন : কিতাবুল আযকারে আমি অনেক সহীহ দু'আসমূহের বর্ণনা একত্রিত করেছি আর এই দু'আটি হচ্ছে তন্মধ্যে রুগী ব্যক্তির জন্য রোগমুক্তি কামনা করে দু'আ করা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে.

---

[৫৭১] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৫০, মুসলিম ২১৯১, ইবনু মাজাহ্ ৩৫২০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪৯০, আহমাদ ২৪৭৭৬, সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৭৪৬৬, ইবনু হিব্বান ২৯৭১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৯০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৪৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১৩০৩।

এজন্য যে, অসংখ্য হাদীসে এসেছে রোগ গুনাহসমূহের কাফফারাহ্ তথা গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয় এর প্রতিদান রয়েছে। এর জবাব মূলত দু'আ একটি 'ইবাদাত, কেননা তা সাওয়াব ও কাফফারার বিরোধী না দু'টিই অর্জিত হয় রোগের প্রথম অবস্থায় এবং তার উপর ধৈর্য ধরার মাধ্যমে দু'আকারী উত্তমভাবে ব্যক্ত করে থাকেন, হতে পারে তার জন্য তার উদ্দেশ্য সফল হবে অথবা এর পরিবর্তে উপকার আসবে বা ক্ষতি দূরীভূত হবে। আর প্রত্যেকটিই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ।

١٥٣١ -[٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُصْبُعِهِ: «بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৩১-[৯] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মানুষ তার দেহের কোন অংশে ব্যথা পেলে অথবা কোথাও ফোড়া কিংবা বাঘী উঠলে বা আহত হলে আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর ঐ স্থানে তাঁর আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে বলতেন, *"বিস্‌মিল্লা-হি তুর্‌বাতু আর্‌যিনা- বিরীক্বাতি বা'যিনা- লিইউশ্‌ফা- সাক্বীমুনা- বিইয্‌নি রব্বিনা-"* (অর্থাৎ আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি আমাদের কারো মুখের থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের মহান রবের নির্দেশে)। (বুখারী, মুসলিম)[৫৭২]

ব্যাখ্যা : (بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا) 'আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি আমাদের কারও থুথুর সাথে মিশে' এটা প্রমাণ করে ঝাড়ফুঁকের সময় থুথু ফেলা বৈধ।

ইমাম নাবাবী বলেন, এখানে আমাদের জমিন দ্বারা উদ্দেশ্য জমিনের সমষ্টি তথা যে কোন জমিন।

কারও মতে : মাদীনার জমিন নির্দিষ্ট কর খাস তার বারাকাতের জন্য। থুথু বলতে সামান্য থুথু।

(بَعْضِنَا) আমাদের কেউ বলতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) উদ্দেশ্য তাঁর থুথু শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য, সুতরাং এটা তাঁর জন্যই খাস। এ বক্তব্যটিতে আপত্তি আছে।

নাবাবী বলেন : হাদীসের ভাষ্যমতে যে নিজের থুথু শাহাদাত আঙ্গুলে নিবে, অতঃপর তা মাটিতে রাখবে এবং তা হতে কিছু আঙ্গুলের সাথে মিশাবে, অতঃপর তা দ্বারা ক্ষতস্থানে বা পীড়িত স্থানে মাসাহ করবে আর মাসাহের সময় এই বাক্যগুলো (بِسْمِ اللهِ.....) পড়বে। আমি ভাষ্যকার বলি : এটা মাদীনার মাটি বা নাবী (ﷺ)-এর সাথে নির্ধারিত না বরং পৃথিবীর যে কোন জমিন ও সামান্য থুথু যে ঝাড়ফুঁক করবে। সুতরাং এমনটি করা বৈধ বরং এটা করা মুস্তাহাব ঝাড়ফুঁকের সময় প্রত্যেক স্থানে। কুরতুবী বরেন, হাদীসে দলীল হবার প্রমাণ করে যে কোন ব্যাখ্যায় ঝাড়ফুঁক বৈধ।

١٥٣٢ -[١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهٖ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِىْ تُوُفِّيَ فِيهِ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهٖ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

---

[৫৭২] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৪৫, মুসলিম ২১৯৪, ইবনু মাজাহ্ ৩৫২১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫৬৯, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, ইবনু হিব্বান ২৯৭৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৬৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব।

১৫৩২-[১০] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসুস্থ হলে (مُعَوِّذَاتِ) "মু'আব্বিযা-ত" অর্থাৎ সূরাহ্ আন্ নাস ও সূরাহ্ আল ফালাক্ব পড়ে নিজের শরীরের উপর ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দিয়ে শরীর মুছে ফেলতেন। তিনি মৃত্যুজনিত রোগে আক্রান্ত হলে আমি মু'আব্বিযাত পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম, যেসব মু'আব্বিযাত পড়ে তিনি নিজে ফুঁ দিতেন। তবে আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাত দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)[৫৭৩]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, তাঁর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি "মু'আব্বিযাত" পড়ে তার গায়ে ফুঁ দিতেন।

ব্যাখ্যা : (مُعَوِّذَاتِ) "মু'আব্বিযা-ত" দ্বারা উদ্দেশ্য সূরাহ্ নাস, ফালাক্ব ও ইখলাস অথবা শুধুমাত্র সূরাহ্ নাস ও ফালাক্ব। আবার কারও মতে কুরআনের প্রত্যেক ঐ আয়াত আশ্রয় হিসেবে এসেছে যেমন আল্লাহর বাণী :

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ۝ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ﴾

"বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শায়ত্বনের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

(সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৯৭-৯৮)

(مَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهٖ) নিজের হাত দ্বারা শরীর মুছতেন। বুখারীতে অন্য হাদীসে মাসাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে এসেছে, "মা'মার বলেন, আমি ইবনু শিহাবকে জিজ্ঞেস করি তিনি কিভাবে ফুঁ দিতেন, জবাবে বললেন তার দু'হাতে ফুঁ দিতেন, অতঃপর তা দ্বারা নিজের চেহারা মুছতেন।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বিছানায় আসতেন সূরাহ্ ইখলাস নাস ও ফালাক্ব পড়ার মাধ্যমে হাতের দু'তালুতে ফুঁ দিতেন, অতঃপর তা দ্বারা তাঁর চেহারা আর তাঁর দু'হাত শরীরে যতদূর পর্যন্ত পৌঁছত মুছতেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন ব্যথা অনুভব করতেন আমাকে বলতেন অনুরূপ যেন করি।

হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কালাম দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা ও ফুঁ দেয়া সুন্নাহ। নাবাবী বলেন, ঝাড়ফুঁকের সময় ফুঁ দেয়া মুস্তাহাব। এরূপ বৈধতার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর এমনটি মুস্তাহাব মনে করেছেন সহাবীরা, তাবি'ঈরা ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : 'উলামারা ঝাড়ফুঁক বৈধ বলেছেন তিনটি শর্তের উপর

১। ঝাড়ফুঁকের শব্দ হবে আল্লাহর কালাম বা তার নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে আরবী ভাষায়

২। যে পড়বে সে যেন পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারে।

৩। এ বিশ্বাস রাখতে হবে ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই বরং আল্লাহ তা'আলা ভাল করবেন।

রবী' বলেন : আমি শাফি'ঈকে ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জবাবে বললেন, এতে বাধা নেই যদি আল্লাহর কিতাব দিয়ে ও এমন আল্লাহর যিক্‌র-আযকার দিয়ে যা পরিচিত ঝাড়ফুঁক হয়।

আমি বললাম, ইয়াহূদীরা কি মুসলিমদেরকে ঝাড়ফুঁক করতে পারবে? জবাবে বললেন, হ্যা তবে যদি ঝাড়ফুঁক করে আল্লাহর কিতাব ও যিক্‌র-আযকার দিয়ে।

মুয়াত্ত্বায় রয়েছে : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াহূদী মহিলাকে বললেন, যে মহিলা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ঝাড়ফুঁক করেছিল তুমি তাকে ঝাড়ফুঁক কর আল্লাহর কিতাব দিয়ে।

---

[৫৭৩] **সহীহ** : বুখারী ৪৪৩৯, মুসলিম ২১৯২, ইবনু হিব্বান ৬৫৯০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৬৭৩।

ইবনু ওয়াহ্‌ব মালিক হতে বর্ননা করে বলেন, তিনি ঘৃণা করতেন লোহা, লবণ এবং সুতায় গিরা দেয়া আর যা সুলায়মান-এর আংটিতে লেখা হত ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা। আরো বলেন, পূর্ববর্তী লোকের এমন প্রথা ছিল না।

١٥٣٣ ـ[١١] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَا إِلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ». قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৩৩-[১১] 'উসমান ইবনু আবুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর শরীরে অনুভূত একটি ব্যথার কথা জানালেন। এ কথা শুনে আল্লাহর নাবী তাঁকে বললেন, যে জায়গায় তুমি ব্যথা অনুভব করো সেখানে তোমার হাত রাখো। তারপর তিনবার *"বিস্‌মিল্লা-হ"* (অর্থাৎ আল্লাহর নামে) আর সাতবার বলো, *"আ'উযু বি'ইয্‌যাতিল্ল-হি ওয়া কুদ্‌রাতিহী মিন্ শার্‌রি মা-আজিদু ওয়াউহা-যির"* (অর্থাৎ আমি আল্লাহর সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় নিচ্ছি, যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি তাঁর ক্ষতি হতে)। 'উসমান ইবনু আবুল 'আস বলেন, আমি তা করলাম। ফলে আমার শরীরে যে ব্যথা-বেদনা ছিল তা আল্লাহ দূর করে দিলেন। (মুসলিম)[৫৭৪]

ব্যাখ্যা : তিরমিযী ও আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় এসেছে, (أَمْسَحهُ بِيَمِيْنِكَ) তোমরা ডান হাত দিয়ে তাকে মুছ।

ইবনু মাজার বর্ণনায়, (إِجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنٰى عَلَيْهِ) তোমার ডান হাত তার উপর রাখ।

ত্বারাবানী ও হাকিম-এর বর্ণনায়, (ضَعْ يَمِيْنَكَ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ تَشْتَكِيْ فَامْسَحْ بِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ) তোমার ডান হাত বেদনার স্থানে রাখ এবং হাত দিয়ে সাতবার মুছ বা মাসাহ কর।

সুতরাং ডান হাত ব্যথার স্থানে রাখা দু'আসহ মুস্তাহাব।

(قُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا) তুমি *বিস্‌মিল্লা-হ* তিনবার বল। শাওকানী বলেন : সংখ্যার বিষয়টি এ হাদীসে উথাপিত হওয়াটা নাবীদের একান্ত গুপ্ত বিষয় এর কারণ আমরা অনুসন্ধান করব না।

١٥٣٤ ـ[١٢] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَن جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৩৪-[১২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একবার জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ! জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, আপনাকে কষ্ট দেয় এমন সব বিষয়ে আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক দিচ্ছি প্রত্যেক

---

[৫৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ২২০২, আবূ দাউদ ৩৮৯১, আত্ তিরমিযী ২০৮০, ইবনু মাজাহ্ ৩৫২২, মুয়াত্ত্বা মালিক ৭৪২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫৮৩, আহমাদ ১৬২৬৮, ইবনু হিব্বান ২৯৬৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৭১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১৭, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৪৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১২৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৫৩, সহীহ আল জামি' ৩৪৬।

ব্যক্তির অকল্যাণ হতে। অথবা তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী চোখের অকল্যাণ হতে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি। (মুসলিম)[৫৭৫]

ব্যাখ্যা : (بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ) 'আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি' বাক্যটি দু'আর শুরুতে এবং শেষেও আনা হয়েছে মুবালাগার জন্য আর এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপকারকারী নেই।

١٥٣٥ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: «بِهِمَا» عَلَى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ

১৫৩৫-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুম-কে এ ভাষায় দু'আ করে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার মাধ্যমে প্রত্যেক শায়ত্বনের অনিষ্ট হতে, প্রত্যেক ধ্বংসকারী হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ধ্বংস হতে, প্রত্যেক কুদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ হতে তোমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম এ কালিমার দ্বারা তাঁর সন্তান ইসমা'ঈল ও ইসহাক্বকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতেন। বুখারী মাসাবীহ সংস্করণের অধিকাংশ স্থানে *'বিহা'* শব্দের জায়গায় «بِهِمَا» *(বিহিমা-)* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে দ্বিবচন শব্দে।[৫৭৬]

ব্যাখ্যা : (بِكَلِمَاتِ اللهِ) আল্লাহর কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য 'আমভাবে তার কালাম বা বাক্য। অথবা সূরাহ্ নাস ও ফালাক্ব অথবা কুরআনুল কারীম। কারও মতে : আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা। (تَامَّةٍ) পরিপূর্ণ। উপকারী, আরোগ্যকারী, বারাকাতপূর্ণ, পুরাকারী যা হতে আশ্রয় চাওয়া হয় তা প্রতিরোধে।

জাযারী বলেন : আল্লাহর কালামের গুণ তামাম তথা পরিপূর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে এজন্য যে, তার কালামে কোন দোষ ত্রুটি বলা বৈধ হবে না যেমনটি মানুষের কালামে বা ত্রুটি রয়েছে।

কারও মতে তামাম দ্বারা উদ্দেশে তা আশ্রয় প্রার্থনা করাকে উপকার দিবে এবং সকল প্রকার বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে এবং এটাই যথেষ্ট হবে।

আহমাদ বিন হাম্বাল (بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ) (আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহ) দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন সৃষ্ট না আর সৃষ্টজীবের বাক্যসমূহ ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং تمام গুণ নিয়ে আসা প্রমাণ আল্লাহর কালাম সৃষ্ট না। তিনি আরও প্রমাণ করেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন সৃষ্ট (বস্তু বা জীব) দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। প্রত্যেক শায়ত্বন হতে তা মানব জাতির মধ্যে হতে পারে আবার জিন জাতির মধ্যে হতে পারে (هَامَّةٌ) যা পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়। কারও মতে : বিষধর প্রাণী। আর শাওকানী বলেন, এটা বিষধরের চেয়ে 'আম যেমন হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন (أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ) তোমার মাথার ব্যথা কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

---

[৫৭৫] **সহীহ :** মুসলিম ২১৮৬, আত্ তিরমিযী ৯৭২, ইবনু মাজাহ্ ৩৫২৩, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১০৭৭৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭০।

[৫৭৬] **সহীহ :** বুখারী ৩৩৭১, আবূ দাউদ ৪৭৩৭, আত্ তিরমিযী ২০৬০, ইবনু মাজাহ্ ৩৫২৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫৭৭, আহমাদ ২১১২, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১০৭৭৮, ইবনু হিব্বান ১০১৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৭৮১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১৭, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৪৬।

١٥٣٦ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৩৬-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। (বুখারী)[৫৭৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদগ্রস্ত করেন যাতে তাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলেন তার গুনাহ হতে এবং তাকে মর্যাদা দান করেন।

অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন, যে ধৈর্য ধারণ করে তার জন্য ধৈর্য আর যে অস্থিরতা প্রকাশ করে তার জন্য অস্থিরতা।

١٥٣٧ -[١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৩৭-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ ও আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাঃ) বলেন, মুসলিমের ওপর এমন কোন বিপদ আসে না, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন দুঃখ-কষ্ট হয় না, এমনকি তার গায়ে একটি কাঁটাও ফুটে না, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ না করেন। (বুখারী, মুসলিম)[৫৭৮]

ব্যাখ্যা : (نَصَبٌ) বলতে শরীরে ক্ষত বা অন্যান্য কারণে যে ব্যথা ও দুর্বলতা হয়।

(وَصَب) বলতে এমন ব্যথা ও রোগ যা সর্বদা লেগে থাকে। هم وحزن বলতে হাফিয ইবনু হাজার বলেন, দু'টোই গোপনীয় রোগ। কারও মতে (هَمٌّ) বলতে এমন চিন্তা যা সামনে আসবে আর (حُزْنٌ) যা অতিবাহিত হয়েছে।

(أَذًى) কষ্ট ইতিপূর্বে যা গেছে সেগুলোর চেয়ে এটা 'আম। কারও মতে এটা খাস তা হল অন্য লোকের পক্ষ হতে যা আসে (غَمٌّ) গোপন রোগ যা অন্তরকে সংকীর্ণ করে তোলে।

কারও মতে এমন চিন্তা যা অজ্ঞানের বা বেহুশের কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর (حُزْنٌ) এর চেয়ে সহজ।

ইবনু হাজার বলেন, এ তিনটি শব্দ (هَمٌّ غَمٌّ حُزْنٌ)। (هَمٌّ) হল যা চিন্তা থেকে আসে এর কারণে তাকে কষ্ট দেয়।

(غَمٌّ) মুসীবাত যা অন্তরের জন্য হয়। (حُزْنٌ) বলতে কোন কিছু খোয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কারণে যে শংকা তৈরি হয়।

(إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا من خطايا) সকল গুনাহ মিটিয়ে দেন দৃশ্যত সকল গুনাহ 'আমভাবে কিন্তু জমহূর 'উলামারা সগীরাহ্ গুনাহ খাস করেছেন। কেননা হাদীসে এসেছে, এক সলাত হতে অপর সলাত এক

---

[৫৭৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৪৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ৭৪০, আহমাদ ৭২৩৫, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭৪৩৬, ইবনু হিব্বান ২৯০৭, শু'আবুল ঈমান ৯৩২৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪০৫, সহীহ আল্ জামি' আস্ সগীর ৬৬১০।

[৫৭৮] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৪১, মুসলিম ২৫৭২, আহমাদ ৮০২৭, ইবনু হিব্বান ২৯০৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪২১, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৪৯২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪১৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮১৮।

জুমু'আহ্ হতে আরেক জুমু'আহ্ এক রমাযান হতে আরেক রমাযান এর মাঝে যত গুনাহ্ হয় সেগুলো মিটিয়ে দেয় তবে কাবীরাহ্ গুনাহ না। সুতরাং মুতলাক্ব তথা সাধারণ হাদীসগুলো তারা এ হাদীসের উপর সীমাবদ্ধ করেছেন।

١٥٣٨ -[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ» . قَالَ: فَقُلْتُ: ذٰلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ: «أَجَلْ» . ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ تَعَالٰى بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৩৮-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নাবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি সে সময় জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার তো বেশ জ্বর! জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনে যা ভোগ করে আমি তা ভুগছি। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, এর কারণ, আপনার জন্য দু'গুণ পুরস্কার রয়েছে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন মুসলিমের প্রতি যে কোন কষ্ট পৌঁছে থাক না কেন চাই তা রোগ হোক বা অপর কিছু হোক আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা তার গুনাহসমূহ ঝেড়ে দেন যেভাবে গাছ তার পাতা ঝাড়ে। (বুখারী, মুসলিম)[৫৭৯]

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার বলেন : হাদীসের সার নির্যাস হল যখন রোগ কঠিন হবে প্রতিদানও তেমন দ্বিগুণ হবে, এর পরেও তার ওপর রোগ বৃদ্ধি পেলে প্রতিদানও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে এমনকি সকল গুনাহ মিটিয়ে যাবে।

অথবা অর্থ : হ্যাঁ রোগ কঠিন হওয়ার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়া হবে শেষ পর্যন্ত তার আর কোন গুনাহ থাকবে না। এমন মর্মার্থের দিকে সা'দ-এর হাদীস প্রমাণ বহন করে যা দারিমী ও নাসায়ীতে এসেছে আর তা তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন যেখানে বলা হয়েছে (حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئه) পৃথিবীতে সে চলবে (সুস্থ হবে) এমতাবস্থায় তার আর কোন গুনাহ থাকবে না।

١٥٣٩ -[١٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৩৯-[১৭] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বেশী রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হয়েছে এমন কাউকে দেখিনি। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮০]

١٥٤٠ -[١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৫৭৯] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৬০, ৫৬৬৭, মুসলিম ২৫৭১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৮০০, আহমাদ ৩৬১৮, দারিমী ২৮১৩, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭৪৬১, ইবনু হিব্বান ২৯৩৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৪১৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৩১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৩২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭০৩।

[৫৮০] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৪৬, মুসলিম ২৫৭০, ইবনু মাজাহ্ ১৬২২।

১৫৪০-[১৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর আর কারো মৃত্যু যন্ত্রণাকে আমি খারাপ মনে করি না। (বুখারী)[৫৮১]

ব্যাখ্যা : বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, (بين سحري ونحري) আমার বুক ও গলার মাঝে। আর এ হাদীসের বিপরীত না যে হাদীসে রয়েছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাথা আমার রানের উপর ছিল হতে পারে রান হতে উঠিয়ে আবার বুকের মধ্যে রেখেছেন।

(فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর কারও মৃত্যু কষ্টকে আর আমি খারাপ মনে করি না। অর্থাৎ মৃত্যুর কষ্টকে আমি অধিক গুনাহের কারণ মনে করতাম আরও ধারণা করতাম এটা হতভাগ্যের চিহ্ন এবং আল্লাহর নিকট লোকটির খারাপ অবস্থা আর এটা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পূর্বে আর যখন আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর কষ্ট দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, মৃত্যুর কষ্ট হতভাগ্য হওয়া যা খারাপ মানুষ হওয়ার চিহ্ন অথবা খারাপ পরিণতি হবে এমনটি না। কেননা যদি এমনটি হত তাহলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর মৃত্যুর কষ্ট হত না। বরং মৃত্যুর কঠিনতা মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রতিদান বহুগুণে হওয়া আর ব্যক্তিকে গুনাহ হতে পবিত্রকরণের কারণ। আর যখন বিষয়টি এমনই তখন আমি আর কারও মৃত্যুর কষ্টকে খারাপ মনে করি না এটা জানার পর।

١٥٤١ -[١٩] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرٰى حَتّٰى يَأْتِيَهِ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتّٰى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪১-[১৯] কা'ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো, ক্ষেতের তরতাজা ও কোমল শস্য শাখার মতো, যাকে বাতাস এদিক-ওদিক ঝুঁকিয়ে ফেলে। একবার এদিকে কাত করে। আবার সোজা করে দেয়। এভাবে তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। আর মুনাফিক্বের দৃষ্টান্ত হলো শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পিপুল গাছের মতো। একেবারে ভূমিতে উপড়ে পড়ার আগে এ গাছে ঝটকা লাগে না। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮২]

ব্যাখ্যা : (تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ) বাতাস ডান ও বাম দিকে পরিবর্তন করে। তুবরিশতী বলেন : যখন উত্তরা বাতাস দক্ষিণ দিকে কোমল তৃণ হেলে পড়ে। আর দক্ষিণা বাতাস উত্তর দিকে হেলে পড়ে আর পূবের বাতাস হলে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে আর পশ্চিমা বাতাস হলে পূর্ব দিকে হেলে পড়ে।

ইবনু হাজার বলেন : বাতাস যদি প্রবল আকারে হয় তাহলে উত্তর দক্ষিণে হেলে পড়ে এবং পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আর বাতাস যদি স্থির হয়ে থাকে স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মুহলিব বলেন : তুলনার কারণ হল মু'মিন ব্যক্তির নিকট যখনই আল্লাহর আদেশ আসে তখনই যে তার অনুগত হয় এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় তার জন্য যদি কল্যাণ আসে তাহলে খুশী হয় এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর যদি অকল্যাণ আসে তাহলে ধৈর্য ধারণ করে এবং কল্যাণ ও প্রতিদানের আশা করে। যখন এ (নি'আমাত) দূরীভূত হয় তারপরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অবিচল থাকে।

---

[৫৮১] **সহীহ :** বুখারী ৪৪৪৬, নাসায়ী ১৮৩০, আহমাদ ২৪৩৫৪, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১৯৬৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩৮২৭।

[৫৮২] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৪৪, ৫৬৪৩, মুসলিম ২৮১০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৪১২, আহমাদ ১৫৭৬৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২২৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৯৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৪১।

আবুল ফারাজ ইবনু জাওযী বলেন : মানুষেরা এ ব্যাপারে কয়েক প্রকার–

– তাদের মধ্যে কেউ বিপদাপদের প্রতিদানের অপেক্ষা করে তার ওপর বিপদ সহজ হয়।

– তাদের মধ্যে কেউ মনে করে, এই বিপদাপদ বাদশাহ তথা আল্লাহ তার রাজত্বে নিয়ন্ত্রণ করেন সুতরাং সে গ্রহণ করে এবং এতে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে না।

– আবার কেউ আল্লাহর ভালবাসায় বিপদাপদ উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করা হতে যাকে বিরত রেখেছি। এটা ইতিপূর্বের চেয়ে বেশী ভাল।

– তাদের মধ্যে কেউ মুসীবাত আলিঙ্গন করাকে স্বাদ মনে করে এরা সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পূর্ণ, কেননা তারা আল্লাহর পছন্দই লালিত হয়ে উঠে।

(أَرْزَةٌ) পরিচিত এক প্রকার গাছ যাকে বলা হয় أَرْزَنٌ যা এক প্রকার শক্ত কাঠ বিশিষ্ট বৃক্ষ (যা দ্বারা লাঠি তৈরি হয়) আর যে গাছটি অনেক দিন ধরে বেঁচে থাকে যা খুব বেশী পাওয়া যায় লিবিয়ার পাহাড়ে।

সাদৃশ্যের কারণ যে মুনাফিক্ব ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা তাকে কোন কিছু হারান না (তার কোন কিছু খোয়া যায় না) বরং দুনিয়া তার জন্য সহজসাধ্য হয় যাতে আখিরাতে তার অবস্থা ভয়াবহ হয়। যখন আল্লাহ তার ধ্বংসের ইচ্ছে করেন তাকে তছনছ করে দেন তার মৃত্যু হয় কঠিন শাস্তি হিসেবে আর আত্মা বের হওয়ার সময় ভীষণ ব্যথা পায়।

কারও মতে মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়ার বিপদাপদের সাক্ষাত পায় দুনিয়ার স্বল্প অংশ অর্জিত হয় বলে যে কোমল তৃণের ন্যায় যাকে বাতাস খুব এদিক সেদিক ঘুরায় তার কাণ্ড দুর্বল হওয়ার কারণে। কিন্তু মুনাফিক্ব এর বিপরীত।

١٥٤٢ -[٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتّٰى تَسْتَحْصِدَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪২-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো এক শস্য ক্ষেতের মতো। শস্য ক্ষেতকে যেভাবে বাতাস সবসময় ঝুঁকিয়ে রাখে, ঠিক এভাবে মু'মিনকে বিপদাপদ দোলায়। বালা-মুসীবত ঘিরে থাকে। আর মুনাফিক্বের দৃষ্টান্ত হলো, পিপুল গাছের মতো। পিপুল গাছ বাতাসের দোলায় ঝুঁকে না পড়লেও পরিশেষে শিকড়সহ উপড়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মার্থ হল : মু'মিনের শরীরে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা রয়েছে অথবা তার পরিবারে এবং তার সম্পদে আর যা গুনাহ মিটানো ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। পক্ষান্তরে মুনাফিক্ব ও কাফিরের ক্ষেত্রে দুঃখ-যন্ত্রণা মুসীবাত স্বল্প আর যদিও তা আসে তাহলে তার কোন গুনাহ মিটিয়ে যায় না বরং ক্বিয়ামাতে তার জন্য বড় শাস্তি নিয়ে আসে।

---

[৫৮৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৪৪, মুসলিম ২৮০৯, আহমাদ ৭১৯২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ২০৩০৭, আত্ তিরমিযী ২৮৬৬, শু'আবুল ঈমান ৯৩২১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৩৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪০০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৪২।

١٥٤٣ -[٢١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ: «مَالَكِ تُزَفْزِفِينَ؟». قَالَتِ: الْحُمّٰى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الْحُمّٰى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৫৪৩-[২১] জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মু সায়িব (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন? উম্মু সায়িব (রাঃ) বলল, আমার জ্বর বেড়েছে। আল্লাহ এর ভাল না করুন। তার কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর বানী আদামের গুনাহগুলো এভাবে দূর করে দেয়, যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। (মুসলিম)[৫৮৪]

١٥٤٤ -[٢٢] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৪৪-[২২] আবূ মূসা আল আশ্‌'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মানুষ রোগে অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে তার 'আমালনামায় তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে লেখা হত। (বুখারী)[৫৮৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ) বান্দা যখন রোগে আক্রান্ত হয় রোগ হওয়ার পূর্বে 'আমাল করত আর রোগ তাকে 'আমাল করতে বাধা দিচ্ছে এবং তার নিয়্যাত এমনটি যে বাধাদানকারী না হলে তার 'আমাল সে চালিয়ে যেত।

(أَوْ سَافَرَ) অথবা সফর করে। সফরই তাকে 'আমাল করতে বাধা দিচ্ছে তা না হলে সে 'আমাল চালিয়ে যেত আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় আছে, (إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا فَشَغَلَهٗ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ)

'যখন বান্দা সৎ 'আমাল করতে থাকে অতঃপর তাকে বাধা দেয় রোগ বা সফর।'

আহমাদ-এর বর্ণনা এসেছে,

إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهٖ قَالَ اللهُ: أُكْتُبْ لَهٗ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهٗ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهٗ وَطَهَّرَهٗ وَإِنْ قَبَضَهٗ غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ.

আল্লাহ যখন মুসলিম বান্দাকে তার শরীরে রোগ দিয়ে পরীক্ষা করান তখন আল্লাহ (মালাককে) বলেন তার জন্য সৎ 'আমাল লিপিবদ্ধ কর যা সে সৎ 'আমাল করছিল যদি তাকে আরোগ্য লাভ করান তাহলে তাকে শুধু ধৌত ও পাক পবিত্র করাল (গুনাহ হতে) আর যদি আল্লাহ তাকে মৃত্যু ঘটান তহলে তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।

নাসায়ীতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হাদীসে সেখানে বল হয়েছে যার রাত্রিতে নাফ্‌ল সলাত রয়েছে কিন্তু ঘুম বা ব্যথা তাকে সলাত আদায়ে বাধা দিয়েছে তারপরেও তার জন্য সলাতের সাওয়াব লেখা হয় আর ঘুমটি হল তার ওপর সদাক্বাহ্।

---

[৫৮৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৫৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৬১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৭১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৩৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৩২১।

[৫৮৫] **সহীহ :** বুখারী ২৯৯৬, আহমাদ ১৯৬৭৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৪৭, ইরওয়া ৫৬০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪২০।

ইবনু বাত্ত্বাল উল্লিখিত হাদীসগুলোর হুকুম নাফ্‌ল সলাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফার্‌যের ক্ষেত্রে না। আর সফর ও অসুস্থ অবস্থায় ফার্‌য সলাত রহিত হয় না।

আর ইবনু হাজার-এর বক্তব্য হাদীসের হুকুম প্রশস্ত ফার্‌য সলাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

١٥٤٥ -[٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪৫-[২৩] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ত্বা'উন (মহামারী)'র কারণে মৃত্যু মুসলিমদের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮৬]

ব্যাখ্যা : 'উলামারা বলেন, শাহীদ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার : দুনিয়া ও আখিরাতের শাহীদ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন, দ্বিতীয় প্রকার : দুনিয়া ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আখিরাতের শাহীদ। আগত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসের বর্ণিত চার শ্রেণীর শাহীদ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রকার : আখিরাত ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দুনিয়ার শাহীদ যারা যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করতে যেয়ে নিহত হয় অথবা গনীমাতের মালের উদ্দেশে অথবা দুনিয়ার অন্য কোন উদ্দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়।

١٥٤٦ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪৬-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শাহীদরা পাঁচ প্রকার– (১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, (২) পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, (৩) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, (৪) দেয়াল চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করে মৃত ব্যক্তি। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮৭]

ব্যাখ্যা : شُهَدَاءُ শব্দটি شَهِيْدٌ শব্দের বহুবচন। শাহীদকে শাহীদ বলা হয় কয়েকটি কারণে এজন্য যে, তার মৃত্যুর সময় মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) উপস্থিত হয়। ফলে সে এমন ব্যক্তি যার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। অথবা এজন্যে যে, সে জান্নাতের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত দুই অর্থে شَهِيْدٌ শব্দটি مَشْهُوْدٌ অর্থে ব্যবহৃত। অথবা এজন্যে যে, শাহীদকে শাহীদ বলা হয় যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জীবিত এবং উপস্থিত থাকে। অথবা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্মানসমূহে প্রস্তুত করে রেখেছেন তা সে প্রত্যক্ষ করেছে। অথবা, ক্বিয়ামাতের দিন সকল মিথ্যুক উম্মাতদের বিরুদ্ধে নাবী (ﷺ)-এর সাথে সে সাক্ষ্যদাতা হবে। আর উপরোক্ত তিন অর্থে شَهِيْدٌ শব্দটি شَاهِدٌ (শাহীদ) অর্থে ব্যবহৃত।

শাহীদের সংখ্যার বিষয়ে হাদীসে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন অত্র হাদীসে এ সংখ্যা পাঁচ বলা হয়েছে। আবার আগত জাবির বিন আতীক-এর হাদীসে এর সংখ্যা সাত এসেছে আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ ব্যতীত। আর তিরমিযী আহমাদ বর্ণিত 'উমারের হাদীসে এ সংখ্যা চারের কথা এসেছে।

এ বিষয়ে হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হলো নাবী (ﷺ) একবার সর্বনিম্ন সংখ্যা অবহিত করেছেন। আবার অন্য সময়ে তা অধিক বলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা করা উদ্দেশ্য তার নয়।

---

[৫৮৬] **সহীহ :** বুখারী ২৮৩০, ৫৭৩২, মুসলিম ১৯১৬, আহমাদ ১৩৩৩৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৯৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৯৪৭।

[৫৮৭] **সহীহ :** বুখারী ২৮২৯, মুসলিম ১৯১৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩৩, আহমাদ ৮৩০৫, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭৪৮৬, শু'আবুল ঈমান ৯৪১২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৭৪১।

আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ ব্যক্তির বিধান হলো তার গোসল বা সলাত নেই, যা অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ হন তিনিই প্রকৃত শাহীদ আর বাকীরা রূপকার্থে শাহীদ, আল্লাহর রাস্তায় শাহীদের সাওয়াবের ন্যায় সাওয়াবের অর্থে শাহীদ (যদিও মর্যাদাগতভাবে পার্থক্য বিদ্যমান)। 'উলামাগণ উল্লেখ করেছেন শাহীদ তিন শ্রেণীর। প্রথমতঃ দুনিয়া আখিরাতে শাহীদ, আর এ হল আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ। দ্বিতীয়তঃ শুধু আখিরাতের শাহীদ, দুনিয়ায় নয়। আর এরা হলো বাকী চার শ্রেণী। তৃতীয়তঃ শুধু দুনিয়ার শাহীদ আখিরাতের নয়। এরা হল যারা গনীমাতে খিয়ানাত করে বা পৃষ্ঠপদর্শন করে মারা যায়।

١٥٤٧ -[٢٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৪৭-[২৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহামারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি আমাকে বললেন, এটা এক রকম 'আযাব। আল্লাহ যার উপর চান এ 'আযাব পাঠান। কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা তিনি রহ্মাত গণ্য করেছেন। তোমাদের যে কোন লোক মহামারী কবলিত এলাকায় সাওয়াবের আশায় সবরের সাথে অবস্থান করে এবং আস্থা রাখে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হবে, তাছাড়া আর কিছু হবে না, তার জন্য রয়েছে শাহীদের সাওয়াব। (বুখারী)[৫৮৮]

ব্যাখ্যা : (يَبْعَثُهُ اللهُ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ) আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা করেন তা প্রেরণ করেন তথা কাফির অথবা পাপীদের ওপর যেরূপ ফির'আওন বংশধরের ঘটনা ও মূসার সাথী বাল্'আম-এর সাথে ঘটনা।

(رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) এই উম্মাতের জন্য রহমাত স্বরূপ আহমাদে বর্ণিত আবূ আসীব-এর হাদীস,

فَالطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِ.

প্লেগ রোগ হল মু'মিনদের জন্য শাহাদাত এবং রহমাত স্বরূপ আর কাফিরদের জন্য শাস্তি স্বরূপ।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, প্লেগ রহমাত সরূপ আর এটা মুসলিমদের জন্য খাস। আর কাফিরদের ক্ষেত্রে হলে তা শাস্তি যা আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতে জলদি ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই উম্মাতের মধ্যে যারা পাপী তাদের জন্য প্লেগ রোগ কি শাহাদাতের মর্যাদার কারণ হবে কিনা? বা শুধুমাত্র পরিপূর্ণ মু'মিনের সাথেই খাস। আর পাপী লোক দ্বারা উদ্দেশ্য কাবীরাহ্ গুনাহকারী যাদেরকে প্লেগ আক্রমণ করলে সে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে না তার এই পাপ কাজে জড়িত থাকার কারণে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যারা দুষ্কর্মে উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সে লোকদের মতো করে দেব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।" (সূরাহ্ আল জা-সিয়াহ্ ৪৫ : ২১)

(فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهٖ) মহামারী আক্রান্ত এলাকায় অবস্থান করে যেখান হতে বের হয় না বিরক্ত বা ব্যাকুল হয়ে বড় প্রতিদানের আশায় ধৈর্য ধারণ করে। আর কেউ ব্যস্ত হয় অথবা আফসোস করে সেখান হতে বের হতে না পেরে আর ধারণা করে এখান হতে যদি বের হতে পারত তাহলে আসলেই এ রোগে আক্রান্ত হত না। এ ব্যক্তি এ রোগে মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

---

[৫৮৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৬০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৪২।

(إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) 'তার জন্য শাহীদের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে' শাহীদের অনুরূপ সাওয়াব ব্যক্তির মধ্যে উদ্দেশ্য হল যে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় সে শাহীদ আর যারা এ মহামারী আক্রান্তে মারা যায় না তাদের জন্য শাহীদের অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে। যদিও স্বয়ং শাহাদাতের মর্যাদা অর্জিত হবে না। অতএব যারা শাহীদের গুণে গুণান্বিত তাদের মর্যাদা সুউচ্চ তাদের চেয়ে যাদেরকে শাহীদের অনুরূপ সাওয়াব দেয়া হয়।

অনুরূপ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার নিয়্যাতে জিহাদের উদ্দেশে বের হয়, অতঃপর অন্য কোন কারণে মারা যায় যুদ্ধে নিহত হওয়া ছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক প্রশস্ত আর মু'মিনের নিয়্যাত বেশী কার্যকরী কাজের চেয়েও।

١٥٤٨-[٢٦] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪৮-[২৬] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ত্বা'উন বা মহামারী হলো এক রকমের 'আযাব। এ ত্বা'উন বানী ইসরাঈলের একটি দলের ওপর নিপতিত হয়েছিল। অথবা তিনি (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের ওপর নিপতিত হয়েছিল। তাই তোমরা কোন জায়গায় ত্বা'উন-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে শুনলে সেখানে যাবে না। আবার তোমরা যেখানে থাকো, মহামারী শুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেও না। (বুখারী, মুসলিম)[৫৮৯]

ব্যাখ্যা : (الطَّاعُوْنُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ) মহামারী 'আযাব যা বানী ইসরাঈলের কোন একটি দলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল। ত্বীবী বলেন, এরা তারা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছিলেন দরজার ভিতরে প্রবেশের সময় সাজদানত করে তারা তা বিরোধিতা করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ "আমি তাদের ওপর আসমান হতে 'আযাব পাঠিয়েছি।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৬২)

ইবনু মালিক বলেন : তাদের ওপর মহামারী 'আযাব আল্লাহ পাঠিয়েছেন ফলে স্বল্প সময়ে চব্বিশ হাজার তাদের বড় বড় নেতা গোছের লোক মারা গেছে।

(أَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতি।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় সুস্পষ্ট শব্দ

(فإنه رجز سلط على طائفة من بني إسرائيل) এটা শাস্তি যা বানী ঈসরাঈলের ওপর পতিত হয়েছিল।

ত্ববারানীতে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, একজন ব্যক্তি ছিল তার নাম বাল্'আম তার দু'আ কবূল হত আর মূসা (আলায়হিস সালাম) বানী ইসরাঈলের ঐ ভূমিকে আক্রমণের অভিমুখী হলেন যেখানে বাল্'আম অবস্থান করত বাল্'আম-এর জাতিরা তার কাছে এসে বলল, আপনি আল্লাহর নিকট তাদেরকে (মূসার) বিরুদ্ধে বদ্দু'আ

---

[৫৮৯] সহীহ : বুখারী ৩৪৭৩, মুসলিম ২২১৮, ২২১৯, আবূ দাউদ ৩১০৩, আত্ তিরমিযী ১০৬৫, আহমাদ ২১৭৬৩, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭৪৮৩, ইবনু হিব্বান ২৯৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৫৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৪৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২২৪৮।

করুন। সে বলল, না, আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তার নিকট উপঢৌকন নিয়ে আসলো উপঢৌকন সে কবূল করে তারা দ্বিতীয়বার আবেদন করল। সে বলল, না, আমার রব আমাকে নিষেধ করেছে এবং তাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অতঃপর তারা বলল, যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। পরিশেষে সে বদ্‌দু'আ শুরু করল তাদের (মূসা ও তার জাতির) বিরুদ্ধে কিন্তু তার জিহ্বা বানী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদ্‌দু'আ আওড়াতে শুরু করল মূসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর জাতির পরিবর্তে তার জাতির ওপর, অতঃপর তাকে তারা ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারপর সে বলল, আমি তোমাদেরকে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে পথ বলে দিব।

হাদীস শেষ পর্যন্ত আর সেখানে রয়েছে বানী ইসরাঈলের ওপর মহামারী পতিত হয়েছিল। আর একদিনে সত্তর হাজার লোক মারা গিয়েছিল।

(فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ) অতএব যখন তোমরা কোন স্থানে তা আরম্ভ হয়েছে বলে শ্রবণ করবে তাহলে তথায় যাবে না।

আর এটা এজন্য যে, তোমাদের নিজেদের প্রশান্তি ও শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা হতে বাঁচার জন্য।

(فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا) তোমরা মহামারীর স্থান হতে পলায়ন করবে না, কেননা পলায়নটা ভাগ্য হতে পলায়ন এবং তার বিরোধিতা করা আর হাদীস প্রমাণ করে মহামারী স্থান হতে পলায়ন করা হারাম। অনুরূপ মহামারী স্থানে প্রবেশ করাও হারাম, কেননা নিষেধাজ্ঞাটা মূলত হারামের উপর প্রমাণ বহন করে। আর আহমাদে বর্ণিত 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর হাদীস, (الفار منها كالفار من الزحف) মহামারী হতে পলায়ন করা যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করার মতো।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন, 'আয়ায ও অন্যান্যরা 'উলামারা মহামারী স্থান হতে বের হওয়া বৈধ বলে মন্তব্য করেছেন (তাদের জন্য যাদের আল্লাহর ওপর ভরসা দৃঢ় রয়েছে এবং বিশ্বাস বিশুদ্ধ)। আর এটা সহাবীগণের মধ্যে একটি দলের অভিমত তাদের মধ্যে অন্যতম আবূ মূসা আল আশ্'আরী ও মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ্। আর তাবি'ঈনদের মধ্যে আসওয়াদ বিন হিলাল এবং মাসরূক।

আবার তাদের মধ্যে কারও অভিমত ও নিষেধাজ্ঞাটা বেঁচে থাকার জন্য, ঘৃণিত হারাম না। এদের বিরোধিতা করে জমহূররা বলেন, মহামারী হতে পলায়ন করাটা হারাম হাদীসের সুস্পষ্ট নিষেধের কারণে। আর এটাই শ্রেষ্ঠ ও প্রাধান্যকর। শাফি'ঈ ও অন্যান্যদের নিকট এটা আর এর সমর্থনে হাদীস হল যা ইবনু খুযায়মাহ্ ও আহমাদে এসেছে,

حَدِيْثُ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ. قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! فَمَا الطَّاعُوْنُ؟ قَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيْرِ، اَلْمُقِيْمُ فِيْهَا كَالشَّهِيْدُ وَالْفَارُّ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ.

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর হাদীসে মারফু' সূত্রে ভাল সানাদে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মহামারী কী? তিনি বললেন, মহামারী উটের মহামারীর বা মড়কের মতো সেখানে অবস্থানকারীর মর্যাদা শাহীদদের মতো আর সে স্থান হতে পলায়নকারী যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করার মতো।

١٥٤٩ -[٢٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «قَالَ اللهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهٗ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ» يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৪৯-[২৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমি যখন আমার কোন বান্দাকে তার প্রিয় দু'টি জিনিস দিয়ে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে এর উপর ধৈর্যধারণ করে, আমি তাকে এ দু'টি প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করব। প্রিয় দু'টো জিনিস বলতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টো চোখ বুঝিয়েছেন। (বুখারী)[৫৯০]

ব্যাখ্যা : (إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ) আমি যখন আমার কোন বান্দাকে তার দু'টি বস্তু সম্পর্কে বিপদগ্রস্ত করি। তথা তার দু' চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়া কারও মতে দু' চোখের উপর মুসীবাত অর্পিত হয় ফলে দেখতে পায় না। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, প্রিয় বস্তু "চক্ষু" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেননা তা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে প্রিয় আর এটা এজন্য যে, তা খোয়া গেলে আফসোসের সীমা থাকে না। ভাল কোন কিছু দেখলে আনন্দিত হত এবং খারাপ কিছু দেখলে বেঁচে থাকত তা হতে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে।

(ثُمَّ صَبَرَ) অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করল।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : আল্লাহ ধৈর্যশীলকে সাওয়াব প্রতিদানের যে ওয়া'দা করেছেন তার উপর সে ধৈর্য ধারণ করে, না এ থেকে মুক্ত হয়ে সবর করে। কেননা 'আমালসমূহ নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর আর দুনিয়াতে তার বান্দাকে আল্লাহর পরীক্ষা তার ওপর তাঁর অসন্তোষ না। বরং খারাপকে প্রতিহত করা অথবা পাপকে মিটিয়ে দেয়া বা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়ার জন্যে। সুতরাং এরূপ মুসীবাত হাসিমুখে গ্রহণ করলে অনুরূপ উদ্দেশ্য সফল হবে আর না হলে হবে না।

যেমন সালমান-এর হাদীস যা ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে এনেছেন,

أَنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتِبًا، وَأَنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوْهُ فَلَا يَدْرِيْ لَمْ أُعْقِلَ وَلَمْ أُرْسِلَ.

মু'মিনের রোগ আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মোচনের ব্যবস্থা করেন আর পাপী লোকদের অবস্থা ঐ উটের মতো যে তার মালিক তাকে বাঁধল আবার ছেড়ে দিল, সে বুঝে না কেন মালিক তাকে বাঁধল এবং কেনই বা ছেড়ে দিল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٥٠ ـ [٢٨] عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهٗ عَشِيَّةً إِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهٗ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১৫৫০-[২৮] 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম সকাল বেলায় কোন অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে যায়, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশ্‌তা) দু'আ করতে থাকে। যদি সে তাকে সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তার জন্য সত্তর হাজার মালাক সকাল পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৫৯১]

---

[৫৯০] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৫৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৫২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪২৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৪৮।

[৫৯১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৯৬৯, আবূ দাউদ ৩০৯৮, ইবনু মাজাহ্ ১৪৪২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৭৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭৬৭।

ব্যাখ্যা : (غُدْوَةً) তথা সকাল বেলা দ্বারা উদ্দেশ্য দিনের প্রথম প্রহর সূর্য ঢলার পূর্বে তথা সন্ধ্যা বেলা দ্বারা উদ্দেশ্য সূর্য ঢলার পর বা রাত্রির প্রথম প্রহর।

١٥٥١ ـ[٢٩] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ يُصِيبُنِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১৫৫১-[২৯] যায়দ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একবার আমার চোখের অসুখ হলে আমাকে দেখতে আসলেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[৫৯২]

ব্যাখ্যা : ইবনু মালিক বলেন, ব্যথার কারণে যে ব্যক্তি বাড়িতে অবস্থান করে বাইরে বের হতে পারে না তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাহ। আর তিনি আরো বলেন, হাদীসে রোগীকে দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব হিসেবে প্রমাণিত হয় যদিও রোগীর অবস্থা ভয়ানক না যেমন সর্দি, দাঁতের ব্যথা ইত্যাদি এরূপ রুগীর খোঁজ-খবর নেয়াতেও প্রতিদান রয়েছে।

কোন কোন হানাফী হতে বর্ণিত, যে চোখ সংক্রামক ব্যাধি ও দাঁতের ব্যথা রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নাহ বিরোধী। আর হাদীস এটা প্রত্যাখ্যান করে (ভাষ্যকার বলেন) আমি জানি না তাদের এ বক্তব্যটি (خلاف السنة) তথা "সুন্নাহ বিরোধী" ভাষ্য বক্তব্যটি কোথায় হতে গ্রহণ করেছে। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের আত্মার কুমন্ত্রণা হতে। আর আবূ দাঊদ তার কিতাবে অধ্যায় নিয়ে এসেছেন (باب العيادة من الرمد) চোখ এ সংক্রামক ব্যাধি রোগীকে দেখতে যাওয়ার অধ্যায়। আর যে হাদীসটি বায়হাক্বী ও ত্বাবারানী আবূ হুরায়রাহ্ মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিন ধরনের রুগীকে খোঁজ-খবর নিতে হবে না। চোখ সংক্রামক রোগী, দাঁতের ব্যথার রুগী ও ফোঁড়াজনিত রুগী। হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল।

١٥٥٢ ـ[٣٠] وَعَنْ أَنَسٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سِتِّينَ خَرِيفًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১৫৫২-[৩০] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সাওয়াবের নিয়্যাতে ভাল করে উযূ করার পর তার কোন অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হবে। (আবূ দাঊদ)[৫৯৩]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন, রুগীর খোঁজ-খবর নেয়ার সময় উযূ করা সুন্নাহ, কেননা সে দু'আ করল পবিত্র অবস্থায় যা দু'আ কবূল হওয়াতে অতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

আর যায়নুল আরব বলেন : সম্ভবত উযূ করার হিকমাহ্ হল রুগীর খোঁজ-খবর ও দেখতে যাওয়া একটি 'ইবাদাত, সুতরাং 'ইবাদাত পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে আদায় করা উত্তম।

١٥٥٣ ـ[٣١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا شُفِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

---

[৫৯২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩১০২, আহমাদ ১৭৭৬১।

[৫৯৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩০৯৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০২৫, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৫৩৯। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে ফায্ল বিন দালহাম আল ওয়াসিত্বী রয়েছে যিনি স্মৃতিশক্তিগত ক্রটির কারণে একজন দুর্বল রাবী।

১৫৫৩-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক মুসলিম তার এক অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে গিয়ে যদি সাতবার বলে, *"আস্‌আলুল্ল-হাল 'আযীমা রব্বাল 'আর্‌শিল 'আযীমি আই ইয়াশ্‌ফিয়াকা"* (অর্থাৎ আমি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন, যিনি মহান 'আর্‌শের রব।)। তাহলে তাকে অবশ্যই আরোগ্য দান করা হয় যদি না তার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৫৯৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত 'সাতবার' সংখ্যাটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুপ্ত বিষয় কারও জন্য উচিত নয় এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা ও অনুসন্ধান করা। অনুরূপ প্রত্যেক সংখ্যার বিষয়টি শারী'আত প্রণেতা রসূল (সাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٥٥٤ - [٣٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُوْلُوْا: «بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ

১৫৫৪-[৩২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমাদেরকে জ্বরসহ অসুখ-বিসুখ হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য এভাবে দু'আ করতে শিখিয়েছেন, "মহান আল্লাহর নামে, মহান আল্লাহর কাছে সব রক্তপূর্ণ শিরার অপকার হতে ও জাহান্নামের গরমের ক্ষতি হতে।" (তিরমিযী; তিনি [ইমাম তিরমিযী] বলেছেন, হাদীসটি গরীব। ইব্‌রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল ছাড়া এ হাদীস কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইব্‌রাহীম হলেন দুর্বল বর্ণনাকারী।)[৫৯৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে ইঙ্গিত বহন করে যে, জ্বর মূলত শরীরে রক্তচাপের কারণে হয় আর তা এক আগুনের গরমের প্রকারভেদ যেমন অন্য হাদীসে আছে যে, (أَنَّ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ النَّارِ، وَأَنَّهَا تُبْرَدُ بِالْمَاءِ) জ্বর হল আগুনের উত্তপ্ত হতে আর তা ঠাণ্ডা করে পানি।

١٥٥٥ - [٣٣] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنِ اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا أَنَّ رَحْمَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجَعِ. فَيَبْرَأُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৫৫৫-[৩৩] আবুদ্ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ ব্যথা-বেদনা অনুভব করলে অথবা তার কোন মুসলিম ভাই তার নিকট ব্যথা-বেদনার কথা বললে, সে যেন দু'আ করে, "আমাদের রব আল্লাহ যিনি আসমানে আছেন। হে রব! তোমার নাম পূতঃ-পবিত্র। তোমার নির্দেশ আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানেই প্রযোজ্য। আকাশে যেভাবে তোমার অগণিত রহ্‌মাত

---

[৫৯৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৩১০৬, আত্ তিরমিযী ২০৮৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১৯, আহমাদ ২১৩৭, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১০৮২০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৪৮৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪১৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৮০।

[৫৯৫] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ২০৭৫, ইবনু মাজাহ্ ৩৫২৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫০১, আহমাদ ২৭২৯, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৬০৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৫৮৭। এর সানাদে ইব্‌রাহীম বিন ইসমা'ঈল একজন দুর্বল রাবী। যদিও ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। কিন্তু জমহূর মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।

আছে, ঠিক সেভাবে তুমি পৃথিবীতেও তোমার অগণিত রহ্‌মাত ছড়িয়ে দাও। তুমি আমাদের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি পূতঃ-পবিত্র লোকদের রব। তুমি তোমার রহ্‌মাতগুলো হতে বিশেষ রহ্‌মাত ও তোমার শেফাসমূহ হতে বিশেষ শেফা এ ব্যথা-বেদনার নিরাময়ে পাঠিয়ে দাও।" এ দু'আ তার সকল ব্যথা-বেদনা দূর করে দেবে। (আবূ দাউদ)[৫৯৬]

ব্যাখ্যা : (فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ) তোমার রহমাত জমিনে বিস্তার কর তথা জমিনের অধিবাসী প্রত্যেক মু'মিনের ওপর। উদ্দেশ্য হল রহমাত দ্বারা খাসভাবে মু'মিনের ওপর, কারণ তা না হলে রহমাত ব্যাপকভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য। (حُوْبَنَا) কাবীরাহ্ গুনাহ আর (خَطَايَانَا) দ্বারা উদ্দেশ্য সগীরাহ্ গুনাহ।

١٥٥٦ - [٣٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِيْ لَكَ إِلٰى جَنَازَةٍ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৫৫৬-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় তখন সে যেন বলে, *"আল্ল-হুম্মাশ্‌ফি 'আব্‌দাকা ইয়ান্‌কাউ লাকা 'আদুওয়ান আও ইয়াম্‌শী লাকা ইলা- জানা-যাহ্"* (অর্থা- হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে সুস্থ করে দাও। সে যাতে তোমার জন্য শত্রুকে আঘাত করতে পারে। অথবা তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাযায় অংশ নিতে পারে।)। (আবূ দাউদ)[৫৯৭]

ব্যাখ্যা : (يَنْكَأُ لَكَ) "তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে শত্রুকে যেন হত্যা করতে পারে" উদ্দেশ্য তোমার রাস্তায় যেন সে যুদ্ধ করে। (إِلٰى جَنَازَةٍ) দ্বারা উদ্দেশ্য সলাত যেমন হাকিম-এর বর্ণনায় এসেছে, তবে এটি ব্যাপক অর্থের উপর প্রমাণ বহন করে।

ত্বীবী বলেন, সম্ভবত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জানাযার সলাতে অংশগ্রহণ মধ্যে একত্রিতকরণের কারণ হল প্রথমটিতে আল্লাহর শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করা আর দ্বিতীয়টিতে আল্লাহর বন্ধুদের প্রতি রহমাত পৌঁছাতে প্রচেষ্টা করা বা দ্রুত বাস্তবায়িত করা।

١٥٥٧ - [٣٥] عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمَيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: ﴿إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ [البقرة ٢ : ٢٨٤]. وَعَنْ قَوْلِهِ: ﴿مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ﴾ [النساء ٤ : ١٢٣]. فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِيْ عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «هٰذِهٖ مُعَاتَبَةُ اللّٰهِ الْعَبْدَ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنَ الْحُمّٰى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِيْ يَدِ قَمِيْصِهٖ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتّٰى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৫৫৭-[৩৫] 'উমাইয়্যাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি ('উমাইয়্যাহ্) একদিন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে "তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমরা যদি তা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে

---

[৫৯৬] **খুবই দুর্বল** : আবূ দাউদ ৩৮৯২, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০১০, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৪২২। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে যিয়াদ বিন মুহাম্মাদ রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

[৫৯৭] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৩১০৭, আহমাদ ৬৬০০, ইবনু হিব্বান ২৯৭৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৭৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৩০৪, সহীহ আল জামি' ৪৬৬। তবে আহমাদের সানাদটি দুর্বল কারণ তাতে ইবনুল লাহ্ইয়া রয়েছে।

তোমাদের হিসাব নিবেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮৪) এবং "যে অন্যায় কাজ করবে সে তার শাস্তি ভোগ করবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১২৩)– এ দু'টি আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার পর এ পর্যন্ত কেউ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেনি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এ দু'টি আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা হলো দুনিয়ায় বান্দার যে জ্বর ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি হয়, তা দিয়ে আল্লাহ যে শাস্তি দেন তাই, এমনকি বান্দা জামার পকেটে যে সম্পদ রাখে, তারপর হারিয়ে ফেলে তার জন্য অস্থির হয়ে যায়– এটাও এ শাস্তির মধ্যে গণ্য। অবশেষে বান্দা তার গুনাহগুলো হতে পবিত্র হয়ে বের হয়। যেভাবে সোনাকে হাপরের আগুনে পরিষ্কার করে বের করা হয়। (তিরমিযী)[৫৯৮]

ব্যাখ্যা : কল্পনাপ্রসূত পাপ, খারাপ চরিত্র শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না তা প্রকাশ্যে বাস্তবায়িত হবে আর এদিকে রসূলের বক্তব্য ইঙ্গিত বহন করে (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهٖ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ত্রুটি-বিচ্যুতি শাস্তির কবল হতে মুক্ত যতক্ষণ না তা বাস্তবে 'আমাল করে এবং বলে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কল্পনাপ্রসূত পাপ কাজের শাস্তি দিবেন না এবং শাস্তি দিবেন বাস্তবে তা করলে।" সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব না।

আর না এটাও কোন দ্বন্দ্ব হিসেবে পরিগণিত হবে যে, কল্পনার চিন্তাকে দৃঢ় হিসেবে গ্রহণ করবে যেমন আল্লাহর বাণী :

﴿وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"কিন্তু যেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৫)

আমরা বলব, বাস্তবে আল্লাহর এই ধরাটা তখনই প্রযোজ্য হবে কখন মনের সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে পাপ কাজের সাথে জড়িয়ে নিবে। জ্বরকে খাস করার কারণ হল রোগসমূহের মধ্যে জ্বর হল কঠিন ও ক্ষতিকর।

(عتاب) তথা সাজা শব্দটি ব্যবহার হয় দু' বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু অপর বন্ধুর ওপর ক্রোধ প্রকাশ করে তার খারাপ আচরণের কারণে এতদসত্ত্বেও তার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান। সুতরাং আয়াতের অর্থ এটা না যে, আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাদের সকল গুনাহের শাস্তি দিবেন বরং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, চিন্তা ও অন্যান্য অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে পাকড়াও করবেন যাতে তারা দুনিয়াতেই গুনাহ হতে বের হয়ে পবিত্র হতে পারে।

١٥٥٨ -[٣٦] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ وَقَرَأَ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى ٤٢ : ٣٠]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

১৫৫৮-[৩৬] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বড় হোক কিংবা ছোট হোক, বান্দা যেসব দুঃখ-কষ্ট পায়, নিশ্চয়ই তা তার অপরাধের কারণে। তবে আল্লাহ

---

[৫৯৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৯৯১, আহমাদ ২৫৮৩৫, শু'আবুল ঈমান ৯৩৫২, য'ঈফ আল জামি' ৬০৮৬। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন যায়দ বিন যায়দান রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী এবং 'উমাইয়্যাহ্ যে তার পিতার স্ত্রী একজন মাজহূল রাবী।

যা ক্ষমা করে দেন তা এর চেয়েও অনেক বেশী। এ কথার সমর্থনে তিনি (ﷺ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন– অর্থাৎ "তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয়, তা তোমাদের কর্মফলের কারণে। আর আল্লাহ ক্ষমা করে দেন অনেক অনেক বেশি"– (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ৩০)। (তিরমিযী)[৫৯৯]

ব্যাখ্যা : ﴿وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ﴾ তিনি অনেক গুনাহ ক্ষমা করেন গুনাহের কারণে দ্রুত শাস্তি দেন না। ইবনু কাসীর বলেন, তিনি তোমাদের বন্ধু অপরাধ ক্ষমা করে দেন যদি তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠে তোমাদের কেউ চলাফেরা করতে পারত না। আর এটা অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অপরাধী তথা গুনাহগার ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যদের ক্ষেত্রে দুনিয়ায় বিপদাপদ, মুসীবাত পৌঁছলে আখিরাতে তা তাদের উচ্চমর্যাদার কারণ হয়ে যায়। অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত যা আমাদের নিকট গোপন। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাও উম্মাদ ব্যক্তিরা তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না। কারও মতে শিশুদের ওপর মুসীবাত তার মর্যাদা ও তার পিতামাতার মর্যাদার কারণ হয়।

١٥٥٩ -[٣٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهٖ: اكْتُبْ لَهٗ مِثْلَ عَمَلِهٖ إِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتّٰى أُطْلِقَهٗ أَوْ أَكْفِتَهٗ إِلَيَّ».

১৫৫৯-[৩৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বান্দা যখন 'ইবাদাতের কোন সুন্দর নিয়ম-পদ্ধতি পালন করে চলতে শুরু করে এবং তারপর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে ('ইবাদাতের ধারা বন্ধ হয়ে যায়), তখন তার 'আমালনামা লিখার জন্য নিযুক্ত মালাককে (ফেরেশ্তাকে) বলা হয়, এ বান্দা সুস্থ অবস্থায় যে 'আমাল করত (অসুস্থ অবস্থাও) তার 'আমালনামায় তা লিখতে থাকো। যে পর্যন্ত না তাকে মুক্ত করে দিই অথবা তাকে আমার কাছে ডেকে আনি।[৬০০]

ব্যাখ্যা : যখন সে শারী'আতের পদ্ধতি অনুযায়ী 'ইবাদাত করে আর ফার্‌যসমূহ পালনের পর নাফ্ল আদায় করে, অতঃপর অসুস্থের পর সেই নাফ্ল 'ইবাদাত আদায় করতে পারে না।

(أَكْفِتَهٗ إِلَيَّ) আমি তাকে ক্ববরের দিকে টেনে নেই মূলত মৃত্যু উদ্দেশ্য।

١٥٦٠ -[٣٨] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهٖ قِيلَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهٗ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهٗ وَطَهَّرَهٗ وَإِنْ قَبَضَهٗ غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ». رَوَاهُمَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১৫৬০-[৩৮] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোন মুসলিমকে শারীরিক বিপদে ফেলা হলে মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশ্তাদেরকে) বলা হয়, এ বান্দা নিয়মিত যে নেক কাজ করত, তা-ই তার 'আমালনামায় লিখতে থাকো। এরপর তাকে আল্লাহ আরোগ্য দান করলে গুনাহখাতা হতে

---

[৫৯৯] **য'ঈফুল ইসনাদ :** আত্ তিরমিযী ৩২৫২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৭৩২। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে 'উবায়দুল্লাহ্ বিন আল ওয়াযি' এবং তার উস্তায শায়খ দু'জনই মাজহূল রাবী। তবে আল জামি'তে তিনি (রহঃ) হাদীসটিকে সম্ভবতঃ শাহিদ এর কারণে হাসান বলেছেন।

[৬০০] **সহীহ :** আহমাদ ৬৮৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৪৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪২৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪২১।

ধুয়ে পাকসাফ করে নেন। আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন, তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহ্‌মাত দান করেন। এ হাদীস দু'টি শারহুস্ সুন্নাহয় বর্ণিত।[৬০১]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার বলেন : আহমাদ-এর বর্ণনা এভাবে এসেছে,

إِذَا ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهٖ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَكِ: أَيْ صَاحِبَ يَمِيْنِهٖ، وَهُوَ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ.

যখন কোন মুসলিমকে শারীরিক বিপদে ফেলা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ডান মালাককে তথা ডানের মালাক (ফেরেশ্‌তা) যিনি ভাল 'আমাল লিখেন।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য হল তার জন্য হুবহু যে 'আমালেই লেখা হয় অথবা প্রতিদান প্রথমটিই সঠিক।

١٥٦١ - [٣٩] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ: اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِىْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৫৬১-[৩৯] জাবির ইবনু 'আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত শাহীদ ছাড়াও সাত ধরনের শাহীদ রয়েছে। এরা হচ্ছে (১) মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, (২) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৩) যা-তুল জান্‌ব রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৪) পেটের রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, (৬) কোন প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৭) প্রসবকালে মৃত্যুবরণকারী মহিলা। (মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৬০২]

ব্যাখ্যা : (ذَاتُ الْجَنْبِ) 'যা-তুল জান্‌ব' বলতে নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে টিউমার বা বড় ফোঁড়া যা বগলের নীচে প্রকাশ পায় এবং প্রবাহিত হয় ভিতরে কখনো কখনো ব্যক্তি স্বস্তি অনুভব করে।

জামি' উসূলে বলা হয়েছে, 'যা-তুল জান্‌ব' বলতে টিউমার বা বড় ফোঁড়া, যখম মানুষের পেটে প্রকাশ পায় এবং ক্ষত ভিতরে প্রবাহিত হয় যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে কখনও ক্ষত বাইরেই থাকে।

١٥٦٢ - [٤٠] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسَبِ دِيْنِهٖ فَإِنْ كَانَ صَلْبًا فِيْ دِيْنِهٖ اشْتَدَّ بَلَاؤُهٗ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَالَهٗ ذَنْبٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

---

[৬০১] **হাসান সহীহ :** আহমাদ ১২৫০৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ০৮৩১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৩০, ইরওয়া ২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪২২।

[৬০২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১১১, নাসায়ী ১৮৪৬, আহমাদ ২৩৭৫৩, ইবনু হিব্বান ৩১৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৯৮, সহীহ আর-জামি' আস্ সগীর ৩৭৩৯।

১৫৬২-[৪০] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নাবী! কোন্ সব লোককে বিপদাপদ দিয়ে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। জবাবে তিনি (সাঃ) বললেন, নাবীদেরকে। তারপর তাদের পরে যারা উত্তম তাদেরকে। মানুষকে আপন আপন দীনদারীর অনুপাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। দীনদারীতে যে যত বেশী মজবুত হয় তার বিপদ-মুসীবাত তত বেশী কঠিন হয়। দীনের ব্যাপারে যদি মানুষের দুর্বলতা থাকে, তার বিপদও ছোট ও সহজ হয়। এভাবে তার বিপদ হতে থাকে। এ নিয়েই সে মাটিতে চলাফেরা করতে থাকে। তার কোন গুনাহখাতা থাকে না। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী; ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।)[৬০৩]

ব্যাখ্যা : নাবীরা বিপদ মুসীবাতকে আলিঙ্গন করতে স্বাদ উপভোগ করেন যেমন অন্যরা বিত্ত-বৈভবকে আলিঙ্গন করতে স্বাদ অনুভব করে থাকে। আর যদি নাবীরা বিপদাপদ দ্বারা পরিক্ষিত না হত তাহলে তাদের ব্যাপারে মানুষের মা'বূদ হওয়ার কুধারণা থাকত। আর উম্মাতের ওপর ধৈর্য দুর্বল হয়ে পড়ত বালা মুসীবাতের জন্য। কেননা যে যত বেশী কঠিন মুসীবাতের মুখোমুখি সে তত বেশী বিনয়ী ও আল্লাহমুখী হয়।

١٥٦٣ - [٤١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِىْ رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

১৫৬৩-[৪১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যু কষ্ট দেখেছি। তাই এরপর আর সহজভাবে মৃত্যু হতে দেখলে ঈর্ষা করি না। (তিরমিযী, নাসায়ী)[৬০৪]

ব্যাখ্যা : (بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর কঠিনতা প্রত্যক্ষ করলাম বুঝতে পারলাম, মৃত্যুর কঠিনতা মৃত ব্যক্তির ওপর খারাপ পরিণতির ভয়াবহতা প্রমাণ বহন করে না এবং মৃত্যুর সহজতা বুযুর্গের ওপর প্রমাণ বহন করে না। কেননা নাবী (সাঃ) সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অথচ তাঁর মৃত্যু সহজভাবে ছিল না।

সুতরাং আমি আর কারও কঠিন মৃত্যুকে ঘৃণা করি না।

١٥٦٤ - [٤٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৫৬৪-[৪২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে আমি তাঁর মৃত্যুবরণ করার সময় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানিভরা বাটি ছিল। এ বাটিতে তিনি বারবার হাত ডুবাতেন। তারপর হাত দিয়ে নিজের চেহারা মুছতেন ও বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণায় সাহায্য করো। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৬০৫]

---

[৬০৩] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৩৯৮, ইবনু মাজাহ্ ৪০২৩, আহমাদ ১৬০৭, দারিমী ২৮২৫, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৭৪৩৯, ইবনু হিব্বান ২৯০১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪০২।

[৬০৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৯৭৯, শামায়িল ৩২৫, নাসায়ী ১৮৩০।

[৬০৫] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৯৭৮, মুখতাসার আশ্ শামায়িল ৩২৪, ইবনু মাজাহ্ ১৬২৩। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে মূসা বিন সারজিস রয়েছে যাকে কেউই বিশ্বস্ত হিসেবে উল্লেখ করেননি এবং তার থেকে মাত্র দু'জন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছে। অতএব, তিনি একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : হাদীসে নাবী ﷺ-এর সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর নিকট প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তার রবের ব্যাপারে ভাল ধারণা নিয়ে, কেননা এ সময় শায়ত্বন কুমন্ত্রণা দেয় আর এটা তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য।

١٥٦٥ ـ[٤٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৫৬৫-[৪৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চাইলে আগে-ভাগে দুনিয়াতেই তাকে তার গুনাহখাতার জন্য কিছু শাস্তি দিয়ে দেন। আর কোন বান্দার অকল্যাণ চাইলে দুনিয়ায় তার পাপের শাস্তিদান হতে বিরত থাকেন। পরিশেষে ক্বিয়ামাতের দিন তাকে তার পূর্ণ শাস্তি দিবেন। (তিরমিযী)[৬০৬]

ব্যাখ্যা : (فِي الدُّنْيَا) যাতে দুনিয়া হতে এমনভাবে বিদায় গ্রহণ করে তার ওপর আর কোন গুনাহ নেই। আর যার সাথে এমনটি করা হয় মূলত তার ওপর এটা একটি বিরাট অনুগ্রহ ও অনুকম্পা (আল্লাহর পক্ষ হতে)।

(حَتّٰى يُوَافِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) অবশেষে তাকে ক্বিয়ামাতের দিনে পূর্ণ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তার গুনাহের কারণে দুনিয়াতে শাস্তি দেন না, অবশেষে পাপী ব্যক্তি পরিপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আখিরাতে উপস্থিত হয় আর সে শাস্তির প্রাপ্যতাও পরিপূর্ণভাবে পেয়ে যায়।

١٥٦٦ ـ[٤٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৫৬৬-[৪৪] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বড় বড় বিপদ-মুসীবাতের পরিণাম বড় পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা এতে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে জাতি এতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৬০৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মার্থ হল যে, উৎসাহিত করা হয়েছে বান্দা মুসীবাতে পতিত হওয়ার পর তার উপর ধৈর্য ধারণ করার। আর বিপদাপদকে টেনে আনার দু'আ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এমনকি নিষেধও করা হয়েছে।

١٥٦٧ ـ[٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوٰى مَالِكٌ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

---

[৬০৬] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৩৯৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৩৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১২২০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩০৮।

[৬০৭] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ্ ৪০৩১, শু'আবুল ঈমান ৯৩২৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৩৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪০৭।

১৫৬৭-[৪৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মু'মিন নারী-পুরুষের বিপদ-মুসীবাত লেগেই থাকে। এ বিপদ-মুসীবাত তার শারীরিক, তার ধন-সম্পদের, তার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হতে পারে। আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্তই তা চলতে থাকে। আর আল্লাহর সাথে তার মিলিত হবার পর তার ওপর গুনাহের কোন বোঝাই থাকে না। (তিরমিযী; মালিক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

ব্যাখ্যা : রাযী বলেন : সম্ভবত আল্লাহ ইচ্ছা করেন এর মাধ্যমে (বান্দা) তার গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দিতে যাতে তার আর কোন গুনাহ না থাকে অথবা হতে পারে আল্লাহ ইচ্ছা করেন এর মাধ্যমে তার প্রতিদান অর্জিত হোক তার সকল পাপের পরিমাপের বিনিময় অনুযায়ী। অতঃপর সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমতাবস্থায় তার কোন গুনাহ থাকবে না আর বৃদ্ধি করা হবে তার পুণ্যের উপর আর এই সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি মুসীবাতে ধৈর্য ধারণ করবে এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা করবে। আর যে ব্যক্তি বিরক্ত প্রকাশ করবে এটা আল্লাহর নিয়তির উপর অসন্তোষ প্রকাশ করবে এজন্য সে গুনাহগার হবে।

١٥٦٨ - [٤٦] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذٰلِكَ يُبَلِّغُهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

১৫৬৮-[৪৬] মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ আস্ সুলামী তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদা বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর তরফ হতে কোন মানুষের জন্য যখন কোন মর্যাদা নির্ধারিত হয়, যা সে 'আমাল দিয়ে লাভ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তাকে তার শরীরে অথবা তার সন্তান-সন্ততির ওপর বিপদ ঘটিয়ে পরীক্ষা করেন। এতে তাকে ধৈর্যধারণ করারও শক্তি দান করেন। যাতে সেরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারে, যা আল্লাহর তরফ হতে তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ)[৬০৮]

ব্যাখ্যা : (إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ) যখন আল্লাহর পক্ষ হতে কোন মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখানে মর্যাদা বলতে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা।

(لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ) 'আমাল করার মাধ্যমে সে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছা সম্ভব না। মুল্লা 'আলী কারী বলেন : হাদীসে প্রমাণিত হয় আনুগত্য তথা ভাল 'আমাল মর্যাদা অর্জনের কারণ। কারও মতে জান্নাতে প্রবেশ করা আল্লাহর অনুগ্রহ। ত্বীবী বলেন : হাদীসে হৃদয়ঙ্গম হয় যে খাস করে বিপদাপদ সাওয়াব অর্জনের কারণ আনুগত্যের জন্য নয়। এজন্য বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা পরীক্ষা করা হয় নাবীদের, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যারা উত্তম তাদের।

١٥٦٩ - [٤٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِخِّيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلٰى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৫৬৯-[৪৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু শিখ্খীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আদাম সন্তানকে তার চারদিকে নিরানব্বইটি বিপদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি এ

[৬০৮] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ৩০৯০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪০৯।

বিপদগুলোর সবগুলোই তার ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে অন্তত বার্ধক্যজনিত বিপদে পতিত হয়। পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)[৬০৯]

ব্যাখ্যা : ৯০ সংখ্যা দ্বারা আধিক্য উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ না। (مَنِيَّةً) ধ্বংসযোগ্য মুসীবাত, আবার কেউ কেউ বলেছেন মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর কারণ অনেক যেমন রোগসমূহ ক্ষুধা ডুবা, পোড়া, বিল্ডিং ধ্বসে পড়া ইত্যাদি যদি একটি অতিক্রম করে তাহলে অপরটিতে পতিত হবে আর যদি সব বিপদই অতিক্রম করে তাহলে বার্ধ্যক্যরূপ বিপদে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেছেন, মানব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল তার হতে কখন বিপদাপদ মুসীবাত বিচ্ছিন্ন হবে না, যেমন বলা হয় সুস্থতাই মুসীবাতের মূল লক্ষ্য। আরও যেমন হাকাম বিন 'আত্বা বলেছেন, যতক্ষণ আমি ঘরে থাকি ঘরে অবস্থান আমাকে ব্যস্ত রাখে যদি আমি মুসীবাতের সেই দুর্লভ পথ পাড়ি দেই তাহলে আমি এমন এক রোগ পেয়ে থাকি যে রোগের কোন চিকিৎসা নেই আর তা হল বার্ধক্য।

মদ্য কথা হল দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা স্বরূপ আর কাফিরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ আর বিপদাপদ গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারাহ্। সুতরাং মু'মিনের উচিত আল্লাহর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর ধৈর্য ধারণ করা ও সন্তোষ প্রকাশ করা যা তার জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন।

١٥٧٠ - [٤٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطٰى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৫৭০-[৪৮] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপনকারীরা যখন দেখবে বিপদ-মুসীবাতগ্রস্ত লোকদেরকে সাওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন তারা আক্ষেপ করবে। বলবে, আহা! তাদের চামড়া যদি দুনিয়াতেই কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হত! (তিরমিযী)[৬১০]

ব্যাখ্যা : (حِيْنَ يُعْطٰى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ) বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাওয়াব দেয়া হচ্ছে অসংখ্য অগণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

"নিশ্চয় যারা সবরকারী তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ১০)

বায়হাক্বীর শব্দ এসেছে এভাবে,

يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ.

ক্বিয়ামাতের দিনে সুখ শান্তি ভোগী ব্যক্তিরা কামনা করে বলবে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিদান দেখে আহা যদি তাদের চামড়া কাঁচি দ্বার কাটা হত।

١٥٧١ - [٤٩] وَعَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَسْقَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا

---

[৬০৯] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২৪৫৬, শু'আবুল ঈমান ১০০৯১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮২৫।

[৬১০] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ২৪০২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮১৭৭।

مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْأَسْقَامُ؟ وَاللهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ: «قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৫৭১-[৪৯] 'আমির আর্ র-ম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন অসুখ-বিসুখ প্রসঙ্গে বললেন, মু'মিনের অসুখ হলে পরিশেষে আল্লাহ তাকে আরোগ্য করেন। এ অসুখ তার জীবনের অতীত গুনাহের কাফ্ফারাহ্। আর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা। কিন্তু মুনাফিক্বের অসুখ-বিসুখ হলে তাকেও আরোগ্যদান করা হয়, সেই উটের মতো যাতে মালিক বেঁধে রেখেছিল তারপর ছেড়ে দিলো। সে বুঝল না কেন তাকে বেঁধে রেখেছিল। আর কেনইবা ছেড়ে দিলো। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! অসুখ-বিসুখ আবার কী? আল্লাহর শপথ আমার কোন সময় অসুখ হয়নি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমাদের কাছ থেকে সরে যাও। তুমি আমাদের মধ্যে গণ্য নও। (আবূ দাউদ)[৬১১]

ব্যাখ্যা : (وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ) এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়।

ত্বীবী বলেন : মু'মিন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় এবং আরোগ্য লাভ করে তখন সে সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তার রোগ মূলত অতীতের গুনাহের কারণে হয়েছে, ফলে সে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে সে পাপ কাজে আর অগ্রসর হয় না তখন এটা তার জন্য কাফ্ফারাহ্। আর মুনাফিক্ব সে উপদেশ গ্রহণ করে না তার জন্য যা অর্জিত হয় আর সে সজাগ হয় না তার উদাসীনতা হতে এবং সে তাওবাও করে না। সুতরাং তার রোগ কোন উপকারে আসে না যা অতীতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আসবে।

١٥٧٢ -[٥٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৫৭২-[৫০] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা কোন রোগীকে দেখতে গেলে, তার জীবনের ব্যাপারে তাকে সান্ত্বনা যোগাবে। এ সান্ত্বনা যদিও তার তাকদীর পরিবর্তন করতে পারবে না, কিন্তু তার মন প্রশান্তি লাভ করবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)[৬১২]

ব্যাখ্যা : তোমরা রোগীর নিকট গেলে তার বয়স বৃদ্ধির ব্যাপারে আশা ভরসা যোগাবে। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : রোগীর সংশ্লিষ্ট চিন্তাকে দূরীভূত করবে এবং বলবে কোন সমস্যা নেই (আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করবে), ইনশাআল্লাহ এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুক আর তোমাকে সুস্থ করুক।

---

[৬১১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩০৮৯, শু'আবুল ঈমান ৬৭২৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯৯৯, সহীহ আল জামি' ১৭৬৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৪০। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে শামের (সিরিয়ার) অধিবাসী আবুল মানযূর রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী।

[৬১২] **খুবই দুর্বল :** আত্ তিরমিযী ২০৮৭, ইবনু মাজাহ্ ১৪৩৮, শু'আবুল ঈমান ৮৭৭৮, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৮৪। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আত্ তায়মী রয়েছে যিনি মুনকারুল হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত।

١٥٧٣ -[٥١] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৫৭৩-[৫১] সুলায়মান ইবনু সুরাদ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকে তার 'পেটের অসুখ' হত্যা করেছে, তাকে ক্ববরে শাস্তি দেয়া হবে না। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী; কিন্তু তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।)[৬১৩]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি পেটের রোগের কারণে মারা গেছে সম্ভবত তা সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট।

মুনাবী বলেন : ক্ববরে শাস্তি দেয়া হবে না অন্য কোন স্থানেও শাস্তি দেয়া হবে না, কেননা ক্ববর হল আখিরাতের প্রথম স্তর আর প্রথমে যদি সহজ হয় তাহলে পরে আরও সহজ হবে। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে শাহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে তবে ঋণ তা মানুষের অধিকার।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٧٤ -[٥٢] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৭৪-[৫২] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী যুবক নাবী ﷺ-এর খিদমাত করতেন। তাঁর মৃত্যুশয্যায় নাবী ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার পাশে বসে বললেন, হে অমুক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। যুবকটি তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকাল। পিতা তাকে বলল, আবুল ক্বাসিমের কথা মেনে নাও। যুবকটি ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর নাবী ﷺ তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া। তিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন। (বুখারী)[৬১৪]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাদীসে বৈধতা প্রমাণ করে মুশরিকের নিকট হতে খিদমাত গ্রহণ করা এবং যখন অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাওয়া। হাদীসে আরও প্রমাণিত হয় সুন্দর অঙ্গীকার, ছোটদের দিয়ে খিদমাত গ্রহণ এবং বালকদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত উপস্থাপন করা। আর যদি তা সহীহ না হত তাহলে রসূল ﷺ তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন না।

(أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ) এটা প্রমাণ করে খাদেমের ইসলাম গ্রহণ করা শুদ্ধ হয়েছে। আর বালক যখন কুফ্‌রকে বুঝতে পারে আর এর উপর মারা যায় তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

١٥٧٥ -[٥٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادٰى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

---

[৬১৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০৬৪, নাসায়ী ২০৫২, আহমাদ ১৮৩১১, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৪৬১।

[৬১৪] **সহীহ :** বুখারীর ১৩৫৬, নাসায়ী ৩০৯৫, আহমাদ ১৩৯৭৭, ইবনু হিব্বান ৪৮৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২১৫৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৫৭, ইরওয়া ১২৭২।

১৫৭৫-[৫৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রোগীকে দেখার জন্য যায়, আসমান থেকে একজন মালাক (ফেরেশ্তা) তাকে লক্ষ্য করে বলেন, ধন্য হও তুমি, ধন্য হোক তোমার এ পথ চলা। জান্নাতে তুমি একটি মনযিল তৈরি করে নিলে। (ইবনু মাজাহ)[৬১৫]

ব্যাখ্যা : (طِبْتَ) মুবারক হও তুমি এটি তার জন্য দু'আ যাতে তার দুনিয়ার জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়। (وَطَابَ مَمْشَاكَ) মুবারক হোক তোমার পথচলা এটা মূলত রূপক অর্থে ব্যবহৃত তার জীবন, চরিত্র, আখিরাতে চলার পথ খারাপ চরিত্র হতে মুক্ত হয়ে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হোক। (مَنْزِلًا) তুমি তৈরি করলে মূলত এটি একটি দু'আ তার জন্য যাতে আখিরাতের জীবন সুখময় হয়।

١٥٧٦ -[٥٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৭৬-[৫৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী (সাঃ) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন, সে অসুখের সময় একদিন 'আলী (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবূ হাসান! আজ সকালে আল্লাহর রসূলের অবস্থা কেমন রয়েছে? 'আলী বললেন, আলহাম্দুলিল্লা-হ সকাল ভালই যাচ্ছে। (বুখারী)[৬১৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য মতে (كَيْفَ أَصْبَحَ) আজ সকাল কেমন যাচ্ছে, এ শব্দে রোগীর অবস্থা সকলকে জিজ্ঞেস করা মুস্তাহাব তথা ভাল। আর উত্তর এ শব্দে (أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا) আলহাম্দুলিল্লা-হ, সকাল ভালই যাচ্ছে।

١٥٧٧ -[٥٥] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ تَعَالَى لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৭৭-[৫৫] 'আত্বা ইবনু আবূ রবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্বাস (রাঃ) আমাকে একবার বললেন, হে 'আত্বা! আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এ কালো মহিলাটিকে দেখো। এ মহিলাটি একবার নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত। রোগের ভয়াবহতার ফলে আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি তুমি চাও, সবর করতে পার। তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর তুমি চাইলে, আমি তোমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করব। আল্লাহ যেন তোমাকে ভাল করে দেন। জবাবে মহিলাটি বলল, আমি সবর করব। পুনরায় মহিলাটি বলল, হে

---

[৬১৫] হাসান : আত্ তিরমিযী ৮৬১১, ইবনু মাজাহ্ ১৪৪৩, আহমাদ ৮৫৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৭৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৩৮৭।

[৬১৬] সহীহ : বুখারীর ৪৪৪৭, আহমাদ ২৩৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬৫৭৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১১৩০।

আল্লাহর রসূল! আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। দু'আ করুন আমি যেন উলঙ্গ হয়ে না পড়ি। তিনি (ﷺ) তার জন্য দু'আ করলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬১৭]

ব্যাখ্যা : মৃগী রোগ হল মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় তবে সামান্য সচল থাকে, কারণ হল দূষিত কোন বায়ুর প্রাদুর্ভাবে যা মগজের শিরা উপশিরাকে বন্ধ করে দেয়।

١٥٧٨ -[٥٦] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

১৫৭৮-[৫৬] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালে এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো। এ সময় আর এক ব্যক্তি মন্তব্য করল, লোকটির ভাগ্য ভাল। মারা গেল কিন্তু কোন রোগে ভুগতে হল না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আহ্! তোমাকে কে বলল, লোকটির ভাগ্য ভাল? যদি আল্লাহ তা'আলা লোকটিকে কোন রোগে ফেলতেন, আর তার গুনাহ মাফ করে দিতেন তাহলেই না সবচেয়ে ভাল হতো! (মালিক মুরসালরূপে)[৬১৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য মতে বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসা যা দ্বারা মানুষকে চিকিৎসা করা হয় পাপের রোগ হতে। নিষ্পাপহীন ব্যক্তি অধিকাংশ সময় গুনাহ হতে মুক্ত না, সুতরাং রোগ সে পাপের জরিমানা অথবা মর্যাদা বৃদ্ধি করে বা ব্যক্তির অহংকারকে চুরমার করে।

١٥٧٩ -[٥٧] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَعُودَانِهِ فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ. فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ: أَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِذَا أَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا. وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৫৭৯-[৫৭] শাদ্দাদ ইবন আওস ও সুনাবিহী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁরা দু'জন এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকালটা তোমার কেমন যাচ্ছে? রোগীটি বলল, আল্লাহর রহ্‌মাতে ভালই। তার কথা শুনে শাদ্দাদ বললেন, তোমার গুনাহ ও অপরাধ মাফ হবার শুভ সংবাদ! কারণ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মু'মিন বান্দাকে রোগাক্রান্ত করি। রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও যে আমার শুকরিয়া আদায় করবে, সে রোগশয্যা হতে সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো সব গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে উঠবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মালাকগণকে (ফেরেশ্‌তাদেরকে) বলেন, আমি আমার বান্দাকে রোগ দিয়ে বন্দী করে রেখেছি। তাই তোমরা তার সুস্থ অবস্থায় তার জন্য যা লিখতে তা-ই লিখো। (আহ্‌মাদ)[৬১৯]

---

[৬১৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৫২, মুসলিমর ২৫৭৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪৪৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪২৩, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৫০৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪১৮।

[৬১৮] **মুরসাল য'ঈফ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ১৭৫৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০০৫। কারণ হাদীসটি মুরসাল।

[৬১৯] **হাসান :** আহমাদ ১৭১১৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২০০৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪২৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৩০০।

ব্যাখ্যা : (فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ) আজ সকাল কেমন হয়েছে এটি প্রমাণ দিনের প্রথম প্রহরে রোগীকে দেখতে যাওয়া উত্তম (أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ) ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

١٥٨٠ -[٥٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْحَزَنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৫৮০-[৫৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বান্দার গুনাহ যখন বেশী হয়ে যায় এবং এসব গুনাহের কাফ্ফারার মতো যথেষ্ট নেক 'আমাল তার না থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদে ফেলে চিন্তাগ্রস্ত করেন। যাতে এ চিন্তাগ্রস্ততা তার গুনাহের কাফ্ফারাহ্ হয়ে যায়। (আহমাদ)[৬২০]

١٥٨١ -[٥٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ

১৫৮১-[৫৯] জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য রওয়ানা হয় তখন সে আল্লাহর রহ্মাতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে। যে পর্যন্ত রোগীর বাড়ী গিয়ে না পৌঁছে। আর বাড়ী পৌঁছার পর রহ্মাতের সাগরে ডুব দেয়। (মালিক, আহ্মাদ)[৬২১]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ) সে রহমাতের মধ্যে প্রবেশ করল যখন সে বাড়ী হতে বের হল রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার নিয়্যাত নিয়ে। আর যখন সে বসল সে রহমাতে ডুব দিল।

١٥٨٢ -[٦٠] وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمّٰى فَإِنَّ الْحُمّٰى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ فِي نَهْرٍ جَارٍ وَلْيَسْتَقْبِلْ جِرْيَتَهُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَنْغَمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৫৮২-[৬০] সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কারো জ্বর হলে জ্বর আগুনের অংশ, আগুনকে পানি দিয়ে নিভানো হয়। সে যেন ফাজ্রের সলাতের পর সূর্য উঠার আগে প্রবাহিত নদীতে ঝাঁপ দেয় আর ভাটার দিকে এগুতে থাকে। এরপর বলে, হে আল্লাহ! শেফা দান করো তোমার বান্দাকে। সত্যবাদী প্রমাণ করো তোমার রসূলকে। ওই ব্যক্তি যেন নদীতে তিনদিন তিনটি

---

[৬২০] **য'ঈফ :** আহমাদ ২৫২৩৬, শু'আবুল ঈমান ৯৪৫৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২৬৯৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯৯৪, য'ঈফ আল জামি' ৬৭৮। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন। এর সানাদে লায়স বিন সুলায়ম রয়েছে যিনি একজন দুর্বল এবং মুখতালাত্ব রাবী।

[৬২১] **সহীহ :** আহমাদ ১৪২৬০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৮৩৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৫০৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৭৭, ইবনু হিব্বান ২৯৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৮৩।

করে ডুব দেয়। এতে যদি তার জ্বর না সারে তবে পাঁচদিন। তাতেও না সারলে, সাতদিন। সাতদিনেও যদি আরোগ্য না হয় তাহলে নয়দিন। আল্লাহর রহ্‌মাতে জ্বর-এর অধিক আগে বাড়বে না। (তিরমিযী; তিনি হাদীসটি গরীব বলেছেন।)[৬২২]

١٥٨٣ -[٦١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمّٰى عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৫৮৩-[৬১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একবার জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এ সময় এক লোক জ্বরকে গালি দিলো। এ কথা শুনে আল্লাহর নাবী (সাঃ) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর গুনাহ দূর করে যেভাবে (কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (ইবনু মাজাহ)[৬২৩]

ব্যাখ্যা : 'যেভাবে (কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।' বাক্যটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত যা মূলত গুনাহ হতে নির্মূল হওয়ার ক্ষেত্রে আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে। আর হাদীসের অর্থ জ্বরের অবস্থায় গালি না দিয়ে ধৈর্য ধারণ করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব।

١٥٨٤ -[٦٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ: «أَبْشِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৫৮৪-[৬২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়ে বললেন, সুসংবাদ! আল্লাহ তা'আলা বলেন, তা আমার আগুন। আমি দুনিয়াতে এ আগুনকে আমার মু'মিন বান্দার কাছে পাঠাই। তা' এজন্যই যাতে এ আগুন ক্বিয়ামাতে তার জাহান্নামের আগুনের পরিপূরক হয়ে যায়। (আহ্‌মাদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬২৪]

١٥٨٥ -[٦٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى يَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْرِجُ أَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيدُ أَغْفِرَ لَهُ حَتّٰى أَسْتَوْفِيَ كُلَّ خَطِيئَةٍ فِي عُنُقِهِ بِسَقَمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ فِي رِزْقِهِ». رَوَاهُ رَزِينٌ

১৫৮৫-[৬৩] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার মহান রব বলেন, আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের শপথ, আমি ততক্ষণ কাউকে দুনিয়া হতে বের করে আনি না যতক্ষণ না

---

[৬২২] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২০৮৪, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২৩৩৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৩৭৫। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে «رَجُلٌ» হলো সা'ঈদ বিন যুর'আহ্ আল হিমসী। ইমাম আবূ হাতিম এবং যাহাবী (রহঃ) তাকে "মাজহূল" আর হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) "মাসতূর" বলে অবহিত করেছেন।

[৬২৩] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৪৬৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৮১০।

[৬২৪] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৩৪৭০, আত্ তিরমিযী ২০৮৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৮০২, আহমাদ ৯৬৭৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৫৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩২।

তাকে ক্ষমা করে দেবার ইচ্ছা করি। যতক্ষণ না তার ঘাড়ে থাকা প্রত্যেকটি গুনাহকে তার দেহের কোন রোগ অথবা রিয্‌ক্বের সংকীর্ণতা দিয়ে বিনিময় করে দিই। (রযীন)[৬২৫]

ব্যাখ্যা : মীরাক বলেন : (إِقْتَارٍ) 'ইক্বতা-র' হল মানুষের ওপর রিয্‌ক্বকে সংকুচিত করা। যেমন বলা হয় إقتار الله رزقه আল্লাহ তার রিযক্বকে সংকুচিত করে দিয়েছেন।

١٥٨٦ ـ[٦٤] وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: مَرِضَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَعُدْنَاهُ فَجَعَلَ يَبْكِىْ فَعُوتِبَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَبْكِىْ لِأَجْلِ الْمَرَضِ لِأَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ» وَإِنَّمَا أَبْكِىْ أَنَّهُ أَصَابَنِيْ عَلٰى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِيْ فِيْ حَالِ اجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضُ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৫৮৬-[৬৪] শাক্বীক্ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে আমরা দেখতে গেলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তা দেখে তাঁকে কেউ কেউ খারাপ বলতে লাগলেন। সে সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি অসুখের জন্য কাঁদছি না। আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অসুখ হচ্ছে গুনাহের কাফ্‌ফারাহ্। আমি বরং কাঁদছি এজন্য যে, এ অসুখ হল আমার বৃদ্ধ বয়সে। আমার শক্তি-সামর্থ্য থাকার সময়ে হল না। কারণ মানুষ যখন অসুস্থ হয় তার জন্য সে সাওয়াব লেখা হয়, যা অসুস্থ হবার আগে তার জন্য লেখা হত। এজন্যই যে অসুস্থতা তাকে ওই 'ইবাদাত করতে বাধা দেয়। (রযীন)[৬২৬]

١٥٨٧ ـ[٦٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعُوْدُ مَرِيْضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১৫৮৭-[৬৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ কোন রোগীকে (রোগগ্রস্ত হবার পর) তিনদিন না হওয়া পর্যন্ত দেখতে যেতেন না। (ইবনু মাজাহ, আর বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬২৭]

ব্যাখ্যা : শাওকানী এ হাদীস প্রমাণ করে রোগী দেখতে যাওয়া শারী'আত সম্মত রোগ হওয়ার তিনদিন পর। সুতরাং রোগীকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে 'আম হাদীসগুলোকে সীমাবদ্ধ করেছে এ হাদীস কিন্তু উপরোল্লিখিত হাদীস সহীহ বা হাসান না। সুতরাং দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। আমি ভাষ্যকার বলি, জমহূরদের মতে রোগীকে দেখতে যাওয়া কোন সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ না রোগ শুরু হওয়ার পর হতে বরং সুন্নাহ হল রোগ শুরুর প্রথম দিকে দেখতে যাওয়া, কেননা রসূল ﷺ-এর বক্তব্য 'আমভাবে যে (عودوا المريض) তোমরা রোগীকে দেখতে যাও।

আর গায্‌যালী ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূমে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন আনাস-এর হাদীসটি খুবই দুর্বল তথা অগ্রহণ্যযোগ্য।

---

[৬২৫] **য'ঈফ :** আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২০০৪।

[৬২৬] **রযীন :** এর তাখরিজটি সম্পূর্ণ পাওয়া হয়নি।

[৬২৭] **মাওযূ' :** ইবনু মাজাহ্ ১৪৩৭, শু'আবুল ঈমান ৮৭৮১, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৪৫, য'ঈফ আল জামি' ৪৪৯৯। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে ইবনু জুরায়জ একজন মুদ্দালিস রাবী এবং মাসলামাহ্ বিন 'আলী মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত।

١٥٨٨ ـ[٦٦] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ يَدْعُو لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৫৮৮-[৬৬] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তুমি কোন অসুস্থ লোককে দেখতে গেলে, তাকে তোমার জন্য দু'আ করতে বলবে। কারণ রুগ্ন লোকের দু'আ মালায়িকার (ফেরেশ্‌তাদের) দু'আর মতো। (ইবনু মাজাহ্)[৬২৮]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন : রোগীর নিকট দু'আ চাওয়ার হুকুমটি মূলত রোগী তখন মুক্ত গুনাহ হতে সেদিনের মতো যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল এবং সে মালায়িকার মতো নিস্পাপ হয় আর নিস্পাপদের দু'আ কবূল হয়।

'আলক্বামাহ্ বলেন : হাদীসের মর্মার্থ রোগীর নিকট দু'আর আবেদন করা মুস্তাহাব, কারণ সে নিরুপায় আর অন্যদের চেয়ে তার দু'আ দ্রুত কবূল হয়।

١٥٨٩ ـ[٦٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ: «قُومُوا عَنِّي» رَوَاهُ رَزِينٌ

১৫৮৯-[৬৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোগীকে দেখতে যাবার পর নিয়ম হলো, রোগীর কাছে বসা। তার কাছে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। ইবনু 'আব্বাস তাঁর এ কথার সমর্থনে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুশয্যায় তাঁর পাশে লোকেরা বেশি কথাবার্তা ও মতভেদ শুরু করলে তিনি বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে সরে যাও। (রযীন)[৬২৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রমাণিত হয়, রোগীকে দেখতে যাওয়ার আদাব বা বৈশিষ্ট্য যে রোগীর নিকট যেন দীর্ঘক্ষণ বসে না থাকে যাতে সে বিরক্ত হয়।

وَاخْتِلَافُهُمْ: «قُومُوا عَنِّي» তাদের মতানৈক্যের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তোমরা আমার নিকট হতে উঠে যাও। ত্বীবী বলেন, আর এটা ছিল রসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর সময়। ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মৃত্যুর যন্ত্রণা উপস্থিত হল এমতাবস্থায় ঘরে অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে 'উমার (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা নিয়ে আসো আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখব, এর পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। 'উমার (রাঃ) বললেন, অন্য বর্ণনায় অনেকে বললেন রসূল (সাঃ)-কে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে বসেছে আর তোমাদের কুরআনে রয়েছে তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ঠ হবে। ঘরের অধিবাসীরা মতানৈক্য করল এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তাদের মধ্যে কেউ বলল, তোমরা তার নিকট কিছু উপস্থিত কর যাতে তোমাদের জন্য রসূল (সাঃ) লিখবেন তাদের মধ্যে, আবার কেউ বললেন অন্য কিছু তথা লিখার প্রয়োজন নেই যখন কথাবার্তা ও মতভেদ বেশী হয়ে গেল তখন রসূল (সাঃ) বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে উঠে যাও। (বুখারী, মুসলিম)

---

[৬২৮] **খুবই দুর্বল :** ইবনু মাজাহ্ ১৪৪১, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১০০৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০২৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৮৭। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি দু'টি কারণে দুর্বল। প্রথমতঃ মায়মূন বিন মিহরান এবং 'উমার (রা)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা। আর দ্বিতীয়তঃ জা'ফার বিন বুরকুর হতে কাসীর বিন হিশাম সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেননি। বরং উভয়ের মাঝে হাসান বিন আরফায় রয়েছে যিনি মূলত একজন মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত রাবী।

[৬২৯] **রযীন :** এর তাখরিজ সম্পূর্ণ হয়নি। তবে হাদীসটি মারফূ' সূত্রে বুখারীতে রয়েছে।

١٥٩٠ - [٦٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْعِيَادَةُ فَوَاقَ نَاقَةٍ».

১৫৯০-[৬৮] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রোগী দেখতে অল্প সময় নেবে।[৬৩০]

ব্যাখ্যা : (فَوَاقَ نَاقَةٍ) দ্বারা উদ্দেশ্য দুধ দোহনের মাঝখানে বিরতির সময়, কেননা দুধ দোহন করা হয়। অতঃপর স্বল্প সময়ের জন্য বিরত রাখা হয় বাছুর দুধপান করে যাতে স্তনের বোটা পিচ্ছিল হয়, অতঃপর আবার দুধ দহন করা হয় (এ সময় টুকুকে فَوَاقَ نَاقَةٍ বলে)।

١٥٩١ - [٦٩] وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا: «أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৫৯১-[৬৯] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রোগীকে দেখার উত্তম নিয়ম হলো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬৩১]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন : সর্বোত্তম হল রোগীকে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি দ্রুত চলে আসা। আর মীরাক বলেন, সারমর্ম হল উত্তম সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি দ্রুত উঠে আসবে তবে যদি তার দীর্ঘ অবস্থান রোগী পছন্দ করে (তাহলে তথায় অবস্থানই ভাল)।

١٥٩٢ - [٧٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي؟» قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلٰى أَخِيهِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا اشْتَهٰى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৫৯২-[৭০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একবার একজন রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খেতে তোমার মন চায়? জবাবে সে বলল, গমের রুটি। এ কথা শুনে নাবী (সাঃ) বললেন, তোমাদের যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তা তার ভাইয়ের জন্য পাঠায়। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কোন রোগী কিছু খেতে চাইলে, তাকে তা খাওয়াবে। (ইবনু মাজাহ)[৬৩২]

ব্যাখ্যা : রোগের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এরূপ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্ভাবনা এও রয়েছে যদিও ক্ষতিকর হয় অনেক সময় রোগীর চাহিদা মোতাবেক খাওয়াই আরোগ্যের কারণ হয়।

---

[৬৩০] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮৭৮৬, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩৯৫৪, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৩৮৯৯। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে ইসমা'ঈল বিন আল ক্বাসিম একজন দুর্বল রাবী এবং আবূ 'আলী আল আনাযীও একজন দুর্বল রাবী যেমনটি হাফিয হাজার "তাকরীবে" বলেছেন।

[৬৩১] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮৭৮৫, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২৫১৭। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সাথে আরো দু'টি কারণে য'ঈফ। প্রথমতঃ বাসারী শায়খ একজন মাজহূল রাবী এবং দ্বিতীয়তঃ আবূ মুহাম্মাদ আল 'আতাকী আমার নিকট একজন অপরিচিত রাবী।

[৬৩২] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ্ ১৪৩৯, ৩৪৪০। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে সফ্ওয়ান বিন হুরায়রাহ্ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, সে লীনুল হাদীস (হাদীস বর্ণনায় শিথিল)।

ত্বীবী বলেন : রোগীর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রয়েছে আল্লাহর ওপর যে, তিনি আরোগ্য দিবেন অথবা মৃত্যু আসন্ন। কারও মতে সূক্ষ্ম হিকমাহ্ রয়েছে, তা হল রোগী যখন কোন কিছু কামনা করে যদিও তা স্বল্প ক্ষতি করে তথাপিও তা উপকারে আসে।

١٥٩٣ -[٧١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ». قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ قِيسَ لَهٗ مِنْ مَوْلِدِهٖ إِلٰى مُنْقَطَعِ أَثَرِهٖ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৫৯৩-[৭১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাদীনায় মারা গেলেন, মাদীনায়ই তার জন্ম হয়েছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযায় সলাত সলাত আদায় করালেন। তারপর তিনি বললেন, হায়! এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ করত। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন? হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেন, কোন লোক জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যুস্থান ও জন্মস্থানের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের জায়গা হিসেবে গণ্য করা হয়। (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৬৩৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মার্থ হল যে, তাকে জান্নাতে এ পরিমাণ স্থান দেয়া হবে যে জন্মস্থান হতে মৃত্যুর স্থানের দূরত্ব পর্যন্ত। আবার কারও মতে, এটা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য ঐ পরিমাণ দূরত্বের সাওয়াব দেয়া হবে।

١٥٩٤ -[٧٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৫৯৪-[৭২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সফররত অবস্থায় মারা যায় সে শাহীদ। (ইবনু মাজাহ)[৬৩৪]

ব্যাখ্যা : (غُرْبَةٍ) শব্দের অর্থ হল নিজের দেশ বা এলাকা হতে অনেক দূরে থাকা। শাহীদের হুকুমটি আখিরাতে দৃষ্টিভঙ্গীতে আর এই মর্যাদা তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দূরে অবস্থানকারী বা অবস্থানকারী পাপী না হয়। আর হাদীস প্রমাণ করে দূরে মৃত্যুবরণের ফাযীলাত।

١٥٩٥ -[٧٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا أَوْ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৫৯৫-[৭৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রোগে ভুগে মারা যায়, সে শাহীদ হয়ে মারা গেল; তাকে ক্ববরের ফিতনাহ্ হতে রক্ষা করা হবে। এছাড়াও সকাল-সন্ধ্যায় তাকে জান্নাত থেকে রিয্‌ক্ব দেয়া হবে। (ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬৩৫]

---

[৬৩৩] **হাসান :** নাসায়ী ১৮৩২, ইবনু মাজাহ্ ১৬১৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩৪।

[৬৩৪] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৬১৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৮২৫। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে আবুল মুনযির আল হুযায়ল বিন আল হাকাম রয়েছে যাকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম যাহাবী (রহঃ) মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

[৬৩৫] **মাওযূ' :** আত্ তিরমিযী ১৬১৫, শু'আবুল ঈমান ৯৪২৫, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৬৬১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৫০। কারণ এর সানাদে ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ রয়েছে যাকে ইয়াহ্‌ইয়া বিন সা'ঈদ এবং ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক বলেছেন আর দারাকুত্বনী মাতরূক বলেছেন।

ব্যাখ্যা : সিনদী বলেন : হাদীস যদি সহীহ হয় তাহলে নির্ধারিত রোগের উপর প্রমাণ বহন করবে যেমন পেটের অসুখ।

ইবনু হাজার বলেন, এটা সাধারণভাবে সকল রোগের উপর প্রযোজ্য হবে তবে অন্য হাদীস সীমাবদ্ধ করেছে যে, পেটজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করবে তাকে ক্ববরে শাস্তি দেয়া হবে না। সকাল সন্ধ্যা রিয্ক্ব দেয়া হবে অর্থ সর্বদাই রিয্ক্ব দেয়া হবে। আল্লাহর বাণী : ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ﴾ "সর্বদাই রিয্ক্ব প্রদান করা হবে।" (সূরাহ্ আর্ রাদ ১৩ : ৩৫)

সম্ভাবনা রয়েছে নির্ধারিত দু'সময়ে তাদের জন্য খাস রিয্ক্বের ব্যবস্থা রয়েছে।

١٥٩٦ - [٧٤] عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلٰى فُرُشِهِمْ إِلٰى رَبِّنَا فِي الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوْا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُوْلُ: الْمُتَوَفَّوْنَ عَلٰى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوْا عَلٰى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا فَيَقُوْلُ رَبُّنَا: انْظُرُوْا إِلٰى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُوْلِيْنَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

১৫৯৬-[৭৪] 'ইর্বায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শাহীদগণ এবং যারা বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারীদের ব্যাপারে ঝগড়া করবে। শাহীদগণ বলবে, "এরা আমাদের ভাই। কেননা আমাদেরকে যেভাবে নিহত করা হয়েছে, এভাবে এদেরকেও নিহত করা হয়েছে।" আর বিছানায় মৃত্যুবরণকারীগণ বলবে, "এরা আমাদের ভাই। এ লোকেরা এভাবে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, যেভাবে আমরা মরেছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এদের জখমগুলোকে দেখা হোক। এদের জখম যদি শাহীদদের জখমের মতো হয়ে থাকে, তাহলে এরাও শাহীদদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সাথে থাকবে। বস্তুত যখন জখম দেখা হবে, তখন তা' শাহীদদের জখমের মতো হবে। (আহ্মাদ, নাসায়ী)[৬৩৬]

ব্যাখ্যা : এ ঝগড়াটি জান্নাতের বাইরে হবে তা না হলে প্রশ্ন থাকবে কেননা জান্নাতের বিষয়ে এসেছে তোমাদের মন যা চাবে তাই পাবে। সুতরাং যে জান্নাতে শাহীদদের মর্যাদা চাবে তা পাবে।

١٥٩٧ - [٧٥] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৫৯৭-[৭৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে ওখান থেকে ভেগে যাওয়া যুদ্ধের ময়দান থেকে ভেগে যাবার মতো। প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে সেখানেই ধৈর্য ধরে অবস্থানকারী শাহীদের সাওয়াব পাবে। (আহ্মাদ)[৬৩৭]

---

[৬৩৬] **সহীহ :** নাসায়ী ৩১৬৪, আহমাদ ১৭১৫৯, শু'আবুল ঈমান ৯৪১৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৪০৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮০৪৬।

[৬৩৭] **হাসান লিগায়রিহী :** আহমাদ ১৪৮৭৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১২৯৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪২৭৭।

ব্যাখ্যা : কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান হতে যেরূপ পলায়ন করা হারাম অনুরূপ মহামারী স্থান হতে পলায়ন করাও হারাম।

(٢) بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ وَذِكْرِهٖ

অধ্যায়-২ : মৃত্যু কামনা ও মৃত্যুকে স্মরণ করা

(باب تمنى الموت) মৃত্যু কামনা তথা তার কামনা বা আকাঙ্ক্ষার হুকুম (وذكره) ও তার স্মরণ তথা মৃত্যুর স্মরণের ফাযীলাত।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٥٩٨ ـ[١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنّٰى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهٗ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৫৯৮-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে নেক্‌কার হলে আরো বেশী নেক কাজ করার সুযোগ পাবে। আর বদকার হলে, (সে তাওবাহ্ করে) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি হাসিল করার সুযোগ পাবে। (বুখারী)[৬৩৮]

ব্যাখ্যা : সিন্দী বলেন, মৃত্যু কামনাকারী দু'শ্রেণী হতে মুক্ত হতে পারে না। কামনাকারী নেককার বা বদকার কামনাকারী নেককার হলে তার জন্য বৈধ হবে না মৃত্যু কামনা করা। কেননা জীবিত অবস্থায় অধিক নেকী অর্জন করতে পারবে অপরদিকে বদকার বা পাপী হলে তার জন্যও মৃত্যু কামনা করা বৈধ না। কেননা সম্ভবত সে তাওবাহ্ করে পাপকাজ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভ অর্জনে সক্ষম হবে।

হাফিয ইবনে হাজার বলেন, হাদীসে মৃত্যু কামনা হতে বিরত থাকার ইঙ্গিত বহন করে যে মৃত্যুর মাধ্যমে 'আমালের দরজা বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ হয়ে যায় আর জীবিত অবস্থা হল 'আমাল করার মাধ্যম। সুতরাং 'আমালের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করবে। যদি সে আল্লাহর একত্ববাদের উপর অবিচল থাকে আর এটা সর্বোত্তম 'আমাল।

١٥٩٩ ـ[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنّٰى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهٖ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهٗ إِنَّهٗ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَمَلُهٗ وَإِنَّهٗ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهٗ إِلَّا خَيْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৩৮] **সহীহ :** বুখারী ৭২৩৩, দারিমী ২৮০০, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১৯৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৬৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৬১০।

১৫৯৯-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে আর তা আসার পূর্বে তাকে যেন আহ্বান না জানায়, কারণ সে যখন মৃত্যুবরণ করবে তার 'আমাল বন্ধ হয়ে যাবে। আর মু'মিনের হায়াত বাড়লে তার ভাল কাজই বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম)[৬৩৯]

ব্যাখ্যা : (وَلَا يَدْعُ بِهِ) মৃত্যুর আহ্বান যেন না করে। হাফিয ইবনে হাজার বলেন, মৃত্যুর আহ্বান বা দু'আ মৃত্যুর কামনার চেয়ে খাস।

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ) মৃত্যু আসার পূর্বে হাফিয ইবনে হাজার বলেন, মূলত তাৎপর্যটি এরূপ যে, মৃত্যু অবধারিত হলে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের সন্তুষ্টির কামনা করা নিষেধ করে না আর না মৃত্যু চাওয়া আল্লাহর নিকট আর এ বিষয়ে ইমাম বুখারী হাদীস সাজিয়েছেন- আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের পরে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীস।

(اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى) হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং দয়া কর আর সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর, সুতরাং এটা ইঙ্গিত করে যে, মৃত্যু কামনা নিষেধাজ্ঞা হল মৃত্যু আসার পূর্বে।

(لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خيرا) মু'মিনের বয়স বা জীবন শুধুমাত্র কল্যাণ ও নেকীই বৃদ্ধি করে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর নি'আমাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তার ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। হাফিয ইবনে হাজার বলেন, প্রশ্ন উঠে কখনো কখনো খারাপ 'আমাল করে ফলে জীবনে বদ 'আমালই বৃদ্ধি পায়। জবাবে বলা হয় মু'মিন দ্বারা কামিল মু'মিন উদ্দেশ্য অথব মু'মিন ব্যক্তি 'আমাল করার মাধ্যমে জীবনের সকল গুনাহ মিটিয়ে নেয় বা কাবীরাহ্ গুনাহ হতে বিরত থাকে আর অপরদিকে ভাল 'আমালের দ্বারা খারাপ 'আমাল মিটিয়ে সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করে আর যতক্ষণ ঈমান অবশিষ্ট থাকে এর দ্বারা আনুপাতিক হারে সাওয়াব বাড়তে থাকে এবং পাপ কমতে থাকে বা মিটতে থাকে।

١٦٠٠ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ: اللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬০০-[৩] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কোন দুঃখ-কষ্টের কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। যদি এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা করতেই হয় তাহলে যেন সে বলে, *"আল্ল-হুম্মা আহ্য়িনী মা- কা-নাতিল হায়া-তু খায়রাল লী ওয়াতা ওয়াফ্ফানী ইযা- কা-নাতিল ওয়াফা-তু খায়রাল লী"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবন আমার জন্য যতক্ষণ কল্যাণকর হয়, আমাকে বাঁচিয়ে রেখ। আর আমাকে মৃত্যুদান করো যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয়।) (বুখারী, মুসলিম)[৬৪০]

---

[৬৩৯] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৮২, আহমাদ ৮১৮৯, ইবনু হিব্বান ৩০১৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৬৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৬১২।

[৬৪০] **সহীহ :** বুখারী ৫৬৭১, মুসলিম ২৬৮০, আবূ দাউদ ৩১০৮, আত্ তিরমিযী ৯৭০, নাসায়ী ১৮২০, ইবনু মাজাহ্ ৪২৬৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৪৭, আহমাদ ১১৯৭৯, ১৩০২০, ইবনু হিব্বান ৯৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৬৫, শু'আবুল ঈমান ৯৬৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৭০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৬১১।

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনে হাজার বলেন, সালফে সালিহীনদের মতে মৃত্যু কামনার নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দুনিয়ার মুসীবাতের উপর প্রযোজ্য তবে যদি দীনের মধ্যে ফিৎনার আশংকা থাকে তাহলে মৃত্যু কামনা বৈধ। যেমনটি ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনা (لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ فِي الدُّنْيَا) তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে দুনিয়ার মুসীবাতের কারণে।

এটা প্রামাণ করে দুনিয়ার মুসীবাতের কারণ। অনুরূপ 'উমার বিন খাত্ত্বাবও করেছেন যেমনটি মুয়াত্ত্বা মালিকে এসেছে, (اَللّٰهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَضَعُفَتْ قُوَّتِيْ وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِيْ فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مُضِيعٍ وَلَا مُفْرِطٍ) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমার বয়স বেড়েছে শক্তি কমেছে এবং আমার অধিনস্থ প্রজাগণও বেড়েছে আমাকে তোমার নিকট উঠিয়ে নাও কোন প্রকার ক্ষতি সাধন ও সীমালঙ্ঘন ছাড়াই।

١٦٠١ - [٤] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهٖ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ: «لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهٖ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهٗ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوبَتِهٖ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهٗ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬০১-[৪] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য পছন্দ করে, আল্লাহও তার সান্নিধ্য পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সান্নিধ্য অপছন্দ করেন। (এ কথা শুনে) 'আয়িশাহ্ অথবা তাঁর স্ত্রীদের কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমরাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : ব্যাপারটি তা নয়। বরং এর অর্থ হলো, যখন মু'মিনের মৃত্যু আসে তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন সামনে তার এসব মর্যাদা হতে বেশী পছন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না। তাই সে আল্লাহর সান্নিধ্য পছন্দ করে। আল্লাহও তার সান্নিধ্য পছন্দ করেন। আর কাফির ব্যক্তির মৃত্যু হাযির হলে, তাকে আল্লাহর 'আযাব ও তার পরিণতির 'খোশ খবর' দেয়া হয়। তখন এ কাফির ব্যক্তির সামনে এসব খোশ খবরের চেয়ে বেশী অপছন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না। তাই সে যেমন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬৪১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ) তথা যে ভালোবাসে আল্লাহর সাক্ষাত লাভকে তথা আখিরাতের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর গারগরের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করা হয়, ফলে তার মৃত্যুটা জীবনের চেয়ে প্রিয় হয়ে উঠে।

খাত্ত্বাবী বলেন, বান্দার আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের ভালোবাসার অর্থ হল দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়া আর দুনিয়াতে অবিরামভাবে প্রতষ্ঠিত থাকাকে অপছন্দ করা বরং তা হতে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আর অপছন্দ হল এর বিপরীত।

---

[৬৪১] **সহীহ :** বুখারী ৬৫০৭, মুসলিম ২৬৪৩, আত্ তিরমিযী ২৩০৯, নাসায়ী ১৮৩৬, ১৮৩৭, আহমাদ ২২৭৪৪, দারিমী ২৭৯৮, ইবনু হিব্বান ৩০০৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৮৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৯৬৪।

(لِقَاءَ اللهِ) দ্বারা উদ্দেশ্য (১) পুনরুত্থান। যেমন, আল্লাহর বাণী : ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللهِ﴾ "নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হয়ে যারা পুনরুত্থানকে মিথ্যা বলেছে।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৩১)

(২) মৃত্যু। ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاٰتٍ﴾ "যারা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের কামনা করে সে আল্লাহর নির্ধারিত মৃত্যু অবধারিত।" (সূরাহ্ আল 'আনকাবূত ২৯ : ৫)

(৩) জাযারী নিহায়াতে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন অবিনশ্বর আখিরাতের দিকে ধাবিত হওয়া আর কামনা করা আল্লাহর নিকট যা আছে এবং দুনিয়াতে দীর্ঘ অবস্থান না থাকা ও দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্টি না থাকা।

(إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ) আমরা তো মৃত্যুকে না পছন্দই করি। সা'দ বিন হিশাম-এর বর্ণনায়

فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ أَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ أَيْ بِحَسْبِ الطَّبْعِ وَخَوْفًا مِمَّا بَعْدَهُ.

আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী! মৃত্যুর অপছন্দ তো আমরা সবাই করি অর্থাৎ মৃত্যুর পরের অবস্থার ভয়ে।

(لَيْسَ ذٰلِكِ) তথা বিষয়টি এমন না যেমনটি ধারণা করছ, হে 'আয়িশাহ্! বরং মু'মিনের মৃত্যুর অপছন্দ মৃত্যুর কঠিনতর ভয়ের জন্য আল্লাহর সাক্ষাতের অপছন্দ নয় বরং অপছন্দটি হল মৃত্যুর অপছন্দ দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়া যখন মৃত্যুর উপস্থিতির সময় আল্লাহর শাস্তির সুসংবাদ দেয়া হয়।

হাদীসের শিক্ষাসমূহ :

❦ মরণাপন্ন ব্যক্তি যখন তার ওপর আনন্দের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পায় এটা দলীল যে তাকে কল্যাণের সুসংবাদ দেয়া হয়। অনুরূপ এর বিপরীত।

❦ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের ভালোবাসা মৃত্যু কামনা করার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা মৃত্যু কামনা করার নিষেধাজ্ঞা বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং মরণোম্মুখ সময় মৃত্যু কামনা করা মুস্তাহাব।

❦ সুস্থ থাকাবস্থায় মৃত্যুকে অপছন্দ করা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অপছন্দ করে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য আখিরাতের অফুরন্ত নি'আমাতের উপর সে তিরস্কৃত বা নিন্দনীয়। আর যে এই ভয়ে মৃত্যুকে অপছন্দ করে যে 'আমাল কমতি হওয়ার কারণে শাস্তি পাওয়ার আশংকা রয়েছে আর সকল দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেনি এবং যে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করবে যা ওয়াজিব এ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুকে অপছন্দ করা বৈধ। তবে যে ব্যক্তি ভাল 'আমালের প্রস্তুতির দিকে দ্রুত ধাবিত হবে এমনকি যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে তখন মৃত্যুকে অপছন্দ করবে না বরং আল্লাহর সাক্ষাত লাভের কামনা করবে।

١٦٠٢-[٥] وَفِيْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ: «وَالْمَوْتَ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ».

১৬০২-[৫] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা-এর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, "মৃত্যু হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের অগ্রবর্তী।"[৬৪২]

[৬৪২] সহীহ : মুসলিম ২৬৮৪, আহমাদ ২৪১৭২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৫০।

١٦٠٣ -[٦] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬০৩-[৬] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে দিয়ে একটি জানাযাহ্ বহন করা হচ্ছিল তিনি (ﷺ) (জানাযাহ্ দেখে) বললেন, এ ব্যক্তি শান্তি পাবে, অথবা এর থেকে অন্যরা শান্তি পাবে। সহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! শান্তি পাবে কে, অথবা ওই ব্যক্তি কে যার থেকে অন্যরা শান্তি পাবে? তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহর মু'মিন বান্দা মৃত্যুর দ্বারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হতে আল্লাহর রহ্মাতের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে সে শান্তি পায়। আর গুনাহগার বান্দা মারা গেলে তার অনিষ্ট ও ফাসাদ হতে মানুষ, শহর-বন্দর গাছ-পালা ও জন্তু-জানোয়ার সবকিছুই শান্তি লাভ করে। (বুখারী, মুসলিম)[৬৪৩]

ব্যাখ্যা : আল্লামা নাবাবী বলেন, পাপাচার বান্দা হতে বান্দাগণের শান্তি লাভের উদ্দেশ্য অর্থ হল তার কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া আর কষ্টসমূহ বিভিন্ন ধরনের : তাদের ওপর তার যুল্ম নির্যাতন। আর তার খারাপ কর্মসমূহ বাস্তবায়ন না হতে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আবার তাদের ক্ষতি সাধনও করে থাকে। আর যদি তারা চুপ থাকে এই পাপিষ্ঠ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহলে তারা গুনাহগার হয়।

নাবাবী আরও বলেন, পশু-পাখীর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি হতে শান্তি লাভের অর্থ সে তাদেরকে কষ্ট দেয়, প্রহার করে তাদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় আবার কোন কোন সময় তাদেরকে উপাসে রাখে ও আরও অন্যান্য।

আর দেশ ও বৃক্ষরাজির শান্তি লাভের উদ্দেশ্য হল পাপের কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয় ফলে তাদের পানি পান করার অধিকার তাদের কাছে হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়। ত্বীবী বলেন, দেশ ও বৃক্ষরাজির শান্তি লাভের অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা পাপিষ্ঠ লোকের বিদায়ের ফলে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং তার পৃথিবী বৃক্ষরাজি ও প্রাণীদেরকে সজীব করে তোলেন পাপের কারণে বৃষ্টি বন্ধের পর।

١٦٠٤ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৬০৪-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা হাত দিয়ে আমার দু'কাঁধ ধরলেন। তারপর বললেন, দুনিয়ায় তুমি এমনভাবে থাকো, যেমন– তুমি একজন গরীব অথবা পথের পথিক। (এরপর থেকে) ইবনু 'উমার (মানুষদেরকে) বলতেন, "সন্ধ্যা হলে আর সকালের অপেক্ষা

---

[৬৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৫১২, মুসলিম ৯৫০, নাসায়ী ১৯৩০, মুয়াত্ত্বা মালিক ২৮০, আহমাদ ২২৫৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩০১২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৭৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৫৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৭২।

করবে না। আর যখন সকাল হবে, সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। নিজের সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ করবে অসুস্থতার আগে ও জীবনের সুযোগ গ্রহণ করবে মৃত্যুর আগে। (বুখারী)[৬৪৪]

ব্যাখ্যা : নাবাবী বলেন, হাদীসের অর্থ তুমি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকবে না এবং তাকেই দেশ হিসেবে গ্রহণ করবে না আর নিজেকে সেখানে চিরস্থায়ীর জন্য ভাববে না এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না যেমন, দরিদ্র বা মুসাফির ব্যক্তি অন্যের দেশের সাথে সম্পর্ক রাখে না।

কারও মতে উদ্দেশ্য হল : মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়াতে অবস্থান করবে বিদেশীর অবস্থানের মতো। সুতরাং তার অন্তরকে সম্পর্ক রাখবে না দূরবর্তী দেশের কোন কিছুর সাথে বরং সম্পর্ক রাখবে এমন এক দেশের সাথে সেখানে সে ফিরে যাবে। আর দুনিয়াকে প্রয়োজন মিটানোর অবস্থান হিসেবে গ্রহণ করবে আর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তার আসল দেশের প্রত্যাবর্তনের জন্য। এটাই হল গরীব বা বিদেশীর অবস্থা অথবা মুসাফিরের যে সে নির্ধারিত একটি স্থানে অবস্থান করে না বরং সর্বদাই স্থায়ী শহরের দিকে সফর করে যার অবস্থা দুনিয়াতে এরূপ তার চিন্তাই সফরে পাথেয় সংগ্রহকরণ আর দুনিয়া ভোগ বিলাস সামগ্রী গ্রহণ তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিরমিযীতে অতিরিক্ত বর্ণনা হিসেবে এসেছে,

فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ غَدًا يَعْنِيْ لَعَلَّكَ غَدًا مِنَ الْأَمْوَاتِ دُوْنَ الْأَحْيَاءِ أَيْ لَا يَدْرِيْ هَلْ يُقَالُ لَكَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟

তুমি জান না হে 'আবদুল্লাহ! আগামীকাল তোমার নাম কী হবে অর্থাৎ সম্ভবত জীবিত হতে বিদায় নিয়ে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তথা জানা থাকবে না তোমাকে কি মৃত্যু বা জীবিত বলা হবে।

আর হাকিমে ইবনে 'আব্বাস-এর হাদীস মারফূ' সূত্রে

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابُكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

নাবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন : পাঁচটি বিষয়কে গনীমাত মনে করবে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে–

তোমার যৌবনকে বার্ধক্য আসার পূর্বে
তোমার সুস্থতাকে অসুস্থ আসার পূর্বে
তোমার স্বচ্ছলতাকে দরিদ্র আসার পূর্বে
তোমার অবসরতাকে ব্যস্ততা আসার পূর্বে
তোমার জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে।

١٦٠٥ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُوْلُ: «لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৪১৬, আত্ তিরমিযী ২৩৩৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫১২, শু'আবুল ঈমান ৯৭৬৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১১৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৪১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৫৭৯।

১৬০৫-[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মৃত্যুর তিনদিন আগে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর ওপর ভাল ধারণা পোষণ করা ছাড়া তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে। (মুসলিম)[৬৪৫]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, অবশ্যই আবশ্যই তোমাদের কেউ যেন এ চেতনা ও বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। আর হাদীসটিতে অনুপ্রেরণা রয়েছে যে সৎ 'আমালের চাহিদা হল সুধারণা।

খাত্ত্বাবী বলেন, কারও আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা হল তা তার ভাল 'আমাল। তিনি আরও বলেন, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণার মাধ্যমে তোমাদের 'আমালকে সুন্দর কর। কারও আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা হলে তার 'আমালও খারাপ হয়ে যায়।

আর কখনও কখনও আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা হল তার ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

ত্বীবী বলেন, এখন তোমরা তোমাদের 'আমালসমূহকে সুন্দর কর শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা হবে। আর যদি মৃত্যুর পূর্বে 'আমাল খারাপ হয় তাহলে মৃত্যুর সময় আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা হবে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٠٦ - [٩] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِيْ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُولُ: لِمَ؟ فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِيْ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ

১৬০৬-[৯] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (আমাদেরকে উদ্দেশ করে) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনদেরকে সর্বপ্রথম যে কথাটি বলবেন, তোমরা চাইলে আমি তা' তোমাদের বলে দিতে পারি। আমরা বললাম, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ মু'মিনদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাৎকে ভালবাসতে? মু'মিনগণ আরয করবেন, হে আমাদের রব অবশ্যই (আমরা আপনার সাক্ষাতকে ভালবাসতাম)! আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কেন আমার সাক্ষাৎকে ভালবাসতে? মু'মিনরা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করেছি, তাই। এ কথা শুনে আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য মাগফিরাত মঞ্জুর করা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে।" (শারহুস্ সুন্নাহ্- আবূ নু'আয়ম হিলইয়াহ্)[৬৪৬]

---

[৬৪৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৭৭, আবূ দাঊদ ৩১১৩, ইবনু মাজাহ্ ৪১৬৭, ইবনু হিব্বান ৬৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৮৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৭৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৬৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৫৫।

[৬৪৬] **য'ঈফ :** আহমাদ ২২০৭২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৫২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৬১২৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯৭৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১২৯৪। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে 'উবায়দুল্লাহ বিন যাহার রয়েছে যাকে ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান (রহঃ)-সহ আরো অনেকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্যাখ্যা : (فَيَقُوْلُ: لِمَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ) আল্লাহ বলবেন, কেন? অতঃপর বান্দারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জনার আশা করছিলাম। এতে প্রতিফলিত হয় যে, আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা হল আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের ভালোবাসা। আর বান্দার গোপন বিষয় জানা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হল শ্রোতাদের জানানো তাদের সাক্ষাতের ভালোবাসার কারণ।

١٦٠٧ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬০৭-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা দুনিয়ার ভোগবিলাস বিনষ্টকারী জিনিস, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করো। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৬৪৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য উচিত নয় যে, সবচেয়ে বড় উপদেশের স্মরণ হতে উদাসীন থাকা আর তা হল মৃত্যু তথা মৃত্যুর স্মরণ।

١٦٠٨ - [١١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» قَالُوا: إِنَّا نَسْتَحْيِيْ مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ: «لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ مَنِ اسْتَحْيٰى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيٰى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৬০৮-[১১] ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (ﷺ) সহাবীদের উদ্দেশে বললেন, আল্লাহর সাথে লজ্জা করার মতো লজ্জা করো। সহাবীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর সাথে লজ্জা করছি, হে আল্লাহর রসূল! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : লজ্জার মতো লজ্জা এটা নয় যা তোমরা বলছ। বরং প্রকৃত লজ্জা এমন যে, যখন ব্যক্তি লজ্জার হাক্ব আদায় করে সে যেন মাথা ও মাথার সাথে যা কিছু আছে তার হিফাযাত করে। পেট ও পেটের সাথে যা কিছু আছে তারও হিফাযাত করে। তার উচিত মৃত্যু ও তার হাড়গুলো পঁচে গলে যাবার কথা স্মরণ করে। যে ব্যক্তি পরকালের কল্যাণ চায়, সে যেন দুনিয়ার চাকচিক্য ও জৌলুশ ছেড়ে দেয়। অতএব, যে ব্যক্তি এসব কাজ করল, সে ব্যক্তিই আল্লাহর সাথে লজ্জার হাক্ব আদায় করল। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী; তারা বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।)[৬৪৮]

ব্যাখ্যা : (فليحفظ رأسه) সে যেন আপন মাথাকে হিফাযাত করে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কোন কর্মে ব্যবহার হতে তথা তিনি ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশে সাজদাহ্ না করে এবং লোক দেখানোর উদ্দেশে সলাত আদায় না করে আর মাথাকে আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য বিনয়ী না করে আর মাথাকে আল্লাহর বান্দার জন্য অহংকার উদ্দেশে না উঠায়।

---

[৬৪৭] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৩০৭, নাসায়ী ১৮২৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩২৭, আহমাদ ৭৯২৫, ইবনু হিব্বান ২৯১২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯০৯, আত্ তিরমিযী ৩৩৩৩, সহীহুল জামি' আস্ সগীর ১২১০।

[৬৪৮] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ২৪৫৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩২০, আহমাদ ৩৬৭১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৭২৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৯৩৫।

(وَمَا وَعٰى) আর মাথা তার যাকে সংরক্ষণ করছে তথা যে সমস্তকে মাথা একত্রিত করেছে যেমন জিহবা চক্ষু কান এগুলোকে সংরক্ষণ করেছে যা হালাল না তা হতে।

(وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى) আপন পেটকে হারাম ভক্ষণ হতে রক্ষা করেছে এবং পেটের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুকেও যেমন লজ্জাস্থান দু'পা, দু'হাত এবং হৃদয় আর এদের সংরক্ষণ বা হিফাযাতের বিষয় হল এগুলোকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করবে না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করবে। ত্বীবী বলেন, তোমরা যা মনে করছ তা প্রকৃত লজ্জা নয় আল্লাহর হতে বরং প্রকৃত লজ্জা হল যে নিজেকে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হিফাযাত করা।

١٦٠٩ -[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৬০৯-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত্যু হল মু'মিনের উপহার। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৬৪৯]

ব্যাখ্যা : মৃত্যুর মাধ্যমে ব্যক্তি বিশ্রাম গ্রহণ করে সকল প্রকার কষ্ট-ক্লেশ হতে আর এর মাধ্যমে তার ভালোবাসার বস্তুর কাছে পৌঁছে। আর জীবনটা জেলখানা সে মতে মৃত্যু হল উপহার। কারও মতে, তুহফা বলতে কল্যাণ, অনুগ্রহ এবং দর্শনেন্দ্রিয়। সুতরাং মৃত্যু হল আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ মু'মিনের জন্য আর কল্যাণ ও তৃপ্তিকর নি'আমাত তার জন্য যা তাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর জান্নাত ও তার নৈকট্যের দিকে এবং এর মাধমে দুনিয়া সকল কষ্ট-দুঃখ দূরীভূত হয়।

ত্বীবী বলেন, জেনে রাখ মৃত্যু হল বড় সৌভাগ্যে পৌঁছার মাধ্যম এবং সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিকারী হওয়ার উপায় আর এটা অন্যতম মাধ্যম হল স্থায়ী নি'আমাতে পৌঁছার আর তা হলে এক বাড়ি হতে অন্য বাড়িতে স্থানান্তর যদি মৃত্যুকে বাস্তবে এক প্রকার ধ্বংস দেখায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দ্বিতীয়বার জন্ম এবং তা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে দরজা যা তার দিকে পৌঁছায় আর যদি মৃত্যু না হত তা হলে জান্নাত হত না।

١٦١٠ -[١٣] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬১০-[১৩] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন কপালের ঘামের সাথে মৃত্যুবরণ করে। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৬৫০]

ব্যাখ্যা : মু'মিন মৃত্যুবরণ করে ঘামের সাথে কথাটির তাৎপর্য হল :

মৃত্যুর কষ্টের মুখোমুখি হওয়ায় কপালের ঘাম ঝড়ে আর এর মাধ্যমে গুনাহ হতে মৃত ব্যক্তি মুক্ত হয়ে উঠে।

মৃত্যুর সময় মু'মিন ব্যক্তির এ কাঠিন্যতার কারণে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

---

[৬৪৯] **য'ঈফ :** মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৯০০, শু'আবুল ঈমান ৯৭৩০, ৯৪১৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৫৪, **সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্** ৬৮৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৪৪, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৪০৪। কারণ এর সানাদে **'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ আল ইফরিক্বী** রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী।

[৬৫০] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৯৪২, নাসায়ী ১৮২৯, ইবনু মাজাহ্ ১৪৫২, আহমাদ ২২৯২৪, **সহীহ আল জামি' আস্ সগীর** ৬৬৬৫।

মু'মিন ব্যক্তির এমনটি হয় তার লজ্জার কারণে যখন সুসংবাদ আসে তার নিকট অথচ সে পাপকাজ করেছে এর জন্য সে লজ্জিত হয় আর এই লজ্জার কারণে তার কপালে ঘাম ঝড়ে।

আর এটা মু'মিনের মৃত্যুর আলামত বা চিহ্ন যদিও সে না বুঝে তা।

কারও মতে এটা কিনায়া তথা রূপক আর হালাল রুযী উপার্জনে কষ্টের কারণে।

١٦١١ -[١٤] وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ الْأَسَفِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَزِيْنٌ فِي كِتَابِهِ: «أَخْذَةُ الْأَسَفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ».

১৬১১-[১৪] 'উবায়দুল্লাহ ইবনু খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আকস্মিক মৃত্যু (আল্লাহর গযবের) পাকড়াও। (আবূ দাউদ; বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমানে এবং রযীন তাঁর কিতাবে অতিরিক্ত করে নকল করেছেন যে, আকস্মিক মৃত্যু কাফিরের জন্য গযবের পাকড়াও। কিন্তু মু'মিনের জন্য রহ্‌মাত।)[৬৫১]

ব্যাখ্যা : হঠাৎ মৃত্যু আল্লাহর গযব স্বরূপ, কেননা এ মৃত্যু মৃত ব্যক্তিকে তাওবার মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেয় না। হাদীসটি খাস কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

١٦١٢ -[١٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ؟» قَالَ: أَرْجُو اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

১৬১২-[১৫] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন এক যুবকের কাছে গেলেন। যুবকটি সে সময় মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, এখন তোমার মনের অবস্থা কী? যুবকটি উত্তর দিলো, আমি আল্লাহর রহ্‌মাতের প্রত্যাশী হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এরপরও আমি আমার গুনাহখাতার জন্য ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ সময়ে এ যুবকের মতো যে আল্লাহর বান্দার মনে ভয় ও আশার সঞ্চার হয় আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দান করেন, সে গুনাহকে ভয় করে এবং আশা পোষণ করে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।)[৬৫২]

ব্যাখ্যা : সিনদী বলেন, হাদীস প্রমাণ করে প্রত্যেকের জন্য দু'টি বিষয় পাওয়া সর্বদা প্রয়োজন আর তা আশা ও ভয় এমনকি মৃত্যুর সময়ও। আর এমনটি যেন না হয় যে মৃত্যুর সময় শুধু আশা বেশি থাকে আর ভয় একেবারে শূন্যের কোঠায়। আর হাদীসে প্রতিবাদ করা হয়েছে তাদের যারা মৃত্যুর সময় আশাকে সংক্ষিপ্ত করা মুস্তাহাব মনে করে।

---

[৬৫১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১১০, আহমাদ ১৭৯২৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৬৩১। তবে রযীনের অংশটুকু য'ঈফ। আহমাদ ২৪৬২১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৯৬।

[৬৫২] **হাসান :** আত্ তিরমিযী ৯৮৩, ইবনু মাজাহ্ ৪২৬১, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১০৮৩৪।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٦١٣ -[١٦] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنَابَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৬১৩-[১৬] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কেননা মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন জিনিস। মানুষের জীবন দীর্ঘ হওয়া নিশ্চয় সৌভাগ্যেরই ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে নেন। (আহ্‌মাদ)[৬৫৩]

ব্যাখ্যা : মৃত্যুর ভয়াবহতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল বান্দা ক্বিয়ামাতের অবস্থানে আখিরাতের ভয়াবহ চিত্র অবগত হয় অথবা তার সামনে মৃত্যুর পরপরই ক্ববরের চিত্র উপস্থিত হয়। মীরাক বলে, মুত্তালা দ্বারা উদ্দেশ্য জান কবযকারী মালাককে (ফেরেশতাকে) জান কবয করার কঠিন সময় বা মুনকার নাকীর (প্রশ্নের সময়) ও ক্বিয়ামাতের দিনে আল্লাহর গোস্বার ভয়াবহতার জানানোর সময়।

١٦١٤ -[١٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَلَسْنَا إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا فَبَكٰى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ: يَا لَيْتَنِيْ مِتُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا سَعْدُ أَعِنْدِيْ تَتَمَنَّى الْمَوْتَ؟» فَرَدَّدَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمُرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৬১৪-[১৭] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। তিনি আমাদের অনেক নাসীহাত করলেন। আখিরাতের ভয় দেখিয়ে আমাদের মনকে বিগলিত করে ফেললেন। এ অবস্থায় সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস কাঁদতে লাগলেন এবং বেশ কতক্ষণ কাঁদলেন। তারপর বললেন, হায়! আমি যদি (শিশুকালেই) মারা যেতাম (তাহলে তো গুনাহ করতাম না আখিরাতের 'আযাব হতেও মুক্ত থাকতাম)। এ কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন : হে সা'দ! তুমি আমার সামনে মৃত্যু কামনা করলে? এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, সা'দ! তোমাকে যদি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে তোমার বয়স যত দীর্ঘ হবে এবং যত ভাল 'আমাল তুমি করবে ততই তোমার জন্য উত্তম হবে। (আহ্‌মাদ)[৬৫৪]

ব্যাখ্যা : (تَتَمَنَّى الْمَوْتَ) তুমি মৃত্যু কামনা করছ অথচ মৃত্যু কামনা করা তুমি নিষেধপ্রাপ্ত হয়েছো সাওয়াব ও মর্যাদার কমতির জন্য আর দীর্ঘ বয়সে অধিক ভাল 'আমাল অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। কারও মতে, আমার জীবদ্দশায় ও উপস্থিতিতে মৃত্যু কামনা করছ অথচ আমার নিকট তোমার উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষতা মৃত্যুর চেয়ে তোমার জন্য ভাল।

---

[৬৫৩] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৪৫৬৪, শু'আবুল ঈমান ১০১০৫, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৯৭৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯৬৩। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে "কাসীর বিন যায়দ" স্মৃতিশক্তি ত্রুটিজনিত কারণে একজন দুর্বল রাবী।

[৬৫৪] **য'ঈফ :** আহমাদ ২২২৯৩, ত্বাবারানী ৭৮৭০। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন ইয়াযীদ একজন দুর্বল রাবী।

١٦١٥ -[١٨] عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ» لَتَمَنَّيْتُهٗ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِيَ الْاٰنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهٖ فَلَمَّا رَاٰهُ بَكٰى وَقَالَ لٰكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهٗ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتْ عَلٰى رَأْسِهٖ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلٰى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى مُدَّتْ عَلٰى رَأْسِهٖ وَجُعِلَ عَلٰى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ أُتِيَ بِكَفَنِهٖ إِلٰى اٰخِرِهٖ.

১৬১৫-[১৮] হারিসাহ্ ইবনু মুযার্‌রাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খাব্বাব-এর নিকট গেলাম (সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন)। তিনি তার শরীরের সাত জায়গায় দাগ লাগিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে 'তোমরা মৃত্যু কামনা করো না' কথাটি না শুনতাম, তাহলে অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার নিজেকে এরূপ পেয়েছি যে, আমি একটি দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। আর এখন আমার ঘরের কোণেই চল্লিশ হাজার দিরহাম পড়ে আছে। হারিসাহ্ বলেন, তারপর খাব্বাবের কাছে তার কাফনের কাপড় আনা হলো (যা খুবই উত্তম দামী কাপড় ছিল) তিনি তা দেখে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, যদিও এ কাপড় জায়িয কিন্তু হামযাহ্ (রাঃ)-এর জন্য পুরো কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি। শুধু একটি কালো ও সাদা পুরাতন চাদর ছিল। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা খালি হয়ে যেত। আবার পা ঢাকলে মাথা খালি হয়ে যেত। অবশেষে এ চাদর দিয়েই মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিল। আর পা ঢেকে দেয়া হয়েছিল ইযখার ঘাস দিয়ে। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী; কিন্তু তিনি [ইমাম তিরমিযী] "তাঁর কাফনের কাপড়" হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।)[৬৫৫]

ব্যাখ্যা : (قَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا) শরীরের সাত জায়গায় দাগ দিয়েছে। দাগ বলতে চামড়া পুরনো গরম লোহার মাধ্যমে। ত্বীবী বলেন, দাগ এক প্রকার অনেক রোগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা। আর দাগ দেয়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা তখন ধর্তব্য হবে যখন মনে করা হবে যে দাগের কারণে আরোগ্য হয়েছে। আর যখন বিশ্বাস থাকবে দাগ একটি কারণ প্রকৃত আরোগ্যকারী হলে আল্লাহ তাহলে বৈধ।

(٣) بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

অধ্যায়-৩ : মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয়

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٦١٦ -[١] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৫৫] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৯৭০, আহমাদ ২১০৭২।

১৬১৬-[১] আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায় তাকে কালিমায়ে *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই) তালকীন দিও। (মুসলিম)[৬৫৬]

ব্যাখ্যা : (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ) তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করে দাও যারা মুমূর্ষুবস্থায় রয়েছে তাদেরকে মৃত্যু নাম রাখা হয় কেননা মৃত্যু তাদের সামনে উপস্থিত। আর তালকীন হল : মৃত শয্যায় শায়িত বক্তির সামনে তাকে স্মরণ করে দেয়া «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» এবং তার নিকট উচ্চারণ করা যাতে সে শুনে এবং অনুধাবন করতে পারে।

নাবাবী বলেন, এ তালকীনের বিষয়টি নুদব তথা ভাল এরই উপর 'উলামারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর অধিকবার মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থাপন করাকে তারা অপছন্দ করেছেন যাতে মৃত ব্যক্তির কঠিন অবস্থার কারণে বিষয়টি ঘৃণা করতে পারে আর এমন কিছু বলতে পারে যা শোভনীয় নয়।

তবে হাদীসের ভাষ্যমতে তালকীন করা ওয়াজিব, জমহূর 'উলামারা এ মতে গেছেন বরং কিছু সংখ্যক মালিকীরা বলেছেন সবাই এ মতের উপর ঐকমত্য হয়েছেন।

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» কারও মতে কালিমা দ্বারা কালিমায়ে শাহাদাত। তবে জমহূররা শুধুমাত্র «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» -এর উপর সীমাবদ্ধ করেছেন। আবার কেউ محمد رسول الله বৃদ্ধি করেছেন তার সাথে। কেননা তাওহীদ স্মরণ করা উদ্দেশ্য আর যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি কাফির হয় তাহলে তাকে কালিমায়ে শাহাদাত তালকীন দিতে হবে, কেননা তা ছাড়া সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না।

আমি ভাষ্যকার বলি কালিমা «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» ইসলাম ও যিক্‌র এর কালিমা কাফিররা যখন বলে ইসলাম প্রবেশের জন্য তখন তা কালিমা ইসলাম ও কালিমা শাহাদাত সবই উদ্দেশ্য আর যখন মুসলিমরা তা দ্বারা যিক্‌র করে তখন যিক্‌র সকল যিক্‌রের মতো। যেমনটি নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» সর্বোত্তম যিক্‌র হল «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» আর দৃশ্যত অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য কালেমাতুয্ যিক্‌র তাতে "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" শর্ত না।

١٦١٧ -[٢] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلٰى مَا تَقُولُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬১৭-[২] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে কিংবা কোন মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে ভাল ভাল কথা বলবে। কারণ তোমরা তখন যা বলো, (তা' শুনে) মালাকগণ (ফেরেশ্‌তারা) 'আমীন' 'আমীন' বলেন। (মুসলিম)[৬৫৭]

ব্যাখ্যা : (فقولوا خيرا) তোমরা উত্তম কথা বলবে। সিনদী বলেন, তার জন্য কল্যাণের দু'আ কর আর না অকল্যাণ চেয়ে দু'আ কর। অথবা 'আমভাবে কল্যাণ চেয়ে না খারাপী চেয়ে। মাজহার বলেন, অসুস্থ

---

[৬৫৬] **সহীহ** : মুসলিম ৯১৬, ৯১৭, আত্ তিরমিযী ৯৭৬, নাসায়ী ১৮২৬, ইবনু মাজাহ্ ১৪৪৪, ১৪৪৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৮৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৯৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৬৫, ইরওয়া ৬৮৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫১৪৮।

[৬৫৭] **সহীহ** : মুসলিম ৯১৯, আত্ তিরমিযী ৯৭৭, আবূ দাউদ ৩১১৫, নাসায়ী ১৮২৫, ইবনু মাজাহ্ ১৪৪৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৬০৬৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৮৪৭, আহমাদ ২৬৪৯৭, ইবনু হিব্বান ৩০০৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৭৫৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১২৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৮৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৯১।

ব্যক্তির জন্য আরোগ্য চেয়ে দু'আ কর এবং বল, হে আল্লাহ! তাকে সুস্থ কর আর মৃত্যু ব্যক্তির জন্য রহমাত ও মাগফিরাত চেয়ে দু'আ কর এবং বল, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর এবং তার ওপর রহম কর।

١٦١٨ -[٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾ [البقرة٢: ١٥٦]. اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَتْ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّيْ قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬১৮-[৩] উম্মুল মু'মিনীন সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন কোন মুসলিম (কোন ছোট-বড়) বিপদে পতিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে এ কথাগুলো বলে, *"ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি'উন"* [অর্থাৎ "আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৬)]। *"আল্ল-হুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়া ওয়াখ্‌লিফলী খয়রাম মিন্‌হা"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে সাওয়াব দাও। আর [এ বিপদে] যা আমি হারিয়েছি তার জন্য উত্তম বিনিময় আমাকে দান করো)। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ জিনিসের উত্তম বিনিময় দান করেন। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন আবূ সালামাহ্ (অর্থাৎ তাঁর স্বামী) মারা গেলেন, আমি বললাম, "আবূ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উত্তম কোন মুসলিম হতে পারে? এ আবূ সালামাহ্, যিনি সকলের আগে সপরিবারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে হিজরত করেছেন। তারপর আমি উপরোক্ত বাক্যগুলো পড়েছিলাম। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবূ সালামার স্থলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দান করেছেন (অর্থাৎ তাঁর সাথে উম্মু সালামার বিয়ে হয়েছে)। (মুসলিম)[৬৫৮]

ব্যাখ্যা : (وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا) আমার এই মুসীবাতে যা ক্ষতি সাধন হয়েছে তার পরিবর্তে উত্তম কিছু দেয়ার ব্যবস্থা কর। ত্বীবী বলেন, উম্মু সালামাহ্ হতবাক হয়েছেন যে, তাঁর ধারণায় আবূ সালামাহ্ হতে উত্তম আর কোন ব্যক্তি নেই আর তার এ ধরনের লোভও ছিল না যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বিবাহ করবেন এ বিষয়টি তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। এজন্য তিনি বলেছিলেন, (أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ؟) কোন্ মুসলিম আবূ সালামাহ্ হতে ভাল। আর দৃশ্যত উত্তমের বিষয়টি উম্মু সালামার দৃষ্টিকোণ হতে।

١٦١٩ -[٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى أَبِيْ سَلَمَةَ قَدْ شَقَّ بَصَرُهٗ فَأَغْمَضَهٗ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهٖ فَقَالَ: «لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ» ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهٖ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَأَفْسِحْ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬১৯-[৪] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামার কাছে আসলেন যখন তাঁর চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চোখগুলো বন্ধ করে দিলেন।

---

[৬৫৮] **সহীহ :** মুসলিম ৯১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১২৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৬৩, ইরওয়া ১৮১৯, সহীহ আল জামি'আস্ সগীর ৫৭৬৪।

তারপর বললেন, যখন রূহ কবয করা হয় তখন তার দৃষ্টিশক্তিও চলে যায়। আবূ সালামার পরিবার (এ কথা শুনে বুঝল, আবূ সালামাহ্ ইন্তিকাল করেছেন) কাঁদতে ও চিল্লাতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের মাইয়্যিতের জন্য কল্যাণের দু'আ করো। কারণ তোমরা ভাল মন্দ যে দু'আই করো (তা' শুনে) মালাকগণ (ফেরেশ্‌তারা) 'আমীন' বলে। তারপর তিনি এ দু'আ পাঠ করলেন, *"আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লিআবী সালামাহ্, ওয়ার্‌ফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহ্‌দীয়্যিন, ওয়াখ্‌লুফ্‌হু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গ-বিরীন, ওয়াগ্‌ফির লানা- ওয়ালাহূ ইয়া- রব্বাল 'আ-লামীন, ওয়া আফ্‌সিহ লাহূ ফী ক্বব্‌রিহী, ওয়ানাওয়্যির লাহূ ফিহী"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আবূ সালামাকে মাফ করে দাও। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও। তার ছেড়ে যাওয়া লোকদের জন্য তুমি সহায় হয়ে যাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও। তার ক্ববরকে প্রশস্ত করে দাও। তার জন্য ক্ববরকে নূরের আলোতে আলোকিত করে দাও।)। (মুসলিম)[৬৫৯]

ব্যাখ্যা : চোখ বন্ধ করার কারণ হল যখন রূহ শরীর হতে বের হয়ে যায় চক্ষু বের হয়ে যাওয়ার গন্তব্য পথকে অনুসরণ করে। সুতরাং চক্ষু খুলে থাকাতে কোন উপকার নেই। দ্বিতীয় কষ্টের কারণ বর্ণনা তথা মৃত ব্যক্তির নিকট জান কবযকারী মালাক (ফেরেশতা) আকৃতি নিয়ে তার সামনে আসে সে তার দিকে (ফেরেশতার দিকে) তাকিয়ে থাকে এবং চোখের পলকও ফেলে না শেষ পর্যন্ত রূহ পৃথক হয়ে যায় আর চোখের পাওয়ার নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এ অবস্থায় চোখ অবশিষ্ট থাকে।

আর হাদীসে দলীল হিসেবে প্রমাণিত হয় যারা বলে যে, নিশ্চয় রূহ এর সূক্ষ্ম আকৃতি রয়েছে যা শরীরে বিশ্লেষিত এবং সে তা শারীক হতে বের হওয়ার ফলে জীবন চলে আয়। আর তা অন্য বস্তুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না যেমনটি অনেকে মনে করে। আরও দলীল প্রমাণিত হয় যে, মৃতুর সময় মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও তার পরিবারের জন্য দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দু'আ করা। আর প্রমাণিত যে, ক্ববরে মৃত ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

١٦٢٠ ـ[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬২০-[৫] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর পবিত্র শরীরের উপর ইয়ামিনী চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল।" (বুখারী, মুসলিম)[৬৬০]

ব্যাখ্যা : মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বে ঢেকে রাখা মুস্তাহাব। আর নাবাবী বলেন, এর উপর সবাই একমত হয়েছেন। আর ঢেকে রাখার হিকমাত হল উলঙ্গ করা হতে হিফাযাত করা এবং বিকৃতির দৃশ্যতাকে ঢেকে রাখা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٢١ ـ[٦] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৬৫৯] **সহীহ :** মুসলিম ৯২০, ইবনু মাজাহ্ ১৪৫৪, আহমাদ ২৬৫৪৩, ইবনু হিব্বান ৭০৪১, আল কালিমুত্ব **ত্বইয়্যিব ১৪৩, সহীহ** আল জামি' আস্ সগীর ১৬৩৪।

[৬৬০] **সহীহ :** বুখারী ৫৮১৪, মুসলিম ৯৪২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬১২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৬৯।

১৬২১-[৬] মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির্র শেষ কথা, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই) হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবূ দাঊদ)[৬৬১]

ব্যাখ্যা : (دَخَلَ الْجَنَّةَ) জান্নাতে প্রবেশ করবে খাস করে শাস্তির পূর্বে অথবা তাকে তার পাপনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে তার পরে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তবে প্রথমটিই বেশি প্রাধান্য অন্য মু'মিনের সাথে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য যাদের শেষ বাক্য এই কালিমা ছিল না যেমনটি মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেছেন।

ইবনে রাসলান বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি যদি সে পাপী হয় এবং তাওবাকারী না হয় তাহলে প্রথমবারেই (জান্নাতে প্রবেশ) আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন অথবা শাস্তির পরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দ্বিতীয়তঃ সম্ভাবনা রয়েছে তার শেষ বাক্য কালিমার জন্য সম্মান স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যা অন্য মু'মিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শেষ বাক্য কালিমা পড়ার তাওফীক হয়নি। আমি ভাষ্যকার এর নিকট দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণযোগ্য।

١٦٢٢ -[٧] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِقْرَؤُوا سُورَةَ (يس) عَلٰى مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬২২-[৭] মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মৃত ব্যক্তির সামনে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়ো। (আহ্মাদ, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্)[৬৬২]

ব্যাখ্যা : «اقرؤوا سُورَةَ (يس) عَلٰى مَوْتَاكُمْ» তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির সামনে সূরাহ্ ইয়াসীন পড় মৃত ব্যক্তি বলতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বা মৃত্যুর সময়, কেননা মৃত ব্যক্তির ওপর কুরআন পড়া হয় না বা বৈধ না। বলা হয়ে থাকে সূরাহ্ ইয়াসীন এজন্য পড়া হয়। কেননা সূরাহ্ ইয়াসীনে ক্বিয়ামাত ও পুনরুত্থানের মূল 'আক্বীদার বিষয়গুলো রয়েছে তা শুনলে ঈমান ও বিশ্বাসের চেতনা আরো বেশী দৃঢ় হয়।

উল্লেখিত মা'ক্বিল বিন ইয়াসার বর্ণিত হাদীসটি (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) "তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদেকে তালকীন করবে।" হাদীসের মত : আর এও সম্ভাবনা রয়েছে কারও মতে ক্ববরের নিকট পড়া প্রথমটিই বেশি গ্রহণযোগ্য কতকগুলো কারণে।

প্রথমতঃ (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) "তোমরা তোমাদের আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তিদের তালকীন করবে (لا إله إلا الله) এর সাদৃশ্যতুল্য।

দ্বিতীয়তঃ মুমূর্ষু ব্যক্তি বা আসন্ন মৃত ব্যক্তি এ সূরার মাধ্যমে উপকৃত হয়, কেননা এতে তাওহীদ আখিরাতে এবং জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে তাওহীদবাদদের জন্য আর ঈর্ষা রয়েছে যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করছে তার বক্তব্য ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ হায় আফসোস আমার জাতিরা যদি জানতে পারত যে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং রূহ সুসংবাদ পায় তার দ্বারা আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে আর আল্লাহ ও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন আর এ সূরাটি কুরআনের হৃদয়। আসন্ন মৃত ব্যক্তির সামনে এটা পড়া বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

---

[৬৬১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩১১৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৯৯, ইরওয়া ৬৮৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৪৮০।

[৬৬২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩১২১, ইবনু মাজাহ্ ১৪৪৮, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১০৮৪৬, ইবনু হিব্বান ৩০০২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৬২০, ইরওয়া ৬৮৮, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৫৮৬১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১০৭২।

তৃতীয়তঃ আর এ 'আমালটি অনেক পূর্ব হতে চলে আসছে বর্তমান পর্যন্ত যে মুমূর্ষু ব্যক্তির সামনে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়া।

চতুর্থতঃ যদি সহাবীরা বুঝতেন যে, রসূল ﷺ-এর বাণী তোমরা সূরাহ্ ইয়াসীন পড় মৃত ব্যক্তির ওপর এর দ্বারা উদ্দেশ্য ক্ববরের নিকট পড়বে। তাহলে তারা তা পড়া হতে বিরত হতেন না। আর এটা প্রসিদ্ধ সহাবীরা পড়তেন না।

পঞ্চমতঃ উদ্দেশ্য হল দুনিয়া হতে বিদায়ের সময় শেষ মুহূর্তে মনোযোগ সহকারে শোনানোর মাধ্যমে উপকার দেয়া। আর ক্ববরের উপর তা পাঠ করতে এর কোন সাওয়াব আসে না। কেননা সাওয়াব হলে পড়া বা শ্রবণের মাধ্যমে আর তা 'আমাল বলে গণ্য এবং তা মৃত্যুর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

١٦٢٣ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي حَتّٰى سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى وَجْهِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬২৩-[৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'উসমান ইবনু মায্'উন-এর মৃত্যুর পর তাঁকে চুমু দিয়েছেন। এরপর অঝোরে কেঁদেছেন, এমনকি তাঁর চোখের পানি 'উসমানের চেহারায় টপকে পড়েছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৬৬৩]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে মুসলিম ব্যক্তিকে মারা যাওয়ার পর চুম্বন দেয়া এবং তার জন্য কাঁদা বৈধ।

١٦٢٤ -[٩] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬২৪-[৯] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ) নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁকে (চেহারা মুবারাকে) চুমু খেয়েছিলেন। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৬৬৪]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনে হাজার বলেন, মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন দেয়া সম্মান ও বারাকাত হিসেবে দেয়া বৈধ। শাওকানী বলেন, সহাবীদের কেউ অস্বীকার করেনি (চুম্বন করাকে) আবূ বাক্র-এর ওপর।

١٦٢٥ -[١٠] وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৬২৫-[১০] হুসায়ন ইবনু ওয়াহ্ওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ত্বলহাহ্ ইবনু বারা অসুস্থ হলে নাবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে ত্বলহার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অতএব তার মৃত্যুর সাথে সাথেই আমাকে খবর দিবে (যাতে আমি জানাযাহ্ আদায়ের জন্য আসতে পারি)। আর তোমরা তার দাফন-কাফনের কাজ তাড়াতাড়ি করবে। কারণ মুসলিমের লাশ তার পরিবারের মধ্যে বেশীক্ষণ ফেলে রাখা ঠিক নয়। (আবূ দাউদ)[৬৬৫]

---

[৬৬৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১৬৩, আত্ তিরমিযী ৯৮৯, ইবনু মাজাহ্ ১৪৫৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৭০, আহমাদ ২৩৬৪৫।

[৬৬৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৯৮৯, নাসায়ী ১৮৪০, ইবনু মাজাহ্ ১৪৫৭, বুখারী, ৪৪৫৫, ৫৭০৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২০৬৬, আহমাদ ২০২৬, ইবনু হিব্বান ৩০২৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৭১, শামায়েল ৩২৭, ইরওয়া ৬৯২।

[৬৬৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩১৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬২০, রিয়াযুস সালিহীন ৯৫১, **য'ঈফ আল জামি'** আস্ সগীর ২০৯৯। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ আল আনসারী এবং তার ছেলে আযরা বা আরওয়াহ দু'জন মাজহূল রাবী। আর সা'ঈদ বিন 'উসমান আল বালবী ও মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন, মু'মিন ব্যক্তি হলেন সম্মানিত। লাশ যখন দীর্ঘক্ষণ হয় তখন তা থেকে মানুষেরা গন্ধ অনুভব করে এবং তা হতে পলায়ন করে তাই উচিত হল লাশকে দ্রুত ঢেকে মাটিতে রাখার ব্যবস্থা করা। এখানে লাশকে কুরআনের ভাষা (سَوْءَةٌ) মৃত দেহের মতো, যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾ "আপন ভ্রাতার মৃত দেহ কিভাবে আবৃত করবে"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩১)। মীরাক বলেন, মুসলিমের লাশ তার পরিবারের মধ্যে আটক রাখা উচিত না– এ কথার দ্বারা অপবিত্রতা প্রমাণিত হয় না। আর হাদীস প্রমাণ করে দ্রুত লাশের দাফনের ব্যবস্থা শারী'আত সম্মত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٢٦ -[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ: «أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৬২৬-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মৃত্যুপথযাত্রীকে এ কালিমার তালকীন দেবে, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হুল হালীমুল কারীম, সুব্হা-নাল্ল-হি রব্বিল 'আরশিল 'আযীম, আলহাম্‌দুলিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন"*। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সুস্থ জীবিত ব্যক্তিদেরকে এ কালিমা শিখানো কেমন? তিনি বললেন, খুব উত্তম, খুব উত্তম। (ইবনু মাজাহ)[৬৬৬]

ব্যাখ্যা : (عَظِيمِ) মহান তথা সকল সৃষ্টির চেয়ে বড় এবং জগতসমূহকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

١٦٢٧ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ: مَنْ هٰذَا؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَاٰخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى

---

[৬৬৬] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৪৪৬, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৩১৭, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৭০৭। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ইসহাক্ব বিন 'আবদুল্লাহ মাজহূল রাবী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন। আর কাসীর বিন যায়দ সদূক কিন্তু ভুল করেন।

السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ: مَنْ هٰذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ارْجِعِيْ ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৬২৭-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট (ফেরেশ্‌তাগণ) আগমন করেন। যদি সে ব্যক্তি নেক ও সালিহ হয় মালাকগণ বলেন, পবিত্র দেহে অবস্থানকারী হে পবিত্র নাফ্‌স! বের হয়ে আসো। আল্লাহ ও মাখলূক্বের নিকট তুমি প্রশংসিত হয়েছ। তোমার জন্য আনন্দ ও প্রশান্তির, জান্নাতের পবিত্র রিয্‌ক্বের, আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের শুভ সংবাদ, আল্লাহ তোমার ওপরে রাগান্বিত নন। তার নিকট মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) অনবরত এ কথা বলতে থাকবেন যে পর্যন্ত রূহ বের হয়ে না আসবে। তারপর মালায়িকাহ্ তা নিয়ে আকাশের দিকে চলে যাবেন। আকাশের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয়, যেখানে আল্লাহ আছেন। আর যদি লোকটি খারাপ হয় (অর্থাৎ কাফির হয়) তখন রূহ কবয করার মালাক (ফেরেশতা) বলেন, হে খবীস আত্মা যা খবীস শরীরে ছিলে, এ অবস্থায়ই শরীর হতে বের হয়ে এসো। তোমার জন্য গরম পানি, পুঁজ ও অন্যান্য নিকৃষ্ট আহারের সুসংবাদ। এই মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে বার বার মালায়িকাহ্ এ কথা বলতে থাকবে, যে পর্যন্ত তার রূহ বের হয়ে না আসবে। তারপর তারা তার রূহকে আসমানের দিকে নিয়ে যাবে। তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবে। জিজ্ঞেস করা হবে, এ ব্যক্তি কে? জবাব দেয়া হবে, 'অমুক ব্যক্তি'। এবার বলা হবে, এ খবীস জীবনের জন্য কোন স্বাগতম নেই, যা অপবিত্র দেহে ছিল। তুমি ফিরে চলে যাও, তোমার বদনাম করা হয়েছে। তোমার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হবে না। বস্তুত তাকে আসমান থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে এবং সে ক্ববরের মধ্যে এসে পড়বে। (ইবনু মাজাহ)[৬৬৭]

ব্যাখ্যা : (تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ) রহমাতের মালাক (ফেরেশতা) বা গযবের মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হয়। ইবনে হাজার এমনটি বলেছেন। কারও মতে এ সকল মালাক (ফেরেশতা) জান কবযকারী মালাকের সহযোগী। আর এ বিষয়ে হাদীসগুলোর সারমর্ম হল জান কবযকারী মালাককে রূহসমূহকে কবয করে এবং সহযোগী মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার হুকুমে তার সাথে কাজ করে। (أخرجي) তুমি বের হও এতে প্রমাণিত হয় যে, রূহ এর সূক্ষ্ম আকৃতি রয়েছে যার প্রবেশ করা বের হওয়া উঠা ও নামার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

١٦٢٨ -[١٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا» . قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تُعَمِّرِينَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى اٰخِرِ الْأَجَلِ». قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ» قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَتَنِهَا وَذَكَرَ لَعْنَهَا. «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى اٰخِرِ الْأَجَلِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هٰكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৬৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ৪২৬২, আহমাদ ৮৭৭০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১৯৬৮।

১৬২৮-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন মু'মিনদের রূহ (তার শরীর থেকে) বের হয়, তখন দু'জন মালাক (ফেরেশতা) তার কাছে আসেন, তাকে নিয়ে আকাশের দিকে রওনা হন। পরবর্তী রাবী হাম্মাদ বলেন, এরপর তিনি (সাঃ) অথবা আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ঐ ব্যক্তির রূহের খুশবু ও মিস্‌কের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি (সাঃ) বলেন, তখন আকাশবাসীরা বলবে, পাক-পবিত্র রূহ জমিন হতে এসেছে। তারপর তার রূহকে উদ্দেশ করে বলবে, তোমার ওপর আল্লাহ রহ্‌মাত করুন এবং শরীরের প্রতি, কারণ তুমি একে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছ। এরপর এরা একে আল্লাহর কাছে 'আরশে 'আযীমে নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ হুকুম দেবেন, তাকে নিয়ে যাও, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, তিনি (সাঃ) বলেছেন : যখন কাফির ব্যক্তির রূহ তার শরীর থেকে বের করে আনা হয়, অতঃপর তিনি তার দুর্গন্ধের কথা উল্লেখ করলেন। তার প্রতি লা'নাতের উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, যখন তাদের রূহ আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তখন আকাশবাসী বলেন, একটি নাপাক রূহ জমিন হতে এসেছে, তাকে নিয়ে যাও এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তাকে রেখে দাও। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর চাদরের কোণা তার নাকের উপর টেনে দিলেন (যেন দুর্গন্ধ হতে বাঁচতে চাইলেন)। (মুসলিম)[৬৬৮]

ব্যাখ্যা : (اِنْطَلِقُوْا بِهٖ إِلٰى اٰخِرِ الْأَجَلِ) নিয়ে যাও তাকে শেষ সময় অবধির জন্য। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, সময় দ্বারা উদ্দেশ্য বারযাখ বা ক্ববরে অবস্থানের জীবন তথা নিয়ে যাও ঐ স্থানে যা তৈরি করা হয়েছে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাদর নাকের উপর টানার মর্মার্থ হল তাঁর সহাবীদেরকে দেখানো যে, কিভাবে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) কোন কিছু নাকের উপর রেখে সেই রূহের দুর্গন্ধ হতে বাঁচার প্রচেষ্টা।

١٦٢٩ ـ[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُوْلُونَ: اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلٰى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتّٰى إِنَّهٗ لَيُنَاوِلُهٗ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَأْتُوا بِهٖ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هٰذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهٖ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهٖ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهٗ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهٗ كَانَ فِيْ غَمِّ الدُّنْيَا. فَيَقُولُ: قَدْ مَاتَ أَمَا أَتَاكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: قَدْ ذُهِبَ بِهٖ إِلٰى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ فَيَقُولُونَ: أَخْرِجِيْ سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلٰى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ حَتّٰى يَأْتُونَ بِهٖ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هٰذِهِ الرِّيحَ حَتّٰى يَأْتُونَ بِهٖ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

১৬২৯-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে আসেন এবং রূহকে বলেন,

---

[৬৬৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৭২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫০৪।

তুমি আল্লাহ তা'আলার ওপর সন্তুষ্ট, আল্লাহও তোমার ওপর সন্তুষ্ট এ অবস্থায় দেহ হতে বেরিয়ে এসো এবং আল্লাহ তা'আলার করুণা, উত্তম রিয্ক্ব ও পরওয়ারদিগারের দিকে চলো। তিনি তোমার ওপর রাগান্বিত নন। বস্তুতঃ মিস্কের খুশবুর মতো রূহ দেহ হতে বেরিয়ে আসে। মালাকগণ সম্মানের সাথে তাকে হাতে হাতে নিয়ে চলে। এমনকি আসমানের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসে। ওখানে মালাকগণ পরস্পর বলাবলি করেন, কি পবিত্র খুশবু জমিনের দিক হতে আসছে! তারপর তাকে মু'মিনদের রূহের কাছে (ইল্লীয়্যিনে) আনা হয়। ওই রূহগুলো এ রূহটিকে দেখে এভাবে খুশী হয়ে যায়, যেভাবে তোমাদের কেউ (সফর হতে ফিরে এলে তোমরা) এ সময় খুশী হও। তারপর সব রূহ এ রূহটিকে জিজ্ঞেস করে অমুক কি করে? অমুক কি করে? তারা নিজেরা আবার বলাবলি করে, এখন এ রূহকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কিছু জিজ্ঞেস করো না।) এখন যে দুনিয়ার শোকতাপে আছে। তারপর একটু স্বস্তির পরে (সে নিজেই বলে) অমুক ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে, সে মরে গেছে। সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? রূহগুলো বলে, তাকে তো তার (উপযুক্ত স্থান) হাবিয়্যাহ্ জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। (ঠিক এভাবে কোন কাফিরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তার কাছে 'আযাবের মালাক (ফেরেশতা) শক্ত চটের বিছানা নিয়ে আসেন। আর তার রূহকে বলেন, হে রূহ! আল্লাহর 'আযাবের দিকে বেরিয়ে এসো। এ অবস্থায় যে, তুমি আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলে, তিনিও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। তারপর রূহ তার (কাফির ব্যক্তির) দেহ থেকে পচা লাশের দুর্গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) একে জমিনের দরজার দিকে নিয়ে যাবে। সেখানে মালায়িকাহ্ বলবে, কত খারাপ এ দুর্গন্ধ! তারপর এ রূহটিকে কাফিরদের রূহের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। (আহ্মাদ, নাসায়ী)[৬৬৯]

ব্যাখ্যা : (أَتَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ) মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) নিয়ে আসেন সাদা রেশমী কাপড়। যাতে তার রূহটি সেই কাপড়ে পেঁচিয়ে আসমানের দিকে উঠে।

(فَيَقُولُونَ) কিছুসংখ্যক মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) অপর আসমানের মালায়িকার উত্তম সুগন্ধির ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে বলে, হাবিয়্যাহ্ হল নরকসমূহের নামের অন্যতম নরক। মনে হয় নরকটি খুব গভীরে- নরকবাসী পতিত হতে সেখানে অনেক সময় লাগে।

١٦٣٠ -[١٥] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهٖ عُودٌ يَنْكُتُ بِهٖ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِيْ إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ» قَالَ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِيْ

---

[৬৬৯] **সহীহ :** নাসায়ী ১৮৩৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৩০৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৯০, ইবনু হিব্বান ৩০১৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৫৯।

يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِيْ ذٰلِكَ الْكَفَنِ وَفِيْ ذٰلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ» قَالَ: «فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ يَعْنِيْ بِهَا عَلٰى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا: مَا هٰذِهِ الرُّوْحُ الطَّيِّبُ فَيَقُوْلُوْنَ: فُلَانُ بْنِ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَهٗ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهٗ فَيُفْتَحَ لَهٗ فَيُشَيِّعُهٗ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ تَلِيْهَا حَتّٰى يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِيْ فِيْ عِلِّيِّيْنَ وَأَعِيْدُوْهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّيْ مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرٰى قَالَ: «فَتُعَادُ رُوْحُهٗ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ فَيَقُوْلُوْنَ لَهٗ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ» قَالَ: «فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ مَدَّ بَصَرِهٖ» قَالَ: «وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ: أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يَسُرُّكَ هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهٗ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُوْلُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتّٰى أَرْجِعَ إِلٰى أَهْلِيْ وَمَالِيْ». قَالَ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِيْ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُوْدُ الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اخْرُجِيْ إِلٰى سَخَطٍ مِنَ اللهِ» قَالَ: «فَتُفَرَّقُ فِيْ جَسَدِهٖ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِيْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَجْعَلُوْهَا فِيْ تِلْكَ الْمُسُوْحِ وَيخرج مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلٰى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا: مَا هٰذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فُلَانُ بْنِ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهِيْ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهٗ فَلَا يُفْتَحُ لَهٗ» ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف ٧: ٤٠] «فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوْا كِتَابَهٗ فِيْ سِجِّيْنٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلٰى فَتُطْرَحُ رُوْحُهٗ طَرْحًا» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ﴾ [الحج ٢٢: ٣١] «فَتُعَادُ رُوْحُهٗ فِيْ جَسَدِهٖ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ

فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ: فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوؤُكَ هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ». وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوُهُ وَزَادَ فِيهِ: «إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلّٰى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللّٰهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ. وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ يَعْنِي الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللّٰهَ أَنْ لَا يُعْرِجَ رُوحَهُ مِنْ قِبَلِهِمْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৬৩০-[১৫] বারা ইবনু 'আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে এক আনসারীর জানাযায় ক্ববরের কাছে গেলাম। (তখনো ক্ববর তৈরি করা শেষ হয়নি বলে) লাশ ক্ববরস্থ করা হয়নি। রসূলুল্লাহ ﷺ এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে (চুপচাপ) বসে আছি এমনভাবে যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি (নিবিষ্টভাবে) মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, ক্ববরের 'আযাব থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো। এ কথা তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে চলে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকোজ্জ্বল চেহারার কিছু মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেন দীপ্ত সূর্য। তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর মাগফিরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসো। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথা শুনে মু'মিন বান্দার রূহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মশক হতে পানির ফোঁটা বেয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত এ রূহকে নিয়ে নেন। তাকে নেবার পর অন্যান্য মালাকগণ এ রূহকে তার হাতে এক পলকের জন্যও থাকতে দেন না। তারা তাকে তাদের হাতে নিয়ে নেন ও তাদের হাতে থাকা কাফন ও খুশবুর মধ্যে রেখে দেন। তখন এ রূহ হতে উত্তম সুগন্ধি ছড়াতে থাকে যা তার পৃথিবীতে পাওয়া সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর ওই মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) এ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হন (যাবার পথে) সাক্ষাত হওয়া মালায়িকার কোন একটি দলও এ 'পবিত্র রূহ কার' জিজ্ঞেস করতে ছাড়েন না। তারা বলে অমুকের পুত্র অমুক। তাকে তার উত্তম নাম ও যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত, সে পরিচয় দিয়ে চলতে থাকেন। এভাবে তারা এ রূহকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌছেন ও আসমানের দরজা খুলতে বলেন, দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক

আসমানের নিকটবর্তী মালাকগণ এদের সাথে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত যায়। এভাবে সাত আসমান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তা'আলা মালাকগণকে বলেন, এ বান্দার 'আমালনামা 'ইল্লীয়্যিনে' লিখে রাখো আর রূহকে জমিনে (ক্ববরে) পাঠিয়ে দাও (যাতে ক্ববরের) সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি থাকে। কারণ আমি তাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর মাটিতেই তাদেরকে ফেরত পাঠাব। আর এ মাটি হতেই আমি তাদেরকে আবার উঠাব। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর আবার এ রূহকে নিজের দেহের মধ্যে পৌছিয়ে দেয়া হয়। তারপর তার কাছে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) (মুনকির নাকীর) এসে তাকে বসিয়ে নেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, আমার রব 'আল্লাহ'। আবার তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? তখন সে উত্তর দেয়, আমার দীন 'ইসলাম'। আবার তারা দু' মালাক প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি কে? যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে ব্যক্তি উত্তর দিবে, ইনি হলেন রসূলুল্লাহ ﷺ। তারপর তারা দু'জন বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে? ওই ব্যক্তি বলবে, আমি 'আল্লাহর কিতাব' পড়েছি, তাই আমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী (আল্লাহ) আহ্বান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্যবাদী। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে পরিধান করাও জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদ, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। (তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে দরজা দিয়ে তার জন্য জান্নাতের হাওয়া ও খুশবু আসতে থাকবে। তারপর তার ক্ববরকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর একজন সুন্দর চেহারার লোক ভাল কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তার কাছে আসবে। তাকে বলবে, তোমার জন্য শুভ সংবাদ, যা তোমাকে খুশী করবে। এটা সেদিন, যেদিনের ওয়া'দা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি বলবে, তুমি কে? তোমার চেহারার মতো লোক কল্যাণ নিয়েই আসে। তখন সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার নেক 'আমাল। মু'মিন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামাত কায়িম করে ফেলো। হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামাত কায়িম করে ফেলো। আমি যেন আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কাফির ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন আখিরাতে পদার্পণ করবে, আসমান থেকে 'আযাবের মালায়িকাহ্ নাযিল হবেন। তাদের চেহারা নিকষ কালো। তাদের সাথে কাঁটাযুক্ত কাফনের কাপড় থাকবে। তারা দৃষ্টির শেষ সীমায় এসে বসেন। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন ও তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহর 'আযাবে লিপ্ত হবার জন্য তাড়াতাড়ি দেহ হতে বের হও। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কাফিরের রূহ এ কথা শুনে তার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত তার রূহকে শক্তি প্রয়োগ করে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন, যেভাবে লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর এতে পশম আটকে থাকে)।

মালাকুল মাওত রূহ বের করে আনার পর অন্যান্য মালায়িকাহ্ এ রূহকে মালাকুল মাওতের হাতে এক পলকের জন্য থাকতে দেন না বরং তারা নিয়ে (কাফনের কাপড়ে) মিশিয়ে দেন। এ রূহ হতে মরা লাশের দুর্গন্ধ বের হয় যা দুনিয়ায় পাওয়া যেত। মালায়িকাহ্ এ রূহকে নিয়ে আসমানের দিকে চলে যান। যখন মালায়িকার কোন দলের কাছে পৌছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এ নাপাক রূহ কার? মালায়িকাহ্ জবাব দেন, এটা হলো অমুক ব্যক্তির সন্তান অমুক। তাকে খারাপ নাম ও খারাপ বিশেষণে ভূষিত করেন, যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত। এভাবে যখন আসমান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া হয়, তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলা হয়। কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ (দলীল হিসেবে) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, (অনুবাদ) "ওই কাফিরদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না, আর না

তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যে পর্যন্ত উট সুঁইয়ের ছিদ্র পথে প্রবেশ করবে।" এবার আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার 'আমালনামা সিজ্জীনে লিখে দাও যা জমিনের নীচতলায়। বস্তুত কাফিরদের রূহ (নিচে) নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া হয়। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ দলীল হিসেবে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "(অনুবাদ) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করেছে, সে যেন আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাকে পশু পাখী ঠুকরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায়)। অথবা ঝড়ো বাতাস তাকে (উড়িয়ে নিয়ে) দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়। (অর্থাৎ আল্লাহর রহ্‌মাত থেকে দূরে সরে যায়)।" রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তার রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) দু'জন মালাক তার কাছে আসেন। বসিয়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার রব কে? (সে কাফির ব্যক্তি কোন সদুত্তর দিতে না পেরে) বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তারপর তারা দু'জন জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার দীন কি?" সে (কাফির ব্যক্তি) বলবে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তারপর তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন, "এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল?" সে বলে, "হায়! হায়! আমি কিছু জানি না।" তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন, এ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, অতএব তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। (তখন সে দরজা দিয়ে তার কাছে) জাহান্নামের গরম বাতাস আসতে থাকবে। তার ক্ববরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যে, (দু'পাশ মিলে যাবার পর) তার পাঁজরের এদিকের (হাড়গুলো) ওদিকে, ওদিকেরগুলো এদিকে বের হয়ে আসবে। তারপর তার কাছে একটি কুৎসিত চেহারার লোক আসবে, তার পরনে থাকবে ময়লা, নোংরা কাপড়। তার থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে। এ কুৎসিত লোকটি (ক্ববরে শায়িত লোকটিকে) বলতে থাকবে, তুমি একটি খারাপ খবরের সংবাদ শুনো যা তোমাকে চিন্তায় ও শোকে-দুঃখে কাতর করবে। আজ ওইদিন, যেদিনের ওয়া'দা (দুনিয়ায়) তোমাকে করা হয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত কুৎসিত যে, খারাপ ছাড়া কোন (ভাল) খবর নিয়ে আসতে পারে না। সে লোকটি বলবে, "আমি তোমার বদ 'আমাল"। এ কথা শুনে ওই মুর্দা ব্যক্তি বলবে, হে আমার পরোয়ারদিগার! "তুমি ক্বিয়ামাত ক্বায়িম করো না।"

আর একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশী বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার (মু'মিনের) রূহ বের হয়ে যায়, জমিনের ও আকাশের সব মালায়িকাহ্ তার ওপর রহ্‌মাত পাঠাতে থাকেন। তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের দরজার মালাক আল্লাহ তা'আলার কাছে এ মু'মিনের রূহ তার কাছ দিয়ে আসমানের দিকে নিয়ে যাবার আবেদন জানায় (যাতে এ মালাক মু'মিনের রূহের সাথে চলার মর্যাদা লাভ করতে পারে।) আর কাফিরের রূহ তার রগের সাথে সাথে টেনে বের করা হয়। এ সময় আসমান ও জমিনের সকল মালাক তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকেন। আসমানের দরজার বন্ধ করে দেয়া হয়। সমস্ত দরজার মালাকগণ (আল্লাহর নিকট) আবেদন জানায়, তার দরজার কাছ দিয়ে যেন তার রূহকে আকাশে উঠানো না হয়। (আহ্‌মাদ)[৬৭০]

ব্যাখ্যা : (وَجَلَسْنَا حوله كَأَن على رؤوسنا الطَّيْرَ) আমরা তাঁর আশে পাশে বসেছিলাম মনে হয়। আমাদের মাথার উপর পাখি রয়েছে। এ বাক্যটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে তথা নীরবতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সে আমাদের কেউ নড়াচড়া করছে না এবং কোন কথাও বলছে না রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বসার সম্মানার্থে। মর্মার্থ হল তাঁর উপস্থিতিতে আমরা বিনয়ীভাবে আদবের সাথে বসেছিলাম মনে হয়, এমতাবস্থায় পাখি আমাদের মাথার উপর বসে আছে আর পাখি নীরব নিথর বস্তুর উপর ছাড়া বসে না। আর সহাবীরা

---

[৬৭০] **সহীহ :** আহ্‌মাদ ১৮৫৩৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২০৫৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১০৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৫৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১৬৭৬।

রসূল ﷺ-এর সময়কে মূল্যায়ন করতেন কখনো তারা তাঁর সামনে কথা বলতেন হাসতেন তবে নাড়াচাড়া করতেন না।

(فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ) রূহ বের হয়ে আসে যেমন মশক হতে পানি বের হয়। উদ্দেশ্য খুব সহজে শরীর হতে রূহ বের হয়ে আসে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, শরীরের অস্থি এবং রূহ সহজে বের হয়ে আসার বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব নেই বরং প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণে যেমন ব্যক্তির অনুশীলনতা এবং শরীরের দুর্বলতা 'ইবাদাত চর্চার সময় রূহকে বেশি শক্তিশালী করে তোলে। আর ইবনে হাজার বলেন, কোন দ্বন্দ্ব নেই কঠিনতা হওয়া রূহ বের হওয়ার সময় অন্য সময় নয়, কেননা এমন অবস্থাটি রূহ বের হবার পূর্বের সময়।

(لم يدعوها في يده طرفة عين) 'মুহূর্তের জন্য নিজের হাতে রাখেন না।' ত্বীবী বলেন, বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে, মালাকুল মাওত রূহ ক্ববয করার সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগী মালাকের (ফেরেশতার) হাতে অর্পণ করে দেন যাদের কাছে জান্নাতের কাফন রয়েছে।

(اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ) 'আমার বান্দার ঠিকানা ইল্লীয়্যিনে লিখা।' বান্দা শব্দ উল্লেখ করেছেন তার সম্মানের জন্য আর কাফিরের ক্ষেত্র শুধু বলেছেন তার ঠিকানা বা কিতাব। ইল্লীয়্যিন বলতে মু'মিনদের খাতা বা রেজিস্টার বই আর মূলত তা সপ্তম আসমানে একটি স্থানের নাম যেখানে ভাল লোকদের কিতাব রয়েছে তথা 'আমালের সহীফা। আবূ ত্বীবী বলেন, ইল্লীয়্যিন বলতে জান্নাতের ঘরসমূহ।

ইবনে হাজার বলেন, ইল্লীয়্যিন মু'মিনগণের রূহসূমহ রয়েছে আর সিজ্জীনে কাফিরদের রূহসমূহ রয়েছে।

(فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ) 'তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়' হাদীসের ভাষ্যমতে রূহের ফিরিয়ে দেয়া হয় তার শরীরের সকল অংশে। সুতরাং এ বক্তব্য ধর্তব্য বলে বিবেচিত হবে না যে রূহ ফিরিয়ে দেয়া বলতে কিছু অংশে বা অর্ধেক অংশে এ দাবীর পক্ষে সহীহ দলীল প্রয়োজন।

(مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟) 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' এভাবে উপস্থাপন করা হয় মূলত পরীক্ষার জন্য। বিষয়টি যেন এমন অনুধাবন না আসে যে, রসূল ﷺ-এর ছবি সরাসরি মৃত ব্যক্তির সম্মানে উপস্থিত করা হয় আর এ ব্যাপারে কোন সহীহ বা দুর্বল হাদীসও বর্ণিত হয়নি। সুতরাং ক্ববর পূজারীদের বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করা যাবে না। তাদের আরও বিশ্বাস মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সময় স্বয়ং নাবী ﷺ ক্ববরের বাইরে উপস্থিত হন।

(حتى ارجع الى اهلى) চোখ জুড়ানো হূরদের নিকট এবং ঢাকদের নিকট وقال অট্টালিকা ও বাগানসমূহের নিকট এটা ব্যতিরেকে আরও অন্যান্য মাল যা বলতে মাল বুঝায়। পরিবার বলতে কারও নিকট মু'মিনদের নিকটস্থ লোক, মাল বলতে হূর ও অট্টালিকা।

মীরাক বলেন : ক্বিয়ামাত ক্বায়িম করার আবেদন বলতে যাতে সে পৌঁছতে পারে সেখানে যা তার জন্য আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন প্রতিদান ও মর্যাদা যেমন কাফিরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ক্বিয়ামাত ক্বায়িম করো না যাতে করে পলায়ন করতে পারে সে শাস্তি হতে যা তার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

(فينتزعها) জান কবযকারী মালাক (ফেরেশতা) তার রূহ বের করে কঠিনভাবে ও কষ্ট দিয়ে (السفود) লোহার চুলার মতো যার উপর গোশ্ত ভূনা করা হয়।

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ﴾ আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় না। যখন তারা আহ্বান করেন যেমন মুজাহিদ ও নাখ্'ঈ বলেছেন কারও মতে : তাদের 'আমাল কবূল হয় না বরং তা ফেরত দেয়া হয়, অতঃপর তা তাদের চেহারার উপর ছুড়ে মারা হয়।

সিজ্জীন : কাফির ও শায়ত্বনদের। 'আমালের সমষ্টির কিতাব কারও মতে তা এমন স্থান যা সাত জমিনের নীচে অবস্থিত আর তা ইবলীস ও অনুসারীদের থাকার স্থান।

(حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ) একদিকে পাঁজর অপরদিকে ঢুকে যাবে তথা ডান দিকের পাঁজর বামদিকের পাঁজরে এবং বামদিকের পাঁজর ডানদিকের পাঁজরে ঢুকে যাবে ক্ববর কঠিন সংকচিত হওয়ার কারণে। আর মু'মিনের জন ক্ববর সংকীর্ণ হল তা জমিনের আলিঙ্গন যেমন অধির আগ্রহী মা তার সন্তানের সাথে মুয়ানাকা বা আলিঙ্গন করে।

আর হাদীস সুস্পষ্ট দলীল যে প্রশ্নের সময় ক্ববরে মৃত ব্যক্তির নিকট রূহকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা সকল আহলে সুন্নাতের মাযহাব। ইবনে তায়মিয়্যাহ্ বলেন, মুতাওয়াতির হাদীস প্রমাণ করে প্রশ্নের সময় শরীরে রূহকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কোন দল বলেছে রূহ ছাড়া শুধুমাত্র শরীরকে প্রশ্ন করা হয়। জমহূর এ বিষয় অস্বীকার করেছেন এর বিপরীতে অন্য দল বলেছে শুধুমাত্র রূহকে প্রশ্ন করা শরীর ব্যতিরেকে এমন বলেছে। ইবনে মুররা ও ইবনু হায্ম উভয়ে ভুলের মধ্যে রয়েছে আর সহীহ হাদীসসমূহ এর প্রতিবাদ করেছে। ইবনে ক্বইয়্যিম কিতাবুর রূহতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

١٦٣١ -[١٦] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنْ لَقِيتَ فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ. فَقَالَ: غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: بَلٰى. قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ

১৬৩১-[১৬] 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (আমার পিতা) কা'ব-এর মৃত্যু আসন্ন হলে ইবনু মা'রূর-এর কন্যা উম্মু বিশ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আবূ 'আবদুর রহ্‌মান! (কা'ব-এর ডাক নাম) আপনি মৃত্যুবরণ করার পর (আলামে বারযাখে) অমুক ব্যক্তির সাথে দেখা হলে তাকে আমাদের সালাম বলবেন। এ কথা শুনে কা'ব বললেন, হে উম্মু বিশ্‌র! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। ওখানে আমার সবচেয়ে বেশী ব্যস্ততা থাকবে। তখন উম্মু বিশ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আবূ 'আবদুর রহ্‌মান! আপনি কি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেননি? 'আলামে বারযাখে' মু'মিনদের রূহ সবুজ পাখির ক্বালবে থেকে জান্নাতের গাছ হতে ফল-ফলাদি খেতে থাকবে। কা'ব বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। উম্মু বিশ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, এটাই হলো (তাই আপনি এ মর্যাদা পাবেন বলে আশা করা যায়)। (ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী– কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর)[৬৭১]

ব্যাখ্যা : (إِنْ لَقِيتَ) তুমি যদি সাক্ষাৎ কর উমুকের সাথে তথা মৃত্যুর পরে তার রূহ এর সাথে। ত্ববারানী বর্ণনায় এসেছে, যদি আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ কর আমার পক্ষ হতে সালাম দিবে। কারো মতে তার ছেলে উদ্দেশ্য মোবাশ্বের যেমন আহমাদ-এর বর্ণনা আর ইবনু আবিদ দুনিয়ায় হাদীসে এসেছে তাতে তার নাম বাক্‌র।

---

[৬৭১] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ্ ১৪৪৯। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী সে عنعن সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে।

আবূ লাবিয়্যাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বাক্‌র বিন বারা বিন মা'রূর মারা গেলেন তার মা তখন খুব কষ্ট পেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! বানী সালামার যখন কেউ মারা যাবে সে কি মৃত্যুকে চিনতে পারবে তাহলে আমি পিতাকে সালাম পাঠাবো। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, অবশ্যই তারা চিনবে বা নিশ্চয় চিনে যেমনভাবে পাখি গাছসমূহের মাথা চিনে। আর যখনই কোন বানী সালামাহ্ গোত্রের লোক মৃত্যুর সম্মুখীন হয় বাক্‌র এর মা আসে এবং হে উমুক তোমার ওপর আমার সালাম সেও বলে তোমারও ওপর সালাম, অতঃপর বাক্‌র এর মা বলে বাক্‌রকে আমার সালাম দিবে।

(إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ) নিশ্চয় মু'মিনের রূহসমূহ হাদীসের এ সাধারণ বাক্যের প্রমাণ করে প্রত্যেক মু'মিন শাহীদ হোক বা না হোক জান্নাতে তারা শাহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে যদি জান্নাতে যেতে তাদেরকে গুনাহ ও ঋণ বাধা না দেয় আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে সাক্ষাৎ, ক্ষমা ও রহমাত নিয়ে। এ হাদীসটি এবং সামনে আগত হাদীস এটাই প্রমাণ করে তাতে শাহাদাতকে খাস করা হয়নি এ মতে ইবনু কাইয়্যিম ও ইবনে কাসীর গেছেন।

কারও মতে শুধুমাত্র শাহীদ মু'মিন উদ্দেশ্য যেমন আহমাদ-এর বর্ণনা (أرواح الشهداء) শাহীদের রূহসমূহ আর এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন কুরতুবী ও ইবনু 'আবদুল বার। তারা বলেন, উল্লেখিত সম্মানের বিষয়টি শাহীদদের সাথে খাস অন্য কারও সাথে নয় আর কুরআন সুন্নাহ এটাই প্রমাণ করে আর এ সংক্রান্ত সাধারণ বর্ণনাগুলোকে খাসকেই বুঝায়।

মু'মিনের রূহ সবুজ পাখীর মধ্যে হবে ত্বাবারানীর বর্ণনায় এসেছে (إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ) মু'মিনে রূহ সবুজ পাখীর ঝোলায় বা পেটে হবে। হায়সামী বলেন, যে এটা রূহের জন্য আবদ্ধ উদ্দেশ্য না বরং সবুজ পাখীর পেটের মধ্যে রাখার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশের ব্যবস্থা করেছেন যা প্রশস্ত শূন্যে অর্জিত হয়।

অথবা রূহের জন্য পাখীকে বাহনরূপে করে জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করার ব্যবস্থা করা বা পাখী হল রূহের জন্য হাওদা স্বরূপ বসা ব্যক্তির জন্য।

কারও মতে রূহসমূহকে পাখীর আকৃতিতে করা হয় তথা রূহ স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশে পাখির আকৃতি ধারণ করে যেমন মালাক (ফেরেশতা) মানুষের আকৃতি ধারণ করে। সুয়ূতী আবূ দাউদ-এর টীকায় বলেন, যখন আমরা রূহের পাখি আকৃতি ধারণ করা সাব্যস্ত করব তখন তা শুধুমাত্র পাখির আকৃতির হওয়ার ক্ষমতা বুঝায় না পাখি সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হওয়া বুঝায়, কেননা মানুষের আকৃতিই সবচেয়ে উত্তম আকৃতি।

١٦٣٢ - [١٧] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يُرْجِعَهُ اللّٰهُ فِي جَسَدِهٖ يَوْمَ يَبْعَثُهُ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ

১৬৩২-[১৭] 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু কা'ব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মু'মিনের রূহ (আলামে বারযাখে) পাখীর ক্বালবে থেকে জান্নাতের গাছ থেকে ফল-ফলাদি খেতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা (তাকে উঠাবার দিন) এ রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে না দেন (অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন)।" (মালিক, নাসায়ী, বায়হাক্বী– কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর)[৬৭২]

---

[৬৭২] **সহীহ :** নাসায়ী ২০৭৩, মালিক ৫৬৬, আহমাদ ১৫৭৯২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৩৭৩।

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন, 'নাসামাহ্' বলতে মানুষের সাথে শরীর ও রূহকে এক সঙ্গে বুঝায় আর রূহ বলতে স্বতন্ত্রভাবে বুঝায়। হাদীসের ভাষ্যমতে রূহ আল্লাহর আদেশে পাখির আকৃতি ধারণ করে যেমন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) মানুষের আকৃতি ধারণ করে।

আর সম্ভাবনা রয়েছে, রূহ পাখির শরীরে প্রবেশ করে যেমন অন্য বর্ণনা (أجواف طير) পাখির পেটের মধ্যে।

١٦٣٣ -[١٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ: اقْرَأْ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ السَّلَامَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৬৩৩-[১৮] মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। আমি তাঁর কাছে আরয করলাম, (আপনি আলামে বারযাখে পৌছে) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার সালাম দেবেন।" (ইবনু মাজাহ)[৬৭৩]

(٤) بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِيْنِهٖ

অধ্যায়-৪ : মাইয়্যিতের গোসল ও কাফন

'মৃত্যুর গোসল ও কাফন দান' তথা তার হুকুম আহকাম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা। জ্ঞাতব্য যে মৃত ব্যক্তি গোসলের হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

জমহূরদের মতে মৃত ব্যক্তিকে গোসলদান করা ফার্‌যে কিফায়াহ্ জীবিতদের ওপর। আর এ ব্যাপারে মালিকীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে তাদের কেউ বলেছে ওয়াজিব। জমহূরদের মতে আবার কেউ বলেছে সুন্নাতে কিফায়াহ্। এরূপ মতভেদ ইবনু রুশ্‌দ বিদায়াতে ও হাফিয ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন।

ওয়াজিব এর স্বপক্ষে দলীল নাবী ﷺ মুহরিম মৃত্যু ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন (اغسلوه) তাকে গোসল দান করা আর আগত উম্মু 'আত্বিয়্যার হাদীস (اغسلنها) তোমরা তাকে গোসল করাবে।

আমি ভাষ্যকার বলি, মৃতদের গোসলের বিষয়টি এই শারী'আতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আর নাবী ﷺ-এর যামানায় এমনটি শোনা যায়নি যে, শাহীদ ব্যতিরেকে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে আর তার গোসল করা হয়নি। বরং এই শারী'আতে মৃত্যুদের গোসল আমাদের পিতা আদাম আলায়হিস সালাম হতে প্রমাণিত।

মুসতাদরাক হাকিম-এর বর্ণনায় উবাই ইবনে কা'ব নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যখন আদাম আলায়হিস সালাম মারা গেলেন তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) বেজোড়ভাবে গোসল করালেন পানি দ্বারা এবং তার জন্য লাহদ ক্ববরের ব্যবস্থা করলেন এবং মালায়িকাহ্ বললেন, এটা আদাম সন্তানদের সুন্নাহ।

আর মতানৈক্য রয়েছে মৃত ব্যক্তির গোসল কি 'ইবাদাত না শুধুমাত্র ময়লা হতে পরিষ্কার। প্রসিদ্ধ মত জমহূরের নিকট গোসল হল এটা 'ইবাদাত। এতে শর্তারোপ করা হয় যা শর্ত করা ওয়াজিব ও মানদুব গোসলে।

---

[৬৭৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৪৫০, আহমাদ ১৪৮৪২। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদের সকল রাবী বিশ্বস্ত হলেও আহমাদ ইবনু আযহার সম্পর্কে ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, বৃদ্ধ বয়সে তাকে তালকীন দিতে হত। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে ভুল করে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٦٣٤ ـ[١] عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَأَلْقٰى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». وَقَالَتْ فَضَفَّرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৬৩৪-[১] উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা (যায়নাবকে) গোসল করাচ্ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা তিনবার, পাঁচবার, প্রয়োজন বোধ করলে এর চেয়ে বেশী বার; পানি ও বরই পাতা দিয়ে তাকে গোসল দাও। আর শেষ বার দিকে 'কাফূর'। অথবা বলেছেন, কাফূরের কিছু অংশ পানিতে ঢেলে দিবে, গোসল করাবার পর আমাকে খবর দিবে। তাঁকে গোসল করাবার পর আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খবর দিলাম। তিনি এসে তহবন্দ বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, এ তহবন্দটি তাঁর শরীরের সাথে লাগিয়ে দাও। আর এক বর্ণনার ভাষা হলো, তাকে বেজোড় তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার (পানি ঢেলে) গোসল দাও। আর গোসল ডানদিক থেকে উযূর জায়গাগুলো দিয়ে শুরু করবে। তিনি (উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) বলেন, আমরা তার চুলকে তিনটি বেনী বানিয়ে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম। (বুখারী, মুসলিম)[৬৭৪]

ব্যাখ্যা : (دَخَلَ عَلَيْنَا) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মহিলা দলে প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় তাঁর কন্যাদের গোসল দিচ্ছিলাম। আর প্রসিদ্ধ হল তার মেয়ে যায়নাব যিনি আবিল 'আস বিন রবী'আহ্-এর স্ত্রী ও উমামাহ্-এর মা। যেমন মুসলিমের বর্ণনা উম্মু 'আত্বিয়াহ্ বলেন, যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে যায়নাব মারা গেলেন (اغْسِلْنَهَا) তাকে গোসল দান ইবনু বাযীযাহ্ প্রমাণ করেন এতে যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ওয়াজিব। তবে ইবনু দাকীক বলেন, তিনবার ধৌত করা প্রসিদ্ধ মতে ওয়াজিব না। 'উলামাদের মতে, তিন বার পাঁচবার ধৌত করা। নাসায়ীর বর্ণনা, (اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا) গোসল দান কর বেজোড়ভাবে তিনবার অথবা পাঁচ বার। ইমাম নাববী বলেন, গোসল দান কর তাকে বেজোড়ভাবে আর তা যেন তিনবার হয়, এরপরেও যদিও প্রয়োজন হয় তাহলে পাঁচবার। মদ্যকথা হল, বেজোড় উদ্দেশ্য আর তিনবার করা মুস্ত াহাব। আর যদি তিনবার দিয়ে পরিষ্কার হয় তাহলে অতিরিক্ত করা শারী'আত অনুমোদন করেননি। আর অতিরিক্ত যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তা যেন বেজোড় হয়।

ইবনে 'আরাবী বলেন, অথবা পাঁচবার এতে ইঙ্গিত বহন করে শারী'আত সম্মত হল বেজোড়। কেননা বলা হয়েছে তিন হতে পাঁচ আর চার হতে বিরত থাকা হয়েছে।

---

[৬৭৪] **সহীহ :** বুখারী ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৮, ১২৬৩, মুসলিম ৯৩৯। আবূ দাউদ ৩১৪২, আত্ তিরমিযী ৯৯০, নাসায়ী ১৮৮১, ১৮৮৬, ইবনু মাজাহ্ ১৪৫৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ২৫২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৯০১, আহমাদ ২০৭৯০, ইবনু হিব্বান ৩০৩২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৬৩১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৭২, ইরওয়া ১২৯।

(أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكِ) "এটা অপেক্ষা অধিকবার" হাদীস প্রমাণ করে মৃত ব্যক্তিকে গোসলের ব্যাপারে কোন সীমানা নির্ধারণ নেই বরং উদ্দেশ্য পরিষ্কারকরণ তবে অবশ্যই বেজোড়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

বরই দ্বারা বরই পাতা উদ্দেশ্য আর হিকমাহ্ হল বরই পাতা ময়লাকে সমূলে উৎপাটিত করে এবং চামড়াকে পরিচ্ছন্ন করে।

কুরতুবী বলেন, বরই পাতা পানিতে মিশাবে তা যেন ফুটন্ত পর্যন্ত থাকে এবং তা দ্বারা শরীর ঘষবে অতঃপর তার উপর বিশুদ্ধ পানি ঢালবে। এটা প্রথম গোসল বা ধৌত। কারও মতে বরই পাতা পানিতে নিক্ষেপ করবে যাতে পানির সাথে না মিশে যাতে পানির সাধারণ রং পরিবর্তন হয় (আহমাদ বিন হাম্বাল এমনটি অপছন্দ করেছেন)।

কারও মতে প্রথমবার শুধুমাত্র পানি দ্বারা গোসল এবং দ্বিতীয়বার পানি ও বরইপাতাসহ কেননা প্রথম ধৌত ফারয আর তা যেন শুধুমাত্র পানি দ্বারা হয় এর পরে না হয় তা হয় পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য সুতরাং অতিরিক্ত যা মিশানো হয় তা ক্ষতি না।

কারও মতে : প্রথমবার পানি ও বরই পাতা সহকারে অতঃপর শুধুমাত্র পানি। তবে আমাদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হল প্রত্যেক বারই পানি ও বরই পাতা সহকারে ধৌত করবে আর পানি যেন বরই পাতাকে নিয়ে ফুটন্ত হয়। কেননা আবূ দাউদে গৃহীত সানাদে ইবনে সিরীন তিনি উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেন গোসলের বিষয়টি প্রথম দু'বার বরই পাতা সহকারে গোসল দান করবে।

তৃতীয়বার পানি ও কাফুর দিয়ে। শেষবার কাফুর মিশানোর হিকমাহ্ হল কেননা কাফূর স্থানে সুগন্ধি ছড়ায় বিশেষ করে মালায়িকার মধ্যে থেকে যারা যেখানে উপস্থিত থাকে আরও অন্যান্য যারা থাকে তাদের জন্য। তাছাড়া এটা ঠাণ্ডা ও শুষ্ক রাখতে বাস্তবায়নকারী বিশেষ করে লাশকে মজবুত রাখে এবং বিষাক্ত কীটকে দূরীভূত করে রাখে আর লাশকে দ্রুত নষ্ট হওয়া হতে বাধা দান করে আর এ ব্যাপারে শক্তিশালী সুগন্ধ।

(فَأَلْقَى إِلَيْنَا حقوه) অতঃপর তিনি তার লুঙ্গি ছুঁড়ে দিলেন। হাদীসে পুরুষের কাপড় দিয়ে মহিলাদের কাফন দেয়া বৈধতা প্রমাণ করে। আর ইবনু বাত্তাল বর্ণনা করেছেন এ ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য।

(اغْسِلْنَهَا وِتْرًا: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا) অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে গোসলদান করবে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার। হাদীসে দৃশ্যত সাতের অধিকবার করা বৈধ না, কেননা পবিত্রতার গণনার সবশেষ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে তবে বুখারী ও মুসলিমের এবং অন্যান্য বর্ণনায় প্রয়োজনে অতিরিক্ত ধৌতের ব্যাপারে অনুমোদন রয়েছে।

আয়নী বলেন, মৃত ব্যক্তির উযূ সুন্নাহ যেমন জীবিত অবস্থায় গোসলে, তবে কুলি ও নাকে পানি দেয়া ব্যতিরেকে। কেননা তা কঠিন নাক ও মুখ হতে পানি বের করা। ইবনু কুদামাহ্ মুগনীতে বলেন : তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) উযূ করানো সলাতের উযূর মতো দু' হাতের তালু ধৌত করাবে, অতঃপর খসখসে কাপড়ের টুকরো নিবে তা ভিজাবে এবং তা আঙ্গুলে নিয়ে দাঁত ও নাক মাসাহ করবে যাতে তা পরিষ্কার হয় তবে খুব নরমভাবে করবে, অতঃপর তার চেহারা ধৌত করাবে এবং উযূ সম্পূর্ণ করাবে। আর তিনি বলেন, মুখে ও নাকের ছিদ্রতে পানি ঢুকাবে না অধিকাংশ আহলে 'ইল্‌মের মতে।

আর শাফি'ঈ বলেন, কুলি ও নাকে পানি দিবে জীবিত ব্যক্তির মতো।

(فَضَفَّرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) আমরা তার চুলকে তিনটি বেনীতে ভাগ করলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মাথার অগ্রভাগের চুলকে একটি বেনীতে আর মাথার দু' পাশে চুলকে দু' বেনীতে করেছি। অপর এক বর্ননায় এসেছে, আমরা তা চুলকে চিরুণি দিয়ে আঁচড়ালাম, অতঃপর তিনটি বেনীতে ভাগ করলাম।

ইমাম শাফি'ঈ এতে দলীল গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে যারা ঐকমত্য হয়েছেন যে, মৃত মহিলার চুলকে সুবিন্যস্ত করা এবং তিনটি ভাগে বেনী করা এবং পিছনদিকে ছড়িয়ে দেয়া। আর আয়নী বলেন যে, দু'টি বেনী করে বুকের উপর দিয়ে জামার উপর ছড়াবে। আবার কেউ বলেন, চুল ওড়নার নীচে দু' জনের মাঝ দিয়ে দু'পাশে সকল চুল ছড়াবে।

١٦٣٥ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৩৫-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। যা সাহূলিয়্যাহ্ সাদা সূতি কাপড় সাদা ইয়ামানী। এতে কোন সেলাই করা কুর্তা ছিল না, পাগড়ীও ছিল না। (বুখারী, মুসলিম)[৬৭৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনটি ইয়ামানী সাহূলিয়্যাহ্ সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তিনটি কাপড়ের ব্যাপারে ত্ববাক্বাত ইবনু সা'দ-এ রয়েছে লুঙ্গি, চাদর এবং লিফাফাহ্। আর যারা বলেন, সাতটি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তারা আহমাদে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করছেন,

علي بن أبي طالب: أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب.

'আলী বিন আবী ত্বালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ)-কে সাতটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে হাদীসের জবাবে বলা হয়েছে হাদীসের সানাদ খুব দুর্বল রাবী রয়েছেন।

হাকিম বলেন মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত যেমন আলী, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ও 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত রসূল (ﷺ)-কে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে আর যেখানে জামা এবং পাগড়ী ছিল না।

সাহূলী একটি গ্রামের নাম। সেই গ্রামের দিকে সম্বোধন করে সাহূলিয়্যাহ্ বলা হয়েছে।

١٦٣٦ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৩৬-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা যখন তোমাদের কোন ভাইকে কাফন দিবে তখন উচিত হবে উত্তম কাফন দেয়া। (মুসলিম)[৬৭৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন, উত্তম কাফন বলতে সাদা, কাফন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পুরু কাপড়। তুরবিশ্তী বলেন : হাদীসের অর্থ হল মুসলিম ব্যক্তি তাই মৃত্যু ভাইয়ের জন্য এমন কাফনের কাপড় পছন্দ করবে যা পরিপূর্ণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর উত্তম দ্বারা এমনটি উদ্দেশ্য না যেমনটি অপচয়কারীরা করে থাকে দামী কাপড় যা লোক দেখানো উদ্দেশ্য মূলত শারী'আত পক্ষ হতে তা নিষিদ্ধ।

জাবির (রাঃ) উপরোল্লিখিত হাদীস মুসলিম ইমাম মুসলিম পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন,

---

[৬৭৫] **সহীহ :** বুখারী ১২৬৪, মুসলিম ৯৪১, নাসায়ী ১৮৯৮, ইবনু হিব্বান ১৪৬৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ২৫৩, আহমাদ ২৫৬৮০, ইবনু হিব্বান ৩০৩৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৭১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৭৬।

[৬৭৬] **সহীহ :** মুসলিম ৯৪৩, আবূ দাউদ ৩১৪৮, আত্ তিরমিযী ৯৯৫, নাসায়ী ১৮৯৫, আহমাদ ১৪১৪৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৩৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৯৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৭৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮৪৪।

وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهٖ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهِ. إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلٰى ذٰلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ. فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهٗ». (رواه مسلم)

নাবী ﷺ খুৎবাহ্ প্রদান করেছিলেন, অতঃপর সহাবীদের এক ব্যক্তি মারা গেছেন উল্লেখ করা হল এবং তার কাফনও হয়েছে খুব সাধারণভাবে তথা সাধারণ কাফনে এবং দাফন হয়েছে রাত্রিতে। নাবী ﷺ এ সংবাদে ধমক দিয়েছেন রাত্রি দাফনের জন্য তবে যদি মানুষেরা অপারগ না হয়। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাই কাফন দিবে তা যেন উত্তমভাবে দেয়।

١٦٣٧ - [٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهٗ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوْهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهٗ فَإِنَّهٗ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ خَبَّابٍ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي بَابِ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

১৬৩৭-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (হাজ্জের সময়) নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তার উটটি (তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে) তার ঘাড় ভেঙে দিলো। তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও। আর তাকে তার দু'টি কাপড় দিয়ে কাফন দাও। তার গায়ে কোন সুগন্ধি লাগিও না, তার মাথাও ঢেক না। কারণ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন *'লাব্বায়ক'* বলা অবস্থায় উঠানো হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৬৭৭]

মুস্'আব ইবনু 'উমায়র رضي الله عنه-এর নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কিত খব্বাব رضي الله عنه-এর হাদীসটি আমরা অচিরেই "সহাবীগণের মর্যাদা" অধ্যায়ে উল্লেখ করব ইন্‌শা-আল্ল-হ।

ব্যাখ্যা : (اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) তাকে গোসল দান কর পানি ও বরই পাতা সহকারে। এতে দলীল প্রমাণ করে মৃত ব্যক্তিকে গোসলদান ওয়াজিব।

(وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ) তাকে কাফন দাও দু' কাপড়ে তথা তার লুঙ্গি ও চাদর দিয়ে যা সে পরিধান করেছিল ইহরামে। আর এতে তথা কাফনে বেজোড় শর্ত না। আর ইতিপূর্বে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর হাদীসে তিন তা ওয়াজিব না। বরং তা মুস্তাহাব। এটা জমহূরের বক্তব্য তবে এমন একটি কাফন হওয়া প্রয়োজন যা সমস্ত শরীরকে আবৃত করে।

আর হাদীসটিকে দলীল হিসেবে প্রমাণ করেন শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব সাওরী এবং 'আত্বা যে যখন মহরিম ব্যক্তি মারা যান তিনি ইহরামের হুকুমেই থাকেন এজন্য তার মাথা ঢাকা যাবে না এবং সুগন্ধি লাগানো যাবে না এবং ইহরামের দু' কাপড় দিয়ে কাফন করা হবে।

---

[৬৭৭] **সহীহ :** বুখারী ১৮৫১, মুসলিম ১২০৬, নাসায়ী ২৮৫৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬২৫২, আহমাদ ১৮৫০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৮০, ইরওয়া ৬৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ১১১৫।

আর এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন মালিক ও আবূ হানীফাহ্ তারা দলীল পেশ করেছেন (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ) যখন মানুষ মারা যাবে তার 'আমাল বন্ধ হয়ে যায় এর জবাবে বলা হয়েছে তার ইহরামের কাপড় দিলে কাফন করা তা জীবিতাবস্থার 'আমাল মৃত্যুর পরে গোসল ও তার ওপর জানাযাহ্ আদায়ের মতো।

আর হানাফী ও মালিকী বা ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসের জবাবে বলেছেন, সম্ভবত ঐ মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাস যার ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াহী করে রসূল ﷺ-কে জানিয়েছেন। সুতরাং বিষয়টি নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট 'আমভাবে না।

'আবদুল হাই কা'নাবী জবাবে বলেছেন, তালবিয়াহ্ পড়তে ক্বিয়ামাতের দিনে উঠা এটি খাস নয় বরং 'আম প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তির জন্য এমন কেননা এভাবে হাদীসের শব্দ এসেছে, (يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ) প্রত্যেক বান্দা এভাবে উঠবে, যে যেভাবে মারা গেছে। (মুসলিম)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٣٨ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مَنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৬৩৮-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে, কারণ সাদা কাপড়ই সবচেয়ে ভাল। আর মুর্দাকে সাদা কাপড় দিয়েই কাফন দিবে। তোমাদের জন্য সুরমা হলো 'ইসমিদ' কারণ এ সুরমা ব্যবহারে তোমাদের চোখের পাপড়ি নতুন করে গজায় ও চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৬৭৮]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে সাদা কাপড় পরিধান করা এবং মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া মুস্তাহাব। ইমাম শাওকানী বলেন, হাদীসে সাদা কাপড়ের বিষয়টি ওয়াজিব না বরং ভাল।

ইসমিদ : প্রসিদ্ধ কালো পাথর যা হতে সুরমা তৈরি করা হয়।

মুল্লা 'আলী আল ক্বারী বলেন, রসূল ﷺ-এর অনুসরণে রাত্রিতে ঘুমের সময় সুরমা ব্যবহার করা উত্তম। আমি ভাষ্যকার বলি, আহমাদের অন্য বর্ণনায় এ শব্দে এসেছে,

(خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ)

আর ঘুমের সময় তোমাদের সুরমা জাতীয় জিনিস সমূহের মধ্যে 'ইসমিদ'ই হল উত্তম। কেননা তা কেশ জন্মায় এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।

---

[৬৭৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০৬১, আত্ তিরমিযী ৯৯৪, নাসায়ী ৫৩২২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৬২০০, আহমাদ ৩৪২৬, ইবনু হিব্বান ৫৪২৩, শু'আবুল ঈমান ৫৯০৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ২০২৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১২৩৬।

١٦٣٩ -[٦] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৬৩৯-[৬] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কাফনে খুব বেশী মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করবে না। কারণ এ কাপড় খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। (আবূ দাউদ)[৬৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, কাফনের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই মুস্তাহাব এবং উত্তম।

١٦٤٠ -[٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ. دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৬৪০-[৭] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি নতুন কাপড় আনালেন এবং তা পরিধান করলেন। তারপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মুর্দাকে (হাশ্‌রের দিন) সে কাপড়েই উঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মৃত্যুবরণ করে। (আবূ দাউদ)[৬৮০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অন্য হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা যায় (يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً) মানুষ হাশরে উঠবে খালি পায়ে এবং উলঙ্গ অবস্থায়। অনেকে জবাব দিয়েছেন পুনঃ উঠার বিষয়টি হাশ্‌র ব্যতিরেকে (بَعْثٌ) যা উঠার বিষয়টি মৃত্যুকে ক্ববর হতে বের করা আর হাশ্‌র হল ক্বিয়ামাতের আঙ্গিনায় একত্রিত করা।

ফলে পুনরুত্থান হবে কাপড় পরিধান অবস্থায় আর হাশ্‌র হবে উলঙ্গ অবস্থায় তবে মুহাক্কিক মুহাদ্দিসরা বলেছেন, কাপড় শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ 'আমাল যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ "তোমার 'আমালকে পরিশুদ্ধ কর"- (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ৪)।

١٦٤١ -[٨] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৬৪১-[৮] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বলেছেন : সবচেয়ে উত্তম 'কাফন' হলো "হুল্লাহ্", আর সর্বোত্তম কুরবানীর পশু হলো শিংওয়ালা দুম্বা। (আবূ দাউদ)[৬৮১]

ব্যাখ্যা : 'হুল্লাহ্' বলতে ইয়ামান দেশীয় জোড়া যাতে একটি লুঙ্গি ও চাদর থাকে এক জাতীয়। মদ্য কথা 'হুল্লাহ্' হল দু'কাপড় এক কাপড়ের চেয়ে উত্তম আর তিন কাপড় হল কাফনের জন্য আরও উত্তম ও পরিপূর্ণ।

---

[৬৭৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩১৫৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৯৫, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৬২৪৭। কারণ এর সানাদের রাবী আমর ইবনু হাশিম আবূ মালিক আল জানাবী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন, সে লীনুল হাদীস (হাদীস বর্ণনায় শিথিল)।

[৬৮০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১১৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১২৬০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬০৩।

[৬৮১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩১৫৬, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৮৮১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৭৯। কারণ এর সানাদে হাতিম বিন আবী নাস্‌র একজন মাজহূল রাবী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন।

কারও মতে ইয়ামীন চাদর দ্বারা কাফন দেয়া উচিত, কেননা তাতে লাল অথবা সবুজ ডোরা দাগ রয়েছে। মাজহার বলেন, এ হাদীসের আলোকে কতক ইমাম এ ইয়ামানী চাদরকে পছন্দ করছেন। আর সঠিক কথা হল সাদা কাপড়ই উত্তম। ইতিপূর্বে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ও 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের আলোকে।

কুরবানীতে শিংওয়ালা দুম্বা উত্তম। উদ্দেশ্য হল মহিলা দুম্বার চেয়ে পুরুষ দুম্বা উত্তম অথবা শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করা উত্তম ভাগে কুরবানী করা উট ও গরু হতে।

١٦٤٢ ـ[٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

১৬৪২-[৯] তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে।[৬৮২]

١٦٤٣ ـ[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬৪৩-[১০] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের 'শাহীদদের' শরীর থেকে লোহা, (হাতিয়ার, শিরস্ত্রাণ) চামড়া ইত্যাদি (যা রক্তমাখা নয়) খুলে ফেলার ও তাদেরকে তাদের রক্ত ও রক্তমাখা কাপড়-চোপড়সহ দাফন করতে নির্দেশ দেন। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য মতে শাহীদ ব্যক্তিদেরকে গোসল দেয়া হবে না। আর শাহীদদেরকে গোসল দেয়া হবে না। এ সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে যা ইবনু তায়মিয়্যাহ্ মুনতাকা কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং শাওকানী নায়লুল আওতারে। হাদীস আরো প্রমাণ করে, শাহীদ ব্যক্তিকে যে কাপড়ে নিহত হয়েছেন ঐ কাপড়েই কাফন সম্পন্ন করতে হবে এবং তার কাছ হতে লৌহ বস্ত্র ও চর্মবস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম খুলে নিতে হবে। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ বিন সা'লাবাহ্ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন : উহুদের যুদ্ধে তাদেরকে (শাহীদেরকে) তাদের কাপড়েই আবৃত কর।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٤٤ ـ[١١] عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৬৮২] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ৩১৩০, আত্ তিরমিযী ১৫১৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৭৯। কারণ আত্ তিরমিযী সানাদে 'উফায়র ইবনু মা'দান একজন দুর্বল রাবী। আর ইবনু মাজার সানাদে 'আলী ইবনু 'আসিম এবং আ'ত্ব ইবনু আস্ সায়িব উভয়েই দুর্বল রাবী।

[৬৮৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩১৩৪, ইবনু মাজাহ্ ১৫১৫, আহমাদ ২২১৭, ইরওয়া ৭১০। আলবানী (রহঃ) বলেন এর সানাদে আত্ব বিন আস্ সায়িব একজনে "মুখতালাত্ব ফি" রাবী এবং 'আলী ইবনু 'আসিম সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে যেমনটি ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন।

১৬৪৪-[১১] সা'দ ইবনু ইব্‌রাহীম হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একবার 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু 'আওফ সওম রেখেছিলেন। (সন্ধ্যায়) তাঁর খাবার আনানো হলো। তিনি বললেন, উহুদ যুদ্ধের শাহীদ মুস্'আব ইবনু 'উমায়র আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু তাঁকে শুধু একটি চাদর দিয়ে দাফন করা হয়েছিল। এটা এমনই খাটো ছিল যে, যদি মাথা ঢাকা হত পা খুলে যেত আর পা ঢাকা হলে মাথা খুলে যেত। (সর্বশেষে [চাদর দিয়ে] তার মাথা ঢেকে পাগুলোর উপর 'ইযখির' [ঘাস] দেয়া হয়েছিল।) (হাদীসের রাবী) ইব্‌রাহীম বলেন, আমার মনে হয় 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু 'আওফ এ কথাও বলেছেন, (উহুদের) আরেক শাহীদ হামযাহ্‌ও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। (মুস্'আব-এর মতো) তাঁরও এক চাদরে দাফন নাসীব হয়েছিল। (এখন মুসলিমদের দরিদ্র আল্লাহর ফযলে দূর হয়েছে) আমাদের জন্য এখন দুনিয়া বেশ প্রশস্ত হয়েছে, যা দৃশ্যমান। অথবা তিনি বলেছেন, "দুনিয়া এখন আমাদেরকে এতই পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়া হয়েছে যে, আমার ভয় হয় আমাদের নেক কাজের বিনিময় ফল আমরা মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই পেয়ে যাই কিনা। অতঃপর 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু 'আওফ কাঁদতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত সামনের খাবারই ছেড়ে দিলেন। (বুখারী)[৬৮৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, কাফন হবে মূল মালের সকল মাল হতে না এক তৃতীয়াংশ হতে এটা জমহূর 'উলামার বক্তব্য কেননা নাবী মুস্'আব ও হামযাহ্-কে তাদের চাদর দিয়ে কাফনের কাজ সম্পন্ন করেছেন আর তিনি জরিমানা বা ওয়াসিয়্যাহ্ বা উত্তরাধিকারের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি সকল কিছুর পূর্বে কাফনের কাজ শুরু করেছেন। সুতরাং জানা গেল কাফনের কাজ সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে এবং তা হবে মূল সম্পদ হতে।

হাদীসে আরও শিক্ষণীয় যে, দুনিয়া বিমুখিতার ফাযীলাত আর দীনের সম্মানিত ব্যক্তির উচিত দুনিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে নিজেকে বিরত রাখবে যাতে পুণ্যে ঘাটতি না আসে আর এদিকে 'আবদুর রহমানের বক্তব্য ইঙ্গিত করে, (خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ) আমরা ভয় পাচ্ছি যে, আমাদের নেক 'আমালের প্রতিফল আমাদেরকে আগেভাগে দুনিয়াতে দেয়া গেল নাকি? হাদীসে আরো শিক্ষণীয় যে, নেককার লোকদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা উচিত বিশেষ করে দুনিয়ার প্রতি তাদের স্বল্প আগ্রহ এবং আখিরাতে ভয়ে তাদের কাঁদা।

হাদীসে আর প্রমাণিত হয় যে, স্বচ্ছলতার উপর দরিদ্রতার প্রাধান্য দেয়া 'ইবাদাতের জন্য নিঃসঙ্গতাকে প্রাধান্য উপার্জনের উপর, কেননা 'আবদুর রহমান খাদ্য গ্রহণ করা হতে বিরত থেকেছেন অথচ সওমরত ছিলেন।

١٦٤٥ -[١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهٖ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهٖ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ قَالَ: وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৪৫-[১২] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফিক্ব দলপতি 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে ক্ববরে নামাবার পর রসূলুল্লাহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে ক্ববর থেকে উঠাবার নির্দেশ দিলেন। ক্ববর থেকে উঠাবার পর তিনি () তাকে তাঁর দু'হাঁটুর উপর রাখলেন। নিজের মুখের পবিত্র থুথু

---

[৬৮৪] **সহীহ :** বুখারী ১২৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৮৩।

তার মুখে দিলেন। নিজের জামা তাকে পরালেন। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তার নিজের জামা পরিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬৮৫]

ব্যাখ্যা : উপরে উল্লেখিত হাদীসটি সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসের বিরোধিতা করছে যেমন ইবনু ‘উমার হতে বর্ণিত (لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال: يا رسول الله. أعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه قميصه) যখন ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেল তার ছেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন, বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জামাটি দিন তা দ্বারা আমার পিতার কাফন দিব। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জামা তাকে দিলেন।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস ক্ববর হতে উঠার পর জামা প্রদান আর অন্যান্য হাদীসে যেমন ইবনু ‘উমারের হাদীসে আগেই বর্ণনা। ‘আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই ব্যক্তি মুনাফিক্বের নেতা ছিল জাহিলী যুগে খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিল। এই ব্যক্তি ‘আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে ইফকের ঘটনা প্ররোচনাকারী, সে বলেছিল আমরা যদি মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান হতে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। সে আরও বলেছিল ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا﴾ “যারা আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না”– (সূরাহ্ আল মুনাফিক্বূন ৬৩ : ৭)।

আর সে উহুদের যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মাদীনায় ফিরেছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হবার পর। ওয়াকিদী বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনে উবাই শাওওয়ালের শেষের দিকে এসে অসুস্থ হয়েছিল আর যুলক্বাদা মাসের নবম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ হতে ফেরার পর তার রোগ ছিল বিশ দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে এসেছিলেন তার মু'মিন ছেলে ‘আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর আহ্বানে তার নাম ছিল হুবাব। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ‘আবদুল্লাহ পিতার নামানুসারে তিনি মর্যাদাসম্পন্ন সহাবী ছিলেন অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহীদ হন। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে তিনি পিতার বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন, যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে তার পিতাকে তিনি হত্যা করতেন।

উপরে উল্লেখিত হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কামীস তথা জামা ক্ববরে রাখার পর দিয়েছেন। অথচ এর বিপরীত বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসে প্রমাণ করে (لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. أَعْطِنِيْ قَمِيْصك أُكَفِّنْهُ فِيْهِ. فَأَعْطَاهُ قَمِيْصُهُ) ইবনে ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস যখন ‘আবদুল্লাহ বিন উবাই মৃত্যুবরণ করল তার ছেলে আসলো (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে)। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জামাটি দিন তা দিয়ে তার (আমার পিতার) কাফনের ব্যবস্থা করব তখন আল্লাহর রসূল তাকে তার জামা প্রদান করলেন।

জবাবে বলা হয়েছে, প্রথমে তার জামার মধ্যে হতে কোন জামা দিয়েছেন, পরে দ্বিতীয়বার আবার জামা দেয়েছেন অথবা মৃত্যুর প্রথম সময়ে আবেদন করেছিল কিন্তু তা প্রদান করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরী করেছেন এমনকি ক্ববরে তাকে প্রবেশ করা হয়েছিল।

হাদীসে প্রমাণিত হয়, ক্ববর হতে মৃত বক্তিকে প্রয়োজনে উঠা যায় আর কামীসে কাফন বৈধ তথা নিষেধ না চাই তা সেলাইকৃত হোক বা না হোক। বুখারীতে জিহাদ অধ্যায়ে এসেছে, জাবির হতে বাদ্‌র যুদ্ধে ‘আব্বাস কাফির অবস্থায় মুসলিমদের হাতে বন্দী হয় আর তার শরীরে জামা ছিল না। অতঃপর তার জন্য

---

[৬৮৫] **সহীহ :** বুখারীর ১৩৫০, মুসলিম ২৭৭৩, নাসায়ী ২০১৯, মুসান্নাফ ‘আবদুর রায্‌যাক্ব ৯৯৩৮।

রসূল জামা তালাশ করলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই জামা পাওয়া গেল যা তার শরীরের সাথে খাপ খেয়েছে। সুতরাং রসূল ﷺ-এর বদলা স্বরূপ 'আবদুল্লাহ বিন উবাইকে জামা দিয়েছিলেন।

ইবনু 'উআয়নাহ্ বলেন, রসূল ﷺ-এর পর 'আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর অনুগ্রহ ছিল রসূল ﷺ চান তা বদলা দিতে যাতে সেই মুনাফিক্বের কোন অনুগ্রহ রসূল ﷺ-এর ওপর অবশিষ্ট না থাকে।

কারও মতে তার ছেলের সম্মানার্থে রসূল ﷺ দিয়েছেন, তিনি খাঁটি মুসলিম এবং মুনাফিক্ব হতে মুক্ত ছিলেন। কারও মতে রসূল ﷺ-কোন সায়েলকে ফিরিয়ে দেন না।

জ্ঞাতব্য : মহিলাদের শারী'আত সম্মত কাফন হল পাঁচটি লুঙ্গি, চাদর, ওড়না ও দু'টি লিফাফ তথা আবরণ। যা বর্ণিত আহমাদ ও আবূ দাউদে লায়লা বিনতু কায়ফ আস্ সাকাফী, তিনি বলেন আমি রসূল ﷺ-এর মেয়ে উম্মু কুলসুমকে গোসল দিচ্ছিলাম তার মৃত্যুর পর।

আমাদেরকে প্রথমে লুঙ্গি এরপর চাদর, অতঃপর ওড়না, অতঃপর লিফাফ দিলেন, সবশেষে আমি আরেকটি কাপড় দিয়ে ঢাকলাম। তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাদের সাথে দরজায় বললেন, তাকে কাফন দাও আর তিনি একটা একটা করে কাপড় দিলেন। অন্য বর্ণনায় উম্মু 'আতিয়্যাহ্ বলেন আমরা তাকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দিয়েছি। তাকে ওড়না পেচিয়েছি যেমনিভাবে জীবিতদের দেই।

হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এ অতিরিক্ত বাক্য বিশুদ্ধ। ইবনু মুনযির বলেন, অধিকাংশ 'উলামাদের মতে মহিলাদের কাফন পাঁচটি যেমন শাবী, নাখ্'ঈ, আওযা'ঈ, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব আবূ সাওর। ইবনু কুদামাহ্ বলেন, আমাদের অধিকাংশ সাথী ও অন্যান্যদের অভিমত মহিলাদের কাফন পাঁচটি। লুঙ্গি, চাদর ওড়না ও দু'টি লিফাফ আর এটা সহীহ লায়লা বিনতু কায়ফ ও উম্মু 'আত্বিয়্যার হাদীসের আলোকে।

(٥) اَلْمَشْيُ بِالْجَنَازَةِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا

অধ্যায়-৫ : জানাযার সাথে চলা ও সলাতের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٦٤٦ -[١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهٗ عَنْ رِقَابِكُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৪৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জানাযার কার্যক্রম সলাত তাড়াতাড়ি আদায় কর। কারণ মৃত ব্যক্তি যদি নেক মানুষ হয় তাহলে তার জন্য কল্যাণ। কাজেই তাকে কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবে। সে এরূপ না হলে খারাপ হবে। তাই তাকে তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও। (বুখারী, মুসলিম)[৬৮৬]

---

[৬৮৬] **সহীহ :** বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ৯৪৪, আবূ দাউদ ৩১৮১, আত্ তিরমিযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০, ১৯১১, ইবনু মাজাহ্ ১৪৭৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১২৬৩, আহমাদ ৭২৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫০৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৯৬৪।

ব্যাখ্যা : জানাযার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার 'আম্‌র' বা নির্দেশটি মুস্তাহাব অর্থে, ওয়াজিব অর্থে নয়। এটা 'উলামাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই। একমাত্র ইবনু হাযম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন।

জানাযাহ্ নিয়ে দ্রুত চলার অর্থ এই নয় যে, লাশ কাঁধে নিয়ে দৌড়াবে। বরং মধ্যপন্থায় চলবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, দ্রুত চলার অর্থ হলো ধীরস্থির হাঁটার চেয়ে একটু বেশী, অর্থাৎ একটি ভারসাম্যপূর্ণ চলন।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটাই জমহূরের মত।

জানাযাহ্ কাঁধে নিয়ে একেবারে মন্থরগতিতে চলা অপছন্দনীয়। আবার এমন দ্রুতও চলবে না যাতে কারী এবং তার অনুগামীদের কষ্ট হয়। অন্যদিকে মাইয়্যিতেরও কোন ক্ষতি না হয়।

এ দ্রুততা কি শুধু লাশ বহনকালে না অন্য কাজেও?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা সিন্ধী বলেন, হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে লাশ বহনের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ, তবে অন্যান্য কাজেও।

যেমন তাকে গোসল দান, কাফন পরানো ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য।

ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন : প্রথম ব্যাপারেই হুকুম নির্দিষ্ট তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

١٦٤٧ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৬৪৭-[২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জানাযাহ্ খাটিয়ায় রাখার পর লোকেরা যখন তাকে কাঁধে নেয় সে জানাযাহ্ যদি নেক লোকের হয় তাহলে সে বলে আমাকে (আমার মঞ্জীলের দিকে) তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। আর যদি বদ লোকের হয়, সে (তার নিজ লোকদেরকে) বলে, হায়! হায়! আমাকে কোথায় নিয়ে চলছ। মুর্দারের কথার এ আওয়াজ মানুষ ছাড়া সবাই শুনে। যদি মানুষ এ আওয়াজ শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেত। (বুখারী)[৬৮৭]

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তিকে কাঁধে বহনকালে তার কথা বলার বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বিশেষ বাকশক্তি সৃষ্টি করে দিবেন যার মাধ্যমে সে কথা বলবে। কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার দেহে রূহ প্রবিষ্ট করিয়ে কথা বলাবেন।

অনেকে বলেছেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সর্বাবস্থায় তাকে কথা বলাতে পারেন।

মৃত ব্যক্তির এ কথা বলা যে, "তোমরা আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো"। এর অর্থ হলো তার নেককাজের সাওয়াব প্রাপ্তির জন্য দ্রুত চলার কথা। আর সে মনে করবে সে যেন সকলকে তা শুনাতে পারছে। অথবা আল্লাহ তা'আলা তার মুখ দিয়ে এ কথা বের করে দিয়েছেন। যাতে তার নাবী দুনিয়ার মানুষকে তা অবহিত করতে পারেন। অনুরূপভাবে বদকার তার ভয়াবহ পরিণতি জেনে বলবে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, লাশ বহনের দায়িত্ব পুরুষের ওপরই মহিলাদের ওপর নয়। তবে যদি পুরুষ পাওয়া না যায় তবে মহিলারা-ই বহন করবে।

---

[৬৮৭] **সহীহ :** বুখারী ১৩১৪-১৩১৬, নাসায়ী ১৯০৯, আহমাদ ১১৩৭২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮৪৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮৩১।

١٦٤٨ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتّٰى تُوضَعَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৪৮-[৩] উল্লেখিত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন কোন লাশ দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে। যারা জানাযার সাথে থাকে তারা যেন (জানাযাহ্ লোকদের কাঁধ থেকে মাটিতে অথবা ক্ববরে) রাখার আগে না বসে। (বুখারী, মুসলিম)[৬৮৮]

ব্যাখ্যা : জানাযাহ্ অতিক্রমকালে দাঁড়ানোর বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত। এমনকি ইয়াহূদীর বা (অমুসলিমের) ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দাঁড়ানোর প্রমাণ রয়েছে। তবে এ দাঁড়ানো কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব তা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

ইবনু 'আবদুল বার এটাকে ওয়াজিব বলে দাবী করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং তার সমমনা কতিপয় ফকীহ এটাকে মুস্তাহাব বলে মনে করেন। ইমাম ইবনু হায্‌মও এ মতেরই সমর্থক। ইমাম নাবাবী বলেন : মুস্তাহাব হওয়াটাই পছন্দনীয় মত। সহাবীদের মধ্যে ইবনু 'উমার, আবূ মাস'উদ, ক্বায়স ইবনু সা'দ, সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ প্রমুখ এ মতেরই অনুসারী ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্ ও তার সঙ্গীদয় (রহঃ) এ হুকুম মানসূখ বলে মনে করেন। ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ কতিপয় ইমাম মানসূখের দাবীকে নাকচ করে দিয়েছেন।

জানাযাহ্ অতিক্রমকালে না দাঁড়িয়ে বসে থাকার কথাও নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বুঝা যায় দাঁড়ানোর হুকুমটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়। এ কথা ইবনু হায্‌ম বলেছেন।

যারা জানাযার অনুগামী হবে তারা লাশ না রাখা পর্যন্ত বসবে না। এ রাখা খাটিয়া মাটিতে রাখাও হতে পারে, আবার লাশ ক্ববরে রাখাও হতে পারে।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : মাটিতে রাখার মতটিই প্রাধান্যযোগ্য। ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় তৈরি করেছেন : "যারা জানাযার অনুগমন করবে তারা কাঁধ থেকে জানাযাহ্ নামানোর আগে বসবে না"। ইমাম আবূ দাউদও এ মতেরই পক্ষপাতি ছিলেন। হানাফীদের নিকট উত্তম হলো : লাশ মাটি দিয়ে শেষ করেই বসবে। তবে বাদায়ে, তাতার খানিয়া এবং ইনায়া গ্রন্থসমূহে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। প্রত্যেকেই স্বীয় দলীল পেশ করেছেন, নাবী ﷺ-এর কথা : "মানুষ যদি এ আওয়াজ শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে যেত", এটা বদকার মৃত ব্যক্তির চিৎকার। নেক্‌কারের কথা হবে আশাব্যঞ্জক ও কোমল। কেউ কেউ বলেছেন, সকল মৃতের কথাই হবে ভয়ংকর। মানুষ তার কথা শুনবেন। এটা পৃথিবীর নেজাম ঠিক রাখার জন্য। ঈমানের বিষয়টিও এর সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ এর প্রতি ঈমান আনতে হবে।

١٦٤٩ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৪৯-[৪] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযাহ্ যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তার সাথে দাঁড়ালাম। তারপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা তো

---

[৬৮৮] সহীহ : বুখারী ১৩১০, মুসলিম ৯৫৯, আবূ দাউদ ৩১৭২, আত্ তিরমিযী ১০৪২, নাসায়ী ১৯১৭, ইবনু মাজাহ্ ১৫৪২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৯০৫, আহমাদ ১১১৯৫, ইবনু হিব্বান ৩০৫১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮৭২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৮৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৬৫।

এক ইয়াহূদী মহিলার জানাযা। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মৃত্যু একটি ভীতিকর বিষয়। অতএব যখনই তোমরা জানাযাহ্ দেখবে দাঁড়িয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৬৮৯]

ব্যাখ্যা : জানাযাহ্ অতিক্রমকালে দাঁড়ানোর কারণ জানাযার সম্মানে নয়, বরং মৃত্যু-জানাযাহ্ একটি ভীতিকর বিষয়, তা দর্শনে মানুষ যেন গাফেল জীবন থেকে সতর্ক হয়। এতে লাশ মুসলিম অমুসলিম হওয়ায় কোনকিছু আসে যায় না।

সুনানে নাসায়ী, হাকিম প্রভৃতি গ্রন্থে আনাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : আমরা মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাগণের) সম্মানে দাঁড়াতাম। ইবনু হিব্বান-এর এক বর্ণনায় রূহ কব্যকারী মালাকের সম্মানে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন : দাঁড়ানো বিভিন্ন কারণেই হতে পারে। তবে ইয়াহূদীর উদ্দেশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আহমাদ ও ত্ববারানীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঐ দাঁড়ানো ছিল (ধুপ বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর) দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য। (যেহেতু তারা মৃত লাশের সাথে ধুপ-লোবান ইত্যাদি বহন করে চলে)।

١٦٥٠ - [٥] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَأَبِي دَاوُدَ: قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ

১৬৫০-[৫] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাযাহ্ দেখে দাঁড়াতে দেখলাম। আমরাও তার সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বসলে আমরাও বসলাম। (মুসলিম; ইমাম মালিক ও আবূ দাউদের বর্ণনার ভাষ্য হলো, তিনি জানাযাহ্ দেখে দাঁড়াতেন, তারপর বসতেন।)[৬৯০]

ব্যাখ্যা : 'আলী رضي الله عنه বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন, আমরাও বসলাম", এর অর্থ সম্ভবত জানাযাহ্ অতিক্রম হয়ে দূরে চলে যাওয়ার পর তিনি বসেছিলেন, জানাযাহ্ নিকটে থাকতে নয়। অথবা ঐ সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি আর দাঁড়াননি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার 'আম্‌র' বা নির্দেশটি ওয়াজিব অর্থে নয় বরং মুস্তাহাব অর্থে। দাঁড়ানোর হুকুম মানসূখ বা রহিত বলার চেয়ে এ জাতীয় ব্যাখ্যা বেশী গ্রহণযোগ্য।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি নাসেখ হওয়ার স্পষ্ট দলীল হতে পারে না। কেননা বসার বিষয়টি বায়ানে জাওয়ায বা বৈধ প্রমাণের জন্যও হতে পারে। মানসূখ তো তখনই ধরতে হয় যখন দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব হয় না। অথচ এ দু'টি হাদীসের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) এ বিষয়ের বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের পর বলেন : আমার নিকট প্রাধান্যযোগ্য কথা ওটাই যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা, সে যদি দাঁড়ায় তাতে যেমন কোন দোষ নেই ঠিক তার বসে থাকাতেও কোন সমস্যা নেই।

---

[৬৮৯] **সহীহ :** বুখারী ১৩১১, মুসলিম ৯৬০, আবূ দাউদ ৩১৭৪, আহমাদ ১৪৪২৭, সুনানুল কুবরা লিল নাসায়ী ২০৬০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১৯৬৬।

[৬৯০] **সহীহ :** মুসলিম ৯৬২, আবূ দাউদ ৩১৭৫।

١٦٥١ - [٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৫১-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের জানাযায় ঈমান ও ইহ্‌তিসাবের সাথে অংশগ্রহণ করে, এমনকি তার জানাযার সলাত আদায় করে ক্ববরে দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকে। এমন ব্যক্তি দু' ক্বীরাত্ব সাওয়াব নিয়ে ঘরে ফেরে। প্রত্যেক ক্বীরাত্ব উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার সলাত আদায় করে দাফন করার আগে ফিরে সে এক ক্বীরাত্ব সাওয়াব নিয়ে ফিরে এলো। (বুখারী, মুসলিম)[৬৯১]

ব্যাখ্যা : লাশের সাথে অনুগমন বলতে মুসলিম ব্যক্তির লাশের অনুগমনের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং কোন অমুসলিমের লাশের অনুগমনে কোন সাওয়াব নেই। যেহেতু এ অনুগমন ঈমানের ভিত্তিতে এবং ইহ্‌তিসাব বা সাওয়াবের আশায় করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এতে ভয়ভীতি অথবা কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হলেও তা চলবে না। পার্থিব কোন কিছুর বিনিময়ে অথবা কোন ভয়ভীতির কারণে কারো জানাযায় উপস্থিত হলে হাদীসে বর্ণিত ফাযীলাত পাওয়া যাবে না।

ক্বীরাতের পরিমাণ বলা হয়েছে উহুদ পাহাড়ের সমান। ক্বীরাত মূলতঃ বিভিন্ন দেশে মুদ্রা, বস্তু বা পরিমাপের একটি অংশ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : অধিকাংশের মতে এখানে 'ক্বীরাতের' অর্থ হলো সুবিশাল পরিমাপ। নাবী (সাঃ) সকলকে বুঝানোর জন্য সকলের নিকট অতীব প্রিয় ও সুপরিচিত পাহাড় উহুদের সাথে তার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আল্লামা ত্বীবী বলেন : 'উহুদ পাহাড় সম' কথাটি হলো উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য হলো বিরাট সাওয়াবের অংশ নিয়ে ফেরা। যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহর 'ইল্‌মেই রয়েছে।

আবার এমনও হতে পারে যে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার এ 'আমালকে প্রকৃত অর্থেই উহুদ পাহাড়ের মতো বড় করে তা ওজনে আনবেন।

এ হাদীসের মাধ্যমে জানাযার সলাত আদায়, মাইয়্যিতকে দাফন ইত্যাদির প্রতি মু'মিনদের উৎসাহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বড় অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

١٦٥٢ - [٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِيْ مَاتَ فِيهِ وَخرج بِهِمْ إِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৫২-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) হাবশার বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ তাঁর মৃত্যুর দিনই মানুষদেরকে জানিয়েছেন (অথচ তিনি মারা গিয়েছিলেন সুদূর হাবশায়)। তিনি সহাবা কিরামকে নিয়ে ঈদগায় গেলেন। সেখানে সকলকে জানাযার সলাতের জন্য কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবীর বললেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬৯২]

---

[৬৯১] **সহীহ :** বুখারী ৪৭, মুসলিম ৯৪৫, নাসায়ীর ৫০৩২, আহমাদ ৯৫৫১, ইবনু হিব্বান ৩০৮০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৯৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫০১।

[৬৯২] **সহীহ :** বুখারী ১৩৩৩, আবূ দাউদ ৩২০৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ২৫৭, ইবনু হিব্বান ৩০৬৮, ইরওয়া ৭২৯, মুসলিম ৯৫১, নাসায়ী ১৯৭১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৩১।

ব্যাখ্যা : হাবশার বাদশাহর উপাধী হলো নাজাশী। তার 'আসল নাম আসহামা। নাবী ﷺ মাক্কায় থাকতে মুসলিমদের একটি দল তার রাজ্যে হিজরত করেছিলেন। এ বাদশাহ মুসলিম মুহাজিরদের খুব খাতির করেছিলেন। ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম হিজরীতে নাবী ﷺ এ নাজাশীর নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পত্র দিয়ে সহাবী 'আম্র ইবনু 'উমাইয়্যাহ্ আয যামিরীকে প্রেরণ করেন।

নাবী ﷺ-এর পত্র পেয়ে তিনি ভক্তি ভরে তা গ্রহণ করেন এবং তার চোখে মুখে লাগিয়ে চুম্বন করেন। পত্রের সম্মানে স্বীয় সিংহাসন অথবা খাটিয়া ছেড়ে সোজা মাটিতে বসে পরেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাত ভাই জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওয়াকিদী, ইবনু সা'দ, ইবনু জারীর প্রমুখ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের মতে তিনি নবম হিজরীর রজব মাসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর স্বীয় রাজ্যেই ইন্তিকাল করেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পেরে সহাবীদের মধ্যে তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন এবং তার জন্য গায়িবী জানাযাহ্ আদায় করেন।

এ হাদীস দ্বারা মৃত সংবাদ ঘোষণা বৈধ সাব্যস্ত হয়। ইমাম বুখারী অধ্যায় বেঁধেছেন :

(بَابُ الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ) (অধ্যায় : মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের নিকট তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানো)

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : এর দ্বারা প্রমাণিত, মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা পুরোটাই নিষিদ্ধ নয়। তবে জাহিলী যুগের রীতি পদ্ধতিতে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা নিষেধ। সালাফদের একদল এ ব্যাপারে খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, এমনকি কেউ মৃত্যুবরণ করলে তা অন্যকে জানাতেও তারা অপ্রস্তুত। এ হাদীস দ্বারা দূরদেশে মৃত্যুবরণকারীর গায়িবী জানাযাহ্ আদায়ের বৈধতাও প্রমাণিত হয়।

তবে এতে মনীষীদের বেশ কয়েকটি মতামত রয়েছে। একদল বিনা শর্তে এটাকে বৈধ মনে করেন। ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ এবং জমহূর সালাফ এ মতের-ই প্রবক্তা। ইবনু হায্ম এমনকি এ কথাও বলেছেন, কোন একজন সহাবী থেকেও এর বিরোধিতা বা নিষেধাজ্ঞা আসেনি।

দ্বিতীয় আরেকদল কোন শর্তেই এটা বৈধ মনে করেন না। এটা হানাফী এবং মালিকীদের মত।

তৃতীয় দলের মতে মৃত্যুর দিন-ই কেবল গায়িবী জানাযাহ্ বৈধ, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলে তা বৈধ নয়।

চতুর্থ দলের বক্তব্য হলো : মৃত ব্যক্তি যদি ক্বিবলার দিকে থাকে তবে তার গায়িবী জানাযাহ্ বৈধ অন্যথায় নয়। ইবনু হিব্বান এ মতের অনুসারী।

পঞ্চম দলের মতে মৃত ব্যক্তি যদি এমন দেশে থাকে যেখানে তার জানাযাহ্ আদায়ের কেউ নেই, যেমন নাজাশী, এ অবস্থায় তার গায়িবী জানাযাহ্ বৈধ অন্যথায় নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর জন্য গায়িবী জানাযাহ্ আদায় করিয়েছিলেন, এর প্রকৃতি ও বাস্তবতা নিয়ে মনীষীদের বক্তব্য হলো- ঐ সময় তার লাশ নাবী ﷺ-এর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তিনি তা প্রত্যক্ষ করে জানাযাহ্ আদায় করেছেন, তবে লোকেরা দেখতে পায়নি। অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ ও লাশের মাঝের দূরত্বের ব্যবধান অথবা পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তিনি তার লাশ প্রত্যক্ষ করেই জানাযাহ্ আদায় করেছিলেন। কেউ বলেছেন, গায়িবী জানাযাহ্ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস ছিল, অন্যের বেলায় বৈধ নয়।

এর প্রত্যুত্তরে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, এ খাসের কোন দলীল সাব্যস্ত হয়নি। এভাবে কথায় কথায় খাসের দাবী করলে শারী'আতের অনেক আহকামের দ্বারই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

١٦٥٣ ـ [٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৫৩-[৮] 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু আবূ লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইবনু আরক্বাম সলাতুল জানাযায় চার তাকবীর বলতেন। এক জানাযায় তিনি পাঁচ তাকবীরও বললেন। আমরা তখন তাঁকে (এর কারণ) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ পাঁচ তাকবীরও দিয়েছেন। (মুসলিম)[৬৯৩]

ব্যাখ্যা : জানাযার সলাত চার তাকবীরে আদায় করতে হয়। এ হাদীসে পাঁচ তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে। তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে ইমাম ও ফকীহদের ইখতিলাফ বিদ্যমান।

ফাতহুল বারী, আল মুহাল্লা, মুগনী, মাসবূত প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ ও আহলে জাওয়াহিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা পাঁচ তাকবীরের পক্ষপাতি ছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, চারের অধিক তাকবীর বিশেষ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সৌজন্যে। যেমন 'আলী সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ-এর জানাযায় ছয় তাকবীর প্রদান করে বললেন, তিনি একজন বাদ্‌রী সহাবী। ত্বহাবী, ইবনু আবী শায়বাহ্, দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন, 'আলী বাদ্‌রী সহাবীদের জন্য ছয়, সাধারণ সহাবীদের জন্য পাঁচ, অন্যান্য মুসলিমদের জন্য চার তাকবীর দিতেন।

অন্য আরেক শ্রেণীর 'আলিম বলেন, এটা ইমাম সাহেবের ইখতিয়ার সে যে কয় তাকবীর ইচ্ছা দিতে পারবে। মুক্তাদীগণ ইমামের পূর্ণ ইত্তেবা করবে। মুনযিরী ইবনু মাস্‌'উদ থেকে নয়, সাত, পাঁচ ও চার তাকবীরের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ইবনু মাস্‌'উদ বলেছেন, তোমাদের ইমাম যে কয় তাকবীর দেয় তোমরাও সে কয় তাকবীর দাও।

তিন ইমাম সহ জমহূর সহাবী, তাবি'ঈন পরবর্তী আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা সালাফ ও খালাফগণ জানাযার সলাতে চার তাকবীরের পক্ষপাতি ছিলেন, এর বেশীও নয় কমও নয়। এরা চারের অধিক তাকবীর আবূ হুরায়রাহ্-এর হাদীস দ্বারা মানসূখ বা রহিত বলে মনে করেন; কিন্তু এ কথাও প্রশ্নাতীত নয়। আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন : আমার নিকট অধিক গ্রহণীয় মত হলো চারের অধিক তাকবীর দিবে না।

কেননা নাবী -এর এটাই ছিল সাধারণ 'আমাল ও রীতি। তবে ইমাম সাহেব যদি পাঁচ তাকবীর দিয়ে ফেলে তাহলে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে। কেননা পাঁচ তাকবীরের হাদীসও রদ করার মতো নয়।

চারের কম তাকবীর মোটেও বৈধ নয়, কেননা নাবী -এর কোন মারফূ' হাদীসেই চারের কমের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

١٦٥٤ ـ [٩] وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৬৫৪-[৯] ত্বলহাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আওফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস-এর পেছনে এক জানাযার সলাত আদায় করেছি। তিনি এতে সূরাহ্ আল্ ফা-তিহাহ্ পড়েছেন এবং

---

[৬৯৩] সহীহ : মুসলিম ৯৫৭, আবূ দাউদ ৩১৯৭, আত্ তিরমিযী ১০২৩, ইবনু মাজাহ্ ১৫০৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৪৪৮, আহমাদ ১৯৩২০।

বলেছেন, আমি (স্বরবে) সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ এজন্য পড়েছি, যেন তোমরা জানতে পারো সূরাহ্ আল্ ফা-তিহাহ্ পড়া সুন্নাত। (বুখারী)[৬৯৪]

ব্যাখ্যা : জানাযার সলাতে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ বা চিরাচরিত নিয়ম। এ শাশ্বত সুন্নাহর 'আমালকে সার্বজনীন করার জন্য বা তার অবহতির জন্য ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه জানাযার সলাতে জোরে জোরে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করেছেন। এটা তার নিজের বক্তব্যেই প্রকাশ করেছেন। সুতরাং জানাযার সলাতে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করতে হবে এ হাদীস তার প্রকৃষ্ট দলীল। (অসংখ্য সহাবীদের মধ্যে ইবনু 'আব্বাস সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করলেন এবং সুন্নাত বলে দাবী করলেন এতে একজন সহাবীও তার প্রতিবাদ অথবা বিরোধিতা করেননি, সুতরাং এটা ইজমায়ে সহাবীর মর্যাদা রাখে)।

এছাড়াও বহু সহাবী থেকে জানাযার সলাতে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুনযিরী এর বিস্তারিত তথ্যাদি পেশ করেছেন।

ইমামদের মধ্যে আয়িম্মায়ে সালাসা তথা ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্বসহ অসংখ্য ইমাম ও ফকীহ এ মতেরই অনুসারী ছিলেন।

ইমাম তুরকিমানী বলেন : হানাফীদের নিকট জানাযার সলাতের সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ ওয়াজিবও নয় মাকরূহও নয়। মালিকীদের মতে এটা মাকরূহ। ইমাম মালিক বলেছেন : আমাদের মাদীনায় এ 'আমাল প্রচলিত নয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ ইমাম মালিক-এর এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ 'উমামাহ্, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রমুখসহ মাদীনার বড় বড় সহাবী, তাবি'ঈ ও ফকীহ থেকে (সূরাহ্ আল ফা-তিহার) ক্বিরাআত পাঠের 'আমাল পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কিভাবে বললেন, এটা মাদীনাবাসীর 'আমাল নয়? এরপরও কথা হলো এই যে, মাদীনাবাসীদের কোন 'আমাল শারী'আতের দলীল নয়। ইবনু 'আব্বাস-এর কথা– 'এটা সুন্নাত', এ সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিরাচরিত সুন্নাহ বা নিয়ম। সুন্নাহ মানে ফারযের বিপরীত এমনটি নয়, এটা ইস্তিলাহে উরফী বা স্বভাবসিদ্ধ পরিভাষা। আশরাফ বলেছেন, সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা বিদ্'আতের বিপরীত। আল্লামা কুসতুলানী বলেন : সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা শার'ঈ প্রণেতার পথ ও পন্থা। সুন্নাহ বলা এটা ওয়াজিব হওয়াকে নিষেধ করে না। ইমাম শাফি'ঈ বলেন : অধিকাংশ 'আলিমের নিকট কোন সহাবীর সুন্নাহ দাবী এটা মারফূ' হাদীসের মর্যাদা রাখে। (ইবনু 'আব্বাস-এর আরেকটি বর্ণনা ১৬৭৩ নং হাদীসে দেখুন)

জানাযার সলাতে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ কোথায় পাঠ করতে হবে? এ হাদীসে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর কিতাবুল উম, বায়হাক্বী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে জাবির رضي الله عنه প্রমুখাত হাদীসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে প্রথম তাকবীর দিয়েই সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করবে।

মুসন্নাফে 'আবদুর রায্যাক্ব, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থে আবূ 'উমামাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার সলাতে সুন্নাত হলো প্রথম তাকবীর দিয়ে উম্মুল কুরআন সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করবে। এরপর (তাকবীর দিয়ে) নাবী ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়বে..... প্রথম তাকবীর ছাড়া ক্বিরাআত পড়বেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার জানাযায় ক্বিরাআত পড়তেন না মর্মে যে কথাটি রয়েছে এর উপর ভিত্তি করে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ বর্জন মোটেও সঠিক নয়। কেননা এটা ছিল তার ব্যক্তিগত 'আমাল। তাছাড়া তিনি ক্বিরাআত পড়তেন না। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সূরাহ্ আল ফা-তিহাও পাঠ করতেন না বরং এর অর্থ

---

[৬৯৪] **সহীহ :** বুখারী ১৩৩৫, নাসায়ী ১৯৮৭, ইবনু হিব্বান ৩০৭১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৫৬।

হলো তিনি সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ ছাড়া অন্য কোন সূরাহ্ পাঠ করতেন না। উপরন্তু এটি নেতিবাচক কথা, আর সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের হাদীসটি হলো ইতিবাচক; উসূলে হাদীস তথা হাদীস বিজ্ঞানের মূলনীতি: হলো ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি হাদীস পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে ইতিবাচক হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। সর্বোপরি সহাবীর কোন কথা বা 'আমাল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাশ্বত সুন্নাহকে বর্জন কিংবা রহিত করতে পারে না।

সমস্ত উম্মাতের ইজমা বা ঐকমত্য হলো, জানাযার সলাতও সলাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে রয়েছে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাত বাঁধা, জামা'আত হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং অন্যান্য সলাতের ন্যায় এখানে ক্বিরাআত পাঠও আবশ্যক। তাছাড়াও সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের নির্দেশ ও 'আমাল সংক্রান্ত সুস্পষ্ট হাদীস যেখানে বিদ্যমান সেখানে সংশয় সন্দেহ আর কি থাকতে পারে?

জানাযাহ্ আদায়কালে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ অন্যান্য দু'আগুলো স্বরবে না নীরবে পড়বে এ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইবনু 'আব্বাসের হাদীসের ভিত্তিতে কতিপয় 'আলিম জোরে পাঠ করাকে মুস্তাহাব মনে করেন। কিন্তু জমহূর ইমাম ও মুহাদ্দিসের মতে নীরবে পাঠ করাটাই মুস্তাহাব। আরেকদল বলেন, জোরে আস্তে পড়া হলো ইমামের ইখতিয়ার সে জোরেও পড়তে পারে আস্তেও পড়তে পারে।

শাফি'ঈ মাযহাবের কোন কোন 'আলিম বলেছেন : জানাযাহ্ রাতে পড়লে জোরে ক্বিরাআত পড়তে আর দিনে হলে আস্তে ক্বিরাআত পড়বে।

'আবদুর রহমান মুবারকপূরী বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস-এর জোরে পড়ার বিষয়টি ছিল শিক্ষার জন্য, জোরে পড়াই যে সুন্নাত এ উদ্দেশ্য নয়।

١٦٥٥ - [١٠] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهٖ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَقِهٖ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৫৫-[১০] 'আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক জানাযার সলাত আদায় করলেন। জানাযায় যেসব দু'আ তিনি পড়েছেন তা আমি মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি (ﷺ) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মাগ্ফির লাহূ ওয়ার্হাম্হু ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আন্হু ওয়া আক্রিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্সি' মুদ্খলাহূ ওয়াগ্সিল্হু বিলমা-য়ি ওয়াস্সালজি ওয়াল বারাদি ওয়ানাক্বিহী মিনাল খত্বা-ইয়া- কামা-নাক্কায়সাস্ সাওবাল আব্ইয়াযা মিনাদ্ দানাসি ওয়া আব্দিলহু দা-রান্ খয়রাম্ মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খয়রাম্ মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খয়রাম্ মিন যাওজিহী ওয়া আদ্খিলহুল ওয়াআ 'ইযহু মিন 'আযা-বিল ক্ববরি ওয়ামিন 'আযা-বান্ না-র"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও, তার উপর রহম করো, তাকে নিরাপদে রাখো। তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করো, তাকে উত্তম মেহমানদারী করো (জান্নাতে), তার ক্ববরকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও ঠাণ্ডা (পানি) দিয়ে গোসল করাও। গুনাহখাতা হতে তাকে পবিত্র করো, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করো। তাকে (দুনিয়ার) তার ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর (জান্নাতে) দান করো, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবারও দান করো। (দুনিয়ার) স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী

(আখিরাতে) তাকে দিও। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে ক্ববরের 'আযাব এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে রক্ষা করো।")। অপর এক বর্ণনার ভাষায়- *"ওয়াক্বিহী ফিত্‌নাতাল ক্ববরি ওয়া 'আযা-বান্ না-র"* (অর্থাৎ ক্ববরের ফিতনাহ্ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাও)। এ দু'আ শুনার পর আমার বাসনা জাগলো, এ মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম। (মুসলিম)[৬৯৫]

ব্যাখ্যা : আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ জাতীয় হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ জানাযার দু'আ স্বশব্দে পাঠ করেছেন, (এবং স্বশব্দে পাঠ করাই মুস্তাহাব)। পক্ষান্তরে আরেকদল 'আলিমের মত তার বিপরীত। তারা নীরবে পাঠকেই মুস্তাহাব মনে করেন। জোরে পড়ার হাদীসের ক্ষেত্রে তারা বলেন- এটা ছিল শিক্ষামূলক। তবে এ কথা সত্য যে, উভয় পদ্ধতিই বৈধ।

আখিরাতে তার উত্তম সঙ্গীর অর্থ হলো হুরে 'ঈন (ডাগর ডাগর উজ্জ্বল সুন্দর চোখবিশিষ্টা সুন্দরী রমণীগণ)। অথবা দুনিয়ার স্ত্রীও হতে পারে, তার সলাত সিয়াম ইত্যাদির কারণে তার স্ত্রীও হুরে 'ঈনের চেয়েও উত্তম হয়ে যাবেন। ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, অধিকাংশ ফকীহের মতে এটা শুধু পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য নারীর জন্য নয়। আল্লামা শামী বলেন, আহ্‌ল এবং সঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো সিফাত বা গুণাবলীর পরিবর্তন, জাত বা স্বত্ত্বার পরিবর্তন নয়।

١٦٥٦ـ[١١] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأُنْكِرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৫৬-[১১] আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহ্‌মান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করলে (তাঁর লাশ বাড়ী হতে দাফনের জন্য আনার পর) 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তার জানাযাহ্ মাসজিদে আনো, তাহলে আমিও জানাযাহ্ আদায় করতে পারব। লোকেরা (জানাযাহ্ মাসজিদে আনতে) অস্বীকার করলেন (কারণ তারা ভাবলেন, মাসজিদে জানাযার সলাত কিভাবে আদায় করা যেতে পারে)। তখন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ ﷺ 'বায়যা' নাম্নী মহিলার দু'ছেলে সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযার সলাত মাসজিদে আদায় করিয়েছেন। (মুসলিম)[৬৯৬]

ব্যাখ্যা : সলাতুল জানাযায় পুরুষদের সাথে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি প্রামাণ্য দলীল।

এছাড়াও ইমাম হাকিম সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন : 'উমায়র ইবনু আবূ ত্বলহাহ্ ইন্তিকাল করলে আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে তার বাড়ীতে আনলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তার বাড়ীতেই জানাযার সলাত আদায় করলেন। আবূ ত্বলহাহ্ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দাঁড়ালেন আর উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা তার পিছনে দাঁড়ালেন। এদের সাথে আর কেউ ছিলেন না। এ হাদীসটি সহীহ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

এটা ইমাম মালিক-এর মাযহাবও বটে, কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ বলেন, নারীরা জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। এটাতো পুরুষদের সাথে নারীদের অংশ গ্রহণের কথা, কিন্তু পুরুষবিহীন শুধুমাত্র নারীরা জানাযার সলাত আদায় করতে পারবে কিনা?

---

[৬৯৫] **সহীহ :** মুসলিম ৯৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৬৫।

[৬৯৬] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭৩, আবূ দাউদ ৩১৯০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৩৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৯২।

এ প্রশ্নে ইমাম ইবনুল কুদামাহ্ বলেন, মহিলাগণ জামা'আত করতে পারবে, তবে ইমাম **কাতারের** মাঝে দাঁড়াবে।

ইমাম আহমাদ এর উপর (কুরআন-হাদীসের) নস পেশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-ও এমন কথাই বলেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ বলেন, মহিলাগণ একা একা সলাত আদায় করবে, তবে যদি জামা'আত করেই ফেলে তাও বৈধ।

এ হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, মাসজিদে জানাযার সলাত আদায় করা জায়িয। শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব সহ জমহূরের এটাই মত। ইমাম মালিক ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) তার বিপরীত মত পেশ করেছেন। এ মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নির্দেশের উপর সহাবীরা আপত্তি করেছিলেন। এর প্রত্যুত্তরে মুহাদ্দিসগণ বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ওপর আপত্তি করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তার লাশ মাসজিদে আনা হয় এবং সকল সহাবী সে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। (একজনও আপত্তি করে জানাযাহ্ থেকে বিরত থাকেননি) বরং সকলেই তা মেনে নেন, আর পরবর্তীতে বিষয়টি এভাবেই স্থায়িত্ব রূপ লাভ করে। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী দু' খলীফা যথাক্রমে আবূ বাক্র এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জানাযাহ্ মাসজিদেই অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, তবে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বাভাবিক নিয়ম ছিল খোলা মাঠেই জানাযার সলাত আদায় করা।

١٦٥٧ ـ [١٢] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৫৭-[১২] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে এক মহিলার জানাযার সলাত আদায় করেছি। মহিলাটি নিফাস অবস্থায় মারা গেছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানাযার সলাতে তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬৯৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মৃতব্যক্তি মহিলা হলে সুন্নাত হলো ইমাম সাহেব লাশের মাঝামাঝি বা কোমর বরাবর দাঁড়াবে। কেউ যদি একাকীও জানাযাহ্ আদায় করে তার জন্যও একই হুকুম। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতামত ভিন্ন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর এক্ষেত্রে দু'টি মত পাওয়া যায়। তার প্রসিদ্ধ মত হলো– ইমাম নারী-পুরুষ উভয়েরই সীনা বরাবর দাঁড়াবে। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে লাশের মাথা বরাবর দাঁড়াবে।

আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন : ইমাম আত্ তিরমিযী, ইমাম আহমাদ-এর মত বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মহিলার মাঝ বরাবর দাঁড়াবে আর পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে। ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ ইউসুফ প্রমুখ ইমামগণের মাযহাব এটাই, আর এটা হাক্বও বটে। সামনে আনাস ও সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস এ মতেরই পোষকতায় বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং হিদায়া গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর দ্বিতীয় মতটি এটাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ রকম 'আমাল করেছেন এবং বলেছেন, এটাই 'সুন্নাত'। ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) ইমাম আবূ হানীফার এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

[৬৯৭] **সহীহ :** বুখারী ১৩৩১, ১৩৩২, মুসলিম ৯৬৪, আবূ দাউদ ৩১৯৫, নাসায়ী ৩৯৩, ইবনু মাজাহ্ ১৪৯৩, আহমাদ ২০১৬২, ইবনু হিব্বান ৩০৬৭।

আত্ তিরমিযীর ভাষ্যকার শায়খুল হাদীস 'আল্লামা 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ), ইবনুল হুমাম-এর বুক ও কোমর বরাবর দাঁড়ানোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে তাবীল করেছেন তার প্রেক্ষিতে বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পুরুষের মাথা বরাবর এবং নারীর কোমর বরাবর দাঁড়ানোর হাদীস প্রমাণিত হওয়ার পর অন্য কোন তাবীল বা ব্যাখ্যার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার কোনই প্রয়োজন নেই।

١٦٥٨ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ: «مَتَى دُفِنَ هٰذَا؟» قَالُوا: الْبَارِحَةَ. قَالَ: «أَفَلَا اٰذَنْتُمُونِيْ؟» قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهٗ فَصَلّٰى عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৫৮-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ক্ববরের কাছ দিয়ে গেলেন, যাতে রাতের বেলা কাউকে দাফন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, একে কখন দাফন করা হয়েছে? সহাবীগণ জবাব দিলেন গত রাতে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন? সহাবীগণ বললেন, আমরা তাকে অন্ধকার রাতে দাফন করেছি, তাই আপনাকে ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করিনি। তিনি (ﷺ) দাঁড়িয়ে গেলেন, আর আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি (ﷺ) তাঁর জানাযার সলাত আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬৯৮]

ব্যাখ্যা : ক্ববরস্থ ব্যক্তির নাম ছিল ত্বলহাহ্ ইবনু বারা ইবনু 'উমায়র। তিনি আনসারদের সাথে মৈত্রী বা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন।

এ বিশুদ্ধ হাদীসসহ আরো কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাত্রিবেলা দাফন করা বৈধ। খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে আবূ বাক্‌র, 'উমার رضي الله عنهما প্রমুখগণও রাত্রিতে দাফন করেছেন। নাবীনন্দিনী ফাত্বিমাহ্ رضي الله عنها-কেও 'আলী رضي الله عنه রাত্রিকালেই দাফন করেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহমাদ, (এর প্রসিদ্ধ মত) ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইসহাক্ব (রহঃ) প্রমুখ ইমামসহ জমহূর 'আলিমের মত ও মাযহাব এটাই।

পক্ষান্তরে ক্বাতাদাহ্, হাসান বাসরী, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রমুখ 'আলিমগণের মতে রাত্রিকালে দাফন করা বৈধ নয়। ইবনু হায্‌ম বলেন, একান্ত প্রয়োজন বা সমস্যা ছাড়া রাতে দাফন করা বৈধ নয়। এরা জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। জাবির رضي الله عنه-এর হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে লোকেরা তাকে রাতে দাফন করে ফেলেন। খবর শুনে নাবী ﷺ তাদেরকে রাতে দাফন করার কারণে তিরস্কার করলেন এবং বললেন, একান্ত বাধ্য না হলে রাতে দাফন করবে না। আর যখন কারো কাফন দিবে তাকে উত্তম কাফন দিবে।

জমহূরের পক্ষ থেকে এ হাদীসের প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, লোকেরা রাতের অন্ধকারে নিকৃষ্ট কাপড় দিয়েই তাকে দাফন করেছিল, তাই নাবী তাদের তিরস্কার করেন এবং রাতের বেলা ক্ববর দিতে নিষেধ করেন। ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) বলেন, সকল মুসলিম যাতে জানাযায় অংশগ্রহণ পূর্বক (জানাযাহ্ আদায়ের) ফাযীলাত লাভ করতে পারে তাই রাতের অন্ধকারে সামান্য কতিপয় লোক নিয়ে জানাযাহ্ আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা প্রথম দিকে ছিল পরবর্তীতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অথবা জানাযাহ্ আদায় না করিয়েই রাতে দাফন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

[৬৯৮] **সহীহ :** বুখারী ১৩২১, মুসলিম ৯৫৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৪৯৮।

ক্ববরের উপর জানাযার সলাত আদায়ের বৈধতাও এ হাদীস থেকে প্রমাণিত। চাই তার জানাযাহ্ আদায় করে দাফন করা হোক চাই বিনা জানাযায় দাফন করা হোক। নাবী ﷺ-এর অধিকাংশ আহলে 'ইল্‌ম সহাবী এবং বিজ্ঞ তাবি'ঈ ও তৎপরবর্তী ইমাম মুজতাহিদ এ মতই অবলম্বন করেছেন। আবূ মূসা, ইবনু 'উমার, 'আয়িশাহ্, 'আলী, ইবনু মাস্‌'উদ, আনাস, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ক্বাতাদাহ্ প্রমুখ সহাবী এবং তাবি'ঈ হতে এতদসংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আওযা'ঈ প্রমুখসহ সমস্ত হাদীসবিদ এ মতের-ই অনুসারী ছিলেন। এ বিষয়ে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম নাখ্'ঈ, সাওরী, মালিক, আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, মাইয়্যিতের ওলী উপস্থিত থেকে জানাযাহ্ হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তির পুনঃ জানাযাহ্ জায়িয নেই। আর এ অবস্থা ছাড়া ক্ববরের উপরও জানাযাহ্ বৈধ নয়। অনুরূপ জানাযাহ্ ছাড়া দাফন হয়ে থাকলে তার জন্যই কেবল ক্ববরের উপর জানাযাহ্ বৈধ অন্যথায় নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, দাফনের পর ক্ববরের উপর সলাত আদায়ের বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস ছিল। কিন্তু আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই দলীলের প্রয়োজন, কিন্তু এখানে তা নেই। ইমাম ইবনু হায্‌ম বলেন, উল্লেখিত বাক্যে এমন দলীল নেই যে, এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস ছিল। তাছাড়া অন্যের জন্য ক্ববরের উপর সলাত আদায়ের কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই।

ক্ববরের উপর জানাযার সলাত কতদিন পর্যন্ত চলবে? এটা নিয়েও কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব ও শাফি'ঈর অনুসারীরা একমাসকাল পর্যন্ত সলাত আদায় বৈধ মনে করেন।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, একমাত্র ওলী তিনদিন পর্যন্ত সলাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু অন্যেরা আদায় করতেই পারবে না। নির্ভরযোগ্য একদল 'উলামার মতে সর্বদাই ক্ববরের উপর জানাযার সলাত আদায় করা চলবে। কেননা নাবী ﷺ শুহদায়ে উহুদের ক্ববরের উপর আট বছর পর জানাযাহ্ আদায় করিয়েছেন। এদের আরো যুক্তি হলো– সলাতুল জানাযার উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ। সুতরাং তা সর্বসময়ের জন্যই বৈধ, আর রসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কোন সময়ও নির্ধারণ করে দেননি।

١٦٥٩ -[١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ. فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. قَالَ: «إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৫৯-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন কালো মহিলা অথবা একটি যুবক (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মাসজিদে নাববী ঝাড়ু দিত। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি সে মহিলা অথবা যুবকটির খোঁজ নিলেন। লোকেরা বলল, সে ইন্তিকাল করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন? (তাহলে আমিও জানাযায় শারীক থাকতাম।) বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ মহিলা বা যুবকের বিষয়টিকে ছোট বা তুচ্ছ ভেবেছিল। তিনি (ﷺ) বললেন : তাকে কোথায় ক্ববর দেয়া হয়েছে আমাকে দেখাও। তারা তাঁকে তার ক্ববর দেখিয়ে দিল। তখন তিনি তার (কাছে গেলেন ও) ক্ববরে জানাযার সলাত আদায় করালেন, তারপর বললেন, এ ক্ববরগুলো এর অধিবাসীদের জন্য ঘন

অন্ধকারে ভরা ছিল। আর আমার সলাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম; এ হাদীসের ভাষা মুসলিমের)[৬৯৯]

ব্যাখ্যা : ক্ববরের উপর জানাযার সলাত আদায় করা যারা বৈধ মনে করেন না- এ হাদীসটিও তাদের ঐ দাবীকে খণ্ডন করে দেয়। ক্ববরের উপর জানাযাহ্ আদায় করাটাছিল নাবী ﷺ-এর একটি বিস্তৃতিত যুগান্ত কারী কাজ। এটা ছিল নাবী ﷺ-এর শাফা'আত; কারো মর্যাদার জন্য অথবা কাউকে তুচ্ছ করার জন্য নয়। আর এর বিধানও ব্যক্তির জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং সার্বজনীন।

١٦٦٠ -[١٥] وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৬০-[১৫] ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদ করা গোলাম কুরায়ব 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। ইবনু 'আব্বাস-এর এক ছেলে (মাক্কার নিকটবর্তী) 'কুদায়দ' অথবা 'উসফান' নামক স্থানে মারা গিয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন, হে কুরায়ব! জানাযার জন্য কেমন লোক জমা হয়েছে দেখো। কুরায়ব বলেন, আমি বের হয়ে দেখলাম, জানাযার জন্য কিছু লোক একত্রিত হয়েছে। অতঃপর তাকে আমি এ খবর জানালাম। তিনি বললেন, তোমার হিসেবে তারা কি চল্লিশজন হবে? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, তাহলে সলাতের জন্য তাকে বের করে আনো। কারণ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম মারা গেলে আল্লাহর সাথে শারীক করেনি এমন চল্লিশজন যদি তার জানাযার সলাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ মৃত ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ কবূল করেন। (মুসলিম)[৭০০]

ব্যাখ্যা : এখানে চল্লিশজন সলাত আদায়কারীকে শির্ক মুক্ত হতে হবে মর্মে শর্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইবনু মাজার এক বর্ণনায় শির্কের শর্ত ছাড়াই শুধু চল্লিশজন মু'মিনের কথা বলা হয়েছে।

চল্লিশজন মু'মিন কারো পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলে অথবা তার জন্য দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবূল করবেন।

١٦٦١ -[١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ: إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৬১-[১৬] 'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির সলাতে জানাযায় একশতজন মুসলিমের দল হাযির থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই তার জন্য শাফা'আত (মাগফিরাত কামনা) করবে। তাহলে তার জন্য তাদের এ শাফা'আত (কবূল) হয়ে যাবে। (মুসলিম)[৭০১]

---

[৬৯৯] **সহীহ :** বুখারী ৪৫৮, মুসলিম ৯৫৬, ইরওয়া ৩য় খণ্ড হাঃ ২।

[৭০০] **সহীহ :** মুসলিম ৯৪৮, আবূ দাউদ ৩১৭০, আহমাদ ২৫০৯, ইবনু হিব্বান ৩০৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৬২১, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫০৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭০৮।

[৭০১] **সহীহ :** মুসলিম ৯৪৭, নাসায়ী ১৯৯১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৬২২, আহমাদ ১৩৮০৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯০৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫০৪, আত্ তিরমিযী ১০২৯।

ব্যাখ্যা : একশত মুসলিম জানাযায় অংশগ্রহণ পূর্বক মাইয়্যিতের জন্য সুপারিশ করলে আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবূল করবেন। এ সুপারিশের অর্থ দু'আ।

জানাযার লোক বেশী হওয়া চাই যাতে তাদের দু'আ কবূলযোগ্য হয় এবং মৃত ব্যক্তি এর মাধ্যমে সফলতা লাভ করতে পারেন। মৃত ব্যক্তির জন্য সুপারিশকারীদের দু'টি শর্ত থাকতে হবে।

(এক) সুপারিশকারীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এবং শির্‌কমুক্ত থাকতে হবে।

(দুই) সুপারিশকারী খালেসভাবে দু'আ মাগফিরাত কামনা করবে।

মালিক ইবনু হুবায়রার হাদীসে এসেছে তিন কাতার লোক যার জানাযায় অংশগ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব করে দেন।

তিন কাতার, চল্লিশজন এবং একশতজন অংশগ্রহণের এ নানামুখী বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, প্রথমে একশতজনের সুপারিশের কথা বলা হয়েছিল, তাই তিনি (ﷺ) সেভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর চল্লিশজনের, অতঃপর তিন কাতারের কথা জানানো হয়েছিল ফলে আল্লাহর রসূল সেভাবেই পর্যায়ক্রমে হাদীস বর্ণনা করে জনগণকে অবহিত করেছেন।

ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) বলেন, প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের ভিন্নতাসাপেক্ষে (উত্তরের) এ ভিন্নতা হয়েছে।

١٦٦٢ -[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرٰى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: «هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُم شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ» مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: «الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ».

১৬৬২-[১৭] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবায়ে কিরাম (একবার) এক জানাযায় গেলেন। সেখানে তারা মৃতের প্রশংসা করতে লাগলেন। নাবী (ﷺ) তা শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। (ঠিক) এভাবে তারা আর এক জানাযায় গেলেন সেখানে তারা তার বদনাম করতে লাগলেন। তিনি (ﷺ) শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ কথা শুনে 'উমার জানতে চাইলেন। কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? (হে আল্লাহর রসূল!) তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা যে ব্যক্তির প্রশংসা করেছ, তার জন্য জান্নাতপ্রাপ্তি ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার বদনাম করেছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী, মুসলিম; অন্য আর এক বর্ণনার ভাষা হলো তিনি বলেছেন, মু'মিন আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী।)[৭০২]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, اَلْوُجُوْبُ (উজূব) দ্বারা উদ্দেশ্য الثبوت সাব্যস্ত হওয়া। ওয়াজিব হওয়া কোন বস্তুর ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। আল্লাহর ওপর কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। আল্লাহ যে সাওয়াব দেন এটা তার অনুগ্রহ, আর তিনি যদি কোন শাস্তি দেন তবে সেটা তার ন্যায় বিচার। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে কেউ তার উপর কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না। সহীহুল বুখারীতে নাবী (ﷺ)-এর বাণী : "তোমরা যার উপর ভাল প্রশংসামূলক সাক্ষ্যদান করেছ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে"। এটি অন্যান্য বর্ণনার তুলনায় অধিক স্পষ্ট।

---

[৭০২] **সহীহ :** বুখারী ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম ৯৪৯, আত্ তিরমিযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, আহমাদ ১২৯৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫১৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৯৫০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫০৭।

এটা সহাবীগণের জন্যই খাস নয়, বরং ঈমান ইয়াক্বীনে যে কেউই ঐ গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হবে সে এ মর্যাদা পাবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "তোমরা (জমিনে) আল্লাহর সাক্ষী"। আল্লামা ত্বীবী বলেন : এর অর্থ এই নয় যে, সহাবীগণ বা মু'মিনগণ কারো ব্যাপারে যা বলল তাই হলো। কারণ যে জান্নাতের হাক্বদার সে কখনো তাদের কথায় জাহান্নামী হতে পারে না অনুরূপ তার বিপরীতও হতে পারে না। বরং এর অর্থ হলো লোকেরা যার জীবনে কল্যাণকর কাজ দেখবে তার-ই প্রশংসা করবে। আর কল্যাণকর কাজ-ই তো জান্নাতে যাওয়ার কারণ ও আলামাত। সুতরাং নেক 'আমাল দেখে তার ব্যাপারে বলা যায় সে জান্নাতী। (এটাই হলো মু'মিনদের সাক্ষী)।

আল্লামা নাবাবী বলেন, আহলে ফায্ল এবং দীনদারগণ যাদের প্রশংসা করে তাদের জন্যই এ কথা খাস। এ প্রশংসা যদি বাস্তবতার অনুকূলে হয় তাহলে সে জান্নাতী আর যদি বাস্তব 'আমালের বিপরীত হয় তাহলে সে জান্নাতী হবে না। কিন্তু সত্য কথা হলো এ হুকুম 'আম এবং মুত্বলাক্ব। মু'মিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তখন মানুষের অন্তরে ইলহাম করে দেন ফলে সে তার বড় বড় প্রশংসা করে। এটাও তার জান্নাতী হওয়ার দলীল, 'আমাল তার যাই হোক। আর শাস্তি দেয়া যেহেতু আল্লাহর জন্য আবশ্যক নয়, বরং তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা আমরা প্রমাণ (ও আশা) করতে পারি যে, এ প্রশংসার খাতিরে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং প্রশংসার উপকারিতা অবশ্যই সাব্যস্ত। তা না হলে শুধু কর্মই যদি জান্নাতের জন্য যথেষ্ঠ হত তাহলে প্রশংসা বেকার হত, আর নাবী ﷺ প্রশংসার কথা বলতেন না। অথচ নাবী ﷺ থেকে সন্দেহাতীতভাবে তা প্রমাণিত।

١٦٦٣ -[١٨] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ» قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ». قُلْنَا وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ» ثُمَّ لم نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৬৬৩-[১৮] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম ব্যক্তির ভাল হবার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা আরয করলাম, যদি তিনজন (সাক্ষ্য দেয়)। তিনি বললেন, তিনজন দিলেও। আমরা (আবার) আরয করলাম, যদি দু'জন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, দু'জন সাক্ষ্য দিলেও। তারপর আমরা আর একজনের (সাক্ষ্যের) ব্যাপারে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। (বুখারী)[৭০৩]

ব্যাখ্যা : সাক্ষ্য দানের নিসাব অধিকাংশ সময় দু'জন, এটা ন্যূনতম পরিমাণ, সুতরাং এ দু' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। জান্নাত লাভের মতো একটি মহান মর্যাদা লাভ দু'জনের চেয়ে কমে সাক্ষ্যতে লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একজনের ব্যাপারে আর প্রশ্ন তোলেননি। দ্বিতীয়তঃ জান্নাত লাভের দুর্লভ মর্যাদা মাত্র একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পাওয়া সে তো সুদূর পরাহত।

١٦٦٤ -[١٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৭০৩] **সহীহ :** বুখারী ১৩৬৮, আহমাদ ১৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৮৬।

১৬৬৪-[১৯] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে। (বুখারী)[৭০৪]

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তিদের গালি দেয়ার নিষেধাজ্ঞাটি 'আম বা সার্বজনীন। মুসলিম কাফির এতে কোন ভেদাভেদ নেই। কেউ কেউ বলেছেন : এ নিষেধাজ্ঞাটি শুধু মুসলিমের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের বেলায় নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

কেননা الْأَمْوَاتَ শব্দের মধ্যে লাম বর্ণটি عهدى বা জানা, অর্থাৎ জানা-বিশেষ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃতদের গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, স্বতন্ত্র দলীল না আসা পর্যন্ত হাদীসের অর্থ 'আমভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যেমন- হাদীসের রাবীদের সমালোচনা করা বৈধ। এতে স্বতন্ত্র দলীল এবং উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সমালোচনা জীবিত মৃত কাফির মুশরিক সকলেই সমান।

মৃতদের গালি দেয়া নিষেধের কারণ বলা হয়েছে যে, তারা তো তাদের কৃতকর্মের ফলাফল পেয়ে গেছে, এখন তোমার গালি দেয়াতে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না এবং কোন লাভও হবে না। যেমন জীবিতদের বেলায় হয়ে থাকে।

١٦٦٥ -[٢٠] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৬৬৫-[২০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদের শাহীদদের দু' দু'জনকে এক কাপড়ে জমা করেন। তারপর বলেন, কুরআন মাজীদ এদের কারো বেশী মুখস্থ ছিল? এরপর দু'জনের যার বেশী কুরআন মুখস্থ আছে বলে ইশারা করা হয়েছে, তাকে আগে ক্বরে রাখেন এবং বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন আমি এদের জন্য সাক্ষ্য দিব। তারপর তিনি (ﷺ) রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দেন। তাদের জানাযার সলাতও আদায় করেননি গোসলও দেয়া হয়নি। (বুখারী)[৭০৫]

ব্যাখ্যা : উহুদের শাহীদানদের দু'জনকে এক কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এটা অনিবার্য কারণেই করা হয়েছিল। প্রশ্ন হলো দু'জনকে পর্দাহীনভাবে এক কাপড়ে কাফন দেয়া ঠিক নয় এতে দু'জনের শরীর লাগালাগি হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে এ প্রশ্ন রদ হয়ে যায়। কেননা এক কাপড় দেয়ার অর্থ এই নয় যে, পর্দাবিহীন দু'জনের শরীর একত্রে লাগালাগি হয়ে গিয়েছিল, কারণ শাহীদদের তো পরনের রক্তমাখা কাপড় খোলা হয় না, বরং পরনের কাপড়সহই কাফন দিতে হয়, সুতরাং পরস্পর শরীর লাগালাগির প্রশ্নই আসে না।

হতে পারে শাহীদের পরনের কাপড়ের উপর দিয়ে প্রতি দু'জনকে একটি করে চাদর বহিরাবরণী দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল, অথবা একটি লম্বা চাদর দু' টুকরা করে প্রতি দু'জনকে ঢেকে দেয়া হয়েছিল সেটাই

---

[৭০৪] **সহীহ :** বুখারী ১৩৯৩, ৬৫১৬, নাসায়ী ১৯৩৬, আহমাদ ২৫৪৭০, দারিমী ২৫৫৩, ইবনু হিব্বান ৩০২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৮৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫০৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৩১১।

[৭০৫] **সহীহ :** বুখারী ১৩৪৩, ইবনু মাজাহ্ ১৫১৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৭৫৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯২৫।

বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে দু'জনকে এক চাদরে কাফন দেয়া হয়েছে। সর্বোপরি অনিবার্য প্রয়োজনে এটা জায়িয। প্রয়োজনে এক কাপড়ে দু'জনকে কাফন দেয়ার মতই এক ক্ববরেও দু'জনকে রাখা জায়িয। এ ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে যার কুরআনের জ্ঞান বেশী হবে তাকেই আগে ক্ববরে রাখতে হবে এবং ক্বিবলার দিকে রাখতে হবে। এটাই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মর্যাদার কারণে।

ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নাবী তাদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন, এটাও শাহীদদের সম্মান ও মর্যাদার কারণে।

এখানে জানা গেল যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত শাহীদদের গোসল এবং জানাযাহ্ কোনটিই দিতে হবে না। এর প্রমাণে অনেক হাদীস রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ ইমামগণ এ মতই অবলম্বন করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) এবং অন্য কতিপয় 'আলিম সাধারণ মৃত্যুদের মতই শাহীদদেরও গোসল-জানাযার কথা বলেছেন। তিনি 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির বলেন : .....

নাবী ﷺ উহুদের শাহীদদের জানাযার সলাত আদায় করেছেন। শাফি'ঈদের পক্ষ থেকে এর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে : এ সলাতের অর্থ (প্রচলিত) সলাত নয় বরং দু'আ ইস্তিগফার। ইমাম নাবাবীও বলেন, সলাতের অর্থ এখানে দু'আ। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দু'আর অর্থই উপযুক্ত। 'আমির ইয়ামানী বলেন : সলাত যে এখানে দু'আর অর্থে এসেছে তার প্রমাণ হলো এ সলাতের জন্য তিনি সকলকে ডেকে জামা'আতবদ্ধ করেননি যেমনটি তিনি নাজাশী বাদশাহর জানাযার ক্ষেত্রে করেছিলেন। অথচ জামা'আতের সাথে জানাযার নামায আদায় করা অকাট্যভাবেই উত্তম। আর উহুদের শাহীদগণ তো শ্রেষ্ঠ মানুষই ছিলেন, কিভাবে এ শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর জানাযাহ্ নাবী ﷺ একাকী আদায় করলেন? আরো কথা হলো নাবী ﷺ থেকে ক্ববরের উপর একাকী জানাযাহ্ পড়ার কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

শাহীদদের গোসল না দেয়ার হিকমাত হলো এই যে, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ক্ষত ও রক্ত থেকে মেশ্ক আম্বারের ন্যায় ঘ্রাণ বের হতে থাকবে।

١٦٦٦ ـ[٢١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِيْ حَوْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৬৬-[২১] জাবির ইবনু সামুরাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ-এর নিকট জীন ছাড়া একটি ঘোড়া আনা হলো। (এ অবস্থায়ই) তিনি (ﷺ) ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। এরপর ইবনু দাহ্দাহ রাঃ-এর জানাযার সলাত সেরে তিনি ফিরে এলেন। আমরা তাঁর চারপাশে পায়ে হেঁটে চলছিলাম। (মুসলিম)[৭০৬]

ব্যাখ্যা : ইবনু দাহদাহ হলেন সাবিত ইবনু দাহদাহ। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে এবং মুসলিম মুজাহিদদের বিপর্যয় দেখে) সামনে আসলেন এবং হুংকার ছেড়ে বলে উঠলেন, হে আনসারগণ! যুদ্ধে মুহাম্মাদ ﷺ যদি শাহীদ হন তবে জেনে রেখ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যুবরণ করেন না, সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো তোমাদের দীনের জন্য। তার এ বক্তব্য শুনে আশেপাশে যেসব মুসলিম সেনা ছিলেন তারা অস্ত্রধারণ করলেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে পরাজয়মুখী মুসলিম

---

[৭০৬] **সহীহ :** মুসলিম ৯৬৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮৫২।

বাহিনীকে বিজয়ী করলেন। ইতিমধ্যে খালিদের বর্ষার আঘাতে তিনি শাহীদ হয়ে গেলেন। এটা ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মত। তিনি অন্য আরেকটি ঐতিহাসিক মত তুলে ধরে বলেন, তিনি উহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে পরবর্তীতে ৭ম হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী এ মতটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাবীর বর্ণনা– আমরা জানাযার অনুগমনে তার চারপাশ দিয়ে চলছিলাম। আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত আরোহী নেতার সাথে অনুসারীদের দল পদব্রজে গমন দোষণীয় নয়, যদি কোন সমস্যা না থাকে। সুনানে আবূ দাউদ-এ সাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক জানাযায় গমনকালে নাবী ﷺ-এর নিকট একটি বাহন এনে দেয়া হলো কিন্তু তিনি তাতে আরোহণ করতে অস্বীকার করলেন। জানাযাহ্ শেষে যখন ফিরতে লাগলেন তখনো তাকে বাহন দেয়া হলো এবার তিনি এতে আরোহণ করলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, নিশ্চয় মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) (জানাযার সাথে) পদব্রজে চলে থাকে। তারা হেঁটে চলছে আর আমি বাহনে উঠে চলতে পারি না। তারা যখন চলে গেছে তখন আমি বাহনে উঠলাম। ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীসের সানাদ সহীহ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٦٧ ـ[٢٢] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ يَمْشِيْ خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا وَالسَّقْطُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَيُدْعٰى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ» وَفِي الْمَصَابِيْحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ.

১৬৬৭-[২২] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আরোহী চলবে জানাযার পশ্চাতে এবং পায়ে হাঁটা ব্যক্তিরা চলবে জানাযার সামনে পেছনে ডানে-বামে জানাযার কাছ ঘেষে। আর অকালে ভূমিষ্ট বাচ্চার সলাত আদায় করবে, তাদের মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাত ও রহ্‌মাতের দু'আ করবে। (আবূ দাঊদ)[৭০৭]

ইমাম আহ্‌মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ-এর এক বর্ণনায় রাবী বলেছেন, আরোহীরা জানাযার পেছনে থাকবে। আর পায়ে চলা ব্যক্তিরা আগেপিছে যেভাবে পারে হাঁটবে। মৃত ছোট বাচ্চাদের জন্যও জানাযার সলাত আদায় করতে হবে। মাসাবীহ হতে এ বর্ণনাটি মুগীরাহ্ ইবনু যিয়াদ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহনের উপর সওয়ার হয়ে জানাযার সাথে চলা জায়িয, পক্ষান্তরে ১৬৮৬ নং হাদীসের সাথে এটা সাংঘর্ষিক। পরস্পর বিরোধী এ দু' হাদীসের সমন্বয় সাধনে শায়খুল হাদীস 'আল্লামাহ্ 'আবদুর রহমান মুবারাকপূরী (রহঃ) বলেন : মুগীরাহ্ কর্তৃক বর্ণিত বাহনে চলা সংক্রান্ত হাদীসটি

---

[৭০৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩১৮০, আহমাদ ১৮১৮, ১৮১৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮৬৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৫২৫, আত্ তিরমিযী ১০৩১, নাসায়ী ১৯৪২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১২৫৩, ইবনু মাজাহ্ ১৪৮১, ইবনু হিব্বান ৩০৪৯, ইরওয়া ৭৪০।

অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, লেংড়া, অন্ধ, প্রতিবন্ধী, মাজুর লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে সাওবান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য। অথবা সাওবানের হাদীস দ্বারা জানাযার ডানে বামে এবং আগে বা সামনে চলা বুঝানো হয়েছে যা নিষিদ্ধ, আর মুগীরার হাদীস দ্বারা পিছনে বা দূরে চলা বুঝানো হয়েছে যা বৈধ। অথবা মুগীরার হাদীস জায়িয মা'আল কিরাহাত বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে।

অত্র হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, পদব্রজে গমনকারী জানাযার সামনে পিছনে ডানে বামে চতুর্দিক দিয়ে চলতে পারে। কেউ যদি একান্তই বাহনে চলতে বাধ্য হয় তবে সে যেন বেশখানিক পিছনে চলে।

অকালপ্রসূত সন্তানের জানাযাহ্ আদায়ের বিষয় নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। জমহূরের মত হলো ভূমিষ্ট সন্তানের মধ্যে যদি (কান্না অথবা নড়াচড়ার মাধ্যমে) প্রাণের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার জানাযাহ্ আদায় করবে অন্যথায় নয়। (এর প্রমাণে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৬৯১ হাদীসে বর্ণনা আসছে)।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) অত্র মুত্বলাক্ব হাদীসের ভিত্তিতে বিনা শর্তে অকালপ্রসূত সন্তানের জানাযাহ্ বৈধ মনে করেন। চার মাস দশদিনে গর্ভস্থিত সন্তানের ভিতর রূহ্ প্রবিষ্ঠ করানো হয়। সুতরাং অকালে ভূমিষ্ট এ বয়সের সকল মৃত সন্তানেরই জানাযাহ্ আদায় করবে, চাই প্রাণের স্পন্দন প্রত্যক্ষ করুক অথবা না করুক।

١٦٦٨ -[٢٣] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا.

১৬৬৮-[২৩] যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন সালিম (রহঃ) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র, 'উমারকে জানাযার আগে আগে হেঁটে চলতে দেখেছি। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন : আহলুল হাদীসগণ যেন হাদীসটি মুরসাল মনে করেছেন [কিন্তু হাদীসটি সহীহ])[৭০৮]

ব্যাখ্যা : পদব্রজে জানাযার আগে, পিছে, ডানে, বামে, সর্বদিক দিয়ে চলা বৈধ হলেও উত্তমের ব্যাপার নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। একদল বলেন– জানাযার আগে চলাই উত্তম, এ হাদীস তাদের দলীল। ইবনু কুদামাহ্ বলেন, অধিকাংশ আহলে 'ইল্ম এ মতেরই অনুসারী ছিলেন। আবূ বক্র, 'উমার, 'উসমান, আবূ হুরায়রাহ্, হাসান ইবনু 'আলী, ইবনু যুবায়র, আবূ ক্বাতাদাহ্, আবূ উসায়দ প্রমুখ সহাবা ও তাবি'ঈ এবং ইমাম মালিক, শাফি'ঈ থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বায়হাক্বী যিয়াদ ইবনু ক্বায়স থেকে মাদীনার আনসার এবং মুহাজির সহাবীদেরকে জানাযার সামনে চলতে দেখার প্রত্যক্ষ সাক্ষী পেশ করেছেন।

অন্য আরেকদলের বক্তব্য হলো : জানাযার পিছনে চলাই উত্তম। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং আহলে জাহির এ মতের অনুসারী। সহাবী 'আলী, ইবনু মাস'ঊদ, আবূ দারদাহ্, 'আম্র ইবনুল 'আস প্রমুখ এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আওযা'ঈ এবং ইব্রা-হীম নাখ্'ঈ এ মতেরই অনুসারী ছিলেন। এদের বলিষ্ঠ দলীল হলো এ হাদীস : "মুসলিমের হাক্ব হলো জানাযার ইত্তেবা করা"। অর্থাৎ জানাযার পিছনে চলা।

---

[৭০৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩১৭৯, আত্ তিরমিযী ১০০৭, নাসায়ী ১৯৪৪, ইবনু মাজাহ্ ১৪৮২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১২২৪, ইরওয়া ৭৩৯।

নাবী ﷺ আরো বলেন, "সে (মুসলিম) যখন মারা যায় তুমি তার জানাযার অনুসরণ করো। অর্থাৎ পিছে চলো"। সুতরাং এদের মতে পিছে চলাই উত্তম।

তৃতীয় মত হলো : আগে পিছে চলা উভয়-ই প্রশস্ততা রয়েছে। গমনকারী যেখান দিয়ে ইচ্ছা চলবে। ইমাম সাওরী এ মতের প্রবক্তা। 'আবদুর রায্‌যাক ইবনু আবী শায়বাহ্ আনাস-এর সূত্রে এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারাকপূরী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারীর ঝোক এদিকেই।

চতুর্থ দলের মতে : পদব্রজে গমনকারীর আগে চলাই উত্তম আর আরোহীর জন্য পিছনে চলা উত্তম। ইমাম আহমাদ এ মত অবলম্বন করেছেন।

পঞ্চম মত : পঞ্চম মত অনেকটা চতুর্থ মতের মতই।

ষষ্ঠ মত হলো : জানাযার সন্নিকটে হলে আগে চলাই উত্তম অন্যথায় পিছনে চলবে। মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারাকপূরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য।

١٦٦٩ ـ [٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو مَاجِدٍ الرَّاوِي رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ

১৬৬৯-[২৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লাশের অনুসরণ করতে হয়। লাশ কারো অনুসরণ করে না। যে ব্যক্তি জানাযায় লাশের আগে যাবে সে জানাযার সাথের লোক নয়। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, বর্ণনাকারী আবূ মাজিদ মাজহূল [অজ্ঞাত লোক]।)[৭০৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় জানাযার আগে চলার নয় বরং পিছনে চলবে। যারা জানাযার পিছে চলার পক্ষপাতি তারা এ হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য হলো এ হাদীসে নির্দেশ নেই। এটা স্বাভাবিক অবস্থা বা প্রচলিত নিয়মের কথা বলা হয়েছে যা মানুষ সচরাচর করে থাকে। জানাযাহ্ নিয়ে রওনা হলে সচরাচার মানুষ তার পিছনেই চলে থাকে। এ সম্পর্কে পূর্বের হাদীসে কিঞ্চিত আলোচনা হয়ে গেছে। উপরন্তু হাদীসটি সহীহ নয়, বিধায় তা দলীলের যোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, ইমাম আত্ তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু 'আদী, বায়হাক্বী প্রমুখ মুহাদ্দিস ও হাদীসের ভাষ্যকারগণ এ হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

এ হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ মাজিদ আল হানাফী তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট মাজহূল, মুনকার ও মাতরূক ব্যক্তি, সুতরাং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

١٦٧٠ ـ [٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

---

[৭০৮] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩১৮৪, ইবনু মাজাহ্ ১৪৮৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৬১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫০৬৬, আত্ তিরমিযী ১০১১, আহমাদ ৩৫৮৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৬৮৬৭। কারণ এর সানাদে আবূ মাজিদ একজন মাজহূল রাবী। ইমাম বুখারী আবূ মাজীদ-এর হাদীসকে য'ঈফ বলেছেন।

১৬৭০-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করেছে এবং জীবনে তিনবার জানাযার লাশ বহন করেছে সে এ ব্যাপারে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। (তিরমিযী; তিনি [তিরমিযী] বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)[৭১০]

ব্যাখ্যা : 'সে তার হাক্ব আদায় করল' বলতে জানাযার হাক্ব আদায় করল। তার অর্থনৈতিক কোন ঋণের হাক্ব নয়। এমনকি কোন গীবাত করে কারো হাক্ব নষ্ট করলে সে হাক্বও আদায় হবে না। বরং মু'মিন মু'মিনের প্রতি যে হাক্ব ছিল। যেমন- দেখা হলে সালাম করা, অসুস্থ হলে রোগ সেবা করা, মৃত্যু হলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা; সেই মৃত্যুউত্তর জানাযার হাক্ব সে আদায় করল।

এ হাদীসের রাবী আবূ মিহযাম-এর আসল নাম হলো ইয়াযীদ ইবনু সুফ্ইয়ান; শু'বাহ্ তাকে দুর্বল বলেছেন। সে এমন তাকে দু'টো টাকা দিলে সত্তরটি হাদীস শুনাবে। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল জানেন। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইবনু মু'ঈনও তাকে য'ঈফ বলেছেন, আরেকবার বলেছেন, তিনি কিছুই না। ইমাম দারাকুত্বনী বলেন, তিনি দুর্বল ও মাতরূক বা বর্জিত ব্যক্তি।

١٦٧١ -[٢٦] وَقَدْ رَوٰى فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ ابْنِ مَعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ.

১৬৭১-[২৬] আর শারহুস্ সুন্নাহ্'য় বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ) সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর লাশ দু' কাঠের মাঝে ধরে বহন করেছেন।[৭১১]

ব্যাখ্যা : জানাযার খাটিয়া বহন মুসলিমের হাক্ব বা অবশ্য করণীয় দায়িত্ব।

ইমাম শাফি'ঈ খাটিয়ার সামনে পিছনে এবং মাঝ বরাবর স্থানে কাঁধ লাগিয়ে বহন করাকে সুন্নাত মনে করেন।

ইমাম মালিক বলেন, লোকেরা যেভাবে সুবিধা ও ভাল মনে করে সেভাবেই বহন করবে।

ইবনু কুদামাহ্ চার পায়া বিশিষ্ট খাটিয়ার চার কোনায় চারজন ধরা বা বহন করাই সুন্নাত মনে করেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এরও এটাই মত।

এরপর খটিয়া কয় পায়া বিশিষ্ট হবে কে ডান কাঁধে নিবে কে বাম কাঁধে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেখতে চাইলে আল মুগনী কিতাব দেখুন।

١٦٧٢ -[٢٧] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَرَأٰى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُوْنَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللّٰهِ عَلٰى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلٰى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ نَحْوَهٗ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوْفًا.

১৬৭২-[২৭] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একদিন) এক ব্যক্তির জানাযাহ্ সলাতের জন্য নাবী (ﷺ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি কিছু লোককে আরোহী অবস্থায় দেখে বললেন,

---

[৭১০] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ১০৪১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১২৮২, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৫১৩। কারণ এর সানাদে আবুল মুহায্যাম ইয়াযীদ ইবনু সুফ্ইয়ান একজন দুর্বল রাবী যেমনটি শু'বাহ্ বলেছেন।

[৭১১] য'ঈফ : ত্ববক্বাতু ইবনু সা'দ ৩য় খণ্ড ৪৩১। কারণ এর সানাদে ওয়াক্বিদী একজন মিথ্যুক রাবী।

তোমাদের কি লজ্জাবোধ হচ্ছে না? আল্লাহর মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) নিজেদের পায়ে হেঁটে চলেছেন, আর তোমরা পশুর পিঠে বসে যাচ্ছ? (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি সাওবান থেকে মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।)[৭১২]

ব্যাখ্যা : জানাযার খাটিয়ার সাথে শব যাত্রায় মালায়িকাহ্ পদব্রজে চলে থাকে, সুতরাং মানুষের উচিত বাহনে চড়ে না চলা। ইতিপূর্বে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে।

١٦٧٣ - [٢٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

১৬৭৩-[২৮] ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) জানাযার সলাতে সূরাহ্ আল্ ফা-তিহাহ্ পাঠ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৭১৩]

ব্যাখ্যা : জানাযার সলাতে (প্রথম তাকবীর দিয়েই) সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করবে। এ হাদীসটিতে সানাদ দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু এ ইবনু ‘আব্বাস থেকে সহীহুল বুখারীতে বিশুদ্ধ সানাদে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের হাদীস বিদ্যমান থাকায় ঐ দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। এছাড়াও বহু রকমের হাসান সহীহ রিওয়ায়াতে জানাযায় সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে ১৬৩৯ নং হাদীসে হয়ে গেছে।

١٦٧٤ - [٢٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬৭৪-[২৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা জানাযার সলাত আদায়ের সময় মৃত ব্যক্তির জন্য খালেস অন্তরে দু‘আ করবে। (অ াবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৭১৪]

ব্যাখ্যা : সলাতুল জানাযার উদ্দেশ্য যেহেতু মাইয়্যিতের জন্য সুপারিশ এবং মাগফিরাত কামনা, সুতরাং তা পূর্ণমাত্রায় ইখলাসের সাথে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইখলাস পূর্ণ দু‘আ-ই কবূল হয়। ইমাম শাওকানী বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রচলিত যে দু‘আ আছে এর দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট করবে না বরং অনেক দু‘আ পড়বে। মুসল্লীগণ নেক্‌কার বদ্‌কার সকলের জন্যই খালেস অন্তরে দু‘আ করবে। যারা পাপী তারা তো আরো অধিক দু‘আর এবং শাফা‘আতের মুহতাজ।

١٦٧٥ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ

---

[৭১২] **য‘ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০১২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৩১৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮৫৬, য‘ঈফ আল জামি‘ আস্ সগীর ২১৭৭, ইবনু মাজাহ্ ১৪৮০।

[৭১৩] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০২৬, ইবনু মাজাহ্ ১৪৯৫।

[৭১৪] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩১৯৯, ইবনু মাজাহ্ ১৪৯৭, ইবনু হিব্বান ৩০৭৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯৬৪, ইরওয়া ৩য় খণ্ড, হাঃ ৭৩২, সহীহ আল জামি‘ আস্ সগীর ৬৬৯।

عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৬৭৫-[৩০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জানাযার সলাত আদায় করতেন, তখন বলতেন, *"আল্ল-হুম্মাগ ফিরলি হাইয়্যিনা-, ওয়া মাইয়্যিতিনা-, ওয়া শা-হিদিনা-, ওয়া গ-য়িবিনা-, ওয়া সগীরিনা-, ওয়া কাবীরিনা-, ওয়া যাকারিনা-, ওয়া উন্সা-না-, আল্ল-হুম্মা মান আহ্ ইয়াইতাহু মিন্না- ফা আহ্য়িহী 'আলাল ইসলা-ম, ওয়ামান তাওয়াফ্ ফায়তাহু মিন্না- ফাতা ওয়াফ্ফাহু 'আলাল ঈ-মান, আল্ল-হুম্মা লা- তাহরিমনা- আজরাহু, ওয়ালা- তাফতিন্না বা'দাহ্"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারীগণকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি জীবিত রাখবে তাদেরকে তুমি ইসলাম ধর্মের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যুদান করবে তাদের ঈমানের উপর মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির সাওয়াব হতে বঞ্চিত করো না এবং এরপর আমাদেরকে বিপদাপন্ন করো না।)। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৭১৫]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাঃ)-এর দু'আ "হে আল্লাহ! আমাদের ছোটদের ক্ষমা করো"। প্রশ্ন হলো ক্ষমা প্রার্থনা তো অপরাধের পর। ছোটদের তো কোন অপরাধ-ই নেই, তাহলে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কিসের এবং কেন? এর উত্তরে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, শিশুর জন্য মাগফিরাতের দু'আ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য বিবেচিত হবে। ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) বলেন; লাওহে মাহফূজে তাদের ভাগ্যলিপির ভিত্তিতে তাদের জন্য মাগফিরাত কার্যকর হবে।

لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ "তার আজুরা বা সাওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না", এর ব্যাখ্যা হলো : মু'মিন মু'মিনের ভাই, ভাইয়ের মৃত্যুতে অপর ভাই ব্যথাতুর ও মুসীবাতগ্রস্ত হয়। এ সময় তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয় যার বিনিময়ে রয়েছে সাওয়াব ও আজুরা।

সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ সাওয়াব ও আজুরা দান থেকে বঞ্চিত করো না। আর মৃত্যুর পর আমরা ধৈর্যহীন হয়ে, ঈমানহীন হয়ে যেন ফিৎনার মধ্যেও নিপতিত না হই।

١٦٧٦ -[٣١] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَ «أُنْثَانَا» . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: «فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ» . وَفِي اٰخِرِهٖ: «وَلَا تُضِلَّنَا بعده» .

১৬৭৬-[৩১] ইমাম নাসায়ী, ইব্রাহীম আল আশ্হালী হতে, তিনি তার পিতা হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি, *"ওয়া উন্সা-না-"* পর্যন্ত তার কথা শেষ করেছেন– আর আবূ দাউদের বর্ণনায়, *"ফাআহ্য়িহী 'আলাল ঈমা-ন ওয়াতা ওয়াফ্ফাহু 'আলাল ইস্লা-ম, ওয়ালা- তুযিল্লানা- বা'দাহু"* উল্লেখ আছে।[৭১৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ ইব্রা-হীম আল আশ্হাল তার নাম পরিচয় সম্পর্কে ইমাম আত্ তিরমিযী তার উস্তায ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে চেনেননি।

---

[৭১৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২০১, আত্ তিরমিযী ১০২৪, ইবনু মাজাহ্ ১৪৯৮, ইবনু হিব্বান ৩০৭০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৩২৬, আহমাদ ২২০৪৮।

[৭১৬] **সহীহ :** নাসায়ী ১৯৮৬, আবূ দাউদ ৩২০১।

এতদবর্ণনা সম্বলিত হাদীস সুনানে নাসায়ী ও আবূ দাউদে বিদ্যমান, কিন্তু এতে শব্দের অগ্রপশ্চাৎ এবং শব্দ পার্থক্য রয়েছে। এ বর্ণনায় অর্থাৎ নাসায়ীর বর্ণনায় أَنْشَأْنَا শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর আবূ দাউদের বর্ণনায় فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ব্যবহার হয়েছে। ফাতহুল অদূদ গ্রন্থে আত্ তিরমিযীর বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ, আর তা হলো :

فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং ঈমানের উপর মৃত দিও। এটাই যথার্থ ও বাস্তব সম্মত, কেননা ইসলাম হলো প্রকাশ্য আরকানসমূহকে ধারণ করার নাম আর এটা হায়াতের জীবনেই পালন করতে হয়। আর ঈমানটা হলো বাতিনীয় বা গোপনীয় বিষয় যা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত যা মৃতকালে কাম্য।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : উভয়ভাবেই পড়া যায় তবে প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে পড়াই উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, যারা ঈমান আর ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য মনে করেন না তাদের দিকে খেয়াল রেখেই বলা হয়েছে। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ বাক্যটিই সুসাব্যস্ত এবং অধিকাংশের মতও এটাই।

١٦٧٧ - [٣٢] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

১৬৭৭-[৩২] ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আস্ক্বা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে একজন মুসলিম ব্যক্তির জানাযাহ্ সলাতে ইমামাত করলেন। আমরা তাঁকে (এ সলাতে) পড়তে শুনেছি, *"আল্ল-হুম্মা ইন্না ফুলা-ন ইবনু ফুলা-ন ফী যিম্মাতিকা, ওয়া হাব্লি জাওয়া-রিকা ফাক্বিহী মিন ফিত্নাতিল ক্ববরি ওয়া 'আযা-বিন্না-র, ওয়া আন্তা আহ্লুল ওফা-য়ি ওয়াল হাক্বি, আল্ল-হুম্মাগ্ফির লাহূ ওয়ার্হাম্হু, ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুককে তোমার যিম্মায় ও তোমার প্রতিবেশীসুলভ নিরাপত্তায় সোপর্দ করলাম। অতএব তুমি তাকে ক্ববরের ফিত্নাহ্ ও জাহান্নামের 'আযাব থেকে রক্ষা করো। তুমি ওয়া'দা রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করে দাও, তার উপর রহ্মাত বর্ষণ করো, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।)। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৭১৭]

ব্যাখ্যা : মাইয়্যিতের জন্য দু'আর সময় তার নাম এবং তার পিতার নাম ধরে দু'আ করা বৈধ। তবে এ কাজ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্যই কেবল প্রযোজ্য।

নাম বলতে গিয়ে অমুকের পুত্র তোমার যিম্মায় এর অর্থ হলো তোমার হিফাযাত ও তোমার প্রতিশ্রুত নিরাপত্তায়। حَبْلِ অর্থ العهد মানে হিফাযাত, তোমার হিফাযাতের স্কন্ধে পেশ করলাম। জমহূর মুফাস্সিরীন এর দ্বারা কিতাবুল্লাহকে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ নৈকট্যের পথও বুঝিয়েছেন।

١٦٧٨ - [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

---

[৭১৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২০২, ইবনু মাজাহ্ ১৪৯৯, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৬৩১।

১৬৭৮-[৩৩] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভাল গুণগুলোই আলোচনা করো, তাদের খারাপ গুণ বা কাজগুলোর আলোচনা হতে বিরত থাকো। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৭১৮]

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তির খারাপ গুণগুলো আলোচনা করা জায়িয নয়, কেবল ভাল গুণগুলোই আলোচনা করতে হবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ– "তোমরা মৃত ব্যক্তির ভাল গুণগুলো আলোচনা করো", এ 'আম্‌র' বা নির্দেশ মুস্তাহাব অর্থে, আর খারাপ গুণ প্রকাশ থেকে বিরত থাকার নির্দেশটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহার হবে।

রাবীদের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা সকল 'আলিমের ঐকমত্যে জায়িয। কাফির ফাসিকদের দোষ-ত্রুটিও তাদের অনিষ্টতা থেকে সতর্ক থাকার লক্ষ্যে আলোচনা করা বৈধ। ফাসিক্ব বলতে যে বিদ্'আতে লিপ্ত থাকে এবং (তাওবাহ্ না করে) ঐ অবস্থায় মারা যায়। তবে যে ব্যক্তি বিদ্'আত ব্যতীত অন্যান্য ফাসিক্বী কাজ পুনঃপুন করে এ রকম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি আলোচনায় যদি মুসলেহাত বা কল্যাণ থাকে তাহলে তার দোষ-ত্রুটি আলোচনা বৈধ।

জীবন্ত ব্যক্তির গীবাত করার চেয়ে মৃত ব্যক্তির গীবাত করা গুরুতর অপরাধ। কারণ জীবিত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ নেই।

'আলিমগণ বলেছেন, মৃতকে গোসলদানকারী যদি এমন কিছু দেখে যা তাকে অভিভূত করেছে, যেমন তার মুখ উজ্জ্বল হওয়া, তার শরীর থেকে সুগন্ধি বের হওয়া ইত্যাদি তবে তা অন্যের নিকট প্রকাশ করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে খারাপ কিছু দেখলে তা প্রকাশ করা হারাম।

١٦٧٩ -[٣٤] وَعَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيهِ: فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ

১৬৭৯-[৩৪] নাফি' আবূ গালিব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে এক জানাযায় ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর) সলাত আদায় করেছি। তিনি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) (জানাযার) মাথার বরাবর দাঁড়ালেন। এরপর লোকেরা কুরায়শ বংশের এক মহিলার লাশ নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আবূ হামযাহ্ (এটা আনাসের ডাক নাম) এর জানাযার সলাত আদায় করে দিন। (এ কথা শুনে) আনাস খাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাযার সলাত আদায় করে দিলেন। এটা দেখে 'আলা ইবনু যিয়াদ বললেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এভাবে দাঁড়িয়ে সলাতে জানাযাহ্ আদায় করতে দেখেছেন, যেভাবে আপনি এ মহিলার সলাত মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও পুরুষটির জানাযাহ্ মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ালেন? আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসটিকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, "মহিলার জানাযায় তার খাটের মধ্যভাগে দাঁড়িয়েছিলেন" উল্লেখ করেছেন।)[৭১৯]

---

[৭১৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৯০০, আত্ তিরমিযী ১০১৯, ইবনু হিব্বান ৩০২০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪২১, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৬৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৭৩৯। ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেন, রাবী 'ইমরান ইবনু আনাস আল মাক্কী-কে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুনকারুল হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।

[৭১৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০৩৪, ইবনু মাজাহ্ ১৪৯৪।

ব্যাখ্যা : মহিলার জানাযায় ইমাম সাহেব লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে, আর পুরুষের মাথা বরাবর। এ বিষয়ে ১৬৪৩ নং হাদীসে আলোচনা হয়ে গেছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٨٠ -[٣٥] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ: كَانَ ابْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ ابْنِ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهٗ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ. فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟». (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৬৮০-[৩৫] ‘আবদুর রহ্মান ইবনু আবূ লায়লা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) সাহ্ল ইবনু হুনায়ফ ও ক্বায়স ইবনু সা‘দ ؓ ক্বাদিসিয়্যাহ্ নামক স্থানে বসেছিলেন। এ সময়ে তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযাহ্ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা উভয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের (দাঁড়াতে দেখে) বলা হলো, এ জানাযাহ্ জমিনবাসীর অর্থাৎ যিম্মির। তখন উভয় সহাবী বললেন, (তাতে কি হয়েছে? এভাবে একদিন) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দিয়েও একটি জানাযাহ্ যাচ্ছিল। তা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁকেও বলা হয়েছিল, ‘এটা একজন ইয়াহূদীর জানাযা।’ এ কথা শুনে তিনি বললেন, সে কি মানুষ নয়? (বুখারী, মুসলিম)[৭২০]

ব্যাখ্যা : জানাযাহ্ দর্শনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব, এতে মুসলিম অমুসলিম সকল লাশের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য। এ বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে।

١٦٨١ -[٣٦] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهٗ حِبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ لَهٗ: إِنَّا هٰكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «خَالِفُوْهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ الرَّاوِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

১৬৮১-[৩৬] ‘উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন জানাযার সাথে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা’ ক্ববরে রাখা না হত ততক্ষণ বসতেন না। একবার এক ইয়াহূদী ‘আলিম রসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এসে আরয করল, ‘হে মুহাম্মাদ! আমরাও এরূপ করি।’ অর্থাৎ মুর্দা ক্ববরে রাখার আগে বসি না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ (জানাযাহ্ ক্ববরে রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন না) বসে যেতেন। তিনি বলতেন, তোমরা ইয়াহূদীদের বিপরীত করবে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। বিশ্‌র ইবনু রাফি‘ বর্ণনাকারী হিসেবে শক্তিশালী নয়।)[৭২১]

---

[৭২০] **সহীহ :** বুখারী ১৩১২, মুসলিম ৯৬১, আহমাদ ২৩৮৪২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৮৮১।

[৭২১] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩১৭৬, আত্ তিরমিযী ১০২০, ইবনু মাজাহ্ ১৫৪৫।

ব্যাখ্যা : ইয়াহূদগণ ক্ববরে লাশ না রাখা পর্যন্ত অনুগামীরা বসে না, নাবী ﷺ-ও তাই করতেন। অতঃপর ইয়াহূদী 'আলিমের কাছে যখন এ তথ্য জানতে পারলেন তখন তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন, তোমরা তাদের বিপরীত করো।

এ হাদীস দ্বারা জানাযাহ্ দেখে দণ্ডায়মান হওয়ার হাদীসটি মানসূখ হওয়ার দাবী সঠিক নয়। কেননা এ হাদীসটি য'ঈফ, আর কোন য'ঈফ হাদীস কোন সহীহ হাদীসকে মানসূখ করতে পারে না। এর বিস্তারিত আলোচনা আগে হয়ে গেছে।

١٦٨٢ -[٣٧] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৬৮২-[৩৭] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (প্রথম দিকে) আমাদেরকে জানাযাহ্ দেখলে দাঁড়িয়ে যেতে বলেছেন। (পরে) তিনি নিজে বসে থাকতেন। আমাদেরকেও বসে থাকতে নির্দেশ দেন। (আহ্মাদ)[৭২২]

ব্যাখ্যা : জানাযাহ্ দেখে দাঁড়ানোর নির্দেশটি মুস্তাহাব অর্থে, ওয়াজিব অর্থে নয়। এটা খাটিয়া মাটিতে রাখা পর্যন্ত হতে পারে আবার লাশ ক্ববরে রাখা পর্যন্তও হতে পারে। প্রথম অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে এর বিবরণ চলে গেছে।

١٦٨٣ -[٣٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ جلس. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৬৮৩-[৩৮] মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একটি জানাযাহ্ হাসান ইবনু 'আলী ও ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهم-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। (জানাযাহ্ দেখে) হাসান দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ইবনু 'আব্বাস দাঁড়ালেন না। হাসান (ইবনু 'আব্বাসকে দাঁড়াননি দেখে) বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কি একজন ইয়াহূদীর লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যাননি? ইবনু 'আব্বাস বললেন, হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিলেন, (প্রথম দিকে) শেষ দিকে আর দাঁড়াননি। (নাসায়ী)[৭২৩]

ব্যাখ্যা : জানাযাহ্ দেখে দাঁড়ানো এবং বসে থাকা দু'টোই রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত। তবে বসে থাকাটা পরবর্তী কর্ম। তাই বলে এটা নাসিখ হয়ে দাঁড়ানোর বিধানকে মানসূখ বা রহিত করেছে এমনটিও নয়। নাবী ﷺ-এর নিজের বসা এবং বসার নির্দেশ ছিল বায়ানে জাওয়ায ও 'ইবাহাতমূলক, সর্বোপরি এটা ছিল সহজীকরণ, সুতরাং এ বিষয়ের কোন দিককেই ওয়াজিব জ্ঞান করা ঠিক নয়।

١٦٨٤ -[٣٩] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى طَرِيقِهَا جَالِسًا وَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَا رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

---

[৭২২] **হাসান :** আহমাদ ৬২৩, ইবনু হিব্বান ৩০৫৬।

[৭২৩] **সহীহ :** নাসায়ী ১৯২৫, ১৯২৪।

১৬৮৪-[৩৯] জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, একবার হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) (এক জায়গায়) বসেছিলেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে একটি জানাযাহ্ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা (এ সময়) দাঁড়িয়ে গেল। তা অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল। তা দেখে হাসান বললেন, (একবার) একটি ইয়াহূদীর লাশ যাচ্ছিল আর সে সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাস্তার পাশে বসেছিলেন। ইয়াহূদীর লাশ তাঁর মাথা ছাড়িয়ে যাক তা তিনি অপছন্দ করলেন। তাই দাঁড়িয়ে গেলেন। (নাসায়ী)[৭২৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ভিত্তিতে দাঁড়ানো নিষেধ এমনটি নয়, এও বলা যাবে না যে, বসেই থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের সানাদ য'ঈফ, সুতরাং তা পূর্বের সহীহ হাদীসের মোকাবেলা করতে পারে না। এ বিষয়ে আর কোন নতুন আলোচনারও প্রয়োজন নেই।

١٦٨٥ - [٤٠] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৬৮৫-[৪০] আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কাছ দিয়ে কোন ইয়াহূদী, নাসারা অথবা মুসলিমের লাশ অতিবাহিত হতে দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের এ দাঁড়ানো লাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়। বরং লাশের সাথে যেসব মালাক (ফেরেশ্‌তা) থাকেন তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। (আহ্‌মাদ)[৭২৫]

ব্যাখ্যা : জানাযাহ্ দর্শনে দাঁড়ানোর নির্দেশটি হলো মালাকের সম্মানে, লাশের সম্মানে নয়। আর দাঁড়ানো হলো মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। দাঁড়ানোর নির্দেশ হলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে আর নিষেধটি হলো হাকীকাতের দৃষ্টিতে।

١٦٨٦ - [٤١] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُولِ اللّٰهِ فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: «إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৬৮৬-[৪১] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযাহ্ যাচ্ছিল। তা দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। সহাবীগণ আরয করলেন, এটা তো একজন ইয়াহূদীর জানাযাহ্ (একে দেখে দাঁড়াবার কারণ কি?) রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জানাযার সম্মানে দাঁড়াইনি। তাদের সম্মানে দাঁড়িয়েছি যারা জানাযার সাথে আছেন (অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা)। (নাসায়ী)[৭২৬]

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

١٦٨٧ - [٤٢] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ». فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهٰذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৭২৪] **সহীহ :** নাসায়ী ১৯২৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৯১৭।

[৭২৫] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৯৪৯১। এর সানাদে লায়স ইবনু আবী সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী।

[৭২৬] **সহীহ :** নাসায়ী ১৯২৯।

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى الْجِنَازَةَ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ أَوْجَبَ». وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ

১৬৮৭-[৪২] মালিক ইবনু হুবায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিমের মৃত্যু ঘটলে তিন সারি বিশিষ্ট জামা'আত দ্বারা জানাযার সলাত আদায় সম্পন্ন করা গেলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য (জান্নাত ও মাগফিরাত) ওয়াজিব করে দেন। এ কারণে মালিক ইবনু হুবায়রাহ্ জানাযার সলাতে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা কম দেখলে এ হাদীস অনুযায়ী তাদেরকে তিন সারিতে দাঁড় করাতেন। (আবূ দাঊদ)[৭২৭]

আর ইমাম তিরমিযীর একক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, মালিক ইবনু হুবায়রাহ্ যখন জানাযার সলাত আদায় করতেন, আর (উপস্থিত) মানুষের সংখ্যা কম দেখতেন, তখন তাদের তিন কাতারে বিন্যস্ত করে দিতেন। আর বলতেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির জানাযার সলাত তিন সারি লোকে পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। ইবনু মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : তিন কাতার মুসল্লী কারো জানাযাহ্ আদায় করলে তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ওয়াজিব বলতে মাগফিরাত তথা আল্লাহর ক্ষমা ওয়াজিব হয়ে যায়, অথবা জান্নাত ওয়াজিব হয়। অথবা জান্নাত এবং ক্ষমা উভয়টিই ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় জান্নাত শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষমা ওয়াজিব হলে সেটা হবে এমন ক্ষমা যা জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেয়। সুতরাং কোন বর্ণনা কোন বর্ণনার বিরোধী নয়।

١٦٨٨ -[٤٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: «اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৬৮৮-[৪৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) জানাযার সলাতে এ দু'আ পড়তেন, *"আল্ল-হুম্মা আন্‌তা রব্বুহা-, ওয়া আন্‌তা খলাক্বতাহা-, ওয়া আন্‌তা হাদায়তাহা- ইলাল ইস্‌লা-ম ওয়া আন্‌তা ক্বাবায্‌তা রূহাহা-, ওয়া আন্‌তা আ'লামু বিসির্‌রিহা- ওয়া 'আলা- নিয়াতিহা-, জি'না- শুফা'আ-আ ফাগ্‌ফির লাহূ"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ [জানাযার] ব্যক্তির তুমিই 'রব'। তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছ, তুমিই তার রূহ কবয করেছ তুমিই তার গোপন ও প্রকাশ্য [সব কিছু] জানো। আমরা তার জন্য তোমার কাছে সুপারিশ করতে এসেছি, তুমি তাকে মাফ করে দাও।)। (আবূ দাঊদ)[৭২৮]

ব্যাখ্যা : মাইয়্যিতের জন্য দু'আয় এভাবে বাক্য ব্যবহার করে ইনিয়ে বিনিয়ে দু'আ করা বৈধ এবং তা করা উচিত।

١٦٨٩ -[٤٤] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللّٰهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

---

[৭২৭] **য'ঈফ :** কিন্তু এর মাওকূফ হওয়াটা হাসান; আবূ দাউদ ৩১৬৬।

[৭২৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩২০০, আহমাদ ৮৭৫১, আমালুল ইয়াম ওয়াল লায়লাহ্ ১০৮৫০। কারণ এর সানাদে 'আলী ইবনু শাম্মাখ একজন দুর্বল রাবী।

১৬৮৯-[৪৪] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর পেছনে এমন একটি বালকের জানাযার সলাত আদায় করলাম, যে কক্ষনো কোন গুনাহের কাজ করেনি। আমি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-কে তার জন্য দু'আ করতে শুনলাম, *"আল্ল-হুম্মা আ'ইয্হু মিন 'আযা-বিল ক্ববরি"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি এ ছেলেটিকে ক্ববর 'আযাব থেকে রক্ষা করো)। (মালিক)[৭২৯]

ব্যাখ্যা : শিশুর জানাযাহ্ আদায় করাও ওয়াজিব। তার জন্যও দু'আ করতে হবে। ক্ববরে শিশুকে প্রশ্ন করা হবে কিনা? এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন প্রশ্ন করা হবে, কেউ বলেছেন হবে না। একদল এ ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। এ ব্যাপারে কোন নস বা প্রামাণ্য দলীল নেই।

আবূ হুরায়রাহ্ শিশুর জন্য ক্ববরের 'আযাব থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ক্ববরের 'আযাবের হাদীস শুনেই এ দু'আ করেছিলেন, আর হাদীসটি ছোট বড় সকলের ব্যাপারে 'আমাল ছিল। কেউ বলেছেন, এখানে 'আযাব দ্বারা শাস্তি উদ্দেশ্য নয় বরং চিন্তা, বিভীষিকা ও ভয়ানক অবস্থা উদ্দেশ্য। অথবা সচরাচর বড়দের জানাযায় বলার অভ্যাসগত কারণেই শিশুর জন্যও সে দু'আই পাঠ করেছেন। অথবা তিনি ভেবেছিলেন, এটা হয়তো বড় মানুষ হবে।

হানাফীদের মতে শিশুর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা বৈধ নয়। তাই বড়দের জন্য পঠিতব্য কোন দু'আ শিশুর জানাযায় পাঠ করা যাবে না। বরং শিশুর জন্য পঠিতব্য দু'আ :

اللهم اجعله لنا فرطاً الخ পাঠ করেই সীমাবদ্ধ রাখবে।

١٦٩٠ - [٤٥] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ: يَقْرَأُ الْحَسَنُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا.

১৬৯০-[৪৫] ইমাম বুখারী (রহঃ) তা'লীক্ব পদ্ধতিতে (অর্থাৎ সহীহুল বুখারীর তরজমাতুল বাবে সানাদ ছাড়া, এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন), হাসান (রহঃ) বাচ্চার জানাযার সলাতে (প্রথম তাকবীরের পর) সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পড়তেন। (আর তৃতীয় তাকবীরে) এ দু'আ পড়তেন, *"আল্ল-হুম্মাজ্ 'আল্হু লানা- সালাফান ওয়া ফারাত্বান ওয়া যুখ্রান ওয়া আজ্রান"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ ছেলেটিকে (ক্বিয়ামাতের দিন) আমাদের অগ্রবর্তী ব্যবস্থাপক, রক্ষিত ভাণ্ডার ও সাওয়াবের কারণ বানাও)।[৭৩০]

ব্যাখ্যা : "হাসান (রহঃ) পড়েছেন", এখানে হাসান বলতে হাসান বাসরী (রহঃ); অনেকে হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) যিনি সহাবী, (রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাতী)-কে ধারণা করেন, সেটা সঠিক নয়।

তিনি শিশুর জানাযাতেও প্রথম তাকবীর দিয়ে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠ করেছেন। সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ শেষে দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদ পড়ার পর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে পাঠ করেছেন

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا

জানাযার নামাযে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ পাঠের বিস্তারিত আলোচনা ১৬৬৮ নং হাদীসে হয়ে গেছে।

---

[৭২৯] **সহীহ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ৭৭৬।

[৭৩০] ইমাম বুখারী তা'লীক্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٦٩١ -[٤٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ: «وَلَا يُوَرَّثُ».

১৬৯১-[৪৬] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : (অপূর্ণাঙ্গ) বাচ্চাদের জন্য না জানাযার সলাত আদায় করতে হবে, না তাকে কারো ওয়ারিস বানানো যাবে। আর না তার কোন ওয়ারিস হবে। যদি সে জন্মের সময় কোন শব্দ করে না থাকে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; কিন্তু ইবনু মাজাহ «وَلَا يُوَرَّثُ» [অর্থাৎ তারও কেউ উত্তারাধিকারী হবে না] শব্দ উল্লেখ করেননি।)[৭৩১]

ব্যাখ্যা : শিশু যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চিৎকার বা কান্না না করে তাহলে তার জানাযাহ্ আদায় করতে হবে না এবং সে কোন সম্পদের ওয়ারিসও হবে না এবং ওয়ারিস বানাবেও না। পূর্বে ১৬৬৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে। কান্না, নড়াচড়া ইত্যাদি তার জীবনের প্রমাণ ও নিদর্শন। এ প্রমাণ না মিললে তার জানাযাহ্ আদায় করতে হবে না। ইতিপূর্বে ১৬৫৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখা গেছে পড়তে হবে। সুতরাং এখানেও ইমামদের সংক্ষিপ্ত মতামত তুলে ধরা হলো :

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, ইবনু সীরীন, ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রমুখ সহাবী ও তাবি'ঈ বলেন, চিৎকার না দিলেও জানাযাহ্ আদায় করতে হবে। ইমাম আহমাদ ইসহাক্ব প্রমুখ ইমামগণ চার মাস দশদিন বয়সের শিশুদের জানাযাহ্ পড়ানোর পক্ষপাতি, কারণ এ সময়ে শিশুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ঘটে।

আর যদি নড়া-চড়া ও চিৎকার করে অর্থাৎ প্রাণের নিদর্শন মেলে তবে সে ওয়ারিস হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আওযা'ঈ প্রমুখ ইমামগণ শিশু চিৎকার না করলে তার জানাযায় পক্ষপাতি নন এবং মিরাসের অধিকারী স্বীকার করেন না।

١٦٩٢ -[٤٧] وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَقُوْمَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهٗ يَعْنِيْ أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

১৬৯২-[৪৭] আবূ মাস্'উদ আল্ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামকে কোন কিছুর উপর (একা) ও মুক্তাদীগণ নীচে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (দারাকুত্বনী, আবূ দাউদ)[৭৩২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে যে বিষয়টি জানা যায় তা হচ্ছে, জানাযার সলাত হোক অথবা ফারয সলাত হোক কিংবা অন্যান্য যে সকল সলাত জামা'আতে আদায় করতে হয়, এ সকল সলাতে মুক্তাদীদের জায়গার সমতল জায়গায় ইমাম দাঁড়াবেন। মুক্তাদীরা নিচে থাকবে আর ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়াবেন এমনটি যেন না হয়। মুক্তাদীদের স্থান থেকে ইমামের স্থান উঁচু করাকে মাকরূহ বলা হয়েছে।

---

[৭৩১] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০৩২, ইবনু মাজাহ্ ২৭৫১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৫২।

[৭৩২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫৯৭, দারিমী ১৮৮২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৮৪২।

(٦) بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ

অধ্যায়-৬ : মৃত ব্যক্তির দাফনের বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٦٩٣ -[١] عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৩-[১] 'আমির ইবনু সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্বক্বাস (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্বক্বাস (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলেন, আমাকে দাফন করার জন্য লাহ্‌দ (বগলী) ক্ববর তৈরি করবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দাফন করার জন্য যেভাবে ক্ববর খোঁড়া হয়েছিল সেভাবে আমার উপরেও কাঁচা ইট দাঁড় করিয়ে দেবে। (মুসলিম)[৭৩৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লাহ্‌দ ক্ববর দেয়া উত্তম। কেননা সহাবীগণের ঐকমত্যে রসূল (ﷺ)-কে লাহ্‌দ ক্ববরে দাফন করা হয়েছিল।

١٦٩٤ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৪-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ববরে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। (মুসলিম)[৭৩৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রসূল (ﷺ)-এর ক্ববরে এক টুকরা লাল কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। ক্ববরে কাপড় বিছানো সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এ হাদীস দ্বারা ক্ববরে কাপড় বিছানো জায়িয প্রমাণিত হয়। ইমাম বাগাভী ও ইবনু হায্‌ম এ মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে জমহূর 'উলামাগণ এটাকে মাকরূহ মনে করেন। তারা উপরোক্ত হাদীসের জবাবে বলেন, ... শিকরান নামক ব্যক্তি সহাবীদের অজান্তে নাবী (ﷺ)-এর ক্ববরে ঐ কাপড়টি বিছিয়ে ছিল। ইমাম নাবাবী বলেন, এ ব্যাপারে 'উলামাগণের বক্তব্য হল, শিকরান এ কাজটি তার মতামত অনুযায়ী করেছিল। এ ব্যাপারে সহাবীদের কোন সম্মতি ছিল না। কেউ কেউ এর উত্তরে বলেছেন যে, প্রথমে কাপড় দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মাটি দেয়ার পূর্বেই তা বের করে নেয়া হয়।

١٦٩٥ -[٣] وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৬৯৫-[৩] সুফ্‌ইয়ান তাম্মার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-এর ক্ববরকে উটের পিঠের মতো (মুসান্নাম) উঁচু দেখেছেন। (বুখারী)[৭৩৫]

---

[৭৩৩] **সহীহ :** মুসলিম ৯৬৬, নাসায়ী ২০০৭, ইবনু মাজাহ্ ১৫৫৬, আহমাদ ১৪৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬১৫।

[৭৩৪] **সহীহ :** মুসলিম ৯৬৭, আত্ তিরমিযী ১০৪৮, নাসায়ী ২০১২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৭৫৪, আহমাদ ৩৩৪১, ইবনু হিব্বান ৬৬৩১।

[৭৩৫] **সহীহ :** বুখারী ১৩৯০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৬০।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্ববর উঁচু করা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ক্ববরকে সামান্য উঁচু করা জায়িয আছে। আর এটা চার কোণ বিশিষ্ট সমতল করা থেকে উত্তম।

١٦٩٦ -[٤] وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৬-[৪] আবুল হাইয়্যাজ আল আসাদী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন, "আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য পাঠাব না, যে কাজের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হলো যখন তোমার চোখে কোন মূর্তি পড়বে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। আর উঁচু কোন ক্ববর দেখলে তা সমতল না করে রাখবে না।" (মুসলিম)[৭৩৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্ববর পাকা করা বা ক্ববর উঁচু করে তাতে মাজার স্থাপন বা তাকে মাজার বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিমদের ওপর এটা ওয়াজিব যে, যেখানে কোন প্রাণীর মূর্তি পাওয়া যাবে সেটাকে ভেঙ্গে বা মিটিয়ে দেয়া এবং কোন উঁচু ক্ববর পাওয়া গেলে সেটাকে সমতল করে দেয়া। বালু এবং পাথর বা পাথর খণ্ড দ্বারা ক্ববর চিহ্নিত করা জায়িয। এ কারণে যে, কেউ ক্ববর পিষ্ট করবে না। আর এটা নিষিদ্ধ উঁচুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ক্ববর সীমাতিরিক্ত উঁচু করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

١٦٩٧ -[٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنٰى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৭-[৫] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববরে চুনকাম করতে, এর উপর ঘর বানাতে এবং বসতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৭৩৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্ববরকে প্লাস্টার করা হারাম। কেননা হাদীসে সরাসরি এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর এ নিষিদ্ধতা হারামকেই বুঝায়। এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি জানা যায় তা হলো, ক্ববরের উপর ঘর নির্মাণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। এ দ্বারা উদ্দেশ্য ক্ববরের উপর অথবা তার পাশে ঘর অথবা মাসজিদ নির্মাণ করা বা এ রকম অন্য কিছু নির্মাণ করা। তুরবিশ্‌তী বলেন, ঘর বানানোর উদ্দেশ্য দু'টি হতে পারে। একটি হচ্ছে, ক্ববরের উপর পাথর অথবা এরূপ কিছু দ্বারা ঘর নির্মাণ করা। অপরটি হচ্ছে ক্ববরের উপর তাঁবু বা এরূপ কিছু টানানো; আর উভয়টিই নিষিদ্ধ। কেননা এগুলো জাহিলী যুগের পাপ কাজ এবং এতে সম্পদ নষ্ট হয়। ইমাম শাওকানী বলেন, ক্ববরের উপর ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীসটি দলীল।

ক্ববরের উপর বসতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ক্ববরবাসী মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করা হয়। কেউ কেউ এ বসা দ্বারা মলত্যাগের জন্য বসা বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রথম কথাটিই সঠিক। ইমাম ত্ববারানী এবং হাকিম আম্মারা (রহঃ) ইবনু হায্‌ম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রসূল ﷺ আমাকে ক্ববরের উপরে বসা অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি নেমে পড় এবং ক্ববরবাসীকে কষ্ট দিও না। হাসান বাসরী এবং ইবনু সীরীন বলেন, স্বাভাবিকভাবে ক্ববরে বসাটা হারাম। এ মতামত ব্যক্ত করেছেন জাহিরী

---

[৭৩৬] **সহীহ :** মুসলিম ৯৬৯, আহমাদ ৭৪১, ইরওয়া ৭৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩০৫৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭২৬৪।

[৭৩৭] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৭৬৪, ইরওয়া ৭৫৭, মুসান্নাফ ইবনু 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৬৪৮৮।

সম্প্রদায়। মুহাল্লাহ কিতাবে ইবনু হায্‌ম এবং আরো অনেকে বলেন, কারো জন্য এটা হালাল নয় যে, সে ক্ববরের উপরে বসবে। আবূ হানীফাহ্ এবং শাফি'ঈদের এক দল ক্ববরে বসাকে মাকরূহ মনে করেন। তবে এক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রাপ্ত কথা হচ্ছে ক্ববরের উপর বসাটা হারাম হিসেবে গণ্য হবে। আর এটাই জমহূর বিদ্বানগণের মত।

١٦٩٨ -[٦] وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৮-[৬] আবূ মারসাদ আল গানাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা ক্ববরের উপর বসবে না এবং ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করবে না। (মুসলিম)[৭৩৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসেও ক্ববরের উপর বসা এবং ক্ববরকে সামনে রেখে সলাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে ক্ববর বা ক্ববরওয়ালাকে সম্মান দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এ নিষিদ্ধটা হারাম পর্যায়ের। কারণ এ হাদীসটি সরাসরি ক্ববরের দিকে সলাত আদায় করা থেকে নিষেধ করে। এ বিষয়ে আরো দলীল রয়েছে, ইবনু 'আব্বাস মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তোমরা ক্ববরের দিকে এবং ক্ববরের উপরে সলাত আদায় করবে না। ত্ববারানী এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌ক্বা বলেন, রসূল ﷺ আমাদেরকে ক্ববরের দিকে সলাত আদায় করতে এবং ক্ববরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসটিও ত্ববারীতে উল্লেখ রয়েছে।

١٦٩٩ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৬৯৯-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো অঙ্গারের উপর বসা, আর এ অঙ্গারে (পরনের) কাপড়-চোপড় পুড়ে শরীরে পৌঁছে যাওয়া তার জন্য উত্তম হবে ক্ববরের উর বসা হতে। (মুসলিম)[৭৩৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিও ক্ববরে বসাকে নিষেধ করে। হাদীসের বাহ্যিক অর্থ এ কথাই বলছে যে, ক্ববরের উপর বসা জায়িয নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٠٠ -[٨] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১৭০০-[৮] 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনায় দু' ব্যক্তি ছিলেন (তারা ক্ববর খুড়তেন)। তাদের একজন (আবূ ত্বলহাহ্ আল আনসারী) লাহ্‌দী (বুগলী) ক্ববর খুঁড়তেন আর

---

[৭৩৮] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭২।

[৭৩৯] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭১, আবূ দাঊদ ৩২২৮, নাসায়ী ২০৪৪, ইবনু মাজাহ্ ১৫৬৬, আহমাদ ৮১০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২১৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৬৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫০৪২।

দ্বিতীয়জন (আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্) লাহ্দী ক্ববর খুঁড়তেন না (বরং সিন্ধুকী ক্ববর খুড়তেন)। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল হলে সহাবীগণ (সম্মিলিতভাবে বললেন), এ দু' ব্যক্তির যিনি আগে আসবেন তিনিই তার মতো করে ক্ববর খনন করবেন। পরিশেষে তিনিই আগে আসলেন যিনি লাহ্দী ক্ববর খুঁড়তেন (অর্থাৎ আবূ ত্বলহাহ্ আল আনসারী।) তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য লাহ্দী ক্ববর খুঁড়লেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৭৪০]

ব্যাখ্যা : মাদীনায় দু'জন লোক ছিলেন যারা ক্ববর খনন করতেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন আবূ ত্বলহাহ্ আল আনসারী। তিনি লাহ্দ ক্ববর খনন করতেন। অপরজন হলেন আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্, যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন। তিনি লাহ্দ ক্ববর খনন করতেন না, বরং শিক্ক ক্ববর খনন করতেন। লাহ্দ বলা হয় ক্ববর খনন করার পর ক্বিবলার দিকে বাড়তি গর্ত করে লাশ রাখার জায়গা বানানো। আর শিক্ক ঐ ক্ববরকে বলা হয়, যা খনন করার পর মধ্যখানে লাশ রাখার জন্য আবার ছোট করে একটি গর্ত করা হয়। তাদের যে আগে আসত সে অনুযায়ী ক্ববর খনন করা হত। আর রসূল ﷺ-কে লাহ্দ ক্ববরেই দাফন করা হয়েছে।

١٧٠١ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৭০১-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লাহ্দী ক্ববর আমাদের জন্য। আর শাক্ক (সিন্ধুকী) ক্ববর আমাদের অপরদের জন্য। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৭৪১]

ব্যাখ্যা : "লাহ্দ আমাদের জন্য আর শিক্ক অন্যদের জন্য"– এখানে আমাদের জন্য মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর অন্যদেরকে বলতে ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি লাহ্দ ক্ববর উত্তম হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। আর যদি এখানে আমাদের ছাড়া অন্যদের বলতে পূর্ববর্তী উম্মাতকে বুঝানো হয় তাহলেও এ হাদীসটি লাহ্দ ক্ববরের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করে।

١٧٠٢ -[١٠] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

১৭০২-[১০] আর ইমাম আহ্মাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে।[৭৪২]

١٧٠٣ -[١١] وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «احْفُرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ إِلَى قَوْلِهِ وَأَحْسِنُوا

---

[৭৪০] **হাসান সহীহ :** হাদীসটি মুরসালা হলেও ইবনু মাজাহ্তে এর একটি শাহিদ রয়েছে যার ফলে আলবানী (রহঃ) হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন। মুয়াত্ত্বা মালিক ২৬০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৬৩৮৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১০।

[৭৪১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২০৪, আত্ তিরমিযী ১০৪৫, নাসায়ী ২০০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৫৫৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭১৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৪৮৯।

[৭৪২] **সহীহ :** আহমাদ ১৯১৫৭, ইবনু মাজাহ্ ১৫৫৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১১৫৫।

১৭০৩-[১১] হিশাম ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছেন, ক্ববর খনন কর, ক্ববরকে প্রশস্ত কর, বেশ গভীর করে খনন কর এবং এগুলোকে ভালো করে কর, অর্থাৎ মাটি এবং ধূলিকণা থেকে পরিষ্কার কর। এক-একটি ক্ববরে দু' দু', তিন তিন জন করে দাফন করো। আর তাদের মধ্যে যার বেশী করে কুরআন হিফ্‌য আছে তাকে ক্ববরে আগে রাখো। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী এবং ইমাম ইবনু মাজাহ *'ওয়া আহসিনূ'* পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[৭৪৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্ববরকে প্রশস্ত এবং গভীর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ক্ববর কতটুকু গভীর করতে হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈর মতে, লাশের দৈর্ঘ্যের সমান গভীর করতে হবে। 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয বলেন, নাভী থেকে নিচ পর্যন্ত গভীর করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম মালিক বলেন, এর গভীরতার কোন সীমা নির্ধারিত নেই। কেউ কেউ বুক বরাবর গভীর করার মতামত ব্যক্ত করেছেন। ক্ববরকে গভীর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লাশের নিরাপত্তা লাভ করা এবং হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

তাছাড়া এ হাদীসে লাশকে সম্মানের সাথে দাফন করার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একই ক্ববরে একাধিক লোককে দাফন করা জায়িয আছে। তবে প্রয়োজন ছাড়া এ রকম করা মাকরূহ। ইমাম আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ এবং আহমাদ এ মতামতটি ব্যক্ত করেছেন। প্রয়োজনে যখন একই ক্ববরে একাধিক লোককে দাফন করা হবে তখন তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান বেশি জানে তাকে কা'বার দিকে রাখতে বলা হয়েছে। এ থেকে এ কথা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জীবিত অবস্থায় যার সম্মান বেশি তিনি মারা গেলে তার লাশ ঐ রকম সম্মান পাওয়ার অধিকারী।

١٧٠٤ - [١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِأَبِيْ لِتَدْفِنَهُ فِيْ مَقَابِرِنَا فَنَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: «رُدُّوا الْقَتْلٰى إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَلَفْظُهٗ لِلتِّرْمِذِيِّ

১৭০৪-[১২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার ফুফু আমার পিতার ('আবদুল্লাহর) লাশ আমাদের ক্ববরস্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে আসলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরফ থেকে একজন আহ্বানকারী জানালেন, শাহীদদেরকে তাঁদের শাহাদাতের জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। (আহ্‌মাদ, (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী; হাদীসের শব্দগুলো হলো তিরমিযীর)[৭৪৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মৃত ব্যক্তিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে এ দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। কারণ এতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে দেরি হয় এবং তার সম্মান নষ্ট হয়। আবার কেউ কেউ বিশেষ প্রয়োজনে এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। যেমন, মাক্কাহ্ বা এ জাতীয় ফাযীলাতপূর্ণ স্থানে দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া। ইবনু কুদামাহ্ বলেন, শাহীদরা যেখানে শাহাদাত বরণ করেন, সেখানেই তাদেরকে দাফন করানো মুস্তাহাব। এর একটি হিকমাত হলো যে, তারা একত্রে আল্লাহর দীনের

---

[৭৪৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩২১৫, আত্ তিরমিযী ১৭১৩, নাসায়ী ২০১৫, ইবনু মাজাহ্ ১৫৬০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৬৫০১, আহমাদ ১৬২৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৯২৯, ইরওয়া ৭৪৩।

[৭৪৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩১৬৫, আত্ তিরমিযী ১৭১৭, ইবনু মাজাহ্ ১৫১৬, আহমাদ ১৪১৬৯, ইবনু হিব্বান ৩১৮৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৫০৩।

জন্য লড়াই করেছে এবং তারা এক সাথে শাহাদাত বরণ করেছে এবং তারা এক সাথে জীবন যাপনও করেছিল, বিধায় তারা এক সাথে হাশ্‌রে ময়দানে উঠবে। আর তাদের ক্ববর যিয়ারত করাও মানুষের জন্য সহজ হবে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া লাশ দাফন করার পর তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা ঠিক নয়।

١٧٠٥ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِه. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

১৭০৫-[১৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্ববরে নামানোর সময় মাথার দিক দিয়ে নামানো হয়েছে। (শাফি'ঈ)[৭৪৫]

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তিকে ক্ববরে রাখার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মৃতের খাটকে ক্ববরের পিছনে রাখবে। তারপর তাকে ক্ববরে নামাবে।

١٧٠٦ -[١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأُسْرِجَ لَهٗ بِسِرَاجٍ فَأَخَذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْاٰنِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ: إِسْنَادُهٗ ضَعِيفٌ.

১৭০৬-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার রাতের বেলা মৃতকে রাখার জন্য ক্ববরে নামলেন। তার জন্য চেরাগ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি মাইয়্যিতকে ক্বিবলার দিক থেকে ধরলেন (তাকে ক্ববরে রাখলেন) এবং এ দু'আ পড়লেন, *"রহিমাকাল্ল-হু ইন্ কুন্‌তা লাআওওয়া-হান তাল্লা-আন লিল কুরআ-ন"* [অর্থাৎ আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। (তুমি আল্লাহর ভয়ে) কাঁদতে, আর কুরআনে কারীম বেশী বেশী পড়তে (এ দু'টি কারণে তুমি রহ্‌মাত ও মাগফিরাতের উপযোগী)]। (তিরমিযী; শারহুস্ সুন্নাহ্‌য় বলা হয়েছে এ বর্ণনার সানাদ দুর্বল)[৭৪৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যে মৃত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কেউ কেউ বলেছেন তার নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ আল মাযুনী যুল বাজা-দায়ন। এ হাদীস থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে রাতে দাফন করা নিষিদ্ধ নয়। যেহেতু নাবী ﷺ নিজেই রাত্রে লাশ দাফন করেছেন।

١٧٠٧ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وعَلٰى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ» . وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةَ.

১৭০৭-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে ক্ববরে রাখতেন, বলতেন, "বিসমিল্লা-হ, ওয়াবিল্লা-হি ওয়া 'আলা- মিল্লাতি রসূলিল্লা-হ"। অন্য এক

---

[৭৪৫] **য'ঈফ :** মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৫৯৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৫৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১৪। কারণ এর সানাদে 'উমার ইবনুল 'আত্বা একজন দুর্বল রাবী।

[৭৪৬] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৫৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১৪। দু'টি কারণে, প্রথমতঃ এর সানাদে রাবী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আল ইয়ামান স্মৃতিশক্তিজনিত ত্রুটির কারণে একজন দুর্বল রাবী। দ্বিতীয়তঃ হাজ্জাজ ইবনু 'আরত্বাত একজন মুদ্দালিস রাবী।

বর্ণনায় আছে, *"ওয়া 'আলা- সুন্না-তি রসূলিল্লা-হ"* (অর্থাৎ আল্লাহর নামে ও আল্লাহর হুকুম মুতাবিক রসূলুল্লাহর মিল্লাতের উপর ক্ববরে নামাচ্ছি)। অন্য বর্ণনায় *'মিল্লাতি রসূলিল্লা-হ'*-এর জায়গায় *'সুন্নাতি রসূলিল্লা-হ'* বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; আবূ দাঊদ দ্বিতীয়াংশটি)[৭৪৭]

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তিকে ক্ববরে রাখার সময় যে দু'আ পাঠ করতে হয় এ হাদীসে সেদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। এ হাদীসে *'আলা- মিল্লাতি রসূলিল্লা-হ* বলা হয়েছে। তবে অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে *'আলা- সুন্নাতি রসূলিল্লা-হ*। দু'আয় ব্যবহৃত *বিস্‌মিল্লা-হি* এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে এ লাশকে দাফন করছি। আর *বিল্লা-হি* দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য, ক্ষমতা এবং তার নির্দেশে লাশকে দাফন করছি। আর *মিল্লাতি রসূলিল্লা-হ* এর অর্থ হল রসূল ﷺ-এর আনিত শারী'আতের উপর দাফন করছি।

١٧٠٨ -[١٦] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَثَا عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ قَوْلِهِ: «رَشَّ».

১৭০৮-[১৬] ইমাম জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ নিজের দু' হাতের মুষ্টি ভরে মাটি নিয়ে মাইয়্যিতের ক্ববরের উপর তিনবার দিয়েছেন। তিনি তার পুত্র ইব্‌রাহীমের ক্ববরে পানি ছিটিয়েছেন এবং (চিহ্ন রাখার জন্য) ক্ববরের উপর কংকর দিয়েছেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্; ইমাম শাফি'ঈ "পানি ছিটিয়েছেন" থেকে [শেষ পর্যন্ত] বর্ণনা করেছেন)[৭৪৮]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : ইমাম আহমাদ দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনবার মাটি দেয়ার সময় প্রথমবার বলবে منها خلقناكم অর্থাৎ এ মাটিই থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। দ্বিতীয়বার মাটি দেয়ার সময় বলবে, وفيها نعيدكم অর্থাৎ এ মাটিতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব। তৃতীয়বার মাটি দেয়ার সময় বলবে, ومنها نخرجكم تارة اخرى অর্থাৎ এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে পুনরায় উত্তোলন করব।

ব্যাখ্যাকার (মুবারকপূরী) বলেন, ক্বারী আহমাদের যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তা আমি কোথাও পাইনি এবং এমন কাউকে পাইনি যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ক্বারীর বর্ণনাতে আত্মতৃপ্তি হয় না। কারণ তিনি এ বিষয়ে যোগ্য নন।

١٧٠٩ -[١٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৭৪৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩২১৩, আত্ তিরমিযী ১০৪৬, ইবনু মাজাহ্ ১৫৫০, আহকামুল জানায়েয ১৫২ নং পৃঃ, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৬৯৬, আহমাদ ৪৮১২, ইবনু হিব্বান ৩১১০, আমালুল ইয়াম ওয়াল লা- ইলা-হা ১০৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৫৮, ইরওয়া ৩য় খণ্ড, হাঃ ৭৪৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮৩২।

[৭৪৮] **য'ঈফ :** মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৬০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১৫, ইরওয়া ৭৫৫। কারণ এর সানাদে ইব্‌রাহীম একজন খুবই দুর্বল রাবী। তবে «وَأَنَّهُ رَشَّ...» অংশটুকু সহীহ যেমনটি সহীহাতে আলবানী (রহঃ) বলেছেন ৭/৩০৪৫।

১৭০৯-[১৭] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববরে সিমেন্ট চুন দিয়ে কোন কাজ করতে, তার উপর কিছু লিখতে অথবা খোদাই করে কিছু করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)[৭৪৯]

ব্যাখ্যা : ক্ববর প্লাস্টার করা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তারপর এ হাদীসে আরো একটি বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আর তা হল, ক্ববরের উপর কোন কিছু লেখা। সেটা মৃত ব্যক্তির নাম হোক অথবা মৃত্যুর তারিখ হোক অথবা কুরআনের আয়াত এবং অন্য কিছু যাই হোক না কেন। ইমাম হাকিম তার মুস্তাদরাক কিতাবে বলেন, এ হাদীসটির সানাদ সহীহ। কিন্তু এ হাদীসের উপরে 'আমাল নেই। কেননা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্রই ক্ববরের উপর লেখালেখির কাজ চালু রয়েছে। এমনকি এটা অনেক পূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে। ইমাম যাহাবী বলেন, কোন সহাবী থেকে এ মর্মে জানা যায়নি যে, তারা ক্ববরে কোন কিছু লিখেছেন। তবে এটা হয়ত এমন কোন তাবি'ঈ থেকে শুরু হয়েছে, যাদের কাছে এই নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস পৌছায়নি।

ইবনু হাজার বলেন, ক্ববরের উপর যা কিছুই লেখা হোক না কেন তা মাকরূহ।

আল্লামা শাওকানী বলেন, ক্ববরের উপর কোন কিছু লিখা যে হারাম এ হাদীসটি হচ্ছে তার দলীল। এ ব্যাপারে মৃতের নাম অথবা অন্য কিছু লিখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কি উদ্দেশে লেখা হচ্ছে সেটাও ধর্তব্য নয়।

তবে কারো ক্ববরকে চিহ্নিত রাখার প্রয়োজনবোধ করলে তাতে পাথর বা অন্য কোন শক্ত জিনিস দ্বারা চিহ্ন রাখা যায়। যেমন রসূল ﷺ 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ক্ববরকে চিহ্নিত করার জন্য একটি পাথর রেখেছিলেন। এ হাদীসে আরো একটি নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা হল, ক্ববরের উপর হাঁটাচলা করা। জুতা পায়ে হোক আর খালি পায়ে হোক উভয়টিই নিষিদ্ধ। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে যেমন লাশ দাফন করার কাজে বা এ রকম প্রয়োজনে ক্ববরের উপর দিয়ে গেলে মাকরূহ হবে না।

١٧١٠ - [١٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُشَّ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ الَّذِىْ رَشَّ الْمَاءَ عَلٰى قَبْرِهٖ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

১৭১০-[১৮] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর ক্ববরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁর ক্ববরে বিলাল ইবনু রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মশক দিয়ে তাঁর মাথা থেকে আরম্ভ করে পা পর্যন্ত পানি ছিটিয়ে দেন। (বায়হাক্বী– দালায়িলুল নুবুওয়াহ্)[৭৫০]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তির ক্ববরে পানি ছিটানো জায়েয। বিলাল ইবনু রাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূল ﷺ-এর ক্ববরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সম্ভবত এর দ্বারা ক্ববরের উপর আল্লাহর রহমাত ও তার ক্ষমা অবতরণের আশা করা হয়। যেমনিভাবে দু'আয় বলা হয়, اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاهُ بِالْمَاءِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তার গুনাহসমূহ পানি দ্বারা ধৌত করে দাও। অর্থাৎ দূর করে দাও, ক্ষমা করে দাও।

---

[৭৪৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১০৫২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১৭।

[৭৫০] **মাওযূ' :** বায়হাক্বী ৬৫৩৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৪৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫১৫। শায়খ আলবানী (রহঃ) "ইরওয়া"তে বলেছেন, এর সানাদে ওয়াক্বিদী একজন মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত রাবী।

আর বিলাল ইবনু রাবাহ রসূল ﷺ-এর মাথার হতে আরম্ভ করে পায়ের শেষ পর্যন্ত পানি ছিটিয়ে দিলেন। ক্ববরে পানি ছিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসটি শার'ঈ দলীল। আর এটা ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মত।

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী তার "দলায়িলুল নবূওয়াত" কিতাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাক্বীতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ক্ববরে পানি ছিটিয়ে দেয়ার প্রচলন রসূল ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল।

١٧١١ -[١٩] وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ ابْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ. قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৭১১-[১৯] মুত্ত্বালিব ইবনু আবী ওয়াদা'আহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'উসমান ইবনু মায্'উন رضي الله عنه-এর মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার লাশ বের করা হয় এবং তা দাফন করা হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ (ক্ববরের চিহ্ন রাখার জন্য এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন একটি বড়) পাথর আনার জন্য। লোকটি পাথর উঠিয়ে আনতে পারলেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ তা উঠিয়ে আনার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দু' হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিলেন। হাদীসের রাবী বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে রসূলের এ হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলতেন, যখন তিনি হাতা গুটাচ্ছিলেন– মনে হচ্ছে এখনো আমি রসূলের পবিত্র বাহুদ্বয়ের শুভ্রতার চমক অনুভব করছি। রসূলুল্লাহ ﷺ সে পাথরটি উঠিয়ে এনে 'উসমানের ক্ববরের মাথার দিকে রেখে দিলেন এবং বললেন, আমি এ পাথর দেখে আমার ভাইয়ের ক্ববর চিনতে পারব। এখন আমার পরিবারের যে মারা যাবে তাকে এর পাশে দাফন করব।" (আবূ দাউদ)[৭৫১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে শারী'আত ক্ববরকে চিহ্নিত করার বৈধতা দিয়েছে। অর্থাৎ ক্ববরটি কার? এটা চেনার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা জায়িয।

'উসমান ইবনু মায্'উন رضي الله عنه যখন ইন্তিকাল করেন তখন তার জানাযাহ্ নিয়ে ক্ববরস্থানে যাওয়া হল এবং তাকে দাফন করা হল। নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন একটি পাথর নিয়ে তার কাছে আসে কিন্তু লোকটি তা বহন করতে সক্ষম হল না। তখন রসূল ﷺ লোকটির কাছে গেলেন এবং তার বাহুদ্বয় থেকে আস্তিন সরিয়ে ফেললেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে যখন রসূল ﷺ সম্পর্কে এ সংবাদ দেয়া হল তখন আমার মনে হল আমি যেন রসূল ﷺ-এর শুভ্র বাহুদ্বয় দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর রসূল ﷺ নিজে তা বহন করে আনলেন এবং 'উসমান ইবনু মায্'উন-এর ক্ববরের উপর তার মাথার কাছে রাখলেন আর বললেন, এ হল আমার ভাইয়ের ক্ববর। আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে এখানেই দাফন করবে।

এ হাদীসের আলোকে কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যায়। আর তা হল, নেতা তার অধিনস্ত ব্যক্তিতে কোন কাজের নির্দেশ করতে পারে। সে যদি অক্ষম হয়, তাহলে নেতা সে কাজের জন্য এগিয়ে যাবে।

---

[৭৫১] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩২০৬, আহকামুল জানায়িয পৃঃ ৬৫।

কারো ক্ববরকে চিহ্নিত করার জন্য কোন কিছু যেমন পাথর বা অন্য কিছু ব্যবহার করা জায়িয।

ক্ববর সম্পর্কে ওয়াসীয়াত করা যায়। যেমন আমাকে অমুক স্থানে দাফন করবে।

রসূল ﷺ কর্তৃক 'উসমান ইবনু মায্'উন (রাঃ)-কে ভাই বলার দু'টি দিক রয়েছে। রসূল ﷺ তাঁর সম্মানার্থে তাকে ইসলামের ভাই বলেছেন। অর্থাৎ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই অথবা তিনি রসূল ﷺ-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশের অন্তর্ভুক্ত। অথবা তিনি রসূল ﷺ-এর দুধ ভাই ছিলেন।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (র.) বলেন, এটাই সহীহ। অর্থাৎ তিনি তার দুধ ভাই ছিলেন।

রসূল ﷺ-এর বাণী আমার পরিবারের থেকে যে মারা যাবে তাকে তার কাছে দাফন করবে। বলা হয়, 'উসমান ইবনু মায্'উন-এর পরে যে ব্যক্তি প্রথম মারা যান তিনি হলেন রসূল ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীম। এ হাদীস আবূ দাউদে বর্ণিত রয়েছে। এর সানাদ সম্পর্কে আল্লামা মুনযির (রহঃ) বলেন, এর মধ্যকার কাসীর ইবনু যায়দ ছিলেন আসলামীয়ীন-এর দাস।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার তালখীস কিতাবে এর সানাদ সম্পর্কে বলেন, কাসীর ইবনু যায়দ ব্যতীত এর সানাদ সহীহ।

١٧١٢ -[٢٠] وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ! اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭১২-[২০] ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। আরয করলাম, হে আমার মা! যিয়ারত করার জন্য আমাকে নাবী ﷺ ও তাঁর দু' সাথী (আবূ বাক্র ও 'উমারের) ক্ববর খুলে দিন। তিনি তিনটি ক্ববরই খুলে দিলেন। আমি দেখলাম, তিনটি ক্ববরই না খুব উঁচু না মাটির সাথে একেবারে সমতল। বরং মাটি হতে এক বিঘত উঁচু ছিল। আর এ ক্ববরগুলোর উপর (মাদীনার পাশের) আরসা ময়দানের লাল কংকর বিছানো ছিল। (আবূ দাউদ)[৭৫২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আলোকে রসূল ﷺ ও তার দুই সাথী আবূ বাক্র ও 'উমার (রাঃ)-এর ক্ববরের বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে ক্বাসিম বলতে মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্র (রাঃ)-এর ছেলে ক্বাসিমকে বুঝানো হয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ছিলেন ক্বাসিমের ফুফু। ক্বাসিম কর্তৃক 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে মা বলার কারণ হল, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ছিলেন তার মায়ের পর্যায়ভুক্ত। অথবা এই কারণে যে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ছিলেন সকল মু'মিনের মা। এ হিসেবে ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মদ তাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন। হাদীসে صاحبيه বলে রসূল ﷺ এর দুই সাথী তথা আবূ বাক্র (রাঃ) ও 'উমার (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। ক্বাসিম যখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে তাদের ক্ববর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তাদের ক্ববর খুব উঁচু ছিল না অর্থাৎ স্বাভাবিক। আর মাটিও খুব বেশী উঁচু ছিল না এবং একে বারে নীচুও ছিল না।

[৭৫২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩২২৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৩৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৭৫৮। কারণ এর সানাদে রাবী 'আমর ইবনু 'উসমান ইবনু হানী মাজহূলুল রানী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন।

١٧١٣ - [٢١] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ.

১৭১৩-[২১] বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আনসারদের এক ব্যক্তির জানাযার জন্য বের হলাম। আমরা ক্ববরস্থানে পৌঁছে দেখলাম (এখনো ক্ববর তৈরি না হওয়ার কারণে) দাফনের কাজ শুরু হয়নি। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্বিবলার দিকে মুখ করে বসে গেলেন, আমরাও তাঁর সাথে বসে গেলাম। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ; ইবনু মাজাহ হাদীসের শেষে বাড়িয়েছেন, অর্থাৎ মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার উপর পাখি বসেছে।)[৭৫৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস এ কথার উপর দলীল যে, যে ব্যক্তি জানাযার সলাতের অপেক্ষায় আছে, তার জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে বসা মুস্তাহাব। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন এক আনসারী সহাবীর জানাযায় গিয়ে ক্ববরের পাশে ক্বিবলামুখী হয়ে বসলেন এবং সহাবীরা তার চার পাশে বসলেন।

١٧١٤ - [٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৭১৪-[২২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিতকালে তার হাড় ভাঙারই মতো। (মালিক, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[৭৫৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মৃত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) আবূ দাউদের হাশিয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক জানাযায় গেলাম। সেখানে গিয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি ক্ববরের কাছে বসলেন এবং তার সাথে সহাবীরাও বসলেন। এমন সময় একজন গর্ত খননকারী বেশ কিছু হাড় বের করে আনল এবং সে এগুলো ভাঙ্গার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এগুলো ভাঙ্গিও না। কেননা মৃত অবস্থায় হাড় ভাঙ্গা জীবদ্দশায় হাড় ভাঙ্গার নামান্তর।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, জীবিত ব্যক্তিকে যেমন অপমান-অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করা যায় না ঠিক তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তিকে অনুরূপ অবজ্ঞা ও অবহেলা করা যাবে না।

ইবনু 'আবদুল বার বলেন, এ হাদীস থেকে এ ফায়দা গ্রহণ করা যায় যে, জীবিত ব্যক্তি যে সব কারণে কষ্ট ও ব্যথা অনুভব করে মৃত ব্যক্তিও সেসব কারণে ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করে।

---

[৭৫৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২১২, নাসায়ী ২০০১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৫২৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৫৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪১৪।

[৭৫৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২০৭, ইবনু মাজাহ্ ১৬১৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৬৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৪৭৮, ইরওয়া ৩/৭৬৩, ইবনু হিব্বান ৩১৬৭।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٧١٥ ـ[٢٣] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُدْفَنُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭১৫-[২৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (উম্মু কুলসুমের) দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম। আর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ ক্ববরের পাশে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছে, যে গত রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি? আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ আছি, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি। তিনি বললেন, (মাইয়্যিতকে ক্ববরে রাখার জন্য) তুমিই ক্ববরে নামো। তখন তিনি ক্ববরে নামলেন। (বুখারী)[৭৫৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে এ রায় দেয়া যায় যে, মহিলাদেরকে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে দাফন করতে হবে এবং মৃত ব্যক্তির বিয়োগ বেদনায় চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে নীরবে ক্রন্দন করা যাবে। রসূল ﷺ-এর মেয়ে উম্মু কুলসুম যখন ইন্তিকাল করেন তখন রসূল ﷺ তার ক্ববরের পাশে গিয়ে বসলেন। তখন তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। মূলত এখান থেকেই মৃত ব্যক্তির জন্য নীরবে কান্না করাটা জায়িয হয়েছে। তবে ইসলাম যে সকল কান্নাকে অপছন্দ করে সে রকম কান্না করা যাবে না।

অতঃপর রসূল ﷺ উম্মু কুলসুম-এর ক্ববরে নামার জন্য এমন একজন লোক খুঁজলেন যে, রাতে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, যদি রাতে সহবাসকারী কোন ব্যক্তি উম্মু কুলসুমকে নিয়ে ক্ববরে নামে তাহলে রাতে যা করেছে হয়ত তা মনে পড়ে যাবে। এর দ্বারা বুঝা যায় ভাল মনের মানুষদের দ্বারা লাশ ক্ববরে রাখা উত্তম।

١٧١٦ ـ[٢٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتّٰى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭১৬-[২৪] 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ) মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহকে ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন যে, যখন আমি মারা যাব তখন আমার জানাযার সাথে যেন মাতম করার জন্য কোন রমণী না থাকে। আর না থাকে কোন আগুন। আমাকে দাফন করার সময় আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ঢালবে। দাফনের পরে দু'আ ও মাগফিরাতের জন্য এতটা সময় (আমার ক্ববরের কাছে) অপেক্ষা করবে, যতটা সময় একটি উট যাবাহ করে তার গোশ্‌ত বণ্টন করতে লাগে। তাহলে আমি তোমাদের সাথে একটু পরিচিত থাকবো এবং (নির্ভয়ে) জেনে নেব, আমি আমার রবের মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) নিকট কি জবাব দিবো। (মুসলিম)[৭৫৬]

---

[৭৫৫] **সহীহ :** বুখারী ১৩৪২।

[৭৫৬] **সহীহ :** মুসলিম ১২১।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল যে, কোন মুসলিম মারা গেলে তার উদ্দেশে বিলাপসহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং জাহিলী যুগের সমস্ত কুসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। 'আম্র ইবনুল 'আস (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় তার ছেলে 'আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন; আমি যখন মারা যাব তখন তুমি আমার জানাযার সাথে কোন বিলাপকারিণীকে সাথী বানাবে না। কেননা এগুলো জাহিলী যুগের কুসংস্কার। জাহিলী যুগের লোকেরা জানাযার সামনে রেখে বিলাপসহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত এবং জানাযার সাথে আগুন পাঠিয়ে দিত। রসূল (সাঃ)-এর বহুবিধ হাদীসে এ জাহিলী কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

١٧١٧ -[٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلٰى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ.

১৭১৭-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে আটকিয়ে রেখ না। বরং তাকে তার ক্ববরে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও। তার (ক্ববরে দাঁড়িয়ে) মাথার কাছে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্-র প্রথমাংশ এবং তার দুই পায়ের কাছে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্-র শেষাংশের আয়াতগুলো পড়বে। (বায়হাক্বী; এ বর্ণনাটিকে শু'আবুল ঈমানে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, এটি মাওকূফ হাদীস)[৭৫৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করতে হবে। কোন প্রকার ওযর-আপত্তি থাকলেও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার ক্ষেত্রে মোটেও দেরী করা যাবে না। আল্লামা ইবনু হুমাম (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পরে দ্রুত দাফন করা মুস্তাহাব। রসূল (সাঃ)-এর বাণী وَأَسْرِعُوْا بِهٖ إِلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) দ্রুত ক্ববরস্থানে নিয়ে যাবে। এর দ্বারা রসূল (সাঃ) মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং এটা এ দলীল পেশ করছে যে, মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করা সুন্নাত।

মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার মাথার কাছে সূরাহ্ বাক্বারার প্রথমাংশ এবং পায়ের কাছে শেষাংশ পড়তে হবে। আর সূরাহ্ বাক্বারার প্রথম অংশ বলতে বুঝানো হয়েছে প্রথম থেকে مفلحون পর্যন্ত। আর সূরাহ্ বাক্বারার শেষাংশ বলতে বুঝানো হয়েছে أمن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সূরাহ্ বাক্বারার প্রথম অংশ নির্দিষ্ট করার কারণ হল যে, এর মধ্যে কুরআনের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল هدى للمتقين এর মধ্যে আরো অনেক গুণাবলী রয়েছে। যেমন অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা, সলাত ক্বায়িমের কথা এবং যাকাত আদায়ের কথা। আর শেষাংশে আল্লাহ, মালাক (ফেরেশতা), রসূল ও তার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দয়া-অনুগ্রহ চাওয়া হয়েছে। আল্লাহর ওপরই সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। আর একজন মানুষকে পরকালীন জীবনে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই তাকে দুনিয়াতে এর সবগুলোর প্রতি 'আমাল করতে হবে। এ হাদীসে ক্ববরের কাছে সূরাহ্ বাক্বারার প্রথম অংশ ও শেষ অংশ

---

[৭৫৭] **খুবই দুর্বল :** শু'আবুল ঈমান ৮৮৫৪, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪১৪০। কারণ এর সানাদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আবদুল্লাহ আল বাবিলতী এবং আইয়ূব ইবনু নাহীক উভয়েই দুর্বল রাবী।

পড়ার পক্ষে দলীল বটে কিন্তু হাদীসটি মাওকূফ এবং এ হাদীসটিকে আবূ যুর'আ, আবূ হাতিম, হাফিয ইবনু হাজার এবং ইবনু মু'ঈন য'ঈফ বলেছেন। কুরআন তিলাওয়াতসহ অন্যান্য 'ইবাদাতের নেকী মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে কিনা এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে পৌঁছে। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) এবং ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে পৌঁছে না। যাদের নিকট পৌঁছে তাদের মতের পক্ষে যত দলীল পেশ করেছেন সবগুলো দুর্বল, কোনটি দলীলযোগ্য নয়। কুরআন, সহীহ হাদীস এবং ইজমা থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং সালফে সালিহীন থেকে এমন 'আমালের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আনুষ্ঠানিকতার কথাতো বলাই বাহুল্য।

١٧١٨ -[٢٦] وَعَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ بِالْحَبَشِيِّ (مَوْضِعٍ قَرِيْبٌ مِنْ مَكَّةَ)

وَهُوَ مَوْضِعٌ فَحُمِلَ إِلٰى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتّٰى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّيْ وَمَالِكًا لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللّٰهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭১৮-[২৬] ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুবশী (মাক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম) নামক স্থানে 'আবদুর রহ্মান ইবনু আবূ বাক্রের মৃত্যু হলে তাঁর লাশ মাক্কায় নিয়ে এসে দাফন করা হয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) (মাক্কায় হাজ্জ করতে) এলে তিনি 'আবদুর রহ্মানের (ভাইয়ের) ক্ববরের কাছে এলেন। ওখানে তিনি (কবি তামীম ইবনু নুওয়াইরার কবিতার এ দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করেন যাতে কবি তার ভাই মালিকের জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন)–

ওয়া কুন্না- কানাদ্ মা-নী জাযীমাতা হিক্ববাতান মিনাদ্ দাহরি হাত্তা- ক্বীলা লাই ইয়াতা সাদ্দা'আ

ফালাম্মা- তাফার্‌রাক্বনা- কাআন্নী ওয়ামা-লিকান লিতূলিজ্ তিমা-'ইন লাম নাবিত লাইলাতাম্ মা'আ।

অর্থাৎ আমরা দু' ভাই বোন, জাযিমার সে দু' বন্ধুর মতো অনেক দিন পর্যন্ত একত্রে কালযাপন করছিলাম। তাদের এ অবস্থা দেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এরা তো কখনো (একে অপর থেকে) পৃথক হবে না। কিন্তু যখন আমরা দু'জন অর্থাৎ আমি ও তুমি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম, তখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এক সাথে থাকার পরও মনে হলো, আমরা একটি রাতের জন্যও একত্রে এক জায়গায় ছিলাম না।

এরপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমার ইন্তিকালের সময় তোমার কাছে থাকতাম, তাহলে আমি তোমাকে সেখানেই দাফন করতাম, যেখানে তুমি মৃত্যুবরণ করেছিলে। আর আমি যদি তোমার মৃত্যুর সময় তোমার কাছে থাকতাম তাহলে আজ তোমার ক্ববরের পাশে আমি আসতাম না। (তিরমিযী)[৭৫৮]

---

[৭৫৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৫৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৮১১। আলবানী (রহঃ) "ইরওয়াতে" বলেছেন, হাদীসের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে ইবনু জুরায়জ একজন মুদাল্লিস রাবী। যে عنعن সূত্রে বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা : হাবশাহ্ একটি স্থানে নাম। এটি মাক্কার নিকট অবস্থিত। তবে মাক্কাহ্ থেকে এর দূরত্ব হচ্ছে বারো মাইল। কেউ কেউ বলেছেন, দশ মাইল। শামনী বলেন, এ হাদীসে কবিতার যে পংক্তিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা রচনা করেছিলেন তামীম ইবনু নুওয়াইরাহ্। তিনি তার ভাই মালিক, যাকে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে হত্যা করেছিলেন তার প্রতি শোক প্রকাশের জন্য তিনি এ কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্ববর যিয়ারত করতে গিয়েছিলেন। অথচ অন্য হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ববর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। তাহলে কিভাবে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্ববর যিয়ারত করলেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে তা হল অধিক অধিক ক্ববর যিয়ারত করার ক্ষেত্রে।

মহিলাদের জন্য ক্ববর যিয়ারত করার বিধান সম্পর্কে 'উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরাম মহিলাদের ক্ববর যিয়ারত করাকে জায়িয বলেছেন। তবে তারা এ শর্তারোপ করেছেন যে, যখন তারা ফিত্‌নাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে তখন তাদের ক্ববর যিয়ারত করাতে কোন সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে এ হাদীসটি ছাড়াও আরো হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

١٧١٩ - [٢٧] وَعَنْ أَبِىْ رَافِعٍ قَالَ: سَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلٰى قَبْرِهٖ مَاءً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৭১৯-[২৭] আবূ রাফি' রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ-এর লাশকে মাথার দিক থেকে ধরে ক্ববরে নামিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর ক্ববরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন। (ইবনু মাজাহ)[৭৫৯]

ব্যাখ্যা : এই হাদীস দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ক্ববরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া যায়, আর এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এই ব্যাপারে এ ছাড়া আরো অন্যান্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আবূ রাফি'র হাদীসকে শক্তিশালী করে।

١٧٢٠ - [٢٨] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ثَلَاثًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৭২০-[২৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি জানাযার সলাত আদায় করালেন। তারপর তিনি তার ক্ববরের কাছে এলেন এবং ক্ববরে তার মাথা বরাবর তিন মুষ্টি মাটি রাখলেন। (ইবনু মাজাহ)[৭৬০]

١٧٢١ - [٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَاٰنِى النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ أَوْلَا تُؤْذِهٖ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৭২১-[২৯] 'আম্‌র ইবনু হায্‌ম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে ক্ববরে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, তুমি এ ক্ববরবাসীকে কষ্ট দিও না। অথবা বললেন, তুমি একে কষ্ট দিও না। (আহ্‌মাদ)[৭৬১]

---

[৭৫৯] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৫৫১।। কারণ এর সানাদে মানদিল ইবনু 'আলী একজন দুর্বল রাবী। আর মুহাম্মাদ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি' একজন মাতরূক রাবী।

[৭৬০] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ্ ১৫৬৫, ইরওয়া ৩/৭৫০।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল ﷺ ক্ববরের উপর বসা থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে আহমাদের বর্ণনাতেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে জমহূর 'উলামাগণ এ ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ক্ববরের উপর বসা বলতে স্বাভাবিকভাবে বসা বুঝানো হয়েছে। প্রয়োজন পূরণের জন্য বসাকে বুঝানো হয়নি। তাছাড়া ক্ববরের উপর বসাকে নিষেধ করার কারণ কি তাও এ হাদীসে বলা হয়েছে। আর তা হল, এর দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া হয় অর্থাৎ তাকে অপমান করা হয়।

(٧) اَلْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ

অধ্যায়-৭ : মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٢٢ -[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلٰى أَبِىْ سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهٗ وَشَمَّهٗ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِه فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرٰى فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِىْ رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২২-[১] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আবূ সায়ফ কর্মকারের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্‌রাহীমের ধাত্রীর স্বামী। রসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিলেন, চুমু খেলেন ও শুঁকলেন। এরপর আমরা আবার একদিন আবূ সায়ফ-এর ঘরে গেলাম। এ সময় নাবীতনয় মৃত্যু শয্যায়। (তার এ অবস্থা দেখে) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ অবস্থা দেখে 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু 'আওফ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন! তিনি (ﷺ) বললেন : হে ইবনু 'আওফ! এটা আল্লাহর রহ্‌মাত। তারপরও তাঁর দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি (ﷺ) বললেন : চোখ পানি বহাচ্ছে, হৃদয় শোকাহত। কিন্তু এরপরও আমাদের মুখ দিয়ে এমন শব্দ বেরুচ্ছে যার জন্য আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদের ওপর সন্তুষ্ট। হে ইব্‌রাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে খুবই শোকাহত। (বুখারী, মুসলিম)[৭৬২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলে ইব্‌রাহীম মারা যাওয়ার পর তিনি তাকে চুম্বন করেছিলেন। এ থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাকে চুমু দেয়া জায়িয আছে। এ ছাড়া এ হাদীসে আরো যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, রসূল ﷺ-এর চোখ থেকে পানি পড়েছিল অর্থাৎ ইব্‌রাহীম মারা

---

[৭৬১] **হাসান :** আহমাদ ২৪০০৯/৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৬৬।

[৭৬২] **সহীহ :** বুখারী ১৩০৩, মুসলিম ২৩১৫, শু'আবুল ঈমান ৯৬৮৮।

যাওয়ার কারণে তিনি কেঁদেছিলেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কারো সন্তান মারা গেলে রসূল ﷺ তাকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিতেন। কিন্তু নিজের সন্তান মারা যাওয়ার পর কান্না করলেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে, রসূল ﷺ-এর এই কান্না আফসোস বা হা-হুতাশ করার জন্য ছিল না। বরং এটা ছিল সন্তানের প্রতি দয়া ও মমতার বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের কান্না নিষিদ্ধ নয়। বরং এটা আরো প্রশংসনীয় এজন্য যে, এর দ্বারা ব্যক্তির অন্তরের নম্রতা ও স্নেহশীলতা প্রকাশ পায়।

١٧٢٣ - [٢] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: «إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهٗ مَا أَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهٗ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهٗ تَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: «هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ. فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৩-[২] উসামাহ্ ইবনু যায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব) কাউকে দিয়ে তাঁর কাছে খবর পাঠালেন যে, তাঁর ছেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, তাই তিনি যেন তাড়াতাড়ি তাঁর (ﷺ) কাছে আসেন। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সালাম পাঠালেন আর বললেন, যে জিনিস (অর্থাৎ সন্তান) আল্লাহ নিয়ে নেন তা তাঁরই। আর যে জিনিস তিনি দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁরই। প্রতিটি জিনিসই তার কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অতএব অপরিসীম ধৈর্য ও ইহ্‌তিসাবের সাথে থাকতে হবে (শোকে দুঃখে বিহ্বল না হওয়া উচিত)। নাবী কন্যা আবার তাঁকে কসম দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে যাবার জন্য খবর পাঠালেন। এবার রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্, মা'আয ইবনু জাবাল, উবাই ইবনু কা'ব, যায়দ ইবনু সাবিত সহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে ওখানে গেলেন। বাচ্চাটিকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে তুলে দেয়া হলো। তখন তার শ্বাস ওঠানামা করছে। বাচ্চার এ অবস্থা দেখে রসূলের চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। সা'দ রসূলের চোখে পানি দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা রহমাত, যা আল্লাহ বান্দার মনে সৃষ্টি করে দেন আর আল্লাহ তাঁর দয়াশীল বান্দাগণের প্রতি দয়া করেন।" (বুখারী, মুসলিম)[৭৬৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল ﷺ আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজনকে কিভাবে সান্ত্বনা দিতে হবে? কারো ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার অর্থ এ হয় না যে, সেই কেবল এই সন্তানের মালিক। বরং এই সন্তানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। তাই হাদীসে বলা হয়েছে যা আল্লাহর ছিল তা তিনি নিয়ে গেছেন। সুতরাং যার সম্পদ তিনি যদি তা নিয়ে যান, তাহলে সেজন্য পরিতাপ ও আফসোস করার কোন কারণ থাকে না। সে জন্য কেউ মারা গেলে এভাবে মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে যে, আল্লাহর সম্পদ আল্লাহ নিয়ে গেছেন। আর সেক্ষেত্রে সবর করতে এবং সাওয়াবের আশা করতে হবে।

[৭৬৩] **সহীহ :** বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ৯২৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০৭।

١٧٢٤ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهٗ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهٗ فِيْ غَاشِيَةٍ فَقَالَ: (قَدْ قَضٰى؟ قَالُوْا: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ أَنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَأَشَارَ إِلٰى لِسَانِهٖ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৪-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে নাবী (ﷺ) তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন 'আবদুর রহ্মান ইবনু 'আওফ, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ। তিনি ওখানে প্রবেশ করে সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্কে বেহুঁশ অবস্থায় পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? সহাবী জবাব দিলেন, জ্বী না, হে আল্লাহর রসূল! তখন নাবী (ﷺ) কাঁদতে লাগলেন। নাবী (ﷺ)-কে কাঁদতে দেখে সহাবীগণও কাঁদতে লাগলেন। এ সময় নাবী (ﷺ) বললেন : সাবধান তোমরা শুনে রাখো অশ্রু বিসর্জন ও মনের শোকের কারণে আল্লাহ তা'আলা কাউকে শাস্তি দেবেন না। তিনি তার মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, অবশ্য আল্লাহ এজন্য 'আযাবও দেন আবার রহ্মাতও করেন। আর মৃতকে তার পরিবার-পরিজনের বিলাপের কারণে 'আযাব দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)[৭৬৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মৃত ব্যক্তির জন্য তার আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের নিয়ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তার জন্য উচ্চ আওয়াজে বিলাপ ব্যতীত শুধু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ক্রন্দন করতে পারবে। মৃত ব্যক্তির জন্য মনে মনে দুঃখ-কষ্ট পাওয়া এটা কোন দোষের নয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন প্রকার বিলাপ করে ক্রন্দন করতে পারবে না। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে মৃত ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হয় তবে তা সর্বাবস্থায় নয়। বরং ঐ অবস্থায় যখন সে তার পরিবারকে বা অন্য কাউকে ওয়াসিয়্যাত করবে বা এসব কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ফলে পরিবারকে নিষেধ করবে না, তাহলে তাকে এ কারণে 'আযাব দেয়া হবে, অন্যথায় নয়। এ হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, রোগীর সেবা-যত্ন করা মুস্তাহাব তথা অত্যধিক সাওয়াবের কাজ। নেতা তার অধীনস্ত ব্যক্তিদের রোগের সময় তাদের দেখতে যাবে এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, রোগীর কাছে বসে ক্রন্দন করা জায়িয তথা বৈধ।

١٧٢٥ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৫-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তির শোকে) নিজের মুখাবয়বে আঘাত করে, জামার গলা ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলিয়্যাতের যুগের মতো হা-হুতাশ করে বিলাপ করে, সে আমাদের দলের মধ্যে গণ্য নয়। (বুখারী, মুসলিম)[৭৬৫]

---

[৭৬৪] **সহীহ :** বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫২৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৫২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৬৪৭।

[৭৬৫] **সহীহ :** বুখারী ১২৯৭, ১২৯৮, মুসলিম ১০৩, নাসায়ী ১৮৬০, ইবনু মাজাহ্ ১৫৮৪, আহমাদ ৪২১৫, ইবনু হিব্বান ৩১৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১১৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৩৩, ইরওয়া ৩/৭৭০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৩৩।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ইসলামের দৃষ্টিতে কয়েকটি অপছন্দনীয় কাজের কথা বলা হয়েছে। হাদীসের মধ্যে (ليس منا) এর অর্থ হল, সে আমার সুন্নাত ও পথের অনুসারী নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাকে দীন থেকে বের করা। তবে আহলুস্ সুন্নাহর মতে কোন পাপ কাজের দ্বারা কাফির হয় না। তবে এখানে এ কথা দ্বারা যেসব কাজের হারামের দলীল গ্রহণ করা হয়েছে তা হল যারা কষ্টের সময় গণ্ডদেশে আঘাত করে, শোকে-দুঃখে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলী লোকদের মতো দু'আ করে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলী যুগের দু'আ বলতে ইসলাম আগমনের পূর্বের লোকদের দু'আকে বুঝানো হয়েছে। মূলত জাহিলী যুগের লোকেরা একজন আরেকজনের জন্য বদ্‌দু'আ তথা ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য দু'আ করত। যা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। সুতরাং আমাদের এসব ঘৃণিত কাজ হতে বেচে থাকতে হবে। তাহলে রসূল ﷺ-এর সুন্নাত ও পথের অনুসারী হওয়া যাবে।

١٧٢٦ ـ[٥] وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسٰى فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهٗ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي؟ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ». وَلَفْظُهٗ لِمُسْلِمٍ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৭২৬-[৫] আবূ বুরদাহ্ ইবনু আবূ মূসা (রহঃ) হতে বর্ণিত। একবার আমার পিতা আবূ মূসা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতে (আমার বিমাতা) তাঁর স্ত্রী 'আবদুল্লাহর মা বিলাপ করতে লাগল। অতঃপর তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন এবং 'আবদুল্লাহর মাকে বললেন, তুমি কি জানো না? তারপর তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তার সাথে সম্পর্কহীন যে মাথার চুল ছিঁড়ে, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ফাঁড়ে। (বুখারী ও মুসলিম; কিন্তু পাঠ মুসলিমের)[৭৬৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বিপদে-আপদে কতিপয় কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিপদে পতিত হয়ে চুল কর্তন করা। এ উদ্দেশে যে, এর দ্বারা সে আরোগ্য লাভ করবে। এ হাদীসে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, বিপদে পড়ে যেন উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দন না করে। এর সাথে আরো একটি বিষয়কে নিষেধ করা হয়েছে যে, কেউ যেন বিপদে পড়ে স্বীয় কাপড় ছিঁড়ে না ফেলে। আলোচ্য হাদীস এ সব কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছে। আর রসূল ﷺ বলেছেন, যারা এ সব কাজ করে আমি তাদের থেকে পবিত্র বা বিচ্ছিন্ন।

١٧٢٧ ـ[٦] وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭২৭-[৬] আবূ মালিক আল আশ্'আরী رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়্যাত যুগের চারটি বিষয় রয়ে গেছে যা তারা ছাড়ছে না, (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কারো

---

[৭৬৬] **সহীহ :** বুখারী তা'লীক সূত্রে ১/৪৩৬, মুসলিম ১০৪, নাসায়ী ১৮৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১৫৮৬।

বংশের নিন্দা, (৩) গ্রহ-নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া এবং (৪) বিলাপ করা। অতঃপর তিনি বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ্ না করে, ক্বিয়ামাতের দিন তাকে উঠানো হবে– তখন তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা ও ক্ষতের পিরান। (মুসলিম)[৭৬৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে এমন চারটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা জাহিলী যুগের মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেগুলো অত্যন্ত গর্হিত ও গুনাহের কাজ। আর এ কাজগুলো এ উম্মাতের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রচলিত হয়ে গেছে। আর তা হল মানুষের ধন-সম্পদ, বীরত্ব ও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের কারণে গর্ববোধ করা।

আবার কারো মতে এখানে حسب বলতে এমন সব গুণকে বুঝানো হয়েছে যার কারণে লোকেরা কোন ব্যক্তির প্রশংসা করে। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে حسب দ্বারা কোন ব্যক্তির উন্নত দীনদারিতা ও উত্তম চরিত্রকে বুঝানো হয়েছে। অথবা কোন ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির মান-মর্যাদাকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির বংশীয় মান-মর্যাদা সম্পর্কে দোষ অন্বেষণ করা। একজনের পূর্বপুরুষদের ওপর অপরজনের পূর্ব-পুরুষদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া। এর দ্বারা মূলত গর্ব-অহংকার প্রকাশ করা হয় তাই শারী'আতে এ ধরনের কাজ করা নিষেধ।

এখানে তৃতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে তা হল, তারকার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। অর্থাৎ তারকাকে বৃষ্টির মাধ্যম মনে করা। যেমন জাহিলী যুগের লোকেরা বলত অমুক তারকা আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের বিশ্বাস ছিল তারকাই বৃষ্টির মালিক। এটা স্পষ্ট কুফ্রী। তাই এটা পরিত্যাগ করতে হবে।

সর্বশেষ যে বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে তা হল, মৃত ব্যক্তির কাছে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দন করা। এ কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

١٧٢٨ - [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّيْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهٗ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৮-[৭] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) একদিন একজন মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি ক্ববরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। মহিলাটি বলল, আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান, আমার উপর পতিত বিপদ আপনাকে স্পর্শ করেনি। মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে মহিলাটিকে বলা হলো, ইনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)। তখন মহিলাটি নাবী (ﷺ)-এর বাড়ীর দরজায় এলো। সেখানে কোন দারোয়ান বা পাহারাদার মোতায়েন ছিল না। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, 'সবরতো তাকেই বলা হয় যা বিপদের প্রথম অবস্থায় ধারণ করা হয়।' (বুখারী, মুসলিম)[৭৬৮]

---

[৭৬৭] **সহীহ :** মুসলিম ৯৩৪, আহমাদ ২২৯০৩, ইবনু হিব্বান ৩১৪৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪১৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৭৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮৮৩।

[৭৬৮] **সহীহ :** বুখারী ১২৮৩, মুসলিম ৯২৬, আবূ দাউদ ৩১২৪, আত্ তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, ইবনু মাজাহ্ ১৫৯৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১২৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৩৯।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ কথা বলা হয়েছে যে, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং সর্বপ্রকার বিপদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এখানে বলা হয়েছে যে, কারো মৃত্যুতে অধিক পরিমাণে বিলাপ করে ক্রন্দন করা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। অধিক পরিমাণে কান্না থেকে বিরত থাকতে হবে। বিপদাপদে সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

١٧٢٩ ـ [٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান মারা গেলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তবে কসম পুরা করার জন্য (ক্ষণিকের জন্য হলেও) প্রবেশ করানো হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ঐ সব পিতা-মাতার ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যাদের জীবদ্দশায় তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে ইন্তিকাল করে। মনে রাখতে হবে যে, এখানে পিতা-মাতা বলতে মু'মিন পিতা-মাতাকে বুঝানো হয়েছে। কোন কাফির বা মুশরিক এ ধরনের পুরস্কার পাবে না। এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, যে মুসলিমের তিনটি সন্তান তার জীবদ্দশায় মারা যাবে এবং সে এর উপর ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। মুসনাদে আহমাদে আবূ সালাক আল আশজা'ঈ থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বললাম যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার কয়েকটি সন্তান ইন্তিকাল করেছে। তখন রসূল ﷺ বললেন, যখন কোন মুসলিমের সন্তান মারা যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীসের মধ্যে সন্তান বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। 'তার কসম পুরো করার জন্য' এর অর্থ জাহান্নামের উপর নির্মিত পুল অতিক্রম করা।

١٧٣٠ ـ [٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: «لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: «ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ».

১৭৩০-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের কিছু সংখ্যক মহিলাকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমাদের যে কারো তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে, আর সে (এজন্য) ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের প্রত্যাশা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (এ কথা শুনে) তাদের একজন বলল, যদি দু' সন্তান মৃত্যুবরণ করে, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, হ্যাঁ। দু'জন করলেও। (মুসলিম; মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এমন তিন সন্তান মারা গেলে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি [তাদের জন্য এ সুসংবাদ])[৭৭০]

---

[৭৬৯] **সহীহ :** বুখারী ১২৫১, মুসলিম ২৬৩২, আত্ তিরমিযী ১০৬০, নাসায়ী ১৮৭৫, ইবনু মাজাহ্ ১৬০৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ৮০৫, আহমাদ ৭২৬৫, ইবনু হিব্বান ২৯৪২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৩৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৪১, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৯৪।

[৭৭০] **সহীহ :** বুখারী ১০২, মুসলিম ২৬৩৪, ২৬৩২, আহমাদ ৭৭২১, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৯২।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে (وَلَدٌ) 'ওয়ালাদ' বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসটি এ কথার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে যে, যখন কোন মুসলিমের তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা যায় এবং সে সাওয়াব পাবার আশায় এ উপর ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সন্তানের সংখ্যা তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং যদি কারো দু'টি সন্তানও মারা যায় তাহলে সেও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। অর্থাৎ দুই ও তিন একই পুরস্কার বহন করবে।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, হাদীসে যে সন্তানের কথা বলা হচ্ছে তা হল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কথা, অর্থাৎ যাদের ওপর শারী'আতের বিধান আরোপিত হয়নি এবং যাদের পাপ-পুণ্য লেখার বয়স হয়নি তাদের কথা বলা হচ্ছে। যেমনটা আমরা মুসলিমের বর্ণনায় পাই। তাহলে পরিশেষে আমরা বলতে পারি, যদি কোন মুসলিম নর-নারীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই বা তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে এতে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٧٣١ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৩১-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন আমার কোন মু'মিন বান্দার প্রিয় জিনিসকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেই আর বান্দা এজন্য সবর অবলম্বন করে সাওয়াবের প্রত্যাশী হয়, তাহলে আমার কাছে তার জন্য জান্নাতের চেয়ে উত্তম কোন পুরস্কার নেই। (বুখারী)[৭৭১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এমন ব্যক্তির ফাযীলাতের কথা বলা হয়েছে যার কোন প্রিয়জন যাকে সে অনেক ভালবাসে যেমন সন্তান বা ভাই, এদের কেউ অপ্রাপ্ত বয়সে মারা গেলে উক্ত ব্যক্তি যদি সাওয়াবের আশায় আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দিবেন আর তা হল জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত খুশী থাকবেন।

হাদীসের ভাষ্য মতে বুঝানো হচ্ছে যে, যার প্রিয়জন মারা যাবে তাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং সাওয়াবের আশা করতে হবে। সাওয়াবের আশা বলতে বুঝানো হয়েছে যে, সে ধরে নিবে যে, এর প্রতিদান সে আল্লাহর নিকট পাবে। তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন, তার প্রতিদান স্বরূপ যা রয়েছে তা জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রিয়ভাজন তিন, দুই অথবা একজনও যদি মারা যায় তবে তাঁর প্রতিদান জান্নাত।

আল্লামা হাফিয (রহঃ) বলেন, ইবনু বাত্তাল এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যদি কারো একটি সন্তানও মারা যায় তাহলে সে তিনটি সন্তান মারা যাওয়ার পুরস্কার লাভ করবে। অর্থাৎ সন্তান এক বা একাধিক মারা গেলে তার প্রতিদান জান্নাত।

আলোচ্য হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির এক বা একাধিক অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রিয়ভাজন তথা সন্তান বা ভাই মারা যায় আর সে এর উপর সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে তবে তার প্রতিদান হল জান্নাত।

---

[৭৭১] **সহীহ :** বুখারী ৬৪২৪, আহমাদ ৯৩৯৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৪৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮১৩৯।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٣٢ ـ[١١] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭৩২-[১১] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শোকে মাতমকারিণী ও তা শ্রবণকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন। (আবূ দাউদ)[৭৭২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। অর্থাৎ এই হাদীসটি এ কথা প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ সহ ক্রন্দন করা সম্পূর্ণ হারাম। আলোচ্য হাদীসে বিশেষ করে মহিলার কথা বলার করণ হল, সাধারণত এ ধরনের উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দন করা মহিলাদের অভ্যাস। উক্ত হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, কেউ যেন এরূপ কান্না শোনার জন্য বসে না থাকে অর্থাৎ উক্ত হাদীসে দুই শ্রেণীর মানুষের ওপর আল্লাহ রসূল ﷺ-এর অভিশাপের কথা বলা হয়েছে। যারা বিলাপ করে কাঁদে এবং যারা তা উপভোগের জন্য বসে থাকে।

١٧٣٣ ـ[١٢] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ أَمْرِهٖ حَتّٰى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلٰى فِيْ امْرَأَتِهٖ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১৭৩৩-[১২] সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের কাজ বড় বিস্ময়কর। সে সুখের সময় যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও শুকর করে, আবার বিপদেও তেমনি আল্লাহর প্রশংসা ও ধৈর্যধারণ করে। মু'মিনকে প্রতিটি কাজের জন্যই প্রতিদান দেয়া হয়। এমনকি তার স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দেয়ার সময়েও। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৭৭৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মু'মিনের চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও বিপদে-আপদে মু'মিনের চরিত্রে কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মু'মিন ব্যক্তি যখন কোন কল্যাণকর বিষয় লাভ করে তখন সে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে। যাতে করে সে আরো কল্যাণকর বস্তু লাভ করতে পারে এবং সকল ক্ষতিকর বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে পারে। আর যখন তাকে কোন বিপদ পেয়ে বসে তখনও সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং এ বিপদের ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরিচয় দেয় যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এ বিপদ দূর করে না দেন।

আল্ ক্বারী বলেন, এ হাদীস এ কথাও প্রমাণ করে যে, ঈমানের দু'টি অংশ। একটি অংশ হল, সবর তথা ধৈর্য। আর অপর অংশ হল, শুকর তথা গুণকীর্তন করা। ইবনু মালিক বলেন, বিপদের সময় শুকরিয়া আদায় করার উদ্দেশ্য হল, এর দ্বারা আল্লাহ বড় ধরনের সাওয়াব দান করবেন। আর সাওয়াব তো অনেক বড় নি'আমাত।

---

[৭৭২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩১২৮, আহমাদ ১১৬২২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১১৩, ইরওয়া ৩/৭৬৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৬৮, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৬৯০। কারণ এর সানাদে পরস্পর তিনজন রাবী য'ঈফ। প্রথমতঃ 'আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী, দ্বিতীয়তঃ তার ছেলে হাসান, তৃতীয়তঃ তার নাতী মুহাম্মাদ।

[৭৭৩] **সহীহ :** আহমাদ ১৪৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৫৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৪০।

এ হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, মু'মিন তার প্রতিটি কাজে সাওয়াব পাবে এমন কি সে তার পরিবারের জন্য যা ব্যয় করে তারও সাওয়াব পাবে। তবে তার প্রতিটি কাজ শারী'আত তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাপকাঠিতে হতে হবে।

١٧٣٤ - [١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يُصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ. فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ﴾. [الدخان ٤٤: ٢٩]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৭৩৪-[১৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক মু'মিনের জন্য দু'টি দরজা রয়েছে। একটি দরজা দিয়ে তার নেক 'আমাল উপরের দিকে উঠে। আর দ্বিতীয়টি দিয়ে তার রিয্‌ক্ব নীচে নেমে আসে। যখন সে মৃত্যুবরণ করে, এ দু'টি দরজা তার জন্য কাঁদে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি। তিনি বলেছেন, "এ কাফিরদের জন্য না আকাশ কাঁদে আর না জমিন"– (সূরাহ্ আদ্ দুখান ৪৪ : ২৯)। (তিরমিযী)[৭৭৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি মু'মিন ব্যক্তির গুরুত্ব ও ফাযীলাতের কথা গুরুত্বের সাথে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। হাদীসটি এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, মু'মিন ব্যক্তির জন্য আসমানে দু'টি দরজা রয়েছে। একটি দরজা দিয়ে তার নেক 'আমালসমূহ আসমানে উত্তোলন করা হয়। অর্থাৎ তা দুনিয়ায় লেখার পর আসমানে লেখার স্থানে। দুনিয়ার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) দুনিয়ায় বসে লেখে আর আসমানের মালায়িকাহ্ ঐ দরজায় বসে লেখে। আর অপর দরজা দিয়ে মু'মিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকার জন্য রিয্‌ক্ব তথা খাদ্য ব্যবস্থা অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর মু'মিন ব্যক্তি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন উভয় দরজা তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে। অর্থাৎ তার বিয়োগ বেদনায় ক্রন্দন করে। কেউ বলেন, তারা কাঁদে না বরং কষ্ট পায়।

ইবনু মালিক বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছে এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহকে জানে।

١٧٣٥ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ». فَقَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِيْ لَنْ يُصَابُوْا بِمِثْلِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৭৩৫-[১৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তির দু'টি সন্তান শৈশবে মারা যাবে, আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (এ কথা শুনে) 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, আপনার উম্মাতের যে ব্যক্তির একটি মারা যাবে? তিনি বললেন, যার একটি শিশু সন্তান মারা যাবে তার জন্যও, হে যথাযোগ্য প্রশ্নকারিণী! 'আয়িশাহ্ (রাঃ) এবার

[৭৭৪] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩২৫৫, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫২১৪। কারণ এর সানাদে মূসা ইবনু 'উবায়দাহ্ এবং ইয়াযীদ ইবনু আবান আর্ রুক্বাশী দু'জনই য'ঈফ রাবী।

বললেন, যার একটি বাচ্চাও মরেনি, তার জন্য কি শুভ সংবাদ? তিনি বললেন, আমিই আমার উম্মাতের জন্য এ অবস্থানে। কারণ আমার মুসীবাত বা মৃত্যুর চেয়ে আর বড় কোন মুসীবাত তাদের স্পর্শ করতে পারে না। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীস গরীব)[৭৭৫]

ব্যাখ্যা : আমার বিয়োগ ব্যথার মতো তাদের জন্য আর কোন ব্যথ্যা নেই।

আলোচ্য হাদীসে ঐ সকল মু'মিন পিতা-মাতার ফাযীলাতের কথা বলা হয়েছে, যাদের জীবদ্দশায় তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মারা যায়। আলোচ্য হাদীসে فرط (অগ্রদূত) বলার কারণ হল, এরা পিতা-মাতার আগে জান্নাতে প্রবেশ করে। ইমাম ত্বীবী বলেন, فرط বলা হয় এমন লোকদের যারা কাফেলার আগে চলে অগ্রদূত হিসেবে। এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তির এক বা একাধিক নাবালেগ সন্তান তার পূর্বে ইন্তিকাল করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

আলোচ্য হাদীসে এ কথাগুলো বলা হয়েছে, যার কোন فرط তথা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মারা না যাবে তাদের জন্য فرط হবেন স্বয়ং রসূল ﷺ। অর্থাৎ রসূল ﷺ শাফা'আত করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

١٧٣٦ -[١٥] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى أَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ؟ فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ. فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُوْلُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৭৩৬-[১৫] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দার সন্তান মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা মালাকগণকে (ফেরেশ্‌তাদেরকে) বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবয করেছ? তারা বলেন, জ্বি হ্যাঁ, করেছি। তারপর তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দার হৃদয়ের ফলকে কবয করেছ? তারা বলেন, জ্বি হ্যাঁ, করেছি। তারপর আল্লাহ বলেন, (এ ঘটনায়) আমার বান্দা কি বলেছে? তারা বলেন, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইস্‌তিরজা' (*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জিঊন*) পড়েছে। এবার আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং এ ঘরটির নাম রাখো 'বায়তুল হাম্‌দ'। (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)[৭৭৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ঐ সব মু'মিন পিতা-মাতাকে ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যাদের জীবদ্দশায় তাদের ছোট ছোট সন্তান মারা যায়। আলোচ্য হাদীসে বলা হচ্ছে যে, যখন কোন মু'মিন পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সন্তান মারা যায় আর তারা এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান আশা করে তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ সন্তানের জন্য এমন একটি ঘর নির্মাণ করে দেন, যার নাম রাখা হয় 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসার ঘর)।

---

[৭৭৫] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৬২, আহমাদ ৩০৯৮, শামায়েল ৩৩৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২৩৭, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮০১। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু বারিক্ব আল হানাফী যাকে ইমাম নাসায়ীসহ আরও অনেকে য'ঈফ বলেছেন।

[৭৭৬] **হাসান লিগায়রিহী :** তিরমিযীর ১০২১, ইবনু হিব্বান ২৯৪৮, রিয়াযুস সলেহীন ৯২৭, সহীহ আত্ তারগীব ২০১২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৯৫।

ইমাম ক্বারী (রহঃ) বলেন, হাদীসে ঘরকে হাম্‌দের সাথে ইযাফাত করার কারণ হল এই যে, যেহেতু সে বিপদের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা করেছে। আর ঐ ঘরখানা তো প্রশংসারই প্রতিদান। তাই তার নামকরণ করা হয়েছে 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসার ঘর)।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাগণকে) এ কথা সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের বিপদাপদে অধিক ধৈর্যের ভিত্তিতে অধিক মর্যাদা দিতে চান।

١٧٣٧ ـ[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ الرَّاوِي وَقَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوْقَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوْفًا.

১৭৩৭-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিপদাপন্নকে সান্ত্বনা দেবে, তাকেও বিপদগ্রস্তের সমান সাওয়াব দেয়া হবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি এ হাদীসটিকে 'আলী ইবনু 'আসিম ছাড়া আর কোন ব্যক্তি হতে মারফূ' হিসেবে পাইনি। ইমাম তিরমিযী এ কথাও বলেন যে, কোন কোন মুহাদ্দিস এ বর্ণনাটিকে মুহাম্মাদ ইবনু সূকা হতে এ সানাদে 'মাওকূফ' হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।)[৭৭৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এমন ব্যক্তির ফাযীলাতের কথা বলা হয়েছে যে, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। বলা হচ্ছে যে, যখন কোন বিপদগ্রস্ত মু'মিন ব্যক্তিকে অপর কোন মু'মিন ব্যক্তি সান্ত্বনা দেয় তাহলে সে ততটুকু সাওয়াব পাবে যতটুকু সাওয়াব বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সান্ত্বনা দেয়ার পাশাপাশি দু'আ করতে হবে, যাতে সে তাড়াতাড়ি বিপদমুক্ত হয়ে যায়। তাকে বুঝাতে হবে যে, তোমার এ বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে বড় প্রতিদান দেবেন। তোমার উচিত ধৈর্যধারণ করা। আর এখন তোমার খাদ্য হল শুকর অর্থাৎ তুমি এখন আল্লাহর শুকরের মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ কর। তাহলে সান্ত্বনা দানকারী তার মতো সাওয়াব পাবে। কেননা ভাল কাজের নির্দেশ দাতা ভাল কাজ আদায়কারীর সমান সাওয়াব পাই। যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণ করতে হবে।

কেউ বলেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ধৈর্য ও শুকরের মাধ্যমে যে সাওয়াব বা প্রতিদান পাবে তাকে সান্তনা দানকারী ব্যক্তিও অনুরূপ প্রতিদান পাবে।

١٧٣٨ ـ[١٧] وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

১৭৩৮-[১৭] আবূ বারযাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সন্তানহারা নারীকে সান্ত্বনা যোগাবে তাকে জান্নাতে খুবই উত্তম পোশাক পরানো হবে। (তিরমিযী, তিনি এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।)[৭৭৮]

---

[৭৭৭] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৭৩, ইবনু মাজাহ্ ১৬০২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৮৮, ইরওয়া ৩/৭৬৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৫৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৬৯৬। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে রাবী 'আলী ইবনু 'আসিম তার ভুলের উপর অটল থাকার কারণে য'ঈফ।

[৭৭৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৭৬, শু'আবুল ঈমান ৮৮৪২, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৬০, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৬৯৫। কারণ এর সানাদে মুনইয়াহ্ বিনতু 'উবায়দ ইবনু আবী বারযাহ্ একজন অপরিচিত রাবী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে সন্তান হারা মাকে সান্ত্বনা দানের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে ثكلى বলতে এমন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে যে, তার সন্তান হারিয়ে ফেলেছে। কেউ যদি এ ধরনের মহিলাকে সান্ত্বনা দেয়, তাহলে তাকে জান্নাতের মধ্যে উচ্চ মানের পাড়যুক্ত চাদর পরিয়ে দেয়া হবে।

আল্লামা মানাবী তার শারহুল জামিউস সাগীর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, কোন যুবতী নারীকে তার স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

١٧٣٩ -[١٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

১৭৩৯-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফার-এর ইন্তিকালের খবর আসার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আহলে বায়তকে) বললেন, তোমরা জা'ফারের পরিবার-পরিজনের জন্য খাবার তৈরি করো। কেননা তাদের ওপর এমন এক বিপদ এসে পড়েছে, যা তাদেরকে রান্নাবান্না করে খেতে বাধা সৃষ্টি করবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৭৭৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম হিজরীতে তাবূকের যুদ্ধে যখন জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহীদ হন এবং এ খবর তার পরিবারের কাছে পৌঁছে তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা জা'ফারের পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত কর। কেননা তাদের কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে তারা সে কষ্টের কারণে বিপদের মধ্যে অবস্থান করছে।

মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের উচিত মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো। কেননা, তারা বিপদের মধ্যে বর্তমান আছে। এ সময় তাদেরকে বুঝিয়ে আদর-যত্ন করে কিছু খাওয়ানো উচিত। কেননা তারা বিপদের মধ্যে খাওয়ার কথা ভুলে যায় এবং খেতে আগ্রহী থাকে না।

ইমাম তিরমিযী বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য কিছু পাঠানো মুস্তাহাব। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস এ দিকে ইঙ্গিত বহন করেছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য তার নিকট আত্মীয় এবং প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খাদ্য পাঠানো মুস্তাহাব। ইবনু হুমাম বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে যিয়াফাত তথা খাবার খাওয়ানো মাকরূহ তথা শারী'আতের অপছন্দনীয় কাজ, যা নিকৃষ্ট বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে লোকজন জমা করে খাবার পরিবেশন করা সম্পূর্ণ বিদ্'আত ও মাকরূহ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٤٠ -[١٩] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৭৭৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩১৩২, আত্ তিরমিযী ৯৯৮, ইবনু মাজাহ্ ১৬১০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১০১৫।

১৭৪০-[১৯] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা হয় ক্বিয়ামাতের দিন সে মৃতকে এ মাতমের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে নিষেধ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদলে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা হলে ক্বিয়ামাত দিবসে শাস্তি প্রদান করা হবে। আলোচ্য হাদীসে এ কথার দলীল যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা হারাম। কেননা সে কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। আর এরূপ শাস্তি হবে সেক্ষেত্রে যখন মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় এরূপ কান্নাকাটি ও বিলাপের জন্য ওয়াসিয়্যাত করে গিয়ে থাকে বা অপছন্দ করে না থাকে।

١٧٤١ -[٢٠] وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُولُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى يَهُودِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৪১-[২০] 'আম্‌রাহ্ বিনতু 'আবদুর রহ্‌মান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তাকে বলা হল যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেছেন, জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আবূ 'আবদুর রহ্‌মানকে (ইবনু 'উমারের উপনাম নাম) মাফ করুন। তিনি মিথ্যা কথা বলেননি। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন অথবা ইজতিহাদী ভুল করেছেন। (ব্যাপার হলো) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন ইয়াহূদী মহিলার ক্ববরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন তার ক্ববরের পাশে লোকজন কাঁদছে। এ দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এর আত্মীয়-স্বজনরা তার জন্য কাঁদছে, আর এ মহিলাকে তার ক্ববরে 'আযাব দেয়া হচ্ছে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন না করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির যে কেউ কাঁদলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। চাই সে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য হোক বা না হোক। সুতরাং হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে কান্নার বিষয়টি শুধু পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়নি। অপর বর্ণনায় আছে যে, তার শাস্তি হয় তার পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে। কেননা, সাধারণত মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকেরাই ক্রন্দন করে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, ইমাম নাবাবী (রহঃ) 'উলামায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করে বলেন, এখানে মৃত ব্যক্তিকে যে কান্নার কারণে শাস্তি দেয়া হয় তা হল, বিলাপসহ উচ্চৈঃস্বরে কান্না। কেউ যদি শুধু চোখের পানি ছেড়ে বিনা আওয়াজে কাঁদে তাহলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয় না।

---

[৭৮০] **সহীহ :** বুখারী ১২৯১, মুসলিম ৯৩৩, আত্ তিরমিযী ১০০০, আহমাদ ১৮২৩৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২০৯৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৬৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১১৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২০।

[৭৮১] **সহীহ :** বুখারী ১২৮৯, মুসলিম ৯৩২, আত্ তিরমিযী ১০০৬, মুয়াত্ত্বা মালিক ৮০৩, আহমাদ ২৪৭৫৮, ইবনু হিব্বান ৩১২৩, সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১৯৯৫; শব্দ বিন্যাস মুসলিমের।

এ হাদীসের শেষ অংশে বলা হচ্ছে যে, রসূল ﷺ এক ইয়াহূদী মহিলার ক্ববরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং দেখলেন যে, তার জন্য কান্না করা হচ্ছে, তখন রসূল ﷺ বললেন, তাকে ক্ববরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এখানে মূলত তাকে তার কুফ্‌রীর জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে। জীবিতদের কান্নার কারণে নয়। কেননা সে এমনিতেই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

١٧٤٢ -[٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: أَلَا تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذٰلِكَ. ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ادْعُهُ فَرَجَعْتُ إِلٰى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ لَا وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنْ: إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى﴾ [الإسراء١٧: ١٥]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ: وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكٰى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৪২-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান-এর কন্যা মাক্কায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা তার জানাযাহ্ ও দাফনের কাজে যোগ দিতে মাক্কায় এলাম। ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাসও এখানে আসলেন। আমি এ দু'জনের মধ্যে বসেছিলাম। এমন সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'আম্‌র ইবনু 'উসমানকে বললেন, আর তিনি তখন তাঁর মুখোমুখি বসেছিলেন। তুমি (পরিবারের লোকজনকে আওয়াজ করে) কান্নাকাটি করতে কেন নিষেধ করছ না? অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির জন্য 'আযাব দেয়া হয়। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ধরনের কথা বলতেন। তারপর তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন, "আমি যখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মাক্কাহ্ হতে ফেরার পথে 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, হঠাৎ করে 'উমার একটি কাঁকর গাছের ছায়ার নীচে এক কাফেলা দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি ওখানে গিয়ে দেখো কাফেলায় কে কে আছে। আমি সুহায়বকে দেখতে পাই। ইবনু 'আব্বাস বলেন, আমি ফিরে এসে 'উমারকে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আনো। আমি আবার সুহায়ব-এর নিকট গেলাম। তাকে বললাম, 'চলুন, আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের সাথে দেখা করুন।' এরপর যখন মাদীনায় 'উমারকে আহত করা হলো,

সুহায়ব কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে এলেন এবং বলতে থাকলেন, হায় আমার ভাই, হায় আমার বন্ধু! (এটা কি হলো!) সে অবস্থায়ই 'উমার বললেন, সুহায়ব! তুমি আমার জন্য কাঁদছ অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির দরুন'আযাব দেয়া হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বলেন, যখন 'উমার رضي الله عنه ইন্তিকাল করলেন, আমি এ কথা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর কাছে বললাম। তিনি শুনে বলতে লাগলেন, আল্লাহ তা'আলা 'উমারের উপর দয়া করুন। কথা এটা নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেননি যে, পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির জন্য মৃত ব্যক্তিকে 'আযাব দেয়া হয়। বরং আল্লাহ তা'আলা পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির জন্য কাফিরের 'আযাব বাড়িয়ে দেন। তারপর 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বললেন, কুরআনের এ আয়াতই দলীল হিসেবে তোমাদের জন্য যথেষ্ট, অর্থাৎ "কোন ব্যক্তি অন্য কারো বোঝা বহন করবে না"– (সূরাহ্ ইসরা ১৭ : ১৫)। ইবনু 'আব্বাস বলেন, এ আয়াতের মর্মবাণীও প্রায় এ রকমই, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই হাসান ও কাঁদান। ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এসব কথা শুনার পর কিছুই বললেন না। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। আর কোন কাফিরের জন্য কাঁদলে তার শাস্তিকে বাড়িয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ কোন মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুতে যদি তার পরিবারের লোকেরা উচ্চ আওয়াজে বিলাপ সহকারে কাঁদে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুতে উচ্চ আওয়াজে বিলাপসহ কাঁদে তবে তাকে নিষেধ করতে হবে। হাদীসের শেষাংশে দেখা যাচ্ছে যে, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, মৃত মু'মিন ব্যক্তির পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয় না। আর কাফিরের পরিবারের কান্নার কারণে তার শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ কাফির তো এমনিতেই শাস্তি ভোগ করে আর তার পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে তার চলমান শাস্তি বাড়িয়ে দেয়া হয়।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। কাফিরদের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরাহ্ আন্ নাহ্ল-এ ৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের ওপর 'আযাবের উপর আমার বৃদ্ধি করে দেব।

সূরাহ্ আন্ নাবা'র ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের 'আযাব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করা হয় না। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কাফিরদের শাস্তির উপর শস্তি বাড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, বান্দার কান্না-হাসি, আনন্দ-দুঃখ এ সবই আল্লাহ পক্ষ থেকে। তাই এগুলোর দ্বারা কোন প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য কেউ কাঁদলে তকে শাস্তি দেয়া ও না দেয়া সবই তাঁর হাতে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ হাদীস মানুষের সাধারণ কান্নাকে জায়িয করেছে।

١٧٤٣ - [٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِيْ شَقَّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ: انْهَهُنَّ فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ

[৭৮২] সহীহ : বুখারী ১২৮৬, ১২৮৭, ১২৮৮, মুসলিম ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৫৫৮।

غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ» . فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ العناء. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৪৩-[২২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মূতার যুদ্ধে) ইবনু হারিসাহ্, জা'ফার ও ইবনু রাওয়াহার শাহাদাতের খবর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে পৌছালে তিনি (মাসজিদে নাবাবীতে) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোক-দুঃখের ছায়া পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আমি দরজার ফোকর দিয়ে তাঁর অবস্থা দেখছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর খিদমাতে বলতে লাগল, জা'ফারের পরিবারের মেয়েরা এরূপ এরূপ করছে (অর্থাৎ তাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করল)। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ওদের কাছে গিয়ে কাঁদতে নিষেধ করার হুকুম দিলেন। লোকটি চলে গেল। (কিছুক্ষণ পর) দ্বিতীয়বার এসে বলল, মহিলারা কোন কথা মানছে না। আবারও তিনি তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ করে তাকে পাঠালেন। লোকটি চলে গেল। তাদেরকে নিষেধ করল। (কিছুক্ষণ পর) সে তৃতীয়বার ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! তারা আমার ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার কথা মানছে না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার ধারণা হলো, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবেন : তাদের মুখে মাটি ঢেলে দাও। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি মনে মনে (ওই ব্যক্তিকে) বললাম, তোমার মুখে ছাই পড়ুক, তুমি কেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে হুকুম দিচ্ছেন তা পালন করলে না? আর তুমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দুঃখ দেয়া হতে বিরত হচ্ছ না। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মূতার যুদ্ধের বর্ণনার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ক্রন্দন করার হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনজন সেনাপতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তারা হলেন, যায়দ ইবনু হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তারা সকলে মূতার যুদ্ধে শাহীদ হন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এদের মধ্যে সেনাপতি হিসেবে যায়দ ইবনু হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মনোনীত করেন। এরপর বলেন, যদি যায়দ শাহীদ হয় তাহলে জা'ফার সেনাপতি হবে। যদি সেও শাহীদ হয় তাহলে 'আবদুল্লাহ সেনাপতি হবে। সে শহীদ হলে মুসলিমরা পরামর্শের মাধ্যমে সেনাপতি নির্ধারণ করবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কথা থেকে বুঝা যায়, তারা তিনজন মূতার যুদ্ধে শাহীদ হবেন। আর হয়েছিলেনও তাই।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যখন এ তিন সেনাপতির শাহীদ হওয়ার কথা জিবরীল (আলায়হিস সালাম) মারফত পৌঁছল, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসজিদের মিম্বারে বসলেন এবং শাহীদদের সম্পর্কে সহাবীদের খবর দিলেন।

জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দু'টি হাত শত্রুরা কেটে নেয়। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জা'ফারকে দু' হাতের পরিবার্তে দু'টি ডানা দিয়েছেন, যা দ্বারা সে জান্নাত ঘুরে বেড়াবে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাদের সম্পর্কে কথা বলছিলেন, তখন তাকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল।

জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের কথা শুনে স্ত্রী কান্না করতে লাগলেন। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে বললেন, তাকে কাঁদতে নিষেধ কর। এ কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে কান্না করা যাবে না। সর্বাবস্থায় ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

---

[৭৮৩] **সহীহ :** বুখারী ১২৯৯, মুসলিম ৯৩৫, ইবনু হিব্বান ৩১৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭০৮৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৩১।

١٧٤٤ -[٢٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْهُ؟» مَرَّتَيْنِ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৪৪-[২৩] উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামাহ্ মৃত্যুবরণ করলে আমি বললাম, আবূ সালামাহ্ মুসাফির ছিলেন, মুসাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। অর্থাৎ মাক্কার লোক মাদীনায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমি তাঁর জন্য এমনভাবে কাঁদব যে, আমার কান্নাকাটি সম্পর্কে লোকেরা আলোচনা করবে। আমি কান্নাকাটি করার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ একজন মহিলা এসে আমার সাথে কাঁদতে চাইল। এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন। তিনি বললেন, এই ঘর হতে আল্লাহ দু'বার শায়ত্বনকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা তাকে পুনরায় এখানে আনতে চাও? উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তাঁর এ হুঁশিয়ারী শুনে আমি (কান্নাকাটি) করা হতে চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি আর কাঁদিনি। (মুসলিম)[৭৮৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে আবূ সালামাহ্ বলতে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর প্রথম স্বামীর কথা বলা হয়েছে।

আবূ সালামার ক্ষেত্রে غريب ও غريب শব্দ প্রয়োগের কারণ হল, তিনি ছিলেন মাক্কার লোক। কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেন মাদীনাতে।

হাদীসের ভাষ্য মতে দেখা যাচ্ছে যে, উম্মু সালামার প্রথম স্বামী মারা গেলে তিনি অত্যধিক ক্রন্দন করতে ইচ্ছা করেছিলেন এবং একজন নারী তাকে কান্নার ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তখন রসূল ﷺ উক্ত মহিলার কাছে আসলেন এবং বললেন, তুমি কি ঘরের মধ্যে শায়ত্বনকে প্রবেশ করাতে চাও। আল্লাহ তা'আলা তাকে তো ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। এ কথা রসূল ﷺ দু'বার বললেন। এ কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে ঘরে বিলাপ করে কান্না করা হয়, সে ঘরে শায়ত্বন প্রবেশ করে।

আল্লাহ শায়ত্বনকে বের করে দিয়েছেন এর অর্থ হল, এ ঘরের অধিবাসীকে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে হিফাযাত করেছেন এবং শায়ত্বনকে এ ঘর থেকে দূর করে দিয়েছেন।

এরপর উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা কান্না বন্ধ করে দিলেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোন বিষয়ে পূর্ব জ্ঞান থাকলে সে বিষয়ে শারী'আতের কোন বিধান অবগত হলে সাথে সাথে তা মেনে নিতে হবে।

একজন নারী উম্মু সালামাকে কান্নার সময় সাহায্য করতে চাইল। অর্থাৎ উম্মু সালামাহ্ উক্ত নারীকে কাঁদাতে চাইলেন। যে কারণে রসূল ﷺ ঘরে শায়ত্বনের প্রবেশ করার কথা বললেন। সুতরাং এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে কান্নার সময় ক্রন্দনকারীকে সহযোগিতা করা যাবে না। বরং তাকে না কাঁদার জন্য উপদেশ দিতে হবে।

---

[৭৮৪] **সহীহ :** মুসলিম ৯২২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২৯।

١٧٤٥ -[٢٤] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذٰلِكَ؟ زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৪৫-[২৪] নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্, (কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে) জ্ঞান হারালেন। তাঁর বোন 'আমরাহ্ কেঁদে কেটে বলতে লাগল, হে পর্বতসম ভাই! হে আমার এমন ভাই! তেমন ভাই! অর্থাৎ এভাবে তাঁর ভাইয়ের খ্যাতির বর্ণনা করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহার জ্ঞান ফিরলে বোনকে বললেন, তুমি আমাকে নিয়ে যখন যা বলেছ, আমাকে তখনই জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এসব গুণে গুণী আমি কিনা? অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণনা এসেছে, যখন 'আবদুল্লাহ (মূতার যুদ্ধে) তখন তার বোন 'আম্‌রাহ্ আর তাঁর জন্য কাঁদেননি। (বুখারী)[৭৮৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করতে নিরুৎসাহিত করেছে। এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য ক্রন্দন করা যাবে। তবে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জন্য বিলাপ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একবার অসুস্থতার কারণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তখন তার বোন অত্যধিক ক্রন্দন করেন এবং বিলাপ করতে থাকেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এ রোগে মারা যায়নি বরং তিনি ৮ম হিজরীতে মূতার যুদ্ধে শাহীদ হন।

١٧٤٦ -[٢٥] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحْوَ ذٰلِكَ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهِ وَيَقُولَانِ: أَهٰكَذَا كُنْتَ؟». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

১৭৪৬-[২৫] আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তার আপন ক্রন্দনকারীরা এ কথা বলে কাঁদে, হে আমার পাহাড়তুল্য অমুক! হে সরদার! ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ মৃত ব্যক্তির নিকট দু'জন মালাক (ফেরেশ্‌তা) প্রেরণ করেন, যারা তার বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা মারে আর জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এমনই ছিলে? (তিরমিযী; এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান)[৭৮৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মৃত ব্যক্তি উদ্দেশে তার জীবিত সময়ের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে উল্লেখ করে বিলাপ করে ক্রন্দন করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, যখন কারো মৃত্যুকে মানুষ পাহাড়সম বিপদের সাথে তুলনা করে এবং তার মৃত্যুর পূর্বের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে ক্রন্দন করে তখন 'আযাবের মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) তাকে শাস্তি দিতে থাকে। আর তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে থাকে। সুতরাং আমাদের উচিত এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য নীরবে চোখের পানি ফেলে মাগফিরাত কামনা করা।

---

[৭৮৫] **সহীহ :** বুখারী ৪২৬৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৭২৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৫৩।

[৭৮৬] **হাসান লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ১০০৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫২২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭৮৮।

١٧٤٧ -[٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

১৭৪৭-[২৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবারের কোন একজন (যায়নাব) মারা গেলেন। তখন কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে লাগল। এ অবস্থায় 'উমার (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ করলেন, আর ভাগিয়ে দিতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ অবস্থা দেখে বললেন, 'উমার! এদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ এদের চোখ কাঁদছে, হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, আর মৃত্যুর সময়ও নিকটবর্তী। (আহ্মাদ, নাসায়ী)[৭৮৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য নীরবে কান্না করা জায়িয আছে। এখানে রসূল (সাঃ)-এর পরিবারের লোক বলে তাঁর কন্যা যায়নাব (রাযিঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। তার মৃত্যুতে মহিলারা একত্রিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলে 'উমার (রাযিঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তখন রসূল (সাঃ) 'উমারকে বললেন, তাদেরকে কান্নার সুযোগ দাও।

দেখা যাচ্ছে, এ হাদীসটি এ অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীসের বিরোধী। আসলে তা নয়। এর সমাধানে মুহাদ্দিসীনগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। যেমন, আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন, তাদের কান্না ছিল নীরবে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে, যাতে কোন উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ছিল না। আর এ ধরনের কান্নার ব্যাপারে রসূল (সাঃ) তার উম্মাতকে ছাড় দিয়েছেন।

আল্লামা ক্বারী (রহঃ) বলেন, তারা শব্দ করে কাঁদছিলেন। তবে তা উচ্চৈঃস্বরে ছিল না।

এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, অন্তরের মধ্যে দুঃখ উপলব্ধি হয় এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে চোখের পানি বিসর্জনের মাধ্যমে। বিপদের সময়ের নিকটবর্তী হলো। সুতরাং বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। তারপরও মু'মিনকে সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।

١٧٤٨ -[٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَتِ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَهْلًا يَا عُمَرُ» ثُمَّ قَالَ: «إِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৭৪৮-[২৭] ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কন্যা যায়নাব (রাযিঃ) মারা গেলে মহিলারা কাঁদতে লাগল। 'উমার (রাযিঃ) হাতের কোড়া দিয়ে তাদেরকে আঘাত করলেন। এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'উমারকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'উমার! কোমল হও। আর মহিলাদের বললেন, তোমরা তোমাদের গলার আওয়াজ শায়ত্বন থেকে দূরে রাখো (অর্থাৎ চিৎকার করে ইনিয়ে বিনিয়ে

---

[৭৮৭] **য'ঈফ :** নাসায়ী ১৮৫৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৯৪৭, আহমাদ ৫৮৮৯। কারণ এর সানাদে রাবী সালামাহ্ ইবনু আল আরযাক্ব একজন দুর্বল রাবী। হাফিয যাহাবী তাকে মাজহূল বলেছেন।

কেঁদ না।) তারপর বললেন, যা কিছু চোখ (অশ্রু) ও হৃদয় (দুঃখ বেদনা ও শোক-তাপ) বের হয় তা আল্লাহর তরফ থেকেই বের হয়। এটা হয় রহ্‌মাতের কারণে। আর যা কিছু হাত ও মুখ হতে বের হয় তা হয় শায়ত্বনের তরফ হতে। (আহ্‌মাদ)[৭৮৮]

ব্যাখ্যা : যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বড় মেয়ে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূওয়্যাতের পূর্বে যায়নাবের প্রথম বিবাহ হয়, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। তার খালাত ভাই আবুল 'আস ইবনু রাবী তাকে বিবাহ করেন। যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাদ্‌র যুদ্ধের পরে তিনি হিজরত করে মাদীনায় চলে আসেন। অষ্টম হিজরীর শুরুর দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান ছিল। পুত্রের নাম 'আলী এবং মেয়ের নাম উমামাহ্। 'আলী পরিণত বয়সে তার পিতার জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। আর উমামাকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত স্নেহ করেন। ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ইন্তিকালের পরে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমামাকে বিবাহ করেন।

এ হাদীসে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মুখ চাপড়ানো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও শোক গাঁথা কবিতা আবৃত্তি করা এবং বিলাপ সহ ক্রন্দন করাকে শায়ত্বনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয় ব্যতীত শুধু অন্তরের দুঃখ-কষ্ট ফুটিয়ে তোলার জন্য যে চোখের পানি প্রবাহিত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহ্‌মাত।

এখানে যেসব কাজ হাত দ্বারা সংঘটিত হয় তা হল, মুখ চাপড়ানো, গলায় আঘাত করা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও চুল ছিঁড়ে ফেলা। এ কাজগুলো শায়ত্বনের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং শারী'আতে এগুলো নিষিদ্ধ মুখ দিয়ে যে সকল কাজ হয়ে থাকে তা হল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, বিলাপ করা ও এমন সব কথা বলা, যাতে আল্লাহ অখুশী হন। এ সব শায়ত্বনের পক্ষ থেকে এবং শারী'আতে এসব কাজ নিষিদ্ধ।

١٧٤٩ ـ [٢٨] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهٖ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعَتْ صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا؟ فَأَجَابَهُ اٰخَرُ: بَلْ يَئِسُوْا فَانْقَلَبُوْا.

১৭৪৯-[২৮] ইমাম বুখারী সানাদবিহীন তা'লীক্ব পদ্ধতিতে উল্লেখ করেন যে, যখন হাসান ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছেলে (ইমাম) হাসান মারা যান, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর ক্ববরের উপর এক বছর পর্যন্ত তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন। তাঁবু ভাঙার পর অদৃশ্য হতে শুনতে পেলেন, "এ তাঁবু খাটিয়ে কি তারা হারানো ধন ফিরে পেলো?" এ কথার জবাবে আবার (অদৃশ্য হতেই) অন্য একজন বলল, না! বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে।[৭৮৯]

ব্যাখ্যা : তা'লীক্ব বলা হয় সানাদবিহীন হাদীসকে। এ হাদীসে ক্ববরের উপর তাঁবু বা সামিয়ানা তৈরি করে রাখাকে তিরস্কার করা হয়েছে। এখানে হাসান ইবনু হাসান অর্থাৎ হাসানের ছেলে হাসান আর তার স্ত্রী ফাত্বিমাহ্ বিনতে হুসায়ন। তারা একদিকে যেমন স্বামী-স্ত্রী, অপরদিকে চাচাত ভাই-বোন। যখন হাসান ইবনু হাসান মারা যায় তখন তার স্ত্রী ফাত্বিমাহ্ বিনতু হুসায়ন তার ক্ববরের উপর এক বছর তাঁবু তৈরি করে রাখেন। অতঃপর তিনি তা উঠিয়ে নেন। উঠিয়ে নেয়ার পর তিনি শুনতে পান দু'জন লোক একজন আরেক

---

[৭৮৮] **য'ঈফ :** আহমাদ ২১২৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৮৬৯, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩৩৬১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২২১৫। আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনে জাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী এবং ইউসুফ ইবনু মিহরান হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

[৭৮৯] ইমাম বুখারী (রহঃ) (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اِتِّخَاذِ مَسَاجِدِ قُبُوْرًا) অধ্যায়ে সানাদ ছাড়াই এটি বর্ণনা করেছেন।

জনকে বলছে যে, সে যা হারিয়েছে তা কি ফিরে পেয়েছে? তখন অপরজন বলল, না বরং নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এখানে দু'জন চিৎকারকারী হলেন, কোন মু'মিন জিন্ অথবা মালাক (ফেরেশতা)।

এ হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ক্ববরের উপর তাঁবু তৈরি করা মাকরূহ। আর ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ কথার উপরই রায় দিয়েছেন। আর এটাই সত্য।

ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) ক্ববরের উপর তাঁবু বা সামিয়ানা তৈরি করাকে মাকরূহ বলেছেন। সহাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি ওয়াসিয়াত করে যান যে, তার ক্ববরে যেন কোন তাঁবু টানানো না হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় কিতাব বুখারীতে এ হাদীসটিকে "ক্ববরের উপর মাসজিদ বানানো ঘৃণিত কাজ" নামক অধ্যায়ে বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, তার কাছেও ক্ববরে তাঁবু টানানো মাকরূহ। সুতরাং কোন ভাবেই ক্ববরের উপর তাঁবু টানানো যাবে না।

١٧٥٠ ـ[٢٩] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي بَرْزَةَ قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصَنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذٰلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৭৫০-[২৯] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ও আবূ বারযাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক জানাযায় গিয়েছিলাম। ওখানে এমন কিছু লোককে দেখা গেল, যারা শোকের চিহ্নের জন্য তাদের গায়ের চাদর খুলে রেখে শুধু জামা পরে হাঁটছে। (এ অবস্থা দেখে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি জাহিলিয়্যাতের কার্যক্রমের (মূর্খতা ও অজ্ঞতার) উপর 'আমাল করছ অথবা জাহিলিয়্যাতের কার্যক্রমের মতো কার্যক্রম অবলম্বন করছ? তারপর তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে এমন বদ্‌দু'আ করতে যাতে তোমরা ভিন্ন আকৃতি নিয়ে (অর্থাৎ বানর বা শুয়োরের আকৃতিতে) ঘরে ফিরে যাও। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে তারা তাদের চাদরগুলো গায়ে পড়ল। এরপর কখনো তারা এমনটি করেনি। (ইবনু মাজাহ)[৭৯০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে শোক প্রকাশের জন্য প্রচলিত পোশাকের পরিচর্যা করে লাশের সাথে হাঁটতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ জাতীয় কাজ জাহিলী যুগের লোকদের কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে। কেননা তাদের প্রচলিত পোশাক ছিল জামার উপর চাদর পরা। শোক প্রদর্শনের জন্য তারা জামার উপর চাদর তুলে রাখতো। যারা এ জাতীয় কাজ করবে তাদের জন্য রসূল ﷺ-এর সতর্ক বাণী হল, আমার ইচ্ছা হয় যে, তোমাদের চেহারা বিকৃতির জন্য বদ্‌দু'আ করি।

এ ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এটা চেহারা বিকৃত হয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভাবনা রাখে।

মীরাক বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তোমরা এমন অবস্থায় তোমাদের বাড়ীতে ফিরবে যে, তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। অথবা তোমরা যে অবস্থায় আছ তা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

মূলত এ কথা দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সাথে তথা লাশের সাথে উলঙ্গ শরীরে হাটা যাবে না। এ হাদীসটি দুর্বল সানাদে ইবনু মাজাতে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৭৯০] **মাওযূ'** : ইবনু মাজাহ্ ১৪৮৫। কারণ এর সানাদে রাবী নুফাই ইবনুল হারিস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনুল মা'ঈনসহ আরো অনেকে তাকে কাযযাব বলেছেন।

١٧٥١ - [٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

১৭৫১-[৩০] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে জানাযায় শারীক হতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন যে জানাযার সাথে মাতমকারী মহিলা থাকে। (আহ্‌মাদ ও ইবনু মাজাহ্)[৭৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে এমন জানাযার সাথে চলতে নিষেধ করা হয়েছে, যে জানাযার সাথে বিলাপ করে ক্রন্দনকারী মহিলা আছে।

হাদীসে رانه শব্দের অর্থ কামুস গ্রন্থের আলোকে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ সহ ক্রন্দনকারিণী মহিলা। অর্থাৎ জানাযার পেছনে কোন মহিলার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করাকে বুঝানো হয়েছে। এরই সাথে এ হাদীসটি এমন জানাযার সাথে হাঁটার ক্ষেত্রে হারামের দলীল, যার সাথে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দনকারী মহিলা রয়েছে।

ক্বারী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল, যখন জানাযার সাথে কোন খারাপ কিছু থাকবে তখন এ বিধান।

ইবনু মাজাহ ও ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু মাজাহ্‌য় এ হাদীসের সানাদে ইয়াহ্‌ইয়া আবূ ইয়াহ্‌ইয়া কাত্তাত নামে একজন রাবী আছেন। ইসরাঈল আবূ ইয়াহ্‌ইয়া কাত্তাত থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মু'ঈন বলেন, এর সানাদ দুর্বল।

ইয়া'কূব ইবনু সুফ্‌ইয়ান এবং বাযযার বলেন, এতে কোন সমস্যা নেই।

হাফিয ইরাক্বী বলেন, হাদীসটি সহীহ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা নুহা তথা বিলাপ হারাম হওয়ার হাদীসগুলো দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায়।

সর্বোপরি কথা হল, এ হাদীসের সমর্থনে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে, যা মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ সহ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করার হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ ভাল জানেন।

١٧٥٢ - [٣١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: مَاتَ ابْنٌ لِي فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ شَيْئًا يُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ ﷺ قَالَ: «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلَا يُفَارِقُهُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ

১৭৫২-[৩১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে, যার জন্য আমি শোকাহত। আপনি কি আপনার বন্ধু (মুহাম্মাদ (সাঃ)) থেকে এমন কোন কথা শুনেছেন যা আমাদের হৃদয়কে খুশী করতে পারে? আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুসলিমদের শিশুরা জান্নাতে সাগরের মাছের মতো সাঁতার কাটতে থাকবে। যখন তারা তাদের পিতাকে পাবে তখন পিতার কাপড়ের কোণা টেনে ধরবে। পিতাকে জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত ছাড়বে না। (মুসলিম, আহ্‌মাদ; ভাষা ইমাম আহ্‌মাদের)[৭৯২]

---

[৭৯১] হাসান : ইবনু মাজাহ্ ১৫৮৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৮১০।

[৭৯২] সহীহ : মুসলিম ২৬৩৫, আহমাদ ১০৩৩২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৪৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৪৩১, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৯৮।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে সে সকল মু'মিন পিতা-মাতার ফাযীলাত ও গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে, যাদের ছোট ছোট সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। হাদীসে رجال বলে আবূ হাসান আল কায়সীকে বুঝানো হয়েছে। এর স্বপক্ষে সহীহ মুসলিমে রিওয়ায়াত রয়েছে।

যখন আবূ হাসান-এর ছোট একটি সন্তান যারা যায়, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখ পান। অতঃপর তিনি আবূ হুরায়রার কাছে জানতে চান যে, এ ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোন সুসংবাদ আছে কিনা। তখন আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন, এ ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেছেন, যে সকল মু'মিনদের ছোট ছোট সন্তান মারা যায় তারা জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করবে। পিতা-মাতার ইন্তিকালের পরে তারা তাদের কাপড়ের পার্শ্ব শক্ত করে ধরবে এবং তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে পিতার কথা উল্লেখ থাকলেও মুসলিমের অপর হাদীসে পিতা-মাতার উভয়ের কথা উল্লেখ আছে। এ হাদীসে জামার কথা থাকলেও মুসলিমের অপর হাদীসে হাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ছোট সন্তানরা পিতা-মাতাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ হাদীস এ কথারও দলীল যে, মু'মিনদের যে সকল ছোট ছোট সন্তান মারা যাবে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। আর পিতা-মাতা যদি নেককার হয় এবং এ কারণে সাওয়াবের আশা করে তাহলে পিতা-মাতাও সন্তানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٧٥٣ ـ [٣٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ. فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا من وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوِ اثْنَيْنِ؟ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: «وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৫৩-[৩২] আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একজন মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ আপনার বাণী শুনে উপকৃত হচ্ছে, (এ অবস্থায়) আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার খিদমাতে উপস্থিত হব। আপনি আমাদেরকে ওসব কথা শুনাবেন, যা আল্লাহ আপনাকে বলেছেন। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দিন ও স্থান নির্ধারণ করে উপস্থিত থাকতে বললেন। সে মতে মহিলাগণ সেখানে একত্রিত হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ওসব কথাই শিক্ষা দিলেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান তার আগে মৃত্যুবরণ করেছে, সে তার ও জাহান্নামের মধ্যে আড়াল হবে। এ কথা শুনে তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! যদি আগে দু' সন্তান মৃত্যুবরণ করে এবং সে কথাটি দু'বার পুনরাবৃত্তি করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– যদি দু'জনও হয়, দু'জন হয়, দু'জন হয়। (বুখারী)[৭৯৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসে 'ইল্‌মের গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও জ্ঞান অর্জন করবে। যিনি 'ইল্‌ম শিক্ষা দেবেন তিনি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট দিন ও স্থান ঠিক করে তাদেরকে শারী'আতের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। তারপর মহিলাদেরকে একটি বিষয়ে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যদি কোন নারীর দু'টি বা তিনটি সন্তান তার জীবদ্দশায় অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায় তাহলে উক্ত মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

---

[৭৯৩] **সহীহ :** বুখারী ৭৩১০, শু'আবুল ঈমান ৯২৮৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮০৫।

হাদীসে যে মহিলার আসার কথা বলা হয়েছে তার নাম হল, আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনু সাকান রাযিয়াল্লাহু আনহা। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কথা "পুরুষরা হাদীস নিয়ে চলে গেছে" এর মর্মার্থ সম্পর্কে আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, পুরুষরা তাদের অংশগ্রহণ করেছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে ফিরে গেছে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল পুরুষরা সফলতা নিয়ে ফিরে গেছে। আর আমরা নারীরা এসব থেকে বঞ্চিত রয়েছি।

١٧٥٤ - [٣٣] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ». قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: «أَوْ وَاحِدٌ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ قَوْلِهِ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ».

১৭৫৪-[৩৩] মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে দু'জন মুসলিম ব্যক্তির অর্থাৎ মাতা-পিতার তিনটি সন্তান (তাদের আগে) মারা যাবে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর বিশেষ রহ্‌মাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! দু'জন মারা গেলেও কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দু'জন মারা গেলেও। সহাবীগণ আবারো বললেন, একজন মারা গেলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একজন মারা গেলেও। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, যদি কোন মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায় সেই মা ধৈর্য ধরে সাওয়াবের আশা করে, তাহলে সে সন্তানও তার নাড়ী ধরে টেনে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (আহ্‌মাদ, আর ইবনু মাজাহ্‌ এ বর্ণনা "আল্লাহর কসম" থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন।)[৭৯৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে গর্ভপাতজনিত কারণে যে সকল সন্তান মারা যায় তাদের গুরুত্ব ও ফাযীলাতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও যে সকল মুসলিমের এক বা একাধিক সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা যায়, তাদের কথাও বলা হয়েছে।

এ হাদীসে সন্তান বলতে ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। আর তাদের দুই জনকে বলতে মুসলিম পিতা-মাতাকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসের মধ্যে إياهما বলে পিতা-মাতাকে বুঝানো হয়েছে, সন্তানকে নয়। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আরো অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সন্তানের কারণে পিতা-মাতার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল মুসলিম পিতা-মাতার এক বা একাধিক সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে আল্লাহ তা'আলা সে সকল পিতা-মাতাকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

سقط বলা হয়, এমন সন্তানকে যে পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মায়ের গর্ভ থেকে পড়ে যায়। যদি কোন মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান নষ্ট হয়ে পড়ে যায়। আর মা সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে তাহলে এ সন্তান তাকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে।

এখানে সাওয়াবের আশা বলতে বুঝানো হয়েছে যে, এর উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে এর পুরস্কার পাওয়ার আশা রাখতে হবে। গর্ভপাতজনিত কারণে যে সকল সন্তান পড়ে যাবে তারা

---

[৭৯৪] **প্রথমাংশটুকু য'ঈফ আর শেষাংশটুকু সহীহ :** ইবনু মাজাহ ১৬০৯, সহীহ আত্ তারগীব ২০০৮, আহমাদ ২২০৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২৩৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৩৯৩।

তাদের রবের সাথে বাদানুবাদ করবে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তখন তারা পিতা-মাতাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

١٧٥٥ -[٣٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «من قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ. قَالَ: «وَاثْنَيْنِ». قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا. قَالَ: «وَوَاحِدًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৭৫৫-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মারা যাবে, তারা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার জন্য অত্যন্ত মজবুত আশ্রয়স্থল হয়ে যাবে। (এ কথা শুনে) আবূ যার (রাঃ) বললেন, আমি তো দু'টি শিশু সন্তান হারিয়েছি। তিনি (ﷺ) বললেন : দু'টি হলেও হবে। কারীদের ইমাম উবাই ইবনু কা'ব, যার ডাকনাম ছিল 'আবুল মুনযির, তিনি বললেন, আমিও তো একজন পাঠিয়েছি। অর্থাৎ আমার একটি সন্তান মারা গেছে। তিনি (ﷺ) বললেন : একটি হলেও এমন অবস্থা। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)[৭৯৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনটি সন্তানকে আগাম পাঠায় অর্থাৎ যদি তার পূর্বে তার তিনটি সন্তান মারা যায়, যারা পাপ কাজ করার বয়সে পৌঁছেনি, তাহলে এ সন্তান ঢাল হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।

হাদীসের الحنث এর অর্থ পাপ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া।

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণ হয় যে, যাদের দু'টি বা একটি সন্তান মারা যাবে তারাও পিতা-মাতার জন্য ঢাল স্বরূপ কাজ করবে। এখানে ঢাল বলতে শক্তিশালী পর্দাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা পিতা-মাতা ও জাহান্নামের মাঝ পথে পর্দা স্বরূপ অবস্থান করবে, যাতে করে তাদের পিতা-মাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো না হয়।

উবাই ইবনু কা'বকে "সাইয়্যিদুল কুর্‌রা" বলার কারণ হল, সে রসূল (ﷺ)-এর সহাবীদের বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কুরআন শিক্ষা দেবে উবাই ইবনু কা'ব। হাদীসটি ইবনু মাজাহ ও সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি গরীব।

١٧٥٦ -[٣٥] وَعَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُحِبُّهُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاتَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تُحِبُّ أَلَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَلْ لِكُلِّكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[৭৯৫] য'ঈফ : আত্ তিরমিযী ১০৬১, ইবনু মাজাহ্ ১৬০৬, আহমাদ ৪০৭৭, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭৫৪। ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, আবূ 'উবায়দাহ্ তার পিতা থেকে শ্রবণ করেননি। আর শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, আবূ মুহাম্মাদ (যিনি 'উমার-এর আযাদকৃত দাস) মাজহূল।

১৭৫৬-[৩৫] কুর্‌রাহ্ আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার ছেলেকে সঙ্গে করে নাবী ﷺ-এর নিকট আসতেন। তিনি (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কি তোমার ছেলেকে বেশী ভালবাসো? সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ভালবাসেন যেমনভাবে আমি তাকে ভালবাসি। (কিছু দিন পর একদিন নাবী ﷺ ছেলেটিকে তার পিতার সাথে দেখতে পেলেন না।) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তির সন্তানের কি হলো? সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল? তার ছেলেটি মারা গেছে। (এরপর ওই ব্যক্তি উপস্থিত হলে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এ কথা পছন্দ করো না যে, তুমি (ক্বিয়ামাতের দিন) জান্নাতের যে দরজাতেই যাবে, সেখানেই তোমার সন্তানকে তোমার জন্য অপেক্ষারত দেখবে? এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! এ শুভসংবাদ কি শুধু এ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, না সকলের জন্য? তিনি বললেন, সকলের জন্য। (আহ্‌মাদ)[৭৯৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মু'মিন ব্যক্তির নাবালেগ সন্তান মারা গেলে সে সন্তান তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য জান্নাতের দরজায় অপেক্ষা করবে। অতঃপর সে তার পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে এবং সে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল সে তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য চাবি হয়ে অপেক্ষমাণ থাকবে।

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে। আল্লামা হায়সামী (রহঃ) বলেন, এর সানাদটি সহীহ। হাদীসটি সুনানে নাসায়ীতেও বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটির সানাদ সহীহ। এ ছাড়াও মুসতাদরাকে হাকিম, বায়হাক্বী ও ইবনু আবী শায়বাহ্ প্রমুখ হাদীসের কিতাবেও সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

١٧٥٧ - [٣٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৭৫৭-[৩৬] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গর্ভপাতে নষ্ট হওয়া সন্তানও তার পিতা-মাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর সময় তার 'রবের' সাথে বিতর্ক করবে। এর ফলে তখন বলা হবে, হে গর্ভপাতে নষ্ট হওয়া সন্তান! তোমার মাতা-পিতাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তখন সে অপূর্ণাঙ্গ সন্তান তার মাতা-পিতাকে নিজের নাড়ী দিয়ে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (ইবনু মাজাহ)[৭৯৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে গর্ভপাতজনিত কারণে পড়ে যাওয়া সন্তান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল সন্তান গর্ভপাতজনিত কারণে মারা যায় তারা তাদের পিতা-মাতার জন্য স্বীয় রবের সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়বে। বাদানুবাদ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, তারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে নেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। অতঃপর তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আর আল্লাহ বলবেন, হে বাদানুবাদকারী! তুমি তোমার পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। অতঃপর সে তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো পর্যন্ত টানতে থাকবে।

---

[৭৯৬] **সহীহ :** নাসায়ী ১৮৭০, আহমাদ ১৫৫৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ২০০৭।

[৭৯৭] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৬০৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১১৮৮৭, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১৪৬৭। কারণ এর সানাদে মানদিল ইবনু 'আলী সর্বসম্মতক্রমে একজন দুর্বল রাবী।

শিক্ষা : যদি কোন পিতা-মাতার কোন সন্তান গর্ভপাতজনিত কারণে পড়ে যায়, তাহলে তারা যেন নিরাশ না হয়। বরং এর উপর ধৈর্যধারণ করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর মহান পুরস্কার দান করবেন।

١٧٥٨ -[٣٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ اٰدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولٰى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৭৫৮-[৩৭] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা (মানুষকে উদ্দেশ করে) বলেন, হে আদাম সন্তান! তুমি যদি বিপদের প্রথম সময়ে ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা পোষণ করো, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোন সাওয়াবে সন্তুষ্ট হব না। (ইবনু মাজাহ)[৭৯৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেন, বানী আদাম তথা আদাম সন্তান যদি বিপদের প্রাথমিক অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে এবং ভাল আশা রাখে, তাহলে তার একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। আশা করার অর্থ হল যে, এ বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার ও সাওয়াব পাওয়ার আশা করা। আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য তার ঈমান থাকতে হবে। হাদীসটি ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে।

যাওয়ায়িদ কিতাবে বলা হয়েছে যে, হাদীসের সানাদটি সহীহ এবং এর বর্ণনাকারীগণও বিশ্বস্ত।

١٧٥٩ -[٣٨] وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذٰلِكَ اسْتِرْجَاعًا إِلَّا جَدَّدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৭৫৯-[৩৮] হুসায়ন ইবনু 'আলী (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, কোন মুসলিম নর-নারী কোন বিপদাপদে পড়ার যত দীর্ঘ সময় পর মনে জেগে ওঠে আর সে নতুনভাবে "ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি রা-জি'উন" পড়ে তাহলে আল্লাহ তাকে নতুনভাবে সে সাওয়াবই দিবেন যে সাওয়াব সে বিপদে পতিত হওয়ার প্রথম দিনই পেয়েছে। (আহ্‌মাদ, বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৭৯৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফাযীলাত সম্পর্কে জানা যায়। যখন কোন মুসলিম নর-নারীর ওপর কোন বিপদ নেমে আসে, আর সে এ উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে, অতঃপর পাঠ করে انا لله وانا اليه راجعون অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ তা'আলা তার এ বিপদ দূর করে তাকে নতুন কোন সুসংবাদের ও খুশীর সম্মুখীন করে দেন। আর সে যে পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে সে অনুপাতে বেশী পরিমাণে সাওয়াব দান করবেন। আর এ বিপদে ধৈর্য ধারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্যান্য বিপদ থেকে নিরাপত্তা দান করবেন।

---

[৭৯৮] **হাসান :** ইবনু মাজাহ্ ১৫৯৭।

[৭৯৯] **খুবই দুর্বল :** আহমাদ ১৭৩৪। কারণ এর সানাদে হিশাম ইবনু আবী হিশাম একজন মাতরূক রাবী এবং তার মায়ের অবস্থা জানা যায় না।

١٧٦٠ -[٣٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৭৬০-[৩৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও সে যেন ইস্‌তিরজা' (*ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি'উন*) পড়ে। কারণ এটা একটা বিপদই। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৮০০]

ব্যাখ্যা : বিপদ যত ছোটই হোক না কেন তা বিপদ। এ হাদীস সে দিকেই ইঙ্গিত বহন করছে। এখানে شسع অর্থা হল জুতার ফিতা, যা দুই আঙ্গুলের মাঝে থাকে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে যেন নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়। অর্থাৎ সে যেন পাঠ করে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ কেননা এটাও এক প্রকার বিপদ। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, জুতার ফিতা ছিঁড়ার দ্বারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপদের নিম্ন স্তর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বায়হাক্বীতে বর্ণিত রয়েছে।

١٧٦١ -[٤٠] وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يَا عِيسَى إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِذَا أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهَ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ؟ قَالَ: أُعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৭৬১-[৪০] উম্মুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আবুল ক্বাসিমকে (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে) বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : হে 'ঈসা! আমি তোমার পরে এমন এক উম্মাত পাঠাব, যারা তাদের পছন্দনীয় জিনিস পেলে আল্লাহর প্রশংসা করবে, আর বিপদে পড়লে সাওয়াবের আশা করবে ও ধৈর্যধারণ করবে। অথচ এ সময় তাদের কোন জ্ঞান ও ধৈর্যশক্তি থাকবে না। এ সময় তিনি ('ঈসা আলায়হিস সালাম) নিবেদন করবেন, হে আমার রব! তাদের জ্ঞান ও ধৈর্য না থাকলে এটা কেমন করে হবে? তখন আল্লাহ বললেন, আমি আমার সহিষ্ণুতা ও জ্ঞান হতে তাদেরকে কিছু দান করব। (উপরের দু'টি হাদীসই বায়হাক্বীর শু'আবিল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে)[৮০১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, সুখ শান্তির সময় আল্লাহর গুণগান গেতে হবে, বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সাওয়াবের আশা রাখতে হবে। এর সাথে এ হাদীসে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর পরবর্তী উম্মাত তথা আমাদের মান-মর্যাদার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

হাদীসের মধ্যে أمة এর অর্থ হল, বিরাট দল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেককার উম্মাতগণ। আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা আলায়হিস সালাম-কে বললেন, তোমার পরে এমন একটি জাতি আসবে তাদের

---

[৮০০] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৯২৪৪। কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'উবায়দুল্লাহ মাজহূল রাবী।

[৮০১] **য'ঈফ :** আহমাদ ২৭৫৪৫, শু'আবুল ঈমান ৯৪৮০, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪০৩৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯৮৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪০৫২। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু মায়সারাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

কাছে যখন কোন সুসংবাদ আসবে এবং যখন তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নি'আমাতপ্রাপ্ত হবে তখন তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে। এজন্যে উম্মাতে মুহাম্মাদী সর্বদা আনন্দের সময় আল্লাহর গুণকীর্তন গায়।

আর যখন তাদের কাছে তাদের অপছন্দনীয় কোন সংবাদ আসবে তথা কোন বিপদ মেনে আসবে তখন তারা এর উপর ধৈর্য ধারণ করবে। আর আল্লাহর কাছে এর জন্য সাওয়াবের আশা করবে। অথচ তাদের কোন ধৈর্য ও জ্ঞান নেই। 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, হে আল্লাহ! এটা কি করে সম্ভব যে, তাদের ধৈর্য ও জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ধৈর্য, কৌশল ও জ্ঞান দান করব।

এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ধৈর্য আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিরাট নি'আমাত।

সর্বশেষ কথা হল, এ হাদীস ঐ ব্যক্তিকে ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ দান করেছে, যে নিজের ব্যাপারে ও তার মালের ব্যাপারে বিপদের মধ্যে রয়েছে। এ হাদীস উম্মাতে মুহাম্মাদীর গুরুত্ব ও ফাযীলাতের কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে।

(٨) بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অধ্যায়-৮ : ক্ববর যিয়ারত

এ অধ্যায়ে ক্ববর যিয়ারতের বৈধতা, এর গুরুত্ব ও ফাযীলাত এবং এর নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٦٢ -[١] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». رَوَاهُ مُسلم

১৭৬২-[১] বুরায়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (কিন্তু এখন) তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি দিচ্ছি। (ঠিক) এভাবে আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্ত তিন দিনের বেশী জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যতদিন খুশী তা রাখতে পারো। আর আমি তোমাদেরকে 'নাবীয (নামক শরাব) মশক ছাড়া অন্য কোন পাত্রে রেখে পান করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা তা যে কোন পাত্রে রেখে পান করতে পার। তবে সাবধান! নেশা এনে দেয় এমন কোন দ্রব্য কখনো পান করবে না। (মুসলিম)[৮০২]

---

[৮০২] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭৭, আবূ দাঊদ ৩৬৯৮, নাসায়ী ২০৩২, আহমাদ ২২৯৫৮, ইবনু হিব্বান ৫৪০০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৪৭৫।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি এ দিকে ইঙ্গিত বহন করছে যে, ইসলামের প্রথম দিকে ক্ববর যিয়ারত করা বৈধ ছিল না। পরবর্তীতে রসূল ﷺ ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো এমন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে এ হাদীসে বলা হয়েছে, যা ইসলামের প্রথম যুগে অবৈধ ছিল পরবর্তীতে তা বৈধ করা হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসূল ﷺ ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে তিনি (ﷺ) নিজেই ক্ববর যিয়ারত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ নির্দেশ অনুমতি ও মুস্তাহাবের জন্য।

ইবনু 'আবদুল বার কতিপয় 'আলিমের বরাত দিয়ে বলেন, এ নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার ফাতহুল বারী কিতাবে বলেছেন, এ হাদীস ক্ববর যিয়ারতের জায়িয বিধানকে সুস্পষ্ট করেছে। এ হাদীসের মাধ্যমে ক্ববর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হয়েছে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, আবদারী ও হাযিমীসহ অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, পুরুষের জন্য ক্ববর যিয়ারত জায়িয তথা বৈধ। অনুরূপভাবে অনেকে এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

ইবনু আবী শায়বাহ্ ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখ'ঈ ও শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, সাধারণভাবে ক্ববর যিয়ারত করা মাকরূহ।

শা'বী (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ যদি ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি আমার মেয়ের ক্ববর যিয়ারত করতাম।

এর বিপরীতে ইবনু হায্‌ম-এর কথা হল, জীবনে একবার হলেও ক্ববর যিয়ারত করা ওয়াজিব।

মহিলাদের ক্ববর যিয়ারত করার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, নারী-পুরুষ সকলের জন্য ক্ববর যিয়ারত করা জায়িয। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে যেমনটি পাওয়া যায়।

ইসলামের প্রথম দিকে ক্ববর যিয়ারত নিষিদ্ধ থাকার কারণ হল যে, তারা ইতোপূর্বে জাহিলী যুগের মধ্যে ছিল। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-আর্চনা করত। তাই ক্ববর যিয়ারত এ আশঙ্কায় নিষেধ করা হল যে, তারা জাহিলী যুগের মতো ক্ববরবাসীর কাছে কিছু প্রার্থনা করে না বসে। এছাড়া এ আশংকাও ছিল যে, যিয়ারতকারী ক্ববরবাসীর ইবাদাতে লিপ্ত হতে পারে, বিপদ দূর করার জন্য তার কাছে প্রার্থনা করতে পারে, তার কাছে প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এ সব আশংকায় প্রথম দিকে ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ করা হয়। অতঃপর যখন তারা তাওহীদের ব্যাপারে সুদৃঢ় হল, তখন তাদেরকে ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হল।

আল্লামা বাদরুদ্দীন আয়নী (রহঃ) বলেন, ক্ববর যিয়ারত ইসলামের প্রথম দিকে নিষেধ ছিল। কেননা এ সকল লোক (মুসলিম) কিছু কাল আগে মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত ছিল। তারা ক্ববরকে 'ইবাদাতখানা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতঃপর যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হল ঈমানের পক্ষে মানুষের অন্তর দৃঢ় হল তখন ক্ববর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হল। কেননা ক্ববর যিয়ারত আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দেয় আর দুনিয়া ত্যাগী বানিয়ে দেয়।

ইসলামের প্রথম দিকে কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের বেশী রেখে খাওয়া নিষেধ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হল তখন অনেক অসহায় লোক মাদীনায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করণার্থে এ নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছিল।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, তাদের জন্য নিষেধ ছিল কুরবানীর বাকী গোশ্ত তিনদিনের বেশী রেখে খাওয়া। এর দ্বারা তাদের ওপর সদাক্বাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। অতঃপর সমস্যা দূর হয়ে গেলে রসূল ﷺ এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

١٧٦٣ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৬৩-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একবার নিজের মায়ের ক্ববরে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর আশেপাশের লোকদেরকেও কাঁদালেন। তারপর বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তারপর আমি আমার মায়ের ক্ববরের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তাই তোমরা ক্ববরের কাছে যাবে। কারণ ক্ববর মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। (মুসলিম)[৮০৩]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ মাক্কাহ্ ও মাদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আব্ওয়া নামক স্থানে স্বীয় মায়ের ক্ববর যিয়ারত করেন। এটা ছিল মাক্কাহ্ বিজয় সময়কার ঘটনা। রসূল ﷺ কর্তৃক মায়ের ক্ববরের পাশে কান্নার কারণ হল যে, তার মায়ের ওপর 'আযাব হচ্ছিল। এ হাদীসটি ক্ববরস্থানে কান্না করা জায়িযের ব্যাপারে দলীল। অর্থাৎ ক্ববরস্থানে উপস্থিত হয়ে কান্না করা জায়িয।

রসূল ﷺ তার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন না। এ অনুমতি না দেয়ার কারণ সম্পর্কে 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন, কেননা তাঁর মা ছিলেন কাফির। আর কাফিরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাজায়িয। কারণ আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস এ ব্যাপারে দলীল যে, যারা ইসলামী আদর্শের বাইরে ইন্তিকাল করবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা অবৈধ তথা নাজায়িয।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা কাফিরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূল ﷺ আল্লাহর কাছে স্বীয় মায়ের ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, মুশরিকদের সাথে তাদের জীবদ্দশায় সাক্ষাত করা জায়িয এবং মৃত্যুর পর ক্ববর যিয়ারত করা জায়িয। কেননা যখন মৃত্যুর পর জায়িয তাহলে জীবিত অবস্থায় সাক্ষাত করাতো আরো উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতা সম্পর্কে বলেন, "দুনিয়াতে তারা দু'জন সন্তানের জন্য উত্তম সাথী।" (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ১৫)

গ্রন্থকার বলেন, আমি বলব : এ হাদীস এ কথা নির্দেশ করছে যে, তাঁর মা ইসলামের উপর মারা যাননি।

---

[৮০৩] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭৬, আবূ দাউদ ৩২৩৪, নাসায়ী ২০৩৪, ইবনু মাজাহ্ ১৫৭২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৩৯০, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৪২।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) ও ইবনু মাজাহ্ স্ব স্ব কিতাবে এ হাদীসকে যে অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তার নাম করেছেন باب زيارة قبر المشرك অর্থাৎ মুশরিকের ক্ববর যিয়ারত সংক্রান্ত অধ্যায়।

١٧٦٤ - [٣] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৬৪-[৩] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্ববরস্থানে গেলে এ দু'আ পড়তে শিখিয়েছেন : *"আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম আহ্‌লাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না- ইন্‌শা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূনা নাসআলুল্ল-হা লানা- ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াহ্"* (অর্থাৎ হে ক্ববরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।)। (মুসলিম)[৮০৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে ক্ববর যিয়ারতের নিয়ম-কানুন জানা যায়। রসূল (ﷺ) যখন কোন ক্ববরস্থানের উদ্দেশে বের হতেন, তখন তিনি সহাবীদেরকে শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ ক্ববরস্থানে পৌছে কি বলতে হবে তা শিক্ষা দিতেন। আর তা হল اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ... وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, রসূল (ﷺ) সহাবীদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, কিভাবে ক্ববরবাসীকে সালাম দিতে হবে। আর এটা এজন্য যে, জাহিলী যুগের লোকেরা আগে নাম বলত এবং পরে নাম বলত।

আল্লামা খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, মৃতের ওপর সালাম দিতে হবে সেভাবে, যেভাবে জীবিত ব্যক্তির ওপর সালাম দেয়া হয়। এ সালাম দু'আ পাঠের পূর্বে। অর্থাৎ ক্ববর যিয়ারত শুরু হবে সালাম দিয়ে। সালামের ক্ষেত্রে নাম পরে আসবে, সালাম আগে হবে। অর্থাৎ عَلَيْكَ سَلَامُ اللّٰهِ না হয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ হবে।

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে একাধিক স্থানে দলীল পাওয়া যায়। সূরাহ্ হূদ-এর ৭৩ নং আয়াতে রয়েছে যে, ﴿رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ﴾ সূরাহ্ আস্ সা-ফ্‌ফা-ত এর ১৩০ নং আয়াতে রয়েছে ﴿سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ﴾

রসূল (ﷺ) ক্ববরবাসীকে اهل الديار বলার কারণ হল যে, আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, রসূল (ﷺ) জীবিত ব্যক্তি সাথে তুলনা করে তাদেরকে اهل الديار বলেছেন। অর্থাৎ জীবিতরা যেমন এক সাথে বাস করে, ঠিক তেমনি মৃতরাও ক্ববরস্থানে একত্রে বসবাস করে।

এ হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, ক্ববরবাসীদের মধ্যে মু'মিন ও মুসলিমের জন্য সালাম প্রযোজ্য। যদি এর মধ্যে কোন মুনাফিক্ব থাকে তাহলে তাকে সালাম দেয়া যাবে না।

রসূল (ﷺ) বলেছেন, যদি আল্লাহ চান তাহলে আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব অর্থাৎ ইন্তিকালের মাধ্যমে তোমাদের সাথে ক্ববর জগতে মিলিত হব। এখানে রসূল (ﷺ)-এর শর্ত যুক্ত করার কারণ হল, এর দ্বারা বারাকাত লাভ করা ও নিজেকে সোপর্দ করা। আর আল্লাহ তা'আলা انشاء الله (ইন্‌শা-আল্ল-হ) ছাড়া কোন কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

---

[৮০৪] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, ইবনু মাজাহ্ ১৫৪৭, আহমাদ ২২৯৮৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২১২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫১, ইরওয়া ৭৭৬।

আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় যে, ক্ববরবাসীকে সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দু'আ করা উভয়ই মুস্তাহাব কাজ। এ হাদীসটি মুসলিম ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ কিতাবে বর্ণিত আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٦٥ ـ[٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُورٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

১৭৬৫-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (একবার) মাদীনার ক্ববরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্ববরস্থানের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, *"আস্সালা-মু 'আলায়কুম ইয়া- আহলাল কুবূরি, ইয়াগ্ফিরুল্ল-হু লানা- ওয়ালাকুম, আন্তুম সালাফুনা- ওয়ানাহ্নু বিল আসার"* (অর্থাৎ হে ক্ববরবাসী! তোমাদের ওপর সালাম পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদেরকে মাফ করুন। তোমরা আমাদের পূর্ববর্তী আর আমরা তোমাদের পশ্চাৎগামী)। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব)[৮০৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মাতের পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক রসূল ﷺ তার উম্মাতকে ক্ববর যিয়ারতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। রসূল ﷺ ক্ববরস্থানে গেলেন এবং ক্ববরবাসীদের দিকে ফিরে সালাম দিলেন।

আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস এদিকে নির্দেশ করছে যে, ক্ববর যিয়ারতকারীদের ক্ববরের দিকে ফিরে সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দু'আ করার সময় ক্ববরের দিকে ফেরা মুস্তাহাব। সমস্ত মুসলিমদের এর উপরই 'আমাল করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, দু'আর সময় ক্বিবলামুখী হওয়ার সুন্নাত। যেমনিভাবে সাধারণ দু'আর ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়।

মৃতদের উদ্দেশে রসূল ﷺ এর বাণী, তোমরা আমাদের অগ্রে চলে গেছ। যেহেতু তারা মৃত্যুর মাধ্যমে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের পূর্বে চলে যায়, তাই তাদেরকে সালাফ বলা হয়েছে।

রসূল ﷺ-এর বাণী ونحن بالأثر, অর্থাৎ আমরা তোমাদের পশ্চাদপদ অনুরসণ করব। অর্থাৎ আমরা পেছনে অনুসরণকারী হয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হব। তোমরা যেমন মৃত্যুবরণ করে ক্ববর জগতে চলে গেছ। সুতরাং আমরাও সে মৃত্যুর মাধ্যমে ক্ববর জগতে তোমাদের সাথে মিলিত হব। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

---

[৮০৫] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১০৫৩, রিয়াযুস সলিহীন ৫৮৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৩৩৭২। কারণ এর সানাদে ক্বুবূস ইবনু আবী যবইয়ান একজন দুর্বল রাবী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٦٦ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعِدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৬৬-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে আসতেন, সেদিন শেষ রাতে উঠে তিনি বাক্বী'তে (মাদীনার ক্ববরস্থান) চলে যেতেন। (ও স্থানে) তিনি বলতেন, *"আস্‌সালা-মু 'আলায়কুম দা-রা ক্বওমিন মু'মিনীন, ওয়া আতা-কুম মা- তূ'ইদূনা গাদান মুআজ্জালূনা, ওয়া ইন্না- ইন্‌শা-আল্ল-হু বিকুম লা-হিকূন, আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লিআহ্‌লি বাক্বী'ইল গারক্বদ"* (অর্থাৎ হে মু'মিনের দল! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদেরকে আগামীকালের (ক্বিয়ামাতের) যে প্রতিশ্রুতি (সাওয়াব অথবা শাস্তি) দেয়া হয়েছিল তা তোমরা কি পেয়ে গেছ? যে ব্যাপারে তোমাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল (ক্বিয়ামাত পর্যন্ত)। আর নিশ্চয়ই আমরাও আল্লাহ চাইলে তোমাদের সাথে মিলিত হবই। হে আল্লাহ! বাক্বী' গারক্বদ্‌বাসীদেরকে মাফ করে দিন!)। (মুসলিম)[৮০৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে শেষ রাতে দু'আর ফাযীলাত ও ক্ববর যিয়ারতের ফাযীলাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রসূল (ﷺ) রাতের শেষাংশে জান্নাতুল বাক্বী'তে যেতেন।

আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন, রসূল (ﷺ) ক্ববর যিয়ারতের উদ্দেশে বাকীতে যেতেন।

কেউ কেউ বলেন, রসূল (ﷺ)-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে রাত্রি যাপন করতেন, তখন রাতের শেষাংশে জান্নাতুল বাক্বী'র উদ্দেশে বের হতেন। আর জান্নাতুল বাক্বী' হল- মাদীনাবাসীদের ক্ববরস্থান, যা অত্যন্ত প্রশস্ত।

١٧٦٧ -[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ تَعْنِيْ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ: «قُولِي: اَلسَّلَامُ عَلٰى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৬৭-[৬] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ক্ববর যিয়ারতে আমি কি বলব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, *"আস্‌সালা-মু 'আলা- আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইয়ারহামুল্ল-হুল মুসতাক্বদিমীনা মিন্না- ওয়াল মুস্‌তা'খিরীনা, ওয়া ইন্না- ইন্‌শা-আল্ল-হু বিকুম লালা-হিকূন"* (অর্থাৎ সালাম বর্ষিত হোক মু'মিন মুসলিমের বাসস্থানের অধিবাসীদের প্রতি! আর আল্লাহ আমাদের রহম করুন যারা প্রথমে চলে গেছে আর যারা পরে আসবে তাদের উপর, ইনশাআল্লাহ আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব।)। (মুসলিম)[৮০৭]

---

[৮০৬] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৯, ইবনু হিব্বান ৩১৭২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২১০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৫৬।

[৮০৭] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৭, ইবনু হিব্বান ৭১১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২১১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৪২১।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্ববরবাসীকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আমি ক্ববরস্থানে গিয়ে কিভাবে ক্ববরবাসীকে সালাম প্রদান করব। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি বলবে- اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সমস্ত মু'মিন মুসলিম ঘরবাসীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এখানে নারীর ওপর পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর যারা মৃত্যু দ্বারা আমাদের আগে ক্ববরবাসী হয়েছে এবং যারা আমাদের পরে হবে তাদের সকলের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা মৃত এবং যারা জীবিত সকলের ওপর আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক। এ হাদীস ঐ ব্যক্তির স্বপক্ষে দলীল, যে নারীর অধিকার রক্ষার্থে শর্তসাপেক্ষে তাদের ক্ববর যিয়ারতকে বৈধ বলে থাকেন। অর্থাৎ এ হাদীস মহিলাদের ক্ববর যিয়ারতকে জায়িয করেছে। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা নাসায়ী ও বায়হাক্বীতেও বর্ণিত হয়েছে।

١٧٦٨ -[٧] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يُرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهٗ وَكُتِبَ بَرًّا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا.

১৭৬৮-[৭] মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসের সানাদ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমু'আতে নিজ মাতা-পিতা অথবা তাদের দু'জনের বা একজনের ক্ববর যিয়ারত করবে (সেখানে দু'আয়ে মাগফিরাত করবে) তাদের মাফ করে দেয়া হবে। (যিয়ারতকারী মাতা-পিতার সাথে) সদাচরণকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। (বায়হাক্বী মুরসাল হাদীস হিসেবে শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।)[৮০৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মা-বাবার ক্ববর যিয়ারতের ফাযীলাতের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান ইবনু বাশীর ছিলেন একজন বিশ্বস্ত তাবি'ঈ। তিনি সহাবী রাবীকে মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে অথবা অন্য কাউকে বাদ দিয়ে তিনি সরাসরি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় হাদীসকে হাদীসে মুরসাল বলা হয়।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুমু'আর দিন বা প্রতি সপ্তাহে পিতা-মাতা দু'জনের অথবা এক জনের ক্ববর যিয়ারত করে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তার সাগীরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। জুমু'আর দিনের হাদীসকে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইবনু 'আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শক্তিশালী করেছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, من زار قبر والديه او احدهما يوم الجمعة অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন মা-বাবা দু'জনের অথবা একজনের ক্ববর যিয়ারত করে।

হাদীসে বলা হয়েছে। كتب برا অর্থাৎ নেককার হিসেবে লেখা হয়। অর্থাৎ যে প্রতি জুমু'আর দিনে মা-বাবার ক্ববর যিয়ারত করে তার নাম নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রত্যেক জুমু'আর দিন মা-বাবার ক্ববর যিয়ারত করা মুস্তাহাব তথা উত্তম সাওয়াবের কাজ। যদিও হাদীসটি মুরসাল। আর এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত আছে, তার সবই দুর্বল।

---

[৮০৮] **মাওযূ' :** শু'আবুল ঈমান ৭৫২২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৯, ত্ববারানী ফিল আওসাত্ব ১৯৯ পৃঃ। কারণ শু'আবুল ঈমানের সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান মাজহূল রাবী। আর ত্ববারানীর সানাদে ইয়াহ্ইয়া একজন মিথ্যুক রাবী।

١٧٦٩ -[٨] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

১৭৬৯-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন) তোমরা ক্ববর যিয়ারত করবে। কারণ ক্ববর যিয়ারত দুনিয়ার আকর্ষণ কমিয়ে দেয় ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইবনু মাজাহ্)[৮০৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ক্ববর যিয়ারতের মধ্যে অনেক গুরুত্ব ও ফাযীলাত রয়েছে। রসূল ﷺ বলেন, كنت نهيتكم عن زيارة القبور অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশংকা করেছিলাম যে, তোমরা ক্ববর যিয়ারত করতে গিয়ে জাহিলী যুগের কাজ করে ফেল। আর তা হল– ক্ববরবাসীর কাছে ক্রন্দন করা এবং তার কাছে এমন কিছু উল্লেখ করা যা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় উচিত নয়, এখন তোমাদের মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহভীরু হয়েছ। তাই এখন তোমরা ক্ববর যিয়ারত কর।

এ হাদীসের মধ্যে ناسخ তথা রহিতকারী ও منسوخ তথা যাকে রহিত করা হয়েছে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্ববর যিয়ারতের আদেশ দ্বারা ক্ববর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞাকে রহিত করা হয়েছে।

রসূল ﷺ বলেন, ক্ববর যিয়ারতের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া বিমুখ হয়। অর্থাৎ ক্ববর যিয়ারতের মাধ্যমে দুনিয়া ত্যাগী হয়, দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ, লালসা ও মোহ থাকে না। আর আখিরাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। ক্ববরের পাশে দাঁড়ালে জীবিতদের চিন্তা আসে এক সময় আমার অবস্থাও এমন হবে। অর্থাৎ ক্ববরে চলে যেতে হবে। এ হাদীসটি ইবনু মাজাহতে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٧٧٠ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ: قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هٰذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ. تَمَّ كَلَامُهُ

১৭৭০-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বেশী বেশী ক্ববর যিয়ারতকারী মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। তিনি আরো বলেছেন, কোন কোন 'আলিমের ধারণা এ হাদীসটি ক্ববর যিয়ারত নিষিদ্ধ সময়ের। কিন্তু ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি দেবার পর পুরুষ মহিলা সকলেই এর মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন 'আলিমের মতে, মহিলারা অপেক্ষাকৃত অধৈর্য, অসহিষ্ণু ও কোমলমতি বলে

---

[৮০৯] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ১৫৭১, ইবনু হিব্বান ৯৮১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৩৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭১৯৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৭৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪২৭৯। কার এর সানাদে ইবনু জুরায়জ একজন মুদ্দালিস রাবী। আর আইয়ুব ইবনু হানী-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে «فِيْهِ لِيْنٌ» তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সেখানে যাওয়া অপছন্দ করেছেন। তাই ক্ববর যিয়ারতে যাওয়া মহিলাদের জন্য এখনো নিষিদ্ধ। ইমাম তিরমিযীর কথা পূর্ণ হলো।)[৮১০]

ব্যাখ্যা : বেশী বেশী ক্ববর যিয়ারতের পরিণতি সম্পর্কে এ হাদীসে আলোকপাত করা হয়েছে। রসূল ﷺ ক্ববর যিয়ারতকারীকে লা'নাত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধিক পরিমাণে ক্ববর যিয়ারত করা।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ লা'নাত তাদের জন্য যারা বেশী বেশী ক্ববর যিয়ারত করে। কেননা زوارات শব্দটি আধিক্যতার অর্থ প্রদান করে। তাই এ লা'নাত ঐ সকল নারীর জন্য যারা বেশী বেশী করে ক্ববর যিয়ারত করে। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস হাসান ও সহীহ। তিনি আরো বলেন, কতিপয় 'আলিম বলেন, এ অভিশাপ ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। অতঃপর রসূল ﷺ নারী-পুরুষ সকলকে ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তখন সেটা রহিত হয়ে গেছে।

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, বক্তারা দলীল পেশ করে যে, যিয়ারতের ক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্ততা পুরুষের সাথে ব্যাপকতার ভিত্তিতে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ সহীহুল বুখারীতে মহিলাদের ক্ববর যিয়ারত নাজায়িয বলে প্রমাণ করেছেন। এ সংক্রান্ত হাদীস হল, রসূল ﷺ একদিন এক মহিলার কাছ থেকে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় সে ক্ববরের পাশে বসে ক্রন্দন করছে। তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর।

আল্লামা বাদরুদ্দীন আয়নী (রহঃ) বলেন, নারীদের ক্ববর যিয়ারত করতে নিষেধ করার কারণ হল, তাদের ধৈর্য শক্তি কম এবং তাদের দুঃখ প্রবণতা বেশী অর্থাৎ অল্পতে তারা ভেঙ্গে পড়ে। সর্বোপরি কথা হল যে, নারীদের জন্য ক্ববর যিয়ারত করা বৈধ নয়। সুতরাং যাবতীয় ফিত্নাহ্ থেকে ইসলামী সমাজকে রক্ষা করতে হলে এর উপর 'আমাল করতে হবে।

١٧٧١ -[١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِيَ الَّذِىْ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَإِنِّىْ وَاضِعٌ ثَوْبِىْ وَأَقُوْلُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِىْ وَأَبِىْ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ رضي الله عنه مَعَهُمْ فَوَاللّٰهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِىْ حَيَاءً مِنْ عمر. رَوَاهُ أَحْمد

১৭৭১-[১০] 'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন সেই ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে আছেন তখন আমি আমার চাদর খুলে রাখতাম। আমি মনে মনে বলতাম, তিনি তো আমার স্বামী, আর অপরজনও আমার পিতা। কিন্তু যখন 'উমারকে এখানে তাঁদের সাথে দাফন করা হলো, আল্লাহর কসম, তখন থেকে আমি যখনই ঐ ঘরে প্রবেশ করেছি, 'উমারের কারণে লজ্জায় শরীরে চাদর পেঁচিয়ে রেখেছি। (আহ্মাদ)[৮১১]

---

[৮১০] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ১০৫৬, আহমাদ ৮৪৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৪৫, ইবনু মাজাহ্ ১৫৭৬, ইবনু হিব্বান ৩১৭৮।

[৮১১] **সহীহ :** আহমাদ ২৫৬৬০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৪০২।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস মহিলাদের ক্ববরস্থানে প্রবেশ করা জায়িযের দলীল। 'আয়িশাহ্ সেই ঘরে প্রবেশ করলেন যেই ঘরে রসূল এবং তার পিতা আবূ বাক্‌র -কে দাফন করা হয়েছিল। প্রবেশ করার পর তিনি উভয় ক্ববরের পাশে আলাদা আলাদাভাবে গেলেন। অতঃপর রসূল -এর ক্ববরের পাশে গিয়ে বললেন, এটা আমার স্বামীর ক্ববর। আবার আবূ বাক্‌র -এর ক্ববরের পাশে গিয়ে বললেন, এটা আমার পিতার ক্ববর। এরপর 'উমার -কে তাদের দু'জনের সাথে দাফন করা হয়।

এ হাদীসের দাবী হল, ক্ববর যিয়ারতের সময় মৃত ব্যক্তিকে অনুরূপ সম্মান করতে হবে যেমন তাকে তার জীবদ্দশায় সম্মান করা হত।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসটি এ কথার উপর দলীল যে, ক্ববরবাসীকে সম্মান করা ওয়াজিব। প্রত্যেক ক্ববরের কাছে গমন করতে হবে তাদের দুনিয়ায় যে মর্যাদা ছিল তার ধারাবাহিকতার আলোকে। যেমন 'আয়িশাহ্ আগে গেলেন রসূল -এর ক্ববরের পাশে। তারপর আবূ বাক্‌র-এর ক্ববরের পাশে।

(٦) كِتَابُ الزَّكَاةِ
পর্ব-৬ : যাকাত

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন : যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এটা শারী'আতের একটি শক্তিশালী বিষয়। যে ব্যক্তি যাকাতের ফারযিয়্যাতকে অমান্য করবে সে কাফির হয়ে যাবে। যাকাতের লাগবী অর্থ বৃদ্ধি, বারাকাত ও পবিত্র করা। যাকাত আদায় করলে মাল বৃদ্ধি পায় ও মাল পবিত্র হয়। আর যাকাত আদায়কারী গুনাহ থেকে পবিত্র হয়। আর যাকাতের শার'ঈ অর্থ হলো নিসাব পূর্ণ সম্পদে এক বৎসর অতিবাহিত হলে তা ফকীর, মিসকীন ও অন্যান্যদের মাঝে নির্ধারিত পন্থায় আদায় করা। অতঃপর যাকাতের রুকন, কারণ হিকমাত ও শর্ত রয়েছে। তা ফার্‌য হওয়ার কারণ হলো মালের মালিক হওয়া। যাকাতের শর্ত হলো (মালের ক্ষেত্রে) নিসাব পরিমাণ হওয়া, বৎসর পূর্ণ হওয়া এবং (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) বালেগ ও স্বাধীন হওয়া। হিকমাত হলো দুনিয়ার কর্তব্য পালন হওয়া এবং আখিরাতের সাওয়াব ও দরজা অর্জন হওয়া। আর গুনাহ হতে পবিত্র হওয়া এবং কৃপণতার দায় থেকে বাঁচা।

প্রকাশ থাকে যে, অধিকাংশ 'উলামাদের মতে যাকাত হিজরতের পর ফার্‌য হয়। তারা দ্বিতীয় হিজরীতে ফার্‌য হওয়ার মত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, হিজরতের পূর্বে ফার্‌য হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٧٢ ـ[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلٰى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭২-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন, মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) নিকট যাচ্ছো। প্রথমতঃ তাদেরকে এ লক্ষ্যে দীনের প্রতি আহ্বান করবে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদের সামনে এই ঘোষণা দেবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফার্‌য করেছেন। তাদের ধনীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যদি তারা এ হুকুমের প্রতি

আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (তাদের) ভাল ভাল মাল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, মাযলূমের ফরিয়াদ হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা মাযলূমের ফরিয়াদ আর আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন আড়াল থাকে না। (বুখারী, মুসলিম)[৮১২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ইবনু জাবালকে ইয়ামানে বিদায়ী হাজ্জের পূর্বে ১০ হিঃ প্রেরণ করেন। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) তার "ইসতিয়াব" গ্রন্থে বলেছেন, তিনি মু'আযকে ইয়ামানের জুনদ প্রদেশে ক্বাযীরূপে এ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তিনি মানুষদেরকে কুরআন, ইসলামের নিদর্শনাবলী শিক্ষা দিবেন এবং যাকাত আদায়কারীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবেন। আর রসূল ﷺ পাঁচ ব্যক্তির মাঝে ইয়ামানের দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। তারা হলেন খালিদ বিন সা'ঈদকে 'সান্‌আ'র, মুহাজির বিন আবী উমাইয়্যাহ্-কে 'কিনদার', যিয়াদ বিন লাবিদকে 'হাযরা মাওত'-এর, মু'আযকে 'জুনদ'-এর আর আবূ মূসাকে 'যুবায়দ', যুম্'আহ্ আদন ও সাহিল'-এর দায়িত্ব। ইবনু হাজার বলেন, জুনদ-এ অদ্যাবধি মু'আয-এর একটি প্রসিদ্ধ মাসজিদ রয়েছে। রসূল ﷺ মু'আযকে মানুষদের সর্বপ্রথম শাহাদাতাইনের দিকে দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ তা হলো দীনের মৌলিক বিষয় যা ব্যতীত দীনের অন্যান্য বিষয় শুদ্ধ হবে না। অতএব যদি কারো ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সে নাস্তিক তাহলে তাকে উভয়টির শাহাদাহ্ দিতে হবে। আর যদি আস্তিক হয় তাহলে তাকে নাবী ﷺ-এর রিসালাতের শাহাদাহ্ দিয়ে উভয়টির মাঝে সমন্বয় করতে হবে। সেখানে আহলে কিতাবরা বসবাস করত। তিনি (ﷺ) তাদেরকে প্রথমে তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে বলেন। এটি গ্রহণ করলে তারপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে বলেন। অতঃপর তাদেরকে যাকাত ফার্‌যের কথা অবহিত করতে বলেন। আর যাকাত আদায়ের সময় যুল্‌ম করতে নিষেধ করেন। কারণ মাযলূমের দু'আ তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে কবূল হয়। যদিও সে পাপী হয়, কেননা তার পাপ তার নিজের উপর বর্তাবে।

শাহাদাতায়নের ব্যতীত শারী'আতের অন্যান্য বিধানগুলোর ক্ষেত্রে কাফিররাও সম্বন্ধিত কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এ হাদীসের আলোকে কেউ কেউ বলেছেন, তারা অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে সম্বন্ধিত নয়। কারণ এখানে প্রথমত তাদের শুধুমাত্র ঈমানের দিকে দাওয়াতের নির্দেশ এসেছে। অতপর ঈমান গ্রহণ করলে অন্যান্য বিধানের দিকে দা'ওয়াতের নির্দেশ এসেছে। তবে অধিকাংশদের মতে, তারা বিশ্বাস স্থাপন এবং কার্যে প্রতিফলন উভয় দিক থেকে শরীয়াতের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে সম্বন্ধিত। হাদীসে বলা হয়েছে, ধনীদের থেকে যাকাতের মাল গ্রহণ করে তা তাদের দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করবে "এ উক্তির আলোকে উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন যে, এক এলাকার যাকাতের সম্পদ অন্য এলাকায়/দেশে স্থানান্তর করা যাবে কি না? এ হাদীসের আলোকে কেউ কেউ বলেছেন, স্থানান্তর করা যাবে না। যেহেতু হাদীসে ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশে এটি বলা হয়েছে যে, তাদের যারা ধনী তাদের থেকে নিয়ে সে এলাকার দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে। আবূ হানীফা, ইমাম বুখারীসহ আরো অনেকের মতে স্থানান্তর করা যাবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর মতে তা স্থানান্তর করা যাবে না। তবে যদি সে এলাকা যাকাত গ্রহণ করার মত কেউ না থাকে। কিংবা স্থানান্তর করাতে অধিক কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে করা যাবে।

---

[৮১২] **সহীহ :** বুখারী ২১৪৯৬, মুসলিম ১৯, আবূ দাউদ ১৫৮৪, আত্ তিরমিযী ৬২৫, নাসায়ী ২৫২২, ইবনু মাজাহ্ ১৭৮৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২৭৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৫৭, ইরওয়া ৭৮২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২২৯৮।

١٧٧٣ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرٰى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ﴿فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ﴾ [الزلزلة ٩٩: ٧-٨]». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৭৩-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সোনা রূপার (নিসাব পরিমাণ) মালিক হবে অথচ তার হাক্ব (যাকাত) আদায় করবে না তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন (তা দিয়ে) আগুনের পাত বানানো হবে। এগুলোকে জাহান্নামের আগুনে এমনভাবে গরম করা হবে যেন তা আগুনেরই পাত। সে পাত দিয়ে তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। তারপর এ পাত পৃথক করা হবে। আবার আগুনে উত্তপ্ত করে তার শরীরে লাগানো হবে। আর লাগানোর সময়ের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (এ অবস্থা চলবে) বান্দার (জান্নাত জাহান্নামের) ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত। তারপর তাকে নেয়া হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! উটের বিষয়টি (যাকাত না

দেবার পরিণাম) কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : উটের মালিক যদি এর হাক্ব (যাকাত) আদায় না করে– যেদিন উটকে পানি খাওয়ানো হবে সেদিন তাকে দুহানোও তার একটা হাক্ব– ক্বিয়ামাতের দিন ওই ব্যক্তিকে সমতল ভূমিতে উটের সামনে মুখের উপর উপুড় করে। তার সবগুলো উট গুণে গুণে (আনা হবে) মোটা তাজা একটি বাচ্চাও কম হবে না। এসব উট মালিককে নিজেদের পায়ের নীচে ফেলে পিষতে থাকবে, দাঁত দিয়ে কামড়াবে। এ উটগুলো চলে গেলে, আবার আর একদল উট আসবে। যেদিন এমন ঘটবে, সে দিনের মেয়াদ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এমনকি বান্দার হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হবে। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের যাকাত আদায় না করলে (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি গরু-ছাগলের মালিক হয়ে এর হাক্ব (যাকাত) আদায় করে না ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলা হবে। তার সব গরু ও ছাগলকে (ওখানে আনা হবে) একটুও কম-বেশি হবে না। গরু-ছাগলের শিং বাঁকা কিংবা ভঙ্গ হবে না। শিং ছাড়াও কোনটা হবে না। এসব গরু ছাগল শিং দিয়ে মালিককে গুতো মারতে থাকবে, খুর দিয়ে পিষবে। এভাবে একদলের পর আর একদল আসবে। এ সময়ের মেয়াদও হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এর মধ্যে বান্দার হিসাব-নিকাশ হয়ে যাবে। তারপর ঐ ব্যক্তি জান্নাত অথবা জাহান্নামে তার গন্তব্য দেখতে পাবে।

সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়ার অবস্থা কি হবে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঘোড়া তিন প্রকারের। প্রথমতঃ যা মানুষের জন্য গুনাহের কারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যা মানুষের জন্য পর্দা। আর তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য সাওয়াবের কারণ।

গুনাহের কারণ ঘোড়া হলো ঐ মালিকের, যেগুলোকে সে মুসলিমদের ওপর তার গৌরব, অহংকার ও শৌর্যবীর্য দেখাবার জন্য পালন করে। আর যেগুলো মালিক-এর জন্য পর্দা হবে, সেগুলো ঐ ঘোড়া, যে সবের ঘোড়ার মালিক আল্লাহর পথে লালন পালন করে। সেগুলোর পিঠ ও গর্দানের ব্যাপারে আল্লাহর হাক্ব ভুলে যায় না। মানুষের জন্য সাওয়াবের কারণ ঘোড়া ব্যক্তির যে মালিক আল্লাহর পথের মুসলিমদের জন্য তা' পালে। এদেরকে সবুজ মাঠে রাখে। এসব ঘোড়া যখন আসে ও চারণ ভূমিতে সবুজ ঘাস খায়, তখন ওই (ঘাসের সংখ্যার সমান) সাওয়াব তার মালিক-এর জন্য লিখা হয়। এমনকি এদের গোবর ও পেশাবের পরিমাণও তার জন্য সাওয়াব হিসেবে লিখা হয়। সেই ঘোড়া রশি ছিঁড়ে যদি এক বা দু'টি ময়দান দৌড়ে ফিরে, তখন আল্লাহ তা'আলা এদের কদমের চিহ্ন ও গোবরের (যা দৌড়াবার সময় করে) সমান সাওয়াব তার জন্য লিখে দেন। এসব ঘোড়াকে পানি পান করাবার জন্য নদীর কাছে নেয়া হয়, আর এরা নদী হতে পানি পান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াগুলোর পান করা পানির পরিমাণ সাওয়াব ওই ব্যক্তির জন্য লিখে দেন। যদি মালিক-এর পানি পান করাবার ইচ্ছা নাও থাকে। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গাধার ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি বললেন গাধার ব্যাপারে আমার ওপর কোন হুকুম নাযিল হয়নি। সকল নেক কাজের ব্যাপারে এ আয়াতটিই যথেষ্ট "যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ নেক 'আমাল করবে তা সে দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি এক কণা পরিমাণ বদ 'আমাল করবে তাও সে দেখতে পাবে"– (সূরাহ্ আয্ যিলযাল ৯৯ : ৭-৮)। (মুসলিম)[৮১৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হতে প্রমাণ হয় যে, স্বর্ণ ও রূপা যাকাত আদায় না করে জমা করে রাখলে, উক্ত মাল জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে মালিক-এর ললাটে, পার্শ্বদেশসমূহ এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে। অন্যান্য অঙ্গ থেকে এ তিনটি অঙ্গকে উল্লেখ করার কারণ হল, চেহারায় দাগ দিলে অধিক কদর্য দেখায় আর

---

[৮১৩] **সহীহ :** মুসলিম ৯৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪১৮, সহীহ আত্ তারগীব ৭৫৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭২৯।

পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দিলে অধিক ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কারণ একজন ভিক্ষুক কোন কৃপণের নিকট চাইলে সর্বপ্রথম তার চেহারায় বিরক্তি, অপছন্দের ভাব পরিস্ফুটিত হয়, তার কপালে ভাজ পড়ে। আবার তাই চাইলে তার থেকে পার্শ্বদেশ পরিবর্তন করে। পুনরায় চাইতে গেলে সে তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। এজন্য এ তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্-এ ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে এরই বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ : "হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ 'আলিম ও ধর্মযাজকগণ মানুষের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। আর তারা আল্লাহর রাস্তা হতে (মানুষকে) বাধা দেয়।

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে আর তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, (হে নাবী ﷺ!) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহ এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ করো।'

এভাবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার 'আযাব হতে থাকবে। অতঃপর হয় তার রাস্তা জান্নাত না হয় জাহান্নাম। এভাবে অন্য মালেও একই হুকুম জারি হবে।

হাদীসে ক্বিয়ামাতের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে যা মূলত কাফিরদের ওপর। আর পাপীদের ওপর তাদের পাপানুপাতে দীর্ঘায়িত হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ মু'মিনদের জন্য দিনটি ফাজ্‌রের দুই রাক্'আত সলাতের মতো দীর্ঘ মনে হবে। অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট দিনটি কঠিন হবে না যেমনটি কাফিরদের জন্য।

আলওয়ালী আল 'ইরাক্বী বলেন, مَرَجٌ হল উদ্ভিদ বা ঘাস বিশিষ্ট সেই প্রশস্ত ভূখণ্ড যেখানে চতুষ্পদ জন্তু চরে বেড়ায় ইচ্ছামত যাতায়াত করতে পারে। আর رَوْضَةٌ (বাগান) হল অধিক পানি বিশিষ্ট স্থান যেখানে পর্যাপ্ত পানি থাকায় গোলাপ ফুলসহ আরো নানা ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। উভয়টির মাঝে পার্থক্য হল মারাজকে চতুষ্পদ জন্তু চরার জন্য প্রস্তুত করা হয় আর رَوْضَةٌ কে মানুষের বিনোদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

١٧٧٤ -[٣] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ». ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ﴾. [آل عمران٣: ١٨٠]. إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৭৪-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে ঐ ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করেনি, সে ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামাতের দিন টাকমাথা সাপে পরিণত হবে। এ সাপের দু' চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ বিষাক্ত সাপ)। এরপর ঐ সাপ গলার মালা হয়ে ব্যক্তির দু' চোয়াল আঁকড়ে ধরে বলবে, আমিই তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধন-সম্পদ। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ "যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে এটা তাদের জন্য উত্তম বরং তা তাদের জন্য মন্দ।

ক্বিয়ামাতের দিন অচিরেই যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে তা তাদের গলার বেড়ী করে পরিয়ে দেয়া হবে"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৮০) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (বুখারী)[৮১৪]

ব্যাখ্যা : যাদের আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন অথচ যাকাত আদায় করে না, ক্বিয়ামাতের দিবস উক্ত সম্পদ বিষধর সাপে পরিণত হবে। সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর ১৮০ নং আয়াতে এরই অর্থ বহন করে। বাদ্‌র আদ দিমামীনী বলেন, شُجَاعٌ হল পুরুষ সর্প। কেউ কেউ বলেছেন, শুজা' মরুভূমির এমন সাপ যা লেজের ওপর দণ্ডায়মান হয়ে অশ্বারোহী এবং পদাতিক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। আবার কখনো কখনো তা অশ্বারোহীর মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উক্ত সাপের মাথায় টাক পড়া থাকবে বয়স দীর্ঘ হওয়ার কারণে। কেউ বলেন, তার মাথায় চুল থাকবে না। আর চরম বিষের কারণে মাথার চামড়া বিলীন হয়ে যাবে। তার মাথায় দু'টি নোকতা থাকবে যা মালিকের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। সে তাকে আঁকড়ে ধরে বলবে, "আমি তোমার মাল। এ কথা বলার উপকারিতা হল তার অনুশোচনা এবং শাস্তি বৃদ্ধি করা, যেহেতু যে বিষয়ের যে কল্যাণের আশা করত তা তার নিকট অকল্যাণ হিসেবে এসেছে। তাই তার অনুশোচনা, চিন্তা বৃদ্ধি পাবে।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, সে সাপ থেকে পলায়নরত অবস্থায় যেখানেই যাবে সেখানেই সাপ তার পিছু নিবে। অবশেষে যখন সে দেখবে যে সাপ তার পিছু ছাড়বে না তখন সে তার মুখে হাত প্রবেশ করাবে। ফলে সাপ তার হাতকে চাবাবে যেমনটি উট চাবায়। আর ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় রয়েছে, হাত থেকে শুরু করে শরীর চিবাবে।

সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান এর ১৮০ নং এবং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্-এর ৩৪ নং আয়াতের মাঝে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই, কারণ এটি খুব করে সম্ভব যে আল্লাহ তার কিছু প্রকারের সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে গলায় পরাবেন আর কয়েক প্রকার দিকে দাগ দিবেন। অথবা একবার এই প্রকারের শাস্তি দিবেন আর একবার সেই প্রকারের শাস্তি দিবেন।

١٧٧٥ -[٤] عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭৫-[৪] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তির উট, গরু ও ছাগল থাকবে, আর সে এসবের হাক্ব (যাকাত) আদায় করবে না। ক্বিয়ামাতের দিন এসব জন্তু খুব তরতাজা মোটাসোটা করে আনা হবে এবং তারা তাদের পা দিয়ে তাকে পিষবে। তাদের শিং দিয়ে গুতোবে। শেষ দলটি পিষে চলে যাবার পর আবার প্রথম দলটি আসবে হিসাব-নিকাশ হওয়া পর্যন্ত (এভাবে চলতে থাকবে)। (বুখারী, মুসলিম)[৮১৫]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির গরু বা ছাগল আছে যার যাকাত আদায় করে না তা নিয়ে ক্বিয়ামাতের দিবসে বেশী বড় ও মোটা হয়ে তার মালিক-কে পায়ের খুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। যখন অতিক্রম শেষ হবে তখন আবারো প্রথম হতে খুরের আঘাত আরম্ভ করা হবে।

---

[৮১৪] **সহীহ :** বুখারী ১৪০৩, আহমাদ ৮৬৬১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১১৩, সহীহ আত্ তারগীব ৭৬১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৬০।

[৮১৫] **সহীহ :** বুখারী ১৪৬০, মুসলিম ৯৯০, আত্ তিরমিযী ৬১৭, নাসায়ী ২৪৪০, আহমাদ ২১৪৯১।

এরূপ শাস্তি ক্বিয়ামাতের দিবস বিচার হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে। خُفٌّ (খুফ) বলা হয় উটের খুরকে। ظِلْفٌ (যিল্‌ফ) বলা হয় গরু, ছাগল এবং হরিণের খুরকে। حَافِرٌ (হা-ফির) বলা হয় ঘোড়া, গাধা এবং খচ্চরের খুরকে। قُرُنٌ (কুরূন) বলা হয় গরু এবং ছাগলের খুরকে। আর মানুষের পায়ের পাতাকে বলা হয় قَدَمٌ (ক্বাদাম)।

١٧٧٦ -[٥] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৭৬-[৫] জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাকাত আদায়কারী যখন তোমাদের নিকট যাকাত আদায় করতে আসে তখন যেন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে (যাকাত উসূল করে) ফিরে যায়। আর তোমরাও যেন সন্তুষ্ট ও খুশী থাকো। (মুসলিম)[৮১৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হতে প্রমাণ হয় যে, যাকাত আদায়কারীকে যাকাত আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য করতে হবে ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। যাতে সে তাদের কাছ থেকে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়। আর আবূ দাউদ-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! যদিও আদায়কারীরা যুল্‌ম করে। তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, যদিও তারা যুল্‌ম করে তবুও তাদেরকে খুশি করে বিদায় দাও।

ক্বাযী 'আয়ায বলেন, মূলত রসূল ﷺ-এর মাধ্যমে নেতার আনুগত্য এবং তার বিরোধিতা না করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সৌভাগ্যের ওয়াসিয়্যাত করা, নেতার আনুগত্য করা, তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, মুসলিমদের ঐক্য ধরে রাখা এবং তাদের পারস্পরিক বিষয়ের সংশোধন করা।

١٧٧٧ -[٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ فلَانٍ» . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰل أَبِي أَوْفَى». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ».

১৭৭৭-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ক্বওম নাবী ﷺ-এর কাছে তাদের যাকাত নিয়ে এলে তিনি বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা স-ল্লি 'আলা- আ-লি ফুলা-ন"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! অমুকের ওপর রহ্‌মাত বর্ষণ করো)। আমার পিতাও যখন তার নিকট যাকাত নিয়ে এলেন তিনি বললেন, *"আল্ল-হুম্মা সল্লি 'আলা- আ-লি আবী আওফা"* (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আবূ আওফা ও তার বংশধরদের ওপর রহ্‌মাত বর্ষণ করো)। (বুখারী, মুসলিম)[৮১৭]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যখন কোন ব্যক্তি তার নিজের যাকাত নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতেন, তিনি বলতেন, «اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ» "হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির ওপর রহ্‌মাত বর্ষণ করো।"

---

[৮১৬] **সহীহ :** মুসলিম ৯৮৯, নাসায়ী ২৪৬১, আহমাদ ১৯১৮৭।

[৮১৭] **সহীহ :** বুখারী ১৪৯৭, ৬৩৫৯, মুসলিম ১০৭৮, আবূ দাউদ ১৫৯০, নাসায়ী ২৪৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৬৫৭, ইরওয়া ৮৫৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৬৪৩।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর কাছে কোন ক্বওম বা ব্যক্তি যাকাত বা সদাক্বাহ্ নিয়ে এলে তিনি (ﷺ) তাদের জন্য দু'আ করতেন। যেমন- বর্ণিত হাদীসে তিনি (ﷺ) আবূ আওফা-এর পরিবারের জন্য দু'আ করেছিলেন। তিনি (ﷺ) দু'আ করতেন সূরাহ্ আত্ তাওবার ১০৩ নং আয়াতের উপর 'আমাল করার জন্য সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "তুমি তাদের মাল হতে যাকাত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য দু'আ কর। কেননা তোমার দু'আ তাদের অন্তরের প্রশান্তি।"

হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সদাক্বার মাল গ্রহীতার জন্য মুস্তাহাব হল সদাক্বাহ্ দাতার জন্য দু'আ করা। আহলে যাহের সহ আরো অনেক সূরা আত্ তাওবার ১০৩ নং আয়াতের আলোকে বলেছেন যে দু'আ করা ওয়াজিব। তবে এ আবশ্যকতাটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট।

হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, নাবীগণ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোন ব্যক্তির صلاة (সালাত) শব্দের মাধ্যমে দু'আ করা বৈধ এবং সদাক্বাহ্ গ্রহীতা সদাক্বাদাতার জন্য এ দু'আ করতে পারে। এটি ইমাম আহ্মাদ (রহঃ)-এর অভিমত। তাদের ভাষ্যমতে এখানে صلاة দ্বারা উদ্দেশ্য দু'আ, বারাকাত কামনা, সম্মান বা মর্যাদা কামনা নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) ও সাধারণভাবে তা বৈধ বলে মনে করেন। আর ইমাম মালিক, শাফি'ঈ আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, নাবী-রসূলগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্বতন্ত্রভাবে সালাত আদায় করা বৈধ নয় তবে তাবি'ঈন বা নাবী রসূলগণের পরে সকলের উপরে কারো নাম আসলে সেক্ষেত্রে তাদের সলাত আদায় করা জায়িয। ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যূম (রহঃ) বলেন, পছন্দনীয় অভিমত হল, নাবীগণ ফেরেশতাগণ, নাবীপত্নীগণ, নাবী বংশধর, সন্তান-সন্ততি এবং আনুগত্যশীল ব্যক্তিদের ওপর সাধারণভাবে সলাত আদায় করা যায়। আর নাবীগণ ব্যতীত অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা অপছন্দনীয়। বিষয়টির সারাংশ হল আল্লাহ এবং আল্লারহ রাসূলের ক্ষেত্রে যে কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য صلاة শব্দের মাধ্যমে দু'আ করা বৈধ। যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। আর আল্লাহ এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কারো জন্য صلاة শব্দের মাধ্যমে দু'আ করা বৈধ নয়। তবে তাব্'আন (অনুসৃত) জায়িয।

١٧٧٨ -[٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ. وَمِثْلُهَا مَعَهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭৮-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত আদায়ের জন্য 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠালেন। কেউ এসে খবর দিলো যে, ইবনু জামিল, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ আর 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইবনু জামিল এজন্য যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন যে, (প্রথম দিকে) গরীব ছিল। এরপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইবনু ওয়ালীদ-এর ব্যাপার হলো, তোমরা তার ওপর যুলম্ করছ। সে তো তার যুদ্ধসামগ্রী আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে (কাজেই তোমরা তার শুধু এ বছরই নয় বরং) এ রকম (আগামী বছর)ও। এরপর থাকে 'আব্বাস-এর বিষয়। তার এ বছরের যাকাত এবং এর সমপরিমাণ আমার দায়িত্বে। অতঃপর তিনি বললেন, হে 'উমার! তুমি কি জানো না কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার মতই। (বুখারী, মুসলিম)[৮১৮]

---

[৮১৮] **সহীহ :** বুখারী ১৪৬৮, মুসলিম ৯৮৩, নাসায়ী ২৪৬৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৩০, ইবনু হিব্বান ৩২৭৩, আহমাদ ৮২৮৪, দারাকুত্বনী ২০০৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৯১৬।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ 'উমার (রাঃ)-কে আমেল হিসেবে ফার্‌য যাকাত আদায় করতে পাঠান। তাঁকে (ﷺ) বলা হলো যে, ইবনু জামিল, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এবং 'আব্বাস যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছেন। অথচ তারা সহাবী।

ইবনু জামিল-এর ক্ষেত্রে নাবী ﷺ বলেছেন : সে গরীব ছিল পরে আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়েছেন ফলে এর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে সে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু এটি প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত কোন বিষয় নয়। অথবা সে মূলত কোন প্রকার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেনি। তাই তার উচিত আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন তার যাকাত দেয়া এবং নি'আমাতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করা।

খালিদ-এর ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "সে তার বর্মসমূহ এবং যুদ্ধাস্ত্রগুলো আল্লাহর পথে জমা করে রেখেছে।" কয়েকভাবে এ উক্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

○ প্রথমতঃ যাকাত আদায়কারীগণ খালিদ-এর জমাকৃত বর্ম এবং যুদ্ধাস্ত্রের অর্থের যাকাত চাইলে এই ধারণায় যে তা ব্যবসার জন্য গচ্ছিত আছে যাতে যাকাত আবশ্যক। কিন্তু খালিদ তাদের বললেন, এতে তো যাকাত আবশ্যক নয়। তাই তারা এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন, তোমরাতো তার প্রতি অবিচার করেছো। কারণ সে তো তা জমা করে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। ফলে তাতে যাকাত আবশ্যক হয় না।

○ দ্বিতীয়তঃ নাবী ﷺ খালিদ-এর পক্ষ থেকে ওজর পেশ করেছেন এবং প্রত্যুত্তর করেছেন যে, খালিদ-এর ওপর যাকাত আবশ্যক হলে সে তা দিতে অস্বীকার করবে না। কেননা সে তো আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় তার বর্ম এবং অস্ত্রগুলো আল্লাহর পথে জমা দিয়ে দিয়েছে যা তার প্রতি আবশ্যক ছিল না।

ফলে কিভাবে সে ফার্‌য সদাক্বাহ্ প্রদানে অস্বীকৃতি জানাবে।

আর 'আব্বাস (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, "তার যাকাতের জামিন আমি এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ এর অর্থ কয়েকটি হতে পারে।"

○ প্রথমতঃ 'আব্বাস (রাঃ)-এর প্রয়োজনের তাকিদে তিনি তার দু' বছরের যাকাত বিলম্বিত করে নিজে তা আদায়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমনটি আবূ 'উবায়দাহ্ বলেছেন।

○ দ্বিতীয়তঃ 'আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্তমান এবং আগামী দু' বছরের অগ্রিম সদাক্বাহ্/যাকাত প্রদান করেছেন। ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'আব্বাস-এর দুই বছরের সদাক্বাহ্ যা আমার কাছে রয়েছে আমি তা দিয়ে দিব।

١٧٧٩ -[٨] عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُوْرٍ مِمَّا وَلَّانِي اللّٰهُ فَيَأْتِيْ أَحَدُكُمْ فَيَقُوْلُ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدٰى لَهٗ أَمْ لَا؟ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهٗ عَلٰى رَقَبَتِهٖ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهٗ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرًا لَهٗ خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ». قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِيْ قَوْلِهٖ: «هَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أُمِّهٖ أَوْ أَبِيْهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدٰى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟» دَلِيْلٌ عَلٰى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يُتَذَرَّعُ بِهٖ إِلٰى

مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ وَكُلُّ دَخَلَ فِي الْعُقُودِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الِاقْتِرَانِ أَمْ لَا؟ هَكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ. (مُتَّفق عَلَيْهِ)

১৭৭৯-[৮] আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ আয্দ গোত্রের ইবনুল লুত্বিয়াহ্ নামক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করলেন। সে (যাকাত উসূল করে) মাদীনায় ফিরে এসে (মুসলিমদের নিকট) বলতে লাগল, এ পরিমাণ সম্পদ তোমাদের (যাকাত হিসেবে উসূল হয়েছে, তোমরা এর হাক্বদার)। আর এ পরিমাণ সম্পদ তুহফা হিসেবে আমাকে দেয়া হয়েছে (এটা আমার হাক্ব)। রসূলুল্লাহ ﷺ (এসব কথা শুনে) লোকদের উদ্দেশে হাম্দ ও সানা পড়ে খুতবাহ্ দিলেন। তিনি (খুতবায়) বললেন, তোমাদের কিছু লোককে আমি ওসব কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছি যেসব কাজের জন্য আল্লাহ আমাকে হাকিম বানিয়েছেন। এখন তোমাদের এক ব্যক্তি এসে বলছে, এটা (যাকাত) তোমাদের জন্য, আর এটা হাদিয়্যাহ্। এ হাদিয়্যাহ্ আমাকে দেয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করো, সে ব্যক্তি তার পিতা অথবা মাতার বাড়ীতে বসে রইল না কেন? তখন সে দেখতো (তুহফা দানকারীরা) তাকে তার বাড়ীতেই তুহফা পৌছে দিয়ে যেত কিনা? ঐ মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের যে ব্যক্তি যে কোন জিনিস তদ্রূপ করবে তা ক্বিয়ামাতের দিন তার গর্দানের উপর বহন করে নিয়ে আসবে। যদি তা উট হয় তাহলে তার আওয়াজ উটের আওয়াজ হবে। যদি তা গরু হয় তাহলে তার আওয়াজ গরুর আওয়াজ হবে। যদি তা বকরী হয় তাহলে বকরীর আওয়াজ হবে। (অর্থাৎ দুনিয়ায় কোন জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে, তা ক্বিয়ামাতের দিন তার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কথা বলতে থাকবে)। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ তার দু' হাত এতো উপরে উঠালেন যে, আমরা তার বগলের নীচের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি মানুষের কাছে কি তা পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি (তোমার কথা) কি মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছি? (বুখারী, মুসলিম)[৮১৯]

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "তাকে জিজ্ঞেস করো, সে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার বাড়ীতে বসে থাকল না কেন? তখন সে দেখত তুহফা তার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যায় কিনা?" এ সম্পর্কে খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, এ বাণী এ কথারই দলীল যে, কোন হারাম কাজের জন্য যে জিনিসকে উপায় বা ওয়াসিলা বানানো হয় সে উপায়ে বা ওয়াসিলাও হারাম। আরো বলা যায়, কোন একটি ব্যাপারকে অন্য কোন ব্যাপারের সাথে (যেমন– বেচাকেনা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি) সম্পর্কিত করলে দেখতে হবে, সে ব্যাপারগুলোর কোন পৃথক পৃথক হুকুম এদের এক সাথে সম্পর্কিত হুকুমের সদৃশ কি-না। হলে তা জায়িয। আর না হলে না জায়িয। (শারহুস্ সুন্নাহ্)

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায় করার সময় কোন প্রকার হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করা জায়িয নয়। প্রকৃতপক্ষে এ হুকুম সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা এরূপ হাদিয়্যাহ্ বা ঘুস গ্রহণ করবে ক্বিয়ামাতের দিনে উক্ত হাদিয়্যার মাল কাঁধে করে বহন করবে। উক্ত লোকটি কে ছিলেন তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইয়ামানের আয্দ গোত্রের। আবার কেউ কেউ বলেন, আসাদ গোত্রের। কোন কোন বর্ণনায় আছে, বানী আসাদ। কেউ কেউ বলেন, উক্ত গোত্রের নাম আযদও বলা হয়

---

[৮১৯] **সহীহ :** বুখারী ৭১৭৪, মুসলিম ১৮৩২, আবূ দাউদ ২৯৪৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২১৯৬২, আহমাদ ২৩৫৯৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৬৬৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৬৮।

এবং আসাদও বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ইবনু লুতবিয়্যাহ্। হাফিয ইবনু হাজার বলেন যে, আমি তার নাম সম্পর্কে অবহিত হয়নি।

এ হাদীস থেকে কতগুলো উপকারিতা পাওয়া যায়। যথা : ১. ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীস থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যাকাত আদায়কারীদের গ্রহণকৃত উপঢৌকন হারাম এবং তা আমানাতের খিয়ানত।

২. যাকাত আদায়কারী আমানতদার ব্যক্তিকে আত্মসমালোচনা করতে হবে। কেননা এটি তার আমানাতকে সঠিক ভাবে পৌছাতে সাহায্য করবে।

৩. যাকাত আদায়কারীদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনসমূহ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাত আদায়কারী তার স্বত্বাধিকারী হবে না যদি না নেতা সন্তুষ্ট চিত্তে তা তাকে দেন।

৪. কোন ব্যক্তি পক্ষপাতমূলকভাবে কোন সম্পদ গ্রহণের জন্য যে সব পথ অবলম্বন করে তা বাতিল।

৫. যে ব্যক্তি কোন ব্যাখ্যা জানতে পারবে যা কেউ গ্রহণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে তার ভুলটি মানুষদের মাঝে বর্ণনা করে দিবে, যাতে তারা এর দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক হতে পারে।

৬. ভুলকারীকে ধমক/শাসন করা বৈধ এবং নেতৃত্ব, আমানাত রক্ষার ক্ষেত্রে উত্তম ব্যক্তির বিদ্যমানে তার চেয়ে নিচু স্তরের লোক নিয়োগ দেয়া বৈধ।

١٧٨٠ -[٩] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৭৮০-[৯] ‘আদী ইবনু ‘উমায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদের কাউকে কোন কাজের জন্য (যাকাত ইত্যাদি উসূল করার জন্য) নিয়োগ করলে, সে যদি একটি সূঁচ সমান অথবা এর চেয়ে ছোট বড় কোন জিনিস গোপন করে তা খিয়ানাত হবে। ক্বিয়ামাতের দিন তা (লাঞ্ছনা সহকারে) আনা হবে। (মুসলিম)[৮২০]

ব্যাখ্যা : যাকাত আদায়কারীদের উচিত হবে যে, আদায়কৃত সকল মাল ছোট হোক আর বড় হোক আদায় করে দিবে। যদি কিছু গোপন করে তবে তা হবে খিয়ানাত ও হারাম।

অত্র হাদীসে যাকাত আদায়কারীদের আমানাত রক্ষার উপর উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নগণ্য বস্তু হলেও তার খিয়ানাত করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আর মুসলিমরা সকলেই একমত যে, আমানাতের খিয়ানাত করা হারাম যা কাবীরা গুনাহও বটে। আর কেউ যদি তা করে তাহলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٨١ -[١٠] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة ٩ : ٣٤] كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ كَبُرَ عَلٰى أَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْآيَةُ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ

[৮২০] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৩৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৪৭৫, ইবনুর আবী শায়বাহ্ ২১৯৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ৭৮১, সহীহ আল জামি‘ আস্ সগীর ৬০২৪।

أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ» قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭৮১-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত, ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ অর্থাৎ "যেসব লোক সোনা-রূপা জমা করে রাখে"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৪) আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হল তখন সহাবীগণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। 'উমার (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের এ দুশ্চিন্তা নিরসন করে দিচ্ছি। তিনি নাবী (সাঃ)-এর নিকট গেলেন। তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর নাবী! এ আয়াত তো আপনার সাথীদের জন্য ভারি বোঝা হয়েছে। (এ কথা শুনে) নাবী (সাঃ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা (সকল ব্যয় নির্বাহের পর) অবশিষ্ট মাল পবিত্র করার ব্যবস্থা স্বরূপ তোমাদের ওপর যাকাত ফারয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এজন্যই ওয়ারিস ঠিক করে দিয়েছেন। এরপর তিনি এ বাক্য উল্লেখ করলেন, যেন তোমাদের পরবর্তীরা যাতে এ মালের মালিক হয়ে যায়। 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে 'উমার *'আল্ল-হু আকবার'* বলে উঠলেন। তারপর তিনি (সাঃ) 'উমারকে বললেন, আমি কি তোমাকে মানুষের সবচেয়ে উত্তম গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো চরিত্রবান স্ত্রী। স্বামী যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে খুশী হয়ে যাবে, তাকে কোন হুকুম করলে পালন করবে, সে ঘরে না থাকলে তার ধন-সম্পদের সুরক্ষা করবে। (আবূ দাউদ)[৮২১]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস বলেন : যখন সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্-র যাকাত সম্পর্কে ৩৪ নং আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন 'উমার (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর নাবী! এ আয়াতটি মুসলিমদের ওপর খুবই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন নাবী (সাঃ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা যাকাতের সম্পদ পবিত্র করার জন্য ফারয করেছেন। আর তিনি (সাঃ) বলেন : উত্তম ধনভাণ্ডার হলো সতীনারী যে স্বামীর আনুগত্য করে।

ক্বাযী 'আয়ায বলেন, যখন নাবী (সাঃ) সহাবীদের বললেন, যে মালের যাকাত আদায় করলে তা জমা করা/গচ্ছিত রাখায় কোন সমস্যা নেই এবং দেখলেন যে, তারা এতে খুশি হয়েছেন তখন তার থেকে বিরত রাখার এর চেয়ে অধিক উত্তম এবং স্থায়ী বিষয়ের সংবাদ দিলেন। আর তা হল একজন সত্বী সুন্দরী রমণী। কারণ স্বর্ণ/অর্থ সম্পদ মানুষের সাথে কিছু সময়ের জন্য থাকে কিন্তু একজন রমণী তার দুনিয়ার জীবনের সাথী যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে তোমাকে আনন্দিত করে, প্রয়োজনের সময় তুমি তার মাধ্যমে তোমার যৌনবৃত্তি পূর্ণ কর, কোন গোপন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করলে সে তোমার গোপনীয়তা সংরক্ষণ করে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তার সাহায্য চাইলে সে তোমার আনুগত্য করে। যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকো তখন সে তোমার সম্পদ সংরক্ষণ করে পরিবারের যত্ন নেয়। আর এত কিছু না হলেও সে তোমার একটি সন্তান জন্ম দেয় যে জীবতাবস্থায় তোমার সহকারী এবং মৃত্যুর পরে তোমার খলীফা হবে। অতএব, তার অনেক ফযীলত রয়েছে।

---

[৮২১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৬৬৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৮৭। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটির সানাদ বাহ্যিকভাবে সহীহ হলেও মূলত তা মা'লূল। কারণ গায়লান এবং জা'ফার ইবনু ইয়াস-এর মধ্যে অনুল্লোখিত একজন রাবী রয়েছে তিনি 'উসমান আবুল ইয়াক্বযান যিনি একজন দুর্বল রাবী।

١٧٨٢ -[١١] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭৮২-[১১] জাবির ইবনু 'আতীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কাছে একটি ছোট কাফিলা (যাকাত আদায়কারী প্রশাসক) আসবেন। এরা লোকদের কাছে অযাচিত বিবেচিত হবে। তাই যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তখন স্বাগত জানাবে। তাদের কাছে যাকাতের মাল এনে জমা করবে। যদি তারা যাকাত উসূলে ইনসাফ করে তা তাদের উপকার করবে। আর যদি যুল্ম করে তাহলে তার পরিণাম ভোগ করবে। তোমরা যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তোমাদের সকল সম্পদের যাকাত আদায় করাই হবে তাদের সন্তুষ্টির কারণ। যাকাত আদায়কারীদের উচিত হবে তোমাদের জন্য দু'আ করা। (আবূ দাউদ)[৮২২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের অর্থ হল, কিছু যাকাত আদায়কারীদের চরিত্র ভাল হবে না। তারা অহংকারী হবে। তাদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। তাদের প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করবে। তারা ইনসাফ করলে তাদেরই কল্যাণ। আর যুল্ম করলে তাদের ওপর পাপ বর্তাবে। তোমরা যাকাত প্রদান করে তাদেরকে খুশি করে বিদায় দিবে, যাতে তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে।

١٧٨٣ -[١٢] عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ يَعْنِيْ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَأْتُوْنَا فَيَظْلِمُوْنَا قَالَ: فَقَالَ: «أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭৮৩-[১২] জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) গ্রাম্য 'আরাবদের কিছু লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তারা জানান যে, যাকাত আদায়কারী কিছু লোক তাদের কাছে যায় এবং তারা তাদের ওপর যুল্ম করে। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তাদেরকে খুশী রাখো। তোমাদের সাথে যুল্ম করলেও তাদের খুশী করো। (আবূ দাউদ)[৮২৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, যাকাত আদায়কারীগণ যদি মালদারদের উপর যুল্ম করে তবুও তাদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। কারণ তাদের সন্তুষ্টির উপর যাকাত আদায়ের পূর্ণতা বহন করে। আর তাদের যুল্মের জন্য তারাই দায়ী হবে।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি "তোমরা তোমাদের যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করবে যদিও তোমরা অত্যারিত হত" এর অর্থ যদি তোমাদের বিশ্বাস এটি হয় যে, তোমরা সম্পদের ভালবাসার কারণে

---

[৮২২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৫৮৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৮৩৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৭৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৩২৯৭। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে তিনটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ 'আবদুর রহমান ইবনু জাবির একজন মাজহূল রাবী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ সখর ইবনু ইসহাক্ব একজন মাজহূল রাবী। তৃতীয়তঃ আবুল গুসন সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : সে সত্যবাদী তবে ধারণা প্রবণ।

[৮২৩] **সহীহ :** মুসলিম ৯৮৯, আবূ দাউদ ১৫৮৯, নাসায়ী ২৪৬০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৫৩০। সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৯০১।

অত্যাচারিত। তাঁর উদ্দেশ্য এটি নয় যে, তোমরা বাস্তবিক অত্যাচারিত হলেও তাদেরকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক বরং উদ্দেশ্য হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করা মুস্তাহাব যদি তারা বাস্তবিক অত্যাচারিত হয়। যেহেতু রসূল ﷺ বলেছেন, তাদের সন্তুষ্টিই তোমাদের যাকাতে পূর্ণতা।

আল্লামা সিনদী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জানেন যে, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীগণ অত্যাচার করবে না। কিন্তু সম্পদের মালিকগণ সম্পদের প্রতি আসক্তির কারণে সম্পদ গ্রহণ করাকে যুল্‌ম মনে করে। ফলে তাদের যা বলার বলেছেন। ফলে এ হাদীসে যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচারের স্বীকৃতি, মানুষের সেই অত্যাচারের উপর ধৈর্যধারণ করতে হবে এ বিষয়ের স্বীকৃতি কিংবা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতের অতিরিক্ত যাকাত দিতে হবে এ ধরনের কোন বিষয় নেই।

١٧٨٤ -[١٣] وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: أَنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ؟ قَالَ: «لَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭৮৪-[১৩] বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবিনয়ে জানালাম যে, যাকাত আদায়কারীরা যাকাতের ব্যাপারে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করে। (এ অবস্থায়) পরিমাণের চেয়ে যে মাল তারা বেশী নেয়, আমরা কি তা গোপন রাখতে পারি? তিনি বললেন, না। (আবূ দাঊদ)[৮২৪]

ব্যাখ্যা : যাকাত আদায়কারীরা যদি সীমালঙ্ঘন করে তবুও যাকাতের মাল গোপন করা ঠিক নয়। অর্থাৎ যদি আমরা জানতে পারি যে, তারা পাঁচটি উটে দু'টি ছাগল নিবে। অথচ তাদের হাক্ব হলো একটি ছাগল। সুতরাং আমাদের দশটি উট থাকলে পাঁচটি উট গোপন করব। মোটকথা এরূপ জায়িয নয়। কারণ কিছু মাল গোপন করা আমানাতের খিয়ানাত করা। আর খিয়ানাত হল একটি মিথ্যা এবং চক্রান্তমূলক কর্ম যা হারাম। তাই তিনি (ﷺ) তাদের অনুমতি দেননি।

١٧٨٥ -[١٤] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلٰى بَيْتِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৭৮৫-[১৪] রাফি' ইবনু খাদীজ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে প্রশাসক যথাযথভাবে যাকাত উসূল করে সে গাযীর মতো যতক্ষণ না সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। (আবূ দাঊদ ও (তিরমিযী)[৮২৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, হাক্বভাবে যাকাত আদায় করা জিহাদে শারীক হওয়ার ন্যায় নেকীর কাজ। যতক্ষণ না ঐ যাকাত আদায়কারী স্বীয় বাড়ীতে ফিরে আসে ততক্ষণ সে নেকী পেতেই থাকে। যেমনিভাবে জিহাদকারীর ব্যাপারে প্রমাণ আছে।

হাক্বভাবে যাকাত আদায় করার অর্থ হলো, নিষ্ঠা এবং সাওয়াবের আশায় সে কর্ম করা অথবা আদায়কৃত যাকাতের মালের মধ্যে খিয়ানাত না করা, সম্পদের মালিকদের উপর অত্যাচার না করা কম বেশি সম্পদ গ্রহণের মাধ্যমে।

---

[৮২৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৫৮৬। কারণ এর সানাদে দায়সাম একজন অপরিচিত রাবী।

[৮২৫] **হাসান সহীহ :** আবূ দাঊদ ৭৭৩, আত্ তিরমিযী ৬৪৫, ইবনু মাজাহ্ ১৮০৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৭১৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৩৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৭৬, সহীহ আত-তারগীব ৭৭৩।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় তিরমিযীর ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহান দাতা। নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের বাহন প্রস্তুত করে দিল সে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমান নেকীর অধিকারী হল, আর যে উত্তম ভাবে মুজাহিদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করল সেও মুজাহিদের সমপরিমাণ নেকী পেল। আর সদাক্বাহ্/যাকাত সংগ্রাহক মুজাহিদের প্রতিনিধি। কেননা সে আল্লাহর রাস্তায় মাল একত্রিত করে। অতএব সে তার কর্মে ও নিয়্যাতে গাজী। নাবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মাদানীয় কিছু লোক রয়েছে যারা (মাদীনায় অবস্থান করেও) জিহাদের উদ্দেশে তোমরা সেখানেই গিয়েছে তোমাদের সাথে থেকেছে। কারণ ওযর তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে। এটি যদি এদের অবস্থা হয় তাহলে যে ব্যক্তিকে গাজীর কাজ, তার প্রতিনিধিত্ব এবং সে আল্লাহর পথে যে মাল খরচ করে তার একত্রিতকরণ জিহাদের যাওয়া থেকে বিরত রাখে তার বিষয়টি কেমন হতে পারে। জিহাদ করা যেমন আবশ্যক তেমনি যাকাতের সম্পদ সংগ্রহ করাও আবশ্যক। এক্ষেত্রে তারা দু'জন নিয়্যাত এবং কর্মে পরস্পরের অংশীদার। তাই নেকীর ক্ষেত্রেও উভয়ে সমান হবে।

١٧٨٦ -[١٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৭৮৬-[১৫] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইরশাদ করেন : যাকাত উসূলকারীর কাছে চতুষ্পদ পশুকে টেনে আনবে না। কিংবা চতুষ্পদ পশুর মালিকগণও দূরে সরে থাকবে না। এসব পশুর যাকাত তাদের অবস্থানে বসেই উসূল করবে। (আবূ দাউদ)[৮২৬]

ব্যাখ্যা : যাকাত আদায়কারী যেন যাকাত আদায় করার সময় এক স্থানে বসে না থাকে। বরং লোকদের বাড়ী বাড়ী যেয়ে যাকাত আদায় করে। আবার মালওয়ালারা তাদের জানোয়ার (ছাগল, গরু ও উট) দূরে না নিয়ে গিয়ে আপন গৃহে অবস্থান করবে। যাতে যাকাত আদায়কারীদের কষ্ট না হয়। মোটকথা যাকাত সংগ্রাহক মানুষের গৃহে গিয়ে যাকাত সংগ্রহ করবে এবং যাকাত আদায়ের কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে।

١٧٨٧ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتّٰى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةً أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

১৭৮৭-[১৬] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদ লাভ করবে, এক বছর অতিবাহিত হবার আগে এ ধন-সম্পদের উপর তাকে যাকাত দিতে হবে না। (তিরমিযী; একদল লোক বলেছেন, এ হাদীসটির সানাদ ইবনু 'উমার পর্যন্ত পৌঁছেছে, রসূল ﷺ পর্যন্ত নয়।)[৮২৭]

ব্যাখ্যা : ইবনু মালিক বলেন : এ হাদীস হতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি কোন মাল অর্জন করল আর তার নিকট ঐ মালেরই নিসাব পরিমাণ মাল আছে, যেমন- তার ৮০টি ছাগল আছে। যার উপর ছয় মাস

---

[৮২৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৯১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৪৮৪।

[৮২৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬৩১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭০৩০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩১৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৭৬। তবে আত্ তিরমিযী ব্যতীত বাকীরা অনেকে হাদীসটি মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতিবাহিত হয়েছে। অতঃপর তার আরো ৪১টি ছাগল জমা হলো ক্রয়ের মাধ্যমে হোক বা ওয়ারিসী সূত্রে হোক, তাহলে পরের ৪১টি ছাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ক্রয়ের সময় বা ওয়ারিসী সূত্রে পাওয়ার সময় থেকে একটি বৎসর পূর্ণ হবে। আর এটি ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদের মত।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালিক-এর নিকট পরের মাল আগের মালের হিসাবের সঙ্গে একই হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- বাচ্চা মায়ের অনুগামী হয়। সুতরাং এক বৎসর পূর্ণ হলে ৮০টির উপর ২টি ছাগল ওয়াজিব হবে। আর এটি আহলে হাদীসদের অভিমত। কারণ এক প্রকারের মাল হলে পরের মাল আগের মালের সাথে যোগ করতে হবে।'

কোন বস্তুর বৃদ্ধি কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। হয় লভ্যাংশের মাধ্যমে তার বৃদ্ধি ঘটবে অথবা প্রাপ্ত কোন উপঢৌকন, মীরাসের সম্পত্তি এবং যাকাত দেয়া হয় না এমন ক্রয়কৃত মালের মাধ্যমে বৃদ্ধি ঘটবে। অথবা চতুষ্পদ জন্তুর প্রসবকৃত বাচ্চার মাধ্যমে বৃদ্ধি ঘটবে। বর্ধিত এই সম্পত্তিগুলো মূল মালের সাথে মিলানো এবং তার গণনার ক্ষেত্রে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে।

○ লভ্যাংশের মাধ্যমে বর্ধিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে হুকুম হলো যদি মূল মাল নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে লভ্যাংশের মাধ্যমে বর্ধিত মালকে মূল মালের সাথে মিলিয়ে তার বছর অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। (অর্থাৎ কারো নিকট পাঁচলক্ষ টাকা থেকে বছর শুরু হল, অতঃপর সাত মাস পর পঞ্চাশ হাজার টাকা লভ্যাংশ তার সাথে যোগ হল। তাই বছর শেষে সব টাকা হিসাব করে একসাথে যাকাত দিতে হবে। লভ্যাংশের মাধ্যমে বর্ধিত টাকার জন্য নতুনভাবে বছর গণনা করা যাবে না) আর যদি মূল মাল নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে লভ্যাংশের মাধ্যমে বর্ধিত মালের কোন যাকাত দেয়া লাগবে না।

○ চতুষ্পদ জন্তুর প্রসবকৃত বাচ্চার মাধ্যমে বর্ধিত হুকুম লভ্যাংশেল মাধ্যমে বর্ধিত হুকুমের ন্যায়।

١٧٨٨ -[١٧] وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ: فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

১৭৮৮-[১৭] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) এক বছর পরিপূর্ণ হবার আগে নিজের যাকাত দিতে পারা যাবে কিনা 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে অনুমতি দিলেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৮২৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে যাকাত আদায় করা জায়িয। এটি ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ হানীফার মত। আর এটিই আহলে হাদীসদের মত। তবে ইমাম মালিক-এর নিকট জায়িয নয়।

١٧٨٩ -[١٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ: لِأَنَّ الْمُثَنّٰى بْنَ الصَّبَاحِ

---

[৮২৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ১৬২৪, আত্ তিরমিযী ৬৭৮, ইবনু মাজাহ্ ১৭৯৫, আহমাদ ৮২২, দারিমী ১৬৭৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৪৩১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৯৬৬।

১৭৮৯-[১৮] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ (একদিন) লোকজনকে উদ্দেশ করে বলেছেন, সাবধান! যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমের অভিভাবক হবে, (আর সে ইয়াতীমের যাকাত দেবার মতো ধন-সম্পদ হবে) সে যেন এ ধন-সম্পদকে ফেলে না রেখে ব্যবসায়ে খাটায়। কারণ ব্যবসা করা ছাড়া মাল আটকে রাখলে যাকাত দিতে দিতে তা শেষ হয়ে যাবে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসের সানাদের ব্যাপারে কথা আছে। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।)[৮২৯]

ব্যাখ্যা : শিশুর সম্পদে যাকাত ওয়াজিব কিনা এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে শিশুর সম্পদে যাকাত ওয়াজিব যা এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান। ইমাম আবূ হানীফার মতে, শিশুর সম্পদে যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও তার মতে শিশুর ফসল ফলফলাদিতে উশর আবশ্যক এবং তার সদাক্বাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হবে। তার দলীল হল তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একজন হল শিশু যতক্ষণ সে প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছে।

ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন, শিশু এবং পাগলের সম্পদে যাকাত আবশ্যক। যেহেতু তাদের মাঝে স্বাধীনতা, ইসলাম এবং পূর্ণ মালিকানা এ তিনটি শর্তই বিদ্যমান। এটিই সহাবীদের মধ্যে 'আলী, ইবনু 'উমার, 'আয়িশাহ্, হাসান, 'উমার এবং জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম আর অন্যদের মধ্যে জাবির ইবনু জায়দ, ইবনু সীরিন, 'আত্বা, মুজাহিদ, রবী'আহ্, মালিক, শাফি'ঈ (রহঃ) সহ আরো অনেকের অভিমত। যদিও এক্ষেত্রে ইবনু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে সামান্য ভিন্নমত বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সে আসারের সানাদ বিশুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে তিরমিযীর ভাষ্যকার 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী বলেন, কোন একজন সহাবী থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, শিশুর মালে যাকাত আবশ্যক নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٩٠ ـ[١٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِيْ عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯০-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাহ্ হন তখন 'আরাবের কিছু লোক যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। (আবূ

---

[৮২৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৬৪১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩৩৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৮৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২১৭৯। কারণ এর সানাদে আল মুসান্না ইবনু আস্ সব্বাহ একজন দুর্বল রাবী।

বাক্‌র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুনে) 'উমার (রাঃ) আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যে পর্যন্ত *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই– এ কথার) ঘোষণা না দিবে ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে ব্যক্তি *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* বলল সে নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন আমার থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামের কারণে হলে ভিন্ন কথা। আর এর হিসাব আল্লাহর কাছে। তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম যে ব্যক্তি সলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আমি অবশ্য অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কারণ নিঃসন্দেহে যাকাত সম্পদের হাক্ব। আল্লাহর কসম! তারা (যাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি আমাকে একটি ছাগলের বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় দিত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। (তখন) 'উমার বললেন, আল্লাহর শপথ! যুদ্ধের এ সিদ্ধান্ত আল্লাহর তরফ থেকে আবূ বাক্‌র-এর অন্তর্চক্ষু খুলে দেয়া ছাড়া আর কিছু বলে আমি মনে করি না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৩০]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর মুসায়লামাহ্-এর অনুসারী ইয়ামামাহ্‌বাসী ও অন্যকিছু সংখ্যক 'আরাবরা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রহঃ) সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ-এর নেতৃত্বে। অবশেষে মুসায়লামাহ্-কে হত্যা করা হয়। অপর একটি দল যাকাত দিতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আর এদের সংখ্যা ছিল অনেক। ফাতহুল বারীতে উল্লেখ হয়েছে যে, ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর মুরতাদরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। আরেকদল মুসায়লামাহ্ ও আসওয়াদ আল আনাসীর অনুসরণ করে। ৩য় দলটি ইসলামের উপর থাকে কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তারা যাকাতের বিষয়টি নাবী ﷺ-এর যুগের সাথে নির্দিষ্ট বলে তা'বীল করে। আবূ বাক্‌র (রাঃ) তাদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধ করেননি বরং তাদেরকে তাদের ভুলপথ হতে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে যাকাত দিতে বলেছেন। এরপরও যখন তারা তা অস্বীকার করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছেন।

١٧٩١ - [٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৭৯১-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের ধন-সম্পদ বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে। মালিক এর থেকে পালিয়ে থাকবে, আর সে মালিককে খুঁজতে থাকবে। পরিশেষে সে মালিককে পেয়ে যাবে এবং তার আঙ্গুলগুলোকে লুকমা বানিয়ে মুখে পুরবে। (আহমাদ)[৮৩১]

ব্যাখ্যা : গচ্ছিত সম্পদ যার যাকাত আদায় করা হয় না তা সাপে পরিণত হবে। আর তার মালিক-এর দু' গালে ও হাতে দংশন করতে থাকবে, কারণ সে হাত দ্বারা মাল অর্জন করেছিল।

---

[৮৩০] **সহীহ :** বুখারী ৬৯২৪-২৫, মুসলিম ২০, আবূ দাউদ ১৫৫৬, আত্ তিরমিযী ২৬০৭, নাসায়ী ২৪৪৩, আহমাদ ১১৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৬৭।

[৮৩১] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৫৮, আহমাদ ১০৮৫৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ২২৫৪।

١٧٩٢ -[٢١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّىْ زَكَاةَ مَالِهٖ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ عُنُقِهٖ شُجَاعًا» ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهٗ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ﴾ [آل عمران ٣ : ١٨٠] الْاٰيَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

১৭৯২-[২১] ইবনু মাস্‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার গলায় সাপ লটকিয়ে দেবেন। তারপর তিনি কালামে পাক থেকে এ অর্থের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ "যারা আল্লাহর দেয়া মাল ব্যয়ে কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে এ কাজ তাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে"– (সূরাহ্ আ-লি ‘ইমরান ৩ : ১৮০) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)[৮৩২]

١٧٩٣ -[٢٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ «تَارِيْخِهٖ» وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ قَالَ: يَكُوْنُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. وَقَدِ احْتَجَّ بِهٖ مَنْ يَرٰى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ هٰكَذَا فِيْ «الْمُنْتَقٰى».

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهٖ إِلٰى عَائِشَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِيْ «خَالَطَتْ»: تَفْسِيْرُهٗ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوْسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ

১৭৯৩-[২২] ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ধন-সম্পদের সাথে যাকাত মিশে যাবে নিশ্চয় তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। শাফি‘ঈ, বুখারী, হুমায়দী; হুমায়দী বেশী এমন বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী বলেছেন, মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবার পর তোমরা যদি তা আদায় না করো তাহলে এ যাকাত সম্পদের সাথে মিশে যায়। তাই হারাম মাল হালাল মালকে ধ্বংস করে দেয়। যেসব সম্মানিত ব্যক্তিগণ এ কথা বলেন যে, যাকাত মূল মালের সাথে সম্পর্কিত। তারা এ হাদীসকে তাদের স্বপক্ষে দলীল মনে করেন। (মুনতাক্বা’)[৮৩৩]

শু‘আবুল ঈমানে ইমাম বায়হাক্বী এ হাদীসটিকে ইমাম আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল হতে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) এ হাদীসের শব্দ «خَالَطَتْ» "কোন ব্যক্তির যাকাত গ্রহণের" ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কেউ ধনী ও সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি যাকাত গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে যাকাত ফকীর-মিসকীন ও অন্যান্যদের হাক্ব।

ব্যাখ্যা : নিসাব সমপরিমাণ মাল যার হবে যদি সে যাকাত আদায় না করে, তাহলে এর মাধ্যমে যাকাত তার মূল মালের সাথে মিশ্রিত হবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুনযিরী বলেন, এ হাদীসের ২টি অর্থ হতে

---

[৮৩২] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৩০১২, নাসায়ী ২৪৪১, ইবনু মাজাহ্ ১৭৮৪, সহীহুল জামি‘ আস্ সগীর ৫৭১৯।

[৮৩৩] **য‘ঈফ :** মুসনাদ আশ্ শাফি‘ঈ ৬০৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৬৬৬, শু‘আবুল ঈমান ৩২৪৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৬৩, য‘ঈফ আল জামি‘ আস্ সগীর ৫০৫৭।

পারে একটি হলো- যে মালের যাকাত বের করা হয় না, উক্ত যাকাত মালকে ধ্বংস করে ফেলে। এ হাদীসটিকে 'উমারের মারফূ' হাদীসের সহায়ক যেখানে এসেছে যে, জলে-স্থলে মাল নষ্ট হয় যাকাত না দেয়ার কারণে। তবে উক্ত হাদীসটি দুর্বল। ২য় অর্থ যে ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করে অথচ সে ধনী, অতঃপর যখন তা নিজের মালের সাথে রাখে তা মালকে নষ্ট করে ফেলে। ইমাম আহমাদ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীসে ধ্বংস করার অর্থ হল, তা বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে কমে যাওয়া বা তা পর্যাপ্ত হলেও তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বারাকাত হ্রাস পাওয়া। ফলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পদের মতই হয়ে পড়ে।

(١) بَابُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ

অধ্যায়-১ : যেসব জিনিসের যাকাত দিতে হয়

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٩٤ ـ[١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৪-[১] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুর যাকাত থাকলে ওয়াজিব হয় না। পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। কিংবা পাঁচটির কম উট থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হয় না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৩৪]

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াসাক্বের কম খেজুরে যাকাত ফার্‌য হয় না। পুরা পাঁচ ওয়াসাক্ব বা বেশী হলে উক্ত খেজুরে যাকাত ফার্‌য হয়। ষাট সা'-এ এক ওয়াসাক্ব হয়। আর পাঁচ ওয়াসাকে তিনশত সা' হয়। আর সা'-এর পরিমাণ আড়াই কেজি। পাঁচ ওয়াসাকে ২০ মণ হয়।

আর পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই। চার মুদে এক সা' হয়। মুদ এক রিতিল ও এক তৃতীয়াংশ রিতিলে হয়। সুতরাং এক পাঁচ রিতিল ও এক তৃতীয় রিতিলে হয়। আধা সেরে এক রিতিল হয়। যার পরিমাণ একশত ২৮ দিরহাম, আর প্রত্যেক দশক সাত মিস কাল।

নিশ্চয়ই হাদীসটি যে সব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় সেগুলোর নিসাব বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক হাদীস। যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, তিন প্রকার সম্পদে যাকাত দিতে হবে। ১. শস্যাদি, ২. নগদ অর্থ বা মুদ্রা, ও ৩. চতুষ্পদ জন্তু। আর ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) চার প্রকার সম্পদে যাকাত নির্ধারণ করেছেন। যথা : ১. শস্যাদি, ২. চতুষ্পদ জন্তু, তথা উট, গরু, ছাগল, ৩. স্বর্ণ- রৌপ্য ও ৪. ব্যবসায় সম্পদ।

---

[৮৩৪] **সহীহ :** বুখারী ১৪৫৯, মুসলিম ৯৮০, আবূ দাউদ ২৪৭৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ৮৩৩, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭২৫৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২৪৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৬৯।

অত্র হাদীসে তিন প্রকার সম্পদের যাকাতের নিসাব বিবৃত হয়েছে।

প্রথম প্রকার : শস্যাদি ও ফলমূল। এর যাকাতে নিসাব হল তা পাঁচ ওয়াসাক্ব পরিমাণ হতে হবে। আর পাঁচ ওয়াসাক্বের সমান প্রায় ঊনিশ মণের মতো।

এটিই সকল 'উলামাদের অভিমত। শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ব্যতীত। তার মতে জমিন থেকে উদ্গাত ফসলের ক্ষেত্রে নিসাব শর্তটি প্রযোজ্য নয়। বরং এক্ষেত্রে উশর তথা এক-দশমাংশ এবং নিসফে উশর প্রযোজ্য যেমনটি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে যে, যে সকল ফসল আসমানের বৃষ্টি, ঝরণা বা নহরের বৃষ্টি দ্বারা এবং নালার পাশের ভূমিতে যাতে সেচ প্রয়োজন হয় না উৎপন্ন হয় তাতে এক দশমাংশ। আর যে সকল ফসল সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় তাতে নিসফে উশর আবশ্যক। এ হাদীসের আলোকে তিনি তার মতটি ব্যক্ত করেছেন। তবে সঠিক অভিমত হল অধিকাংশ উলামাগণ যেটি পোষণ করেছেন তথা যে কোন ধরনের জমিন থেকে উৎপাদিত ফসল, শস্যাদি এবং ফলমূলের যাকাতের ক্ষেত্রে নেসাব অবশ্যই শর্ত। আর তা হল পাঁচ ওয়াসাক্ব। এক্ষেত্রে নিসাবের হাদীস এবং উশরের হাদীসের মাঝে সমন্বয় হল নিসাব বা নিসাবের অধিক পরিমাণ ফসল উশর বা নিসফে উশর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু নিসাবের কম ফসলে কোন প্রকার যাকাত আবশ্যক হবে না। আর শাক সবজি এবং কিছু ফলমূলের ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় প্রকার : নগদ অর্থ বা মুদ্রা তথা রৌপ্য ও স্বর্ণ। রৌপ্যের যাকাতে নিসাব হল পাঁচ উকিয়্যাহ্। এক উক্বিয়্যাহ্ সমান চল্লিশ দিরহাম। আর পাঁচ উক্বিয়্যাহ্ সমান দুইশত দিরহাম। অর্থাৎ কারো অধিকারে দুইশত দিরহাম বা তার অধিক দিরহাম থাকেল তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। উপমহাদেশে যার পরিমাণ প্রায় সাড়ে বায়ান্ন তোলা। (বর্তমান মুদ্রার ক্ষেত্রে দিরহামের মূল্যের অনুপাতে যাকাতের নিসাব নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ দুইশত দিরহামের যে বাজার মূল্য হয় তার উপর নির্ভর করে কাগজী মুদ্রার নিসাব নির্ধারিত হবে। আর স্বর্ণের যাকাতের নিসাবের ক্ষেত্রে যতগুলো হাদীস এসেছে তার সবগুলোই দুর্বল শুধুমাত্র আবু দাউদে বর্ণিত 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসটি ব্যতীত, সেটিকে ইমাম নাবাবী, হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী সহ কেউ কেউ হাসান বলেছেন। আবার কেউ কেউ তা দুর্বলও বলেছেন। হাদীসটি হল, নাবী (সাঃ) বলেছেন, যখন তুমি দুইশত দিরহামের মালিক হবে এবং তাতে একবছর অতিবাহিত হবে তখন তাতে পাচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর যখন তুমি বিশ মিসক্বাল স্বর্ণ মুদ্রার মালিক হবে তখন তাতে তুমি বিশ দিনার আবশ্যক হবে। এ হাদীসটি যদিও দুর্বল হয় তারপরেও উম্মাতের উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, স্বর্ণ মুদ্রার যাকাতে নিসাব হল কুড়ি মিসক্বাল যা উপমহাদেশের হিসেবে প্রায় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ।

তৃতীয় প্রকার : উট। উটের যাকাতের নিসাব হল পাঁচটি উট। অর্থাৎ কারো যদি পাঁচটির কম উট থাকে তাহলে তাকে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর পাঁচটি উট থাকলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

বিঃদ্রঃ জাহিলিয়্যাতের যুগে কতগুলো পরিমাপ ছিল। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটলে সেগুলোকে আগের অবস্থায় স্থির রাখা হয়। ওজনগুলো হল :

১. أُوْقِيَّةٌ (উক্বিয়্যাহ্) : যার পরিমাণ চল্লিশ দিরহাম।

২. رِطْلٌ (রিত্ল) : যার সমান কারো উক্বিয়্যাহ্ তথা চারশত আশি দিরহাম।

৩. نَشٌّ (নাশ) : যার পরিমাণ বিশ দিরহাম।

৪. نَوَاةٌ (নাওয়া-ত) : যার পরিমাণ পাঁচ দিরহাম।

৫. مِثْقَالٌ (মিসক্বা-ল) : যার পরিমাণ এক হাররা ব্যতীত বাইশ ক্বিরাত।

৬. دِرْهَمٌ (দিরহাম) : যার পরিমাণ পনের ক্বিরাত।

١٧٩٥ - [٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ». وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ: «لَيْسَ فِىْ عَبْدِهٖ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৫-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোলাম ও ঘোড়ার জন্য মালিক মুসলিমকে যাকাত দিতে হবে না। আর এক বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোলামের যাকাত দেয়া কোন মুসলিমের জন্য ওয়াজিব নয়। তবে সদাক্বায়ে ফিত্‌র দেয়া ওয়াজিব। (বুখারী, মুসলিম)[৮৩৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মুসলিমদের গোলামে ও ঘোড়াতে যাকাত নেই। তবে গোলামের ওপর যাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে ঘোড়ায় যাকাত ওয়াজিব হয়। যে সব দাস এবং ঘোড়া বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় তাতে কোন যাকাত নেই। তবে যদি তা ব্যবসার উদ্দেশে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে তার মূল্যে যাকাত ফারয হবে। এ বিষয়ে ইমাম নাবাবী (রহঃ) পূর্ব-পরের প্রায় সকল 'উলামাগণের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিবের মত পোষণ করেছেন। আর দাসের ক্ষেত্রে সদাক্বাতুল ফিত্‌র আবশ্যক হবে যার তার পক্ষ থেকে তার মুনিব আদায় করবে।

١٧٩٦ - [٣] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ كَتَبَ لَهٗ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهٗ إِلَى الْبَحْرِيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهٖ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِىْ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُوْلَهٗ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِىْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُوْنِهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلٰى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثٰى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ أُنْثٰى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِيْنَ إِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهٗ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهٗ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهٗ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ

---

[৮৩৫] **সহীহ :** বুখারী ১৪৬৪, মুসলিম ৯৮২, ২৪৭২।

فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ إِلَّا عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيْ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لِبَوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِيْ مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيْهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان. فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَرٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৯৬-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) যখন তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ দিয়ে পাঠান তখন এ নির্দেশনামাটি লিখে দিয়েছিলেন, *বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রহীম*। এ চিঠি ফার্‌য সদাক্বাহ্ অর্থাৎ যাকাত সম্পর্কে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এটি মুসলিমদের ওপর ফার্‌য করেছেন এবং এটিকে জারী করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম কোন ব্যক্তির কাছে নিয়মানুযায়ী যাকাত চাওয়া হলে সে যেন তা আদায় করে। আর কোন ব্যক্তির নিকট নিয়ম ভেঙে বেশী যাকাত চাওয়া হলে সে যেন (বেশী যাকাত) না দেয়। চব্বিশ ও চব্বিশের কম উটের যাকাত হবে বকরী। প্রতি পাঁচ উটে একটি বকরী দিতে হবে। (পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত দিতে হবে না)। পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত উটে একটি বকরী। দশ থেকে চৌদ্দটি হলে দু'টি বকরী। পনের হতে উনিশে তিনটি বকরী। আর বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত চারটি বকরী। উটের সংখ্যা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এক বছরের একটি মাদি উট (বিনতে মাখায) যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হলে একটি দু' বছরের মাদি উট (বিনতু লাবুন) যাকাত দিতে হবে। ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটে নরের সাথে মিলনের যোগ্য একটি তিন বছরের মাদী উট (হিক্কাহ) দিতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত পৌছালে চার পেরিয়ে পাঁচ বছরে পা দিয়েছে এমন একটি মাদী উট (জাযা'আহ্) দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত পৌছে গেলে দু'টি দু' বছরের উটনী (বিনতু লাবুন) যাকাত লাগবে। একানব্বই হতে একশত বিশ পর্যন্ত উটে তিন বছর বয়সী নরের সাথে মিলনের যোগ্য দু'টি উট (হিক্কাতানে)। একশ' বিশ ছাড়ালে প্রতি চল্লিশ উটে দু' বছরের একটি মাদি উট (বিনতু লাবুন) ও পঞ্চাশটি

করে বাড়লে পুরা তিন বছর বয়সী উট যাকাত দিতে হবে। যার নিকট শুধু চারটি উট আছে তার যাকাত লাগবে না। অবশ্য মালিক চাইলে, নাফ্ল সদাক্বাহ্ কিছু দিতে পারে। উটের সংখ্যা পাঁচ হলে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। আর চার বছরের মাদী উট নিসাবে পৌঁছে গেলে (৬১-৭৫) এবং তা তার নিকট না থাকলে, তিন বছর বয়সী উট (অর্থাৎ একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের সংখ্যার যাকাত) দিতে হবে। এর সাথে বাড়তি দু'টি বকরী দিবে যদি সহজসাধ্য হয়। অথবা বিশ দিরহাম দিয়ে দিবে। চার বছর পার হয়ে ও পাঁচ বছরে পদার্পণ করা উটের যাকাত দিতে হবে। কিন্তু তার তিন বছর বয়সী মাদী উট থাকলে সেটাই যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যাকাত গ্রহণকারী প্রদানকারীকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী ফেরত দিবে। কোন ব্যক্তির নিকট দু' বছরের উট থাকলে তার যাকাত দিতে হবে। যদি তার কাছে না থেকে এক বছরের উট থাকে। তবে থেকে এক বছরের উটই যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে। যাকাত আদায়কারী এর সাথে আরো বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী আদায় করবে। যে ব্যক্তির যাকাত হিসেবে একটি এক বছরের উট ওয়াজিব কিন্তু তার কাছে তা' নেই। বরং দু' বছরের উট আছে। তাহলে তার থেকে দু' বছরের বকরীই যাকাত হিসেবে নিতে হবে। কিন্তু যাকাত উসূলকারী তাকে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম ফেরত দেবেন। যাকাত দেবার জন্য এক বছরের পরিবর্তে দু'বছরের উট (ইবনু লাবুন) থাকে, তার থেকে তাই গ্রহণ করতে হবে। তবে এ অবস্থায় অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না।

আর পালিত বকরীর ক্ষেত্রে বকরীর সংখ্যা চল্লিশ হতে শুরু করে একশত বিশ পর্যন্ত হলে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। একশ' বিশ হতে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী। আর দু'শ হতে তিনশ' বকরীর জন্য তিনটি বকরী। তিনশ'র বেশী হলে, প্রত্যেক একশ'টির জন্য একটি বকরী যাকাত দিতে হবে। যার নিকট পালিত বকরী চল্লিশ থেকে একটিও কম হবে। তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে মালিক ইচ্ছা করলে নাফ্ল সদাক্বাহ্ হিসেবে কিছু দিতে পারে। যাকাতের মাল যেন (উট, গরু, ছাগল) অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত না হয়। যাকাত উসূলকারী গ্রহণ করতে চাইলে জায়িয। বিভিন্ন পশুকে এক জায়গায় একত্র না করা উচিত। যাকাত দেবার ভয়ে পশুকে পৃথক পৃথক করে রাখাও ঠিক নয়। যদি যাকাতের নিসাবে দু' ব্যক্তি যৌথভাবে শারীক হয়, তাহলে সমানভাবে ভাগ করে নেয়া উচিত। আর রূপার ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি একশত নব্বই দিরহামের মালিক হলে (যা নিসাব হিসেবে গণ্য নয়) তার উপর কিছু ফারয হবে না। তবে নাফ্ল সদাক্বাহ্ হিসেবে কিছু দিতে পারে। (বুখারী)[৮৩৬]

ব্যাখ্যা : আবূ বাক্র (রহঃ) বাহরাইনে পত্র পাঠান। যার মধ্যে যাকাতের বর্ণনা ছিল। যার মধ্যে ছিল ২৪টি উট বা তার কমে থাকলে প্রত্যেক একটি উটে একটি করে ছাগল যাকাত আদায় করতে হবে। আর ২৫টি উট হলে ৩৫টি পর্যন্ত পূর্ণ এক বৎসরের একটি মেয়ে উট যাকাত দিবে। আর ৩৬ হতে ৪৫ পর্যন্ত ২ বৎসরের একটি মেয়ে উট আদায় করবে। আর ৪৬টি উট হতে ৬০ পর্যন্ত– এর মধ্যে ৩ বৎসরের একটি উট প্রদান করবে। আর ৬১ হতে ৭৫ পর্যন্ত চার বৎসরের একটি উট প্রদান করবে। আর ৭৬ হতে ৯০ পর্যন্ত দু' বৎসরের দু'টি মেয়ে উট প্রদান করবে। আর প্রত্যেক ৫০টি ৩ বৎসরের একটি উট প্রদান করবে। আর যার চারটি মাত্র উট আছে তার মধ্যে যাকাত নেই।

প্রকাশ থাকে যে, যাকাতের মধ্যে বুড়া বা কানা অথবা ত্রুটিযুক্ত পশু দেয়া জায়িয নয়। আর যাকাতের ভয়ে শারীকী দু'জনের পশু পৃথক করা যাবে না অথবা দু'জনের আলাদা করা পশুকে এক স্থানে জমা করা যাবে না।

---

[৮৩৬] **সহীহ :** বুখারী ১৪৪৮, ১৪৫০, ১৪৫১, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ১৪৫৫, দারাকুত্বনী ১৯৮৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৩৮৮।

অত্র হাদীসে উটের ক্ষেত্রে কতগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যথা : ১. بِنْتُ مَخَاضٍ (বিনতু মাখায) বলা হয় সেই উটশাবককে যেটির বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে। ২. بِنْتُ لَبُوْنٍ (বিনতু লাবুন) সে উষ্ট্রিকে বলা হয় যেটির বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পদার্পণ করেছে। ৩. حِقَّةٌ (হিক্কাহ্) সেই উষ্ট্রিকে বলা হয় যেটির বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চার বছরে পদার্পণ করেছে এবং গর্ভধারণের উপযোগী হয়েছে। ৪. جَذَعَةٌ (জাযা'আহ্) বলা হয় সেই উষ্ট্রিকে যেটির বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে।

○ উট, গরু এবং ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে শর্ত হল বছর অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে চারণশীল হতে হবে। অতএব গৃহপালিত এবং কাজের জন্য পালিত পশুতে কোন যাকাত নেই যেমনটি ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেছেন, এবং এটিই অধিকাংশ 'উলামাদের অভিমত। যদিও কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

○ রসূল ﷺ-এর উক্তি যাকাতের ভয়ে পৃথক প্রাণীকে একত্রিত বা একত্রিত প্রাণীকে পৃথক করা যাবে না এর অর্থ প্রতিটি পশুর মালিক এবং যাকাত আদায়কারী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মালিকের ক্ষেত্রে এর রূপটি হল এক ব্যক্তির চল্লিশটি ছাগল রয়েছে। যখন যাকাত আদায়কারী আসল তখন সে তার প্রাণীগুলোকে অপর এক ব্যক্তির চল্লিশটি ছাগলের সাথে মিশ্রিত করে ফেলল, যাতে উভয়ের পশুতে একটি ছাগল যাকাত লাগে এবং একটি থেকে যায়। যেহেতু আলাদা আলাদা থাকলে একটি করে উভয়ের দু'টি ছাগল যাকাত লাগত। তাই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এটি পৃথককে একত্রিত করার ক্ষেত্রে। মালিকের একত্রিত প্রাণীকে পৃথক করার রূপটি হল, দুই ব্যক্তির একত্রে চল্লিশটি ছাগল রয়েছে উভয়ের বিশটি করে। যখন যাকাত আদায়কারী আসলো তখন তারা উভয়ের প্রাণীগুলোকে আলাদা আলাদা করে নিল যাতে নিসাব পরিমাণ না হয় তাতে যাকাত না লাগে। তাই এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর যাকাত আদায়কারীর ক্ষেত্রে পৃথক প্রাণীকে একত্রিত করার রূপটি হল, দুই ব্যক্তির পৃথকভাবে ২০ টি করে চল্লিশটি ছাগল রয়েছে। অতঃপর যাকাত আদায়কারী এসে তাদের উভয়ে প্রাণীগুলোকে একত্রিত করল যাতে তা নিসাব পরিমাণ হয়ে যায় এবং একটি ছাগল গ্রহণ করতে পারে। ফলে এ থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবার একত্রিত প্রাণীকে পৃথক করার রূপটি হল, তিন ব্যক্তির ৪০ টি করে একত্রে একশত বিশটি প্রাণী রয়েছে যাতে মাত্র একটি ছাগল যাকাত লাগে। অতঃপর যাকাত আদায়কারী এসে তাদের প্রাণীগুলোকে পৃথক করে ছাগল আলাদা করে ফেলল যাতে করে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটি করে ছাগল আদায় করা যায়। তাই এই কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

○ চতুষ্পদ জন্তুর যাকাতের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রাণীর মিশ্রণ প্রভাব ফেলে যা অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ দুই ব্যক্তি বিশটি করে মোট ৪০ টি ছাগল একত্রে মিশ্রিত থাকলে তাতে একটি ছাগল যাকাত লাগে যদিও পৃথকভাবে তাদের প্রাণীর সংখ্যা নিসাবে পৌঁছেনি কিন্তু যেহেতু মিশ্রিত রয়েছে তাই তাতে যাকাত ফারয হচ্ছে। কিন্তু এই মিশ্রণটি চতুষ্পদ জন্তুর প্রাণী ব্যতীত অন্য কোন যাকাতের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পদ পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হবে। আর চতুষ্পদ প্রাণীর মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের প্রাণী সংখ্যানুপাতে সমানভাবে যাকাতের হিসাবটি নিজেদের মাঝে করে নিবে।

١٧٩٧ - [٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৭৯৭-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে স্থান আকাশের অথবা প্রবাহিত কূপের পানিতে সিক্ত হয় অথবা যা নালার পানিতে তরতাজা হয়, তাতে 'উশ্‌র' (দশভাগের একভাগ) আদায় করতে হবে। আর যে সব ফসল সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় তাতে নিসফে উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। (বুখারী)[৮৩৭]

ব্যাখ্যা : যে জমিনের ফসল উৎপন্ন হয় বৃষ্টির পানিতে এবং নদীর বা খালের পানিতে অথবা বিনা পানি দেয়াতে, তার মধ্যে এক দশমাংশ 'উশ্‌র ফার্য হয় আর পানি ছেঁচে দিলে বিশভাগে একভাগ 'উশ্‌র আদায় করতে হয়। 'উশ্‌র সেই জমিনের ফসলেও দিতে হবে যার কৌস বা খাজনা সরকারকে দিতে হয়। তবে এ সকল ক্ষেত্রে শর্ত উৎপাদিত ফসল, শস্য বা ফল নিসাব পরিমাণ হতে হবে। আর তা হল পাঁচ ওয়াসাক্ব বা প্রায় ১৯ মণ। যদি কোন ফসল বা শস্য বৃষ্টির পানি এবং সেঁচের পানির উভয়টির মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, তাহলে যেটির পরিমাণ বেশি হবে তার আলোকে 'উশ্‌র বের করবে। আর যদি উভয়টি সমান হয় অর্থাৎ কোন ফসল উৎপাদনে দুইবার বৃষ্টির পানি এবং দুইবার সেঁচের পানি লাগে তাহলে তাতে আহলে 'ইল্‌মদের মতানুসারে দশভাগের তিন চতুর্থাংশ 'উশ্‌র লাগবে।

١٧٩٨ -[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৮-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন জানোয়ার (যেমন- ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদি) কাউকে আহত করলে তা মাফ। কূপ খনন করতে কেউ মারা গেলে তাতে মালিকের ওপর ক্ষতিপূরণ মাফ। তেমনি খনি খনন করতে কেউ মারা গেলেও মালিকের দোষ মাফ। আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ অংশ দেয়া ওয়াজিব। (বুখারী, মুসলিম)[৮৩৮]

ব্যাখ্যা : পশু যদি কাউকে আহত করে তাহলে তার মালিক-এর উপর ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবে না। কূয়া খননের সময় কেউ মারা গেলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগে না। আর স্বর্ণ-রৌপ্যের খনিতে কাজ করায় মারা গেলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। জাহিলী যুগের গচ্ছিত সম্পদে ৫ ভাগ যাকাত ওয়াজিব হয়।

হানাফী মাযহাব অনুসারে খনি হতে উঠানো সকল জিনিসকে রিকায বলা হয়, যার মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম হুমাম (রহঃ) বলেন : রিকায খনি ও ধন-ভাণ্ডার উভয়কেই বুঝায়। আর ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ এবং জমহূর 'উলামাতের মত যে, রিকায জাহিলী যুগের মাটির নিচে দাফন করা মালকে বুঝানো হয়েছে। খনিকে বুঝানো হয়নি। খনির মধ্যে খুমুস বের করতে হয় না। বরং তাতে যাকাত বের করতে হয়।

কোন জানোয়ার/চতুষ্পদ জন্তুর দিনের বেলা একাকী থাকাবস্থায় কারো কোন ক্ষতি করলে তার কোন যামানাত বা ক্ষতিপূরণ নেই– এ ব্যাপারে সকল 'উলামা একমত। তবে প্রাণীর সাথে কোন লোক থাকাবস্থায় যদি সে প্রাণী কারো কোন ক্ষতি করে তাহলে এ ক্ষেত্রে 'উলামাদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্

---

[৮৩৭] **সহীহ :** বুখারী ১৪৮৩, আবূ দাঊদ ১৫৯৬, আত্ তিরমিযী ৬৪০, নাসায়ী ২৪৮৮, ইবনু মাজাহ্ ১৮১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪৮৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৮০, ইরওয়া ৭৯৯।

[৮৩৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৯১২, আবূ দাঊদ ৪৫৯৩, আত্ তিরমিযী ৬৪২, নাসায়ী ২৪৯৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৭৩৭৪, আহমাদ ৭২৫৪, দারিমী ২৪২২, মুসলিম ১৭১০।

(রহঃ) বলেন, আহলে যাহিরগণের মতে কোন অবস্থাতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ লাগবে না। তবে চালকের বিষয়টিকে হানাফীদের কেউ কেউ এর থেকে আলাদা করেছেন। আর ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ লাগবে।

আর যদি রাত্রিতে প্রাণী কারো কোন ক্ষতিসাধন করে তাহলে জমহূর 'উলামাগণের মতে এক্ষেত্রে মালিকের ক্ষতিপূরণ লাগবে। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাত্রিতে চতুষ্পদজন্তু সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের।

○ কূয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি হল বিরাণ ভূমিতে মালিকানামুক্ত কোন কূপে যদি কোন মানুষ বা অন্য কিছু পড়ে মারা যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অনুরূপ যদি কেউ তার অধিনস্ত ভূমিতে কূপ খনন করে এবং তাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বা কূপ খননের শ্রমিকের ওপর মাটি ধসে সে মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ নেই। তবে যদি কোন মুসলিমদের পথে বা পূর্ব অনুমতি ছাড়াই অন্যের ভূমিতে কেউ কূপ খনন করে আর তাতে যে কোন ভাবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে।

○ (مَعْدِن) (মা'দিন) বলা হয় মাটির নিচে স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, কয়লা, তৈল, হীরা প্রভৃতি যেসব খনিজ পদার্থ লুকায়িত থাকে, তার খনিকে সেই খনি খনন করতে গিয়ে কেউ যদি তাতে পতিত হয়ে মারা যায় বা খনি ধসে মারা যায় তাহলে তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। তবে তাতে যাকাত অবশ্যই আবশ্যক হবে। খনির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিধানগুলো কুয়ার বিধানগুলোর ন্যায়।

○ (رِكَازْ) (রিকায) বলা হয় জমিনের অভ্যন্তরে গচ্ছিত সম্পদকে। যদি সে গচ্ছিত রাখা সম্পদ কোন মুসলিমের হয়ে থাকে যা কোন চিহ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে তা لُقَطَةٌ বা কুড়িয়ে পাওয়ার বিধানের অন্তর্গত হবে। অর্থাৎ তা একবছর যাবৎ প্রচার করতে হবে। আর যদি সে গচ্ছিত রাখা সম্পদ কোন অমুসলিমের হয় যা তাদের কোন চিহ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে তাতে خُمُسُ (খুমুস) বা এক পঞ্চমাংশ আবশ্যক। মা'দিন এবং রিকায একই শ্রেণীভুক্ত না আলাদা এ বিষয়ে 'উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের মতে উভয়ইটি একই শ্রেণীভুক্ত এবং তাতে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক। অন্যরা বলেছেন, দু'টি আলাদা এবং উভয়টির বিধানও আলাদা। অর্থাৎ রিকাযের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক আর মা'দিনের ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে। দ্বিতীয় অভিমতই সঠিক যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে তিনি দু'টির মাঝে পার্থক্য সূচনা করেছেন। রিকায বিষয়ক কতগুলো মাস্আলাহ্ হল :

○ রিকায বা গচ্ছিত রাখা সম্পদের কম বেশির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কম বেশি যাই হোক তাতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে নিসাবের শর্ত নেই।

○ এতে এক বছর পূর্ণ হওয়ার কোন শর্ত নেই। বরং তা সাথে সাথে আদায় করতে হবে।

○ স্বর্ণ, রৌপ্যসহ সকল পুঁতে রাখা সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক। তবে এ এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়খাত নিয়ে 'উলামাদের মতভেদ আছে। ইমাম মালিক, আবূ হানীফা, আহমাদ (রহঃ) এবং জমহূরের মতে এর ব্যয়খাতটি ফাইয়ের এক-পঞ্চমাংশের ব্যয়খাতের ন্যায়। আর এটি সঠিক অভিমত। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে এর ব্যয়খাতটি যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্গত।

○ ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেছেন, মুসলিম, যিম্মী, স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, মুকাতাব দাস, ছোট, বড়, বুদ্ধিমান ও পাগল যেই পুতে রাখা সম্পদ পাবে তাকেই এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে। তবে যদি দাস পায় তাহলে অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের মালিক হবে তার মনিব। আর যদি মুকাতাব গোলাম পায় তাহলে অবশিষ্টাংশের মালিক সেই হবে। কেননা এটি তার উপার্জনের অন্তর্গত। এটিই অধিকাংশ 'উলামাদের অভিমত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٧٩٩ -[٦] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذٰلِكَ. وَفِي الْغَنَمِ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة فَإِن زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِن زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ. وَفِي الْبَقَرِ: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ».

১৭৯৯-[৬] 'আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত মাফ করে দিয়েছি। তোমরা চল্লিশ দিরহাম রূপায় এক দিরহাম রূপা যাকাত আদায় করো (যদি রূপার নিসাবের পরিমাণ দু'শ দিরহাম হয়)। কারণ একশ' নব্বই দিরহাম পর্যন্ত বা দু'শ দিরহামের কম রূপার যাকাত ফার্‌য হয় না। দু'শ দিরহাম রূপা হলে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। তিরমিযী, আবূ দাউদ; আবূ দাউদ হারিসুল আ'ওয়ার হতে 'আলীর এ বর্ণনাটি নকল করেছেন যে, যুহায়র বলেছেন, 'আলী নাবী ﷺ-এর বরাতে বলেছেন, চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করো। আর দু'শ দিরহাম পূর্ণ না হলে কোন কিছু আদায় করা ওয়াজিব নয়। দু'শ দিরহাম পুরা হলে তার মধ্যে পাঁচ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যখন দু'শত দিরহামের বেশী হবে, তখন এতে এ হিসেবে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর বকরীর নিসাব প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি বকরীর যাকাত ওয়াজিব। একশ' বিশটি বকরী পর্যন্ত চলবে। সংখ্যায় এর চেয়ে একটি বেড়ে গেলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী যাকাত হবে। আবার দু'শ হতে একটি বৃদ্ধি পেলে, তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী যাকাত হবে। আর তিনশ' হতে বেশী হলে (অর্থাৎ চারশ' হলে) প্রত্যেক একশ' বকরীতে একটি করে বকরী যাকাত দেয়া ওয়াজিব। যদি কারো নিকট নিসাব সংখ্যক বকরী না থাকে অর্থাৎ উনচল্লিশটি থাকে তাহলে যাকাত দিতে হবে না। আর গরুর যাকাতের নিসাব হলো, প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে এক বছরের একটি গরু, আর চল্লিশটি গরু হলে দু'বছর বয়সের একটি গরু যাকাত হিসেবে দেয়া ওয়াজিব। চাষাবাদ ও আরোহণের কাজে ব্যবহৃত গরুর কোন যাকাত নেই।[৮৩৯]

ব্যাখ্যা : ঘোড়া ও গোলামে যাকাত নেই, যদি ব্যবসায়ের জন্য না হয়। আর প্রতি ৪০ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত ধার্য হয় যদি ২০০ দিরহাম জমা হয়। আর দু'শত দিরহাম হলে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হয়। তবে হানাফী মাযহাবে ঘোড়ায় যাকাত ফার্‌য হবে। তারা এ হাদীসের উত্তর দেন যে, এখানে আরোহণের ও জিহাদের ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। বাকী ঘোড়াতে যাকাত ফার্‌য হবে।

---

[৮৩৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৭২, ১৪৭৪, আত্ তিরমিযী ১৫৭৪।

৩০টি গরুতে এক বৎসরের একটি বাচ্চা বাছুর যাকাত ফারয হয়। আর ৪০টি হলে ২ বৎসরের একটি বাচ্চা বাছুর ওয়াজিব হয়। ২ বৎসরের বাছুর নর হোক বা নারী হোক তাতে কোন অসুবিধা নেই।

রৌপ্যের নিসাব হল দুইশত দিরহাম। অর্থাৎ একশত নব্বই দিরহাম হলেও তাতে কোন যাকাত লাগবে না। তবে নিসাবের উপর যে পরিমাণই বেশি হোক সেই বর্ধিত অংশে যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি দুইশত দিরহামের উপর এক দিরহাম বেশি হয় তাহলে তাতেও চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। ফসলাদি, শস্যাদি এবং ফলমূলের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ পাচ ওয়াসাক্বের বেশি যতটুকুই বেশি হোক না কেন তাতে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। নগদ মুদ্রাও একই শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ নগদ মুদ্রার ক্ষেত্রে নিসাবের অতিরিক্ত যে পরিমাণ হবে তাতে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। তবে চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে তা ভিন্ন। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এ ক্ষেত্রে কতগুলো স্তর করে দিয়েছেন এবং সেই স্তরের মধ্যবর্তীগুলোর ক্ষেত্রে আবশ্যক করেননি যতক্ষণ না পরবর্তী স্তরে পৌছে। যদিও রৌপ্যের মাস্আলার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বিপরীত মত পেশ করেছেন।

١٨٠٠ -[٧] وَعَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرَةِ: مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৮০০-[৭] মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁকে প্রশাসক বানিয়ে ইয়ামানে পাঠাবার সময় এ হুকুম দিয়েছিলেন, প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে এক বছর বয়সী একটি গরু এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুতে দু' বছর বয়সী একটি গরু যাকাত হিসেবে উসূল করবে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী)[৮৪০]

ব্যাখ্যা : চল্লিশটিতে মুসিন্নার (দুই বছরে পূর্ণ করে তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন বকনা গরু) বিষয়টি এ হাদীসে বর্ণিত হলেও এক্ষেত্রে কমবয়স্কা পুরুষ গরু দেয়া বৈধ যেমনটি পূর্ববর্তী ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসে এসেছে। যদিও এ বিষয়ে 'উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন। আর ত্রিশের পর থেকে প্রতি দশকের মধ্যে কোন যাকাত আবশ্যক হবে না যতক্ষণ না তা পরবর্তী দশকে পৌছে।

١٨٠١ -[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৮০১-[৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (নিসাবের চেয়ে) বেশী যাকাত গ্রহণকারী যাকাত অস্বীকারকারীর সমান (অর্থাৎ যাকাত না দেয়া যেমন গুনাহ, তেমনি পরিমাণের চেয়ে বেশী যাকাত উসূল করাও গুনাহ)। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)[৮৪১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে সীমালঙ্ঘনকারীর ক্ষেত্রটি যাকাত দাতার ক্ষেত্রে হতে পারে। আবার যাকাত আদায়কারীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। যাকাত দাতার ক্ষেত্রে রূপটি হল : সে যাকাত ব্যয়ের খাত ভিন্ন অন্য খাতে তা ব্যয় করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করলে। অথবা সে তার পরিবারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখলে না বা যাকাত আদায়কারীর নিকট কিছু অংশ গোপন রাখল বা যাকাতের এমন বর্ণনা দিল যাতে আদায়কারী

---

[৮৪০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৭৬, আত্ তিরমিযী ৬২৩, নাসায়ী ২৪৫০।

[৮৪১] **হাসান সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬৪৬, আবূ দাউদ ১৫৮৫, ইবনু মাজাহ্ ১৮০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২৮০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ৭৮৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৭১৯।

তার থেকে কম নিল, ফলে এর মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে যাকাত প্রদানে বাধাদানকারীর যে পাপ হয় তদানুরূপ কিছু পাপে সে জড়িয়ে পড়ল। আর যাকাত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে এর রূপটি হল, সে মালিকের থেকে বেশি বা উত্তম যাকাত গ্রহণ করবে। কেননা যখন সে একবছর এরূপ করবে তখন পরবর্তী বছর মালিক যাকাত প্রদানে বিরত থাকবে। ফলে এরূপ করাটি যাকাত না দেয়ার একটি কারণ হয়ে যায়। যার ফলে যাকাত গ্রহণকারী/আদায়কারী যাকাত প্রদানে বাধা প্রদান করার পাপে অংশীদার হয়ে যাবে।

'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, সদাক্বার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল যাকাত গ্রহণকারীর যাকাত গ্রহণে সীমালঙ্ঘন করা যাকাত প্রদানকারীর নয়।

١٨٠٢ - [٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৮০২-[৯] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : শস্য ও খেজুর পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না। (নাসায়ী)[৮৪২]

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াসাকের নিচে দানা জাতীয় ফসল বা খেজুর হলে তাতে যাকাত ফারয হয় না। এ হাদীস হতে দানা জাতীয় ফসল বলতে অনেকেই বলেন যে, জাফরান, তুলা, ফুল, খিরাই, কাঁকুড়, তরিতরকারী এরূপ জিনিসে যাকাত নেই। তবে কেউ কেউ অন্যরূপ এ হাদীস থেকে মত পোষণ করেছিল।

١٨٠٣ - [١٠] وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. مُرْسَلٌ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

১৮০৩-[১০] মূসা ইবনু ত্বলহাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে মু'আয-এর ওই চিঠি বিদ্যমান আছে, যা নাবী ﷺ তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বস্তুত মু'আয বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ তাঁকে 'গম' 'যব' 'আঙ্গুর' ও 'খেজুরের' যাকাত উসূল করতে আদেশ করেছেন। (এ হাদীসটি মুরসাল, শারহে সুন্নাতে বর্ণনা করা হয়েছে)[৮৪৩]

١٨٠٤ - [١١] وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

১৮০৪-[১১] 'আত্তাব ইবনু আসীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আঙ্গুরের যাকাতের ব্যাপারে বলেছেন, আঙ্গুরের ব্যাপারে এভাবে আন্দাজ অনুমান করতে হবে যেভাবে খেজুরের ব্যাপারে শুকিয়ে গেলে করা হয়। তারপর আঙ্গুর শুকিয়ে গেলে তার যাকাত আদায় করা হবে। যেভাবে খেজুরের যাকাত আদায় করা হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৮৪৪]

ব্যাখ্যা : গাছের আঙ্গুর অনুমান করে ঘরের কিসমিস দ্বারা যাকাত আদায় করা জায়িয আছে। যেমন- গাছের খেজুরকে অনুমান করে ঘরের শুকনা খেজুর দ্বারা যাকাত দেয়া জায়িয আছে।

---

[৮৪২] সহীহ : মুসলিম ৯৭৯, নাসায়ী ২৪৮৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪৭০, ইরওয়া ৩/৮০১।

[৮৪৩] সহীহ : আহমাদ ২১৪৮৪, ইরওয়া ৮০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৮০।

[৮৪৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৬০৩, আত্ তিরমিযী ৬৪৪, মুসনাদ আশ শাফি'ঈ ৬৬১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩১৬, সহীহ ইবনু মাজাহ্ ৩২৭৯, দারাকুত্বনী ২০৪৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৬৫২৫। কারণ সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। সা'ঈদ 'আত্তাব হতে শ্রবণ করেননি।

اَلْخَرْصُ (আল খর্‌স) বলা হয় খেজুর গাছের তাজা খেজুর শুকানো খেজুরের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা এবং গাছে থাকা আঙ্গুরকে কিসমিসের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা। আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেছেন, اَلْخَرْصُ (আল খর্‌স) হল গাছে বিদ্যমান তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং গাছে থাকা আঙ্গুরকে কিসমিসের ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারণ করা যাতে তার উশরের পরিমাণ জানা যায়। অতঃপর পরিমাণকারী এবং মালিকের মাঝে ছেড়ে দিবে পরে ফল কর্তনের সময় মালিকের থেকে তা গ্রহণ করা হবে।

اَلْخَرْصُ (আল খর্‌স) বা অনুমান করে যাকাত আদায়ের উপকারিতা হল, ফলের মালিকের তা থেকে গ্রহণের প্রশস্ততা দান, তার পাকাগুলো বিক্রি করা, পরিবার, প্রতিবেশী এবং দারিদ্র্যের অগ্রাধিকার দেয়া। কেননা তাদের এ থেকে বিরত রাখলে তা তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। আল আমির আল ইয়ামানী (রহঃ) বলে, খর্‌সের উপকারিতা হল, মালিকের খিয়ানাত হতে নিরাপদ হওয়া। খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, খর্‌স বা অনুমানটি হবে সেই সময় যখন ফলের পরিপক্কতা প্রকাশ পাবে খাওয়া এবং ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই যাতে তার থেকে সদাক্বার পরিমাণ জানা যায়। ফলে শুকানোর পর সে পরিমাণ শুকনা খেজুর বা কিসমিস আদায় করা যায়।

এই হাদীসটি আঙ্গুর এবং খেজুরের যাকাতের ক্ষেত্রে অনুমানের বৈধতার সুস্পষ্ট দলীল। এর পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, সাহ্‌ল বিন আবী হাসমাহ্, মারওয়ান আল ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ, যুহরী সহ আরো অনেক আহলে 'ইল্‌মগণ।

যদিও ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং তার দুই সাথি اَلْخَرْصُ (আল খর্‌স) এর বিষয়টি বাতিল বলে এর স্বপক্ষের হাদীসগুলো বিভিন্ন যুক্তিতে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

তবে অনুমান করে যাকাত আদায়ের পদ্ধতিটি ওয়াজিব, মুস্তাহাব, নাকি জায়িয বা বৈধ এ নিয়ে 'উলামাদের মতভেদ রয়েছে। জমহূরের মতে তা মুস্তাহাব।

١٨٠٥ - [١٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৮০৫-[১২] সাহ্‌ল ইবনু আবূ হাস্‌মাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায়ই বলতেন, তোমরা যখন (আঙ্গুর অথবা খেজুরের যাকাত আন্দাজ অনুমান করবে) তখন এর দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নিবে, আর এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে। যদি এক-তৃতীয়াংশ দিতে না পার তাহলে অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ দিবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৮৪৫]

ব্যাখ্যা : গাছের ফল অনুমান করার সময় তিন ভাগের এক ভাগ অথবা ৪ ভাগের এক ভাগ ছেড়ে যাকাতের মাল নির্ধারণ করবে।

١٨٠٦ - [١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৮৪৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৬০৫, আত্ তিরমিযী ৬৪৩, নাসায়ী ২৪৯১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৪৪৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৭৬। আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এ সানাদে রাবী 'আবদুর রহমান ইবনু মাস'উদ ইবনু নাইয়্যার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, সে একজন অপরিচিত রাবী।

১৮০৬-[১৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাকে (খায়বারের) ইয়াহূদীদের কাছে পাঠাতেন। তিনি সেখানে গিয়ে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন। তখন তা' মিষ্টি হত, কিন্তু খাবার উপযুক্ত হত না। (আবূ দাঊদ)[৮৪৬]

ব্যাখ্যা : ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহাকে খায়বারের ইয়াহূদীদের নিকট প্রেরণ করতেন। গাছের খেজুর অনুমান করার জন্য যখন গাছের খেজুর খাওয়ার উপযুক্ত হত। অতঃপর যখন ত্বায়িফ বিজয় হয় আর সেখানে প্রচুর আঙ্গুর হতো তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর অনুমানের ন্যায় আঙ্গুর অনুমান করতে তাকে আদেশ করেন।

١٨٠٧ ـ[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَسَلِ: «فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقٍ زِقٌّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ

১৮০৭-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মধুর যাকাত সম্পর্কে বলেছেন, প্রত্যেক দশ মশকে এক মশক মধু যাকাত দেয়া ওয়াজিব। (তিরমিযী; তিনি [ইমাম তিরমিযী] বলেন, এ হাদীসের সানাদের ব্যাপারে কথাবার্তা আছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে উদ্ধৃত এ সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস সহীহ নয়।)[৮৪৭]

ব্যাখ্যা : মধুর পরিমাপ দশ পাত্র হলে এক পাত্র যাকাত দিবে।

উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, মধুতে যাকাত আছে। তবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইবনু আবী লায়লা ও ইবনু হায্‌ম (রহঃ)-এর নিকট মধুতে যাকাত নেই। আর এ বিষয়ে হাদীসগুলো দুর্বল। ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর নিকট মধুতে যাকাত ওয়াজিব হয়।

١٨٠٨ ـ[١٥] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৮০৮-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, হে মেয়েরা! তোমাদের মালের যাকাত আদায় করো, অলংকার হলেও। কেননা ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের বেশিরভাগই জাহান্নামী হবে। (তিরমিযী)[৮৪৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহিলাদের সদাক্বাহ্ করতে বলা হয়েছে, যদিও সোনা ও রূপার অলঙ্কার থেকে হয়। ইমাম আত্ তিরমিযীও উক্ত হাদীস থেকে তাই বুঝেছেন।

তিনি অধ্যায় রচনা করেছেন : (অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিবের অধ্যায়)

কারণ এখানে 'আম্‌র-এর সিগা ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'আম্‌রের সিগা ওয়াজিবের জন্য ব্যবহার হয়। আর লেখকও তাই বুঝেছেন।

---

[৮৪৬] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৬০৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১৭৭। আলবানী (রহঃ) বলেছেন, হাজ্জাজ এবং ইবনু জুরাইজ এর মাঝে একজন ব্যক্তি রয়েছে যিনি অপরিচিত।

[৮৪৭] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬২৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৮১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪২৫২।

[৮৪৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬৩৫, আহমাদ ২৭০৪৮, দারিমী ১৬৯৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮৭১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৯৮১।

দ্বিতীয় মত যে, 'আম্‌রের সিগা নুদুবের বা মুস্তাহাবের অর্থে আসে ফল যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে। কারণ এ হাদীসে শুধুমাত্র মহিলাদেরকে খিতাব করা হয়েছে। সেখানে যাদের উপর যাকাত ফার্‌য তারা সকলেই হাযির ছিল না। পক্ষান্তরে অনেকে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, এ হাদীসটি শুধুমাত্র অলঙ্কার বুঝায় না বরং অন্য সম্পদও বুঝায়। আবার অনেকের মতে এখানে রসূল ﷺ মহিলাদেরকে বিশেষ করে নাফ্‌ল যাকাতের বিষয়টি বুঝিয়েছেন। হানাফী মাযহাব মতে উক্ত হাদীস অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব বুঝায়।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) এটাকে নাফ্‌ল সদাক্বাহ্ বলে ব্যক্ত করেছেন।

মোটকথা 'উলামাদের মধ্যে অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব কি-না তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে ওয়াজিব হবে। আর এ মত হলো 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব, সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, 'আত্বা ও অন্যান্যদের। আর এটা ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফি'ঈর একটা মত। আর ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফি'ঈর প্রসিদ্ধ মত যে, অলঙ্কারের যাকাত ফার্‌য নয়। আর এটা 'আয়িশাহ্, আনাস, ইবনু 'উমার ও 'আম্মার-এর মত। আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ রহমানী বলেন : উত্তম মত হলো সোনা-রূপার অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব। দলীল হলো :

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا﴾

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি (হে মুহাম্মাদ!) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৪)

আর রসূল ﷺ-এর হাদীস : পাঁচ উকিয়্যাহ্ রৌপ্যের নিচে যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যখন দু'শত দিরহাম (পাঁচ উকিয়্যাহ্) হবে তখন তার মধ্যে যাকাত ফার্‌য হবে। আর যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "অলঙ্কারের যাকাত নেই"। উক্ত হাদীস সহীহ নয়।

١٨٠٩ - [١٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَفِيْ أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا: «تُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا. قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هٰذَا وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ فِي هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ.

১৮০৯-[১৬] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। (একদিন) দু'জন মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। উভয়ের হাতে সোনার চুড়ি পরাছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি এগুলোর যাকাত দিয়েছ? তারা বলল, 'জ্বি না'। তিনি বললেন, তোমরা কি চাও আল্লাহ তা'আলা (ক্বিয়ামাতের দিন) তোমাদেরকে দু'টি আগুনের বালা পরাবেন? তারা বলল, 'না'। তখন তিনি বললেন, তাহলে এ সোনার যাকাত দিয়ে দাও। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি এভাবে মুসান্না ইবনু সব্বাহ (রহঃ) 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মুসান্না ইবনু সব্বাহ এবং ইবনু লাহী'আহ্-কে [যিনি এ হাদীসের আর একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে] দুর্বল মনে করা হয়। আর এ বিষয়ে নাবী ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।)[৮৪৯]

---

[৮৪৯] হাসান : তবে অন্য শব্দে। আত্ তিরমিযী ৬৩৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৮৩।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব প্রমাণ হয়।

তবে ইমাম আত্ তিরমিযী ইবনু লাহী'আহ্-এর সানাদে নকল করেছেন কিন্তু সে সানাদ য'ঈফ।

ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন : মুসান্না ইবনু সব্বাহ-ও দুর্বল। এ অধ্যায়ে নাবী ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইবনুল মুলকিন বলেন : ইমাম আবূ দাউদ উক্ত হাদীস সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

١٨١٠ -[١٧] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ

১৮১০-[১৭] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সোনার আওযাহ (এক রকম অলংকারের নাম) পরতাম। আমি একদিন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ সোনার অলংকারও কি সঞ্চিত মাল গণ্য হবে (যে ব্যাপারে কুরআনে ভয় দেখানো হয়েছে)? তিনি বললেন, যে জিনিসে নিসাব পূর্ণ হয় এবং এর যাকাত দিয়ে দেয়া হয়, তা পবিত্র হয়ে যায়। তখন তা সঞ্চিত ধন-সম্পদের মধ্যে গণ্য নয়। (মালিক, আবূ দাঊদ)[৮৫০]

ব্যাখ্যা : রূপার তৈরি একপ্রকার অলংকারকে আওযাহ বলা হয়। উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, অলংকারে যাকাত আছে। তবে শর্ত হলো উক্ত অলংকার নিসাব সমপরিমাণ হওয়া। আর নিসাব হলো দু'শত দিরহাম। সুতরাং উক্ত মালে যাকাত দিলে কান্য-এর (শাস্তির) আওতায় যাবে না।

জ্ঞাতব্য : যে অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হয় তার নিসাবের ক্ষেত্রে ওযন ধর্তব্য। অতএব যদি কেউ কিছু অলংকারের মালিক হয় যার মূল্য দুইশত দিরহাম কিন্তু পরিমাণ দুইশত দিরহামের কম তাহলে তার ওপর যাকাত আবশ্যক নয়। যদি তার ওযন দুইশত দিরহাম হয় তাহলে তাতে যাকাত আবশ্যক হবে যদিও তা মূল্যের ক্ষেত্রে দুইশত দিরহামের কম হয়। যেহেতু রসূল ﷺ বলেছেন, "পাঁচ উক্বিয়্যার কম রূপাতে যাকাত নেই।" তবে যদি অলংকারাদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে তার নিসাবের ক্ষেত্রে মূল্য ধর্তব্য। অর্থাৎ যখন স্বর্ণ, রৌপ্যের দ্বারা তার মূল্য দুইশত দিরহামের সমপরিমাণ হবে তখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ এর যাকাতটি মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যে অলংকারাদি ব্যবসার উদ্দেশে ব্যবহার হয় না তার যাকাতটি স্বয়ং সে দ্রব্যের ক্ষেত্রে। ফলে তার মূল্যের ক্ষেত্রটি বিবেচিত হলেও তার ওযনটিই মূলত এ ক্ষেত্রে তার নিসাব।

١٨١١ -[١٨] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৮১১-[১৮] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ব্যবসায়ের জন্য তৈরি করা মালপত্রের যাকাত আদায়ের হুকুম দিতেন। (আবূ দাঊদ)[৮৫১]

١٨١٢ -[١٩] وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৮৫০] **মারফূ' সূত্রটি হাসান :** আবূ দাউদ ১৫৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৫৫০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৫৯।

[৮৫১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৫৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৫৯৭। কারণ এর সানাদে জা'ফার ইবনু সা'দ, খুবায়ব এবং সুলায়মান সকল রাবী মাজহূল।

১৮১২-[১৯] রবী'আহ্ ইবনু আবূ 'আবদুর রহ্মান (রহঃ) একাধিক সহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ইবনু হারিস আল মুযানীকে 'ফারা'-তে অবস্থিত ক্বাবালিয়াহ্ নামক স্থানের খনি জায়গীর দিয়েছিলেন। সেসব খনি হতে এখন পর্যন্ত কেবল যাকাতই উসূল করা হয়। (আবূ দাউদ)[৮৫২]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٨١٣ -[٢٠] عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ». قَالَ الصَّقْرُ: الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

১৮১৩-[২০] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তরি-তরকারী ও দান করে দেয়া গাছপালার কোন যাকাত নেই। পাঁচ ওয়াসাকে চেয়ে কম পরিমাণ শস্যে যাকাত নেই, কাজে-কর্মে ব্যবহার্য জানোয়ারের যাকাত নেই, 'জাব্হাহ্'তেও যাকাত নেই। সাক্র (রহঃ) বলেন, 'জাবহাহ্' হচ্ছে ঘোড়া, খচ্চর ও গোলাম। (দারাকুত্বনী)[৮৫৩]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, তরি-তরকারীর মধ্যে, দান করা জিনিসের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের নিচে যাকাত নেই। আর গোলাম ও ঘোড়ার মধ্যে যাকাত নেই। ষাট সা'তে এক ওয়াসাক হয়। আর পাঁচ ওয়াসাকে তিনশত সা' হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে যাকাত সকল প্রকার মালের মধ্যে ওয়াজিব হয় যা জমিন হতে বের হয়। চাই সেটা ফসল থেকে হোক বা ফলমূল থেকে হোক, শাক-সবজী থেকে হোক। আর এটা দাউদ জাহরী-এর মত। তারা দলীল পেশ করেন আল্লাহর বাণী হতে :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

"তুমি ওদের মাল হতে যাকাত নাও।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১০৩)

আল্লাহর বাণী :

﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

"যা কিছু আমি জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৭)

আরো আল্লাহর বাণী :

﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

"ফসল কাটার দিন তার হাক্ব আদায় করো।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৪১)

আর তারা উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে তরি-তরকারী থেকে উদ্দেশ্য ফুল ও ফল বলে উল্লেখ করেন।

١٨١٤ -[٢١] وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ: الْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ

---

[৮৫২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩০৬১, মুয়াত্ত্বা মালিক ৮৫১, সুনানুল কুবরা লিল কুবরা ১১৮৪১, ইরওয়া ৮৯১। কারণ রাবি'আর শায়খ একজন বেনামী রাবী। তিনি সম্ভবত একজন তাবি'ঈ। তাই এটি মুরসাল।

[৮৫৩] সুনান আদ্ দারাকুত্বনী ১৯০৭।

১৮১৪-[২১] ত্বাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার (ইয়ামানের শাসক) মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট (যাকাত উসূল করার জন্য) ওয়াক্বাস গাভী আনা হয়েছিল। তিনি (তা দেখে) বললেন, এসবের থেকে (যাকাত উসূলের জন্য) আমাকে আদেশ দেয়া হয়নি। (দারাকুত্বনী, শাফি'ঈ; ইমাম শাফি'ঈ বলেন, 'ওয়াক্বাস' এসব জানোয়ারকে বলা হয়, যা প্রাথমিকভাবে যাকাতের নিসাবের সীমায় পৌঁছেনি।)[৮৫৪]

(٢) بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অধ্যায়-২ : ফিত্বরার বর্ণনা

সূরাহ্ আল আ'লা- এর ১৪-১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'উমার, 'আম্র বিন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى﴾ এর زكاة দ্বারা উদ্দেশ্য زكاة الفطر (যাকাতুল ফিত্‌র)। বাক্যাংশটি শুদ্ধরূপ হল صدقة الفطر (সদাক্বাতুল ফিত্‌র)। আর এভাবেই সকল হাদীস সংকলনকারীগণ অধ্যায় রচনা করেছেন। তবে কোন কোন হানাফী লেখক সদাক্বাতুল ফিত্‌র বলেছেন, যা সমাজে فِطْرَةٌ (ফিত্বরাহ্) হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটি হয় জনসাধারণের ভুল বা এটি ফকীহদের নতুন একটি পরিভাষা যা তার মূল অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহৃত। কারণ ফিত্বরাহ্ শব্দের অর্থ স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সদাক্বাতুল ফিত্‌র ফার্‌য হয়েছে ২য় হিজরীর রমাযান মাসে ঈদের ২ দিন পূর্বে। সদাক্বাতুল ফিত্‌রের হুকুম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ, মালিক এবং আহ্‌মাদ (রহঃ)-এর মতে তা ফার্‌য। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তা ওয়াজিব। আর এক দলের মতে তা সুন্নাত। তবে সঠিক বক্তব্য হল আহলে 'ইল্‌মগণ যার উপর একমত তথা সদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব। যদিও তারা তার ফার্‌য নামকরণের বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। কিন্তু তা পরিত্যাগ করা অবশ্যই অবৈধ।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨١٥ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮১৫-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, ছোট-বড় সকলের জন্য এক সা' খেজুর', অথবা এক সা' যব সদাক্বায়ে ফিত্বর ফার্‌য করে দিয়েছেন। এ 'সদাক্বায়ে ফিত্বর' ঈদুল ফিত্বরের সলাতে বের হবার আগেই আদায় করতে হুকুম দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৮৫৫]

---

[৮৫৪] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭২৯১।

[৮৫৫] সহীহ : বুখারী ১৫০৩, মুসলিম ৯৮৪, নাসায়ী ২৫০৪, ইবনু হিব্বান ৩৩০৩, দারাকুত্বনী ২০৭২, শারহুস ১৫৯৪, ইরওয়া ৩/৮৪২।

ব্যাখ্যা : যাকাতুল ফিত্বর রসূলুল্লাহ ﷺ ফার্‌য করেছেন। এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব। গোলাম, আযাদ, নর-নারীর ওপর, ছোট ও বড় সকল মুসলিমদের ওপর।

উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ফিত্বরাহ্ ফার্‌য ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফার মতে সেটা ওয়াজিব, ফার্‌য নয়। ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদও আহলে যাহিরীদের নিকট সেটা ফার্‌য। তারা সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র ৪৩ নং আয়াত : "তোমরা যাকাত দাও" হতে দলীল গ্রহণ করেন। যার পরিমাপ হিজাযী মাপে পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের এক-তৃতীয়াংশ।

আমাদের দেশে বর্তমান পরিমাপ আড়াই কেজি। এ পরিমাপ বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবূ হানীফার শাগরেদ ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ। আর অর্ধ সা'র কোন সহীহ হাদীস নেই।

প্রকাশ থাকে যে, গোলামের ওপর ফিত্বরাহ্ ফার্‌য মানে মালিকের ওপর ফার্‌য।

١٨١٦ -[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮১৬-[২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়) খাবার জিনিসের এক সা' অথবা এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' আঙ্গুর 'সদাক্বায়ে ফিত্‌র' আদায় করতাম। (বুখারী, মুসলিম)[৮৫৬]

ব্যাখ্যা : আবূ সা'ঈদ (রহঃ)-এর হাদীস হতে বুঝা যায় যে, রসূল ﷺ-এর যুগেও এক সা' ফিত্বরাহ্ আদায় করা হত খাদ্যদ্রব্য হতে। সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আছে, আমরা সেটা আদায় করতাম নাবী ﷺ-এর যামানায়। বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে যে, আমরা সেটা বের করতাম নাবী ﷺ-এর কালে। আমরা যাকাতুল ফিত্বর বের করতাম আর আমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন। আর এ কথা অসম্ভব যে, মু'আবিয়ার কথায় লোকেরা আধা সা' গম ফিত্বরাহ্ দিতো। তাহলে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ও অন্যান্যরা মু'আবিয়ার বিরোধিতা করতো। ক্বিয়াস করে অর্ধ সা' মেনে নিয়েছেন এ কথা ঠিক নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٨١٧ -[٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِيْ اٰخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ. فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৮১৭-[৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার তিনি রমাযানের শেষ দিকে লোকদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা তোমাদের সিয়ামের সদাক্বাহ্ দাও। রসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের প্রত্যেক মুসলিম, স্বাধীন-

[৮৫৬] **সহীহ :** বুখারী ১৫০৬, মুসলিম ৯৮৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ৯৯০, মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৬৭৯, দারিমী ১৭০৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৬৯৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৯৫।

অধীন, গোলাম-বাঁদী, পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড় সকলের পক্ষে 'এক সা' খেজুর ও যব অথবা 'এক সা'-এর অর্ধেক গম সদাক্বাতুল ফিত্বর ফারয করে দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৮৫৭]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস-এর এ হাদীসে অর্ধ সা' গমের কথা বলা হয়েছে। উক্ত হাদীস আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে। আর এটিই ইমাম আবূ হানীফার মত।

তবে তিন ইমাম এর বিরোধিতা করেছেন।

আসলে হাদীসটি মুনক্বাতি' যা ইবনু তুরকামানী স্বীকার করেছেন। উক্ত হাদীস হাসান ইবনু 'আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে 'উলামাগণ ইবনু 'আব্বাস থেকে হাসান-এর শ্রবণের প্রমাণ নিয়ে কথা উঠিয়েছেন যা সহীহ হাদীসের খিলাফ।

হাসান-এর সেমা বা শ্রবণ ইবনু 'আব্বাস থেকে প্রমাণ বা সাবিত নেই বলে দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন ইমাম নাসায়ী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইবনুল মাদানী, আবূ হাতিম, বাহ্‌য ইবনু আসাদ ও বায্‌যার।

١٨١٨ ـ [٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৮১৮-[৪] ইবনু 'আব্বাস হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সওমকে অযথা কথা, খারাপ আলাপ-আলোচনা থেকে পবিত্র করার ও গরীব মিসকীনকে খাদ্যবস্তু দেবার উদ্দেশে সদাক্বায়ে ফিত্বর ফারয করে দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)[৮৫৮]

ব্যাখ্যা : যাকাতুল ফিত্বরের নির্ধারণের উদ্দেশ্য সিয়ামকে পবিত্র করা বেহুদা ও অশ্লীল কাজ ও কর্ম হতে। আর এতে রয়েছে মিসকীনদের খাদ্যের উৎস। এ হাদীস থেকে অনেকেই দলীল গ্রহণ করেন যে, ফিত্বরাহ্ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো মুবাহা, যেমন যাকাতের ক্ষেত্রে জায়িয আছে। কেউ বলেন, যাকাতের মতো ফিত্বরাও আট শ্রেণীদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সকলের উদ্দেশে বলেন যে, "নিশ্চয়ই সদাক্বাহ্‌সমূহ ফকীর....."– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৬০)।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٨١٩ ـ [٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ أَوْ صَاعٌ مِن طَعَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৮৫৭] **সানাদটি য'ঈফ কিন্তু এর মারফূ' সূত্রটি সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৬২২, নাসায়ী ২৫১৫। কারণটি এ সানাদটি মুনক্বত্বী', হাসান বাসরী (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস-এর সাক্ষাৎ না পাওয়ায়।

[৮৫৮] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ্ ১৮২৭, দারাকুত্বনী ২০৬৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৮৮, ইরওয়া ৮৪৩, সহীহ আত্ তারগীব ১০৮৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৫৭০।

১৮১৯-[৫] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব তার পিতা ও তার দাদা পরম্পরায় বর্ণিত। নাবী ﷺ (একবার) মাক্কায় অলি-গলিতে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, জেনে রেখ, প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ, আযাদ গোলাম, ছোট-বড়, সকলের ওপর দু' 'মুদ' গম বা এছাড়া অন্য কিছু বা এক সা' খাবার সদাক্বায়ে ফিত্‌র দেয়া বাধ্যতামূলক। (তিরমিযী)[৮৫৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, সদাক্বাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব সকল মুসলিম নর-নারীর, গোলাম-আযাদ ও ছোট-বড়দের ওপর। গমের দু'মুদ গম। অথবা এক সা' খাদ্যদ্রব্য থেকে হতে পারে, তবে হাদীসটির সানাদ বিশুদ্ধ নয়। আর এটিই ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মত।

١٨٢٠ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ. وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مَا أَعْطَاهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৮২০-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'লাবাহ্ অথবা সা'লাবাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ সু'আয়র তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক সা' গম প্রত্যেক দু' ব্যক্তির পক্ষ হতে। ছোট কিংবা বড়, আযাদ গোলাম, পুরুষ অথবা নারী। তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ এর দ্বারা পবিত্র করবেন। কিন্তু যে গরীব তাকে আল্লাহ ফেরত দেবেন, যা সে দিয়েছিল তার চেয়ে অধিক। (আবূ দাউদ)[৮৬০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যাকাতুল ফিত্বর ধনী-গরীব সকলকেই দিতে হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ধনীদের পবিত্র করবেন আর সেটা আদায়ের পর গরীবদের আবার কয়েকগুণ বেশী ফিরিয়ে দিবেন। সুতরাং যারা ফিত্বরাহ্ আদায়ের জন্য নিসাব নির্ধারণ করেন তাদের মাযহাব ঠিক নয়। আর উক্ত হাদীসে গমে আধা সা' দেয়ার বিরুদ্ধে বর্ণনা করছে। তবে হাদীসটি মুযতারিব (ইখতেলাফপূর্ণ)।

(٣) بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অধ্যায়-৩ : যাকাত যাদের জন্য হালাল নয়

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨٢١ - [١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৮৫৯] **য'ঈফুল ইসনাদ :** আত্ তিরমিযী ৬৭৪। কারণ এর সানাদে ইবনু জুরায়জ একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৮৬০] **সহীহ লিগায়রিহী :** আবূ দাউদ ১৬১৯, আহমাদ ২৩৬৬২, দারাকুত্বনী ২১০৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭০৯, সহীহ আত্ তারগীব ১০৮৬।

১৮২১-[১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একদিন পথে পড়ে থাকা একটি খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি (সাঃ) বললেন : এ খেজুর যাকাত বা সদাক্বাহ্ হবার সন্দেহ না থাকলে আমি উঠিয়ে খেয়ে নিতাম। (বুখারী, মুসলিম)[৮৬১]

ব্যাখ্যা : রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুর বা অনুরূপ বস্তু যা লুকতাহ বলে সেটা ব্যবহার করা জায়িয। তবে সেটা রসূল (সাঃ)-এর জন্য দেয়া ঠিক নয়। এ জন্য যে, সেটা সদাক্বাহ্ এর হতে পারে। আর সদাক্বার মাল রসূল (সাঃ)-এর জন্য হারাম ছিল। পরহেযগারিতার দিক থেকে সেটি বর্জন করা তাঁর জন্য উত্তম। আর এরূপ বর্ণনা সহীহুল বুখারীতেও উল্লেখ আছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সদাক্বার অল্প বস্তুও তাঁর জন্য হারাম ছিল।

١٨٢٢ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮২২-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সাঃ)-এর নাতি হাসান ইবনু 'আলী সদাক্বার খেজুর হতে একটি খেজুর উঠিয়ে মুখে পুরলেন। (তা দেখে) নাবী (সাঃ) বললেন, খেজুরটি মুখ থেকে বের করে ফেলো, বের করে ফেলো। (তিনি এ কথাটি এভাবে বললেন যেন হাসান তা মুখ থেকে বের করে ফেলে দেয়)। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি জানো না যে, আমরা (বানী হাশিম) সদাক্বার মাল খেতে পারি না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৬২]

ব্যাখ্যা : হাসান ইবনু 'আলী ফাত্বিমার ছেলে সদাক্বার খেজুর মুখে দেয়ায় নাবী (সাঃ) ফেলতে ইশারা করলেন। কারণ সদাক্বার মাল 'আলি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ওপর হারাম ছিল। আর রসূল (সাঃ) হাসানকে বলেন, আমরা সদাক্বাহ্ এর মাল খাই না। কিসমিস শব্দটি দু'বার তাকিদের জন্য ব্যবহার আর তা ইসমে ফে'ল।

١٨٢٣ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮২৩-[৩] 'আবদুল মুত্ত্বালিব ইবনু রবী'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এ সদাক্বাহ্ অর্থাৎ যাকাত মানুষের সম্পদের ময়লা ব্যতীত কিছু নয়। তাই এটা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য এবং তাঁর বংশধরদের জন্যও হালাল নয়। (মুসলিম)[৮৬৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মধ্যে একটি ক্বিসসা আছে। সর্বপ্রকার যাকাত বা সদাক্বার মাল মানুষের ময়লা। যে কারণে সেটা বানী তামীম-এর ওপর হারাম ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ আত্ তাওবার ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন : "তুমি তাদের মাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর।"

---

[৮৬১] **সহীহ :** বুখারী ২৪৩১, মুসলিম ১০৭১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৮৬৪২, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৩৬, ইরওয়া ১৫৫৯।

[৮৬২] **সহীহ :** ১৪৯১, মুসলিম ১০৬৯, আহমাদ ৯৩০৮, দারিমী ১৬৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩২৩১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৪৭৭।

[৮৬৩] **সহীহ :** মুসলিম ১০৭২, নাসায়ী ২৬০৯, আহমাদ ১৭৫১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৪০১, ইরওয়া ৮৭৯, সহীহ আল জামি' আল সগীর ২২৬৪।

١٨٢٤ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: «أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟» فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهٖ فَأَكَلَ مَعَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮২৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কোন খাবার এলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এটা হাদিয়্যাহ্ না সদাক্বাহ্? 'সদাক্বাহ্' বলা হলে তিনি (ﷺ) তাঁর সাথীদেরকে বলতেন, তোমরা খাও। তিনি (ﷺ) নিজে খেতেন না। আর 'হাদিয়্যাহ্' বলা হলে তিনি (ﷺ) তাঁর হাত বাড়াতেন ও সহাবীদেরকে সাথে নিয়ে খেতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৮৬৪]

ব্যাখ্যা : রসূল (ﷺ)-এর নিকট কোন খাদ্য এলে জিজ্ঞেস করতেন যে, সেটা হাদিয়্যাহ্ না সদাক্বাহ্? সেটা সদাক্বাহ্ হলে সাথীদের খেতে বলতেন। তিনি খেতেন না, কারণ সদাক্বাহ্ তাঁর ওপর হারাম ছিল। আর হাদিয়্যাহ্ হলে সেটা হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি খেতেন। সদাক্বাহ্ ফকীর ও মিসকীনদের ওপর খরচ করা হয়।

١٨٢٥ -[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» قَالُوا: بَلٰى وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮২৫-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ্ (ক্রীতদাসীর) ব্যাপারে তিনটি নির্দেশনা দেয়া হয়। (প্রথম) সে স্বাধীন হবে, তার স্বামীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক বহাল রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা থাকবে। (দ্বিতীয়) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : মীরাসের অধিকার তারই থাকবে, যে তাকে আযাদ করেছে। (তৃতীয়) [একদিন] রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে এলেন। তখন গোশ্‌ত রান্না করা হচ্ছিল। ঘরে বানানো রুটি ও তরকারী তাঁর সামনে আনা হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি একটি পাতিলে গোশত দেখলাম। বলা হলো, জি হ্যাঁ। তবে এ গোশ্‌ত বারীরাকে সদাক্বাহ্ দেয়া হয়েছে, আপনি তো সদাক্বাহ্ খান না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ গোশ্‌ত বারীরার জন্য সদাক্বাহ্ হলে আমাদের জন্য হাদিয়্যাহ্। (বুখারী, মুসলিম)[৮৬৫]

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর দাসী বারীরার মধ্যে শারী'আতের তিনটি সুন্নাত পাওয়া যায়। একটি হলো 'আয়িশাহ্ তাকে আযাদ করেছেন। আর তাকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় হল রসূল (ﷺ) বলেছিলেন, দাস-দাসীর অলার মাল আযাদকারী হাক্বদার হয়। তৃতীয় হল রসূল (ﷺ) বারীরার সদাক্বার পাকানো গোশ্‌ত খান। আর বলেন : এটা তার জন্য সদাক্বাহ্ আর আমার জন্য হাদিয়্যাহ্।

---

[৮৬৪] **সহীহ :** বুখারী ২৫৭৬, মুসলিম ১০৭৭, আহমাদ ৮০১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২০৪৮, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬০৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৬৪৫।

[৮৬৫] **সহীহ :** বুখারী ৫০৯৭, ৫২৭৯, মুসলিম ১০৭৫, নাসায়ী ৩৪৪৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ২০৭৩, আহমাদ ২৫৪৫২, ইবনু হিব্বান ৫১১৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬১২।

١٨٢٦ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৮২৬-[৬] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করতেন এবং বিনিময়ে তিনি তাকেও (হাদিয়্যাহ্) দিতেন। (বুখারী)[৮৬৬]

ব্যাখ্যা : রসূল (ﷺ) হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করতেন। তিনি সদাক্বাহ্ খেতেন না। তিনি হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করতেন এবং তার উপর বদলা দিতেন। ইমাম খাত্ত্বাবী মা'আলিম কিতাবে বলেছেন : রসূলের হাদিয়্যাহ্ কবূল করাটাও এক প্রকার বদান্যতা ও সৎচরিত্রের অংশ যাতে অন্তরের মধ্যে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। আর অন্য হাদীসে তিনি (ﷺ) বলেছেন : পরস্পর হাদিয়্যাহ্ দাও তাহলে মুহাব্বতও সৃষ্টি হবে।

١٨٢٧ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৮২৭-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমাকে যদি বকরীর একটি খুরের জন্যও দা'ওয়াত দেয়া হয় আমি তা গ্রহণ করব। আর আমার কাছে যদি হাদিয়্যাহ্ হিসেবে ছাগলের একটি বাহুও আসে আমি তাও গ্রহণ করব। (বুখারী)[৮৬৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদিয়্যাহ্ কবূল করতেন; তা সামান্য বস্তু হলেও। এমনকি গরুর বা উটের খুর হলেও কবূল করতেন। দা'ওয়াত দানকারীর সাথে ভালোবাসা ও মুহাব্বাত গভীর করার জন্য। আর হাদিয়্যাহ্ কবূল না করা অভক্তির ও মুহাব্বাতের উপর প্রমাণ করে। সুতরাং দা'ওয়াত কবূল করা মুস্তাহাব, যদি সামান্য হয়।

١٨٢٨ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِىْ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮২৮-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে লোকের কাছে হাত পাতে। আর তারা তাকে এক বা দু' মুষ্টি অথবা একটি কি দু'টি খেজুর দান করে। বরং মিসকীন ওই ব্যক্তি যে কপর্দকহীন। কিন্তু তার বাহ্যিক বেশভূষার কারণে মানুষেরা বুঝতে পারে না সে মুখাপেক্ষী। তাকে সদাক্বাহ্ দেয়া যায়। আর সেও কোন কিছুর জন্য লোকদের কাছে হাত বাড়াতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৬৮]

---

[৮৬৬] **সহীহ :** বুখারী ২৫৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৩৬, আত্ তিরমিযী ১৯৫৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২০২০, মুখতাসার আশ শামায়েল ৩০৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৯৯৯।

[৮৬৭] **সহীহ :** বুখারী ২৫৬৮, ৫১৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৫৯২।

[৮৬৮] **সহীহ :** বুখারী ১৪৭৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭২, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৪১৪, ইবনু হিব্বান ৩৩৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৪৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬০৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮২৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৩৮৪।

ব্যাখ্যা : যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে চেয়ে বেড়ায়, এক লোকমা বা দু' লোকমার জন্য, তারা আসলে মিসকীন নয়। আসল মিসকীন ওরাই যাদের সঙ্গতি নেই। তাদের অভাবের কথা জানা যায় না এবং মানুষের কাছে চায় না। এরাই আসল মিসকীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তারা লোকের কাছে ব্যাকুলভাবে ভিক্ষা চায় না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৭৩)।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٢٩ - [٩] عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِيْ رَافِعٍ: اصْحَبْنِيْ كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا. فَقَالَ: لَا حَتّٰى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৮২৯-[৯] আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বানী মাখযূম-এর এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়কারী করে পাঠালেন। যাবার সময় সে ব্যক্তি আবূ রাফি'কে বলল, আপনিও আমার সাথে চলুন। এতে কিছু অংশ আপনিও পেয়ে যাবেন। আবূ রাফি' বললেন, না, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস না করে আমি যেতে পারি না। তাই তিনি তাঁর কাছে গেলেন। তাঁকে তার সাথে যাবার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সদাক্বাহ্ আমাদের (বানী হাশিমের) জন্য হালাল নয়। আর কোন গোত্রের দাস তাদের মধ্যেই গণ্য (তুমি তো আমাদেরই দাস)। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৮৬৯]

ব্যাখ্যা : সহাবী আবূ রাফি' বলেন, জনৈককে রসূল (সাঃ) যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি তখন আবূ রাফি'কে বলেন, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তোমারও গনীমাতের মাল অর্জন হবে।

তিনি বললেন, না, যতক্ষণ না নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাঁকে ((সাঃ)-কে) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যাকাত-সদাক্বাহ্ আমার জন্য হালাল নয়। আর কোন ক্বওমের গোলাম এ ক্বওমের ন্যায় একই হুকুমের আওতায় থাকে। হাদীসটিকে ইমাম আত্ তিরমিযী সহীহ বলেছেন।

١٨٣٠ - [١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُد والدَّارِمِيُّ

১৮৩০-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যাকাতের মাল ধনীদের জন্য হালাল নয়, সুস্থ সবলদের (খেটে খেতে সক্ষম) জন্যও নয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী)[৮৭০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ধনী বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সকল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়িয নয়। আর এ বিষয়ে 'উলামাদের মধ্যে কোন ইখতিলাফে নেই। তবে ইখতিলাফ হলো কি

---

[৮৬৯] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬৫৭, নাসায়ী ২৬১২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৭০৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৬৮, সুনানুল কুবরা লিল কুবরা ১৩২৪২, ইরওয়া ৮৮০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৬১৩।

[৮৭০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৩৪, আত্ তিরমিযী ৬৫২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭১৫৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৬৬৩, আহমাদ ৬৫৩০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৭৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭২৫১।

পরিমাপ মাল থাকলে সদাক্বাহ্ নেয়া নিষেধ। হানাফী পুস্তকে উল্লিখিত যে, তিন প্রকারের মধ্যে যাকাত নেয়া জায়িয নয়। ১ম হলো যার কাছে নিসাব পরিমাপ মাল আছে যার ওপর যাকাত ফার্‌য হয়েছে। ২য় প্রকার হলো এমন ধনী যার ওপর যাকাত হারাম আর যার ওপর ফিত্বরাহ্ ও কুরবানী ওয়াজিব। ৩য় প্রকার হলো ঐ ধনী যার ওপর ভিক্ষা করা হারাম। যেমন তার কাছে এক দিনের খাদ্য আছে ও কাপড়ও আছে। আর ইমাম আহ্‌মাদ-এর কাছে যার দিরহাম আছে তার ভিক্ষা করা জায়িয নয়।

١٨٣١ -[١١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

১৮৩১-[১১] এ হাদীসটিকে আহ্‌মাদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।[৮৭১]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, যুবক ও সুস্বাস্থ্য ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়িয নয়। হানাফী মাযহাব অনুসারে যাকাত গ্রহণ হালাল হওয়ার মাধ্যম হলো অভাব ও প্রয়োজন। তবে যাকাত আদায়কারী অথবা মুজাহিদের জন্য। অথবা যদি কেউ নিজ মাল দিয়ে কোন গোলাম খরিদ করে আযাদ করার জন্য। অথবা কারোর যদি প্রতিবেশি মিসকীন থাকে, অতঃপর তার ওপর সদাক্বাহ্ করে বা মিসকীন ব্যক্তি যদি হাদিয়্যাহ্ দেয় তবে গ্রহণ করতে পারে।

١٨٣٢ -[١٢] وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا النَّظَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

১৮৩২-[১২] 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনু খিয়ার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে দু' ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, বিদায় হাজ্জে মানুষের মধ্যে যাকাতের মাল বণ্টন করার সময় তারা উভয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তারা এ মালের কিছু অংশ নেবার জন্য আগ্রহ দেখান। দু'জন বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (যাকাত নেবার আগ্রহ দেখে) আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলালেন। আমাদেরকে সুস্থ সবল দেখে বললেন, তোমরা যাকাত নিতে চাইলে আমি দিতে পারি। (কিন্তু মনে রাখবে,) সদাক্বাহ্ ও যাকাতের সম্পদে ধনীদের কোন অংশ নেই। আর সুস্থ সবল এবং পরিশ্রম করতে সক্ষম লোকদের জন্য সদাক্বাহ্‌ও যাকাত নয়। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৮৭২]

١٨٣٣ -[١٣] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ

১৮৩৩-[১৩] 'আত্বা ইবনু ইয়াসার মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধনী লোকের জন্য যাকাতের মাল হালাল নয়। তবে পাঁচ অবস্থায় (১) আল্লাহর পথে জিহাদকারী ধনী [যখন

---

[৮৭১] **সহীহ :** নাসায়ী ২৫৯৭, ইবনু মাজাহ্ ১৮৩৯, আহমাদ ৯০৬১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৮৭, দারাকুত্বনী ১৯৮৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৭৭।

[৮৭২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৩৩, আহমাদ ২৩০৬৩, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ২৩৯০, দারাকুত্বনী ১৯৯৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৫৯৮, ইরওয়া ৮৭৬, সহীহ আল জামি' আস্ সহীহ ১৪১৯।

কাছে যুদ্ধ সরঞ্জাম নেই] (২) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত ধনী, (৩) জরিমানার হুকুমপ্রাপ্ত ধনী [যা তাকে পরিশোধ করতে হবে। অথচ ঐ সময় এ পরিমাণ সম্পদ তার নেই], (৪) নিজ মালের পরিবর্তে যাকাতের মাল ক্রয়কারী ধনী, (৫) আর ওই ধনীর জন্যও হালাল, যার প্রতিবেশী যাকাতের মাল পেয়ে প্রতিবেশী ধনী ব্যক্তিকে কিছু তোহফা দিয়েছে। (মালিক, আবূ দাউদ)[৮৭৩]

١٨٣٤ -[١٤] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ: «أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ».

১৮৩৪-[১৪] আবূ দাউদ-এর এক বর্ণনায় আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। অথবা ইবনুস্ সাবীল অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত মুসাফির ধনীও।[৮৭৪]

١٨٣٥ -[١٥] وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১৮৩৫-[১৫] যিয়াদ ইবনু হারিস আস সুদায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার নাবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তাঁর হাতে আমি বায়'আত গ্রহণ করলাম। এরপর যিয়াদ একটি বড় হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বলতে লাগলেন, আমাকে যাকাতের মাল থেকে কিছু দান করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ যাকাত (বণ্টন করার ব্যাপারে কাকে দেয়া যাবে) তা নাবীকে বা অন্য কাউকে কোন হুকুম দিতে রাজী হননি, বরং তিনি নিজে তা আটভাগে ভাগ করেছেন। তুমি যদি এ (আট) ভাগের কোন ভাগে পড়ো আমি তোমাকেও যাকাত দিব। (আবূ দাউদ)[৮৭৫]

ব্যাখ্যা : যাকাত গ্রহণ করতে পারে আট শ্রেণীর লোক, যাদের নাম আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্'র ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আর এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, যাকাত শুধু এক প্রকার লোকদের দিলে হবে না। বরং অন্য প্রকারের মধ্যেও বণ্টন করতে হবে। আর এটাই ইমাম শাফি'ঈর ও 'ইকরিমার মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এর মত যে, যাকাত যদি কোন এক শ্রেণীকে দেয়, তবে তা জায়িয হবে। এমনকি এক ব্যক্তিকে যদি দেয় তবুও জায়িয হবে। আর এ মত হলো হুযায়ফাহ্, ইবনু 'আব্বাস এবং 'উমারের। ইমাম শাফি'ঈর উক্তি হলে অন্য সম্প্রদায় থাকতে শুধু এক প্রকারের মধ্যে বণ্টন জায়িয নয়।

---

[৮৭৩] **সহীহ লিগায়রিহী** : আবূ দাউদ ১৬৩৫, ইবনু মাজাহ্ ১৮৪১, মুয়াত্ত্বা মালিক ৯১৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭১৫১, ইরওয়া ৮৭০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭২৫০।

[৮৭৪] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৬৩৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৬৮১, আহমাদ ১১২৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৯৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৬২০০। কারণ এর সানাদে ইবনু 'আত্বিয়্যাহ্ একজন দুর্বল রাবী যার হাদীস দ্বারা দলীল কায়েম হবে না।

[৮৭৫] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৬৩০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১২৬, ইরওয়া ৮৫৯, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩২০। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর সানাদে রাবী 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল আফ্রিক্বী স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটির ফলে একজন দুর্বল রাবী যেমনটি ইমাম যাহাবী, ইবনু মা'ঈন নাসায়ী এবং ইবনু হাজার (রহঃ) বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٣٦ -[١٦] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلٰى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِيْ سِقَائِيْ فَهُوَ هٰذَا: فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১৮৩৬-[১৬] যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ফারূক (রাঃ) দুধ পান করলেন। তা তার খুব ভাল লাগলো। দুধ পরিবেশনকারীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ তুমি কোত্থেকে এনেছ? সে একটি কূয়ার নাম উল্লেখ করে বলল, ওখানে গিয়ে দেখে যাকাতের অনেক উটকে, পানি পান করানো হচ্ছে। উটের মালিকগণ দুধ দোহন করলে এর থেকে সামান্য দুধ নিয়ে আমি আমার মশকে ঢেলে নিয়েছি। এ সে দুধ। এ কথা শুনামাত্র 'উমার (রাঃ) নিজের মুখে হাত ঢুকিয়ে বমি করে দিলেন। (মালিক, বায়হাক্বী)[৮৭৬]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে 'উমার-এর দীনদারীর আলামাত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হারাম সন্দেহে তিনি সদাক্বার উটের কি-না সন্দেহে মুখের ভিতরে হাত দিয়ে বমি করে দুধ তুলে ফেলেন। তবে হাদীসটি মুনক্বাতি'। আর এরূপ ঘটনা আবূ বাক্‌র থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি গোলামের দেয়া দুধ পান করার পর সদাক্বাহ্ বুঝতে পেরে বমি করেন এবং সব তুলে ফেলেন।

(٤) بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ

অধ্যায়-৪ : যার জন্য কিছু চাওয়া হালাল নয় এবং যার জন্য হালাল

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨٣٧ -[١] عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: «أَقِمْ حَتّٰى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ

---

[৮৭৬] **য'ঈফ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ৯২৪। কারণ হাদীসটি মুনক্বতি', যেহেতু যায়দ ইবনু আসলাম এবং 'উমার (রাযিঃ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهٖ. لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৩৭-[১] ক্ববীসাহ্ ইবনু মুখারিক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এলাম। তার কাছে ঋণ আদায়ের জন্য কিছু চাইলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা করো। আমার কাছে যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত আসলে তোমাকে কিছু দেবার জন্য বলে দেব। তারপর তিনি বললেন, ক্ববীসাহ্! শুধু তিন ধরনের ব্যক্তির জন্য কিছু চাওয়া জায়িয। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি অপরের ঋণের যামিনদার। তবে বেশী চাইতে পারবে না। বরং যতটুকু ঋণ শোধের জন্য প্রয়োজন শুধু ততটুকু চাইবে। এরপর আর চাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ওই ব্যক্তি যে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে (দুর্ভিক্ষ প্লাবন ইত্যাদিতে)। তার সব ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। তারও (শুধু খাবার ও পোশাকের জন্য) ততটুকু যাতে প্রয়োজন মিটে যায়। তার জীবনের জন্য অবলম্বন হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ ওই ব্যক্তি (যে ধনী, কিন্তু তার এমন কোন কঠিন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা মহল্লাবাসী জানে। যেমন ঘরের সব মালপত্র চুরি হয়ে গেছে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনার কারণে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে)। (মহল্লার) তিনজন বুদ্ধিমান সচেতন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে যে, সত্যিই এ ব্যক্তি মুখাপেক্ষী। তার জন্যও সেই পরিমাণ (সাহায্য) চাওয়া জায়িয, যাতে তার প্রয়োজন মিটে। অথবা তিনি বলেছেন এর দ্বারা তার মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজন দূর হয়, তার জীবনে একটি অবলম্বন আসে। হে ক্ববীসাহ্! এ তিন প্রকারের 'চাওয়া' ছাড়া হালাল নয়। আর হারাম পন্থায় প্রাপ্ত মাল খাওয়া তার জন্য হারাম। (মুসলিম)[৮৭৭]

ব্যাখ্যা : মানুষের নিকট ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীসটি একটি বিশেষ দলীল। আর যে তিন প্রকার ব্যক্তির জন্য চাওয়া বৈধ বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো :

১। যে ব্যক্তি কোন দেনার যামিন হয়েছে, যতক্ষণ না সে তা পরিশোধ করবে ততক্ষণ তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া বৈধ।

২। যে ব্যক্তির ওপর কোন বিপদ এসে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তার প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা হবে ততক্ষণ সে ভিক্ষাবৃত্তি করতে বা চাইতে পারবে।

৩। যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার প্রতিবেশীদের থেকে তিনজন ব্যক্তি (সৎ ও বিবেক সম্পন্ন) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া বৈধ যতক্ষণ না সে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারবে।

আল্লামা খাত্ত্বাবী বলেন, অত্র হাদীসের মধ্যে অনেক জানার বিষয় এবং উপকারিতা রয়েছে। আর তা হলো যাদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া জায়িয তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক প্রকার হলো ধনী ব্যক্তি আর দু'প্রকারের দরিদ্র ব্যক্তি। অতঃপর দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১। মূলত দরিদ্র, কিন্তু গোপন রাখে।

২। প্রকাশ্যে তা বুঝা যায়।

---

[৮৭৭] **সহীহ :** মুসলিম ১০৪৪, আবূ দাউদ ১৬৪০, নাসায়ী ২৫৮০, দারিমী ১৭২০, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৬১, ইবনু হিব্বান ৩৩৯৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৯৪, ইরওয়া ৮৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ৮১৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৯৬৫।

হাদীসটির মাঝে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মিটানো পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি করতে বা চাইতে পারবে তার অতিরিক্ত নয়। হাদীসের বাহ্যিক বিধান হলো যে, উপরে উল্লেখিত তিন প্রকারের ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া হারাম।

١٨٣٨ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৩৮-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়, সে নিশ্চয় (জাহান্নামের) আগুন কামনা করে। (এটা জানার পর) সে কম বা অধিক চাইতে থাকুক। (মুসলিম)[৮৭৮]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষাবৃত্তি করে বা চায়, সে যেন জাহান্নামের অঙ্গার কামনা করে। অর্থাৎ তার এই ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়াটা জাহান্নামের আগুন দ্বারা শাস্তির কারণ হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, নিশ্চয়ই তারা নিজের উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০)

এরপর রসূল ﷺ বলেন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়ার পরিণাম জানার পর চাই সে বেশি করুক অথবা কম করুক। এ কথাটি তিনি ভীতি প্রদর্শনমূলক, অর্থাৎ "আযাব গযবের কথা শোনার পর চাই সে ঈমান আনুক অথবা কুফ্‌রী করুক।" (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ২৯)

'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটা হচ্ছে : (اعملوا ما شئتم) এর মত, অর্থাৎ যা ইচ্ছে তাই কর। যা প্রমাণ করে সম্পদের বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া পরিষ্কার হারাম।

١٨٣٩ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৩৯-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে হাত পাততে থাকে ক্বিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে উঠবে যে, তখন তার মুখমণ্ডলে গোশ্‌ত থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৭৯]

ব্যাখ্যা : খাত্ত্বাবী বলেন, হাদীসটির ব্যাখ্যায় কয়েকটি দিক রয়েছে–

১। ক্বিয়ামাত দিবসে মান-সম্মানহীন এবং অপমানিত অবস্থায় উঠবে।

২। তার চেহারায় এমন শাস্তি দেয়া হবে যে, শাস্তির কারণে চেহারার গোশ্‌ত খসে পড়ে যাবে।

৩। ঐ ব্যক্তিকে গোশ্‌তবিহীন অবস্থায় ক্বিয়ামাত দিবসে উঠানো হবে। যাতে তাকে উক্ত কাজের অপরাধী বলে বুঝা যাবে।

উল্লেখিত তিনটি উক্তির মধ্যে প্রথমটির সমর্থন করে হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এই মর্মে ত্ববারানী এবং বায্‌যারে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন ধনী ব্যক্তি তার নিকট সম্পদ

---

[৮৭৮] সহীহ : মুসলিম ১০৪১, ইবনু মাজাহ্ ১৮৩৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১০৬৭৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৭১, সহীহ আল জামে আস্ সগীর ৬২৭৮।

[৮৭৯] সহীহ : বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ১০৪০, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ২৩৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ৭৯১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮১৬।

থাকা অবস্থাতেও মানুষের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করবে বা চাইবে, তাকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করার পরেও আল্লাহর নিকটে তার কোন মর্যাদা থাকবে না। ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য ভীতি প্রদর্শনমূলক যে সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করে বা মানুষের নিকট চেয়ে বেড়ায়।

١٨٤٠ ـ[٤] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৪০-[৪] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কিছু চাইতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর কসম! তোমাদের যে ব্যক্তিই আমার কাছে (অতিরঞ্জিত করে) কিছু চায় (তখন) আমি তাকে কিছু দিয়ে দেই। (তবে) আমি তা দেয়া খারাপ মনে করি। ফলে এটা কি করে সম্ভব যে, আমি তাকে যা কিছুই দিই তাতে বারাকাত হবে? (মুসলিম)[৮৮০]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সম্পদের দায়িত্বশীল, আমি আমার মনের সন্তুষ্টিচিত্তে যাকে দান করি তার সেই সম্পদে বারাকাত দেয়া হয়। আর যদি ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়ার কারণে এবং আমার মনের না রাযী অবস্থায় প্রদান করি, তা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খাবার খেল অথচ পরিতৃপ্ত হলো না। আল্লামা নাবাবী বলেছেন, 'উলামায়ে কিরাম সকলেই একমত যে, বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

١٨٤١ ـ[٥] وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৮৪১-[৫] যুবায়র ইবনুল 'আও্ওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ এক আঁটি লাকড়ি রশি দিয়ে বেঁধে পিঠে বহন করে এবং তা বিক্রি করে। আল্লাহ তা'আলা এ কাজের দ্বারা তার ইয্যত সম্মান বহাল রাখেন (যা ভিক্ষা করার মাধ্যমে চলে যায়)। এ কাজ মানুষের কাছে হাত পাতা অপেক্ষা তার জন্য অনেক উত্তম। মানুষ তাকে কিছু দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে। (বুখারী)[৮৮১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে মানবমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে অন্যের নিকট ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া থেকে বিরত এবং পবিত্র থাকার ব্যাপারে যদিও সে জীবিকা নির্বাহের জন্য পরীক্ষায় পড়ে যায় এবং তাতে তার কষ্টও হয়। কারণ হলো, ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়ার পর না পাওয়া উভয়টিই অত্যন্ত লজ্জার কাজ। এ হাদীসে নিজের হাতে উপার্জন করার ফাযীলাতের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

١٨٤٢ ـ[٦] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا حَكِيمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ

---

[৮৮০] সহীহ : মুসলিম ১০৩৮, নাসায়ী ২৫৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮৪০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৪৪৬।

[৮৮১] সহীহ : বুখারী ১৪৭০, ১৪৭১, নাসায়ী ২৫৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৮১, সহীহ আল জামি' আস্ সহীহ ৭০৬৯।

نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» . قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৪২-[৬] হাকীম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে কিছু দিলেন। আমি পুনরায় চাইলে তিনি আবার দিলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে হাকীম! এ মাল সবুজ সতেজ ও মিষ্ট (অর্থাৎ দেখতে সুন্দর, হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়)। তাই যে ব্যক্তি এ মাল হাত না পেতে ও লোভ-লালসা ছাড়া পায় তাতে বারাকাত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি তা হাত পেতে লোভ লালসা দিয়ে অর্জন করে তাতে বারাকাত দেয়া হয় না। তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো, যে খাবার খায় কিন্তু পেট ভরে না। (মনে রাখবে) উপরের হাত অর্থাৎ দানকারীর হাত নীচের হাত (দান গ্রহণকারীর হাত) হতে অনেক উত্তম। হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি (তখন) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ওই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন। আজ থেকে আমি মৃত্যু পর্যন্ত কারো মাল থেকে কিছু কামনা করব না। মৃত্যু পর্যন্ত কখনো কারো কাছে কিছু চাইব না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৮২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে মাল-সম্পদকে অথবা দুনিয়াকে সবুজ এবং মিষ্টি কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সবুজ জিনিস মানুষের দৃষ্টি কুড়ায় অন্যদিকে মিষ্টিদ্রব্য মানুষের মন জুড়ায়। তাই মানুষ মাত্রই দুনিয়া এবং সম্পদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ "মাল-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি মানুষের জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যতা স্বরূপ"– (সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ ১৮ : ৪৬)। হাদীসে মাল-সম্পদকে সবুজ এবং মিষ্টি দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করার কারণ হলো, কোন জিনিসের উল্লেখিত দু'টো বৈশিষ্ট্য অস্থায়ী যা দীর্ঘদিন টিকে থাকে না। অনুরূপ মানুষের মাল, যদি শারী'আতে বর্ণিত পন্থা মোতাবেক অর্জিত না হয় তা টিকে থাকে না। অতঃপর বলা হয়েছে, উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ দানকারীর হাত দান গ্রহণকারী তথা সাওয়ালকারীর (যিনি ভিক্ষাবৃত্তি করে বা চায়) হাত অপেক্ষা উত্তম। যা এই হাদীসের পরের (১৮৪৩-[৭]) নং হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

١٨٤٣ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৪৩-[৭] ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে সাদাক্বাহ্ এবং (মানুষের কাছে) হাত পাতা হতে বিরত থাকার বিষয় উল্লেখ করে। তিনি বলেন, উপরের হাত নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। উপরের হাত দাতা আর নীচের হাত গ্রহীতা (ভিক্ষুক)। (বুখারী, মুসলিম)[৮৮৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ তাকে তার সে উপায় করে দেন এবং যে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে চায় না আল্লাহ তারও ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তার তাওফীক দেন এবং ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততার দান কাউকে দেয়া হয়নি।

---

[৮৮২] **সহীহ :** বুখারী ১৪৭২, ৬১৪৩, মুসলিম ১০৩৫, আত্ তিরমিযী ২৪৬৩, নাসায়ী ২৬০৩, আহমাদ ১৫৫৭৪, দারিমী ২৭৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮১২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২২৫০।

[৮৮৩] **সহীহ :** বুখারী ১৪২৯, মুসলিম ১০৩৩, নাসায়ী ২৫৩৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৭৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬১৪।

আল্লামা রাজী বলেন, ধৈর্য মানুষের জন্য এমন একটি বিষয় যে, কাউকে কোন জিনিস দেয়া হলে তা যদি কমও হয় ধৈর্যের কারণে তা স্থায়িত্ব হয়। আর যদি ধৈর্য না থাকে তাহলে প্রাপ্ত জিনিস অনেক হলেও তা টিকে থাকে না। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, ধৈর্যের স্থান অনেক উর্ধ্বে আর তা এজন্য যে, ধৈর্যই মানুষের চারিত্রিক উন্নত গুণাবলীর ও অবস্থার একমাত্র সোপান। এজন্যই সবর বা ধৈর্যকে আল্লাহ তা'আলা সলাতের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর এবং সলাতের দ্বারা"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪৫)।

١٨٤٤ -[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৪৪-[৮] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) কিছু আনসার ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলেন। তিনি (ﷺ) তাদেরকে কিছু দিলেন তারা আবার চাইলে তিনি আবারো দিলেন। এমনকি তাঁর কাছে যা ছিল তা শেষ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, আমার কাছে যে সম্পদ আসবে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে ধনের স্তুপ বানিয়ে রাখব না। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী করেন না। আর যে ব্যক্তি অপরের সম্পদের অমুখাপেক্ষী হয়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন। যে ব্যক্তি সবরের প্রত্যাশী হয়; আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করেন। মনে রাখবে, সবরের চেয়ে বেশী উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)[৮৮৪]

١٨٤٥ -[٩] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ. وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৪৫-[৯] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাকে (যাকাত উসূল করার বিনিময়ে) কিছু দিতে চাইলে আমি নিবেদন করতাম, এটা যে আমার চেয়ে বেশী অভাবী তাকে দিন। (এ কথার জবাবে) তিনি (ﷺ) বলতেন, (প্রয়োজন থাকলে) এটাকে তোমার মালের সাথে শামিল করে নাও। (আর যদি প্রয়োজনের বেশী হয়) তাহলে তুমি নিজে তা আল্লাহর পথে দান করে দাও। তিনি (আরো বলেন, লোভ লালসা ও হাত না পেতে) যে জিনিস তুমি লাভ করবে, তা গ্রহণ করবে। আর যা এভাবে আসবে না তার পিছে লেগে থেক না। (বুখারী, মুসলিম)[৮৮৫]

---

[৮৮৪] সহীহ : বুখারী ১৪৬৯, মুসলিম ১০৫৩, আবূ দাউদ ১৬৪৪, আত্ তিরমিযী ২০২৪, নাসায়ী ২৫৮৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৫৮, দারিমী ১৬৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ৮২৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮১৯।

[৮৮৫] সহীহ : বুখারী ৭১৬৩, মুসলিম ১০৪৫, মুসলিম ২৬০৮, আহমাদ ১০০, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৬৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২০৪০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬২৯, সহীহ আত্ তারগীব ৮৪৫।

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তিকে কেউ যদি কোন কিছু দান করে তা গ্রহণ করা আবশ্যক কি-না, এই ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, ঐ দান যদি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে না হয়ে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে হয় তা গ্রহণ করা মুস্তাহাব। আর যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিশেষ করে যালিম সরকার কর্তৃক হয় তাহলে একদল এটাকে হারাম বলেছেন। আরেকটি দল ('আলিমদের) বৈধ বলেছেন, আবার কেউ মাকরূহ বলেছেন। ভিন্ন আরেকটি দল বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির দানকে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٤٦ -[١٠] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

১৮৪৬-[১০] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : পরের কাছে হাত পাতা একটি রোগ, যার দ্বারা মানুষ নিজের মুখকে রোগাক্রান্ত করে। যে ব্যক্তি (নিজের মান সম্মান) অক্ষুণ্ন রাখতে চায় সে যেন (হাত পাততে) লজ্জা অনুভব করে, মান ইয্যত রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি (মান ইয্যত) অক্ষুণ্ন রাখতে চায় না সে মানুষের কাছে হাত পেতে নিজের মান সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে। তবে মানুষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হাত পাততে পারে। অথবা এমন সময়ে (কারো কাছে) কিছু চাইবে যা চাওয়া খুবই প্রয়োজন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী)[৮৮৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে সাওয়ালকারীর (যিনি ভিক্ষাবৃত্তি করে বা চায়) শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সাওয়ালকারী এবং যে ব্যক্তির সাওয়াল করা ব্যতীত জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় থাকবে না সে ঐ শাস্তির আওতামুক্ত থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে সাধারণ কোন মানুষ সাওয়াল করতে পারে যে মালে সাধারণ মানুষের অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে কারোর একান্ত প্রয়োজন হলে তার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সাওয়াল করা সম্পূর্ণ বৈধ হবে।

١٨٤٧ -[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

১৮৪৭-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিকট হাত পাতে, তাকে ক্বিয়ামাতের দিন এ অবস্থায় উঠানো হবে যে, এ অভ্যাস তার মুখের উপর 'খুমূশ' 'খুদূশ' অথবা 'কুদূহ'রূপে প্রকাশ পাবে। নিবেদন করা হলো, হে

---

[৮৮৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৬৩৯, আত্ তিরমিযী ৬৮১, নাসায়ী ২৫৯৯, ইবনু হিব্বান ৩৩৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ৭৯২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৬৯৫।

আল্লাহর রসূল! কি পরিমাণ সম্পদ তাকে অমুখাপেক্ষী করবে? তিনি বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এ মূল্যের সোনা। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৮৮৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যার নিকট ৫০ দিরহাম অথবা সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ থাকবে তার জন্য সাওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া) করা হারাম। অন্যান্য হাদীসে এর কমের কথা আছে, যেমন পরের দু'টোর একটিতে রয়েছে যার নিকট দু'বেলা খাবার পরিমাণ ব্যবস্থা আছে, অপরদিকে রয়েছে যার নিকট উক্বিয়্যাহ্ (৪০ দিরহাম) অথবা তার সমপরিমাণ সম্বল আছে তার জন্য অন্যের কাছে চাওয়া বৈধ নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী তার গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে বলেন, উল্লেখিত হাদীসগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ যে, মানুষ বিভিন্ন শ্রেণী বা পেশার হয়ে থাকে। যেমন : কেউ ব্যবসায়ী হয়ে থাকে কেউবা চাষাবাদ করে আবার কেউ দিনমজুরীর কাজ করে। এই প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা করার মতো পণ্যের প্রয়োজন হয়, চাষীর জন্য চাষাবাদের উপকরণের দরকার হয়। অনুরূপ দিনমজুরের জন্য দু'বেলার খাবারই যথেষ্ট হয়। সুতরাং সময়ের ব্যবধান এবং মানুষের শ্রেণীর পার্থক্যের কারণে ৫০ বা ৪০ দিরহাম অথবা দু'বেলার খাবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨٤٨ -[١٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» . قَالَ النُّفَيْلِيُّ. وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِىْ لَا يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» . وَقَالَ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৮৪৮-[১২] সাহ্ল ইবনু হান্যালিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অমুখাপেক্ষী থাকার মতো সম্পদের মালিক হয়েও যে ব্যক্তি মানুষের কাছে হাত পাতে, সে মূলত বেশী আগুন চায়। এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী নুফায়লী অন্য এক স্থানে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া সমীচীন হবে না। তখন তিনি (ﷺ) বলেন, সকাল সন্ধ্যার পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকলে। নুফায়লী অন্য এক স্থানে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বরাতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তার কাছে একদিন অথবা একদিন এক রাতের পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকলে। অথবা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, তিনি শুধু একদিনের কথা বলেছেন। (আবূ দাউদ)[৮৮৮]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি প্রয়োজন ছাড়াই মানুষের থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে সম্পদ একত্রিত করে সে যেন তার নিজের জন্য জাহান্নামের আগুন একত্রিত করল। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন ধরা হল, কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বৈধ নয়? উত্তরে তিনি বললেন, সকাল-সন্ধ্যার খাবার। অর্থাৎ যার নিকট একদিনের সকাল-সন্ধ্যার খাবার থাকবে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা বৈধ নয়। ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) তাঁর "মা'আলিম" গ্রন্থে বলেন, এর ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যার একদিনের সকাল-সন্ধ্যার খাবার থাকবে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ভিক্ষাবৃত্তি সেই ব্যক্তির জন্য অবৈধ যার নিকট দীর্ঘদিনের খাবার মওজুদ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বরং এটি পঞ্চাশ দিরহাম এবং উক্বিয়্যার হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

---

[৮৮৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬২৬, আত্ তিরমিযী ৬৫০, নাসায়ী ২৫৯২, ইবনু মাজাহ্ ১৮৪০, দারিমী ১৬৮০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৪৯৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬২৭৯।

[৮৮৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬২৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৯১, সহীহ আত্ তারগীব ৮০৫।

١٨٤٩ ـ[١٣] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهٗ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৮৪৯-[১৩] 'আত্বা ইবনু ইয়াসার বানী আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের যে ব্যক্তি এক উক্বিয়্যাহ্ পরিমাণ (অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম) অথবা এর সমমূল্যের (সোনা ইত্যাদি) মালিক হবার পরও মানুষের কাছে হাত পাতে, সে যেন বিনা প্রয়োজনে (মানুষের কাছে) হাত পাতলো। (মালিক, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৮৮৯]

١٨٥٠ ـ[١٤] وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهٖ مَالَهٗ: كَانَ خُمُوشًا فِيْ وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهٗ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৮৫০-[১৪] হুব্‌শী ইবনু জুনাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো কাছে কিছু চাওয়া ধনী, সুস্থ সবল ও সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন লোকের জন্য হালাল নয়। তবে ওই ফকিরের জন্য তা হালাল, যে ক্ষুধা পিপাসার কারণে মাটিতে পড়ে গেছে। এভাবে ওই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যও হাত পাতা হালাল যে ভারী ঋণের বোঝায় জর্জরিত। মনে রাখবে যে ব্যক্তি শুধু সম্পত্তি বাড়াবার জন্য মানুষের কাছে ঋণ চায়, তার এ চাওয়া ক্বিয়ামাতের দিন আহতের চিহ্নরূপে তার মুখে ভেসে উঠবে। তাছাড়াও জাহান্নামে তার খাদ্য হিসেবে গরম পাথর দেয়া হবে। অতএব যার ইচ্ছা সে কম হাত পাতুক অথবা বেশী বেশী হাত পাতুক। (তিরমিযী)[৮৯০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কঠিন অভাব অথবা দেনা পরিশোধের জন্য নয় বরং নিজের সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য মানুষের নিকট সাওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি বা চাইবে) করবে তাকে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি প্রদান করা হবে। এ শাস্তির কথা জানার পর যার ইচ্ছে হয় সাওয়াল কম করা সে কম করে করবে আর যার ইচ্ছে হয় বেশি সাওয়াল করার সে বেশি করবে। (সাওয়ালের অনুপাতে তার শাস্তি হবে)। এর দৃষ্টান্ত যেমন আল্লাহর বাণী, অর্থাৎ "যার ইচ্ছে হয় সে ঈমান আনবে আর যার ইচ্ছে হয় সে কুফ্‌রী করবে। আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন"– (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ২৯)।

١٨٥١ ـ[٥] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهٗ فَقَالَ: «أَمَا فِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهٗ وَنَبْسُطُ بَعْضَهٗ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: «ائْتِنِيْ بِهِمَا» قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيْ هٰذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ أَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ: «مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلٰى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُومًا

---

[৮৮৯] সহীহ লিগায়রিহী : আত্ তিরমিযী ৬৫৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬২৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮০২।

[৮৯০] য'ঈফ : তবে «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ.....» অংশটুকু সহীহ। আবূ দাঊদ ১৬৪১, ইবনু মাজাহ্ ২১৯৮, আহমাদ ১২১৩৪, ইরওয়া ৮৬৭। কারণ এর সানাদে আবূ বাকর আল হানাফী একজন মাজহূল রাবী।

فَأْتِنِيْ بِهٖ» . فَأَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُودًا بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ لَهٗ «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا». فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِب وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوجِعٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَه إِلٰى قَوْلِه: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১৮৫১-[৫] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আনসারের এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর কাছে এসে তাঁর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি বললেন, 'তোমার ঘরে কি কোন জিনিস নেই?' লোকটি বলল, একটি কমদামী কম্বল আছে। এটার একাংশ আমি গায়ে দেই, আর অপর অংশ বিছিয়ে নিই। এছাড়া কাঠের একটি পেয়ালা আছে। এ দিয়ে আমি পানি পান করি।' রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এ দু'টো জিনিস আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি এ জিনিস দু'টি নাবীর কাছে নিয়ে এলো। জিনিসটি নিজের হাতে নিয়ে নাবীজী বললেন, এ দু'টি কে কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে কিনতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এক দিরহামের বেশী দিয়ে কে কিনতে চাও? এ কথাটি তিনি 'দু' কি তিনবার' বললেন। (এ সময়) এক ব্যক্তি দু' দিরহাম বললে তিনি দু' দিরহাম নিয়ে আনসারীকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে বললেন, এ এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে পরিবারের লোকজনকে দিবে। দ্বিতীয় দিরহামটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে আসবে। সে ব্যক্তি কুঠার কিনে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এলো। তিনি নিজ হাতে কুঠারের একটি মজবুত হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, এটা দিয়ে লাকড়ী কেটে বিক্রি করবে। এরপর আমি এখানে তোমাকে পনের দিন যেন দেখতে না পাই। লোকটি চলে গেল। বন থেকে লাকড়ী কেটে জমা করে (বাজারে) এনে বিক্রি করতে লাগল। (কিছু দিন পর) সে যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এলো তখন সে দশ দিরহামের মালিক। এ দিরহামের কিছু দিয়ে সে কিছু কাপড়-চোপড় কিনল আর কিছু দিয়ে খাদ্যশস্য কিনল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) (তার অবস্থার এ পরিবর্তন দেখে) বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন ভিক্ষাবৃত্তি তোমার চেহারায় ক্ষত চিহ্ন হয়ে ওঠার চেয়ে এ অবস্থা কি উত্তম নয়? (মনে রাখবে), শুধু তিন ধরনের লোক হাত পাততে পারে, ভিক্ষা করতে পারে। প্রথমতঃ ফকীর যাকে কপর্দকহীনতা মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে ভারী ঋণে লাঞ্ছিত হবার পর্যায়ে। তৃতীয়তঃ রক্তপণ আদায়কারী, যা তার যিম্মায় আছে (অথচ তার সামর্থ্য নেই)। (আবূ দাউদ; ইবনু মাজাহ এ হাদীসটি *'ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাহ্'* পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[৮৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় সাব্যস্ত হয়–

১। ডাকের মাধ্যমে কোন জিনিস বিক্রয়ের সময় যে মূল্য বেশি দিবে তার নিকট বিক্রয় করা জায়িয। এ ধরনের বিক্রয় একজনের দাম করার উপরে অন্যজনের দাম করার (যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২। বৈধ পন্থায় নিজের হাতে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করা সওয়াল করার (ভিক্ষাবৃত্তি বা চাওয়ার) চেয়ে উত্তম।

৩। হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকারের ব্যক্তি ছাড়া সওয়াল করা জায়িয নয়।

[৮৯১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৪৫, আত্ তিরমিযী ২৩২৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৭৮৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬০৪১।

١٨٥٢ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ. وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنٰى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى اٰجِلٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৮৫২-[১৬] ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কঠিন অভাবে জর্জরিত, সে মানুষের সামনে প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এ অভাব দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি তার অভাবের কথা শুধু আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। হয় তাকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু দিয়ে অভাব থেকে মুক্তি দিবেন অথবা তাকে কিছু দিনের মধ্যে ধনী বানিয়ে দেবেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)[৮৯২]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হওয়ার পর তা মানুষের নিকট তুলে ধরবে বা মানুষের ওপরে ভরসা করবে, তার অভাব কোনদিনই দূর করা হবে না বরং অভাবের উপরই বিদ্যমান থাকবে। আর যদি কোন সময় কোন অভাব থেকে মুক্ত করা হয়, মানুষের ওপর নির্ভর করার কারণে তার চেয়েও কঠিন অভাবে তাকে পেয়ে বসবে। আর যে ব্যক্তি অভাবের বিষয়টি আল্লাহর নিকট তুলে ধরবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই অভাব মুক্ত করবেন দ্রুত তার মৃত্যুর দ্বারা অথবা সম্পদ দ্বারা। যেমন আল্লাহ বলেছেন, অর্থাৎ "তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ স্বীয় প্রাচুর্য দ্বারা তাদেরকে অভাব মুক্ত করে দিবেন"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩২)।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٥٣ -[١٧] عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا وَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

১৮৫৩-[১৭] ইবনু ফিরাসী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) ফিরাসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি মানুষের কাছে হাত পাততে পারি? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। (বরং সর্বাবস্থায়) আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। তবে (কোন কঠিন প্রয়োজনে) কিছু চাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়লে নেক মানুষের নিকট চাইবে। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৮৯৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্নকারীকে বলেন, কারো নিকট যদি তোমকে একান্ত চাইতেই হয়, তাহলে নেক বা সৎ মানুষের নিকট চাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে তুলনামূলক উত্তম এবং তোমার প্রয়োজন মেটাতে মনের দিক থেকে সক্ষম। কারণ এই যে, সৎ মানুষ সাওয়ালকারীকে বঞ্চিত করে না এবং সে যা দেয় তা মনের সন্তুষ্টিচিত্তে হালাল বস্তু থেকে দেয়। উপরন্তু সে তোমার জন্য দু'আ করবে যা কবূল করা হবে।

---

[৮৯২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৬৪৫, আত্ তিরমিযী ২৩২৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৬৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১০৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৭৮৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬০৪১।

[৮৯৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৬৪৬, নাসায়ী ২৫৮৭। কারণ এর সানাদে মুসলিম ইবনু মাখশী এবং ইবনুল ফিরাসী উভয়ই অপরিচিত রাবী।

١٨٥٤ -[١٨] وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اِسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَأَجْرِيْ عَلَى اللهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَمَّلَنِيْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ

১৮৫৪-[১৮] ইবনুস্ সা'ইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করলেন। আমি যাকাত আদায়ের কাজ শেষ করলাম। যাকাতের মাল 'উমারের কাছে পৌছিয়ে দিলে তিনি আমাকে যাকাত আদায়ের বিনিময় গ্রহণ করতে বললেন। (এ কথা শুনে) আমি বললাম, এ কাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি করেছি। তাই এ কাজের বিনিময় আল্লাহর যিম্মায়। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমাকে যা দেয়া হচ্ছে গ্রহণ করো। কারণ আমিও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় যাকাত আদায় করেছি। তিনি এর বিনিময় দিতে চাইলে আমিও এ কথাই বলেছিলাম, যা আজ তুমি বলছ। (তখন) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছিলেন, যখন কোন জিনিস চাওয়া ছাড়া তোমাকে দেয়া হবে, তা গ্রহণ করে খাবে। (আর খাবার পর যা তোমার নিকট বেঁচে থাকবে) তা আল্লাহর পথে খরচ করবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ)[৮৯৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে : সাওয়াল করা (ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া) ব্যতীত তোমাকে কোন জিনিস দেয়া হলে তা খাবে এবং দান করবে। অর্থাৎ তা গ্রহণ করবে প্রত্যাখ্যান করবে না এবং নিজে খাওয়া ও সদাক্বাহ্ করার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করবে। আরো বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার দরিদ্রাবস্থায় খাবে এবং ধনাঢ্যাবস্থায় সদাক্বাহ্ করে দিবে। মুনযিরী বলেছেন, দীন এবং দুনিয়াবীর ব্যাপারে যে একজন মুসলিমের কোন প্রকার দায়িত্ব পালন করে তার মজুরী বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয আছে। অনুরূপ ব্যাখ্যা আল্লামা শাওকানীও করেছেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ বলেন : কোন ব্যক্তি যদি বিনা শর্তে এবং বিনিময় না নেয়ার উদ্দেশে কোন কাজ করে, অতঃপর তাকে ঐ কাজের প্রেক্ষিতে কোন জিনিস দেয়া হয় তা ঐ ব্যক্তিকে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করে, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত জিনিসে আনন্দবোধ করে।

١٨٥٥ -[١٩] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ: أَفِيْ هٰذَا الْيَوْمِ: وَفِيْ هٰذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللهِ؟ فَخَفَقَهُ بِالدِّرَّةِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৮৫৫-[১৯] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি 'আরাফার দিন এক ব্যক্তিকে লোকজনের কাছে হাত পেতে কিছু চাইতে শুনলেন। তিনি তাকে বললেন, আজকের এই দিনে এই জায়গায় তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত পাতছো? তারপর তিনি তাকে চাবুক দিয়ে মারলেন। (রযীন)

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত আজকের এই দিনে এবং এই সময়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'আ কবূলের সময় এবং স্থানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে তুচ্ছ জিনিস যেমন দুপুরের অথবা রাতের একটু খাবারের জন্য সওয়াল করছ (ভিক্ষাবৃত্তি করা বা চাওয়া)? আল্লামা ত্বীবী বলেছেন, আজ এই দিনে এবং এই স্থানে অর্থাৎ 'আরাফার দিনে ও স্থানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট কোন কিছু সওয়াল করা মোটেই ঠিক নয়।

---

[৮৯৪] **সহীহ :** মুসলিম ১০৪৫, আবূ দাউদ ১৬৪৭, নাসায়ী ২৬০৪, আহমাদ ৩৭১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৬৪, ইবনু হিব্বান ৩৪০৫, সুনান আল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৬৯।

١٨٥٦ - [٢٠] وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: تَعَلَّمُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَأَنَّ الْإِيَاسَ غِنًى وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنٰى عَنْهُ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৮৫৬-[২০] ‘উমার ফারূক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ করে বলেন, হে লোকেরা! মনে রাখবে লোভ লালসা এক রকমের মুখাপেক্ষিতা। আর মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা, ধনী হবার লক্ষণ। মানুষ যখন অন্যের কাছে কোন কিছু আশা করা ত্যাগ করে, তখন সে স্বনির্ভর হয়। (রযীন)

ব্যাখ্যা : ইমাম আহমাদ, বায়হাক্বী এবং হাকিম হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহর নাবীর নিকট এসে বলছে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আপনি ওয়াসিয়্যাত করুন। অতঃপর আল্লাহর রসূল ঐ ব্যক্তিকে বলেন, অন্যের হাতে যা আছে তা থেকে তুমি নিরাশা থাকবে অর্থাৎ অন্যের সম্পদের লোভ করবে না। কারণ লোভ বা লালসা হচ্ছে দরিদ্রের প্রতীক।

١٨٥٧ - [٢١] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفُلُ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهٗ بِالْجَنَّةِ؟» فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৮৫৭-[২১] সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার বলেছেন, যে আমার সাথে এ ওয়া'দা করবে যে, সে কারো কাছে ভিক্ষার হাত বাড়াবে না। আমি তার জন্য জান্নাতের ওয়া'দা করতে পারি। সাওবান বলেন, আমি। ফলে তিনি কারো কাছে কোন কিছু চাইতেন না (বস্তুতঃ সাওবান যত অভাবেই থাকুন, কারো কাছে আর কোনদিন হাত পাতেননি।)। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৮৯৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতের যিম্মাদার হবেন, সাওবান এ কথা শুনে তিনি কোন দিন কারো নিকট কিছুই চাননি। এমনকি তিনি যখন কোন প্রাণীর উপর আরোহিত অবস্থায় থাকতেন আর তার হাত থেকে চাবুক নীচে পড়ে যেত, তখন কোন ব্যক্তিকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতেও বলতেন না। যেমন পরের (১৮৫৮ নং) হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের সহযোগিতামূলক কিছু চাইতেও নিষেধ করেছেন।

١٨٥٨ - [٢٢] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: «أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «وَلَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتّٰى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৮৫৮-[২২] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (একদিন) ডেকে এনে আমার ওপর শর্তারোপ করে বললেন, তুমি কারো কাছে কোন কিছুর জন্য হাত পাতবে না। আমি বললাম, আচ্ছা। তারপর তিনি বললেন, এমনকি তোমার হাতের লাঠিটাও যদি পড়ে যায় কাউকে উঠিয়ে দিতে বলবে না। বরং তুমি নিজে নেমে তা উঠিয়ে নেবে। (আহ্‌মাদ)[৮৯৬]

---

[৮৯৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৪৩, নাসায়ী ২৫৯০, সহীহ আত্ তারগীব ৮১৩।

[৮৯৬] **সহীহ :** আহমাদ ২১৫০৯, সহীহ আত্ তারগীব ৮১০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৩০৭।

(٥) بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ

অধ্যায়-৫ : দানের মর্যাদা ও কৃপণতার পরিণাম

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨٥٩ -[١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৮৫৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় সমান সোনাও থাকে, ঋণের অংশ বাদে তা তিনদিন আমার কাছে জমা না থাকলেই আমি খুশী হব। (বুখারী)[৮৯৭]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, (لِدَيْنٍ) দেনার জন্য অর্থাৎ আমার ওপরে যে সকল দেনা থাকে তা পরিশোধ করার জন্য। কেননা দান করার আগে দেনা পরিশোধ করতে হয়। অথচ অনেক মানুষ তাদের অজ্ঞতার কারণে সাধারণ দান এবং মীরাস আদায় করে থাকে কিন্তু তাদের ওপরে যে দেনা থাকে তা পরিশোধ করে না, যা হচ্ছে মানুষের হাক্ব।

অত্র হাদীসে কল্যাণকর ব্যাপারে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রসূল ﷺ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আগামী দিনের জন্য দুনিয়ার কোন জিনিস জমা করে রাখতে পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে দেনা পরিশোধের কথা এবং আমানাত আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

١٨٦٠ -[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْاٰخَرُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬০-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন ভোরে (আকাশ থেকে) দু'জন মালাক (ফেরেশ্‌তা) নেমে আসে। এদের একজন দু'আ করে, 'হে আল্লাহ! দানশীলকে তুমি বিনিময় দাও। আর দ্বিতীয় মালাক এ বদ্‌দু'আ করে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ক্ষতিগ্রস্ত করো। (বুখারী, মুসলিম)[৮৯৮]

ব্যাখ্যা : দানকারী ব্যক্তির জন্য মালাক (ফেরেশ্‌তা) দু'আ করে আল্লাহর নিকটে দানের প্রতিদান প্রদানের ব্যাপারে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে

---

[৮৯৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৪৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৯৫৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১১৩৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫২৯০।

[৮৯৮] **সহীহ :** বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১৩, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ৯১৩৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮১৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৫৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৯২০, সহীহ আত্ তারগীব ৯১৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭৯৭।

তিনি তার প্রতিদান দিবেন"- (সূরাহ্ সাবা- ৩৪ : ৩৯)। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, কল্যাণকর ব্যাপারে খরচকারীর সার্বিক বিষয় সহজ হওয়ার প্রতিশ্রুতিমূলক হলো এ আয়াতটি।

١٨٦١ -[٣] وَعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِيْ فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬১-[৩] আসমা (বিনতু আবূ বাক্র) রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর। কিন্তু গুণে গুণে খরচ করো না। তাহলে আল্লাহ তোমাকে গুণে গুণে (নেকী) দিবেন। তোমার জমা করে রেখ না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা জমা করে রাখবেন। সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে খরচ করো। (বুখারী, মুসলিম)[৮৯৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্ত্বাবী বলেন, তুমি হিসাব বা গণনা করবে না অর্থাৎ তুমি সম্পদকে কোন পাত্রের ভিতরে গোপন করে রেখে দিবে না বরং তা আল্লাহর রাস্তায় দান করতে থাকবে। কারণ এই যে, রিয্ক্বের ব্যবস্থার সম্পর্ক হচ্ছে খরচের সঙ্গে।

আল্লামা নাবাবী বলেছেন, হাদীসে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে আনুগত্যমূলক কাজে খরচ করার ব্যাপারে এবং নিষেধ করা হয়েছে খরচ না করা ও কৃপণতা থেকে।

١٨٦٢ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالٰى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬২-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদাম সন্তান! ধন-সম্পদ দান করো, তোমাকেও দান করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৯০০]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলেন, "বল- আমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে রিয্ক্ব প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু (সৎ কাজে) ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্ক্বদাতা"- (সূরাহ্ সাবা- ৩৪ : ৩৯)। এ হাদীসটি একটি বড় হাদীসের অংশ বিশেষ যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম পূর্ণাঙ্গ রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসে কুদ্সী।

١٨٦٣ -[٥] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৬৩-[৫] আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মহান আল্লাহ বলেন :) হে আদাম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখিরাতে) কল্যাণকর। আর তা খরচ না করা হবে অকল্যাণকর। প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয়ের কাজ নিজ পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করো। (মুসলিম)[৯০১]

---

[৮৯৯] **সহীহ :** বুখারী ২৫৯১, মুসলিম ১০২৯, ইবনু হিব্বান ৩২০৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৫৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১৫১৩।

[৯০০] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৫২, মুসলিম ৯৯৩।

[৯০১] **সহীহ :** মুসলিম ১০৩৬, আত্ তিরমিযী ২৩৪৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৪১, সহীহ আত্ তারগীব ৮৩১, সুবীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৮৩৪।

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন : হাদীসটির অর্থ হচ্ছে, তোমার এবং তোমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলেই তোমার কল্যাণ হবে। আর যদি তা খরচ না করে তোমার নিকট রেখে দাও তাহলে তা তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

যেখানে খরচ করা ওয়াজিব সেখানে খরচ না করলে শাস্তির হাক্বদার হবে। আর যেখানে ওয়াজিব নয় কিন্তু মুস্তাহাব সেখানে খরচ না করলে সাওয়াব থেকে এবং পরকালীন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে যা তার জন্য মূলত অকল্যাণকরই হবে।

١٨٦٤ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلٰى ثُدُيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تَغْشٰى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬৪-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দু'ব্যক্তির মতো যাদের শরীরে দু'টি লোহার পোশাক রয়েছে। আর (এটার কারণে) এ দু'জনের হাত তাদের সিনা হতে গর্দান পর্যন্ত লটকে আছে। এ অবস্থায় দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে চায় তখন তার বেড়ি সম্প্রসারিত হয়। এমনকি তাঁর হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার চিহ্ন মিটে যায়। কৃপণ ব্যক্তি দান করতে চাইলে তার বেড়ি সংকুচিত হয়ে এর প্রত্যেকটি কড়া নিজ নিজ স্থানে একটা আরেকটার সাথে আটকে যায়। (বুখারী, মুসলিম)[৮০২]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, দান করলে দানকারীর পাপ রাশীকে মোচন করে দেয় যেমন মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারীর ঝুলন্ত অংশ তার চলার পদচিহ্ন মুছে ফেলে।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, এটা এমন একটি দৃষ্টান্ত যা রসূল ﷺ দানকারী এবং কৃপণের ব্যাপারে পেশ করেছেন। এ দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় যে দু'জন তাদের শরীরকে শত্রুর আঘাত থেকে হিফাযাতের জন্য লোহার বর্ম পরিধানের উদ্দেশে বর্মের ভিতর দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল। অতঃপর দানকারী যেন পরিপূর্ণ একটি বর্ম পরিধান করতঃ তার সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে নিল। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি যখন পরিধান করার ইচ্ছে করে তখন তা তার গলায় এবং বক্ষে আটকে যায় তখন আর সে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকতে পারে না।

হাদীসের সার-সংক্ষেপ ব্যাখ্যা এই যে, দানকারী যখন দান করার ইচ্ছা করে তখন তার অন্তর প্রসার হয়ে যায় এবং সে মনে আনন্দবোধ করে। অন্যদিকে কৃপণ ব্যক্তি যখন মনে মনে দান করার চিন্তা করে তখন তার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর সে তার হাতকে গুটিয়ে নেয় দান করা থেকে।

١٨٦٥ -[٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: حَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৮০২] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৯৭, মুসলিম ১০২১, নাসায়ী ২৫৪৮, আহমাদ ৯০৫৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ৮৭০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮২৬।

১৮৬৫-[৭] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যুল্‌ম থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ ক্বিয়ামাতের দিন যুল্‌ম অন্ধকারের ন্যায় গ্রাস করবে। আর কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে, কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছে রক্তপাতের জন্য এবং হারাম কাজকে হালাল করার দিকে। (মুসলিম)[৯০৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসে কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে এবং এর পরিণামের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বীবী বলেন, এই কৃপণতা হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত পরিণামের কারণ। কেননা কৃপণতা না করে ধন-সম্পদ খরচ করলে মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে কৃপণতা সম্পর্কে ছিন্ন করে, যা পরবর্তীতে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতঃ মানুষের মাঝে রক্তপাত ঘটিয়ে এবং হারামকে হালাল করার যেমন : ব্যভিচার, কারোর সম্মানহানী এবং অন্যায়ভাবে কারোর সম্পদ লোভে নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

١٨٦٦ -[٨] وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬৬-[৮] হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্‌ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা সদাক্বাহ্ কর, কেননা এমন সময় আসবে যখন একলোক তার সদাক্বার মাল নিয়ে বের হবে কিন্তু তা গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই বলবে, গতকাল তুমি যদি এ মাল নিয়ে আসতে, আমি গ্রহণ করতাম। আজ এ সদাক্বার আমার কোনই প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম)[৯০৪]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন, শেষ যামানায় সম্পদের ব্যাপকতা, জমিনের ধন-ভাণ্ডারের প্রকাশ এবং পৃথিবীতে অজস্র বারাকাতের প্রেক্ষিতে দান গ্রহণ করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। আর এটা ঘটবে ক্বিয়ামাতের পূর্বক্ষণে ইমাম মাহদী এবং 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর আবির্ভাবের পর মানুষ যখন ফিৎনায় পতিত হয়ে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন কেউ মাল-সম্পদের দিকে খেয়াল করবে না। অথবা এটা ঘটবে মাহদী 'ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) এর অবতরণের পর যখন ন্যায় ও নিরাপদে অবস্থান করবে তখন প্রত্যেকের নিকট যে সম্পদ থাকবে সেটাকেই সে যথেষ্ঠ মনে করবে।

١٨٦٧ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬৭-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন দান মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়। তিনি বললেন, তুমি যখন সুস্থ-সবল থাকো এবং সম্পদের প্রতি আগ্রহ পোষণ করো, দারিদ্র্যের ভয় কর, ধন-সম্পদের মালিক হতে চাও, তখনকার দান সবচেয়ে বড়। তাই প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার সময় পর্যন্ত দান করার অপেক্ষা করবে না। কারণ তখন তুমি বলতে

---

[৯০৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪৪৬১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৫০১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৪১৬১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ২২১৫, সহীহ আল জামি' ১০২।

[৯০৪] **সহীহ :** বুখারী ১৪১১, মুসলিম ১০১১।

থাকবে, এ মাল অমুকের, এ মাল অমুকের এবং এ মাল অমুকের। অথচ ততক্ষণে মালের মালিক অমুক হয়েই গেছে। (বুখারী, মুসলিম)[৯০৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে, একজন মানুষ যখন সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, মাল সম্পদের প্রতি প্রবল লোভ-লালসা থাকে তখনকার দান হচ্ছে বেশি ফাযীলাতপূর্ণ। কারণ হচ্ছে, মানুষের ধনের সম্পর্ক থাকে তার মনের মুকুটের সঙ্গে; তাই ঐ সময় ধনকে দানের উদ্দেশে তার ধন-ভাণ্ডার থেকে বের করাতে হলে মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। আল্লামা খাত্ত্বাবী বলেন, হাদীসের অর্থ হচ্ছে যে, মানুষ যখন সুস্থ থাকে তার লোভও তখন বেশি থাকে। ঐ সময় সে যদি তার লোভকে সংবরণ করে দান করে তাহলে তার নিয়্যাত সঠিক বলে গণ্য হবে এবং তার ঐ দানে নেকীও বেশি হবে। পক্ষান্তরে সে যখন তার মৃত্যুর আভাস বুঝতে পাবে, বাঁচার আশা ছেড়ে দেবে এবং সম্পদ হাত ছাড়া হয়ে যাবে তখন তার দানে সে পূর্ণ নেকী লাভ করতে পারবে না। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, হাদীসের নির্দেশ হলো তুমি তোমার জীবদ্দশায় এবং সুস্থ অবস্থায় দান করবে। আর এই দান তোমার মৃত্যুর পর অথবা অসুস্থ অবস্থায় দান করার চেয়ে উত্তম বলে গণ্য হবে।

١٨٦٨ ـ[١٠] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِيْ قَالَ: «هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَقُلْتُ: فَدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمُ الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ: هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬৮-[১০] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। এ সময় তিনি কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, খানায়ে কা'বার 'রবের' কসম! ঐসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত। আমি আরয করলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এসব লোক কারা? তিনি বললেন, যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। তবে তারা এর মধ্যে গণ্য নয়, যারা এরূপ করে, এরূপ করে, এরূপ করে—অর্থাৎ নিজের আগে পিছে, ডানে-বামে নিজের মাল খরচ করে। এমন লোকের সংখ্যা কম। (বুখারী, মুসলিম)[৯০৬]

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক বলেছেন, (এ হাদীসের ব্যাখ্যায়) চতুষ্পার্শ্বে যে সকল অভাবী লোকজন থাকে তাদের মাঝে দান করলে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করা যায়। অর্থাৎ এ ধরনের দানকারীর কোন ক্ষতি হবে না বরং সে নিশ্চয়ই সফলকাম হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٦٩ ـ[١١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ. وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ. وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৯০৫] **সহীহ :** বুখারী ১৪১৯, মুসলিম ১০৩২, নাসায়ী ৩৬১১, আহমাদ ৭১৫৯, ইবনু হিব্বান ৩৩১২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৩২, ইরওয়া ১৬০২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৪৮৩, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১১১১।

[৯০৬] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৩৮, মুসলিম ৯৯০, আত্ তিরমিযী ৬১৭, নাসায়ী ২৪৪০, আহমাদ ২১৩৫১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮১২, সহীহ আত্ তারগীব ৩২৬০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭০৪৬।

১৮৬৯-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, জনগণের নিকটবর্তী (সকলের কাছেই দানশীল ব্যক্তি প্রিয়) এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি (যে অর্জিত ধনের হাক্ব আদায় করে না) সে আল্লাহর থেকে দূরে, জান্নাত হতে দূরে, জনগণ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট আবিদ কৃপণ অপেক্ষা জাহিল দাতা অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)[৯০৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শব্দ (سخى) দানকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ দান করার কারণে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে দানকারী জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হয়। আর (بخيل) অর্থাৎ কৃপণ এখানে ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়েছে : যাকাত আদায়কারী হলো (سخى) আর যে তা আদায় করে না সে হলো কৃপণ।

হাদীসের শেষাংশে 'জাহিল' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য যে 'আবিদ এর বিপরীত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফারযসমূহ যথারীতি আদায় করে কিন্তু নাফ্‌ল 'ইবাদাত তেমন একটি করে না অথচ সে দানকারী এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম যে নাফ্‌ল 'ইবাদাতকারী বটে কিন্তু সে অত্যন্ত কৃপণ।

١٨٧٠ - [١٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِيْ حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৮৭০-[১২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর পথে কোন ব্যক্তির এক দিরহাম ব্যয় মৃত্যুর সময়ে একশত দিরহাম ব্যয় অপেক্ষা উত্তম। (আবূ দাঊদ)[৯০৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষা এক দিরহাম এবং একশত দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কম এবং বেশি। অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনে সামান্য দান করা, যখন শায়ত্বন মানুষকে দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভীতিপ্রদর্শন করে এবং খরচ করতে মন কষ্ট পায় এটা অনেক উত্তম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অনেক দান করার চেয়েও।

١٨٧١ - [١٣] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الَّذِيْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ إِذَا شَبِعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ

১৮৭১-[১৩] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুর দুয়ারে এসে দান সদাক্বাহ্ অথবা গোলাম আযাদ করে তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো, যে কাউকে পেট ভরা অবস্থায় (তুহফা, হাদিয়্যাহ্, খাবার) দান করে। (তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী; ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)[৯০৯]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী বলেছেন, সময়মত দান না করে অসময় অর্থাৎ বিলম্বে দান করার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খাওয়ার সময় নিজকে প্রাধান্য দিয়ে একাকী খায়, অন্য কাউকে সঙ্গে নেয় না, অতঃপর তার পেট যখন ভর্তি হয়ে যায় আর খেতে পারে না তখন অন্যকে দিয়ে দেয়। অথচ প্রশংশিত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি

---

[৯০৭] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৯৬১, শু'আবুল ঈমান ১০৩৫২, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৫৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৬৫৫, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৩৩৪১।

[৯০৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৮৬৬, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৪৬৪৩। কেননা এর সানাদে শুরাহবিল একজন দুর্বল রাবী।

[৯০৯] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৩৬১৪, আত্ তিরমিযী ২১২৩, আহমাদ ২১৭১৮, দারিমী ৩২৬৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ২০৪২। কারণ এর সানাদে আবূ হাবীব আত্বত্বয়ী একজন মাজহূল রাবী।

যে নিজের উপর অন্যকে অধিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ "তাঁরা (আনসারগণ) অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপরে তাঁদেরকে (মুহাজিরগণকে) প্রাধান্য দেয়।" (সূরাহ্ আল হাশ্র- ৫৯ : ৯)

١٨٧٢ - [١٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৮৭২-[১৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিনের মধ্যে দু'টি স্বভাব একত্রে জমা হতে পারে না, কৃপণতা এবং অসদাচরণ। (তিরমিযী)[৯১০]

ব্যাখ্যা : প্রকৃত মু'মিনের জন্য এটা প্রযোজ্য নয় যে, এক সাথে তার ভিতরে এ ধরনের দু'টো জিনিস থাকবে (কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র)। আল্লামা তুবরিশতী বলেছেন, একই সঙ্গে এ ধরনের দু'টো অভ্যাস পরিপূর্ণভাবে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আর যদিও থাকে তার প্রতি তার সম্মতি থাকা ঠিক হবে না। অর্থাৎ কোন সময় যদিও সে কৃপণতা করে আবার সময়ে সে তা থেকে মুক্ত থাকে, অনুরূপ কোন সময় তার দ্বারা খারাপ কিছু ঘটে গেলে পরক্ষণে তা থেকে আবার বিরত থাকে এবং অনুশোচিত হয়।

এ সম্পর্কে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে কোন ব্যক্তির মাঝে কৃপণতা এবং ঈমান একত্রিত হয় না। অথবা কৃপণতা এমন এক চরিত্র যা দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এর স্থান হলো মানুষের অন্তর। সুতরাং কিছুটা হলেও মানুষের মাঝে এ ধরনের চরিত্র বিদ্যমান থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অর্থাৎ "এবং মনের মধ্যে কৃপণতার প্রলোভন বিদ্যমান আছে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১২৮)

١٨٧٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৮৭৩-[১৫] আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ধোঁকাবাজ, কৃপণ এবং দান করে খোঁটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী)[৯১১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ যে সকল কারণে জান্নাতে যেতে পারবে না এরা হচ্ছে : যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঐ সকল কারণসমূহ থেকে পবিত্র না হবে ততক্ষণ তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। আর সেই পবিত্র হওয়া তাওবার মাধ্যমে দুনিয়াতেই হতে পারে অথবা শাস্তি ভোগ করার দ্বারাও হতে পারে অথবা ক্ষমার বদৌলতেও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অর্থাৎ "আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে আমি দূর করে দেব।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৪৩)

١٨٧٤ - [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ» فِي «كِتَابِ الْجِهَادِ» إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

---

[৯১০] **সহীহ লিগায়রিহী :** তিরমিযী ১৯৬২, সহীহ আত্ তারগীব ২৬০৮, শু'আবুল ঈমান ১০৩৩৬।

[৯১১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ১৯৬৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৫৫১, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৬৩৩৯। কারণ এর সানাদে ফারক্বদ আস সাবাখী একজন দুর্বল রাবী।

১৮৭৪-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে যেসব স্বভাব পাওয়া যায় তার মধ্যে দু'টো স্বভাব সবচেয়ে গর্হিত। একটি হলো চিত্ত অস্থিরকারী কৃপণতা, আর দ্বিতীয়টি হলো ভীতিকর কাপুরুষতা। (আবূ দাউদ)[৯১২]

আর আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি (لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ) জিহাদ অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করব।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٨٧٥ -[١٧] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا». قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ؟ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ

১৮৭৫-[১৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে প্রথমে মিলিত হবেন (অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পর কে প্রথম মৃত্যুবরণ করবে)? তিনি বললেন, যার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা। ['আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শুনার পর] তাঁর স্ত্রীগণ বাঁশ অথবা কঞ্চির টুকরা দিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। রসূল ﷺ-এর স্ত্রী সাওদা رضي الله عنها-এর হাত সবচেয়ে লম্বা ছিল। কিন্তু এরপর আমরা জানতে পারলাম, হাত লম্বা অর্থ দান সদাক্বাহ্ বেশী করে করা। আর আমাদের মধ্যে যিনি সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হলেন তিনি যায়নাব। দান সদাক্বাহ্ তিনি খুবই ভালবাসতেন। বুখারী, মুসলিমের এক বর্ণনায় 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (স্ত্রীদের প্রশ্নের জবাবে) বলেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে আমার সাথে সকলের আগে মিলিত হবে। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, (এ কথা শুনে) স্ত্রীগণ মেপে দেখতে লাগলেন, কার হাত বেশী লম্বা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাত ছিল যায়নাব-এর। কেননা তিনি নিজ হাতে সব কাজ করতেন এবং বেশী বেশী দান সদাক্বাহ্ করতেন।[৯১৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী বলেছেন : রসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ এখানে হাত লম্বার মূল অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, অর্থাৎ শারীরিক গঠনের দিক থেকে যিনি সবচেয়ে লম্বা। আর সাওদা رضي الله عنها সবচেয়ে লম্বা ছিলেন। অন্যদিকে যায়নাব رضي الله عنها দান-খয়রাত এবং ভালো কর্মের দিক থেকে তাঁর হাত লম্বা ছিল। এতে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এখানে লম্বা হাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দানকারীর হাত।

বিঃ দ্রঃ রসূল ﷺ-এর পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যায়নাব رضي الله عنها-ই প্রথমে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও ইমাম বুখারী (রহঃ) সাওদা رضي الله عنها-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

---

[৯১২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫১১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৬০৯, আহমাদ ৮২৬৩, ইবনু হিব্বান ৩২৫০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৬০, সহীহ আত্ তারগীব ২৬০৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৭০৯।

[৯১৩] **সহীহ :** বুখারী ১৪২০, মুসলিম ২৪৫২।

١٨٧٦ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدقة فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ

১৮৭৬-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (বানী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি বলল, আমি (আজ রাতে) আল্লাহর পথে কিছু মাল খরচ করব। তাই সে কিছু মাল নিয়ে বের হলো এবং সে মাল (তার অজান্তে) এক চোরকে দিয়ে দিল। (কোনভাবে এ কথা জানতে পেরে) ভোরে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আজ রাতে একজন চোরকে সদাক্বার মাল দেয়া হয়েছে। (সদাক্বাহ্ দানকারী এ কথা জানতে পেরে) বলতে লাগল, হে আল্লাহ! সদাক্বার মাল একজন চোরকে (দেয়া সত্ত্বেও) সব প্রশংসা তোমার। তারপর সে বলল, (আজ রাতেও) আবার সদাক্বাহ্ দেব। তাই সে সদাক্বাহ্ দেবার উদ্দেশে আবারও সদাক্বার মাল নিয়ে বের হলো। (এবার এ সদাক্বাহ্ ভুলবশতঃ) একজন ব্যভিচারিণীকে দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আজও তো সদাক্বার মাল একজন ব্যভিচারিণীকে দেয়া হয়েছে। (এ কথা জানতে পেরে) লোকটি বলল, হে আল্লাহ! একজন ব্যভিচারিণীকে সদাক্বাহ্ দিবার জন্য সব প্রশংসা তোমার। এরপর সে বলল, (আজ রাতেও) আমি সদাক্বাহ্ দিব। সে আবারও কিছু মাল নিয়ে বের হলো। (এবারও ভুলবশতঃ) সে সদাক্বাহ্ সে একজন ধনীকে দিয়ে দিলো। সকালে লোকেরা (এ নিয়ে) বলাবলি করতে লাগল, আজ রাতে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদাক্বার মাল দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি বলতে লাগল, হে আল্লাহ! সব প্রশংসাই তোমার যদিও সদাক্বার মাল চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তি পেয়ে গেছে। স্বপ্নে তাকে বলা হলো, সদাক্বার যে মাল তুমি চোরকে দিয়েছ, তা দিয়ে সম্ভবতঃ সে চুরি করা হতে বিরত থাকবে। তুমি ব্যভিচারিণীকে যা দিয়েছ তা দিয়ে সম্ভবত সে ব্যভিচার হতে ফিরবে। যে মাল তুমি ধনীকে দিয়েছ, সম্ভবত সে এ দান হতে শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে। (বুখারী, মুসলিম; এ হাদীসের ভাষা হলো বুখারীর)[৯১৪]

ব্যাখ্যা : যে লোকটি বলেছিল, 'আমি দান করব'; লোকটি ছিল বানী ইসরাঈলের মধ্যকার। এই হাদীসের দ্বারা একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বেকার উম্মাতের দীন-শারী'আত আমাদের জন্যেও প্রযোজ্য যতক্ষণ না তা রহিত করা হবে। হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মাঝে কেবলমাত্র ভাল লোকের ভিতরে দান করা সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাঝে দান করার কারণে তারা আশ্চর্যবোধ করেছিল। এ হাদীস দ্বারা আরো একটি বিষয় সম্পর্কে জানা যাচ্ছে যে, দানকারীর নিয়্যাত সৎ এবং ভালো হলে তার নাফ্ল দান কবূল করে নেয়া হয়, যদিও যথাস্থানে তার দান না করা হয়ে থাকে।

---

[৯১৪] **সহীহ :** বুখারী ১৪২১, মুসলিম ১০২২, নাসায়ী ২৫২৩, ইবনু হিব্বান ৩৩৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩২৫২, সহীহ আত্ তারগীব ২০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৩৪৬।

١٨٧٧ -[١٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِيْ سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحّٰى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهٗ فِيْ حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهٗ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيقَتِهٖ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهٖ فَقَالَ لَهٗ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ. لِلْإِسْمِ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهٗ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ اسْمِيْ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاؤُهٗ يَقُوْلُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَا إِذْ قُلْتَ هٰذَا فَإِنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهٖ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهٗ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৭৭-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এক ব্যক্তি এক বিরাণ মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় মেঘমালার মধ্যে সে একটি আওয়াজ শুনতে পেল। কেউ মেঘমালাকে বলছে, ‘অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো।’ মেঘমালাটি সেদিকে সরে গিয়ে একটি কংকরময় ভূমিতে পানি বর্ষণ করতে লাগল। তখন দেখা গেল, ওখানকার নালাগুলোর একটি সব পানি নিজের মধ্যে পুরে নিচ্ছে। তারপর ও ব্যক্তি ওই পানির পেছনে চলতে থাকল (যেন দেখতে পায় এসব পানি যার বাগানে গিয়ে পৌঁছে সে ব্যক্তি কে?) হঠাৎ করে সে এক লোককে দেখতে পেল, যে নিজের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সেচনী দিয়ে (বাগানে) পানি দিচ্ছে। সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি? সে ব্যক্তি বলল, আমার নাম অমুক। এ ব্যক্তি ওই নামই বলল, যে নাম সে মেঘমালা থেকে শুনেছিল। তারপর বাগানের লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে নাম জিজ্ঞেস করছ কেন? সে বলল, এজন্য জিজ্ঞেস করছি যে, এ পানি যে মেঘমালার সে মেঘমালা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনেছি। কেউ বলছিল, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ করো। আর সেটি তোমার নাম। (এখন বলো), তুমি এ বাগান দিয়ে কি করেছ (যার দরুন তুমি এতো বড়ো মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছ)। বাগানওয়ালা লোকটি বলল, “যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, তাই আমি বলছি, এ বাগানে যা উৎপাদিত হয় আমি তার প্রতি লক্ষ্য রাখি। তারপর তা হতে এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে খরচ করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার খাই, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এ বাগানেই লাগাই। (মুসলিম)[৯১৫]

ব্যাখ্যা : : দান করা, মিসকীন ও পথিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, নিজ রোযগার থেকে খাওয়া এবং তা থেকে পরিবারের জন্য খরচ করার ফাযীলাতের কথা অত্র হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

١٨٧٨ -[٢٠] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمٰى فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ» قَالَ: «فَمَسَحَهٗ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهٗ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحٰقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوِ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيهَا» قَالَ: «فَأَتَى

---

[৯১৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৯৮৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৮৬৪।

الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا الَّذِىْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ» . قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا» قَالَ: «فَأَتَى الْأَعْمٰى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِىْ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ» . قَالَ: «فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا قَالَ فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ» . قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِىْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِىْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ» . قَالَ: «وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ» . قَالَ: «وَأَتَى الْأَعْمٰى فِيْ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِىْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ» . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৭৮-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। বানী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তির একজন কুষ্ঠরোগী, একজন টাকমাথা ও তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাদের কাছে একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) পাঠালেন। মালাক (প্রথমে) কুষ্ঠ রোগীর কাছে এলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর এ কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য যার জন্য লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। (এ কথা শুনে) তিনি (সাঃ) বলেন, ফেরেশ্‌তা কুষ্ঠ রোগীর গায়ে হাত বুলালেন। তার রোগ ভাল হয়ে গেল। তাকে উত্তম রং ও উত্তম ত্বক দান করা হলো। তারপা মালাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোন সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে ব্যক্তি জবাবে উট অথবা গরুর কথা বলল। (হাদীস বর্ণনাকারী একব্যক্তি) ইসহাক্বের সন্দেহ করেছেন, 'গরুর' কথা কুষ্ঠ রোগী বলেছিল অথবা টাকমাথাওয়ালা। (মোটকথা) এদের একজন উট চেয়েছিল। আর দ্বিতীয়জন চেয়েছিল গরু। তিনি (সাঃ) বললেন : এ লোকটিকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উট দান করা হলো। তারপর মালাক দু'আ করলেন, 'আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে প্রবৃদ্ধি দিন।' তিনি (সাঃ) বলেন, এরপর মালাক গেলেন টাকওয়ালার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে প্রিয়তর? সে বলল, সুন্দর চুল। সেই সাথে এ টাক থেকে মুক্তি, যার জন্য লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। তিনি (সাঃ) বলেন, মালাক তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার টাক ভাল হয়ে গেল। তাকে

সুন্দর চুল দান করা হলো। এরপর মালাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার কাছে কোন্ ধন-সম্পদ অধিক প্রিয়? সে বলল, 'গরু'। তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। মালাক বললেন, আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদে বারাকাত দিন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরপর মালাক অন্ধের কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোন্ জিনিস খুব প্রিয়? অন্ধ লোকটি বলল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলে আমি তা দিয়ে লোকজনকে দেখতে পাব। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (তখন) মালাক তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর মালাক জানতে চাইলেন, এখন তার কাছে কোন্ ধন-সম্পদ অত্যন্ত প্রিয়। সে বলল, ভেড়া-ছাগল তাকে একটি গর্ভবতী বকরী দান করা হলো।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (কিছু দিন পর) কুষ্ঠ রোগী ও টাকওয়ালা অনেক উট ও গাভী এবং অন্ধ লোকটি অনেক ছাগলের মালিক হয়ে গেল। এমনকি উটে একটি ময়দান, গরুতে একটি ময়দান এবং ছাগলে একটি ময়দান ভরে গেল।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (এরপর ওই) মালাক আবার ওই কুষ্ঠ রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য আগের রূপ ধরে এলেন। বললেন, আমি একজন মিসকীন লোক। সফরে আমার সব সম্পদ শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ (আমার গন্তব্যে) পৌছা সম্ভব হচ্ছে না। আল্লাহর রহ্মাতে আমি তোমার কাছে সে আল্লাহর কসম দিয়ে একটি উট চাইছি, যিনি তোমার গায়ের রং ও চামড়া সুন্দর করে দিয়েছেন। তুমি আমাকে একটি উট দিলে আমি সফর শেষে গন্তব্যে পৌছতে পারি। কুষ্ঠ রোগীটি বলল, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব মিসকীনরূপী, অর্থাৎ সে বাহানা করে মিসকীনটিকে (ফেরেশ্তাকে) এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, তুমি কোন উট পাবে না। মালাক বললেন, আমি তোমাকে যেন চিনেছি, তুমি কি সে কুষ্ঠ রোগী নও, যাকে লোকেরা ঘৃণা করত? তুমি মুখাপেক্ষী ও গরীব ছিলে। আল্লাহ তোমাকে (উত্তম রং ও রূপ দিয়ে) সুস্থতা দান করেছেন, মাল দিয়েছেন। কুষ্ঠরোগী বলল, তোমার কথা ঠিক নয়। এসব অর্থ-সম্পদ আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। মালাক বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে তোমার সে অবস্থায় ফিরিয়ে দিন যে অবস্থায় তুমি প্রথমে ছিলে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারপর মালাক টাকওয়ালার কাছে স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। আগের লোকটিকে যা বলেছিলেন তাকে তেমনটি বললেন। টাকওয়ালাও ওই জবাবই দিলো যে জবাব কুষ্ঠ রোগীটি দিয়েছিল। তারপর মালাক বললেন, তুমি মিথ্যা বলে থাকলে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (এরপর) মালাক অন্ধ লোকটির কাছে আবির্ভূত হলেন। তাকে বললেন, আমি একজন মিসকীন ও পথিক। আমার সফরের সব মালসামান শেষ। গন্তব্যে পৌছার জন্য আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুই নেই। আমি তোমার কাছে ওই আল্লাহর দোহাই দিয়ে একটি বকরী চাই যিনি তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অনেক বকরীর মালিক করেছেন। তাহলে আমি গন্তব্যে পৌছতে পারি। মালাকের কথা শুনেই লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তুমি যত চাও নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহর কসম! (তুমি যা নিবে) তা ফেরত দেবার মতো কষ্ট আমি তোমাকে দেব না। (অন্ধের এ জবাব শুনে) মালাক বললেন, তোমার মাল তোমার কাছে থাকুক, তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করা হচ্ছিল (তুমি কামিয়াব হয়েছ)। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট। আর তোমার অপর দু' সাথীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী)[৯১৬]

---

[৯১৬] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ২৯২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩১৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৩৫২৩।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা আল্লাহর নি'আমাতের অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ভীতিপ্রদর্শন তার শুকরিয়া জ্ঞাপনের প্রতি অনুপ্রেরণা, নি'আমাতের স্বীকারোক্তি এবং সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। অতঃপর দানের ফাযীলাত, অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সদয় হওয়া এবং কৃপণতার ব্যাপারে সতর্কতামূলক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

١٨٧٩ - [٢١] وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِيْ حَتّٰى أَسْتَحْيِيَ فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِيْ مَا أَدْفَعُ فِيْ يَدِهٖ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفَعِيْ فِيْ يَدِهٖ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৮৭৯-[২১] উম্মু বুজায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মিসকীন আমার দরজায় এসে দাঁড়ালে (এবং আমার কাছে কিছু চায়) তখন আমি খুবই লজ্জা পাই, কারণ তাকে দেবার মতো আমার ঘরে কিছু পাই না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার হাতে কিছু দিও, যদি তা আগুনে ঝলসানো একটি খুরও হয়। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৯১৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ মিসকীনকে খালি হাতে ফেরত না দিয়ে একটি পোড়া খোর হলেও দিতে বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে সামান্য কিছু হলেও দিতে বলেছেন। কেউ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, পোড়া খোরও তাদের নিকট মূল্যায়িত ছিল। আল্লামা বাজী বলেছেন, রসূল ﷺ এ হাদীস দ্বারা মিসকীনকে মুক্ত হস্তে ফেরত না দিয়ে সামান্য কিছু হলেও (যেমন পোড়া খোর) হাতে দিয়ে বিদায় করতে মানুষদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

١٨٨٠ - [٢٢] وَعَنْ مَوْلًى لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِأُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِيهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِيْ كَوَّةِ الْبَيْتِ. وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ. فَقَالُوا: بَارَكَ اللهُ فِيكَ. فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أُطْعِمُهُ؟». فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِيْ فَأْتِيْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِذٰلِكَ اللَّحْمِ. فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكَوَّةِ إِلَّا قِطْعَةَ مَرْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَإِنَّ ذٰلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

১৮৮০-[২২] 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে (রান্না করা) কিছু গোশতের টুকরা তুহফা হিসেবে এলো। এর গোশ্‌ত নাবী ﷺ-এর খুব প্রিয় (খাবার) ছিল। তাই উম্মু সালামাহ্ তাঁর সেবিকাকে বললেন, এ গোশ্‌ত ঘরে রেখে দাও। নাবী ﷺ তা হয়ত খাবেন। সেবিকা তা রেখে দিলো। এ সময়ে একজন ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে অন্তঃপুরবাসিনী! আল্লাহর পথে কিছু খরচ করো, আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে বারাকাত দেবেন। ঘরের লোকেরা বলল, আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দান করুন (অর্থাৎ মাফ করো)। ভিক্ষুকটি (এ কথা শুনে) চলে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফিরে এসে বললেন, উম্মু সালামাহ্! তোমার কাছে

---

[৯১৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৬৭, আত্ তিরমিযী ৬৬৫, নাসায়ী ২৫৭৪, আহমাদ ২৭১৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ৮৮৪।

খাবার আছে? উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা জবাব দিলেন, হ্যাঁ আছে। (এরপর) তিনি সেবিকাকে বললেন, যাও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোশ্‌ত নিয়ে এসো। সেবিকা আনতে গেল। কিন্তু সে তাদের কাছে গিয়ে হতবাক। (সে দেখল), তাদের মধ্যে একটি সাদা হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। (এ অবস্থা দেখে) নাবী ﷺ বললেন : তোমরা ভিক্ষুককে কিছুই দাওনি। তাই এ গোশত খণ্ডই সাদা হাড় হয়ে গেছে। (বায়হাক্বী; এ বর্ণনাটি দালায়িলুন নুবূওয়্যাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।)

١٨٨١ -[٢٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا؟ قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৮৮১-[২৩] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে আমি কি তোমাদেরকে চিনাব? সহাবীগণ নিবেদন করলেন, জী হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! অবশ্যই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে কেউ কিছু চায়, আর সে তাকে কিছু দেয় না (সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট)। (আহ্‌মাদ)[৯১৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, যখন কোন সওয়ালকারী একজন ধনবান ব্যক্তিকে তার দিকে আকৃষ্ট করে কিছু পাওয়ার জন্য আল্লাহর কসম করে আল্লাহর নামে কিছু চাইবে এবং ধনবান ব্যক্তি সওয়ালকারীর দুরাবস্থার কথা জানে আর সে দান করতে সক্ষম, এরপরও ঐ ব্যক্তিকে কিছু না দিলে সে হবে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন তা হলো সাওয়ালকারীকে কিছু না দেয়া যেমন ঠিক নয়, অনুরূপ আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চাওয়াও সঠিক নয়।

١٨٨٢ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ. فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أُحِبُّ لَوْ أَنَّ لِيْ هٰذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّيْ أَذَرُ خَلْفِيْ مِنْهُ سِتَّ أَوَاقِيَّ». أَنْشُدُكَ بِاللهِ يَا عُثْمَانُ أَسَمِعْتَهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৮৮২-[২৪] আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। (একবার) তিনি 'উসমানের কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আন্হু (ওখানে উপস্থিত) কা'বকে বললেন, কা'ব! 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আন্হু অনেক ধন-সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করেছেন। এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত? কা'ব রাযিয়াল্লাহু আন্হু বললেন, তিনি যদি এসবে আল্লাহর হাক্ব (যাকাত) আদায় করে থাকেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (এ কথা শুনেই) আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আন্হু হাতের লাঠি কা'ব-এর দিকে উঠিয়ে মারলেন এবং বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (উহুদের) পাহাড় পরিমাণ সোনাও যদি আমার থাকে, আর আমি তা আল্লাহর পথে খরচ করি এবং তা কবূলও হয়, তারপরও আমি পছন্দ করব না আমার পরে ছয় উক্বিয়্যাহ্ (অর্থাৎ দু'শত চল্লিশ দিরহাম) আমার ঘরে সঞ্চিত থাকুক। এবার আবূ যার

---

[৯১৮] **সহীহ :** আহমাদ ২৯২৭।

('উসমানকে উদ্দেশ করে বললেন,) আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, হে 'উসমান! আপনি কী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শুনেননি? এ কথা তিনি তিনবার বললেন। 'উসমান রাঃ বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। (আহ্‌মাদ)[৯১৯]

ব্যাখ্যা : আবূ যার রাঃ সহাবীদের মধ্যে দরিদ্র এবং দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মতাদর্শ ছিল যে, সম্পদ জমা করে নিজের কাছে রেখে না দিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতে হবে। এজন্যই তিনি কা'ব রাঃ-কে প্রহার করেন। অথচ যে সম্পদের যাকাত প্রদান করা হয় তা كنز (কান্‌য)-এর (জমা করে রাখার) অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর জন্য কোন ভীতিও প্রদর্শন করা হয়নি।

١٨٨٣ ـ[٢٥] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِيْ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ».

১৮৮৩-[২৫] 'উক্ববাহ্ ইবনু হারিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমরা নাবী ﷺ-এর পেছনে 'আস্‌রের সলাত আদায় করলাম। সালাম ফিরার মাত্রই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় টপকিয়ে নিজের কোন স্ত্রীর হুজরার দিকে চলে গেলেন। তাঁর এ ব্যস্ততা দেখে সহাবীগণ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি (ﷺ) হুজরা হতে বেরিয়ে এলেন এবং সহাবীগণকে তাঁর এ তাড়াহুড়ার জন্য বিস্মিত দেখে বললেন, আমার মনে পড়ল ঘরে কিছু সোনা রয়ে গেছে। এগুলো আমাকে (আল্লাহর নৈকট্য থেকে) দূরে রাখুক আমি পছন্দ করিনি। তাই তা বিলি-বণ্টন করে দিতে আমি বলে এসেছি। (বুখারী; বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি [ﷺ] বলেছেন : আমি যাকাত হিসেবে পাওয়া একটি সোনার পোটলা ঘরে রেখে এসেছি। আমি চাইনি তা একরাত আমার কাছে থাকুক।)[৯২০]

ব্যাখ্যা : সালাম ফিরানোর পর সলাতের স্থানে বসে থাকা ওয়াজিব নয়, একজন মুসল্লী সালামের পর প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সেখান থেকে প্রস্থান করতে পারবে। সলাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমন কোন বিষয়ের স্মরণ করলে (বিশেষ প্রয়োজনে) সলাত বাতিল হয় না। বিশেষ করে কোন ভাল জিনিসের যদি ইচ্ছে পোষণ করে তাহলে সলাতের কোন ক্ষতি করে না। হাদীসটি থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, ভাল কাজ দ্রুত সম্পাদন করতে হয়। কারণ এই যে, কোন আপদ-বিপদের কারণে পরে সেই কাজটি নাও হতে পারে অথবা কাজটি করার পূর্বেই আর মৃত্যুও ঘটতে পারে। আর দ্রুত সম্পাদন করতে পারলেই যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হওয়া যায়, আল্লাহ বেশি সন্তুষ্টি হন এবং পাপ মোচনের জন্য বেশি কার্যকরী হয়।

١٨٨٤ ـ[٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِيْ فِيْ مَرَضِهِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ فَأَمَرَنِيْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُفَرِّقَهَا فَشَغَلَنِيْ وَجَعُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَنِيْ عَنْهَا: «مَا فَعَلَتِ السِّتَّةُ أَوِ السَّبْعَةُ؟» قُلْتُ: لَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِيْ وَجَعُكَ فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِيْ كَفِّهِ فَقَالَ: «مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللّٰهِ لَوْ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ؟». رَوَاهُ أَحْمَدُ

[৯১৯] **সহীহ :** আহমাদ ৪৫৩। আলবানী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। কিন্তু মুসনাদে আহমাদের মুহাক্কিক্ব শু'আয়ব আল আরনাউত্ব য'ঈফ বলেছেন।

[৯২০] **সহীহ :** বুখারী ৮৫১।

১৮৮৪-[২৬] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে আমার কাছে ('আরাবে তখনকার প্রচলিত) ছয় কি সাতটি দীনার রক্ষিত ছিল। (মৃত্যু শয্যায় থাকাকালে) তিনি আমাকে তা বণ্টন করে দেবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর রোগের তীব্রতার কারণে আমি ব্যস্ত থাকাতে ভুলে গেছলাম। তিনি আমাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ছয় কি সাতটি দীনার তুমি কি করেছ? আমি বললাম, এখনো বণ্টন করা হয়নি। আল্লাহর কসম! আপনার রোগযন্ত্রণা আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন দীনারগুলো চেয়ে নিয়ে নিজের হাতে রেখে বললেন, এ কথা কি ভাবা যায় যে, আল্লাহর নাবী আল্লাহর সাথে মিলিত হবেন অথচ সে সময় তাঁর হাতে এ দীনারগুলো থেকে যাবে! (আহ্‌মাদ)[৯২১]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নাবীর নিকট দুনিয়ার সামগ্রী ছিল একান্তই তুচ্ছ বিষয়। সুতরাং দুনিয়ার কোন সামগ্রী অর্থ-সম্পদ তাঁর নিকট থাকবে আর সে অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হবে এটা ছিল তাঁর নিকটে নিতান্তই অপছন্দের।

١٨٨٥ -[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى بِلَالٍ وَعِنْدَهٗ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا بِلَالُ؟» قَالَ: شَيْءٌ ادَّخَرْتُهٗ لِغَدٍ. فَقَالَ: «أَمَا تَخْشٰى أَنْ تَرٰى لَهٗ غَدًا بُخَارًا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا».

১৮৮৫-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিলাল-এর নিকট এলেন। তখন তাঁর কাছে খেজুরের বড় স্তূপ। তিনি বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলাল এসব কী? বিলাল বললেন, এসব আমি (ভবিষ্যতের জন্য) জমা করে রেখেছি। (এ কথা শুনে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কাল ক্বিয়ামাতের দিন এতে তুমি জাহান্নামের তাপ অনুভবকে কী ভয় করছ না? বিলাল! এসব তুমি দান করে দাও। 'আর্‌শের মালিক-এর কাছে ভূখা নাঙ্গা থাকার ভয় করো না।[৯২২]

ব্যাখ্যা : পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং অসহায় ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য কিছু সম্পদ আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখা একদম নাজায়িয নয়। কিন্তু অত্র হাদীসে নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু-কে সবটুকু খরচের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আন্হু মানাবীয় গুণাবলীর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে।

١٨٨٦ -[٢٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ النَّارَ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

১৮৮৬-[২৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে 'সাখাওয়াত' (দানশীলতা নামে) একটি বৃক্ষ আছে। (দুনিয়াতে) যে ব্যক্তি দানশীল হবে, সে (আখিরাতে) এ বৃক্ষের ডাল আঁকড়ে ধরবে। আর সে ডাল তাকে জান্নাতে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত ছাড়বে না। জাহান্নামেও 'বুখালাত' (কৃপণতা নামে) একটি গাছ আছে। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কৃপণ হবে, সে

---

[৯২১] **সহীহ :** আহমাদ ২৪৭৩৩, ইবনু হিব্বান ৩২১৩, সুনানুল বায়হাক্বী লিল কুবরা ১৩০২৯, সিলসিলাহ্ **আস্ সহীহাহ্** ১০১৪।

[৯২২] **সহীহ লিগায়রিহী :** শু'আবুল ঈমান ৩০৬৭, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৬৬১।

(আখিরাতে) সে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরবে। এ ডাল তাকে জাহান্নামে পৌঁছানো না পর্যন্ত ছেড়ে দেবে না। (এ দু'টি বর্ণনা ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে উদ্ধৃত করেছেন)[৯২৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, দানশীলতা সবল ঈমানের প্রমাণ করে। আর তা এজন্য যে, দানকারী বিশ্বাস পোষণ করে যে, রিয্‌ক্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর যে এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী আল্লাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেন। অন্যদিকে কৃপণতা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক, রিযক্বের মালিক আল্লাহ এ ব্যাপারে আস্থাবান না হওয়ার কারণে, আর আস্থাশীল না হওয়াটাই তাকে অবমাননাকর স্থলে নিয়ে যায়। অত্রএব, হাদীসে দান ও দানকারীর ফাযীলাত বর্ণনা এবং কৃপণতা ও কৃপণের দোষারোপ করা হয়েছে।

١٨٨٧ ـ [٢٩] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا». رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৮৮৭-[২৯] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে (অর্থাৎ মৃত্যু অথবা রোগ-শোক হবার আগে)। কারণ দান সদাক্বাহ্ করলে বালা-মুসীবাত বৃদ্ধি পায় না (অর্থাৎ দান সদাক্বায় বালা-মুসীবাত দূর হয়)। (রযীন)[৯২৪]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী বলেছেন : দান-খয়রাতকে দানকারীর জন্য পর্দা বা আড় স্বরূপ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দানের কারণে দানকারীর নিকট বিপদাপদ পৌঁছতে পারে না, দান তা প্রতিরোধ করে।

(٦) بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অধ্যায়-৬ : সদাক্বার মর্যাদা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨٨٨ ـ [١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৮৮-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বৈধভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে একটি খেজুর সমান সদাক্বাহ্ করে এবং আল্লাহ তা'আলা বৈধ ব্যতীত কোন কিছু কবূল করেন না। তাই বৈধ সম্পদ থেকে সদাক্বাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা তা' ডান হাতে কবূল

---

[৯২৩] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ১০৩৭৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৩৮৯২। কারণ এর সানাদে 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'ইমরান একজন মাতরূক রাবী এবং তার শায়খ ইবরাহীম একজন দুর্বল রাবী।

[৯২৪] **খুবই দুর্বল :** রযীন, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫২৪।

করেন। অতঃপর এ সদাক্বাহ্ দানকারীর জন্য এভাবে লালন-পালন করেন যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাছুর লালন-পালন করে থাকে। এমনকি এ সদাক্বাহ্ অথবা এর সাওয়াব একসময় পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)[৯২৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে কবূল করা হবে না দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাওয়াব দেয়া হবে না।

١٨٨٩ - [٢] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا نقصت صَدَقَة من مَال شَيْئًا وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ». رَوَاهُ مُسلم

১৮৮৯-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দান সদাক্বাহ্ ধন-সম্পদ কমায় না। যে ব্যক্তি কারো অপরাধ ক্ষমা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে শুধু আল্লাহরই জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (মুসলিম)[৯২৬]

ব্যাখ্যা : (مَا نقصت صَدَقَة) 'সদাক্বাহ্ ব্যক্তির সম্পদে কোন ঘাটতি আনে না' এর অর্থ হচ্ছে সদাক্বার কারণে সম্পদের কোনই কমতি আসে না বরং তা আরো বৃদ্ধি পায় এভাবে যে, দুনিয়াতে অদৃশ্য বারাকাত ও পূর্ণ বিনিময় দেয়া এবং আখিরাতে পূর্ণ সাওয়াব দানের মাধ্যমে তার ঘাটতি পূর্ণ করে দেয়া হয়।

(وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا) প্রথমতঃ অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অত্যাচার করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি যালিমের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে তিনি মাফ করে দেন তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তার (মাযলূমের) গুনাহ মাফ করে দেন এবং এর জন্য তাকে দুনিয়ায় সম্মান বাড়িয়ে দেন। কেননা যিনি ক্ষমাকারী হিসেবে পরিচিত হন এবং তার অন্তকরণে নিজের সম্পর্কে এক দৃঢ় আত্মবিশ্বাস জন্মে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাওয়াব এবং বিনিময় পাওয়ার মাধ্যমে আখিরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ অথবা আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে মর্যাদা দান করবেন।

(وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ) এর অর্থ হলো ব্যক্তি তার নিজেকে তার স্বীয় মর্যাদা যার সে হাক্বদার সে মারতাবা বা মর্যাদা থেকে শুধু মহান আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই নীচে নামিয়ে রাখে।

(إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ) অর্থাৎ ব্যক্তির অবস্থা যখন উপরোক্ত অবস্থা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানকে বাড়িয়ে দেন। দুনিয়াতে তার বিনয়ীতার জন্য মানব মনে তার প্রতি এর দূরবিনীত মহাব্বত পয়দা করে দেন এবং আখিরাতে তার জন্য অফুরন্ত সাওয়াব নির্ধারণ করে।

আল্লামা ত্বীবী বলেন, 'মানুষের সৃষ্টিগত একটি অভ্যাস হলো কৃপণতা এবং ক্রোধ ও প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠা, এ সবই শায়ত্বনী কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। তাই যাতে করে ঐ মানুষটি তার এই খারাপ অভ্যাস থেকে পুরোপুরি বিরত থেকে বদান্যতা ও সৌহার্দ্যের গুণে গুণান্বিত হয় সে লক্ষ্যে অত্র হাদীসে রসূল ﷺ সর্বাগ্রে তাকে 'সদাক্বাহ্' করার প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছেন।

---

[৯২৫] **সহীহ :** বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪, আহমাদ ৮৩৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৪৬, ইরওয়া ৮৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ৮৫৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬১৫২, মুয়াত্ত্বা মালিক ২/১।

[৯২৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৫৮৮, আত্ তিরমিযী ২০২৯, দারিমী ১৭১৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৩৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৯০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৩৩, ইরওয়া ২২০০, সহীহ আত্ তারগীব ৮৫৮, সহীহ আল জামে আস্ সগীর ৫৮০৯।

দ্বিতীয়তঃ তাকে ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যাতে করে সে সহনশীলতা এবং স্থির চিন্তার মাধ্যমে সম্মানিত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ তাকে বিনয়ী হওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন যাতে করে মহান আল্লাহ উভয় জগতে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন।

١٨٩٠ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৯০-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হতে কোন জিনিস এক জোড়া (দু' গুণ) আল্লাহর পথে সন্তুষ্টির জন্য সদাক্বাহ্ করবে, জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আর জান্নাতের অনেক (আটটি) দরজা আছে। যে ব্যক্তি সলাত আদায়কারী হবে, তাকে 'বাবুস্ সলাত' হতে ডাকা হবে। যে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তাকে ডাকা হবে 'বাবুল জিহাদ' হতে। দান সদাক্বাকারীকে ডাকা হবে 'বাবুস্ সদাক্বাহ্' দিয়ে। যে ব্যক্তি সায়িম (রোযাদার) হবে, তাকে 'বাবুর রাইয়্যান' দিয়ে ডাকা হবে। এ কথা শুনে আবূ বাক্র ﷺ জানতে চাইলেন, যে ব্যক্তিকে এসব দরজার কোন একটি দিয়ে ডাকা হবে তাকে কি অন্য সকল দরজা দিয়ে ডাকার প্রয়োজন হবে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ! (হবে) আর আমি আশা করি তুমি তাদেরই একজন হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৯২৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ) অর্থাৎ দু'টি জিনিস। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, (الزوج) শব্দটি যেমনিভাবে একটি জিনিস বুঝাতে ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনিভাবে দু'টির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। তবে অত্র হাদীসে একটি বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

'মাজ্মা'উল বিহার' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, الزوج خلاف الفرد তথা 'আরাবীতে زوج (যুগল) বলতে فرد (একক) এর বিপরীত জিনিসকে বলা হয় এবং অত্র হাদীসে রসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি জিনিসের জোড়া যদি তা দিরহাম হয় তাহলে দু'টি দিরহাম যদি দীনার হয় তাহলে দু'টি দীনার আর যদি তরবারি হয় তাহলে দু'টি তরবারি ইত্যাদি।

কোন কোন বিদ্বান এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বারবার খরচ করা একের পর এক খরচ করা, কেননা কেউ যদি একবার খরচ করার পর আরেকবার খরচ করেন তাহলে তা জোড়া হয়ে যায়।

ক্বাযী 'আয়ায বলেন, 'আল্লামা আবূ ইসমা'ঈল আল হুরবী বলেছেন, অত্র হাদীসে জোড়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যুগল সেটা হতে পারে দু'টি ঘোড়া অথবা দু'টি দাস অথবা দু'টি উট।

---

[৯২৭] **সহীহ :** বুখারী ১৮৯৭, মুসলিম ১০২৭, আত্ তিরমিযী ৩৬৭৪, নাসায়ী ২৪৩৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৭০০, আহমাদ ৭৬৩৩, ইবনু হিব্বান ৩০৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৮৭৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬১০৯।

ইবনু 'আরাফাহ্ বলেন, প্রতিটি জিনিস তাকে যদি তার সাথীর সাথে মিলিয়ে দেয়া যায় তাহলে তা যুগলে রূপ নেয়। যেমন : বলা হয়ে থাকে 'আমি উটের মাঝে যুগল সৃষ্টি করেছি'। যখন একটি উটের সাথে আরো একটি উটকে মিলিয়ে দেয়া হয় তখন এ কথা বলা হয়। তিনি আরো বলেন, زوج তথা যুগল শব্দটি প্রকার বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾

"আর তোমরা হবে তিন অংশে বিভক্ত।" (সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৭)

তবে অত্র হাদীসে زوج দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দান-সদাক্বাকে একটির মাধ্যমে অপরটিকে সংশ্লিষ্ট করে জোড় বানানো এবং বেশী বেশী সদাক্বার প্রতি উৎসাহিত করা। (فِيْ سَبِيْلِ اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে বিনিময় পাওয়ার আশায়। سَبِيْلِ اللهِ বা আল্লাহর রাস্তা বলতে 'জিহাদসহ সকল প্রকার 'ইবাদাতকে বুঝা যায়। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, سَبِيْلِ اللهِ দ্বারা শুধুমাত্র জিহাদকেই বুঝানো হয়। তবে প্রথম মতই সর্বাধিক সহীহ যেমনটি মত পোষণ করেছেন কাযী 'আয়ায (রহঃ)।

(فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) অর্থাৎ সমুদয় ফারয অদায় করতঃ নাফ্লও অদায় করেছেন এমন বান্দা।

(دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ) অর্থাৎ বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এ দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ' অত্র হাদীসের অর্থ হলো, যদি আসলেই বান্দা ঐ 'আমাল করে থাকে তাহলে তাকে সে দরজা দিয়েই আহ্বান করা হবে যেমন অপর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইবনু আবী শায়বাহ্ সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সিনদী (রহঃ) সহীহ মুসলিমের টীকায় বলেন, 'রসূল ﷺ-এর কথা (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) হাদীসের শেষ পর্যন্ত এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহর পথে দু'টি জিনিস ব্যয় করবেন তাদেরকে জান্নাতে আহ্বান করা হবে একটি দরজা দিয়ে আর সে দরজাটি হলো যেটি আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রেক্ষিতে প্রাধান্য পেয়েছে। অপরদিকে আল্লাহর পথে খরচ করার সম্মান স্বরূপ খরচকারীকে আহ্বান করে জান্নাতে প্রবেশ করানো। যদি তা না হয় তাহলে হাদীসের সঠিক মর্মার্থ প্রকাশ হবে না যেহেতু এখানে ব্যক্তি তার 'আমালের উপর ভিত্তি রেখেই তো জান্নাতে যেতে পারছে। তবে বিষয়টি একটু বিস্তারিত বিবরণের দাবীদার যা নিম্নে আসছে। আর তা হলো, রসূল ﷺ-এর কথা (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) এখান থেকে শেষ পর্যন্ত কথার সাথে আবূ বাক্র رضي الله عنه-এর প্রশ্নের মিল রয়েছে।

অপরদিকে আহ্বানকে প্রত্যেক দরজা দিয়ে আহ্বান হিসেবে গ্রহণ আর (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ) যারা মুসল্লী হবেন তাকে সলাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে আর যারা মুজাহিদ হবেন তাদেরকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত কথাগুলোকে منفق زوجين তথা দু'টি যুগল খরচকারী থেকে পৃথক করে এ কথা বলা যে, এগুলো হলো জান্নাতের দরজা এবং তার অধিবাসীদের বিবরণ মাত্র। এ ব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা।

আল্লামা সিনদী (রহঃ) যা বলতে চেয়েছেন তার সার-সংক্ষেপ হলো, অত্র হাদীসে (المنفق في سبيل الله) তথা আল্লাহর পথে দু'টি জিনিস খরচকারীকে أبواب الجنة তথা জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং অন্য রিওয়ায়াতে তথা আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর রিওয়ায়াতে সহীহুল বুখারী এবং মুসলিমে আছে প্রত্যেক শ্রেণীভুক্ত 'আমালকারীকে ঐ শ্রেণীর দরজা দিয়ে ডাকা হবে তার মানে এক দরজা দিয়ে ডাকা হবে। এক রিওয়ায়াতে আসলো সব দরজার কথা আর অন্য রিওয়ায়াতে আসলো এক দরজার কথা, অতএব বাহ্যিক দৃষ্টিতে রিওয়ায়াত দু'টি পরস্পর সাংঘর্ষিক। তাই এ সংঘর্ষ পূর্ণ রিওয়ায়াতের সমাধাকল্পে তিনি বলেন,

১। এখানে বিরোধটি হয়েছে কোন রাবীর ভুলের কারণে

২। এখানে মূলত দু'টি বৈঠকে দু'রকম ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর নাবী ﷺ দু'রকম কথা বলেছেন। যা তাকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমবার এক দরজার কথা আর দ্বিতীয়বার সব দরজার কথা। (আল্লাহই ভাল জানেন)

(وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ) অর্থাৎ যার উপর জিহাদের 'আমাল প্রাধান্য পাবে।

(وَمن كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ) অর্থাৎ সদাক্বাহ্ বেশী বেশী প্রদানকারী।

(وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ) অর্থাৎ যার ক্ষেত্রে সাওমের 'আমালটি প্রাধান্য পাবে। তাকে রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে।

রাইয়্যান হলো জান্নাতের একটি দরজার নাম যা শুধুমাত্র সায়িমদের (রোযাদারদের) জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো পিপাশা মিটে তৃপ্ত হওয়া। দরজাটি সায়িমদের জন্য হওয়াটা বেশ উপযুক্ত, কেননা তারা দুনিয়াতে সিয়ামের মাধ্যমে নিজেদেরকে পিপাসার্ত রাখতো, তাই রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে পিপাসার কষ্ট থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করবেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাদীসখানার মধ্যে জান্নাতের দরজাসমূহের চারটি দরজার কথা বর্ণিত হয়েছে অথচ আরেকটি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জান্নাতের দরজা আটটি সাব্যস্ত আছে। অতএব আর বাকী চারটি তাহলে কোথায়? এর উত্তরে তিনি বলেন, একটি হলো হাজ্জের দরজা। অপর তিনটির একটি হলো (الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) তথা রাগ সংবরণকারীর এবং মানুষকে ক্ষমাকারীর দরজা যেটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় আরেকটি দরজার নাম হলো 'বাবুল আয়মান' আর তা হলো আল্লাহর ওপর ভরসাকারীদের দরজা।

তৃতীয় আরেকটি দরজা আছে সম্ভবত সেটি হচ্ছে (ذكر) যিক্‌রকারীদের দরজা এবং সেটি 'ইল্‌মের দরজা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এটিও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এখানে ডাকার জন্য যে দরজার কথা বলা হয়েছে মূলত সেগুলো জান্নাতের অভ্যন্তরেই রয়েছে। কেননা জান্নাত হলো আটটি অপরদিকে জান্নাতে প্রবেশের সৎ 'আমাল আটটির অনেক বেশী।

ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) আলোচনা করেছেন যে, বাকী জান্নাতগুলোর কথা বর্ণিত হয়েছে অপর একটি হাদীসে-

১। তাওবাকারীদের জন্য ২। ক্রোধ সংবরণকারীদের জন্য এবং মানুষকে ক্ষমাকারীদের জন্য ৩। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এমন ব্যক্তিদের জন্য। অতএব, পূর্বোক্ত চারটি এবং এ তিনটি মিলে হলো সর্বমোট সাতটি আর আট নম্বরটি এসেছে 'বাবুল আয়মান' নামে ঐ ৭০ হাজার ব্যক্তিদের জন্য যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।

(مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ) অর্থাৎ জরুরী এবং প্রয়োজন নয় যে, যাকে একটি দরজা দিয়ে আহ্বান করা হলো সবগুলো দরজার মধ্যে জান্নাতে প্রবেশের উদ্দেশে। আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথাটি পরবর্তী প্রশ্নের কথার পটভূমি।

(فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ) অর্থাৎ আমি এ কথা জানার পরেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম কারণ একটি দরজা দিয়ে আহ্বান করার তার জান্নাতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ও আশা পূর্ণ হওয়ার পরে আর কোন দরজা দিয়ে ডাকার কোন প্রয়োজন নেই।

(قَالَ: نعم) অর্থাৎ তারপরও রসূল ﷺ উত্তরে বললেন, হ্যাঁ একটি দল এমন হবে যাদেরকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। তাদের সম্মান এবং অতিরিক্ত মর্যাদার কারণে এই প্রেক্ষিতে যে, কল্যাণের সলাত, সওম, জিহাদসহ কল্যাণের প্রতিটি স্তরে তাদের অধিক 'আমাল রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমন ব্যক্তির সংখ্যা কমই হবে উক্ত হাদীসে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

١٨٩١ ـ[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৯১-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একদিন সহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কে আজ সওম রেখেছ? আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, আমি। তিনি বললেন, আজ কে জানাযার সাথে গিয়েছ? আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি। তিনি বললেন, তোমাদের কে আজ মিসকীনকে খাবার দিয়েছ? আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে অসুস্থকে দেখতে গিয়েছ? আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (শুনে রাখো) যে ব্যক্তির মধ্যে এতো গুণের সমাহার, সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই। (মুসলিম)[৯২৮]

ব্যাখ্যা : (قَالَ أَبُو بكر: أَنَا) আল্লামা ত্বীবী (রহঃ)-এর মতামতের সারসংক্ষেপ এই যে, রসূল ﷺ অপর এক হাদীসে যেটি জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেখানে তিনি তাকে (أنا) তথা প্রশ্নের জবাবে 'আমি' 'আমি' বলে উত্তর দিতে নিষেধ করেছেন, তবে অত্র হাদীসে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্নের উত্তরে আমি তথা (أنا) শব্দ ব্যবহার করেছেন তাহলে কি আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ভুল করলেন? উত্তর হলো না তিনি ভুল করেননি। তিনি নিজের অহমিকা প্রদর্শনার্থে (أنا) বা আমি বলেননি যা ছিল নিষিদ্ধ বরং উপস্থিত লোকদের মাঝে যেন নির্দিষ্টভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন সেজন্যই কেবল (أنا) বা আমি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(مَا اجْتَمَعْنَ) অর্থাৎ উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একই দিনে যার অর্জন হবে।

(فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) অর্থাৎ তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন বিনা হিসাবে। নতুবা শুধু ঈমানই জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট ছিল। অথবা অর্থটা এমন হবে যে, তিনি যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন।

١٨٩٢ ـ[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৯২৮] **সহীহ :** মুসলিম ১০২৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮৩০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৮, **সহীহ আত্ তারগীব** ৯৫৩।

১৮৯২-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে মুসলিম মহিলারা! তোমরা এক প্রতিবেশী আর এক প্রতিবেশীকে তুহফা দেয়া ছোট করে দেখো না। তা বকরীর খুর হলেও। (বুখারী, মুসলিম)[৯২৯]

ব্যাখ্যা : (لَا تَحْقِرَنَّ) যেন তুচ্ছ মনে না করে যদিও একটি কম গোশ্ত বিশিষ্ট হাড্ডি হাদিয়্যাহ্ দেয়। মূলত এ কথার মাধ্যমে রসূল (সাঃ) হাদিয়্যাহ্ দেয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ কিছু না দেয়ার চেয়ে অল্প কিছু দেয়া নিঃসন্দেহে উত্তম।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) এর মূল্যবান মতামতের সারসংক্ষেপ :

এখানে মূলত নাবী (সাঃ) পরস্পর হাদিয়্যাহ্ দেয়ার মাধ্যমে মহব্বত, সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে বলেছেন যদিও সেটি নগণ্য কোন জিনিসের মাধ্যমে হয় এবং ধনী গরীবের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করবে না। হাদীসটিতে নারী জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলার কারণ হলো তারা বিদ্বেষপরায়ণতা ও মহাব্বতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে।

١٨٩٣ - [٦] وَعَنْ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৯৩-[৬] জাবির ও হুযায়ফাহ্ (রাঃ) একত্রে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক নেক কাজই সদাক্বাহ্। (বুখারী, মুসলিম)[৯৩০]

ব্যাখ্যা : (كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ) অর্থাৎ প্রতিটি ভাল কাজের কারণে সদাক্বার সম সাওয়াব বা বিনিময় পাওয়া যাবে। ভাল কাজের সংজ্ঞায় ইমাম রাগিব (রহঃ) বলেছেন : ভাল কাজ ঐ সব কাজগুলোকে বলে যার সুন্দর হওয়ার দিকটি শারী'আত এবং বিবেক উভয়টির মাধ্যমেই পরিস্ফুটিত হয়। অপচয়, অপব্যয় থেকে নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনও সৎ কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইবনু আবী জামরাহ্ (রহঃ) বলেন, শারী'আতের দলীলসমূহের মাধ্যমে যেসব কাজ সৎ কাজ হিসেবে স্বীকৃত সেগুলোই সৎ কাজ যদিও বিবেক সেটা অনুধাবন না করতে পারে এবং তিনি আরো বলেন, হাদীসখানাতে সদাক্বাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিনিময়। সুতরাং কেউ যদি ভাল কাজ করার সময় সাওয়াবের নিয়্যাত করে থাকে তাহলে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে আর যদি নিয়্যাত না করে তাহলে সাওয়াব হবে কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এবং তিনি আরো বলেন, এ কথা থেকে আমরা আরো ইঙ্গিত পাই যে, সদাক্বাহ্ বলতে প্রচলিত যে চিত্র আমরা দেখি তা ছাড়াও সদাক্বার অন্যান্য বহুদিক রয়েছে অর্থাৎ বিষয়টি একটু ব্যাপক।

ইবনু বাত্তাল (রহঃ) বলেন, হাদীসটি প্রমাণ করে যাবতীয় কল্যাণকর কাজ যা কোন ব্যক্তি সম্পন্ন করে এগুলো তার জন্য সদাক্বার সমপরিমাণ সাওয়াব বহন করে। অপর একটি হাদীসে অতিরিক্ত এসেছে অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকাও সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

١٨٩٤ - [٧] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯২৯] সহীহ : বুখারী ২৫৬৬, মুসলিম ১০৩০, আহমাদ ৭৫৯১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৪৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৯৮৯।

[৯৩০] সহীহ : বুখারী ৬০২১, মুসলিম ১০০৫, আবূ দাউদ ৪৯৪৭, আত্ তিরমিযী ১৯৭০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৫৪২৬, আহমাদ ২৩৩৭০, ইবনু হিব্বান ৩৩৭৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৫৫৫।

১৮৯৪-[৭] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কোন নেক কাজকে ছোট ভেবো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিখুশী মুখে সাক্ষাৎ করা হয়। (মুসলিম)[৯৩১]

ব্যাখ্যা : (شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيق) অর্থাৎ হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তথা ভাল কাজ কম হোক বা বেশী তা করে যাও যদিও তা এমন হয় যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর। কেননা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাটা ভাইয়ের অন্তকরণে আনন্দ পৌছায়। আর অপর কোন মুসলিমের অন্তরে আনন্দ পৌছানো এটা নিঃসন্দেহে একটি সৎ কাজ।

١٨٩٥ -[٨] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ». قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৯৫-[৮] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (আল্লাহর নি‘আমাতের শুকরিয়া হিসেবে) প্রত্যেক মুসলিমেরই সদাক্বাহ্ দেয়া উচিত। সহাবীগণ আরয করলেন, যদি কারো কাছে সদাক্বাহ্ করার মতো কিছু না থাকে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : উচিত হবে কাজ করে নিজ হাতে উপার্জন করা। তাহলে নিজেও উপকৃত হতে পারবে, আবার দান সদাক্বাও করতে পারবে। সহাবীগণ বললেন, যদি সে ব্যক্তি সামর্থ্যবান না হয়; অথবা বলেছেন, নিজ হাতে কাজকর্ম করতে না পারে? তিনি বললেন, সে যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরমুখাপেক্ষী লোকে সাহায্য করে। সহাবীগণ আরয করলেন, যদি এটিও সে না করতে পারে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। সহাবীগণ পুনঃ জানতে চাইলেন, যদি এটিও সে না পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে সে মন্দ কাজ হতে ফিরে থাকবে। এটাই তার জন্য সদাক্বাহ্। (বুখারী, মুসলিম)[৯৩২]

ব্যাখ্যা : (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ) প্রতিটি মুসলিমের ওপর সদাক্বাহ্ রয়েছে। এখানে সকল ‘উলামাদের ঐকমত্যে ওয়াজিব সদাক্বাহ্ তথা যাকাতের কথা বলা হয়নি। বরং মুসলিমের উত্তম চরিত্রের সহায়ক হিসেবে সাধারণ দান-খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। আল্লামা কুসতুলানী (রহঃ) এমনটাই মনে করেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) একই মত পোষণ করেন। তবে ইমাম হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী একটু বেশী করে বলেন, যে, হাদীসটি ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব দু'টি ক্ষেত্রেই ব্যবহারের উপযুক্ত।

(قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟) অর্থাৎ সদাক্বাহ্ দেয়ার মতো কোন সম্পদ যদি ব্যক্তির কাছে না থাকে? এ প্রশ্নের উত্তরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোন সম্পদই না থাকে তাহলে মাযলূমকে সহায়তা করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ইত্যাদি সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

(فيأمر بِالْخَيْرِ) সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এ কথার অন্তর্ভুক্ত হবে। হাদীসখানার সার সংক্ষেপ হলো, নিশ্চয় সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়াপ্রবণ হওয়া ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সৎ কাজ হিসেবে চিহ্নিত। তা হতে পারে অর্জিত সম্পদ সৃষ্টিজীবের খিদমাতে ব্যবহারের মাধ্যমে, এটা হলো প্রথম পর্যায়ের দয়ার অন্তর্ভুক্ত।

---

[৯৩১] সহীহ : মুসলিম ২৬২৬।

[৯৩২] সহীহ : বুখারী ৬০২২, মুসলিম ১০০৮, নাসায়ী ২৫৩৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৬৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৮২১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৬২০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪০৩৭।

١٨٩٦ - [٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৯৬-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উচিত শরীরের প্রতি জোড়ার জন্য প্রতিদিন সদাক্বাহ্ দেয়া। দু' ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করাও সদাক্বাহ্, কোন ব্যক্তিকে অথবা তার আসবাবপত্র নিজের বাহনে উঠিয়ে নেয়াও সদাক্বাহ্, কারো সাথে ভাল কথা বলা, সলাতের দিকে যাবার প্রতিটি কদম, এসবই এমনকি চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়াও সদাক্বাহ্। (বুখারী, মুসলিম)[৮০৩]

ব্যাখ্যা : (كُلُّ سُلَامٰى) অর্থাৎ শরীরের ৩৬০টি জোড়ার প্রত্যেকটির জন্য সদাক্বাহ্ অপরিহার্য।

হাদীসটির অর্থ : আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়ার্থে মানুষের প্রতিটি জোড়ার জন্য সদাক্বাহ্ দিতে হয় কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষের হাড়ের মধ্যে জোড়া স্থাপন করে তার আঙ্গুল, হাত, পা-গুলোকে গুটিয়ে রাখতে সক্ষম করে তুলেছেন আবার সে ইচ্ছা করলে তা সম্প্রসারিত করতে, হাঁটতে, বসতে ও শুয়ে থাকতে পারছে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক মহান নি'আমাত। যার শুকরিয়া আদায় করা বান্দার একান্ত দায়িত্ব। কারণ আল্লাহ জোড়া সৃষ্টি না করলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাঠ, লোহা সাদৃশ্য হয়ে যেত যার দ্বারা সে স্বাভাবিকভাবে কোন কাজই সম্পাদন করতে পারতো না। অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক জোড়ার উপরে দায়িত্ব হলো সদাক্বাহ্ দেয়া এ কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত। বস্তুত সদাক্বাহ্, জোড়ার মালিক মানুষের ওপরই ওয়াজিব হতে পারে।

(بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) অর্থাৎ দু'জন বিবাদকারীর মাঝে মীমাংসা করে দিলে (صَدَقَةٌ) সদাক্বার সম সাওয়াব হবে। (الكلمة الطيبة) অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাল কথা সর্বদাই অথবা মানুষের সাথে ভাল কথা সদাক্বাহ সম সাওয়াব বয়ে আনে। (الْأَذٰى) কোন কাটা, হাড়, পাথর, ঢিলা এ জাতীয় বস্তু যা মানুষকে চলাচলে কষ্ট দেয়।

١٨٩٧ - [١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَ اللهَ وَهَلَّلَ اللهَ وَسَبَّحَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ فَإِنَّهٗ يَمْشِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهٗ عَنِ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৯৭-[১০] 'আয়িশাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদাম সন্তানের প্রত্যেককে তিনশ' ষাটটি জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি *'আল্ল-হু আকবার'*, *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'*, *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'*, *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* বলবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে,

---

[৮০৩] **সহীহ :** বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ৮১৮৩, ইবনু হিব্বান ৩৩৮১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১০২৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩০৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪৫২৮।

মানুষের পথ হতে পাথর, কাঁটা কিংবা হাড্ডি সরিয়ে দেবে অথবা ভাল কাজের হুকুম করবে, খারাপ কাজে বাধা দেবে, আর এসব কাজ তিনশ' ষাটটি জোড়ার সংখ্যা অনুসারে করবে, সে ব্যক্তি নিজকে সেদিন থেকে জাহান্নাম হতে বাঁচিয়ে চলতে থাকল। (মুসলিম)[৯৩৪]

ব্যাখ্যা : (فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ) আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, *'আল্ল-হু আকবার'* বলল। (حَمِدَ اللّٰهَ) অর্থাৎ *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* বললো। (سَبَّحَ اللّٰهَ) অর্থাৎ *সুব্‌হা-নাল্ল-হ* বললো।

١٨٩٨ -[١١] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৯৮-[১১] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রত্যেক 'তাসবীহ' অর্থাৎ *সুব্‌হা-নাল্ল-হ* বলা সদাক্বাহ্, প্রত্যেক 'তাকবীর' অর্থাৎ *আল্ল-হু আকবার* বলা সদাক্বাহ্, প্রত্যেক 'তাহমীদ' বা *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* বলা সদাক্বাহ্। প্রত্যেক 'তাহলীল' বা *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* বলা সদাক্বাহ্। নেককাজের নির্দেশ দেয়া, খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা সদাক্বাহ্। নিজের স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে সহবাস করাও সদাক্বাহ্। সহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি নিজের কামভাব চরিতার্থ করে তাতেও কি সে সাওয়াব পাবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : আমাকে বলো, কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে তাহলে সেকি গুনাহগার হবে না? ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে) কামভাব চরিতার্থকারী সাওয়াব পাবে। (মুসলিম)[৯৩৫]

ব্যাখ্যা : (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) শব্দটি স্ত্রী সহবাস এবং লজ্জাস্থান দু'টির ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমনটি বলেছেন ইমাম নাবাবী (রহঃ)। (وَفِي) তথা স্ত্রী সহবাসের মধ্যে বলা হয়েছে, এ কথা বলা হয়নি যে, সরাসরি স্ত্রী সহবাস করার মাধ্যমে। এ কথা বুঝা যায় যে, স্ত্রী সহবাস করা সদাক্বাহ্ নয় বরং স্ত্রী সহবাসের মাধমে নিজেকে পরনারী থেকে সংবরণ করার প্রেক্ষিতে সদাক্বার সাওয়াব হবে। বস্তুত স্ত্রীর হাক্ব আদায় করা, সৎ সন্তান কামনা করা এগুলো সদাক্বাহ্ হিসেবে পরিগণিত।

(إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ) অর্থাৎ হারাম থেকে বিরত থেকেছে অথচ মানুষের অন্তর হারামের দিকেই ঝুকে যায় এবং হারাম কাজ করেই হালালের চেয়ে বেশী স্বাদ পেয়ে থাকে। কেননা প্রতিটি নতুন জিনিসের রয়েছে নতুন স্বাদ, অভ্যাসগত কারণে আত্মা সেদিকে বেশী ধাবিত, শায়ত্বন তার জন্য সহযোগিতায় সর্বাধিক অগ্রগামী এবং পরিশ্রমটাও অনেক কম হয়।

١٨٩٩ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৯৩৪] **সহীহ :** মুসলিম ১০০৭, সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী ১০৬০৫, ইবনু হিব্বান ৩৩৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮২২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১৭১৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৬০, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৩৯১।

[৯৩৫] **সহীহ :** মুসলিম ১০০৬, আহমাদ ২১৪৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৮২৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৪৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৫৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ২৫৮৮।

১৮৯৯-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রচুর দুধ দানকারী উট, প্রচুর দুধ দানকারী বকরী কাউকে দুধ পান করার জন্য ধার দেয়াও উত্তম সদাক্বাহ্। যা সকাল এবং বিকালে পাত্র ভরে দুধ দেয়। (বুখারী, মুসলিম)[৯৩৬]

ব্যাখ্যা : (نِعْمَ الصَّدَقَةُ) কোন বর্ণনাতে نِعْمَ الصَّدَقَةُ এর পরিবর্তে نعم المنيحة উল্লেখ আছে। আবূ 'উবায়দাহ্ (রহঃ) বলেন, منيحة শব্দটি 'আরাবদের নিকটে দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। কোন ব্যক্তি তার সাথীকে যে কোন ধরনের দান করলো। ফলে দানকৃত বিষয়টি সাথীর জন্য হয়ে গেল।

২। সরাসরি বস্তুটি তাকে দিল না তবে বস্তুর মাধ্যমে সাময়িকের জন্য উপকার অর্জন করে নিতে দিল।

যেমন : কোন ব্যক্তি তার সাথীকে একটি উট অথবা একটি ছাগল দিল দুধ খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় বেধে দিয়ে। সময় ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে নিল। অতএব হাদীসে منيحة দ্বারা উদ্দেশ্য, দুধালো কোন পশুকে কারো উপকার হাসিলের জন্য দিয়ে দেয়া পরবর্তীতে আবার ফেরত নেয়া।

আল্লামা ইবনুত্ ত্বীন বলেন, যেসব রাবী বর্ণনাতে صدقة শব্দ উল্লেখ করেছেন তারা শাব্দিক নয় বরং অর্থগতভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। কেননা, منيحة যেমন দান صدقة-ও এক প্রকার দান।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, منيحة এবং صدقة শব্দ দু'টির একটি দিয়ে আরেকটি বুঝা যায় না। কারণ, প্রত্যেক সদাক্বাহ্ দান কিন্তু প্রত্যেক দান সদাক্বাহ্ নয়। আর সদাক্বাকে মানীহার জন্য ব্যবহার করা রূপক। যদি منيحة সদাক্বাহ্ হয়ে থাকে তাহলে সদাক্বাহ্ তো নাবী (সাঃ)-এর জন্য হালাল ছিল না। বরং সেটা ছিল হিবা ও হাদিয়্যার মতো কিছু।

١٩٠٠ - [١٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০০-[১৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন মুসলিম যে গাছ লাগায় অথবা ফসল ফলায় অতঃপর কোন মানুষ অথবা পশু, পাখী (মালিক-এর বিনানুমতিতে) এর থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে (এ ক্ষতি) মালিক-এর জন্য সদাক্বাহ্ গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৯৩৭]

ব্যাখ্যা : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ) এ কথা বলে রসূল (সাঃ) মূলত কাফিরদেরকে সাওয়াবের আওতামুক্ত করেছেন এবং হাদীসে সদাক্বাহ্ দ্বারা আখিরাতের সাওয়াব উদ্দেশ্য আর এ বিষয়টি মুসলিমের জন্য নির্দিষ্ট কাফিরের জন্য নয়। সুতরাং কাফির যদি সদাক্বাহ্ করে অথবা কোন প্রকার কল্যাণকর কাজ করে থাকে এর বিনিময়ে ক্বিয়ামাতে কোন নেকী সে পাবে না। হ্যাঁ তবে যা কিছু কাফিরের শস্যক্ষেত্র থেকে প্রাণীকূল খেয়েছে এর জন্য দুনিয়াতেই তাকে বিনিময় দেয়া হয় যেমন এ বিষয়টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত। অপরদিকে যারা বলেন, এ ভাল কাজগুলো করার কারণে অখিরাতে তার 'আযাব হালকা করা হবে তাদের এ কথার পক্ষে কোনই দলীল প্রমাণ নেই। সুতরাং এ জাতীয় কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) বলেছেন, সকল বিজ্ঞ 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, নিশ্চয় কাফিরের জন্য তার ভালকাজ কোনই উপকার দিবে না, না কোন নি'আমাত প্রাপ্ত করা, না কোন শাস্তি রহিত করা। তাদের একে অন্যের তুলনায় পাপ অনুপাতে শাস্তি প্রাপ্তির দিক দিয়ে বেশ কঠিন হবে।

---

[৯৩৬] **সহীহ :** বুখারী ৫৬০৮, মুসলিম ১০১৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৬২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬৭৭৪।

[৯৩৭] **সহীহ :** বুখারী ২৩২০, মুসলিম ১৫৫২, আত্ তিরমিযী ১৩৮২, আহমাদ ১২৪৯৫, দারিমী ২৬৫২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৯৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭৬৮।

অপরদিকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল মারফূ' সূত্রে আবূ আইয়ূব -এর মাধ্যমে এবং অপর একটি হাদীসে যথক্রমে ما من رجل তথা যে কোন ব্যক্তি এবং ما من عبد যে কোন বান্দার কথা উল্লেখ আছে এ বর্ণনা দু'টির مطلق তথা শর্তহীন অর্থকে مقيد তথা শর্তযুক্ত অর্থাৎ رجل এবং عبد-এর ব্যাখ্যা হিসেবে এ হাদীসটি নিতে হবে যে হাদীসে مسلم উল্লেখ আছে। এখানে مسلم বলে জাতি উদ্দেশ্য। সুতরাং পুরুষ নারী সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, হাদীসটিতে مسلم শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে আসায় এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, যে কোন মুসলিম তিনি স্বাধীন হোন অথবা দাস হোন আনুগত্যশীল হোন আর পাপী হোন তিনি যদি হাদীস মোতাবেক 'আমাল করেন তাহলে হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবের হাক্বদার হবেন। অত্র হাদীস থেকে এ বিষয়টি বুঝা যায় যে, শস্য উৎপাদনের বিষয়টি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ।

আবূ হুরায়রাহ্ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি যেখানে বলা হয়েছে, (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ حَرَثْتُ) অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন زرعت তথা আমি উৎপাদন করেছি বা চাষাবাদ করেছি এ কথা না বলে বরং حَرَثْتُ তথা আমি রোপন করেছি এ কথা বলে, غير قوى তথা শক্তিশালী নয় এবং زرع উৎপাদন করাকে যে, মানুষের প্রতি সম্পৃক্ত করা যাবে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীই প্রমাণ দেয় যেখানে তিনি বলেছেন, ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ﴾

"তোমরা কি ফসল উৎপাদন করো নাকি আমিই উৎপাদন করি?" (সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্ ৫৬ : ৬৪)

١٩٠١-[١٤] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهٗ صَدَقَةٌ».

১৯০১-[১৪] মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্য সদাক্বাহ্।[৯৩৮]

ব্যাখ্যা : মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ যে কোন ভাবেই খাওয়া হোক না কেন তাতে তার জন্য সাওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। হাদীসখানার মধ্যে সম্পদের ক্ষতির ক্ষেত্রে ধৈর্যের মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনার বাণীও দেয়া হয়েছে।

١٩٠٢-[١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهٗ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذٰلِكَ» قِيلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رُطَبَةٍ أَجْرٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০২-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : (একবার) একটি পতিতা মহিলাকে মাফ করে দেয়া হলো। (কারণ) মহিলাটি একবার একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখল সে পিপাসায় কাতর হয়ে একটি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় সে মরার উপক্রম। মহিলাটি (এ করুণ অবস্থা দেখে) নিজের মোজা খুলে ওড়নার সাথে বেঁধে (কূপ হতে) পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করাল। এ কাজের জন্য তাকে মাফ করে দেয়া হলো। (এ কথা শুনে) সহাবীগণ আরয করলেন, পশু-পাখির সাথে ভাল ব্যবহার করার মধ্যেও কি আমাদের জন্য সাওয়াব আছে? রসূলুল্লাহ বললেন : হ্যাঁ। প্রত্যেকটা প্রাণীর সাথে ভাল ব্যবহার করার মধ্যেও সাওয়াব আছে। (**বুখারী,** মুসলিম)[৯৩৯]

---

[৯৩৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৫৫২, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৯৬।

[৯৩৯] **সহীহ :** বুখারী ৩৩২১, মুসলিম ২২৪৫, আহমাদ ১০৬২১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৬৬, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৪১৬৩।

ব্যাখ্যা : (لِامْرَأَةٍ) মহিলাটির নাম উল্লেখ করা হয়নি সহীহুল বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় পুরুষ ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে এতে বুঝা যায় এগুলো মূলত দু'টি ঘটনা।

(مُوْمِسَةٍ) বানী ইসরাঈলের যিনাকারিণী মহিলা।

(كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ) পিপাসার কারণে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ রহমাতের মাধ্যমে কিছু ভাল কাজের কারণে বান্দার কাবীরাহ্ গুনাহ মার্জনা করে থাকেন বিনা তাওবাতে।

(لَنَا فِي الْبَهَائِمِ) প্রাণীকূলের প্রতি দয়াপরবশ হওয়াতে। (فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু যাকে জীবনী শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি পান করিয়েছেন। তার জন্য যে সমূহ সাওয়াব পাবেন।

আল্লামা দাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক জীবিত কলিজাকে রক্ষায় যারা পান করালেন তবে তা সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে عام বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবূ 'আবদুল মালিক (রহঃ) বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ-এর কথা (فِي كُلِّ كَبِدٍ) এ কথাটি কিছু বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট যে প্রাণীগুলো দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না।

কেননা যেগুলোকে নাবী ﷺ হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন যেমন : কাক, চিল এগুলোকে পানি পান করিয়ে সতেজ করে তাদের অনিষ্টকে বৃদ্ধি করা যাবে না।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি নির্দিষ্ট কিছু পশু প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো হত্যার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং পানি পান করিয়ে যাওয়ার সাওয়াব হাসিল হবে এবং ইহসানের তরীকায় তাদের একটু রিয্‌ক্বের ব্যবস্থা হলো।

আল্লামা ইবনুত্ তীন (রহঃ) বলেন, হাদীসটিকে ব্যাপক অর্থে নিতে কোন সমস্যা নেই। অত্র হাদীসে মানুষ ও মানবতার প্রতি দয়া প্রদর্শনের ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে যদি ক্ষমা পাওয়া যায় তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে সেটা তো নিঃসন্দেহে এক বিশাল সাওয়াবের কাজ হবে। অত্র হাদীস দিয়ে দলীল গ্রহণ করে তিনি আরো বলেন, যখন সদাক্বাহ্ দেয়ার জন্য কোন মুসলিম পাওয়া যাবে না সে মুহূর্তে মুশরিকদেরকেও নাফ্ল সদাক্বাহ্ প্রদান জায়িয।

١٩٠٣ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أَمْسَكَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ مِنَ الْجُوعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০৩-[১৬] ইবনু 'উমার ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুধু একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে ক্ষুধায় কষ্ট দিয়ে হত্যা করার কারণে একজন মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। মহিলাটি বিড়ালটিকে না খাবার দাবার দিত, না ছেড়ে দিত। বিড়ালটি মাটির নীচের কিছু (ইঁদুর ইত্যাদি) খেত। (বুখারী, মুসলিম)[৯৪০]

ব্যাখ্যা : (امْرَأَةٌ) হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আমি এ মহিলার নামটি জানতে পারিনি। তবে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সে মহিলাটি হচ্ছে হিম্‌ইয়ার গোত্রভুক্ত। অন্য রিওয়ায়াতে আছে,

---

[৯৪০] **সহীহ :** বুখারী ২৩৬৫, মুসলিম ২২৪২, ২২৪৩, আহমাদ ৯৪৮২, ইবনু হিব্বান ৫৪৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০০৭১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৭০, ইরওয়া ২১৮২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৮, সহীহ আত্ তারগীব ২২৭১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৯৯৫।

সে বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এ দু' বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ হিম্ইয়ার গোত্রের একটি দাস ইয়াহূদী হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাকে বানী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত করা এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক আছে আবর হিম্ইয়ার গোত্রের দিকেও সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে কারণ হিম্ইয়ার তার গোত্রের নাম।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসে الْأَرْضِ তথা পৃথিবীর উল্লেখ করাটা আল কুরআনের আয়াত ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ অর্থাৎ "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই"– (সূরাহ্ আল আন্‌'আম ৬ : ৩৮)-এর মতো। এখানে الْأَرْضِ ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য। তারপর হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, বিড়ালটিকে আটকে রেখে হত্যা করার দরুন মহিলাটিকে শাস্তি দেয়া হলো। এ মহিলাটি কি মু'মিনাহ্ ছিল নাকি কাফিরাহ্ ছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী ও ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) বলেন, সম্ভবত সে কাফিরাহ্ ছিল তাই কুফ্‌রীর কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হলো আর বিড়ালের ওপর যুল্‌ম করার কারণে তার শাস্তি আরো বৃদ্ধি করা হলো। এ শাস্তির সে উপযুক্ত হলো কারণ সে মু'মিনা ছিল না যাতে করে কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে বিরত থাকার প্রেক্ষিতে তার ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে মুসলিমা ছিল কিন্তু বিড়ালের ওপর যুল্‌ম করার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হলো।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, সঠিক কথা হলো সে মু'মিনা ছিল আর হাদীসের বাহ্যিক দিক থেকে বুঝা যায় বিড়ালের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে আর এ গুনাহটি কোন সগীরাহ্ গুনাহ নয় বরং এর উপর إصرار তথা অটল থাকার প্রেক্ষিতে তা কাবীরাহ্ গুনাহের রূপ নিয়েছে। তবে হাদীসের মধ্যে তার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কথা বলা হয়নি।

١٩٠٤ -[١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: لَأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০৪-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (একদিন) এক ব্যক্তি পথচলা অবস্থায় সামনে দেখে একটি গাছের ডাল পথের উপর পড়ে আছে। সে ভাবল, আমি মুসলিমদের চলার পথ থেকে ডালটিকে সরিয়ে দেব, যাতে তাদের কষ্ট না হয়। এ কারণে এ লোকটিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। (বুখারী, মুসলিম)[৯৪১]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী বলেন : শুধুমাত্র সৎ নিয়্যাতের কারণে তাকে জান্নাতের অধিকাসী করা হলো। হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, মানুষের চলাচল করতে অসুবিধা সৃষ্টি করে এমন কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলাতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। হাদীসটি থেকে অল্প কাজ করে বেশী কল্যাণ লাভ করারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

١٩٠٥ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯৪১] **সহীহ :** মুসলিম ১৯১৪, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৬৩।

১৯০৫-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম জান্নাতে একটি গাছের নীচে স্বাচ্ছন্দে হাঁটছে। সে এমন একটি গাছ রাস্তার মধ্য থেকে কেটে ফেলে দিয়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত। (মুসলিম)[৯৪২]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন, কোন কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তায় থাকলে প্রয়োজনবোধে তাকে ধ্বংস করাও জায়িয।

١٩٠٦ -[١٩] وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذٰى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ: «اتَّقُوا النَّارَ» فِي «بَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

১৯০৬-[১৯] আবূ বারযাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর নাবী! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন, যাতে আমি (পরকালে) উপকৃত হই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : **মুসলিমদের চলাচলের পথে কষ্টদায়ক কোন কিছু পেলে তা ফেলে দিবে।** (মুসলিম)[৯৪৩]

ইমাম মুসলিম বলেন, 'আদী ইবনু হাতিম-এর বর্ণনা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ) ইন্‌শাআল্লাহ আমি *"আলা-মা-তুন্ নুবুওয়্যাহ্"* অধ্যায়ে উল্লেখ করব।

ব্যাখ্যা : عن الطريق অত্র হাদীসে বলা হয়েছে إماطة الأذى তথা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলতে এবং বলা হয়েছে, এ কাজ করা ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা আর সর্বনিম্ন শাখার এত বড় সাওয়াব উল্লেখ করে অন্যান্য শাখার প্রতি আরো বেশী যত্নবান হওয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

(اتَّقُوا النَّارَ) জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা অব্যাহত রাখ যদিও খেজুরের একটু সিলকা দিয়ে হোক। যদিও তাও না পাও তাহলে অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে একটি ভাল কথা বলে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٠٧ -[٢٠] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِي

১৯০৭-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাদীনায় আগমন করার পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর 'চেহারা মুবারাক' দেখেই আমি চিনতে পেরেছি এ কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। সর্বপ্রথম তিনি যে কথা বলেছিলেন তা ছিল, "হে লোকেরা! তোমরা

---

[৯৪২] **সহীহ :** মুসলিম ১৯১৮, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫১৩৪।

[৯৪৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৬১৮, আহমাদ ১৯৭৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৬৮।

পরস্পর সালাম বিনিময় করো, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ করো, রাতের বেলা যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তাহাজ্জুদের সলাত আদায় কর, তাহলে প্রশান্তচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, দারিমী)[৯৪৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে (أَيُّهَا النَّاسُ) 'হে মানব সকল' বলে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 'তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও' মানে হচ্ছে তোমরা শুধু পরিচিত জনকেই সালাম দিবে না, অপরিচিত জনকেও সালাম দিবে। খাদ্য খাওয়ানো দ্বারা মূলত যাকাতের আবশ্যক দান ব্যতীত অন্যান্য দান, যেমন- সাধারণ দান, উপহার প্রদান, মেহমানদারি করানো ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে বংশগত দিক থেকে নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, নমনীয় হওয়া ও তাদের সাথে কোমল আচরণ করা। রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নাফ্‌ল সলাত আদায় করার আদেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এ সময়টি সাধারণত অমনোযোগিতার সময়। এ সময়ে যারা জেগে থেকে সলাত আদায় করবে তারা অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে এবং লোক দেখানো (রিয়া) বা লোক শুনানো (সুম্‌'আহ্) (কোন 'আমাল মানুষকে দেখানো বা শুনানোর জন্য করা হলে তা গোপন শির্‌কে রূপান্তরিত হয়, এরূপ 'আমাল অবশ্যই বর্জনীয়) থেকে মুক্ত থাকবে। এ কর্মসমূহ যারা সম্পাদন করবে তারা কোনরূপ কষ্ট বা অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিরাপদ থাকবে কিংবা জান্নাতে প্রবেশের সময় মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) তাদেরকে সালাম দিবেন।

١٩٠٨ ـ[٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه

১৯০৮-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রহমানের 'ইবাদাত করো, খাবার দাও, মুসলিমদেরকে সালাম দাও; তোমরা সহজে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৯৪৫]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত কর্মসমূহ যদি তোমরা সম্পাদন করো এবং এ কর্মের উপরই মৃত্যুবরণ করো তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। তখন তোমাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তোমরা দুশ্চিন্তগ্রস্তও হবে না।

١٩٠٩ ـ[٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوْءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৯০৯-[২২] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অবশ্য অবশ্য সদাক্বাহ্ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে ঠাণ্ডা করে, আর খারাপ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। (তিরমিযী)[৯৪৬]

---

[৯৪৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ্ ৩২৫১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৫৮৪৭, আহমাদ ২৩৭৮৪, দারিমী ১৪৬০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪২৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ৬১৬।

[৯৪৫] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ১৮৫৫, ইবনু মাজাহ্ ৩৬৯৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৭১, সহীহ আত্ তারগীব ৯৪৫।

[৯৪৬] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৬৬৪, ইবনু হিব্বান ৩৩০৯, ইরওয়া ৮৮৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫১৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১৪৮৯। কারণ হাসান عَنْعَنَ সূত্রে বর্ণনা করায় একজন মুদ্দালিস রাবী দ্বিতীয়ত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'ঈসা আল খাযযার একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় সে যদি দান করে তাহলে তার দান তার প্রতি আল্লাহর যে রাগ ছিল তা প্রশমিত করে বা মিটিয়ে দেয়। তাছাড়া আল্লাহর রাস্তায় দান মন্দ/খারাপ মৃত্যু রোধ করে। মন্দ মৃত্যু বলতে কয়েক ধরনের মৃত্যু হতে পারে। যেমন- (এক) মৃত্যুর সময় খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, যা ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতের অস্বীকার ও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়; (দুই) হঠাৎ মৃত্যু; (তিন) এমন সকল মৃত্যু যা ব্যক্তিকে আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে খারাপ সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, দান দানকারী ব্যক্তিকে মৃত্যুকালীন ফিতনাহ্ থেকে রক্ষা করবে অথবা দান-এর কারণে দানকারী মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ্ করার সুযোগ পাবে, যদিও সে গুনাহের উপর দৃঢ় সংকল্পকৃত ও অবাধ্য হোক না কেন।

অথবা সে যে কোন ধরনের ধ্বংস, যেমন- পানিতে ডোবা কিংবা আগুনে পোড়া হতে নিরাপদ থেকে মৃত্যুবরণ করবে। হাফিয ইরাক্বী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ধরনের মৃত্যু যা থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। যেমন- পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, গর্তে পরে মারা যাওয়া কিংবা যে কোনভাবে ধ্বংস হওয়া। অথবা মৃত্যুর সময়ে শায়ত্বনের প্রভাবে মোহাবিষ্ট হওয়া, কিংবা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ থেকে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ইত্যাদি।

١٩١٠ -[٢٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَاءِ أَخِيكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৯১০-[২৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিটি ভাল কাজই সদাক্বাহ্, আর তোমার নিজের কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ এবং কোন ভাইয়ের পাত্রে নিজের বালতি থেকে পানি ঢেলে দেয়াও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত। (আহ্মাদ, তিরমিযী)[৯৪৭]

ব্যাখ্যা : মা'রূফ (مَعْرُوْفٍ) বলতে প্রত্যেক ঐ কাজকে বুঝায় যা ইসলামী শারী'আত সুন্দর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে অথবা মানববুদ্ধি ('আক্বল) দ্বারা যা ভালো বলে স্বীকৃত। তবে মানববুদ্ধি দ্বারা স্বীকৃত কর্মগুলো তখনই মা'রূফ হবে যখন সেগুলো শারী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক না হবে। সদাক্বাহ্ বলা হয় ঐ দানকে যা ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার উদ্দেশে দান করে। হাদীসে বর্ণিত "প্রত্যেক সৎ কাজই একটা দান" কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক সৎ কাজই সম্পদ বা অর্থ দান করার স্থলাভিষিক্ত। সদাক্বার মতো প্রত্যেক সৎ কাজও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উপায়।

আল্ মা'রূফ (اَلْمَعْرُوْفِ) ও আস্ সদাক্বাহ্ (اَلصَّدَقَةُ) পরিভাষা দু'টি শাব্দিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হলেও অর্থের দিক থেকে কাছাকাছি। তবে এ দু'টি শব্দ দ্বারাই উদ্দিষ্ট কাজ একই। আল-কুরআনে শব্দ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ﴾

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত অথবা সৎ কাজে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৪)

আর পরিভাষা দু'টি অত্র হাদীসে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীসে "ভাই" বলতে "মুসলিম ভাই" বুঝানো হয়েছে।

---

[৯৪৭] **সহীহ লিগায়রিহী :** আত্ তিরমিযী ১৯৭০, আহমাদ ১৪৮৭৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৪২, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৮৪।

١٩١١ -[٢٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وأمرك بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيْءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

১৯১১-[২৪] আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমার ভাইয়ের সামনে হাসি মুখে আগমন করা সদাক্বাহ্, নেক কাজ নির্দেশ, খারাপ কথাবার্তা হতে বিরত থাকা তোমার জন্য সদাক্বাহ্, পথহারা প্রান্তরে কোন মানুষকে পথ বলে দেয়া, কোন অন্ধ বা দুর্বল দৃষ্টিশক্তির মানুষকে সাহায্য করা সদাক্বাহ্, পথের কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দেয়া, নিজের বালতি থেকে অন্য কোন ভাইয়ের বালতিতে পানি দিয়ে ভরে দেয়া তোমার জন্য সদাক্বাহ্। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব)[৯৪৮]

ব্যাখ্যা : তাবাস্সুম (تَبَسُّمٌ) বা মুচকি হাসি ঐ হাসিকে বলে যে হাসিতে দাঁত দেখা যায় কিন্তু কোন আওয়াজ হয় না। যে হাসিতে হালকা আওয়াজ হয় যা নিকটবর্তী লোকজন শুধু শুনতে পায় সে হাসিকে সাধারণ হাসি বলে। আর যে হাসির আওয়াজ এতটা জোরে হয় যে দূরবর্তী লোকজনও শুনতে পায় সে হাসিকে কহ্কহ্ (قهقهة) বা অট্টহাসি বলে।

কোন দীনী ভাই-এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করলে সেরূপ সাওয়াব পাবে যেরূপ সাওয়াব পাওয়া যেত তাকে কিছু দান করলে। মা'রূফ ঐ কাজকে বলে যে কাজকে শারী'আত ও মানববুদ্ধি সুন্দর বলে মনে করে। আর মুনকার ঐ কাজকে বলে যে কাজকে শারী'আত ও মানববুদ্ধি সুন্দর বলে মনে করে না বরং খারাপ মনে করে।

١٩١٢ -[٢٥] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ». فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهٖ لِأُمِّ سَعْدٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৯১২-[২৫] সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! উম্মু সা'দ (অর্থাৎ আমার মা) মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর মাগফিরাতের জন্য কোন্ ধরনের দান সদাক্বাহ্ উত্তম? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : "পানি", (এ কথা শুনে) সা'দ কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এ কূপ উম্মু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর জন্য সদাক্বাহ্। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৯৪৯]

ব্যাখ্যা : সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মায়ের নিকট সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম দান কোন্‌টি? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন যে, পানি। আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পানি পান করানো"। কেননা ঐ সময় মাদীনায় পানির স্বল্পতা ছিল। তবে পানি এমন একটি বস্তু যা স্বাভাবিকভাবেই সর্বদা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় পানি দান করাই সর্বোত্তম। কারণ দীনী ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রের কর্মে সবচেয়ে উপকারী বস্তু হলো পানি। বিশেষ করে উষ্ণ/শুষ্ক বা উচ্চ তাপমাত্রার দেশসমূহে।

---

[৯৪৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৯৫৬, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৭২, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৮৫, সহীহ আল জামি' ২৯০৮।

[৯৪৯] **হাসান লিগায়রিহী :** আবূ দাঊদ ১৬৮১, নাসায়ী ৩৬৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ৯৬২।

١٩١٣ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سقا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُوْمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৯১৩-[২৬] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম কোন একজন উলঙ্গ মুসলিমকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলিম কোন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাবার দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খাওয়াবেন। আর যে মুসলিম কোন পিপাসার্ত মুসলিমের পিপাসা মেটাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে 'রাহীকুল মাখতূমে'র পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করাবেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৯৫০]

ব্যাখ্যা : যে মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিমকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে মিস্‌কের সুগন্ধি দ্বারা মুখ বন্ধ করা বোতল থেকে পূর্ণভাবে জান্নাতী মদ পান করাবেন। আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, আর্ রাহীক্ব (الرَّحِيْق) অর্থ হচ্ছে মদের শ্রেষ্ঠাংশ এবং নির্ভেজাল পানীয় যাতে কোন ভেজাল থাকবে না। আর আল্ মাখতূম (الْمَخْتُوْم) অর্থ হলো এমন বোতল যার ছিল এমনভাবে লাগানো যা খুবই সুরক্ষিত এবং যার নিকটে তার অধিকারী/হাক্বদার ব্যতীত কেউ পৌঁছতে পারে না। আল্লামা আল্ মানাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদীসে বর্ণিত কাজগুলো যারা করবে তাদেরকে জান্নাতে ঐ জিনিসের সর্বোত্তমটি প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে। কারণ স্বাভাবিকভাবে জান্নাতের সবাইকেই তো ঐসব বস্তু দেয়া হবে। ঐসব কর্মশীলদের সর্বোত্তমটি দেয়ার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হবে। এ হাদীসের মধ্যে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, সৎকর্মের মধ্যে বৈচিত্রতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সৎকর্ম সম্পাদন করা উচিত এবং যারা ঐ সব বস্তুর মুখাপেক্ষী, অর্থাৎ যাদের ঐ সবে চাহিদা রয়েছে তাদেরকে তা দেয়া উচিত। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয় যে, ঐ সব কর্মের প্রতিদান একই জাতের বস্তু দ্বারা দেয়া হবে।

١٩١٤ - [٢٧] وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قُبَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ثُمَّ تَلَا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة ٢ : ١٧٧] الْآيَةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

১৯১৪-[২৭] ফাত্বিমাহ্ বিনতু কুবায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই সম্পদে যাকাত ছাড়াও (গরীবের) আরো অন্যান্য হাক্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন পুণ্য (কল্যাণ) নেই"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭৭) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৯৫১]

---

[৯৫০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৬৮২, আত্ তিরমিযী ২৪৪৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২৭৯, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২২৪৯। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে আবূ খালিদ আদ্ দালানী একজন সত্যবাদী রাবী কিন্তু বেশি বেশি ভুল করে এবং তাদলীস করে। তাই সে য'ঈফ রাবী।

[৯৫১] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৬৫৯, ইবনু মাজাহ্ ১৭৮৯, দারিমী ১৬৭৭, দারাকুত্বনী ২০১৬, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৪৩৮৩, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১৯০৩। কারণ এর সানাদে আবূ হামযা মায়মূন আল আ'ওয়ার একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : আল্লামা আল্ মানাবী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী "যাকাত ছাড়াও ব্যক্তির সম্পদে অপর ব্যক্তির অধিকার রয়েছে"। যেমন- বন্দি-মুক্ত করা, নিরুপায় ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো। এগুলো হলো যাকাতের বাইরের আবশ্যক দায়িত্ব। আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের মর্মার্থ হলো ভিক্ষুক এবং ঋণপ্রত্যাশীকে মাহরূম না করা এবং কেউ যদি বাড়ির দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন- হাড়ি-পাতিল, আগুন, পানি, লবন ইত্যাদি চায় তাহলে তাকে তা দেয়া উচিত।

হাদীসে বর্ণিত কথার প্রমাণ হিসেবে রসূল ﷺ কুরআনের যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেন সেটি হলো– "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে- কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নাবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সলাত ক্বায়িম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে"। (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭৭)

ত্বীবী বলেন, এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করার কারণ হলো, এ আয়াতে সম্পদ ব্যয় করার কথাও বলা হয়েছে এবং পরক্ষণেই যাকাত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, ব্যক্তির সম্পদে যাকাত ছাড়াও অন্য ব্যক্তির অন্য অধিকার রয়েছে। বলা হয়, হাক্ব বা অধিকার দু' ধরনের। (এক) ঐ সমস্ত অধিকার যেগুলো প্রদান আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর আবশ্যক বিধান করেছেন। (দুই) ঐ সমস্ত অধিকার যেগুলো বান্দা তার কৃপণতা থেকে বাঁচার জন্য এবং আত্মশুদ্ধির জন্য নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছে।

١٩١٥ -[٢٨] وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «اَلْمَاءُ». قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «اَلْمِلْحُ». قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৯১৫-[২৮] মহিলা সহাবী বুহায়সাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা কোন্ জিনিস যা দিতে অস্বীকার করা হালাল নয়? তিনি বললেন, 'পানি'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নাবী! কোন্ জিনিস দিতে নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন, 'লবণ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নাবী! আর কোন্ জিনিস নিষেধ করা হালাল নয়? নাবী ﷺ বললেন, সর্বপ্রকার কল্যাণের কাজই তোমার জন্য কল্যাণকর। (আবূ দাউদ)[৯৫২]

ব্যাখ্যা : পানি প্রার্থনাকারীকে তা দিতে তখনই নিষেধ করা যাবে না যখন পানির মালিকের পানির প্রয়োজন থাকবে না। কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পানি হলো এমন নগণ্য জিনিস যা প্রার্থনাকারীকে ও প্রতিবেশীকে দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। লবণ প্রার্থনাকারীকে তা দিতে বিরত থাকা যাবে না এজন্য যে, এ জিনিসটি মানুষের খুবই প্রয়োজন এবং প্রথাগতভাবেই মানুষ এটা আদান-প্রদান করে। ইমাম আশ্ শাওকানী বলেন, মূলত যেসব জিনিস দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় সেসব জিনিস এই একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৯৫২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৬৬৯, আহমাদ ১৫৯৪৫, দারিমী ২৬৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৩০, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২৯৬৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৬৬। কারণ এর সানাদে সাইয়্যার ইবনু মানযূর এবং বুহায়নাহ্ দু'জনই মাজহূল রাবী।

সর্বশেষে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "যে কোন ভাল কাজ করাই তোমার পক্ষে ভাল"। এর অর্থ হলো : তোমার সুরভিত আত্মা যে কল্যাণকর কাজ করতে চায় তা করা উচিত এবং তা করা থেকে বিরত থাকা বৈধ নয়। আল্লামা আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর পক্ষে কুরআনী দলীল হচ্ছে– আল্লাহ বলেন, "কেউ অণু পরিমাণ কাজ করলে সে তা (ক্বিয়ামাতের দিন) দেখবে"– (সূরাহ্ আয্ যিলযা-ল ৯৯ : ০৭)। অত্র হাদীসে যে "বৈধ নয়" বলা হয়েছে এর দ্বারা মূলত বুঝাচ্ছে "উচিত নয়"।

١٩١٦ -[٢٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهٗ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৯১৬-[২৯] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করে (অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে) তার এ কাজে তার জন্য সাওয়াব আছে। যদি এ জমি ক্ষুধার্ত কিছু খায় তাহলে এটাও তার জন্য সদাক্বাহ্। (নাসায়ী, দারিমী)[৯৫৩]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি কোন মৃত (পতিত) বা শুষ্ক কিংবা এমন জমি যা থেকে কোন উপকার লাভ করা যায় না, তা সেচ, চাষাবাদ, কৃষি বা রোপনের মাধ্যমে উপকারী জমিতে রূপান্তরিত করে তাহলে তাতে তার জন্য (যে জমিকে কৃষি উপযোগী করল) সাওয়াব রয়েছে। এরপর যদি ঐ জমিতে উৎপন্ন শস্যাদি, ফল-মূল, খাদ্য, তরি-তরকারী ইত্যাদি থেকে কোন মানুষ, পশু কিংবা পাখি কিছু খায় এবং এ খাওয়ার কারণে কৃষক বা জমির মালিক যদি অসন্তুষ্ট না হয় তাহলে ঐসব প্রাণী যা খাবে তা তার জন্য সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

١٩١٧ -[٣٠] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ لَبَنٍ أَو وَرِقٍ أَوْ هَدٰى زُقَاقًا كَانَ لَهٗ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৯১৭-[৩০] বারা ইবনু 'আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে একটি দুগ্ধবতী ছাগী দুধ পানের জন্য দিবে অথবা রূপা (অর্থাৎ টাকা-পয়সা) ধার হিসেবে দেবে অথবা পথহারা কোন ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেবে, সে একটি গোলাম স্বাধীন করার মতো সাওয়াব পাবে। (তিরমিযী)[৯৫৪]

ব্যাখ্যা : আল জাযারী (রহঃ) বলেন, টাকা-পয়সা দান করার অর্থ হলো টাকা-পয়সা ঋণ দেয়া আর দুধ দান করার অর্থ হলো উটনি বা ছাগল দান করা এ শর্তে যে, ঐ পশুর দুধ থেকে তারা লাভবান হবে এবং প্রয়োজন শেষে মালিককে ঐ পশুগুলো ফেরত দিবে। এ কাজগুলো যে করবে সে একজন দাস মুক্ত করার সাওয়াব পাবে। কাজগুলোর সাথে দাসমুক্তির সাওয়াবের সাদৃশ্য করা হয়েছে এজন্য যে, ঐ কাজগুলো দ্বারা সৃষ্টিজীবের উপকার সাধন করা হয় এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।

١٩١٨ -[٣١] وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهٖ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا: هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: «لَا تقل عَلَيْكَ السَّلَامِ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ» قُلْتُ: أَنْتَ

---

[৯৫৩] **সহীহ :** আহমাদ ১৫০৮১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৫১, দারিমী ২৬০৭; সহীহ আল জামি' ৫৯৭৪।

[৯৫৪] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৯৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ৮৯৮।

رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُول الله الَّذِيْ إِذا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ» . قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ. قَالَ: «لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا» قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً. قَالَ: «وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيثَ السَّلَامِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَكُونَ لَكَ أَجْرُ ذٰلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ».

১৯১৮-[৩১] আবূ জুরাই জাবির ইবনু সুলায়ম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মাদীনায় এলাম, দেখলাম লোকেরা এক ব্যক্তির মতামত ও জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। সে ব্যক্তি যা বলছে, মানুষ সে অনুযায়ী কাজ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহর রসূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (তাঁর খিদমাতে হাযির হয়ে) দু'বার বললাম, *'আলায়কাস্ সালা-ম'*। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : *'আলায়কাস্ সালা-ম'* বলো না। কারণ *'আলায়কাস্ সালা-ম'* হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ। বরং বলো, *'আস্‌সালা-মু 'আলায়কা'*। এরপর আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রসূল। ওই আল্লাহর, যিনি কোন বিপদ-আপদে তুমি তাঁকে ডাকলে তিনি তা দূর করে দেন। তুমি যদি দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে তাঁকে ডাকো, তাহলে তিনি জমিনে তোমার জন্য সবুজ ফসল ফলিয়ে দেবেন। তৃণ ও প্রাণহীন কোন মরুপ্রান্তরে অথবা ময়দানে যখন থাকো এবং সেখানে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি তাঁকে ডাকো, তিনি তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, আমাকে কিছু নাসীহাত করুন। তিনি বললেন, কাউকে গালমন্দ করো না। আবূ জুরাই বলেন, এরপর আমি আর কাউকে গালমন্দ করিনি—মুক্ত ব্যক্তিকে, গোলামকে, উট এবং বকরী কাউকেই নয়। (এরপর) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যখন তোমার কোন ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলবে তখন হাসিমুখে বলবে, এটাও নেক কাজের অংশ। তুমি তোমার পাজামা-লুঙ্গী হাঁটুর নীচ পর্যন্ত উঠিয়ে পড়বে। এতটুকু উঁচুতে ওঠাতে না চাইলে টাখনুদ্বয়ের উপরে রেখে পড়বে। কাপড় টাখনুর নীচে ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে সাবধান, কারণ টাখনুর নীচে কাপড় পড়া অহংকারের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা অহংকার পছন্দ করেন না। কেউ তোমাকে গালি দিলে এবং তোমার এমন কোন দোষের জন্য লজ্জা দিলে যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে, তাহলে তুমি (প্রতিশোধ নিতে) তার কোন দোষের জন্য তাকে লজ্জা দেবে না, যা তুমি জানো। কারণ তার গুনাহের ভাগী সে হবে। (আবূ দাউদ; তিরমিযী এ হাদীসটি প্রথমাংশ অর্থাৎ "আস্‌সালা-ম" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায়, *"ফায়াকূনু লাকা আজ্‌রু যা-লিকা, ওয়া ওয়াবা-লুহূ 'আলাইহি"* [তাহলে এর প্রতিদান তুমি পাবে এবং এর খারাপ পরিণতি তার ওপর বর্তাবে] পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[৯৫৫]

---

[৯৫৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪০৮৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৯৩, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ১১০৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৬৮৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৭৩০৯।

ব্যাখ্যা : খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, ধারণা করা হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে সালাম প্রদানের সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে, *"আলায়কাস্ সালা-ম"* বলা, যেমনটা সাধারণ মানুষেরা (জাহিলী যুগে) বলতো। রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি যখন ক্ববরস্থানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন : أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ। এ বাক্যে দেখা যাচ্ছে তিনি عَلَيْكُمْ-এর পূর্বে أَلسَّلَامُ শব্দ নিয়ে এসেছেন। যেভাবে জীবিতদের সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মূলত সালামের সুন্নাতী পদ্ধতিতে জীবিত ও মৃতদের সালাম প্রদানের কোন ভিন্ন পদ্ধতি নেই।

আল্লামা ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ যাদুল মা'আদ-এ লিখেছেন, প্রথমে সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ হচ্ছে *"আস্সালা-মু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ"* বলা। তিনি প্রথমে সালামদাতার ক্ষেত্রে *"আলায়কাস সালা-ম"* বলা অপছন্দ করতেন। অতঃপর ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) আবূ জুরাই রাঃ-এর এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, কিছু লোক এমনটা ধারণা করেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃতদের সালাম দেয়ার ক্ষেত্রেও *"আস্সালা-মু"* শব্দটি প্রথমে এনে *"আস্সালা-মু 'আলায়কুম"* বলে সালাম দিতেন। তারা আরো ধারণা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, *"আলায়কাস্ সালা-ম"* হচ্ছে "মৃতদের সালাম" এ বাক্য দ্বারা মৃতদের সালাম দেয়া শার'ঈ বিধান। তারা এখানে বুঝতে যে ভুল করেছে তার কারণেই এ বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। মূলত রসূল ﷺ-এর ঐ বক্তব্য তৎকালীন অবস্থা বা প্রচলনকে বুঝিয়েছে, শার'ঈ বিধান হিসেবে বুঝায়নি।

١٩١٩ ـ [٣٢] وَعَنْ عَائِشَةَ إِنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

১৯১৯-[৩২] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সহাবীগণ (অথবা তাঁর পরিবারবর্গ) একটি বকরী যাবাহ করলেন। (গোশ্ত বণ্টনের পর) নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এর আর কী বাকী আছে? 'আয়িশাহ্ রাঃ বললেন, একটি বাহু ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি (ﷺ) বললেন : এর ঐ বাহুটি ছাড়া আর সবই বাকী আছে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।)[৯৫৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ বা তাঁর পরিবারবর্গ একটি ছাগল যাবাহ করার পর সেটির একটি বাহু ছাড়া বাকী সকল গোশ্ত সদাক্বাহ্ করা হয়ে গেলে রসূল ﷺ 'আয়িশাহ্ রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলটির কোন অংশ বাকী আছে? উত্তরে 'আয়িশাহ্ রাঃ বললেন, একটি বাহু বাকী আছে, যা সদাক্বাহ্ করা হয়নি। এ উত্তর শুনে রসূল ﷺ বললেন, ছাগলটির যা সদাক্বাহ্ করা হয়েছে তাই মূলত আল্লাহর নিকট বাকী (জমা) আছে। আর যা তোমার নিকট জমা আছে অর্থাৎ সদাক্বাহ্ করনি তা আসলে বাকী নেই। এ বক্তব্যের সমর্থনে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী দেখতে পাওয়া যায় যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ﴾

"তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী।"

(সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৯৬)

আল্ মুনযিরী বলেন, এ হাদীসের অর্থ হলো, সহাবীগণ ছাগলটির সকল কিছুই দান করেছেন শুধু এর বাহুটি (যা জমা আছে) ছাড়া।

---

[৯৫৬] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২৪৭০, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৫৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ৮৫৯।

١٩٢٠ - [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِيْ حِفْظٍ مِنَ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

১৯২০-[৩৩] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাপড় পরাবে, সে আল্লাহ তা'আলার হিফাযাতে থাকবে যতদিন ওই কাপড়ের একটি টুকরা তাঁর পরনে থাকবে। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)[৯৫৭]

ব্যাখ্যা : দানকৃত কাপড়ের এক টুকরাও গায়ে থাকার অর্থ হলো কাপড়টি নষ্ট হওয়া পর্যন্ত। হাদীসটিতে বর্ণিত আল্লাহর হিফাযাত বলতে পার্থিব জগতের হিফাযাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পরকালে এর অগণিত ও অপরিমেয় সাওয়াব রয়েছে। হাদীসে মুসলিম ব্যক্তিকে কাপড় পরিধান করানোর কথা বলায় বুঝা যায় কেউ যদি কোন অমুসলিম যিম্মীকে কাপড় পরিধান করায় তাহলে তার জন্য বর্ণিত অঙ্গীকার প্রযোজ্য হবে না।

١٩٢١ - [٣٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهٖ يُخْفِيْهَا أُرَاهُ قَالَ: مِنْ شِمَالِهٖ وَرَجُلٌ كَانَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهٗ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ أَحَدُ رُوَاتِهٖ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ كَثِيْرُ الْغَلَطِ

১৯২১-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম করে বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন– (১) যে রাতে উঠে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, (২) যে ডান হাতে কিছু দান করে এবং গোপন রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি, তিনি বলেছেন– আপন বাম হাত থেকে (গোপন রাখে) এবং (৩) যে ব্যক্তি সৈন্যদলে থাকাবস্থায় তার সহচরগণ পরাজিত হলেও সে শত্রুর দিকে অগ্রসর হলো (এবং তাদেরকে পরাজিত করল অথবা শাহীদ হলো)। (তিরমিযী; তিনি একে গায়রে মাহ্‌ফূয বা শায বলেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী আবূ বাক্‌র ইবনু 'আইয়্যাশ বেশ ভুল করতেন। [কিন্তু অপর সানাদ অনুসারে এটা সহীহ্‌])[৯৫৮]

ব্যাখ্যা : যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন তারা হলেন, (এক) ঐ ব্যক্তি যিনি রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে সলাত আদায় করেন এবং সলাতে ও সলাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত করেন; (দুই) আল্লাহর অধিক ভালবাসা এবং সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশে লোক দেখানো (রিয়া) ও লোক শুনানো (সুম্'আহ্)-এর গুনাহের ভয়ে সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সাথে এমনভাবে দান করে যে দান ডান হাত করে কিন্তু বাম হাত জানে না। উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীস দ্বারা ডান হাত দ্বারা দান-সদাক্বাহ্ করাকে উত্তম শিষ্টাচার হিসেবে বুঝানো হয়েছে। (তিন) ঐ ব্যক্তি যে কোন ছোট সৈন্য বাহিনীর সদস্য হয়ে যুদ্ধ করছে এবং এক পর্যায়ে তার বাকী সৈন্য-সাথীরা পরাজয় বরণ করলেও তিনি আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করতে একাই যুদ্ধ চালিয়ে সামনের শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন।

---

[৯৫৭] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৪৮৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২৭৮, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫২১৭।

[৯৫৮] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৫৬৭, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৬০৯। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্‌র ইবনু 'আইয়্যাশ একজন বেশি বেশি ভুলকারী রাবী।

١٩٢٢ -[٣٥] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو اٰيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

১৯২২-[৩৫] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : তিন প্রকার লোককে আল্লাহ ভালবাসেন। তিন প্রকার লোককে অপছন্দ করেন। আল্লাহ ভালবাসেন, ওই ব্যক্তিকে যে এক দল লোকের কাছে এসে আল্লাহর দোহাই দিয়ে চাইল, কোন আত্মীয়তা বা নৈকট্যের দোহাই দিলো না। এ দলটি তাকে কিছু না দিয়ে বিমুখ করল। এরপর এদের মধ্যে এক ব্যক্তি সংগোপনে লোকটিকে কিছু দিলো। আল্লাহ যাকে দান করেছে সে ছাড়া এ দানের কথা আর কেউ জান না। দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে তার দলের সাথে গোটা রাত অতিবাহিত করল। যখন তাদের সবার কাছে ঘুম প্রিয়তম হলো এবং দলের সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। এ সময় ওই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কাছে কান্নাকাটি করল ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করল। মোকাবেলা হলে তার বাহিনী যখন পরাজিত হল তখন সে ব্যক্তি শত্রুর মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করল, যতক্ষণ না শাহীদ অথবা বিজয়ী হলো। যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ অপছন্দ করেন, (তারা হলো) বৃদ্ধ যিনাকারী, অহংকারী ফকীর এবং অত্যাচারী ধনী। (তিরমিযী, নাসায়ী)[৫৫৯]

ব্যাখ্যা : যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন তাদের প্রথমজনের বর্ণনা হাদীসে যেভাবে এসেছে তাতে মনে হতে পারে যে, যে ব্যক্তি চেয়েছে অর্থাৎ ভিক্ষুক-ই ভালবাসা প্রাপ্ত ব্যক্তি। আসলে তা নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে– ঐ ভিক্ষুককে দানকারী ব্যক্তি। তবে ঐ ভিক্ষুক যদি কোন আত্মীয়তার সম্পর্ককে ওয়াসীলা না করে আল্লাহর নামকে ওয়াসীলা করে ভিক্ষা চায় (যেমন- আমাদের সমাজে ভিক্ষুকরা আল্লাহর ওয়াস্তে চায়) তাহলেই দানকারী এ বিশেষ মর্যাদা পাবে। মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, কেউ যখন আল্লাহর নামে কারো নিকট কিছু চায় তাহলে অন্তত আল্লাহর নামের সম্মানে তাকে দান করা আবশ্যক। যদি কেউ তাকে না দেয় তাহলে সবাই বড় গুনাহের ভাগিদার হবে। তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন যদি ঐ ভিক্ষুককে গোপনে দান করে তাহলে দানকারী ব্যক্তি দু'টি মর্যাদার অধিকারী হবেন। (এক) সে আল্লাহ তা'আলার নামকে সম্মান করল। (দুই) সে গোপনে দান করল। আর গোপনে দান করার পৃথক মর্যাদা রয়েছে।

"আমার আয়াত তিলাওয়াত করে"-এর অর্থ হলো আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং এর অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে।

"বৃদ্ধ যিনাকারী" বলতে যুবক ব্যক্তির সাথে বৃদ্ধা মহিলার যিনা উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার অবিবাহিত মেয়ের সাথে বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমনটা তিলাওয়াত রহিত করা হয়েছে কিন্তু হুকুম (বিধান) জারি আছে এমন আয়াত "যখন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বা বিবাহিত পুরুষ-নারী যিনা করবে তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করবে"-এ বর্ণিত হয়েছে।

---

[৫৫৯] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ২৫৬৮, নাসায়ী ২৫৭০, আহমাদ ২১৩৫৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৫৬, ২৫৬৪, ইবনু হিব্বান ৩৩৫০, ৪৭৭১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৫২০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৩৮, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ২৬১০।

١٩٢٣ -[٣٦] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَم الْحَدِيدُ قَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ قَالَ نَعَمِ النَّارُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ اَلْمَاءُ قَالُوا يَا رَبِّ فَهَل مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمِ الرِّيحُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ قَالَ نَعَمِ ابْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

وَذُكِرَ حَدِيثُ مُعَاذٍ: «اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ». فِيْ كِتَابِ الْإِيْمَانِ.

১৯২৩-[৩৬] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা দুলতে লাগল। তখন পাহাড়গুলো সৃষ্টি করে সেগুলো পৃথিবীর উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। পৃথিবী স্থির হয়ে গেল। পাহাড়ের শক্তি দেখে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) বিস্মিত হলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাব্বুল আলামীন! আপনার সৃষ্টি জগতে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিধর জিনিস আর কী আছে? আল্লাহ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আছে। তা হলো লোহা। মালাকগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রব! লোহার চেয়ে শক্তিধর কী কিছু আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আগুন। মালাকগণ বললেন, পরওয়ারদিগার। আপনার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চেয়েও বেশী শক্তিধর কী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, পানি। তারপর মালায়িকাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদিগার! সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়েও শক্তিধর কিছু আছে কী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ, আছে। (আর তা হলো) আদাম সন্তানের দান খায়রাত। ডান হাতে দান (এমনভাবে যে) বাম হাত হতেও গোপন করে থাকে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।)[৯৬০]

মু'আয-এর হাদীস «اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ» (অর্থাৎ দান-সদাক্বাহ্ পাপ মিটিয়ে দেয়) 'কিতাবুল ঈমান'-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা যখন সর্বপ্রথম কা'বার জমিন সৃষ্টি করলেন এবং সেটাকে উত্তপ্ত ও এর চতুস্পার্শে বিস্তৃত করলেন তখন সেটি পানির উপর একটি থালা বা ফলকের মতো হলো। তারপর সে জমিনটি খুব নাড়াচাড়া ও আন্দোলিত হওয়া শুরু করল। এমনকি মালায়িকাহ্ বলে উঠল, এ জমিন দ্বারা মানবজাতি উপকৃত হতে পারবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পাহাড় সৃষ্টি করে তা জমিনে স্থাপিত করলেন, যাতে করে জমিন তার নিজ স্থানে স্থির হয়, তার স্থান থেকে নাড়াচাড়া না করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেন,

﴿وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ﴾

অর্থাৎ "এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়।" (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১৫)

---

[৯৬০] **য'ঈফ :** আত্ তিরমিযী ৩৩৬৯, শু'আবুল ঈমান ৩১৬৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫২৯। কারণ এর সানাদে সুলায়মান ইবনু আবূ সুলায়মান একজন প্রায় অপরিচিত রাবী যেমনটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন।

মালায়িকাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, হে রব! তোমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের থেকে অধিক শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আছে, লোহা। কারণ লোহা দ্বারা পাথর ভাঙ্গা যায় এবং পাহাড়কে মূলোৎপাটিত বা অপসারণ করা যায়। মালায়িকাহ্ এরপর একই ধরনের প্রশ্ন করলে আল্লাহ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, লোহার থেকে অধিক শক্তিশালী হচ্ছে আগুন। কারণ আগুন লোহাকে গলিয়ে নরম করে ফেলে। আগুন থেকে অধিক শক্তিশালী হলো পানি। কারণ পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। পানি থেকে অধিক শক্তিশালী হলো বাতাস। কারণ বাতাস পানিকে বিভক্ত করে এবং শুকিয়ে ফেলে। ত্বীবী বলেন, বাতাস পানি ভর্তি মেঘমালাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়।

হাদীসে উল্লিখিত বিভিন্ন পদার্থ ও এমনকি বাতাস হতে যে জিনিসটি অধিক শক্তিশালী তা হলো আদাম সন্তানের ঐ দান যা সে ডান হাতে দান করে কিন্তু বাম হাত জানে না। এর কারণ হলো, দানের মধ্যে নিজ ইচ্ছার বিরোধিতা করতে হয়, (অর্থাৎ সাধারণত কোন ব্যক্তি চায় না তারই কষ্টার্জিত সম্পদ নগদ লাভ ছাড়া হাত ছাড়া করতে), নিজ (সম্পদ জমা করার) স্বভাবকে এবং শায়ত্বনকে দমন/পরাভূত করতে হয়। (কারণ মানুষের স্বভাব হলো সম্পদ জমানো এবং গণনা করা, আর শায়ত্বনতো চায়-ই না যে, মানুষ আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করুক এবং তাঁর প্রিয় বান্দা হয়ে যাক।) উল্লেখ্য যে, এগুলো করা ব্যতীত দান করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

দান করা অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণ এও হতে পারে যে, ব্যক্তির দান আল্লাহর রাগকে প্রশমিত করে। আর আল্লাহর রাগের মতো কঠিন-কঠোর কিছুই নেই। যখন আল্লাহ বাতাসের মাধ্যমে কারো উপর শাস্তি পাঠাতে চান এবং তখন কেউ যদি কাউকে কিছু দান করে তাহলে ঐ দানের কারণে ঐ শাস্তি প্রতিহত হবে। তাহলে প্রমাণিত হলো, দান বাতাস থেকেও শক্তিশালী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٢٤ - [٣٧] عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهٗ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلٰى مَا عِنْدَهٗ». قُلْتُ: وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقَرَتَيْنِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

১৯২৪-[৩৭] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : যে মুসলিম বান্দা তার ধন-সম্পদ থেকে দু' দু'টি (জোড়া) আল্লাহর পথে খরচ করে, জান্নাতের সকল প্রহরী তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তাকে তাদের কাছে রক্ষিত জিনিসের দিকে ডাকবে। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন, আমি বললাম, 'দু' দু'টি অর্থ কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যদি তাঁর কাছে উট থাকে তাহলে দু' দু'টি করে উট আর যদি গরু থাকে, তাহলে দু' দু'টি করে গরু (দান করবে)। (নাসায়ী)[৯৬১]

ব্যাখ্যা : হাদীসে *"ফী সাবীলিল্লা-হ"* বা আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে দান করাকে বুঝানো হয়েছে। মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাগণের) নিকট রয়েছে মহান ও বড় বড় নি'আমাত (পুরস্কার) এবং জাঁকজমকপূর্ণ উপহার সামগ্রী।

---

[৯৬১] **সহীহ :** নাসায়ী ৩১৮৫, আহমাদ ২১৩৪১, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৬৭, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৫৭৭৪।

١٩٢٥ -[٣٨] وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৯২৫-[৩৮] মারসাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সহাবী আমাকে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, "ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনের ছায়া হবে তার দান সদাক্বাহ্।" (আহ্‌মাদ)[৯৬২]

ব্যাখ্যা : মূলত দান ক্বিয়ামাতের দিন দানকারীকে গরমের কষ্ট থেকে ছায়া দিয়ে রক্ষা করবে। ক্বারী বলেন, হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হলো, ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিন দানকারীর দান তার জন্য ছায়া হবে। যেভাবে সে পৃথিবীতে মানুষকে দান করে ছায়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার দান শারীরিক আকৃতি ধারণ করেও দানকারীকে ছায়াও দিতে পারে কিংবা দানের সাওয়াবও শারীরিক আকৃতি লাভ করে দানকারীকে ছায়া দিতে পারে। তবে কেউ যদি তার সম্পদ যেমন কাপড়, চাদর/শামিয়ানা ইত্যাদি দান করে তাহলে বাস্তবেই তা ক্বিয়ামাতের দিন দানকারীকে ছায়া দিবে, যেমন বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুসনাদে আহমাদে (খ. ৪, পৃ. ১৪৭) এবং ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান এবং হাকিম (খ. ১, পৃ. ৪২৬) স্ব-স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ক্বিয়ামাতের যখন মানুষের মাঝে বিচার চলবে তখন দানকারী ব্যক্তি তার দানকৃত বস্তুর ছায়ার নিচে অবস্থান করবে।

'আমীর আল্ ইয়ামানী বলেন : বাস্তবিক অর্থেই দানকারী দানকৃত বস্তুর ছায়ায় অবস্থান করবে। সেদিন দানকৃত বস্তুগুলো একত্রিত করা হবে এবং সেগুলো দানকারী থেকে সূর্যের খড়তাপকে প্রতিহত করবে (অর্থাৎ সূর্যের সেদিনের প্রচণ্ড তাপ দানকারীর শরীরে লাগবে না)। লেখক বলেন, হাদীসে বর্ণিত ছায়া বাস্তবিকই হবে, প্রতীকী নয়। এটাই নির্ভরযোগ্য মত।

١٩٢٦ -[٣٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ». قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذٰلِكَ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

১৯২৬-[৩৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'আশূরার দিন নিজের পরিবার পরিজনের জন্য উদারহস্তে খরচ করবে আল্লাহ তা'আলা গোটা বছর উদারহস্তে তাকে দান করবেন। সুফ্ইয়ান সাওরী বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি। (রযীন)[৯৬৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসে পরিবার বলতে ব্যক্তির অধীন ঐসব ব্যক্তিবর্গকে বুঝাচ্ছে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত।

সুফ্ইয়ান আস্ সাওরী বলেন : আমি এবং আমার সঙ্গী-সাথীরা এ হাদীসের সঠিকতা/বিশুদ্ধতা অর্থাৎ 'আশূরার দিন দান করলে দানকারীর ওপর আল্লাহর দান যে প্রশস্ত হয় তা পরীক্ষা করার উদ্দেশে তা করেছি এবং আমরা এর প্রতিদান পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের খাদ্য প্রশস্ত হয়েছে।

---

[৯৬২] **হাসান :** আহমাদ ১৮০৪৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮৭২।

[৯৬৩] **য'ঈফ :** রাযীন, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৫৮৭৩।

١٩٢٧ -[٤٠] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَضَعَّفَهُ.

১৯২৭-[৪০] এ হাদীসটিকে ইমাম বায়হাক্বী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ সা'ঈদ ও জাবির (রাঃ) হতে শু'আবুল ঈমানে নকল করেছেন। তিনি এটি দুর্বল বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[৯৬৪]

ব্যাখ্যা : 'আশূরার দিন নিজ পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে 'আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইবনুল জাওযী, ইবনু তায়মিয়্যাহ্, আল 'উকায়লী, আয্ যারকাশী (রহঃ)-এর মতে হাদীসটি বানোয়াট। তবে বায়হাক্বী (রহঃ)-এর মতে হাদীসটি বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় এটি শক্তিশালী হয়ে 'হাসান' হয়েছে। লেখক বলেন, আমার মতে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে ইমাম বাইহাক্বীর মত। কারণ হাদীসটির বহু সূত্র একটি অপরটিকে শক্তিশালী করেছে। য'ঈফ সানাদগুলো একত্র হয়ে শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক জানেন।

١٩٢٨ -[٤١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: «أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللهِ الْمَزِيدُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

১৯২৮-[৪১] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যার (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন সদাক্বার সাওয়াব কী? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এর সাওয়াব কয়েক গুণ। বরং আল্লাহর কাছে এর সাওয়াব আরও বেশী। (আহ্মাদ)[৯৬৫]

ব্যাখ্যা : এখানে 'সদাক্বাহ্/দান' কী বলতে এর সাওয়াব কী তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তরে বললেন, দানের সাওয়াব হলো দানের দশ থেকে সাতশ' গুণ। আল্লাহর নিকট আরো অধিক রয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেছেন,

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾

"যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ ও আরো অধিক।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ২৬)

কোন কল্যাণকর কাজের সাওয়াব আল্লাহ দ্বিগুণ প্রদান করেন এবং তার নিকট থেকে মহা পুরস্কারও দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"আর কোন পুণ্য কাজ হলে আল্লাহ সেটাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪০)

অত্র আয়াতে (مِنْ لَدُنْهُ) অর্থাৎ 'তাঁর নিকট হতে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি নিজ পক্ষ থেকে অতিরিক্তের উপর অতিরিক্ত দেন।

---

[৯৬৪] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৩৫১৪, ৩৫১৫, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৬৮২৪, কারণ আবূ হুরাইরার হাদীসের সানাদে হাজ্জাজ ইবনু নুসায়র-কে ইমাম যাহাবী য'ঈফ বলেছেন আবার কেউ কেউ মাতরূক বলেছেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু যাকওয়ান-কে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আবূ সা'ঈদ (রাযিঃ)-এর হাদীসের সানাদে رَجُلٌ একজন অপরিচিত রাবী।

[৯৬৫] **য'ঈফ :** আহমাদ ২২২৮৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৩১। কারণ এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ একজন দুর্বল রাবী।

(٧) بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

অধ্যায়-৭ : উত্তম সদাক্বার বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٢٩ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَحْدَهُ

১৯২৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ ও হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উত্তম হলো ওই সদাক্বাহ্ যা স্বচ্ছল অবস্থায় দেয়া হয়। আর সদাক্বাহ্/দান শুরু করতে হবে ওই ব্যক্তি হতে যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর বাধ্যতামূলক। (বুখারী; ইমাম মুসলিম এ হাদীসটিকে শুধু হাকীম ইবনু হিযাম থেকে বর্ণনা করেছেন।)[৯৬৬]

ব্যাখ্যা : সর্বোত্তম সদাক্বাহ্/দান কোনটি তা নিয়ে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, ঐ দান সর্বোত্তম যা দান করার পরও বাকী সম্পদের দ্বারা দানকারীর সার্বিক প্রয়োজন পূরণ হয়। কারো মতে, সর্বোত্তম ঐ দান যা ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে তারপর দান করা হয়। অর্থাৎ যে সম্পদ দান করা হচ্ছে সে সম্পদের প্রতি যেন দানকারীর কিংবা দানকারীর ওপর ভরণ-পোষণের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন না থাকে। ইমাম আল্ কুরতুবী তার আল্ মুফহাম (المفهم) গ্রন্থে বলেন, সর্বোত্তম দান হলো সেটি যেটি দানকারীর নিজের এবং তার পরিবারের অধিকার পূরণ করে দান করা হয় এবং দানকারীকে যেন দান করার পর অন্য কারো নিকট হাত পাততে না হয়।

অত্র হাদীসে স্বচ্ছলতা (غني) বলতে যা বুঝাচ্ছে তা হলো, এতটুকু সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় থাকা যা দ্বারা তার অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলো যেমন- অত্যধিক ক্ষুধার সময় খাদ্য, লজ্জাস্থান ঢাকার মতো কাপড় এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এসব প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া বৈধ নয় বরং হারাম। যদি এ মুহূর্তে ব্যক্তি অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে প্রকারন্তরে নিজেকে সে ধ্বংস এবং ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা বৈধ নয়। সকল অবস্থায় ব্যক্তির নিজের অধিকার সংরক্ষণ অগ্রাধিকার পাবে। তবে নিজের প্রয়োজন মিটানোর পর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া বৈধ হবে।

ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ দান করা বৈধ কি-না সে ব্যাপারে 'আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, আমাদের মত হচ্ছে, যে ব্যক্তির ওপর ঋণ নেই এবং তাঁর সঙ্কটকালে বা দরিদ্রাবস্থায় তার ওপর ধৈর্য ধারণ করবে এমন পরিবার রয়েছে সেমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য তার সমস্ত সম্পদ দান করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)। তবে উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না করা হলে এরূপ দান মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। ইমাম তাবারী (রহঃ) ও অন্যরা বলেন, জমহূরের (অধিকাংশ 'আলিমের) মত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি তার শারীরিক ও মানসিক সুস্থাবস্থায় এবং এমন অবস্থায় থাকে যে, তার ওপর কোন ঋণের বোঝা নেই এমনকি সে দান

[৯৬৬] **সহীহ :** বুখারী ১৪২৬, ৫৩৫৬, মুসলিম ১০৩৪, নাসায়ী ২৫৪৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ১৬৪০৪, আহমাদ ৯২২৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৬৯, সহীহ আল জামে আস্ সগীর ৩২৮১।

Contents

করার পরবর্তী সময়ে আসন্ন দরিদ্রাবস্থা ও সঙ্কটকালে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে এবং তার পরিবারও নেই বা যারা আছে তারা ধৈর্য ধারণ করবে তাহলে উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে তার সমস্ত সম্পদ দান করে দেয়া তার জন্য বৈধ। যদি বর্ণিত শর্তাবলীর একটি শর্তও পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার জন্য এরূপ করা মাকরূহ।

কারো কারো মতে, কেউ যদি তার পুরো সম্পদ দান করে দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। দানকারীকে ফেরত দেয়া হবে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, দানকারী যদি সমস্ত সম্পদ দান করে তাহলে তাকে দানকৃত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বাদে দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত দেয়া হবে। এটি আওযা'ঈ ও মাকহূল (রহঃ)-এর শর্ত। মাকহূল থেকে অর্ধেকের অতিরিক্ত ফেরত দেয়ারও একটি মত পাওয়া যায়। ইমাম তাবারী বলেন, উপর্যুক্ত মতগুলোর মধ্যে বৈধতার দিক থেকে প্রথম মতটি আমাদের নিকট সঠিক বলে মনে হয়। আর মুস্তাহাব হওয়ার দিক থেকে মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করার মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ এ মতটির মাধ্যমে আবূ বাক্‌র (রাঃ) কর্তৃক তার সমস্ত সম্পদ দান করার হাদীস ও কা'ব ইবনু মালিক-এর হাদীস, যে হাদীসে তাকে উদ্দেশ্য করে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন, 'তোমার কিছু সম্পদ তোমার নিকট রাখো। এটাই তোমার জন্য উত্তম, এর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব।'

অত্র হাদীসের দ্বিতীয়াংশ 'তুমি দান শুরু করবে তোমার পোষ্যদের দান করার মাধ্যমে'। এর অর্থ হলো, সর্বপ্রথম খরচ বা দান করতে হবে তাদেরকে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দানকারীর ওপর রয়েছে। যদি তাদের দান করার পর অতিরিক্ত কিছু থাকে তাহলে তখন তা অপরিচিতদের মাঝে দান করা যাবে। হাফিয ইবনু হাজার আল্ আসক্বালানী বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যদের দান করার পূর্বে নিজ এবং নিজের পরিবারের ওপর খরচ/দান করতে হবে। এ হাদীস দ্বারা ইসলামী শারী'আতের একটি মূলনীতি সাব্যস্ত হয় যে, (الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية) অর্থাৎ শার'ঈ বিষয়াবলী বা কর্মসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে, তারপরে তৎপরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

١٩٣٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩০-[২] আবূ মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোন মুসলিম যখন সাওয়াবের প্রত্যাশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, এ খরচ তার জন্য সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হয়। (বুখারী, মুসলিম)[৯৬৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে খরচের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাতে বুঝা যায়, যে কোন পরিমাণ খরচ করলেই এ হাদীস তাকে শামিল করবে। হাদীসে পরিবার বলতে স্ত্রী-সন্তান এবং নিকটাত্মীয় অথবা শুধু স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। 'সাওয়াবের আশায় খরচ করা'র অর্থ হলো আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর তার পোষ্যদের জন্য যে খরচ করার বাধ্য-বাধ্যকতা আরোপ করেছেন তা স্মরণ করে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পালনের নিয়্যাতে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে খরচ করে। হাদীসে বর্ণিত সদাক্বাহ্ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল্ আসক্বালানী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'সাওয়াব'। এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, কোন 'আমাল দ্বারা সাওয়াব অর্জিত হওয়ার শর্ত হলো, 'আমালটি করার পূর্বে অবশ্যই নিয়্যাত করতে

---

[৯৬৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৫১, মুসলিম ১০০২, নাসায়ী ২৫৪৫, আহমাদ ১৭০৮২, ইবনু হিব্বান ৪২৩৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৫৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৫৪।

হবে। আল-মুহাল্লাব বলেন, 'পরিবারের ওপর খরচ করা ওয়াজিব (আবশ্যক)'। এ **কথার উপর ইজমা** সাব্যস্ত হয়েছে। হাদীসে শারী'আত প্রণেতা সদাক্বাহ্ শব্দটি এজন্য ব্যবহার করেছেন যে, **মানুষ যেন** এটা ধারণা না করে যে, পরিবারের ওপর আবশ্যিক খরচে কোন সাওয়াব নেই। মূলত এতেও সাওয়াব **রয়েছে।**

١٩٣١ ـ[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى اهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِىْ أَنْفَقْتَهُ عضلى أَهْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৩১-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এক রকম দীনার তাই যা তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো। এক রকম দীনার সেটাই যা তুমি গোলাম আযাদ করার জন্য খরচ করো। এসব দীনারের মধ্যে সাওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো। (মুসলিম)[৯৬৮]

ব্যাখ্যা : *"ফী সাবীলিল্লা-হ"* বা 'আল্লাহর রাস্তা' দ্বারা বিশেষভাবে যুদ্ধ-জিহাদ কিংবা ব্যাপকভাবে যে কোন কল্যাণকর কাজকে বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাস্তায় বা বন্দি মুক্তি (দাস আযাদ) কিংবা ফকির-মিসকীনদেরকে দান করার চেয়ে নিজ পরিবারের ওপর খরচ করা অধিক ফাযীলাতপূর্ণ। নিজ পরিবারের ওপর খরচ করা সর্বোত্তম।

সাধারণত এর কারণ দু'টি হতে পারে। (এক) নিজ পরিবারের ওপর খরচ করা ফার্‌য। আর ফার্‌য সাধারণত নাফ্‌লের চেয়ে উত্তম। (দুই) নিজ পরিবারের ওপর খরচ করলে দান করার ও সম্পর্ক রক্ষা করা উভয় সাওয়াবই পাওয়া যায়।

١٩٣٢ ـ[٤] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৩২-[৪] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : উত্তম হলো ওই দীনার যা কোন ব্যক্তি পরিবার-পরিজন লালন-পালনের জন্য খরচ করে। উত্তম দীনার হলো তাই যা কোন মানুষ এমন সব পশু পালনে খরচ করে যেগুলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য লালিত-পালিত হয়েছে। উত্তম দীনার হলো ওই দীনার যা কোন মানুষ আল্লাহর পথে জিহাদকারী বন্ধুদের জন্য খরচ করে। (মুসলিম)[৯৬৯]

ব্যাখ্যা : আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, ইবনুল মালিক উল্লেখ করেছেন, 'হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকার খাত অন্য যে কোন খাতের চেয়ে বেশি ফাযীলাতপূর্ণ'। তবে হাদীসে বর্ণিত তিনটি খাতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। কেননা (وَ) 'এবং' শব্দ সাধারণত একত্র বুঝানোর জন্য আসে (কোন বিশেষ মর্যাদা বুঝায় না)। তবে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক যে ধারাবাহিকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে গুঢ় রহস্য বা তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষ করে যদি বিষয়টি নির্দিষ্ট করা থাকে তাহলে তো

---

[৯৬৮] **সহীহ :** মুসলিম ৯৯৫, আহমাদ ১০১৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৬৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৫১, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৮৭৮।

[৯৬৯] **সহীহ :** মুসলিম ৯৯৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯১৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৫২, ইবনু মাজাহ্ ২৭৬০।

কথাই নেই। যেমন- রসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সা'ঈ প্রথম কোন্ পাহাড় থেকে শুরু করবে তার বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

إبدؤا بما بدأ الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾

অর্থাৎ তোমরা সেখান থেকেই শুরু করো যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করেছেন। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৮)

١٩٣٣ - [٥] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِيْ أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩৩-[৫] উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামার ছেলেদের জন্য খরচ করাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? কারণ তারা তো আমারই ছেলে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের জন্য খরচ করো। তাদের জন্য তুমি যা খরচ করবে তার সাওয়াব পাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৯৭০]

ব্যাখ্যা : উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল আসাদ, যিনি আবূ সালামাহ্ নামে পরিচিত তার স্ত্রী ছিলেন। আবূ সালামাহ্ মারা যাওয়ার পর উম্মু সালামাকে রসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করেন। আবূ সালামার ঘরে উম্মু সালামার সন্তান ছিল পাঁচ জন। তারা হলেন, সালামাহ্, 'উমার, মুহাম্মাদ, যায়নাব ও দুররা।

١٩٣٤ - [٦] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ. فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هُمَا». فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ». قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩৪-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে রমণীগণ! তোমরা দান খয়রাত করো। তা তোমাদের অলংকারাদি হতে। যায়নাব বলেন, (এ কথা শুনে) আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ-এর কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, আপনি

---

[৯৭০] **সহীহ :** বুখারী ১৪৬৭, মুসলিম ১০০১, আহমাদ ২৬৫০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৭৩৬।

রিক্তহস্ত মানুষ। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দান সদাক্বাহ্ করতে বলেছেন। তাই আপনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে আসুন (আমি যদি আপনাকে ও আপনার সন্তানদের জন্য সদাক্বাহ্ হিসেবে খরচ করি তাহলে তা আদায় হবে কিনা?) যদি হয়, তাহলে আমি আপনাকেই সদাক্বাহ্ দিয়ে দেব। আর না হলে আপনি ছাড়া অন্য কাউকে দেব। যায়নাব বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (এ কথা শুনে) আমাকে বললেন, "তুমিই যাও"। তাই আমি নিজেই তাঁর কাছে গেলাম। আমি গিয়ে দেখলাম, তাঁর ঘরের দরজায় আনসারের এক মহিলাও দাঁড়িয়ে আছে। আমার ও তার প্রয়োজন একই। যায়নাব বলেন, যেহেতু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিত্বের কারণে (তাঁর নিকট যাবার সাহস আমাদের হলো না), তাই বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের কাছে এলে আমরা তাঁকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে খবর দিন যে, দু'জন মহিলা দরজায় আপনার কাছ থেকে জানতে চায়, তারা যদি তাদের (গরীব) স্বামী, অথবা তাদের পোষ্য ইয়াতীম সন্তানদেরকে দান-খয়রাত করে তাতে সদাক্বাহ্ আদায় হবে কিনা? রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমাদের পরিচয় দেবেন না। সে মতে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা কারা? বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, একজন আনসার মহিলা, অপরজন যায়নাব। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব? বিলাল বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের স্ত্রী। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। এক গুণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার হাক্ব আদায়ের জন্য, আর এক গুণ দান-খয়রাতের জন্য। (বুখারী, মুসলিম)[৯৭১]

ব্যাখ্যা : আল্ মাহা-বাহ্ (المهابة) অর্থ হলো ভয়, ভীতি, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন ভয়ের বা শ্রদ্ধার চেহারা বা অবস্থা দিয়েছিলেন যার কারণে মানুষেরা তাকে ভয় করত এবং শ্রদ্ধা করত। এ কারণেই তার নিকট (অনুমতি ছাড়া বা সহসা) প্রবেশের সাহস সাধারণত কেউ দেখাত না। ত্বীবী বলেন, এ কারণেই সহাবীগণ যখন তাঁর মাজলিসে বসতেন তখন এতটাই নীরব ও সুশৃঙ্খল থাকতেন যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসা আছে। নড়াচড়া করলেই উড়ে যাবে। এটা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর সম্মানের নিদর্শন।

হাদীসের এক পর্যায়ে ঐ মহিলা দু'জনের সাথে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দেখা হলে তারা তাকে বলেছিল যে, সে যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের ব্যাপারটি বলার সময় তারা কারা তা না বলে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের পরিচয় বলেছেন। এর কারণ হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট ঐ দু' মহিলার পরিচয় জানতে চাইলে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরিচয় দেন, বিশেষ করে একজনের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐ মহিলার নিষেধ করা সত্ত্বেও বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু এ জন্যই বললেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন কিছু জানতে চান তা তাকে জানানো আবশ্যক। তাই বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের অনুরোধ রাখতে পারেননি।

ইমাম শাফি'ঈ, সাওরী, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং মালিক ও আহমাদ (রহঃ)-এর একটি মত অনুযায়ী এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্বামীকে যাকাত দেয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ। ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক ও আহমাদের এক মত অনুযায়ী এরূপ করা বৈধ নয়। (লেখক বলেন,) আমার মত হচ্ছে স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে, এটা বৈধ। কারণ যে সকল মুসলিমদের যাকাত দেয়া যায় স্বামীও তাদের অন্তর্ভুক্ত। স্বামীকে যাকাত দিতে নিষেধাজ্ঞাপক কোন আয়াত বা হাদীস নেই। এমনকি কোন ইজমা বা বিশুদ্ধ ক্বিয়াসও নেই। ইমাম আশ্ শাওকানী বলেন, কেউ যদি স্বামীকে যাকাত দেয়া অবৈধ বলে তাহলে তাকে

---

[৯৭১] **সহীহ :** বুখারী ১৪৬৬, মুসলিম ১০০০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫২, সহীহ আত্ তারগীব ৮৯১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৬৩।

নিষেধাজ্ঞার দলীল পেশ করতে হবে। 'আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। এটা অবৈধ। কেননা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত।

١٩٣٥ -[٧] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩৫-[৭] উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ বিনতু হারিস (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি (একবার) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি দাসী আযাদ করে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তুমি যদি এ দাসীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে বেশী সাওয়াব হত। (বুখারী, মুসলিম)[৯৭২]

ব্যাখ্যা : ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, এ হাদীসের শিক্ষা হলো, গোলাম আযাদ করার চেয়ে আত্মীয়দের দান করা বেশি ফাযীলাতপূর্ণ। এ হাদীস দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদাচরণ করার ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে। মায়ের নিকটাত্মীয়দের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি প্রাপ্তবয়স্কা হয় তাহলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই নিজ সম্পদ থেকে দান করা বৈধ।

١٩٣٦ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৯৩৬-[৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। এ দু'জনের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দেব? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, এ দু'জনের যার ঘরের দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী। (বুখারী)[৯৭৩]

ব্যাখ্যা : যার ঘরে দরজা তোমার অধিক নিকটে তাকে প্রথমে দান করবে। কারণ সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ঘরে উপহার সামগ্রী বা অন্যান্য কী কী বস্তু ঢোকে তা দেখে। তাছাড়া নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও আসা-যাওয়া, মেলামেশা বেশি ঘটে এবং তারাই প্রতিবেশীর যে কোন প্রয়োজনে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই তারাই অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হাক্বদার।

ইবনু আবী জামরাহ্ বলেন, সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশীকে উপহার প্রদান করা মুস্তাহাব। যেহেতু উপহার প্রদানের বিষয়টি ওয়াজিব নয় সেহেতু সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়। (লেখক বলেন,) এ হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশীকেই শুধু উপহার দিতে হবে, অন্য কোন প্রতিবেশীকে দেয়া যাবে না। যেমনটি হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিকটতম প্রতিবেশী সর্বাগ্রে উপহার পাওয়ার অথবা অতিরিক্ত অনুগ্রহ পাওয়ার অধিক উপযোগী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿...الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ...﴾

অর্থাৎ "... নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী...-এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৬)

প্রতিবেশী কে? এ প্রশ্নের উত্তরে মতানৈক্য রয়েছে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর মতে, যে ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর মতে, প্রতিবেশী হচ্ছে প্রত্যেক দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত। ইবনু ওয়াহ্ব ইউনুস থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রতিবেশী হচ্ছে ডান, বাম, পিছন, সামনে চল্লিশ ঘর। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে যে, প্রতি দিকে দশ ঘর।

---

[৯৭২] **সহীহ :** বুখারী ২৫৯২, মুসলিম ৯৯৯, ইবনু হিব্বান ৩৩৪৩, শু'আবুল ঈমান ৩১৫১।

[৯৭৩] **সহীহ :** বুখারী ২২৫৯, আবূ দাঊদ ৫১৫৫, আহমাদ ২৫৪২৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৬১০।

١٩٣٧ - [٩] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৩৭-[৯] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন তরকারী রান্না করো, পানি একটু বেশী করে দিও এবং প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রেখ। (মুসলিম)[৯৭৪]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যখন গোশ্‌ত রান্না করবে তখন তাতে ঝোল একটু বেশি দিবে এবং প্রতিবেশীকে তা থেকে কিছু ঝোল দিবে। তুমি তোমার পাতিলে কম পানি দিও না। যদি কম পানি দাও তাহলে তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٣٨ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৯৩৮-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সদাক্বাহ্ বেশী উত্তম? তিনি বললেন, কম সম্পদশালীর বেশী (কষ্টশ্লিষ্ট করে) সদাক্বাহ্। সদাক্বাহ্ দেয়া শুরু করবে তাদেরকে দিয়ে যাদের দেখাশুনা তোমার দায়িত্ব। (আবূ দাউদ)[৯৭৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস ও পূর্বোক্ত 'স্বচ্ছল অবস্থায় দান করা অধিক উত্তম দান' হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলা যায় দানের ক্ষেত্রে দানকারী, তার ভরসার দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের দুর্বলতার ভিত্তিতে ফাযীলাত বিভিন্ন হয়। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, দানকারীর অসচ্ছল অবস্থা, অভাব-অনটনে ধৈর্য ধারণ করা না করা এবং কম সম্পদে তুষ্ট থাকা না থাকার উপর নির্ভর করে। এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ সে অর্থই প্রমাণ করে। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) উপর্যুক্ত দু' ধরনের হাদীসের মধ্যকার বৈপরীত্য উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান হাদীসের সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

অর্থাৎ "আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"
(সূরাহ্ আল হাশ্‌র ৫৯ : ৯)

পূর্বোক্ত স্বচ্ছল অবস্থায় দান করার হাদীসের সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾

অর্থাৎ "তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদি করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না।"
(সূরাহ্ আল ইসরা/ইসরাঈল ১৭ : ২৯)

---

[৯৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৬২৫, দারিমী ২১২৪, শু'আবুল ঈমান ৯০৯২।

[৯৭৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৭৭, আহমাদ ৮৭০২, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৪৪, ইবনু হিব্বান ৩৩৪৬, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৫০৯, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ৮৮২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ১১১২।

এ দু' হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ে বলা যায়, কেউ যদি তার সমস্ত সম্পদ দান করে ফেললে মানুষের কাছে হাত পাততে হবে/ভিক্ষা করে চলতে হবে এমতাবস্থায় তার জন্য স্বচ্ছল অবস্থায় দান করা অধিক উত্তম। আবার কেউ যদি অভাব-অনটনে ধৈর্যধারণ করে তার অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ থেকে দান করে তাহলে তা হবে সর্বোত্তম দান।

এমনও হতে পারে যে, স্বচ্ছলতা/ধনাঢ্যতা বলতে অন্তরের ধনাঢ্যতা বুঝানো হয়েছে। যেমনভাবে বুখারী-মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে– "ধন-সম্পদের আধিক্যই ধনাঢ্যতা নয়, অন্তরের ধনাঢ্যতাই আসল ধনাঢ্যতা।" (স্বচ্ছলতা বলতে অন্তরের ধনাঢ্যতা বুঝালে আর কোন বৈপরীত্য থাকে না।)

١٩٣٩ -[١١] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

১৯৩৯-[১১] সালমান ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মিসকীনকে সদাক্বাহ্ করা এক প্রকার, আর নিকটাত্মীয়ের কাউকে সদাক্বাহ্ দেয়া দু' প্রকার সাওয়াবের কারণ। এক রকম সাওয়াব নিকটাত্মীয়ের হাক্ব আদায় এবং অন্য রকম সাওয়াব সদাক্বাহ্ করার জন্য। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৯৭৬]

ব্যাখ্যা : এখানে 'সদাক্বাহ্' বলতে ফার্‌য ও মুস্তাহাব সকল দানকে বুঝাচ্ছে। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয় যে, নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া সাধারণভাবে বৈধ। আল্লামা শাওকানী বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নিকটাত্মীয় হোক সে ভরণ-পোষণ আবশ্যক এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কিংবা অন্যদের মধ্য থেকে, তাদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ। কারণ অত্র হাদীসে "সদাক্বাহ্" বলতে নির্দিষ্ট করে নাফ্‌ল সদাক্বাহ্ বুঝানো হয়নি। তবে ইবনুল মুনযির থেকে 'সন্তানদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না' মর্মে ইজমা বর্ণিত হয়েছে।

আত্মীয়দের দান করলে দু'টি সাওয়াব। একটি দানের সাওয়াব অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব। এর দ্বারা মূলত আত্মীয়দেরকে দান করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয়, আত্মীয়দেরকে দান করা সর্বোত্তম। কারণ তাতে দু'টি সাওয়াব। আর এ কথা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত যে, একটির থেকে দু'টি উত্তম।

١٩٤٠ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي اٰخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي اٰخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ» قَالَ: عِنْدِي اٰخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ: عِنْدِي اٰخَرُ قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৯৪০-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নাবী (ﷺ)-এর খিদমাতে এক ব্যক্তি এসে বললো, (হে আল্লাহর রসূল!) আমার কাছে একটি দীনার আছে। (এ কথা শুনে) তিনি (ﷺ) বললেন : এ দীনারটি তুমি তোমার সন্তানের জন্য খরচ করো। সে বলল, আমার আরো একটি দীনার আছে। তিনি (ﷺ) বললেন : এটি তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করো। লোকটি বলল, আমার আরো

[৯৭৬] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ৬৫৮, নাসায়ী ২৫৮২, ইবনু মাজাহ্ ১৮৪৪, আহমাদ ১৬২৩, দারিমী ১৭২২, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৮৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৭৬, ইরওয়া ৮৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ৮৯২, সহীহ আল জামে আস্ সগীর ৩৮৫৮।

একটি দীনার আছে। তিনি (ﷺ) বললেন : এটা তোমার খাদিমের জন্য খরচ করো। সে বলল, আমার আরো একটি দীনার আছে। তিনি (ﷺ) বললেন : (এবার) তুমি এ ব্যাপারে বেশী জান (কাকে দেবে)। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৯৭৭]

ব্যাখ্যা : নিজের ওপর খরচ করার অর্থ হলো ঐ অর্থ দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূরণ করো। সন্তানের উপর খরচ করার আদেশ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অস্বচ্ছল সন্তানের প্রয়োজনে খরচ করা পিতার জন্য আবশ্যক। যদি সে সন্তান ছোট হয় তাহলে তো তার ওপর খরচ করা সর্বসম্মতভাবে পিতার জন্য আবশ্যক। আর যদি সন্তান বড় (প্রাপ্তবয়স্ক/উপার্জনক্ষম) হয় তাহলে তার ওপর খরচ করা পিতার জন্য আবশ্যক দায়িত্ব কি-না তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

ত্বীবী বলেন, স্ত্রীর পূর্বে সন্তানের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির প্রয়োজনের দিক থেকে স্ত্রীর থেকে সন্তান বেশি অগ্রগণ্য। কারণ স্ত্রীকে যদি স্বামী ত্বলাক্বও দেয় তাহলেও স্ত্রী অন্য কারো সাথে বিবাহিত হতে পারবে। (সন্তানের এরূপ কোন বিকল্প নেই)

ভরণ-পোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে কে অগ্রাধিকার পাবে? স্ত্রী না সন্তান? এ ব্যাপারে বর্ণনার ভিন্নতা রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ, আবূ দাঊদ ও হাকিম (রহঃ)-এর বর্ণনা মতে সন্তানকে স্ত্রীর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ইমাম আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর বর্ণনার স্ত্রীকে সন্তানের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ইবনু হায্‌ম বলেন, ইয়াহইয়া আল্ কাত্তান ও আস্ সাওরীর বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় স্ত্রীকে সন্তানের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আর সাওরীর বর্ণনায় সন্তানকে স্ত্রীর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যেহেতু দু' ধরনের বর্ণনাই রয়েছে সেহেতু কোন একটি অগ্রাধিকার না দিয়ে দু'টোকেই সমান্তরালে রাখা উচিত। রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা বিশুদ্ধ সানাদে প্রমাণিত যে, "তিনি যখন (গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন"। হতে পারে এ ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ ﷺ একবার সন্তানকে আরেকবার স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

লেখক বলেন, সহীহ মুসলিমে জাবির (রাঃ) থেকে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই সন্তানের ওপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ বর্ণনা পূর্বোক্ত বর্ণনা দু'টোর যে কোনটির উপর অগ্রাধিকার পাবে।

অত্র হাদীসের সর্বশেষে "তুমি অধিক জানো" দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, তোমার আত্মীয়, প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে তোমার দান পাওয়ার কে বেশি হাক্বদারে সে সম্পর্কে তুমিই অধিক জানো।

١٩٤١ -[١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ لَهٗ يُؤَدِّىْ حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِىْ بِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

১৯৪১-[১৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ কে তা বলব না? সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যক্তির মর্যাদার কাছাকাছি লোকের কথা জানাব? ওই

---

[৯৭৭] হাসান : আবূ দাঊদ ১৬৯১, নাসায়ী ২৫৩৫, আহমাদ ৭৪১৯, ইবনু হিব্বান ৩৩৩৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৫১৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১৯৭/১৪৫, ইরওয়া ৮৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৬৮।

ব্যক্তি সেই যে তার কিছু বকরী নিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আল্লাহর হাক্ব আদায় করতে থাকে। আমি কী তোমাদেরকে খারাপ লোক সম্পর্কে জানাব? সে ঐ ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে দিয়ে চাওয়া হয়। কিন্তু সে তাকে কিছুই দেয় না। (তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী)[৯৭৮]

ব্যাখ্যা : মু'তাযিল (مُعْتَزِلٌ) "পৃথক ব্যক্তি" বলতে লোকালয় থেকে দূরে কোন খোলা প্রান্তর কিংবা মরুভূমিতে বসবাসরত ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে। সেখানে সে আল্লাহর হাক্ব আদায় করে। মালিক-এর বর্ণনায় রয়েছে, সে সেথায় সলাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, এক আল্লাহর 'ইবাদাত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে না। আল-বাজী বলেন, এ ব্যক্তির অবস্থান মুজাহিদের অবস্থানের পরেই। কারণ এ ব্যক্তি ফারয 'ইবাদাতসমূহ আদায় করে, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয় এবং সকল রকম রিয়া (লোক দেখানো 'আমাল) ও সুম্'আহ্ (লোক শুনানো 'আমাল) থেকে দূরে থাকে। যেহেতু সে গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে 'ইবাদাত করে সেহেতু তার কোন প্রসিদ্ধি হয় না। আর ঐ ব্যক্তি কাউকে কষ্টও দেয় না। তার কথা কেউ বেশি স্মরণও করে না। তবুও তার মর্যাদা মুজাহিদের মর্যাদার সমপর্যায়ে নয়। কারণ মুজাহিদ সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং কাফিরদের সাথে জিহাদ করে যতক্ষণ না তারা ইসলামে প্রবেশ করে। এতে করে তার কর্মফলের উপকারিতা অন্যদের মাঝেও পৌঁছে অপরদিকে লোকালয় থেকে পৃথক ব্যক্তির কর্মফল থেকে অন্যরা সুফল ভোগ করতে পারে না।

সহীহুল বুখারীতে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঐ মু'মিন ব্যক্তি, যে তার জান ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। সহাবীগণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর (সর্বোত্তম ব্যক্তি) কে? উত্তরে তিনি বলেন, ঐ মু'মিন, যে জনপদের মধ্য থেকে কোন জনপদে অবস্থান করে আল্লাহর ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং জনগণ তার থেকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় না।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা জনবিচ্ছিন্ন ও একাকী থাকার ফাযীলাত প্রমাণিত হয়। কারণ এ ব্যক্তি গীবাত, অযথা কথা বা এ জাতীয় খারাপ বিষয়াবলী থেকে মুক্ত থাকে।

কিন্তু জমহূর (অধিকাংশ) 'আলিমগণ মনে করেন, এ ফাযীলাত ঐ ব্যক্তি তখন পাবেন যখন ফিত্‌নাহ্ ছড়িয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে আত্ তিরমিযীতে মারফূ' সানাদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে মু'মিন ব্যক্তি জনগণের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হতে বেশি সাওয়াব পাবেন যে মু'মিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং মানুষের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।"

ইমাম শাফি'ঈসহ অধিকাংশ 'আলিম-এর মতে ফিত্‌নাহ থেকে নিরাপদ থাকার আশা করার শর্তে জনপদে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা সর্বোত্তম। সংসারত্যাগীদের কিছু দলের মতে নির্জনবাস সর্বোত্তম। তারা এ হাদীস দ্বারাই তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে। জমহূর 'আলিমগণ সন্ন্যাসীদের মতের জবাবে বলেন, ফিতনাহ্ ও যুদ্ধের সময় নির্জনবাস বিধেয় এবং তখন বৈধ যখন মানুষ নিরাপদবোধ করে না কিংবা মানুষের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করতে পারে না। নাবীগণ, অধিকাংশ সহাবী, তাবিঈ, 'আলিম, জাহিদ, জুমু'আহ্, জামা'আত, জানাযা, রোগীর সেবায়, যিক্‌রের বৈঠকে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে জনগণের সাথে মেলামেশায় উপকারিতা লাভ করেছেন।

---

[৯৭৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ১৬৫২, নাসায়ী ২৫৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৩৭।

١٩٤٢ - [١٤] وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ.

১৯৪২-[১৪] উম্মু বুজায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করবে। যদি তা আগুনে ঝলসানো একটি খুরও হয়। (মালিক, নাসায়ী, তিরমিযী এবং আবূ দাউদ এ হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেছেন)[৯৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মর্মার্থ হলো, তোমরা ভিক্ষুককে বঞ্চিত করো না। অর্থাৎ একেবারে খালি হাতে ফেরত দিও না। বরং একটি পোড়া খুর (পশুর পায়েরর নিম্নের খুর) হলে তাকে দাও। অর্থাৎ তুমি তোমার নিকট যা সহজ হয় তাই দাও, সেটা পরিমাণে কম হোক না কেন।

١٩٤٣ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تُرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৯৪৩-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দেবে। যে তোমার কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে চায়, তাকে কিছু দিবে। আর যে ব্যক্তি তোমাকে দা'ওয়াত দেয় তার দা'ওয়াত কবূল করবে। যে তোমার ওপর ইহসান করে, তাকে বিনিময় দিবে। যদি বিনিময় আদায়ের মতো কিছু না থাকে, তার জন্য দু'আ করো যতদিন পর্যন্ত তুমি না বুঝো যে, তার ইহসানের বিনিময় আদায় হয়েছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৯৮০]

ব্যাখ্যা : যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের বা অন্য কারো অনিষ্ট/ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আহ্বান করে যেমন, কেউ যদি এমন বলে যে, হে অমুক! আল্লাহর নামে তোমার নিকট চাইছি যে, তুমি আমাকে অমুকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। তাহলে তোমরা আল্লাহর নামের সম্মানে তার আহ্বানে সাড়া দিও এবং তাকে রক্ষা করো। কেউ যদি আল্লাহর নামে কিছু চায় তাহলেও আল্লাহর নামের সম্মানে এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করে হলেও তোমরা তাকে কিছু দিও। কেউ যদি তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেয় তাহলে সে দা'ওয়াত কবূল করবে। বিশেষ করে সেটি যদি ওয়ালীমার দা'ওয়াত হয় তাহলে সে দা'ওয়াত কবূল করা ওয়াজিব। অন্য কিছুর দা'ওয়াত হলে তা কবূল করা মুস্তাহাব। কারো মতে দা'ওয়াত কবূল করতে যদি কোন শার'ঈ বাধা না থাকে তাহলে সকল দা'ওয়াত কবূল করা ওয়াজিব।

আর যদি কেউ কথা বা কাজের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি ইহসান/উপকার করে তাহলে তোমরাও ঐ উপকারের সমপরিমাণ অথবা তার থেকেও উত্তম প্রতিদান তাদেরকে দিবে। তোমরা যদি সম্পদ দ্বারা প্রতিদান দিতে না পারো তাহলে উপকারীর জন্য দু'আ করবে। অর্থাৎ দু'আ দ্বারা প্রতিদান দিবে। যাতে তোমরা জানতে পারো যে, তোমরা প্রতিদান দিয়েছ। অর্থাৎ তোমরা বারবার দু'আ করবে এবং তাদের প্রতিদান দেয়ার জন্য তোমরা ততক্ষণ সর্বাত্মক চেষ্টা করবে যতক্ষণ তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা তার হাক্ব আদায় করেছ।

---

[৯৭৯] **সহীহ :** নাসায়ী ২৫৬৫, আহমাদ ২৭৪৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭৪৯, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৫০২।

[৯৮০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৬৭২, ইবনু হিব্বান ৩৪০৮, সহীহ আত্ তারগীব ৮৫২, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৬০২১, নাসায়ী ২৫৬৭, আহমাদ ৫৩৬৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৫৪।

'উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কারো প্রতি যদি কোন উপকার করা হয় তাহলে উপকার ভোগকারী ব্যক্তি যেন উপকারীকে (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا) "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন" । সে যদি এটা বলে তাহলে এটিই হবে সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা- (আত্ তিরমিযী) । এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কেউ যদি উপকারী ব্যক্তিকে একবার (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا) বলেন, তাহলে সে উপকারীর প্রতিদান প্রদান করল যদিও তার হাক্ব আরো বেশি থাকে না কেন।

١٩٤٤ ـ[١٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৯৪৪-[১৬] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর জাতের দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চেয়ো না। (আবূ দাউদ)[৭৮১]

ব্যাখ্যা : "আল্লাহর নামে জান্নাত ব্যতীত কিছু চাওয়া যায় না" এর অর্থ হলো- জান্নাত মানুষের নিকট চাওয়া যায় না। এ বিষয়টির দু'টি দিক রয়েছে, (এক) আল্লাহর নামে মানুষের নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। (দুই) আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কোন তুচ্ছ জিনিস চাওয়া উচিত না। তার নিকট তার নামে শুধু জান্নাতই চাওয়া উচিত। মূলত এখানে আল্লাহর নিকট বেশি বেশি জান্নাত চাওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া উদ্দেশ্য। ইমাম ত্বীবী বলেন, তোমরা আল্লাহর নামে মানুষের নিকট কিছু প্রার্থনা করো না। যেমন- কেউ যেন এ কথা না বলে যে, আমাকে আল্লাহর নামে বা আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দাও। কারণ আল্লাহর নাম সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ, যে নাম দ্বারা পৃথিবীর ভোগ্য তুচ্ছ বিষয়াবলী চাওয়া তার নামের মর্যাদার জন্য হানিকর। (উল্লেখ্য যে, জান্নাতের তুলনায় পৃথিবীর সকল কিছুই তুচ্ছ ও নগণ্য।) তাই তোমরা আল্লাহর নামে জান্নাত চাও। আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, আল্লাহর নামে জান্নাত ব্যতীত কিছু চাওয়া উচিত নয়। তাই কেউ যখন জান্নাত চাইবে তখন সে এ দু'আ বলবে, (اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تُدْخِلَنَا جَنَّةَ النَّعِيمِ)

(উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নামে কেউ যদি কোন মানুষের কাছে কিছু চায় তাহলে তার উচিত তাকে তা দেয়া। কারণ এখানে আল্লাহর নামের মর্যাদা জড়িত। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আল্লাহর নামে মানুষের কাছে চাইতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট চাইতে নিষেধ করা হয়নি, এমনকি অন্য হাদীসে জুতোর ফিতা হারিয়ে গেলেও তা আল্লাহর নিকট চাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই সকল কিছুই আল্লাহর নিকট চাইতে হবে তবে আল্লাহর নামে জান্নাত ব্যতীত কিছু চাওয়া উচিত নয়। -অনুবাদক)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٤٥ ـ[١٧] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ [آل عمران٣: ٩٢]. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ

---

[৭৮১] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৬৭১, রিয়াযুস সালিহীন ১৭৩১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫০৬, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ৬৩৫১।

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ .وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَخٍ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪৫-[১৭] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ত্বলহাহ্ মাদীনার আনসারদের মধ্যে খেজুর বাগানের মালিক হিসেবে সর্বাধিক সম্পদশালী ছিলেন। আর তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল মাসজিদে নাবাবী সামনের 'বায়রাহা-' (নামক বাগানটি)। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাগানটিতে প্রায়ই প্রবেশ করতেন ও এর পবিত্র পানি পান করতেন। আনাস বলেন, যখন অর্থাৎ "তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে অবশ্যই পৌঁছতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের প্রিয়তর জিনিস আল্লাহর পথে খরচ না করবে"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯২) এ আয়াত নাযিল হলো; তখন ত্বলহাহ্ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ 'বায়রাহা-' আল্লাহর নামে সদাক্বাহ্ করলাম। আমি আশা করব আমি এর জন্য আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাব। হে আল্লাহর রসূল! আপনি তা কবূল করুন। যে কাজে আল্লাহ চান তাতে আপনি তা লাগান। (এ ঘোষণা শুনে) রসূলুল্লাহ সাবাশ! সাবাশ!! বলে উঠলেন। (তিনি বললেন) এ সম্পদ খুবই কল্যাণকর হবে। তোমার ঘোষণা আমি শুনেছি। এ বাগানটি তুমি তোমার গরীব নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আবূ ত্বলহাহ্ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করব। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ খেজুর বাগানটিকে তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৎ ব্যক্তির জন্য বৈধ পন্থায় বৈধ সম্পদের বৃদ্ধি কামনা করা বৈধ। অর্থাৎ বৈধ পন্থার কোন মুসলিম সৎ ব্যক্তি যত ইচ্ছা বৈধ সম্পদের মালিক হতে পারে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে বাধা দেয় না।

এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয় যে, কোন মর্যাদাবান 'আলিম ব্যক্তির দিকে সম্পদের ভালবাসাকে সমন্বিত করা বৈধ। এর জন্য তার মর্যাদা কমবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই সে (মানুষ) ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল"- (সূরাহ্ আল 'আ-দিয়া-ত ১০০ : ৮)। আল বাজী বলেন, কোন সৎ (মুসলিম) ব্যক্তির জন্য সম্পদকে ভালবাসা বৈধ। এ ব্যাপারে সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর ১৪ নং আয়াতে বর্ণনা এসেছে।

অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ)-কে বায়রাহা- কূপটি তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে দান করে বণ্টন করে দিতে বলেন এজন্য যে, আত্মীয়দের দান করলে দানের সাওয়াবের সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার সাওয়াবও পাওয়া যায়।

এ হাদীস দ্বারা বেশ কিছু বিষয় সাব্যস্ত হয়। যেমন- (এক) যাকাতের নিসাবের উপর অতিরিক্ত নাফ্‌ল দান করা উচিত; তবে তা যেন মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি না হয়; (দুই) দানের ধরণ, পদ্ধতি এবং আল্লাহর অনুসরণের ক্ষেত্রে সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা উচিত; (তিন) কোন বিশেষ ও প্রসিদ্ধ স্থান/জমি দান করলে তার সীমানা নির্ধারণ না করলেও সমস্যা নেই; (চার) দানকৃত জিনিস কোন খাতে দান করা হবে তা নির্দিষ্ট না করে দান সম্পন্ন করে তা নির্দিষ্ট করা বৈধ।

---

[৯৮২] **সহীহ :** বুখারী ১৪৬১, মুসলিম ৯৯৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৫২, আহমাদ ১২৪৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ৮৭৫।

١٩٤٦ - [١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

১৯৪৬-[১৮] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ক্ষুধার্ত জীবকে পেট পুরে খাওয়ানো উত্তম সদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। (বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমান)[৯৮৩]

ব্যাখ্যা : আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসে (كَبِدًا) কলিজাকে তার সাথী তথা মানুষের গুণের মাধ্যমে রূপকভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর এটা হলো, সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণ যা কোন হুকুমের যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে। এভাবে ব্যবহারের ফায়দা হলো বিষয়টিকে ব্যাপক অর্থে নিতে পারা যাতে করে তা সকল প্রকার প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয় চাই সে প্রাণীটি মানুষ হোক বা অন্য কিছু হোক মু'মিন হোক বা কাফির হোক তার বাকশক্তি থাকুক বা না থাকুক। অর্থাৎ এগুলোর যে কাউকে খাওয়ালেই সাওয়াব অর্জন হতে পারে ।আল্লাহই ভাল জনেন।

(٨) بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ

অধ্যায়-৮ : স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর সদাক্বাহ্ করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٤٧ - [١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪৭-[১] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন স্ত্রী তার ঘরের কোন খাবার সদাক্বাহ্ বা খরচ করে এবং তা যদি বাহুল্য না হয় এ সদাক্বাহ্ করার জন্য সে সাওয়াব পাবে। আর তা কামাই করে আনার জন্য তার স্বামীও সাওয়াব পাবে। রক্ষণাবেক্ষণকারীরও ঠিক সম পরিমাণ সাওয়াব পাবে, কারো সাওয়াব কারো সাওয়াবকে কিছুমাত্র কম করবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮৪]

ব্যাখ্যা : (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) অর্থাৎ সদাক্বাহ্ করতে গিয়ে অপচয় না করে। অর্থাৎ এমন বেশী পরিমাণ সদাক্বাহ্ করবে না যাতে বাহ্যিকভাবে সম্পদের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি স্বামীর সম্পদ থেকে সদাক্বাহ্ করতে চান তাহলে তাকে স্বামীর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে চাই

---

[৯৮৩] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৩০৯৫, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৭০৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৫৪, য'ঈফ আল জামি' আস্ সগীর ১০১৫। কারণ এর সানাদে যারবী একজন দুর্বল রাবী, ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন, «فِيْ حَدِيْثِه نظر» তার হাদীসে সন্দেহ রয়েছে।

[৯৮৪] **সহীহ :** বুখারী ১৪২৫, মুসলিম ১০২৪, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৭৩০, সহীহ আল জামে আস্ সগীর ৪০৪।

অনুমতির বিষয়টি স্পষ্টভাবে হোক অথবা অস্পষ্টভাবে হোক। কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ আহলে হিজায তথা মাক্কাহ্-মাদীনার অধিবাসীদের চিরাচরিত অভ্যাসের অন্তর্গত। কেননা তাদের অভ্যাস হলো তারা তাদের বিবিগণ এবং খাদিমদেরকে মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, ভিক্ষুক, মিসকীন ও প্রতিবেশীদের খাদ্য খাওয়ানোর বিষয়গুলোতে অনুমতি দিয়ে রাখতেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাবদের এই সুন্দর স্বভাবকে ধারণ করতে গোটা বিশ্ববাসীকে উৎসাহিত করেছেন। স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে স্ত্রী নিজ ইচ্ছামতো কাউকে সদাক্বাহ্ করবে এটা অত্র হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না।

আল্লামা বাগাবী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সম্পদ থেকে বিনা অনুমতিতে সদাক্বাহ্ করা জায়েয নেই। অনুরূপ খাদিমের ক্ষেত্রেও একই বিধান। আর যে হাদীসটি জায়িযের দলীল তা আহলে হিজাযের তথা মাক্কাহ্-মাদীনার মানুষের সাধারণ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছে যে, তারা তাদের বিবি ও খাদিমদেরকে এ আদেশ দিয়ে রাখতেন বাড়ীতে কোন অভাবী বা মেহমান আসলে বাড়ীতে যা থাকবে তার মাধ্যমে সাধ্যমতো তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে। যেমনটিই বলেছেন রসূলুল্লাহ ﷺ, 'তুমি গুণে গুণে দান করিও না তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দান করবেন।'

রসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে (طَعَامِ) তথা খাদ্যের কথা বলেছেন এজন্য যে, খাদ্যবস্তু অন্য মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তথাপি খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্যকিছুর মাধ্যমেও অনুগ্রহ করা যায়। আর এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদের মালিক-এর অনুমতি।

(كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ) অর্থাৎ ঐ সম্পদ থেকে খরচ করার কারণে স্ত্রীর সাওয়াব হবে।

(وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ) অর্থাৎ সম্পদ উপার্জনের কারণে স্বামীর সাওয়াব হবে।

(لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بعض) আল্লামা কুস্‌তুলানী (রহঃ) অর্থাৎ (كزادهم الله مَرَضًا) এর ন্যায় তাকীদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সাওয়াব তো হবে এবং একজনের সাওয়াব অন্যজনের সাওয়াবে কোন ঘাটতি করবে না।

আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, (شَيْئًا) এটি (من النقص) তথা অপরিপূর্ণতা থেকে অথবা (من الأجر) তথা নেকী হতে কোন কিছুই কমতি করা হবে না এ অর্থে নেয়া যেতে পারে।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা যে, সাওয়াবের হাক্বদার হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সবাই সমান যদিও সাওয়াবের পরিমাণে একটু কম বেশিও হয়।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইবনুল আরাবী বলেন, স্ত্রী স্বামীর বাড়ী থেকে সদাক্বাহ্ দিতে পারবে কি পারবে না এ বিষয়ে 'উলামাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কোন কোন বিদ্বান তা বৈধ বলে মত পোষণ করেছেন। তবে যদি তা নিতান্তই সামান্য হয় যাতে সম্পদের মধ্যে স্পষ্ট কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না এমন হলে সদাক্বাহ্ দিতে অসুবিধা নেই বিনা অনুমতিতে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আকার ইঙ্গিতে হলেও সদাক্বাহ্ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি থাকা চাই। এটা 'আরাবদের মতো অভ্যাসগত বিষয় হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। তবে হাদীসটিতে যে বলা হয়েছে (من غير مفسدة) তথা স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রী সদাক্বাহ্ দিতে পারবে সম্পদের মধ্যে কোন প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীত এ ব্যাপারে সকল 'উলামায়ে কিরাম একমত। কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম সদাক্বাহ্ দেয়ার হাক্বদারের ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং খাদিমের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং তারা বলেন, স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সম্পদে হাক্ব আছে সেজন্য সে স্বামীর সম্পদ থেকে সদাক্বাহ্ দিতে পারে কিন্তু খাদিমের জন্য তার মনিবের

সম্পত্তিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই, সুতরাং সে মনিবের সম্পদ থেকে বিনা অনুমতিতে সদাক্বাহ্ **দিতে পারবে না।**

١٩٤٨ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهٖ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهٖ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪৮-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর অর্জিত ধন-সম্পদ হতে তার অনুমতি ছাড়া দান-খয়রাত করলে এর সাওয়াব (স্ত্রী) অর্ধেক পাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮৫]

ব্যাখ্যা : (مِنْ غَيْرِ أَمْرِهٖ) সুনির্দিষ্ট কোন অংশের ব্যাপারে স্বামীর আদেশ ছাড়া।

(فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهٖ) বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবিদার এভাবে যে, যখন সে স্বামীর সম্পদ থেকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করবে এবং সদাক্বাহ্ করবে তাহলে এই অতিরিক্ত খরচের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে। সুতরাং স্বামী বিষয়টি অবগত হয়ে যদি সন্তুষ্ট হোন তাহলে স্ত্রীর খরচা থেকে সদাক্বাহ্ প্রদানের জন্য অর্ধেক নেকী এবং অতিরিক্ত সদাক্বাহ্ দেয়ার জন্য অপর অর্ধেক নেকী স্বামী পাবেন। কেননা অতিরিক্ত সম্পদ হলো স্বামীর হক্ব। 'আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) এমন মতামত ব্যক্ত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, উত্তম হলো অর্থটি এভাবে গ্রহণ করা যে, স্ত্রী ঐ সম্পদ থেকে খরচ করেছে যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং সেখান থেকে যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে খরচ করে তাহলে তার অর্ধেক নেকী হবে। এক্ষেত্রে উপার্জনের কারণে অপর অর্ধেক নেকী স্বামীর হবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, (قوله من غير أمره) হাদীসে উল্লেখিত (من غير أمره) তথা স্বামীর বিনা অনুমতিতে এ কথার অর্থ হলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট সম্পদটুকুর মধ্যে থেকে খরচ করতে হলেও স্বামীর সুস্পষ্ট অনুমতি থাকা চাই। অন্যথায় সাধারণভাবেও যদি কোন অনুমতিই না থাকে সেক্ষেত্রে তো কোন সাওয়াব তো হবেই না বরং পাপ হবে।

١٩٤٩ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا أُمِرَ بِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهٖ نَفْسُهٗ فَيَدْفَعُهٗ إِلَى الَّذِىْ أُمِرَ لَهٗ بِهٖ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪৯-[৩] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মুসলিম খাদিম বা পাহারাদার, মালিক-এর নির্দেশ অনুসারে কোন পূর্ণ হৃষ্টচিত্তে আমানাতদারীর সাথে ওই ব্যক্তিকে সদাক্বাহ্ দেয়, যাকে সদাক্বাহ্ দেবার জন্য মালিক বলে দিয়েছে, সে সদাক্বাকারীদের একজন। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮৬]

ব্যাখ্যা : মালিকের ধন ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত মুসলিম ও আমানাতদার খাদিম (খাজাঞ্চী) যাকে মালিকের পক্ষ থেকে যা দান করতে আদেশ দেয়া হয় তা তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী কম-বেশি করে দান করে না বরং কৃপণতামুক্ত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে, খুশিমনে পূর্ণভাবে দান করে। হাফিয ইবনু হাজার আল্ আসক্বালানী বলেন, অত্র হাদীসে খাজাঞ্চীকে মুসলিম হওয়ার শর্তারোপ করায় কাফির খাজাঞ্চী এ হাদীসে

---

[৯৮৫] **সহীহ :** বুখারী ২০৬৬, মুসলিম ১০২৬, আবূ দাউদ ১৬৮৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭২৭২, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৭৩১।

[৯৮৬] **সহীহ :** বুখারী ১৪৩৮, মুসলিম ১০২৩, আহমাদ ৩৩৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ৭৭৫, সহীহ আল জামি' আস্ সগীর ৩৩৩৬।

বর্ণিত সাওয়াব পাবে না। কারণ, কাফিরের সাওয়াবের নিয়্যাত থাকে না। অপরদিকে আমানাতদার হওয়ার শর্তারোপ দ্বারা খিয়ানাতকারী খাজাঞ্চী বাদ পড়ে যায়।

অত্র হাদীসে খাজাঞ্চী যে সাওয়াব পাবে তার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। এ চারটি শর্তের কোন একটি বাদ গেলে সে বর্ণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। শর্ত চারটি হলো : (১) মালিক-এর অনুমতি থাকতে হবে; (২) মালিক যা দান করতে আদেশ দিবেন তা থেকে কোন কমতি না করে দান করতে হবে; (৩) দান করার ক্ষেত্রে খুশিমনে দান করতে হবে; কেননা অনেক খাজাঞ্চী/কোষাধ্যক্ষ বা খাদিম আছে যারা মালিক-এর দানের আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট হয় না। (৪) মালিক যাকে/যেখানে দান করতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিবেন তাকে সেখানেই দান করতে হবে; অন্য কোন গরীব/মিসকীনকে দান করলে হবে না।

উপরোক্ত শর্তসমূহ মেনে কোন খাজাঞ্চী যদি দান করে তাহলে সেও দানকারীদের একজন হবে।

শাইখ যাকারিয়্যা আল্ আনসারী বলেন, খাদিম ও মালের মালিক সাওয়াব পাওয়ার দিকে দিয়ে সমান যদিও তাদের সাওয়াবের পরিমাণে কিছু কম বেশি হতে পারে। সুতরাং মালিক যদি তার খাদিমকে ১০০ দীনার (মুদ্রা) প্রদান করে তার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন ফকীরকে দেয়ার জন্য সে ক্ষেত্রে মালিক-এর সাওয়াব বেশি হবে। অপরদিকে মালিক যদি খাদিমকে একটি আটার ঢিলা বা রুটি দিয়ে বলে এটি দূরবর্তী কোন স্থানের কোন ফকীরকে দিয়ে আসো আর সেখানে পৌঁছতে খাদিমের যাতায়াত ভাড়া এবং যাওয়ার পারিশ্রমিক যদি রুটির মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে খাদিমের সাওয়াব বেশি হবে। আর যদি রুটির মূল্য তার যাতায়াত ভাড়া বা পারিশ্রমিকের সম পরিমাণ হয় তাহলে তাদের সাওয়াবও সমান হবে।

١٩٥٠ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫০-[৪] ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এসে বলল, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় তিনি কথা বলতে পারলে সদাক্বাহ্ করতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদাক্বাহ্ করি তার সাওয়াব কি তিনি পাবেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ পাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮৭]

ব্যাখ্যা : (رَجُلًا) বলা হয়েছে এই ব্যক্তি হলেন সা'দ বিন ‘উবায়দাহ্ (রহঃ)। আল্লামা যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, অনেকে দৃঢ়তার সাথেই বলেছেন এ ব্যক্তির নাম সা'দ বিন ‘উবায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)। তবে আল্লামা বাদরুদ্দীন ‘আয়নী (রহঃ) অন্য মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(أُمِّي) তার মায়ের নাম ছিল উমায়রা বিনতু মাস্‘উদ। (لَوْ تَكَلَّمَتْ) যদি কথা বলতে সক্ষম হতেন। (تَصَدَّقَت) তার সম্পদ থেকে কিছু সদাক্বাহ্ করতেন অথবা তার মাল থেকে কাউকে সদাক্বাহ্ করার ওয়াসীয়াত করতেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, তিনি কথা বলতে সক্ষম হননি তাই সদাক্বাহ্ও দেননি। তবে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মুয়াত্ত্বা, সুনানে নাসায়ী এবং মুসতাদারাক হাকিমে সা'ঈদ বিন ‘আম্র বিন শুরাহ্বিল বিন সা'ঈদ বিন সা'দ বিন ‘উবায়দাহ্ তার পিতা তার দাদা থেকে সূত্রে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একদা সা'দ বিন ‘উবায়দাহ্ নাবী (ﷺ)-এর

---

[৯৮৭] **সহীহ :** বুখারী ১৩৮৮, মুসলিম ১০০৪, আবূ দাউদ ২৮৮১, নাসায়ী ৩৬৪৯, ইবনু মাজাহ্ ২৭১৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ২৮১৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২০৭৭, আহমাদ ২৪২৫১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৯৯, ইবনু হিব্বান ৩৩৫৩।

সাথে কোন যুদ্ধে বের হলেন অপর দিকে তার মাতা মাদীনায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন তাকে বলা হল আপনি কিছু ওয়াসিয়াত করুন। অতঃপর তিনি বলছেন, কিসের মাধ্যমে ওয়াসিয়াত করবো মাল তো সব সা'দ-এর মাল। অতঃপর সা'দ যখন আগমন করলেন তাকে বিষয়টি জানানো হলো অতঃপর সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদাক্বাহ্ করি তাহলে এর সাওয়াব কি তিনি পাবেন? অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ পাবেন। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন, তাহলে আমি অমুক অমুক বাগান তার নামে সদাক্বাহ্ দিলাম। তাহলে এ হাদীসে সা'দ-এর মায়ের কথা বলার দলীল স্পষ্ট আর কিতাবের হাদীস থেকে বুঝা যায় তিনি কথা বলেননি, অতএব এ দু'টি হাদীসের সমন্বয় নিম্নোক্তভাবে করা সম্ভব :

১। কিতাব (মিশকাত) এর হাদীসখানাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি সদাক্বাহ্ দেয়ার ব্যাপারে কথা বলেননি যদি বলতেন তাহলে সদাক্বাহ্ করতেন তাহলে আমি এখন কি করবো?

২। সা'দ বিষয়টি সম্পর্কে তথা মহিলাটির কাছ থেকে কি ঘটেছিল তা তিনি আদৌ জানতেন না আর অপরদিকে মুয়াত্ত্বা মালিক-এর কথা বলায় যে হাদীস পাওয়া যাচ্ছে তা বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ বিন 'উবাদাহ্ অথবা মুরসাল সূত্রে তার ছেলে শুরাহবিল মোটকথা হাদীসের রাবী সা'ঈদ হোক আর শুরাহবিল হোক কথা বলার ক্ষেত্রে হ্যাঁ সূচক বর্ণনার বর্ণনাকারী আর না সূচক বর্ণনার বর্ণনাকারী এক নয়।

হাদীসটি থেকে বুঝা যায় :

* মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদাক্বাহ্ জায়িয এবং এতে তার সাওয়াব হবে, বিশেষ করে সদাকাটি যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান করবেন তখন আরো বেশি পৌঁছবে। অনুরূপভাবে দু'আও পৌঁছবে। আর অন্য কিছুই মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করলে তার সাওয়াব সে পায় না শুধুই এ দু'টি ব্যতীত যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى﴾ "মানুষের জন্য কিছুই নেই তবে যা সে চেষ্টা করে"– (সূরা আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৩৯)। আর সন্তান তার চেষ্টার ফসল। সুতরাং সন্তান এগুলোর কাজ মৃত মা-বাবার পক্ষ থেকে আঞ্জাম দেয়া, তাহলে এর বাবা-মা পাবেন। অবশ্য দু'আ এবং সদাক্বাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু পৌঁছায় কিনা সে ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণ দু'আর উপর কিয়াস করে বলেন, হ্যাঁ সদাক্বাহ্ এবং দু'আর মতো অন্যান্য সৎ 'আমাল ও মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছায়। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলবো এ ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

* হাদীসটি থেকে আরো বুঝা যায় যিনি বা যারা হঠাৎ মারা গেলেন তাদের পক্ষ থেকে সদাক্বাহ্ করা মুসতাহাব। এ মর্মে ইমাম বুখারী তার সহীহুল বুখারীতে একটি অধ্যায়ও বেঁধেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٥١ ـ[٥] عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ فِيْ خُطْبَتِهٖ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

১৯৫১-[৫] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, কোন রমণী যেন তার স্বামীর ঘরের কোন কিছু স্বামীর হুকুম ব্যতীত খরচ না করে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! খাদ্য সামগ্রী খরচ করতে পারবে না? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খাদ্যদ্রব্য আমাদের উত্তম ধন-সম্পদ। (তিরমিযী)[৯৮৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর স্পষ্ট অনুমতি, আদেশ বা ইঙ্গিত বা প্রথা ছাড়া কোন স্ত্রীর স্বামীর সম্পদ থেকে কোন কিছু দান করা বৈধ নয়। এ সম্পর্কিত কথা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। একই অর্থের হাদীস সুনানে বায়হাক্বীতেও রয়েছে। অত্র হাদীসে খাদ্যকে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ বলা হয়েছে। যেখানে স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন সামান্য খাদ্যও দান করা বৈধ নয়– সেখানে সর্বোত্তম খাদ্য দান করা বৈধ হয় কিভাবে?

١٩٥٢ -[٦] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ قَالَ: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৯৫২-[৬] সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করার সময় একজন মর্যাদাবতী মহিলা উঠে দাঁড়াল। তাকে 'মুযার গোত্রের' মহিলা মনে হচ্ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর নাবী! আমাদের সকলে পিতা, সন্তান ও স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। তাদের ধন-সম্পদ হতে খরচ করা কী আমাদের জন্য হালাল? তিনি বললেন, পচনশীল মাল খাও এবং তুহফা দাও। (আবূ দাউদ)[৯৮৯]

ব্যাখ্যা : (جَلِيلَةٌ) আল্লামা খিত্বাবী (রহঃ) বলেন, এর দু'টি অর্থ হতে পারে শারীরিকভাবে মোটাসোটা অথবা মেধার দিক দিয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٥٣ -[٧] عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَقَالَ يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৫৩-[৭] আবুল লাহ্‌ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আযাদ করা গোলাম 'উমায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার মুনিব আমাকে গোশ্‌ত টুকরা করার হুকুম দিলেন। এমন সময় একজন মিসকীন এলো। আমি তাকে ওখান থেকে কিছু গোশ্‌ত খেতে দিলাম। আমার মুনিব এ কথা জানতে পারলেন। তিনি আমাকে মারলেন। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম। এ ঘটনা তাঁর কাছে বললাম। তিনি আমার মুনিবকে ডেকে পাঠালেন।

---

[৯৮৮] **সহীহ :** আত্ তিরমিযী ২১২০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৬৬২১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২২০৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ৯৪৩।

[৯৮৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৬৮৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭৮৫১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৬৯৭। কারণ এর সানাদটি মুনক্বতি', যিয়াদ ইবনু যুবায়র সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর সাক্ষাত পাননি।

তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি 'উমায়রকে মেরেছ কেন? তিনি বললেন, সে আমার অনুমতি ছাড়া (মিসকীনকে) খাবার দিয়ে দেয়। রসূল ﷺ বললেন, এর সাওয়াব তোমাদের দু'জনেরই হত। অন্য বর্ণনায় আছে, 'উমায়র বলেছেন, আমি গোলাম। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার মুনিবের ধন-সম্পদ থেকে সদাক্বাহ্ করতে পারব কিনা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। এর সাওয়াব তোমরা দু'জন অর্ধেক অর্ধেক করে পাবে। (মুসলিম)[১৯০]

ব্যাখ্যা : فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا» অর্থাৎ তুমি যদি সন্তুষ্ট এবং উদার মনোভাব পোষণ করে থাকো তাহলে তোমার জন্য সাওয়াব রয়েছে। রসূল ﷺ-এর ভাষ্য থেকে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি গোলামকে তার মুনিবের সম্পত্তি থেকে মুনিবের বিনা অনুমতিতে যা ইচ্ছা দিয়ে দিবে এর অনুমতি প্রদান করেছেন। আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ এখানে গোলামের হাতকে মুক্তভাবে খরচ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন বিষয়টি এমন নয় বরং একটি কাজ যার সঠিকতা স্পষ্ট সেটা গোলামের পক্ষ থেকে তার বিপরীত ঘটে গেলে মালিক তাকে প্রহার বা এ জাতীয় কোন কাজ করা অপছন্দনীয়। সুতরাং রসূল ﷺ এখানে মালিককে তার গোলামের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে সাওয়াব লুফে নিতে উৎসাহিত করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসটির অর্থ এমন হবে যে, 'উমায়র তিনি কোন কিছুর মাধ্যমে সদাক্বাহ্ করলেন আর ধারণা করলেন যে, তার মালিক এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবেন তবে পরে দেখা গেল মালিক সন্তুষ্ট নন। সুতরাং এ সদাক্বাহ্'র প্রেক্ষিতে আনুগত্যের নিয়্যাত থাকার কারণে 'উমায়র, আর সম্পদ অর্জনের কারণে মালিক সাওয়াব পাবেন।

ক্বাযী 'আয়ায (রহঃ) বলেন, মালিক এবং গোলামের সাওয়াবের দৃষ্টিকোণ থেকে সমান হওয়াও সম্ভব। কেননা সাওয়াব হলো আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার অনুগ্রহ আর এ অনুগ্রহকে নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা যায় না এবং তা 'আমাল অনুপাতেও হয় না। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহে তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

(٩) بَابُ مَنْ لَا يَعُوْدُ فِي الصَّدَقَةِ

অধ্যায়-৯ : দান করে দান ফেরত না নেবার বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٥٤ـ[١] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهٗ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهٗ وَظَنَنْتُ أَنَّهٗ يَبِيعُهٗ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهٖ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهٗ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهٖ». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهٖ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهٖ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[১৯০] সহীহ : মুসলিম ১০২৫।

১৯৫৪-[১] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে সওয়ার হবার জন্য ঘোড়া দান করলাম। সে এ ঘোড়াটি নষ্ট করে ফেলল। (তখন) আমি ঘোড়াটিকে কিনে নেবার ইচ্ছা করলাম। আমার ধারণা ছিল, সে কম দামে ঘোড়াটি বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে আমি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি ওটা কিনো না। আর দান করা জিনিস ফেরতও নিও না যদি তা তোমাকে এক দিরহামের বিনিময়েও দেয়। কারণ সদাক্বাহ্ দিয়ে ফেরত নেয়া ব্যক্তি ঐ কুকুরের সমতুল্য, যে নিজের বমি নিজে চেটে খায়। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : দান করা সদাক্বাহ্ ফেরত নেয়া ব্যক্তি তারই মতো, যে বমি করে এবং তা চেটে খায়। (বুখারী, মুসলিম)[৯৯১]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى فَرَسٍ) অর্থাৎ তাকে আমি সদাক্বাহ্ করলাম যাতে করে সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে।

(فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, আমি তাকে বোঝা বহনে সক্ষম একটি ঘোড়া দিলাম সদাক্বাহ্ হিসেবে আর সে মুজাহিদদের অন্তর্গত ছিল না। বাজীরা (রহঃ) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার উপর চড়ানোর দু'টি দৃষ্টিকোণ হতে পারে।

রসূলুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানতেন যে, ব্যক্তির ভিতরে ঘোড়া চালানোর শক্তি, বুদ্ধি দু'টিই বিদ্যমান, সুতরাং তার জানার প্রেক্ষিতে তিনি তাকে ঘোড়াটি দান করে তাকে মালিক বানিয়ে দেন। সুতরাং সে ঘোড়ার মালিক হয়ে ঘোড়ার ক্ষেত্রে বেচা-কেনা করতেই পারে, যেহেতু ঘোড়ার মালিক সে।

(وَاِنْ أَعْطَاكَهٗ بِدِرْهَمٍ) এর মাধ্যমে নাবী ﷺ সস্তার চূড়ান্ত পর্যায় বুঝিয়েছেন হয়তো বা সস্তার কারণে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সেটা ক্রয় করতে পারেন কিন্তু রসূল ﷺ বলেন, যতই সস্তা হোক না কেন তুমি সেদিকে দৃষ্টি দিও না বরং তুমি যে সেটা তাকে সদাক্বাহ্ হিসেবে দিয়েছো এদিকে দৃষ্টি দাও। ইবনুল মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ হাদীসখানার বাহ্যিক অর্থ থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, সদাক্বাহ্কারী পরবর্তী কোন সময় তার সদাক্বাহ্কৃত বস্তু কিনে নেয়া হারাম। আর অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম এটাকে মাকরূহে তানযীহী তথা এর থেকে বিরত থাকা ভাল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সদাক্বাহ্কৃত পশুটিকে কমমূল্যে হলেও ক্রয় করাকে রসূল ﷺ সদাক্বাহ্কৃত বস্তুর দিকে ফিরে আসার সাথে তুলনা করেছেন যেটা হারাম এটা এভাবে হতে পারে যে, নিশ্চয় সদাক্বার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য ছিল আখিরাতের সাওয়াব কিন্তু সে যখন আবার সেটা ক্রয় করে নিল তাহলে সে যেন এখানে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিল। যদিও এখানে কমমূল্যে পাওয়ার কারণে সেটা সকলেই ক্রয় করতে চায় আর সদাক্বাহ্কারী তো আরো বেশি উদগ্রীব থাকারই কথা।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ-এর কথা (لَا تَشْتَرِهٖ وَلَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ) তথা তুমি সেটা ক্রয় করো না এবং তোমার সদাক্বাহ্কৃত মালের দিকে ফিরে যেও না। এ কথাটির মধ্যে যে نهي তথা নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা মূলত نهي تنزيه, نهي تحريمي নয় তথা এমন হারাম নয় যাতে ঈমানের উপর চরম প্রভাব পড়তে পারে। তবে এর থেকে বিরত থাকাই ভাল যে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু সদাক্বাহ্ করে, যাকাত দেয়, কাফ্‌ফারাহ্ দেয় অথবা মানৎ করে আর পরবর্তীতে তারই কাছ থেকে সেটা ক্রয় করে তাহলে এটা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয় হবে। হ্যাঁ তবে যদি কেউ কাউকে কোন মালের ওয়ারিস বানায় তাহলে সে তার কাছ থেকে কিনলে অথবা সদাক্বাহ্কৃত ব্যক্তির নিকট থেকে কেউ কিনে নিলে তার পরে তার কাছ থেকে যদি সদাক্বাহ্কারী ক্রয় করে নেয় তাহলে মাকরূহ হবে না।

---

[৯৯১] **সহীহ :** বুখারী ১৪৯০, মুসলিম ১৬২০।

এটাই জমহূরের তথা অধিকাংশ 'আলিমদের মত। তবে 'উলামায়ে কিরামের একটি দল এই نهي তথা নিষেধাজ্ঞাকে تحريم তথা হারাম সদাক্বার অর্থেও নিয়েছেন। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলবো : সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যায় 'আল্লামা 'ইরাক্বী তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করলে مَكْرُوْهٌ তথা হারাম না হয়ে অপছন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। (আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন)

١٩٥٥ -[٢] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى أُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ». قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ: «صُوْمِيْ عَنْهَا». قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৫৫-[২] বুরায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে বসেছিলাম। তখন এক মহিলা তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মা-কে আমার একটি বাঁদী সদাক্বাহ্ হিসেবে দান করেছিলাম। আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমার সাওয়াব তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন মীরাস (আইন) তোমাকে বাঁদিটি ফেরত দিয়েছে। মহিলাটি আবার বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মায়ের উপর এক মাসের সিয়াম (ফারয) ছিল। আমি কি তা' তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেব? তিনি বলেন, তার পক্ষ থেকে আদায় করবে। মহিলাটি পুনরায় বলল, আমার মা কখনো হাজ্জ পালন করেননি। আমি কি তার পক্ষে হাজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি তার হাজ্জ আদায় করে দাও। (মুসলিম)[৯৯২]

ব্যাখ্যা : আল্লামা মুল্লা 'আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এখানে নিসবাতটি হয়েছে 'রূপক অর্থে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবেন মীরাসের মাধ্যমে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যদি কোন ব্যক্তি কোন সদাক্বাহ্ করে তারপর সে ঐ ব্যক্তি তাকে ঐ সম্পদের উত্তরাধিকারী বানায় তাহলে সেখান থেকে তার খরচ করা মাকরূহ হবে না।

ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম বলেন, কোন ব্যক্তি তার নিকট আত্মীয়কে কোন কিছু সদাক্বাহ্ দিলে সে যদি তার ওয়ারিস হয় তাহলে সেটা তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, সেটা কোন ফকীরকে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

قَالَ: «صومي عَنْهَا» অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যখন কোন মানাতের সিয়াম না রেখে মারা যাবে তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিবে এমনটিই মত দিয়েছেন আসহাবুল হাদীস অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম।

আল্লামা সিনদী (রহঃ) বলেন, (عَلَيْهَا صَوْمٌ) এখানে যেহেতু صوم শব্দটি কোন শর্ত ছাড়াই আছে, সুতরাং যে কোন صوم হতে পারে চাই সেটা ফারয, নাফ্ল যাই হোক না কেন?

---

[৯৯২] **সহীহ :** মুসলিম ১১৪৯, আত্ তিরমিযী ৬৬৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ১৭০১।

تحقيق
مشكاة المصابيح

(المجلد ٢)
[العربي و بنغالي]

تأليف:
ولى الدين أبو عبد اللّٰه محمد بن عبد اللّٰه الخطيب العمري التبريزي (رح)

شرح:
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
أبو الحسن عبيد اللّٰه بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان اللّٰه بن حسام الدين الرحمانى المباركفوري
(المتوفى: ١٤١٤هـ)

تحقيق:
علامة محمد ناصر الدين الألبانى (رح)

الترجمة والمراجعة من الجنة العلمية

حديث أكاديمي
(مؤسسة التعليم والبحوث والنشر)

تحقيق
مشكاة المصابيح
ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله
الخطيب العمري التبريزي (رح)
تحقيق
علامة محمد ناصر الدين الألباني (رح)
حديث أكاديمي
(مؤسسة التعليم والبحوث والنشر)